গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, এম.এ., পি-এচ্.ডি., ভাগবতরত্ন

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট্ পদক ও গ্রিফিথ্-স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত
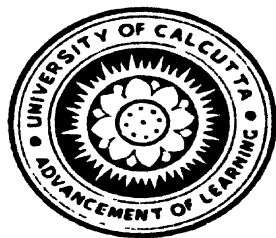
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

মূল্য—পনর টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষরূপে যিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের
বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সাহিত্য-রসিক
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের করকমলে

সূচীপত্র

ভূমিকা

কোন কবির কাব্যরচনার রস ভালভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার সময়ের আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ জানা প্রয়োজন। শেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) সমসাময়িক মহাকবি গোবিন্দদাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু গোবিন্দদাসের কোন্‌টী আসল রচনা, কোথায় কোথায় তাহা পাওয়া যায়, তাঁহার অকৃত্রিম পদাবলীর সংখ্যা কত তাহা প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। সেইজন্য আমি প্রথমে চিরঞ্জীবের পুত্র, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও রামচন্দ্র কবিরাজের ভ্রাতা গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত পদগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা করিয়াছি।

গোবিন্দ আচার্য্য

নানা কারণে এই কার্য্য সহজ নহে। গোবিন্দ নামে একাধিক কবি ছিলেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে গোবিন্দ-দাসের রচনা বাছিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন; তাঁহার নাম গোবিন্দ আচার্য্য। কবিকর্ণপূর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শচী ও জগন্নাথ মিশ্রের তত্ত্ব-নিরূপণের পরই ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

পৌর্ণমাসী ব্রজে যাসীদ্গোবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্যশ্রীলগোবিন্দো গীতপদ্যাদিকারকঃ॥

লক্ষ্মীদেবীর পিতা বল্লভাচার্য্যের ও কেশব ভারতীর পূর্ব্বেই এই গোবিন্দ আচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে দেখিয়া ইঁহাকে আমি শ্রীচৈতন্যের অপেক্ষা বয়সে বড় বলিয়া মনে করি। পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপনির মাতা। সুতরাং সম্বন্ধে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঠানদিদি। এদিক্ দিয়া বিচার করিলেও গোবিন্দ আচার্য্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। গোবিন্দ আচার্য্যের গীতপদ্যের কথা যে শুধু কবি-কর্ণপূরের ন্যায় সংস্কৃতে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা জানিতেন তাহা নহে, ষোড়শ শতাব্দীর আপামরসাধারণ বৈষ্ণব-ভক্তবৃন্দের নিকট তাঁহার পদাবলী সুপরিচিত ছিল। সেইজন্য নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয়পাত্র পুরুষোত্তমের শিষ্য দেবকীনন্দন তাঁহার বৈষ্ণববন্দনায় লিখিয়াছেন—

গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥

—অনুরাগবল্লী, পৃঃ ৪৮

গোবিন্দ আচার্য্যের কবিখ্যাতি শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ববঙ্গ-গমনের পূর্ব্বেই (অনুমান ১৫০৫-১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাই বাসু ঘোষের বড় ভাই গোবিন্দ ঘোষ যখন প্রভুর পূর্ব্ববঙ্গ-গমন উপলক্ষ্যে পদ রচনা করেন, তখন ভণিতায় বৈষ্ণব-আদর্শে গোবিন্দদাস না লিখিয়া গোবিন্দ ঘোষ লিখিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৯-৩৩ দ্রষ্টব্য)। কেননা শুধু গোবিন্দদাস লিখিলে তাঁহাকে লোকে গোবিন্দ আচার্য্যের সঙ্গে অভিন্ন মনে করিতে পারে। তিনি ঘোষ-উপাধি-সহ নাম উল্লেখ করার রীতি প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া তাঁহার ছোট দুই ভাই মাধব ঘোষ ও বাসু ঘোষও নিজ নিজ পদে ভণিতা দিবার সময় ঐ রীতি পালন করেন। অনুরূপ কারণে কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর বংশধর রামানন্দ বসু স্বরচিত পদে কৌলিক উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন, কেননা তাহা না করিলে ঐ পদ অধিকতর প্রসিদ্ধ রামানন্দ রায়ে আরোপিত হইতে পারে। গোবিন্দ আচার্য্যের রচনাশৈলী চণ্ডীদাস, মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার প্রভৃতির রচনারীতির তুল্য ছিল। গোবিন্দ ঘোষের রীতিও ঐ এক ধরণের। কিন্তু গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির ভাষা ও আলঙ্কারিক রীতি অনুসরণ করিয়া পদ রচনা করেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে আর গোবিন্দ আচার্য্যের পদের সঙ্গে পার্থক্য দেখাইবার জন্য কৌলিক উপাধিযুক্ত ভণিতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই।

বর্ত্তমান গ্রন্থে ৩২টী পদ (৭২৯—৭৬০) গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। এই ৩২টী

পদের মধ্যে একটীতে (৭২৯) শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর পুরী যাইবার বিবরণ পাওয়া যায়।

কলহ করিয়া ছলা, আগে পহু চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষণ্ন মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ॥

এই পদের ভণিতায় আছে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সঘনে কহয়ে
নূতন কিশোর বয়েস।
গোবিন্দদাস কহে মুই সে দেখনু
সার্ব্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে এরূপ প্রত্যক্ষদর্শীর মত কথা বলিতে গোবিন্দ কবিরাজ অথবা গোবিন্দ চক্রবর্তী পারেন না। একমাত্র গোবিন্দ আচার্য্যই পারেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গোবিন্দ আচার্য্য কি শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুর হইতে পুরী গিয়াছিলেন? বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে জানা যায় যে, একজন গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন—

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥

-চৈ. ভা. ৩।২

এই গোবিন্দ প্রভুর সন্ন্যাসজীবনের সেবক গোবিন্দ হইতে পারেন না, কেননা তিনি অনেক পরে পুরীতে যাইয়া প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, এই গোবিন্দই গোবিন্দ আচার্য্য। প্রভুর সঙ্গে তাঁহার এত ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়াই কবিকর্ণপূর তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণলীলার পৌর্ণমাসী বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে আরও যে তিনটী পদ (৭৩০—৭৩২) আমি গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহার প্রত্যেকটীতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, বসু রামানন্দ প্রভৃতির সরল, সহজ, মর্ম্মস্পর্শী ভাষার সহিত এই তিনটী পদের ভাষার ও ভাবের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রত্যেকটীতেই প্রভুর বিরহ-কাতরতা দেখিয়া কবির আকুলতা ভণিতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক যুগে পদাবলীসাহিত্যের আলোচনার প্রবর্ত্তক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'গোবিন্দদাস-কৃত পদাবলী'তে লেখেন 'অনেকগুলি পদকর্ত্তার নাম গোবিন্দদাস। সকলেরই পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।' সুতরাং গোবিন্দদাস নামে যে কয়েকজন কবি ছিলেন তাহা গত শতাব্দীর শেষপাদেও জানা ছিল। ঐ সঙ্কলনে ৩৮০টী মাত্র গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ আছে।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

ব্রজবুলিতে লেখা পদে গোবিন্দদাস ভণিতা থাকিলেও সব ক্ষেত্রে উহাকে গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলিয়া স্বীকার করা চলিবে না। কেননা গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক এবং তাঁহারই গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। ইঁহার কবিখ্যাতির কথা প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে নাই; কেননা কবি-হিসাবে ইনি গোবিন্দদাসের সহিত কোনমতেই তুলনীয় হইতে পারেন না। কিন্তু ইনি একদিকে শাস্ত্রচর্চ্চায়, অন্যদিকে গীতবাদ্যচর্চ্চায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং বিশেষ করিয়া কীর্ত্তনের মধ্যে ভাব বা দশাগ্রস্ত হইতেন। যাঁহারা ভক্তিগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছয়জনের নাম উল্লেখ করিয়া একটী শ্লোক কর্ণানন্দে উদ্ধৃত হইয়াছে—

শ্রীদাস-গোকুলানন্দৌ শ্যামদাসস্তথৈব
শ্রীব্যাসঃ শ্রীলগোবিন্দঃ শ্রীরামচরণস্তথা।
ষট্ চক্রবর্ত্তিনঃ খ্যাতা ভক্তিগ্রন্থানুশীলিনঃ
নিস্তারিতাখিলজনাঃ কৃতবৈষ্ণবসেবনাঃ ॥

যদুনন্দনদাস গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে বলেন—

চক্রবর্ত্তি-শ্রেষ্ঠ যিঁহো শ্রীগোবিন্দ নাম।
কি কহিব তাঁর কথা সব অনুপাম ॥

কায়মনোবাক্যেতে প্রভু করে সেবা।
প্রভুপদ বিনা যিঁহো না মানে দেবী দেবা ॥

এস্থলে প্রভু অর্থে শ্রীনিবাস আচার্য্য। ঐ গ্রন্থের অন্যত্র পাওয়া যায়—

প্রভু কৃপা কৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
বাল্যকালেতে যিঁহো ভজন অনুপাম ॥
প্রেমমূর্ত্তি কলেবর—বিখ্যাত যাঁর নাম।
ভাবক-চক্রবর্ত্তী খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম ॥

ভক্তিরত্নাকরে ইঁহার গীতবাদ্যে নিপুণতার কথা আছে—

আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী।
গীত-বাদ্য-বিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমূর্ত্তি ॥

—ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ

নরহরি চক্রবর্ত্তী ইঁহার ভাবক-চক্রবর্ত্তী নাম পাইবার বিবরণও দিয়াছেন—

চক্রবর্ত্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ।
সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ ॥
শ্রীভাবক-চক্রবর্ত্তী হৈল তাঁর খ্যাতি।
কে বা না প্রশংসে দেখি প্রেমভক্তিরীতি ॥

—নরোত্তমবিলাস, ৭ম বিলাস

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের টীকায় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া নিম্নলিখিত পদগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

(১) লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা অঙ্গের মুঞি যাউ নিছনি ॥

—৭৬১, পদামৃতসমুদ্র (পৃঃ ৬১)

(২) মো মেনে মলুঁ মো মেনে মলুঁ।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আলুঁ ॥

—৭৬২, ঐ (পৃঃ ৩৬)

এই পদটীর প্রথম চারি চরণ নরহরি চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত গীতচন্দ্রোদয়ে পাওয়া যায়; যথা—

ঢল ঢল কাঁচা কাঞ্চন মণি।
কি ছার চাঁপার কলিকা গণি ॥
থির বিজুরি করিয়া একে।
সেহ নহে গোরা অঙ্গের রেখে ॥

—গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ৬৯

(৩) শচীর কোঁয়র গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিলুঁ আঁখির কোণে।

—৭৬৩, পদামৃতসমুদ্র (পৃঃ ৩৬)

(৪) মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥

—৭৭৩, ঐ (পৃঃ ৩৭১)

প্রথম তিনটী পদ গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া নদীয়া নাগরীদের উক্তি। 'লাখবাণ কাঞ্চন জিনি' পদে শ্রীগৌরাঙ্গের রূপলাবণ্য দেখিয়া নাগরীরা মুগ্ধ হইয়াছেন এই কথা আছে। ইহার মধ্যে আপত্তিজনক কিছু নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পদটীতে যে বলা হইয়াছে নাগরীদের দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ

হাসিয়া রসিয়া মন্দিরা সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রস-রঙ্গে ॥

ইহা ইতিহাসের সাক্ষ্যের বিরোধী। বিশ্বম্ভর মিশ্রের কথা দূরে থাকুক, কোন সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক এরূপ ঠারাঠারি করেন না। বৃন্দাবনদাস তাঁহার অনেক ঔদ্ধত্যের কথা বলিয়া লিখিয়াছেন—

সব পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হয় একপাশ ॥

কিন্তু নাগরীভাবের উপাসকগণের নিকট ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিশ্বম্ভর মিশ্র অপেক্ষা কৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নাগর গৌরাঙ্গ অধিকতর সত্য ছিলেন। তাই এই ধরণের পদ রচিত হইয়াছিল। তৃতীয় পদটীতেও শ্রীগৌরাঙ্গ

রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, রসময় কথা কয়।

এই তিনটী নাগরীভাবের পদকে এবং গোবিন্দদাস নামাঙ্কিত আরও আটটী পদকে (৭৬৪ হইতে ৭৭১), যাহার মধ্যে সাতটী পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে, আমি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া ধরিয়াছি। এই এগারটী শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় পদে গোবিন্দদাস নাম আছে, গোবিন্দ-

দাসিয়া নাই। প্রথম পদে (৭৬১) ('লাখবাণ কাঞ্চন জিনি' ইত্যাদিতে) 'পামরি গোবিন্দদাস' শব্দ আছে। কবিরাজ গোবিন্দদাসের কোন ভণিতায় পামরি বিশেষণ নাই। 'তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিণে' পদটীর ভণিতায় 'পামরি গোবিন্দদাস মরি যায়ব' (৭৮৩) দেখিয়া উহাকেও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। পদটীর ভাষা দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে গোবিন্দদাস কবিরাজের মনে হইলেও বিশেষ অবধান-পূর্ব্বক আলোচনা করিলে ঐ ভাষার খঞ্জতা দেখা যাইবে। কবিরাজ গোবিন্দদাস কখনও 'করি বিছুরাই' (বিছুরি অর্থে), 'মরমে মঝু সাধার' (মোর মনে সাধার অর্থে), 'সাজি আনল তছু তীরে' (যমুনার তীরে অনল বা চিতাগ্নি সাজাইয়া অর্থে) ব্যবহার করেন নাই। পরবর্ত্তী 'কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি' (৭৮৪) পদটী আগের পদের উত্তরে বলা হইয়াছে, সেজন্য এটীও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা। এটীতেও ভাষার দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'জিবনে না বান্ধব থেহা', 'কবহু নহত নিঠুরাই', 'কাঁহে পরমাদসি এহ' (কেন এরূপ প্রমাদ করিতেছ অর্থে)। পদামৃতসমুদ্রের পূর্ব্বোল্লিখিত চতুর্থ পদটীর (৭৭৩) ভণিতা

গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেত ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণের হরি॥

এই পদের টীকায় রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী 'তোমার প্রাণবল্লভকে আনিব' বলিয়া শ্রীরাধাকে মরিতে নিষেধ করিতেছেন। গোবিন্দদাসের কোন পদে গোবিন্দদাসিয়া ভণিতা নাই; অথচ এরূপ ভণিতাযুক্ত একটি পদকে রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিতেছেন। সুতরাং ঐরূপ ভণিতাযুক্ত আর চারটী পদকেও আমরা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর লেখা বলিয়া ধরিয়াছি; যথা—

(১) ওই দেখহ অনুরাগ
আওল ফাগুন আগে।
আগে মঝু কছু আশ আছিল
নিচয় নাগর আওবে।

—৭৭৯, তরু ১৮১৩

এই পদ সম্পর্কে পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন যে, ১৮০২ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত শ্রীরাধার বার-মাস্যার পদগুলির মধ্যে প্রথম চারিটী বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচনা, পরবর্ত্তী দুইটী অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের ও ভাদ্রমাসের পদ গোবিন্দ কবিরাজের এবং অবশিষ্ট ছয় মাসের পদ 'গোবিন্দচক্রবর্ত্তিঠক্কুরস্য বর্ণনম্'।

(২) নন্দনন্দন, সঙ্গে শোহন, নওল গোকুল-কামিনি।
তপন-নন্দিনি, তীরে ভালি বনি, ভুবনমোহন লাবণি

—৭৮০, তরু ১২৮০

(৩) পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনু মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা

—৭৮১, তরু ১৬৫৫

(৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পুরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥

—৭৮২, তরু ২০৮৭

পদামৃতসমুদ্রে চারটী ও পদকল্পতরুতে ছয়টী পদ একুনে দশটী পদকে ঐ দুই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতারা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া ধরিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রদত্ত সূত্র অনুসরণ করিয়া সর্ব্বসমেত ২৪টী পদ (৭৬১ হইতে ৭৮৪) ঐ কবির লেখা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।

এই গ্রন্থ সঙ্কলিত ও পদাবলী অংশ মুদ্রিত হইবার পর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্কলিত বৈষ্ণব-পদাবলী বাহির হইয়াছে। তাহাতে তিনি ৯৪টী পদ গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তীর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমার উল্লিখিত ২৪টী পদের মধ্যে হরেকৃষ্ণবাবু ১৯টী পদকে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বলিয়া মানিয়াছেন। আমার ৭৬৮ ও ৭৭২ সংখ্যক পদ দুটীকে তিনি গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

তিনি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া অনুমিত ৯৪টী পদের মধ্যে অধিকাংশেরই ভণিতায় "গোবিন্দদাস" বা "গোবিন্দদাসিয়া" পাঠ ধরিয়াছেন। আমরা কিন্তু ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্ত্তনামৃত, পদ-কল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক সঙ্কলনগ্রন্থে এসব পদের

ঐরূপ কোন ভণিতা পাই নাই। "ভাবে ভরল তনু" ইত্যাদি পদটীর ভণিতায় হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন—"গোবিন্দদাসিয়া বলিহারি", কিন্তু ক্ষণদার (১০।১) পাঠ—"গোবিন্দদাস বলিহারি", পদামৃতসমুদ্রের (৪২৯) ভণিতাও "গোবিন্দদাস বলিহারি।" পদকল্পতরুর (২০৯৮) পাঠও উহাই। "চিত চোর গৌর অঙ্গ" ইত্যাদি পদটীতেও তিনি ভণিতা দিয়াছেন—"গোবিন্দদাসিয়া করত আশ।" কিন্তু ভক্তিরত্নাকর (৮৮৯ পৃঃ) এবং পদকল্পতরুর (২১১২) পাঠ "আশ করত গোবিন্দদাস।"

প্রাচীন ও প্রামাণিক সঙ্কলনগ্রন্থগুলির পাঠকে অগ্রাহ্য করিয়া কোনো পুথির পাঠকে মানিতে হইলে প্রমাণ করা উচিত যে, ঐ পুথি পূর্ব্বোক্ত মুদ্রিত প্রাচীন সঙ্কলনগ্রন্থগুলি হইতে প্রাচীনতর ও বিশুদ্ধতর। অথচ কোনো আকর পুথির উল্লেখমাত্র হরেকৃষ্ণবাবু কোথাও করেন নাই।

রসমঞ্জরী

যে সমস্ত গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পদাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পীতাম্বরদাস 'রসমঞ্জরী'তে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া খ্যাত মুকুন্দদাস 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে' গোবিন্দদাসের পদ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা রসের লক্ষণাদি দৃষ্টান্ত-সংযোগে দেখাইতেছেন বলিয়া কবির পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নাই। কোন অলঙ্কারের গ্রন্থেই কবিদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয় না।

পীতাম্বরদাসের পিতা রামগোপালদাস 'বাণ-অঙ্গ-শর-ব্রহ্ম নরপতি শাক' অর্থাৎ ১৫৬৫ শকে বা ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রসকল্পবল্লী রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের পরিপূরক রূপে পীতাম্বর 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থ লেখেন। খুব সম্ভব ১৬৬০ হইতে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রসমঞ্জরী রচিত হয়। ইহাতে গোবিন্দদাসের নামাঙ্কিত নিম্নলিখিত ২৪টী পদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তারকা-চিহ্নিত ৬টী পদ কেবলমাত্র রসমঞ্জরীতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও দেখা যায় না।

(১) গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ। নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ॥ (পৃঃ ৩)—৩৫৮

(২) হরি রহু কাননে কামিনী লাগি। জাগরে জর জর মনসিজ আগি॥ (পৃঃ ৫)—৩৬২

*(৩) রাকা নিশাকর কিরণ নিহারি। যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি॥—৩৭৯

(৪) সজনী অব তুহুঁ করহ পয়াণ। পন্থে মিলব তুহুঁ কান॥ (পৃঃ ১১)—৪০৬

*(৫) পবন পরশে চলিত মৃদু পল্লব। শুনইতে বল্লভবালা (পৃঃ ১৩)—৬৮৪

(৬) পরিজন সকল মন্দির ত্যজি গেলহি। চান্দ গহন দিন লাগে॥ (পৃঃ ১৪)—৪১৪

*(৭) অপরূপ রমণী অভিলাষ। সঙ্কেত কাননে সেজ বিছাই (পৃঃ ১৫)—৪০১

(৮) দেখ সখি অটমীক রাতি। আধ রজনী বহি যাতি॥ (পৃঃ ১৭)—৪১১

(৯) হরি হরি কি ভেল পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক বহি যায়ত (পৃঃ ১৮)—৪০৫

(১০) ঋতুপতি রাতি বিরহজরে জাগরি দোতি উপেখলি রামা (পৃঃ ১৯)—৪২৩

*(১১) মাধব তরুতলে রাই। তুয়া পথ পুন পুন চাই॥ (পৃঃ ২০)—৪১৯

(১২) সঙ্কেত লাগি রজনি হম জাগরি সহচরিগণ করি সঙ্গ (পৃঃ ২২)—৪৩০

*(১৩) শর্ব্বরী উজোরল চান্দে। হেরি ধনি ফুকারিয়া কান্দে॥ (পৃঃ ২৩)—৬৪০

*(১৪) রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজাঞা পসার। গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার॥ (পৃঃ ২৫)—৭১৬

(১৫) চাতক সম হরি সঙ্কেত করইতে। দ্বার খসাইতে রাধা (পৃঃ ২৯)—৩৭৭ (রসমঞ্জরীতে ভণিতা নাই)

(১৬) আজ তুহুঁ শঙ্কর দেবা। জাগর পুণফলে প্রাতহি ভেটলু (পৃঃ ৩৪)—৪৪১

(১৭) শ্যামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ। সিন্দূর চিহ্ন কিয়ে আরকত সাজ ॥ (পৃঃ ৩৪)—৪৯৭

(১৮) কানু সাধলি বেরি বেরি। সো রূপ নয়নে না হেরি (পৃঃ ৩৮)—৫১৪

(১৯) কানু উপেখল মোয়। অব তনু ঘন ঘন রোয় ॥ (পৃঃ ৩৯)—৫০৯

(২০) আদরে আগুসরি রাইক হৃদয়ে ধরি জানু উপরে রাখি (পৃঃ ৪৮)—৩০৯

(২১) আকুল চিকুর অলকাকুল সমরী। সীথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী ॥ (পৃঃ ৪৯)—১১১

(২২) কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট। নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট (পৃঃ ৫৪)—৬১৯

(২৩) যাহা লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলু, দুরজন কি কি নাহি কেল (পৃঃ ৫৪)—৬১৮

(২৪) অতমিত যামিনি কান্ত। বিকল ভেল মণিমন্ত ॥ (পৃঃ ৫৬)—৬২৪

এই ২৪টী পদের মধ্যে ১৪ সংখ্যক পদটী একেবারে অন্য ধাঁচের রচনা ; যথা—

রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজাঞা পসার।
গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার ॥
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি কান্দিয়া পুহাই ॥
অরাজক দেশেরে মদন দুরাচার।
আপন ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার ॥
বসন্ত দুরন্ত কত অনলে পুড়ায়।
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিয়া চমকায় ॥
মাতল ভ্রমরারে রসে মাগে তায়।
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরশায় ॥
দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায় ॥
তে না বিকে সব গেল বহি গেল কাজ।
যৌবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ ॥
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
গোবিন্দদাসের তনু ধরণী লোটায় ॥

এই পদটীর রচয়িতা যে গোবিন্দদাস তিনি খুব সম্ভব গোবিন্দ আচার্য্য। ইহার রচনারীতির সঙ্গে গোবিন্দ কবিরাজের রচনাশৈলীর কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না ; অথচ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত পদাবলীর সঙ্গে ইহার মিল খুব বেশী।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়

মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে সর্ব্বসাকুল্যে ৬০টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নয়টী পদ গোবিন্দদাস কবিরাজের ; যথা—

(১) ঢল ঢল সজল, জলদতনু শোহন,
মোহন আভরণ সাজ।
অরুণ নয়ন গত, বিজুরী চমকেতনি,
দগধল কুলবতী লাজ ॥—১৯২

(২) রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী সখি সঞে রস পরখাই।
হসইতে খসই কতহি মণি মোতিম দশন
কিরণ অবছাই ॥—২২১

(৩) এ দূতি সুন্দরি করু অবধান।
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ ॥
তুহুঁ সে চতুর দূতী কি কহবি হাম।
ঐছে করিবি যাহে সিদ্ধি হউ কাম ॥—২৩৩

(এই পদটী সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ছাড়া অন্য কোথাও নাই)

(৪) কানুকো বচন শুনি গদগদ ভাষ।
মিললি সহচরী রাইকো পাশ ॥
কহতহি সহচরী শুন বর গৌর।
তুয়া লাগি হালত নন্দকিশোর ॥—২৫২

(এই পদটী সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীতে [৭২] ছাপিয়াছেন, কিন্তু সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে ইহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।)

(৫) মদন কিরাত, কুসুম শরে দারুণ, বন বৃন্দাবন মাঝ।
সো দিন তোঁহারি, চরণ শরণ করি, পরিহরি পৌরুষ
লাজ ॥

সুন্দরি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান।
মনোরথ জোরে, নয়ন শরে হানল, অস্থির হামারি পরাণ॥—৩২২

(৬) চরণে ধরিয়া হরি, হার পরায়লি, গাথি আপন নিজ হাত॥
সো নাহি পহিরলু, দূরহি ডারলু, মানিনী অবনত মাথ॥—৫০৭

পদামৃতসমুদ্রের পাঠ—
চরণে লাগিয়া হরি, হার পিন্ধায়ল, যতনে গাঁথি নিজ হাথ।

(৭) শ্যামরু কোলে, যতনে ধনি শুতলি,
মদন লালসে তনু ভোর।
ঘন ঘন চুম্বন, নিবিড় আলিঙ্গন, জনু কাঞ্চনে মণি জোর॥—৬০৩

(৮) গোঠে বিজই ব্রজরাজ কিশোর।
জননী-বিরচিত বেশ উজোর॥—১৫০

(৯) কানু বিরস কথি লাগি।
কিয়ে মোর করম অভাগি।
হাম যব গেলু পিয়া পাশ।
পিয়া দীর্ঘ ছাড়ল নিশ্বাস॥—৬১৪

নবম পদটী সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ছাড়া অন্য কোথাও নাই।

গোবিন্দদাস কবিরাজ কৃত এই নয়টী পদ রসের দৃষ্টান্তস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বশেষে একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শৈলীর পদ উল্লিখিত হইয়াছে। সেটী এই—

এই ত মাধবীতলে, আমার লাগিয়া পিয়া,
যোগী যেন বসিয়া ধিয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া মোর, ফাটিয়া না যায় গো,
নিলজ পরাণ নাহি যায়।
হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
আমারে ছাড়িঞা পিয়া, মথুরা রহিল গিয়া,
এই বিধি লিখিল করমে॥
আমারে লইয়া সঞে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
ফুল তুলি বিহরই বনে॥
নব কিশয়ল তুলি, সেজ বিছায়লি,
রস পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে, শয়নে স্বপনে হেরে,
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সো মোর গুণের পিয়া, মথুরা রহিল গিয়া,
কৈছনে দিবস গোঞায়॥
অনেক দিবস হৈল, পিয়া কেনে না আইল,
কারু মুখে না শুনি সংবাদ।
গোবিন্দদাসের বাণী, শুন রাধে ঠাকুরাণী,
এ বড় দারুণ বিষাদ॥—৭৫৪

এই পদের সঙ্গে রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত 'রসের হাটে বিকে আইলাঞ' পদের ভাষাগত মিল লক্ষ্য করিবার মতন। এই পদটীও গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা মনে হয়।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি

সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ক্ষণদাগীতচিন্তামণি সঙ্কলন করেন। তিনি ১৬২৬ শকাব্দে বা ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সম্পূর্ণ করিয়া নিত্যধামে গমন করেন বলিয়া প্রবাদ। সুতরাং ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ইহার পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্ব্ব বিভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। হরিদাস দাস বাবাজী মহোদয় লিখিয়াছেন যে উহার উত্তর বিভাগ শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীল অদ্বৈতচরণ গোস্বামীর নিকট ও পশ্চিম বিভাগ তত্রত্য নিম্বার্ক গ্রন্থালয়ে আছে (শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, পৃঃ ১৪৮৪)। পূর্ব্ব বিভাগে ৩১৫টী পদ আছে; তন্মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী হরিবল্লভ বা বল্লভ নাম দিয়া ৫১টী পদ রচনা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক পদ গৃহীত হইয়াছে গোবিন্দদাসের রচনা হইতে। গোবিন্দদাস কবিরাজের রচিত ৭৭।৭৮টী পদ অর্থাৎ সমগ্র পদাবলীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এগুলির মধ্যে ২৩টী পদ পদকল্পতরুতে নাই। একটী পদের (২২১ সংখ্যক 'অপরূপ গোরা নটরাজ প্রকট প্রেম বিনোদ নাগর

বিহরে নবদ্বীপ মাঝ') রচয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

এ পদটী ক্ষণদাতে বাসুদেব দত্তের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু পদকল্পতরুতে (২৯২৫) উহা গোবিন্দদাস ভণিতায় ধৃত হইয়াছে। বাসুদেব দত্তের কোন পদ অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই। ইহার রচনাশৈলীর সঙ্গে গোবিন্দদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এটীকে আমি তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে করি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ক্ষণদার এতগুলি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদের মধ্যে একটীমাত্র পদের ভাষার সঙ্গে গোবিন্দ আচার্য্যের ভাষার কিছু মিল দেখা যায়। পদটী এই—

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সম্বিত না পাই॥
কিবা খেণে আইনু সখি কি দেখিনু তারে।
সে রূপ-লাবণি বনি নয়ন উপরে॥
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে ধনী রস-অবলম্বে॥
তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে।
কাম-চামর করে পূর্ণ শশধরে॥
তথি বিরাজই শ্রম-ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু।
মুকুতা-ভূষিত জনু পূর্ণমীকো ইন্দু॥
ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে।
আধ গিরি মাঝে জনু নব জলধরে॥
উর আধ পর লোলে মুকুতার হার।
সুমেরু-শিখরে জনু সুরনদী ধার॥
মঝু মন রহতহিঁ করত সিনান।
গোবিন্দদাস কহে ইহ পরমাণ॥

—ক্ষণদা ১৮।৩

এই পদের ভাষায় ভণিতার দুই চরণ ছাড়া কোথাও ব্রজবুলি নাই বটে, কিন্তু শ্রীরাধার মুখের সঙ্গে শশধরের ও কেশের সঙ্গে চামরের তুলনা করিয়া কামদেব চন্দ্রকে চামর-ব্যজন করিতেছেন বলা, মুখের ঘর্ম্মবিন্দুর সঙ্গে মুক্তাভূষিত পূর্ণিমার চন্দ্রের উপমা দেওয়া, নীলসাড়ী বুকের অর্দ্ধেকটা ঢাকিয়াছে বলিয়া পর্ব্বতের মধ্যদেশে বা অর্দ্ধেক অংশে যেন নূতন মেঘ উঠিয়াছে বলা, মুক্তার হারকে সুমেরু শিখরের গঙ্গার ধারা বলা পুরাপুরি বিদ্যাপতির আলঙ্কারিক রীতির অনুসরণ। বিশেষ করিয়া গোবিন্দদাস কবিরাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভণিতা 'গোবিন্দ দাস কহে ইহ পরমাণ' এই পদটী যে তাঁহার হাতের রচনা তাহা বলিয়া দিতেছে। ব্রজবুলি যে সব পদে নাই সেগুলি বিশেষ বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে যে ঐগুলি গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা কি গোবিন্দ কবিরাজের লেখা।

গীতচন্দ্রোদয়

ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসের গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্ত্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে গীতচন্দ্রোদয় নামে এক সুবৃহৎ পদগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। ক্ষণদাগীতচিন্তামণির আদর্শে তিনি যে গীতচন্দ্রোদয় রচনা করেন তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—

সামান্যত প্রথমেতে গাব গৌরগীত।
চিন্তামণি যৈছে তৈছে এ গীতের রীত॥

—পৃঃ ১৫

গীতচন্দ্রোদয়ের আটটী বিভাগ। তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগ গৌরকৃষ্ণরসামৃতের অন্তর্গত পূর্ব্বরাগ প্রকরণ মাত্র হরিদাস দাস বাবাজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ১১৭০টী পদ আছে। ইহার মধ্যে গোবিন্দদাস নামাঙ্কিত ৬৫টী পদ আছে।

পদামৃতসমুদ্র

রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা জগদানন্দ, পিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদ, প্রপিতামহ গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ ও বৃদ্ধ-প্রপিতামহ শ্রীনিবাস আচার্য্য।

হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন যে রাধামোহন ঠাকুর ১১০৪ সনে অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে

জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৮৫ সনে বা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাঁহার শিষ্য মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইবার তিন বৎসর পরে দেহত্যাগ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পদামৃতসমুদ্রে ৭৪৬টী পদ আছে; তন্মধ্যে রাধামোহন ঠাকুরের নিজের রচনা ২২৮টী পদ, যাহার মধ্যে ২১০টী ব্রজবুলিতে, ২৩টী বাংলায় ও ৫টী সংস্কৃতে রচিত। তাঁহার ১৮২টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজের পদের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাই তাঁহার সঙ্কলিত ৭৪৬টী পদের মধ্যে ২৭০টী অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ পদ গোবিন্দদাসের নামাঙ্কিত। তাঁহার গ্রন্থে তিনি নিজের ও গোবিন্দদাসের ছাড়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি আরও ৩৬ জন কবির ২৪৮টী পদ সংগ্রহ করিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর যে কেবল ভক্তিমান্ কবি, পণ্ডিত ও সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন তাহা নহে; তাঁহার গ্রন্থসম্পাদনার প্রণালীও ছিল বৈজ্ঞানিক। তিনি অনেকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পাঠ মিলাইয়া পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলন ও তাহার টীকা রচনা করেন। টীকার অনেক স্থানে তিনি পাঠান্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠ অনেক ক্ষেত্রেই পদকল্পতরু-ধৃত পাঠ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দুই একটি উদাহরণ দিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। রাসলীলার সুপ্রসিদ্ধ পদ 'বিপিনে মিলল গোপ নারি' ইত্যাদির (৫৫৬) মধ্যে পদকল্পতরুর পাঠে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া গোপীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তোমরা হঠাৎ রাত্রিকালে এই বনে ছুটিয়া আসিয়াছ কেন?

গলিত-দলিত কবরি বন্ধ
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ
মন্দির কিয়ে পড়ল দন্দ
বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

'সুন্দর কবরী-বন্ধন স্খলিত হইয়াছে—এরূপ যুবতিবৃন্দ (তোমরা) কি জন্য (বনে) ধাবিত হইতেছ? গৃহে কি কলহ উপস্থিত হইয়াছে? বিপথগামিনী অর্থাৎ কুলটা স্ত্রীগণ কি (তোমাদিগকে) বেষ্টিত করিয়াছে? (কুলটাদের সাহচর্য্য কুলবতীগণের গৃহত্যাগের বলবৎ কারণ বটে)।' "মন্দির কিয়ে পড়ল দন্দ", ঘরে কি ঝগড়া বাধিয়াছে? এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু হঠাৎ কুলটারা যাইয়া গোপীদের গৃহ কেন বেষ্টন করিবেন? আর করিলেই বা গোপীরা বনে চলিয়া আসিবেন কেন? ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে 'বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী' স্থলে আছে 'বেঢ়ল বিশিখ-বাহিনী'। বিশিখ অর্থে তীর—বিশিখ-বাহিনী মানে তীরন্দাজ বাহিনী। হঠাৎ ঐ বাহিনী তোমাদের ঘর ঘেরিয়া ফেলিয়াছে কি? তাই তাহাদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য বনে আসিয়াছ?

পদকল্পতরুতে 'ভীতক চীত ভুজগ হেরি' ইত্যাদি (৩৬৭) পদটীতে পাঠ আছে—তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরি। কিন্তু পদামৃতসমুদ্রের পাঠ—তুয়া অভিসার রভসে বর নাগরি। অভিসারে 'অবশ হইয়া' বলা অপেক্ষা অভিসারের রভসে অর্থাৎ রসের আবেশে সেই শ্রেষ্ঠ নাগরী হাত দিয়া ফণীর মণি ঢাকিয়া দেয় বলা অনেক বেশী মনোরম। 'আওয়ে মধুঋতু মধুর যামিনী' (৬৩৩) ইত্যাদি পদকল্পতরু-ধৃত পদে বিরহিণী রাধার অবস্থা সম্বন্ধে দূতী মাধবকে বলিতেছেন—

বিরহ-জ্বরে জরি কনয়া মঞ্জরি
রহল রূপক ছাই।

রূপ পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়াছে। ইহা অতিশয়োক্তি বটে, কিন্তু রূপের আবার ছাই থাকে কি? পদামৃত-সমুদ্রের পাঠ—

বিরহজ্বরে জরি কনক মঞ্জরী
রহল রূপক ছায়।

বিরহজ্বরে সন্তপ্ত হওয়ায় সেই কনকমঞ্জরী এখন যেন তাহার পূর্ব্বরূপের ছায়াতে পরিণত হইয়াছে। ইহা অনেক বেশী সুন্দর নয় কি?

রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার সংস্কৃত টীকায় গোবিন্দদাস কবিরাজ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত অনেক দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের

অর্থ না দিলে কবির বহু পদই আমাদের নিকট দুর্বোধ্য রহিয়া যাইত। দুই একটী উদাহরণ দিলে রাধামোহন ঠাকুরের নিকট আমরা কত ঋণী বুঝা যাইবে। বিরহের এই পদটী ধরুন—

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বনদাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব॥
কতয়ে আরাধব মাধব।
তোহে বিনু বাধাময়ি ভেল রাধা।
কঙ্কণ ঝঙ্কন কিঙ্কিণি শঙ্কিনি
কুণ্ডল কুণ্ডলীভাণ।
যাবক পাবক কাজর জাগর
মৃগমদ মদকরি মান॥
মনমথ মনমথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম কুসুম শর গোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিখনে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি॥—৬৫৯

ইহাতে শোকিল, কন্দন, ঝঙ্কন, শঙ্কিনি, কুণ্ডলীভাণ, মৃগমদ, মদকরি প্রভৃতির অর্থ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় আমাদের মুস্কিল আগে হইতেই বুঝিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

"শোকিল শোককারকঃ। বনদাব বনাগ্নিঃ। মন্দ দুঃখদ ইত্যর্থঃ। কন্দন ক্রন্দন ক্রন্দয়তীত্যর্থঃ। মারত ধাব ধাবিত্বা মারয়তীত্যর্থঃ। বাধাময়ী দুঃখময়ী। ঝঙ্কন উদ্বেজকঃ। শঙ্কিনী শঙ্কাদায়িকা। কুণ্ডলী সর্পঃ। পাবক বহ্নিরূপঃ। জাগর হৃদি ত্বাং জাগরবতীত্যর্থঃ। মদকরি মান মদযুক্তকরিণং মন্যতে। সাম্যং ভীষণত্বাংশে জ্ঞেয়ম্।

যেমন শব্দার্থ ব্যাখ্যা, তেমনি অন্তর্নিহিত ভাবের মর্ম্মোদ্ঘাটনেও রাধামোহন ঠাকুর অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

তরুণ অরুণ, সিন্দুর বরণ, নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে, তাসঞে রোখয়ে, মানিনী বদন ফেরি॥
কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আটপ্রহরে, তো বিনু সাজই, আটহুঁ নায়িকা সাজ॥—৬৭১

ইহা পড়িয়া আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে রাধা দিনের আটপ্রহরে আটরকমের নায়িকার রূপ কি ভাবে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে, সকালবেলায় নীল আকাশের সূর্য্যের রক্তিম আভা দেখিয়া রাধা খণ্ডিতা নায়িকার রূপ ধারণ করিয়া কানাইকে যেন বলিতেছেন যে তুমি তোমার ভালবাসার লোকের সিন্দূর মাখিয়া আমার কাছে আসিয়াছ? এইভাবে তাঁহার কলহান্তরিতা প্রভৃতি রূপেরও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "অত্র প্রথমতঃ প্রাতঃ সময়ে নীলাভাকাশে অরুণং দৃষ্ট্বা অন্যনায়িকাসিন্দূরযুক্তং ভবন্তং মত্বা খণ্ডিতা, 'প্রাণসহচরি' ইত্যাদিনা কলহান্তরিতা, 'নয়ন মুদি কহে' ইত্যাদিনা উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা চ। 'খঞ্জন ধ্বনি শুনি' ইত্যাদি চরণে বাসকসজ্জা। 'নীল নিচোল' ইত্যাদিনাভিসারিকা। 'ঘুমল তো সঞে' নিদ্রাযুক্তং ত্বাং মত্বেত্যর্থঃ অত্র স্বাধীনভর্ত্তৃকা। 'কোকিল কলরব' ইত্যাদিনা প্রোষিতভর্ত্তৃকা ইত্যষ্টৌ।" রাধামোহন নিজে একজন কবি। তাই গোবিন্দদাসের কবিতার পটভূমিকা ব্যাখ্যায় তিনি অনেক স্থানেই সুতীব্র অনন্য-সাধারণ রসানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।

পদামৃতসমুদ্রে ২৬০টী গোবিন্দ কবিরাজের পদের মধ্যে ২০টী এমন যাহা পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হয় নাই। আমার মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনবিশারদ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পদামৃতসমুদ্রের পুথি মুদ্রিত পুথি অপেক্ষা বিশুদ্ধতর। সেইজন্য ঐ পুথির পাঠই অধিকাংশ-স্থলে পদের মূল পাঠরূপে প্রদত্ত হইল।

পদকল্পতরু

পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলনের ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে বৈষ্ণবদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে পদকল্পতরু সঙ্কলন করেন। ইনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

শ্রীআচার্য্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন॥

যাহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের নিবাস।
যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥

'যাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া' বলিতে বৈষ্ণবদাস যদি বুঝাইতে চাহেন যে পদামৃতসমুদ্রের সকল পদই তিনি পদকল্পতরুতে স্থান দিয়াছেন, তাহা হইলে সে কথা সত্য হয় না। গোবিন্দদাসেরই ২০টী এমন পদ পদামৃতসমুদ্রে আছে, যাহা পদকল্পতরুতে নাই। রাধামোহন ঠাকুরের ২২৮টী পদ পদামৃতসমুদ্রে আছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে মাত্র ১৮২টী পদ ধৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের 'শুন শুন সই কহিনু তোরে' ইত্যাদি পদটী পদামৃতসমুদ্রের ৪২৩ পৃষ্ঠায় ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে এটী নাই।

পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৪৭৩টী পদ আছে, তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১০টীকে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বলিয়াছেন, এবং তিনটী (২৬১, ১৬৪০, ১৬৭১) বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের যুক্ত নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদাস অন্য কোন কবির এত অধিক-সংখ্যক পদ উদ্ধৃত করেন নাই। তাঁহার সঙ্কলিত ১৩০১ পদের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ গোবিন্দ কবিরাজের পদ। তিনি পদগুলি সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে ইহাদের অধিকাংশই আজ পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত থাকিয়া যাইত।

বাংলাদেশের ও বাংলা-সাহিত্যের সৌভাগ্য যে সতীশচন্দ্র রায়ের মতন সুপণ্ডিত, সুরসিক ও পদাবলী-সাহিত্যের জহুরী পদকল্পতরু সম্পাদনা করিয়াছেন। তিনি এই বিপুল-সংখ্যক পদের পাঠোদ্ধার, পাঠনির্ণয় ও ব্যাখ্যা করিতে একক যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অন্তর ভরিয়া উঠে। তাঁহার টীকার সাহায্য লইয়া আমি গোবিন্দদাসের অধিকাংশ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে সকল স্থানে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহার ব্যাখ্যার কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমি আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিমত স্বতন্ত্রভাবে ঐসব পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি। প্রত্যেক পদের নীচে আকর-নির্দ্দেশ (reference) দেওয়া আছে। তাহার সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যার সহিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত ব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন।

পদকল্পতরু সম্পাদনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী নাম দিয়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দে এক অত্যন্ত মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৬৩টী পদ পদরসসার, পদরত্নাকর, বাঁকুড়ার প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। ঐগুলির মধ্যে আমি তিনটীকে (৬৮৬, ৬৯২, ৬৯৩) গোবিন্দ আচার্য্যের বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিও কিন্তু গোবিন্দদাসের তেরটী পূর্ব্বপ্রকাশিত পদকে অপ্রকাশিত পদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; যথা—

(১) ৬১—সজল জলদ অঙ্গ মনোহর ইত্যাদি—ক্ষণদা ১৯।৪ ও গীতচন্দ্রোদয় ১৭০ পৃঃ
(২) ৬২—মউর শিখণ্ডক-মণ্ডিত ইত্যাদি—কীর্ত্তনানন্দ ৬৮, গীতচন্দ্রোদয় ১০৫
(৩) ৬৪—করি জলকেলি অলি সঞে বালা ইত্যাদি—কীর্ত্তনানন্দ ১২৯, গী ৩৫৬
(৪) ৬৯—তুয়া মুখ-চন্দ-কোটি জিনি শোভিত ইত্যাদি—সংকীর্ত্তনামৃত ১২২
(৫) ৭০—পাপ চকোর চন্দ বলি ধাবই ইত্যাদি—সং ১২১
(৬) ৭৭—দেখ সখি রাধামাধব সঙ্গ—ক্ষণদা ২৬।১১
(৭) ৭৮—দুহুঁ মুখ দরশি বিহসি দুহুঁ লোচন—কী ১৮৭
(৮) ৮৩—সজনী করহ পয়ান, পন্থ মিলব তুয়া কান—রসমঞ্জরী পৃঃ ১১
(৯) ৯৫—সজল নয়নে রজনি জাগি—সমুদ্র ১৮৯

(১০) ৯৯—দূর সঞে নয়নে নয়নে জনি হেরবি—ক্ষণদা ২০।৯, তরু ৫২৭

(১১) ১০৫—যব ধনি কানু কয়ল তহি কোর—কী ১৯৩

(১২) ১১৬—জাগি শ্যাম-কোরে বৈঠলি নারি—কী ২৩১

(১৩) ১১৭—সখিগণ মেলি যে করল পয়ান—সং ১০০

পদাবলী সঙ্কলন করা যে কত কঠিন কাজ তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে এই তালিকা দিলাম। ডাঃ সুকুমার সেনও সংকীর্ত্তনামৃতে (৩২৯) প্রকাশিত 'শুনিয়া মধুর মুরলি তান' ইত্যাদি পদটি অপ্রকাশিত মনে করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৬শ খণ্ডে ছাপিয়াছিলেন।

প্রাচীন সঙ্কলনগ্রন্থগুলির মধ্যে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরু এবং সংকীর্ত্তনামৃত ছাড়া অন্য কোনখানিতেই পদসূচী নাই। তাহার উপর একই পদ কোন গ্রন্থে 'শুন শুন' বলিয়া, কোন গ্রন্থে 'সজনী' বলিয়া, আবার অন্য গ্রন্থে তৃতীয় চরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কোন্ পদটী নূতন, কোন্‌টী পূর্ব্বপ্রকাশিত তাহা বাহির করা সহজসাধ্য নহে।

সংকীর্ত্তনামৃত

দীনবন্ধুদাস ১৬৯৩ শকে (১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে) ৪৯৪টী পদ লইয়া সংকীর্ত্তনামৃত সঙ্কলন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার নিজের রচিত পদের সংখ্যাই ২০৭, যদিও তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

> পূর্ব্বপূর্ব্ব মহতের যত পদাবলী।
> তাহারি সংগ্রহ করি হইঞা কুতূহলী॥
> কদাচিৎ দুই এক স্বকৃত বর্ণন।
> মধ্যে মধ্যে দিব রস সংলগ্ন কারণ॥

স্বকৃত পদের পরেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক পদ তিনি লইয়াছেন গোবিন্দদাসের রচনা হইতে। গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদের সংখ্যা তাঁহার গ্রন্থে ১৫৪ অর্থাৎ শতকরা একত্রিশ ভাগের বেশী পদ গোবিন্দ কবিরাজের। রাধা-মোহন ঠাকুরের ন্যায় দীনবন্ধুদাসও একাধারে কবি, পণ্ডিত ও বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের ধারক ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ শ্রীঠাকুর হরি, পিতামহ নন্দকিশোর, পিতা বল্লবীকান্ত ঠাকুর বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ছাপাখানার প্রচলন হয় নাই, হাতে লিখিয়া বা লিখাইয়া বই সংগ্রহ করিতে হইত, তখনও একটী সংস্কৃতিমান্ পরিবারে কিরূপ লাইব্রেরী থাকিত তাহার আভাস দীনবন্ধুদাস দিয়াছেন—

> পূর্ব্ব প্রতি পুরুষের যোগ্যতা অনন্ত।
> পাণ্ডিত্যে সংগ্রহ কৈল কত শত গ্রন্থ॥
> স্তবমালা স্তবাবলী বিদগ্ধমাধব।
> গোবিন্দলীলামৃত আর ললিতমাধব॥
> বিল্বমঙ্গল কর্ণামৃত রসামৃতসিন্ধু।
> ব্রহ্মসংহিতা ভাগবতামৃত নানাছন্দ॥
> সন্দর্ভ দশম টিপ্পনী আদি যত।
> ভক্তিগ্রন্থ সংগ্রহ করিত শত শত॥
> ইতিহাস পুরাণ আগম অলঙ্কার।
> নব্য প্রাচীন স্মৃতি সাহিত্য অপার॥
> পদ পদাবলী কত করিল বর্ণন।
> প্রাচীন আনিঞা কত করিল লিখন॥

এইরকম একটী লাইব্রেরী হাতের কাছে পাইয়াছিলেন বলিয়া দীনবন্ধুদাস অনেক পদের সহিত প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকাদির তুলনা করিতে পারিয়াছেন ও বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃতি দিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত অষ্টকালীয় নিত্যলীলার কোন কোন পদ এত সরল ভাষায় বিনা অলঙ্কার-প্রয়োগে রচিত হইয়াছে যে, সন্দেহ হয় ঐগুলি কবিরাজ গোবিন্দ-দাসের রচনা কিনা। কিন্তু দীনবন্ধুদাস ঐ সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন—

> অপরূপ এক দিবসের নিত্যলীলা।
> শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর বর্ণিলা॥

—পৃঃ ২

কীর্ত্তনানন্দ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌরসুন্দরদাস কীর্ত্তনানন্দ সঙ্কলন করেন। ইহাতে ৬০ জন কবির রচিত

প্রায় ৬৫০টী পদ আছে। তাহার মধ্যে ২০১টী পদ গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত। কীর্ত্তনানন্দে গোবিন্দদাসের এমন ৩৩টী পদ আছে যাহা পদকল্পতরুতে নাই। কিন্তু কীর্ত্তনানন্দ অত্যন্ত অসাবধানতার সহিত সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে অসংখ্য ভ্রম-প্রমাদ দেখা যায়। তৎসত্ত্বেও অনেক স্থলে কীর্ত্তনানন্দে প্রদত্ত পাঠের বিশেষত্ব আছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় (পৃঃ ৪) লিখিয়াছেন, পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস ও কীর্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দরদাস "কেহ কাহারও সংগ্রহগ্রন্থের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই। কীর্ত্তনানন্দে বৈষ্ণবদাস ভণিতার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই; কিন্তু পদকল্পতরুতে গৌরসুন্দরদাস ভণিতার পাঁচটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, কীর্ত্তনানন্দের পঞ্চম পৃষ্ঠার নবমসংখ্যক পদটী বৈষ্ণবদাসের—

বৈষ্ণবদাসেতে কয় মনের হরিষে।
জন্মনিত্যলীলা প্রভু করিলা প্রকাশে॥

আমার মনে হয় বৈষ্ণবদাস ও গৌরসুন্দরদাস সমসাময়িক।

অন্যান্য গ্রন্থ

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের শিষ্য নন্দকিশোরদাস উজ্জ্বল-নীলমণি অবলম্বনে রসকলিকা নামক একখানি গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে বিভিন্ন রসের দৃষ্টান্তস্বরূপ গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত ১২টী পদ ধৃত হইয়াছে—

১। মন্দির বাহির কঠিন কপাট—(ভণিতাহীন) পৃঃ ৩৩
২। কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলু—(ভণিতাহীন) পৃঃ ৩৩
৩। দেখ সখি অটমীক রাতি—(ভণিতাহীন) পৃঃ ৩৬
৪। আকুল চিকুর চূড়পরি চন্দ্রক—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ৩৬
৫। আঙ্কল প্রেম পহিলে—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ৩৭
৬। শুন বল্লভ কান, ভাল তুহুঁ চতুর সুজান—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ৩৮
৭। সজল নয়ানে রজনী জাগি—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ৩৯
৮। যাহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ১১৫
৯। তরুণ অরুণ সিন্দূর বরণ—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ১৫৩
১০। না জানিয়ে কো মথুরাসঞে আওল—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ১৫৩
১১। নামহি অক্রূর ক্রূর নহে যা সম—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ১৫৪
১২। হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ—(ভণিতাযুক্ত) পৃঃ ১৫৫

১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সঙ্কলিত পদরত্নাবলী নামক গ্রন্থে গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত ১১টী শ্রেষ্ঠ পদ ধৃত হইয়াছে—

১। ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
২। ভালে সে চন্দন চাঁদ
৩। কুল মরিয়াদ কবাট উদঘাটলু
৪। পৌখলি রজনী পবন বহ মন্দ
৫। মন্দির বাহির কঠিন কবাট
৬। কানু নহ নিঠুর চলি যাত
৭। যহিঁ যহিঁ নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি
৮। ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন
৯। শরদ চন্দ পবন মন্দ
১০। আজু বিপিনে যাওত কান
১১। যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত

১৩০৪ সালে বা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগে প্রায় ৪৩১টী গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ প্রকাশ করেন। উহাই বর্ত্তমানে প্রচলিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর চতুর্থ খণ্ড "গোবিন্দদাসের পদাবলীর" উপজীব্য। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী প্রকাশিত হইলে উহা হইতে কতকগুলি পদ ইহাতে সংযোজিত হয়; কিন্তু

প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর ২৫৭ হইতে ২৯২ সংখ্যক পদ ইহাতে মুদ্রিত হয় নাই। ইহা ছাড়া আর কোন পার্থক্য এই দুই সঙ্কলনের মধ্যে নাই।

প্রথমোক্ত গ্রন্থে গৌরলীলা আরম্ভ হইয়াছে ৩১৫ সংখ্যক পদে, শেষোক্ত গ্রন্থে ৩৪২ সংখ্যক পদে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আধুনিক সংস্করণে কয়েকটী পদ বেশী সংযোজন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বসুমতী সংস্করণে ৪৬৫টী পদ আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে দশটী পদ দুইবার করিয়া ছাপা হইয়াছে।* ৮০ পৃষ্ঠায় ভণিতাহীন 'বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা' পদটীর দুই কলি মাত্র মুদ্রিত দেখা যায়। ৮৪ পৃষ্ঠায় 'নাচে নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ' ইত্যাদি 'শ্রীনিবাসসুত গতিগোবিন্দ চিত ভোর রে' ভণিতাযুক্ত একটী পদও গোবিন্দদাসের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ৪৫৩টী গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ আছে। ইহাতে বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিবার কোথাও কোন চেষ্টা দেখা যায় না। 'সহজেই কাঞ্চন গোরা' পদে (পৃঃ ৭৯) ভণিতায় ছাপা হইয়াছে—

পূরল জগজন আশ।
বঙ্কিম ভেল তহি গোবিন্দদাস॥

মানে দাঁড়ায় সকলের আশা পূর্ণ হইল দেখিয়া গোবিন্দ-দাসের মন খারাপ হইয়া গেল বরাহনগরের পুঁথিতে প্রকৃত পাঠ আছে—

পূরল জগজন আশ।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

* (ক) কাহারে কহিব কানুর পিরিতি—পৃঃ ২০ ও ৪৪
(খ) কুন্দকুসুমে তরু করবীক ভাক—পৃঃ ২৪ ও ৪৬
(গ) অম্বরে ডম্বরু ভরু নব মেহ—পৃঃ ২৭ ও ৪৭
(ঘ) মুদির মরকত মধুর মুরতি—পৃঃ ৬০ ও ৮৭
(ঙ) নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর—পৃঃ ৫৬ ও ৮৯
(চ) শারদ সুধাকর মণ্ডল খণ্ডন—পৃঃ ৫৬ ও ৮৯
(ছ) হিমকর মলিন নলিনীগণ হাসউ—পৃঃ ৬৭ ও ৯১
(জ) ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রহে—পৃঃ ৭৮ ও ৯৭
(ঝ) হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে—পৃঃ ১৯ ও ৯২
(ঞ) বিপিনহি কেলি কয়ল—পৃঃ ১৯ ও ৯৮

'কহল সো খল জন দোখল কান' ত্যাদি (বর্ত্তমান সঙ্কলনের ৫১১) পদটী ছাপা হইয়াছে 'কোমল মাখন জনু দেখল কান' রূপে (পৃঃ ৩২)। কানু মাখনের মতন কোমল কি না তাহার সঙ্গে মান বাড়াইবার কোন সম্বন্ধ নাই। এইসব দোষ সত্ত্বেও বলা প্রয়োজন যে, বসুমতী কার্য্যালয় সস্তায় গোবিন্দদাসের পদ প্রচার করিয়া কবিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।

৪১৬ শ্রীচৈতন্যাব্দে বা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দদাসের পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে প্রচার করিতে প্রয়াস পান শান্তিপুরনিবাসী কালিদাস নাথ মহাশয়। তাঁহার সম্পাদিত 'গোবিন্দদাসের পদাবলী'তে মাত্র ২৯১টী পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। উহার মধ্যে আবার ৮৬ এবং ২০৪ সংখ্যক পদ একই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ২৯০টী পদ তিনি ছাপিয়াছিলেন। তিনি পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, ক্ষণদা, সংকীর্ত্তনামৃত, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি কোন সঙ্কলন-গ্রন্থ দেখেন নাই; কেননা, তাঁহার ৯৯ সংখ্যক পদ 'কতয়ে কলাবতি যুবতি সুমরতি' ঐ সব সঙ্কলনে থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন—"এই পদটী অন্য কোন পুঁথিতে নাই।" তিনি একখানি মাত্র প্রাচীন পুঁথি দেখিয়া ঐ সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি যদি পদকল্পতরুর মতন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্কলনগ্রন্থ অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে অন্ততঃ ৪৪০টী পদ দিতে পারিতেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বঙ্গবাসী প্রেস হইতে বৈষ্ণবপদলহরী প্রকাশ করেন। ইহাতে গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত ৪৯০টী পদ প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ২৯২ পৃষ্ঠায় 'নিতাইর নিছনি লইয়া মরি' ইত্যাদি এবং 'নাচে নিত্যানন্দ ভুবন আনন্দ' ইত্যাদি দুইটী গতিগোবিন্দের পদও ছাপা হইয়াছে। ৩৬৯ পৃষ্ঠায় গোবিন্দদাসের নামে 'গাইব সব মধুমাস' শীর্ষক বারমাস্যার প্রথম পদটী ছাপা হইয়াছে; উহা পদকল্পতরুর 'গাবই সব মধুমাস' (১৮০২)। এই বারমাস্যা সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন যে, প্রথম চারি মাস সম্বন্ধে রচনা বিদ্যাপতির। বৈষ্ণবপদ-লহরীতে প্রেমবৈচিত্ত্য মুদ্রিত হইয়াছে প্রেমবৈচিত্র্যরূপে

(পৃঃ ৩৪৬)। এই সংগ্রহে নয়টী পদ দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে।*

পদামৃতমাধুরী ১৯৩১ হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয়ের ছাত্র নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়।

উপজীব্য পুথির বিবরণ

কেবলমাত্র গোবিন্দদাসের পদযুক্ত পুথির সংখ্যা প্রচুর। তাহার উপর আবার যে কোন পদাবলীসংগ্রহের পুথিতে গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমি বরাহনগর পাঠবাড়ীর গ্রন্থমন্দিরে গোবিন্দদাসের পদের ২৫ খানি পুথি পাইয়াছি। পুথিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। কিন্তু সেগুলি রক্ষা করিবার কোন সুব্যবস্থা নাই। সবগুলি পুথি একটি বাণ্ডিলে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। না আছে কাঠের বা কার্ডবার্ডের পাটা; না আছে খেরুয়া বা অন্য কোন বস্ত্রের আচ্ছাদন। পুথিগুলির কোন ভাল তালিকা পর্য্যন্ত নাই। গোবিন্দদাসের সমস্ত পুথিগুলির ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া আছে।

এই পুথিগুলির মধ্যে ৪ (৩) সংখ্যক পুথিখানি খুব মূল্যবান্। ইহার পত্রসংখ্যা ১ ৬৩; তবে চতুর্দ্দশ পত্রখানি নাই। হাতের লেখা সুন্দর। পদগুলিও অতি মনোরম। আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন পুথি বলিয়া মনে হয়। পুথির মালিক গৌরবরণ দাস, পিতা ৺রাধারমণ অধিকারী, ওরফে রামরতন ভট্টাচার্য্য। ১৩৩৭ সালে শ্রীযতীন্দ্রকুমার গোস্বামী পুথিখানি গ্রন্থমন্দিরে দান করেন। ইহাতে প্রায় ২৮০টী গোবিন্দদাসের পদ আছে। পদগুলি ও তাহাদের ক্রমবিন্যাসরীতির সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথির ও ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গোবিন্দদাস-পদাবলীর অনেক মিল দেখা যায়। দুই চারিটী পদ একটু আগেপিছে সাজানো। আমার ধারণা—বরাহনগরের ঐ পুথি, সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথি এবং কালিদাস নাথের উপজীব্য পুথির আকর হইতেছে গোবিন্দদাসের স্ব-নির্ব্বাচিত পদাবলী।

গোবিন্দদাস স্বরচিত পদের একটী সঙ্কলন করেন। ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ একটী ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ আছে।

> গোবিন্দ কবিরাজ খেতরি হইতে।
> আইলা বিদায় হৈয়া বুধুরি গ্রামেতে॥
> নির্জ্জনে বসিয়া নিজ গীতরত্নগণে।
> করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥
>
> —ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০৩৫

সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথিখানি ১১৮৩ সালে ৭ই ফাল্গুন তারিখে অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ গোস্বামী নকল করেন। ইহার পদসংখ্যা ২৯২, কিন্তু 'বিরহক বেদনে' ইত্যাদি পদটী ৮৯ ও ২০৭ সংখ্যায় দুইবার ধরা হইয়াছে। পদগুলি নিম্নলিখিত ৩৩টী বিষয় লইয়া রচিত—

(১) গৌরচন্দ্রের রূপ, (২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ, (৩) গোষ্ঠলীলা, (৪) শ্রীরাধার রূপ, (৫) শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, (৬) শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, (৭) শ্রীরাধার স্বয়ংদৌত্য, (৮) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য, (৯) শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী, (১০) রূপোল্লাস, (১১) রাস, (১২) সম্ভোগ, (১৩) রসালস, (১৪) রসোদ্গার, (১৫) অনুরাগ, (১৬) মান, (১৭) বিরহ, (১৮) অভিসারোৎকণ্ঠা, (১৯) অভিসার, (২০) অভিসারানুরাগ, (২১) বাসক-সজ্জা, (২২) উৎকণ্ঠিতা, (২৩) বিপ্রলব্ধা, (২৪) খণ্ডিতা, (২৫) কলহান্তরিতা, (২৬) প্রোষিতপ্রেয়সী, (২৭) ভবনবিরহ, (২৮) মাথুর, (২৯) বারমাসিয়া,

---

* (ক) সুরধুনী বারি ঝারি ভরি ঢারত—পৃঃ ২৮৬ এবং ২৯২
(খ) ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতম্—পৃঃ ২৯৩ এবং ৩৮২
(গ) ইন্দু অমিঞা বয়ন আগোরল—পৃঃ ৩০৯ ও ৩১৭
(ঘ) আনহি ছল করি সুবল করে ধরি—পৃঃ ২৭২ ও ৩৩৩
(ঙ) তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম—পৃঃ ২৭০ ও ৩৩৩
(চ) ও নব জলধর অঙ্গ—পৃঃ ৩০১ ও ৩৩৮
(ছ) মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর—পৃঃ ৩২৩ ও ৩৫৫
(জ) আন্ধল প্রেম পহিলে হেরিনু—পৃঃ ৩৬১ ও ৩৬৫
(ঝ) আঁচরে মুখশশী গোয়—পৃঃ ৩১৯ ও ৩৭৩

(৩০) স্বাধীনভর্ত্তৃকা, (৩১) ফাগুখেলা, কেলি, (৩২) দান, (৩৩) নৌকাবিলাস।

আমরা এই পুথিকে সা. প. (১) সঙ্কেতচিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহার পদগুলি একেবারে ভেজালহীন, খাঁটি কাব্যরসে পরিপূর্ণ। পদগুলির মধ্যে কেবল চারিটী প্রায় খাঁটি বাংলায় লিখিত, অন্যান্য সবগুলি ব্রজবুলিতে রচিত। ঐ চারিটী পদ হইতেছে—

৬৫—চিকণ কালা, গলায় মালা—(বরাহনগর ৫৭ সংখ্যা)

১৪৫—মুঞি যদি বলোঁ পাসরোঁ কাল—(বরাহনগর ১৩৭ সংখ্যা)

২৮৫—এই বৃন্দাবন পথে নিতি নিতি করি—(কালিদাস নাথ ১৪১)

২৮৭—শুন শুন সুন্দর সুজন কানাই

'চিকণ কালা' পদটীর শেষ দুই চরণে গোবিন্দদাস কবিরাজের অতুলনীয় রচনাভঙ্গীর নিদর্শন দেখা যায়—

শ্রবণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল, পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল, চরণযুগল, নিছনি গোবিন্দদাস॥

'চিকণ কালা গলায় মালা' যে কবি লেখেন, তাঁহার কাছে আমরা আশা করি 'কাণেতে দুলিতেছে'; কিন্তু ঐ পদে রহিয়াছে 'শ্রবণে চঞ্চল' আর তাহার ধ্বনির সঙ্গে মিলাইয়া 'মকর কুণ্ডল', 'পহিরণ পীত বাস' না বলিয়া কবি ঐ শব্দের ঝঙ্কার বাড়াইয়া লিখিয়াছেন 'পিন্ধন পিয়ল বাস'। চরণ-যুগলকে রক্ত উৎপলের সঙ্গে তুলনা দেওয়াও কবির বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক। 'মুঞি যদি বলোঁ পাসরোঁ কান' পদটীতে একটু আধটু ব্রজবুলির আভাস যে নাই তাহা নহে :

শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে
ঐছন পড়ল অকাজে।

ঐ পদের ধ্বনিই মেলে 'পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি, পরাণ নিছনি দিয়ে' পদে (৫৯৮)। 'এই বৃন্দাবন পথে, নিতি নিতি করি গতাগতে' পদেও 'গতাগতে', 'বরজ যুবরাজ', 'কহতহিঁ' প্রভৃতি শব্দকে একেবারে খাঁটি বাংলা বলা যায় না। পরবর্ত্তী পদটীতে 'গোরস জানিয়ে' 'নারীর বেশন' ইত্যাদি শব্দও কবিকে চিনাইয়া দেয়।

ঐ চারিটী পদকে গোবিন্দদাস কবিরাজের অকৃত্রিম রচনা বলিয়া ধরিলে নিম্নলিখিত পদগুলির রচয়িতার সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ উঠে না।

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াথ না পাই॥ (২৫১)

পদটীর শেষের দিকে যে উপমার বাহুল্য দেখা যায় তাহা গোবিন্দদাস কবিরাজের নিজস্ব ভঙ্গী :

ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে।
আধ গিরিমাঝে যেন নব জলধরে॥
উর আধ পরে লোলে মুকুতার হারে।
সুমেরু শিখরে যেন সুরধুনী ধারে॥
'কাহারে কহিব কানুর পিরিতি
তুমি সে বেদনী সই' (৫৯৫) ইত্যাদি পদে
কমল কোরক ভরমে কি কৈল
গুণেত ঘুণিত তনু॥

এই ছন্দ ও শব্দঝঙ্কার গোবিন্দদাস কবিরাজের স্বকীয়। তাঁহার রচিত ৭০৭টী পদের মধ্যে ২০।২৫টী এইরূপ বাংলা পদ, বাকী সবগুলি ব্রজবুলির পদ।

সাহিত্য-পরিষদের ১৮৪ ও ১৮৫ সংখ্যক পুথিও গোবিন্দদাসের পদাবলীর। শেষোক্ত পুথিখানার আরম্ভ হইয়াছে গোবিন্দদাসের গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য্যের বন্দনা করিয়া :

'পহু মোর শ্রীনিবাস গুণধাম' ইত্যাদি।

গোবিন্দদাসের পদের তিনখানি প্রাচীনতম পুথি আমি ব্রজমণ্ডল হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। প্রথম পুথিখানি শ্রীবৃন্দাবনের কাঙ্গালী মহাপ্রভুর মহান্ত নিত্যধামগত নরহরিদাস মহান্ত মহারাজ আমাকে দিয়াছিলেন। পুথি-খানি আদ্যন্তবিহীন। ইহাতে ২৬ খানি পত্র আছে। ইহার সবগুলি পদই গোবিন্দদাসের। পুথির বয়স আড়াইশত বৎসরের কম নহে। অনেক স্থলে কালি মুছিয়া গিয়াছে এবং তুলোট কাগজ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে চারটী নূতন পদ পাইয়াছি। দ্বিতীয় পুথি শ্রীরাধাকুণ্ডে আমার মাতামহ অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের কীর্ত্তনের ছাত্র গদাধরদাস বাবাজী মহোদয়ের নিকট

হইতে পাইয়াছিলাম। এই পুথিও খণ্ডিত। ইহাতে ১১৭টী গোবিন্দদাসের পদ ছিল; কিন্তু আমি সপ্তম পদের পরই ২৩ সংখ্যক পদ এবং ৮৯ সংখ্যক পদের পর ৯৩ সংখ্যক পদ একুনে ৯৭টী পদ পাইয়াছি। তন্মধ্যে ৩৪, ৩৭ ৪৮ ও ৭৮ সংখ্যক পদ অন্য কোন পুথিতে বা মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তৃতীয় পুথিখানি গোবর্দ্ধনে পাইয়াছি। এখানির বয়সও আড়াই শত বৎসরের কম নহে। হস্তাক্ষর সুন্দর ও নির্ভুল। অষ্টম পত্র হইতে ৩৭ পত্র পর্য্যন্ত পাইয়াছি। ইহাতে তিনটী অপ্রকাশিতপূর্ব্ব পদ পাইয়াছি। ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে লাগিবে এই আশায় পুথি তিনখানি আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছি। আমার মাতামহ সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনগায়ক অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি হইতেও কয়েকটি নূতন পদ পাইয়াছি। ঐ পুথিতে তাঁহার প্রিয় ৫০৭টী পদ সংগৃহীত আছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ অষ্টকালীয় লীলা লইয়া যে কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা দীনবন্ধুদাস তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন—

অপরূপ এক দিবসের নিত্যলীলা।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর বর্ণিলা॥— পৃঃ ২

এই অষ্টকালীয় লীলা বিষয়ক একান্ন পদের সবচেয়ে সুন্দর, নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পুথি হইতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০১ সংখ্যক পুথি। নকলের তারিখ ১০৭৫ সাল দেওয়া আছে। উহা যদি বাংলা সাল হয় তবে ১৬৬৯ হইবে এবং মল্লাব্দ হইলে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। বরাহনগরের ৪র্থ পুথি এবং ৯০ সংখ্যক পুথিও একান্নপদের। সাহিত্য-পরিষদের ১৮২ সংখ্যক পুথির নাম দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থ। উহাতেও ৫১টী পদ ছিল। প্রথম পাতা না থাকায় বর্ত্তমানে ৪৯টী পদ রহিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০ পুথিও একান্নপদের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথির একটি প্রকরণে একান্নপদ বলিয়া কতকগুলি পদ আছে। পদকল্পতরুতে অষ্টকালীয় লীলা প্রকরণে গোবিন্দদাসের যে সব পদ আছে তাহার মধ্যে অনেকগুলি একান্নপদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ হয়তো নিজে ৫১টী পদ প্রথমে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তারপর পুথির লিপিকর বা মালিকরা নিজ নিজ রুচি অনুসারে গোবিন্দদাসের রচনা হইতে আর দুই চারিটী করিয়া পদ উহাতে অদল-বদল করিয়া সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপও হইতে পারে যে কবি স্বয়ং ৫১টী পদ নির্ব্বাচন করেন নাই; পরবর্ত্তী সময়ে রসিক ভক্তেরা উহা বাছিয়াছিলেন। কিন্তু কবি নিজে ঐরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়াই আমার মনে হয়। অষ্টকালীয় লীলার পদগুলি সাধকজনের কণ্ঠহার।

সাহিত্য-পরিষদের ১৯০ সংখ্যক পুথিতে ২৩টী চিত্রগীত আছে। আমরা অন্যান্য পুথি ও গ্রন্থে আরও ১১টী এইরূপ অনুপ্রাসযুক্ত পদ পাইয়াছি। এই পুথির প্রথম পদ 'কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখি' (১১৮)। আমরা ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে অ-বর্ণের অনুপ্রাসযুক্ত একটি পদও পাইয়াছি; যথা—

অবনত আনন আচরে গোই ইত্যাদি (১১৪)।

ইহা ছাড়া ১৮৬ সংখ্যক পুথিতেও কয়েকটী অনুপ্রাসযুক্ত বিরহ চিত্রগীত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০ সংখ্যক পুথির নাম চিত্রগীত; উহাতে ২৪টী পদ আছে। পুথির তারিখ ১০৬৮ সাল, কিন্তু পুথিখানি মল্লভূমিতে লিখিত বলিয়া ঐ তারিখকে মল্লাব্দ ধরা উচিত মনে হয়। তাহা হইলে উহার তারিখ হইবে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক 'বৈষ্ণব পদাবলীর' পুথিখানিকে আমি সা.প. ২ সঙ্কেতচিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছি। এই পুথিখানির মতন নির্ভুল সুন্দর-হস্তাক্ষরযুক্ত পুথি খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে ১৬৩ পত্র আছে; ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৮, ১০৬ সংখ্যক পাতাগুলি নাই। খণ্ডিত পুথিখানিতে ৭৭০টী পদ রহিয়াছে। নির্ব্বাচিত পদগুলি খুব সুন্দর। এই পুথিতে গোবিন্দদাসের ২৮০টী পদ রহিয়াছে। পদকল্পতরুর মান পর্য্যায়ের ৩৯৮ সংখ্যক ও সংকীর্ত্তনামৃতের ৪০৭ সংখ্যক পদের (বর্ত্তমান গ্রন্থের ৪৮৫) আরম্ভটা যেন মাঝখান হইতে, সহসা অর্থ বুঝিতে বেশ কষ্ট হয়; যথা—

গোরখ জাগাই শিঙ্গারব করতহিঁ
জটিলা ভীখ আনি দেল।

গোরখ মানে এখানে গরুর রক্ষক। কিন্তু আপাতত মনে হয় বুঝি গোরক্ষনাথের কথা বলা হইতেছে। ঐ পদটার প্রথমে যে আরও খানিকটা ছিল তাহা এই পুঁথি হইতে জানা যাইতেছে; যথা—

মুকুট উতারি জটাজূট বান্ধল
পহিরল ফটীক মাল।
চন্দন উতারি ভসম চড়াওল
বাউলবেশ বনাল॥
পিতধটি ছোড়ি কোপিন পহিরল
শঙ্খ কি কুণ্ডল কানে॥
ময়ূরক পুচ্ছ হাথ ধরি মাধব
আওল জাবট গ্রামে॥

তারপর জাবট গ্রামে জটিলার বাড়ীতে গোরক্ষকদিগকে শিঙ্গার শব্দে জাগানোর কথা আছে।

সাহিত্য-পরিষদের পুথিগুলির মধ্যে কোনটাই সওয়া-শ দেড়শ বছরের চেয়ে কম প্রাচীন নহে। ১৮৩ সংখ্যক পুথিখানির বয়স তো ১৮৩ বৎসর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি হালের লেখা পুথিতে কিন্তু এমন অনেকগুলি গোবিন্দদাস-নামাঙ্কিত পদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা আমার দেখা অন্য কোন প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় নাই। এই পুথিখানির ক্রমিক সংখ্যা ৬২০৪। ১২৯৩ সালে বা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেহালার ক্ষীরোদচন্দ্র রায় এই পুথি সঙ্কলন করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন। ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরের সঙ্গে পুথির হাতের লেখার মিল নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর পুথিখানি সংগ্রহ করেন। ইহাতে প্রায় চার হাজার বৈষ্ণব-পদাবলী আছে। পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংকলনগ্রন্থে নাই এমন পদের সংখ্যা প্রচুর। আধুনিক কালের অনুলিপি হইলেও, বর্ণাশুদ্ধিতে ইহা সেকালের অনেক পুথিকেও হার মানাইয়াছে। অনেক স্থলেই বানান সেকালের পুথির ধরনের। বিভিন্ন রসের পদসংগ্রহ করিতে যাইয়া সঙ্কলয়িতা অনেক ভাল ভাল পদ ৩।৪ বার করিয়া ৩।৪ পর্য্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ পুথির শেষে নিধুবাবু, হারু ঠাকুর, গিরিশ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি প্রেমের গান রহিয়াছে। এগুলি অবশ্য পদসঙ্কলন 'সমাপ্ত' লিখিবার পর দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় ক্ষীরোদচন্দ্র রায় বৈষ্ণব-পদগুলি কোন প্রাচীন পুথি হইতে লইয়াছেন। তবে সে পুথি পদকল্পতরুর পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, কেননা ইহাতে বৈষ্ণবদাসেরও পদ আছে (।৵০ পৃষ্ঠায়)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পুথিখানিতে শুধু গোবিন্দদাসের নহে, অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরও অপ্রকাশিত অনেক নূতন পদ আছে।

গোবিন্দদাসের খ্যাতি ও পরিচয়

গোবিন্দদাস কবিরাজ শুধু নিজে প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ও বংশধরগণও কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় ভক্তিভাবের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহ দামোদর সম্বন্ধে তিনি সঙ্গীতমাধব নাটকে বলিয়াছেন—

পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১৭

নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥

—ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১৭

গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীবের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীচৈতন্যশাখাতে আছে—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥১।১০।৭৮

সঙ্গীতমাধব নাটকে গোবিন্দদাস তাঁহার পিতাকে সুপরিচিত ব্যক্তি বলিয়াছেন।

রামেন্দু অর্থাৎ রামচন্দ্র কবিনৃপতি বা কবিরাজ

গঙ্গাতীরে সরজনি নগরে গৌড়ভূপতির অধিপাত্র, ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণুর প্রতি ভক্তির জন্য সুপরিচিত চিরঞ্জীব সেনের ঔরসে ও সুনন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নরাখ্য অর্থাৎ নরোত্তম ঠাকুরের সহিত অভিন্নাত্মা ছিলেন (ভক্তিরত্নাকর ১৯ দ্রষ্টব্য)। এই কথা হইতে জানা যাইতেছে যে চিরঞ্জীব সেন গৌড়ভূপতির একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এই বিষয়ের উপর পূর্ব্বে কোন সমালোচকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায় অনেকেই চিরঞ্জীব সেনকে সুনন্দার পিতা শ্রীখণ্ডের দামোদরের আশ্রিত ঘরজামাই বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব সেন পুরীতে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপীনাথ আচার্য্য প্রতাপরুদ্রকে দেখাইতেছেন কোন্ কোন্ ভক্ত গৌড় হইতে আসিয়াছেন :

মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥

চৈঃ চঃ ২।১১।৯২

চিরঞ্জীব সেন হয় হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) না হয় তাঁহার পুত্র নাসির উদ্দীন আবুল মজফর নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২) অমাত্য ছিলেন। শেষোক্ত সুলতানের অমাত্য থাকাই বেশী সম্ভব। ডাঃ সুশীলকুমার দে অনুমান করেন যে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীর ১৫৭ সংখ্যক পদটী এই চিরঞ্জীবের রচনা।

গোবিন্দদাসের বড় ভাই রামচন্দ্রও কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপূর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণ-গোকুলৌ॥
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তি-সদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ॥

কর্ণানন্দ, পৃঃ ১২০

এই অষ্ট কবির মধ্যে অন্ততঃ সাতজন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ইঁহাদের সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের নিধান।
শ্রীদাস গোকুলানন্দাচার্য্য দয়াবান্॥
ভক্তিমূর্ত্তি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ।
যারে দেখি কাঁপে মহা পাষণ্ড সমাজ॥
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো।
যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥
কর্ণপূর কবিরাজ পরম সুধীর।
শুনি তাঁর কাব্য কোহো হৈতে পারে স্থির॥
ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়॥
যাঁর ভ্রাতা রূপ নিপু বীর ভৌমালয়॥
পঞ্চকুটে সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পূর্ব্ববাস কঢ়ই কবীন্দ্র ভক্ত্যাতুল॥

ভক্তিরত্নাকর, দশমতরঙ্গ, পৃঃ ৬১৯

এখানে দুইজন গোকুলের নাম পাওয়া যাইতেছে। প্রথম গোকুলানন্দ আচার্য্যকে নরহরি চক্রবর্ত্তী দয়াবান্ বলিয়াছেন আর শেষের পঞ্চকুটের সেরগড়বাসী গোকুলকে কবীন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শেষোক্ত গোকুলই অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। নরহরি চক্রবর্ত্তী গোপীরমণের কথা এখানে বলেন নাই। কিন্তু চতুর্দ্দশ তরঙ্গে লিখিয়াছেন যে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবে বেয়াকুলিগ্রামে—

শ্রীহৃদয়ানন্দ শিষ্য শ্রীগোপীরমণ।
অম্বিকা হইতে তেহোঁ করিলা গমন।

ঐ পৃঃ ১০৪১

পদকল্পতরুতে রামচন্দ্র কবিরাজ, বল্লবীকান্ত, কর্ণপূর কবিরাজ ও ভগবান্ কবিরাজের কোন পদ ধৃত হয় নাই। গোপীরমণের একটী (১৬০৮), গোকুলদাসের একটী (২৯৭৫) এবং নৃসিংহের দুইটী (১১৫৯ ও ১৩২৪) পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রামচন্দ্র ভণিতায় যে দুইটী পদ (২০৬৪ ও ২১৮৬) পদকল্পতরুতে আছে তাহার প্রথমটীতে কাশীশ্বর, অভিরাম, পুরুষোত্তম পণ্ডিত ও নরহরি দাসের কথা এবং দ্বিতীয়টীতে 'গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা' থাকায় উহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছত্রভোগের কায়স্থ

জমিদার কুলীনগ্রামের পুরন্দর খাঁ উপাধিক গোপীনাথ বসুর জামাতা রামচন্দ্র খাঁর রচনা বলিয়া মনে হয়। আমি সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে রামচন্দ্র ভণিতায় এমন একটী পদ পাইয়াছি যাহার রচনাভঙ্গীর সঙ্গে রামচন্দ্র কবিরাজের অভিন্নহৃদয় বন্ধু নরোত্তম ঠাকুরের রচনাশৈলীর পরিপূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। এটী খুব সম্ভব গোবিন্দদাস কবিরাজের বড় ভাইয়ের রচনা। পদটী এই—

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতিত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদন
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদাই ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখি সঞে যদি জলেরে যাই
সে কথা কহিলে নয়।
যমুনার জল আকুল কবরি
ইথে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিল সভার আগে।
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে।

সা. প. (২) ৪৭ পত্র

গোবিন্দদাস কবিরাজের খ্যাতি তাঁহার জীবনকালেই বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। শ্রীজীব গোস্বামীকে গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে নিজের রচিত পদাবলী পাঠাইতেন এবং শ্রীজীব উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। শ্রীজীবের দুইখানি পত্র হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম পত্রখানির ভাবানুবাদ—

সমস্ত বৈষ্ণবগণের প্রশংসনীয় শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তমদাস, শ্রীগোবিন্দদাস যাঁহারা আমাদের মতন লোকের সুখের আধার ও সম্পৎস্বরূপ তাঁহাদিগকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে জীব নামক আমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি—আমার বিশেষ কাম্য আপনাদের কুশল। স্নেহসূচক পত্র প্রাপ্তির জন্য পুনরায় তাহাই ইচ্ছা করি। সেই পত্রে আমার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর গীত পাঠাইয়াছেন, তাহাতে অত্যন্ত কল্যাণের সহিত সংযুক্ত হইয়াছি। তারপর, যে পুনঃপুনঃ নিত্যস্মরণকার্য্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা 'সেবাসাধকরূপেণ' ইত্যাদি শব্দে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে ব্যক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে সাধকরূপে বাহ্য দেহের দ্বারা সিদ্ধরূপে নিজ ইষ্টসেবার অনুরূপ চিন্তন-তন্ময় দেহের দ্বারা ইহাই অর্থ। আবার সে বিষয়ে সিদ্ধরূপে রাগানুসারেই কাল, দেশ ও লীলার বহুবিধ ভেদ আছে। এ সম্বন্ধে আর কত লিখিব? সাধকরূপে সেবা আবার তিন প্রকার প্রক্রিয়ায় আগমাদি অনুসারে বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ আচার্য্য মহাশয় (শ্রীনিবাস আচার্য্য) তাহা উপদেশ করিবেন। তিনি আমাদের সর্ব্বস্বই। অধিক কি। ১৪ই বৈশাখ। (ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ১০৩৪; কর্ণানন্দ পৃঃ ৯৬তে মূল সংস্কৃত পত্র দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় পত্রখানি কেবলমাত্র গোবিন্দদাস কবিরাজকে লেখা। উহার ভাবানুবাদ—

পরম প্রেমাস্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাভাগবতেষু—জীবের কৃষ্ণস্মরণ। শ্রীমান্ আপনার শুভচিন্তনের দ্বারা অত্রত্য কুশল; তত্রত্য কুশল অধিকাধিক ইচ্ছা করি। আপনিই আমার মিত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। অতএব আপনার কুশল শুনিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করি। সে বিষয়ে অবহিত হইবেন। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাত্মক আপনার স্বরচিত গীতসকল যাহা পূর্ব্বেই পাঠাইয়াছেন, তাহার অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। পুনরায় নূতন নূতন তাদৃশ সঙ্গীতের আশায় আবার পুনঃ-পুনঃ অতৃপ্তিবোধ করিতেছি। অতএব সে বিষয়ে দয়া করিয়া অবহিত হইবেন।

অপর, পূর্ব্বে শ্যামদাস মৃদঙ্গবাদকের হাতে শ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামীর জন্য বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠানো হইয়াছে; তাহা সেখানে পৌছাইল কিনা অথবা তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন কিনা তাহা লিখিয়া আমাকে সন্দেহমুক্ত

করিবেন আর কি লিখিব ? আপনি স্বতঃই দয়ালু ও শুভযুক্ত। এই নিবেদন। চৈত্র শুক্ল তৃতীয়া। নরোত্তম কবিরাজের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ। এই নিবেদন। অত্রস্থ শ্রীকৃষ্ণদাসের (শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের) নমস্কার। (ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০৩৬এ মূলপত্র দ্রষ্টব্য)

গোবিন্দদাস কবিরাজের শুধু খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখাইবার জন্য নহে, তাঁহার অন্তর্জীবনের গতি বুঝিবার জন্যও এই পত্র দুখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। কবি সিদ্ধদেহের চিন্তা কি ভাবে করিতেন তাহা অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবন, গৌড়ে গ্রন্থপ্রেরণের ইতিহাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধেও পত্র দুখানির মূল্য অসীম। শেষোক্ত পত্রখানি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় গোস্বামীদের রচিত সকল গ্রন্থই লইয়া যান নাই। সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত পরে শ্যামদাস খোলবাদকের হাত দিয়া পাঠানো হইয়াছিল। বীর হাম্বীর কর্ত্তৃক শ্রীনিবাস আচার্য্যের গ্রন্থচুরির পরও যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঁচিয়া ছিলেন তাহা ঐ কৃষ্ণদাসের নমস্কার হইতে জানা যাইতেছে।

ব্রজমণ্ডলের ভক্তগণ গোবিন্দদাসের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করিতেন তাহা শ্রীজীব গোস্বামীর কোন অনুগত জনের রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইতে জানা যায়।"শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্। শ্রীমজ্জীবস্থরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্ সর্ব্বস্থাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥ (অনুরাগবল্লী, ৪১ পৃঃ) অর্থাৎ চঞ্চল বসন্ত সমীরণে আনীত শ্রীগোবিন্দ কবিরাজরূপ চন্দনগিরির কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিশিষ্ট কবিতাবলীর পরিমল শ্রীমৎজীবরূপ কল্পতরুর আশ্রিত ভক্তরূপ ভৃঙ্গসমুদয়কে উন্মাদিত করিয়া ব্রজবনের সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল।

গোবিন্দদাসের একজন সমসাময়িক বড় কবি ছিলেন শ্রীবল্লভ। গোবিন্দদাস তাঁহার নামে দুইটী পদ (৭৩, ২০৪) উৎসর্গ করিয়াছেন। এই বল্লভ যে তাঁহার সমসাময়িক তাহা বল্লভের রচিত নিম্নলিখিত পদটী হইতে বুঝা যায়—

প্রভু আচার্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমরসময় ॥
এসব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।
উজ্জ্বল ভকতি-কথা করিনু শ্রবণ ॥
বৈষ্ণবের তুলা মেলা নানাবিধ দান।
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণগুণ গান ॥
এককালে কোথা গেল না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে ॥
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুই আছিনু সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে ॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিলে সে কথা।
ভিটা সোঙরিয়া কাঁদে কুকুর এমতি আছ কোথা ॥
বল্লভদাসের হিয়ায় শেল রহি গেল।
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, পৃঃ ৩২২

এই বল্লভ গোবিন্দদাস কবিরাজের কবিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবিসমাজ
কাব্যরস অমৃতের খনি।
বাগ্‌দেবী যাহার দ্বারে দাসীভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবিশিরোমণি ॥
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হইতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্বগুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ॥
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ।
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্যরত্ন শুনি যাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে।

তাই গুরু মহানন্দে কবিরাজ শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটী করিলা প্রদানে ॥
গোবিন্দের কবিত্বশক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবিকুলের যেন রবি
এ বল্লভ দঢ় করি বলে।

গৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সং, পৃঃ ৩২১

সমসাময়িক কবির এই রচনা হইতে জানা যাইতেছে যে গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশক্রমে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির অনেক অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করেন এবং তিনি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে পরিচিত ছিলেন।

গোবিন্দদাসের তিরোধানের শতাধিক বৎসর পরে নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার সম্বন্ধে লেখেন—

জয় গোবিন্দ বিদিত মহীমাঝে।
প্রেম রতন ধন বিতরণ পণ্ডিত
নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ ॥
পরম বিচিত্র কাব্য-বিন্যাস কি
রচব সুকৌশল নহু অবগাহ।
তিখিন বাণ সম বেধই হিয় শির
ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ ॥
বৃন্দাবিপিন সমাজ রাজত হি
শ্রীমজ্জীব জগত-জন-প্রাণ।
প্রমুদিত চিত-পর শংসি পরস্পর
করু নিত গীত অমিয়া-রস পান ॥
শ্রীল নরোত্তম রামচন্দ্র সহ
উমড়ই হিয় সুখ কহই না যায়।
গায়ই অখিল লোক অতি উনমত
নরহরি কুমতি বিমুখ ভেল তায় ॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০৩৭

গোবিন্দদাসের পদ যে তীক্ষ্ণ শরের মতন অন্তরে ও মস্তিষ্কে যাইয়া বিদ্ধ হয় এ কথা নরহরি যথার্থই বলিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে সাতজনকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবিরূপে বন্দনা করিয়াছেন—

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডিদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দদঃ ॥
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্ত্তন্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্ত বারিধিতুল্যকান্ ॥

এই শ্লোক মুদ্রিত পুস্তকে ভুল ছাপা আছে। আমি সাহিত্য-পরিষদের ২৩৭২ সংখ্যক পুথি ও পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথির পাঠ দিলাম।

সপ্তসমুদ্রতুল্য এই সপ্ত কবিদের মধ্যে জয়দেব, লীলাশুক, রামানন্দ সংস্কৃতে, বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় ও চণ্ডিদাস, গোবিন্দ কবিরাজ ও সিদ্ধ কৃষ্ণ কবিশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ) বাংলায় পদ রচনা করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এখানে রাধামোহন ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের মধ্যে কেবলমাত্র গোবিন্দদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলতঃ পদকর্ত্তা নহেন, যদিও চরিতামৃতের অনেক কবিতা পদরূপে গৃহীত হইতে পারে)। রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাসের দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দদাস প্রভৃতির সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্যবরং সভক্তং সনরোত্তমম্।
সরামচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রমহমাশ্রয়ে ॥

পৃঃ ৪

বৈষ্ণবদাসও পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া লিখিয়াছেন—

জয় কবিরাজ রাজ রস-সায়র
শ্রীযুত গোবিন্দদাস।
ঐছন কথিহুঁ না হেরিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম-মুরতি পরকাশ ॥
যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চীত।
শুনইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত ॥

—তরু ১৮

গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহও একজন কবি ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত একটী মাত্র পদ দীনবন্ধুদাসের সংকীর্ত্তনামৃতে পাওয়া যায়। পদটী এই—

যব ধরি পেখলুঁ কালিন্দী তীর।
নয়নে ঝরএ কত বারি অথীর॥
কাহে কহব সখি মরমক খেদ।
চীতহিঁ না ভাএ কুসুমিত শেজ॥
নবজলধর জিনি বরণ উজোর।
হেরইতে হৃদি মাহা পৈঠল মোর।
তব ধরি মনসিজ হানএ বাণ।
নয়নে কাহ্নু বিনু না হেরিএ আন।
দিব্য সিংহ কহে শুন ব্রজরামা।
রাই কাহ্নু এক তনু দুহুঁ এক ঠামা॥

সংকীর্ত্তনামৃত—১৯১ পদ

'আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলু কান' (২০৪) এবং 'রূপে ভরল দিঠি, সোঙরি পরশ মিঠি' (২৬৭) এই দুইটী পদের ভাব লইয়া দিব্যসিংহ ঐ পদটী লিখিয়াছেন।

কর্ণানন্দে (পৃঃ ১২৩) আছে

শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।
প্রভুর পাদপদ্মে যিঁহো হয় মত্ত ভৃঙ্গ॥

মনে হয় তিনি কবিত্ব অপেক্ষা ভক্তির জন্য বেশী খ্যাত ছিলেন।

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী' গ্রন্থের (হরিদাস দাস কর্ত্তৃক ৪৫৯ গৌরাব্দে প্রকাশিত) একাদশ শ্লোকে নিজেকে 'শ্রীদিব্যসিংহাত্মজ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কেন গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন সে সম্বন্ধে সুন্দর একটী শ্লোক লিখিয়াছেন—

যস্মাত্তে পুরুষক্রমেণ নিয়তং সদ্ধর্মকর্ম্মাদিকং
তচ্চেন্মন্দমতিঃ স্বয়ং ন কুরুতে গচ্ছেৎ স নিন্দাস্পদম্।
উৎপন্নো হি শুকান্বয়ে পরিচিতঃ পক্ষৈশ্চ বক্তা ন চে-
ত্তদ্বংশ্যঃ কিময়ং ভবেন্ন হি ভবেদেবং স সন্দিহ্যতে॥

অর্থাৎ যাহার বংশানুক্রমে নিরন্তর সদ্ধর্ম্মকর্ম্মাদি চলিয়া আসিতেছে সে যদি মন্দমতি হইয়া নিজে সে সকলের অনুষ্ঠান না করে, তবে সে নিন্দাভাজন হয়। শুক-বংশে উৎপন্ন ও পক্ষসমূহের দ্বারা শুক বলিয়া পরিচিত হইয়াও যদি সে বক্তা না হয়, তাহা হইলে লোকের মনে স্বভাবতঃই এই সন্দেহ জাগে যে এ শুকবংশে জন্মিয়াছে কিনা (ব্যঞ্জনা এই যে, আমি কবিবংশে জন্মিয়া যদি কবিতা রচনা না করি তাহা হইলে লোকের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে যে, আমি ঐ বংশের ছেলে কি না)। যাহার পিতা, পিতামহ, পিতামহের মাতামহ কবি, তাঁহার পক্ষে এরূপ উক্তি করা অশোভন নহে। ঘনশ্যাম বিশেষ করিয়া পিতামহের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

তাবদ্ গীতিসুগদ্যপদ্যরচনাঃ কর্ত্তুং স্পৃহা জায়তে
গর্ব্বস্তাবদহো অহং কবিরিতি প্রায়েণ খর্ব্বো ন হি।
শ্রীমদ্রূপ-সনাতনাস্যকথনং শ্রীজীবগোস্বামিনঃ
শ্রীগোবিন্দকবেবিচিত্রকবিতা যাবন্ন কর্ণং ব্রজেৎ॥

—গোবিন্দরতিমঞ্জরীর নবম শ্লোক

অর্থাৎ শ্রীমদ্ রূপ ও সনাতনের এবং শ্রীজীব গোস্বামী-পাদের ও শ্রীগোবিন্দকবির বিচিত্র কবিতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সঙ্গীত বা সুন্দর গদ্যপদ্যাদি রচনা করিতে স্পৃহা হয় এবং হায়! ততক্ষণ পর্য্যন্তই 'আমি কবি' এই অভিমান খর্ব্ব হয় না। ঘনশ্যাম তাঁহার পিতামহের গুরুপুত্র গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে গোবিন্দগতির কাব্যপ্রিয়তা ও সঙ্গীতনিপুণতার কথা বলিয়াছেন।

গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে ঘনশ্যাম স্বরচিত ৪৬টী ব্রজ-বুলির পদ উদাহরণ দিয়া রসশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি গোবিন্দদাসের রচনারীতির দ্বারা কতটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত পদটী হইতে বুঝা যাইবে—

দূর অবগাহ পয়োনিধি ভাঁতি।
যৌবনজল তাহে শ্যামর কাঁতি॥
দেখ সখি না বুঝিয়ে দৈব কি রীত।
তহি ডারল মঝু নিরমল চিত॥
ধৈরজ আদি সকল গুণ মেলি।
নিশি দিশি বসিয়া করতহি কেলি॥
সো সব গুণ অব আকুল হোয়।
চরণে লাগি পুন রোওই মোয়॥
না বুঝিয়ে তহু যো নিজ ঘর খোই।
রহইতে শকতি অবধি করু কোই॥
কিয়ে নিজপর কিয়ে হিত অহিত।
বিপতি সময়ে করু সব বিপরীত॥
ধৈরয পদ অবলম্বন কেল।
মন্দির চলইতে সঙ্কট ভেল॥
কহ ঘনশ্যামর দাস উচিত।
ব্যাধি লেহ তুহ শ্যামর চিত॥

পদসংখ্যা ৬

কীর্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দরদাস ঘনশ্যামকে গোবিন্দদাসস্বরূপ বলিয়াছেন—'দাস ঘনশ্যাম কয়লহি বর্ণন, গোবিন্দদাসস্বরূপ'। কমলাকান্ত লিখিয়াছেন—'শ্রীঘনশ্যামদাস কবি শশধর, গোবিন্দ কবি সম ভাষা'। আমাদের মনে হয় ঘনশ্যাম ব্রজবুলি অপেক্ষা সাদা বাংলায় পদরচনায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ একটী পদ ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ধৃত হইয়াছে। যথা—

ভকতিরতন খনি উখাড়িয়া প্রেমমণি
নিজগুণ সোনায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই যারে দেখে তার ঠাঁই
দান করে জগত জুড়িয়া॥
শুনিয়া নিতাইর গুণ কেমন করয়ে মন
তাহা কি করিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের দুখ
নিতাইচাঁদের গুণ গাই॥
এমন দয়ার ঠাঁই কোথাও শুনিয়ে নাই
আছুক দেখার কাজ দূরে।
(যার) নামেই আনন্দময় সকল ভুবন হয়
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে॥
পাষাণ সমান হিয়া সেহো যায় মিলাইয়া
যার গুণ গাইয়ে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যামদাস যার নাহি বিশোয়াস
সেই সে পাষণ্ডী অবনীতে॥

—ক্ষণদা ৫।২

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি নরহরি চক্রবর্ত্তীর (ওরফে ঘনশ্যামের) পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর দ্বারা সঙ্কলিত হয়। সুতরাং এই পদটী গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামের রচনা; চক্রবর্ত্তীর রচনা ক্ষণদাতে ধৃত হইতে পারে না। গোবিন্দরতিমঞ্জরীর উদ্ধৃতি হইতে জানা যায় যে, পদকল্পতরুর ২৯১৫, ২৩১০, ২৪২১, ১৫০, ১৫১, ৫৫, ১৫৫, ৫৩৭, ৪৯১, ৩৮৪, ৪৬৭, ৩৫০, ২০২১, ১৬০৮, ১৬০৩, ১৬৩৫, ১৬৯৭, ১৭২৫, ১৬৯৮, ৫৬, ১৮১৬, ১৮১৭, ১৯৭১, ১৬২৬, ১২৮৮, ২০১০ ও ২৭৬০ সংখ্যক পদ ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনা। তরুর ১৬৩৫ সংখ্যক পদটী গোবিন্দরতিমঞ্জরীর ৩০ সংখ্যক পদ এবং উহা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রসমঞ্জরীতে (পৃঃ ৫৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সময়েই ঘনশ্যামের কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা একসঙ্গে 'কবিনৃপবংশজ' ঘনশ্যাম-বলরামের নাম করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় এই বলরামও গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্রস্থানীয়। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত বলরাম-নামাঙ্কিত পদ ব্রাহ্মণ বলরামের রচনা কি বৈদ্য বলরামের রচনা সে আলোচনা এখানে করিব না। তবে সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথিতে আমি এমন একটী পদ পাইয়াছি যাহা গোবিন্দদাসের পৌত্রস্থানীয় বলরামেরই রচনা হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পদটী গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসময় চিত্রগীতের অনুকরণে রচিত। যথা—

কমল কুবলয় কুমুদ কিশলয়
কতহুঁ সেজবি লাগি।
কত বিধি কুর কয়ল কুসুম তব
কুসুমে মারল আগি॥

কি কহু কামিনি কঠিন বেদন
কেনে কহইতে পার।
কুলিশ তুয়া নেহ কতহি তনুদহ
কানু কি জীবই আর॥
কতহি যুবতি কান্দে উনমতি
কোরে হি করি নেল।
কেশ না বান্ধই কাতরে বিলপই
লোরে করদম কেল॥
কোই করে ধরি কোই মুখ হেরি
কোই করু আশোয়াস।
কাঁপয়ে থরহরি নয়ান মুদিত করি
কি কহু বলরাম দাস॥

—সা. প. (২), ২৮ পত্র

ভণিতাবিভ্রাট

পদাবলী-সাহিত্যে একই পদ বিভিন্ন কবির নামে প্রচলিত থাকার দৃষ্টান্ত বহু আছে। অনেক স্থলে এক পদের কয়েকটী চরণের সহিত অন্য কবির নামে প্রচলিত অন্য এক পদের কয়েকটী চরণের সম্পূর্ণ মিলও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ গোবিন্দদাসের—

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলিকলারস দান ছলে॥
দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে বৈঠল রাই॥

—তরু ১৩৬৭

এই চার চরণ ভণিতাহীন ১৪০৫ সংখ্যক পদেও পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য চরণ স্বতন্ত্র। যেমন—

দুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়ন-বিভঙ্গ।
পুলকে পুরল তনু জরজর অঙ্গ॥
দোঁহা দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মানে পরকাশ।
সখিগণ হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস

১৪০৫

এই ভণিতাহীন পদের এক পাঠান্তর হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীতে (পৃঃ ১১৬) প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে 'সখিগণ' স্থলে জ্ঞানদাস পাঠ আছে। তিনি কোন্ পুঁথিতে ইহা পাইয়াছেন, তাহা কতদিনের প্রাচীন, কতটা প্রামাণিক সেকথা কিছুই বলেন নাই। গোবিন্দদাসের ন্যায় প্রতিভাবান্ কবি যে জ্ঞানদাসের পদ হইতে প্রথম চারি চরণ চুরি করিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না।

'পহিলহি রাধা মাধব মেলি' ইত্যাদি পদটী ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে (২০।১০) জ্ঞানদাস ভণিতায় ধৃত হইলেও হরেকৃষ্ণবাবু জ্ঞানদাসের পদাবলীতে ইহাকে স্থান দেন নাই। পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ৭৪), সংকীর্ত্তনামৃতে (৯৯), তরুতে (৫২) এবং কীর্ত্তনানন্দে (১৭০ পৃঃ) পদটী গোবিন্দদাসের ভণিতাতেই দেখা যায়। হরেকৃষ্ণবাবু 'সুন্দরি আর কত সাধসি মান' ইত্যাদি পদটীতে ক্ষণদায় (২৪।৩) প্রদত্ত জ্ঞানদাসভণিতা মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন— 'পদকল্পতরুতে এই পদটী গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে।' কিন্তু 'পদকল্পতরুর পূর্ব্বে সঙ্কলিত বলিয়া আমরা ক্ষণদা-গীতচিন্তামণির প্রমাণ অনুসারে পদটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় গ্রহণ করিলাম' (পৃঃ ২৫২)। প্রথমোক্ত পদ সম্বন্ধে কিন্তু তিনি এই নীতি মানিয়া লন নাই। তবে আলোচ্য পদটী জ্ঞানদাসের না গোবিন্দদাসের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যে সঙ্কলন পূর্ববর্ত্তী তাহার পাঠই যদি ঠিক বলিয়া ধরিতে হয় তাহা হইলে দানের 'শুন শুন সুজন কানাই, তুমি সে নূতন দানী' পদটী জ্ঞানদাসের বলিয়া মানা যায় না, কেননা তরুতে (১৩৭৫) জ্ঞানদাস-ভণিতা থাকিলেও, তাহার পূর্ব্বে সঙ্কলিত সংকীর্ত্তনামৃতে (২৫২) ভণিতা আছে গোবিন্দদাসের। কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবু এটীকে জ্ঞানদাসের পদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন (পৃঃ ১১০)। সেইরূপ 'কত কত ভুবনে আছয়ে বরনারী' পদটীও সংকীর্ত্তনামৃতে (৩৪) গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে, যদিও তরুতে

(৫১৭) জ্ঞানদাস-ভণিতা পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণবাবু (পৃঃ ২৪৬) জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। 'সহজই শ্যাম সুকোমল শীতল' ইত্যাদি পদটী কীর্ত্তনানন্দে (পৃঃ ১৫৯) গোবিন্দদাস-ভণিতায় ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্ষণদায় (৭।৫) ইহা জ্ঞানদাস-ভণিতায় আছে। 'কুঞ্চিত অলক উপরে অলি মাতল' ইত্যাদি পদটীকে হরেকৃষ্ণবাবু জ্ঞানদাসের পদ বলিয়াছেন (পৃঃ ৬৪)। বোধ হয় সতীশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত অপ্রকাশিত 'পদ-রত্নাবলীতে' (১২৯) ঐরূপ ভণিতা দেখিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নরহরি চক্রবর্ত্তী ঐ পদটী গীতচন্দ্রোদয়ে (১৫৭ পৃঃ) এবং পরবর্ত্তী কালে গৌরসুন্দর দাস কীর্ত্তনানন্দে (৭৮ পৃঃ) গোবিন্দদাস-ভণিতাতেই ধরিয়াছেন। রচনাভঙ্গী দেখিয়া পদটী গোবিন্দদাসের বলিয়াই মনে হয়।

'রসের হাটে আইলাম সাজাইয়া পসার' পদটী তরুতে (৩৩৫) কানুরাম-ভণিতায় ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পীতাম্বরদাস রসমঞ্জরীতে এটী গোবিন্দদাসের পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি অবশ্য পদটী কোন্ গোবিন্দদাসের তাহা বলেন নাই।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (১৬।১) 'তপতকাঞ্চন কান্তি কলেবর' ইত্যাদি পদটী অনন্তদাস-ভণিতায় দেখা যায়। কিন্তু পদকল্পতরুতে (৭৮৮) ইহার ভণিতায় আছে গোবিন্দদাসের নাম। রচনাভঙ্গী হইতে এটী কাহার রচনা তাহা নিরূপণ করা কঠিন।

'নাচে গোরা প্রেমে ভোরা' পদটী ক্ষণদায় (২০।১) কৃষ্ণদাস-ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে (২০৭৭) ইহার ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম দেখা যায়। পদটীতে গোবিন্দদাসের রচনার বৈশিষ্ট্য, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার দেখা যায় না।

'অপরূপ গোরা নটরাজ' ইত্যাদি পদটীর ভণিতায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ক্ষণদায় 'বাসুদেব দত্ত' নাম দিয়াছেন, কিন্তু পদকল্পতরুতে (২৯২৫) ইহার ভণিতায় আছে গোবিন্দদাসের নাম। পদরসসারের পুঁথিতেও গোবিন্দদাস-ভণিতা আছে। পদটী আলঙ্কারিক ভঙ্গীতে লিখিত, সেইজন্য গোবিন্দদাসের রচনা হওয়াই বেশী সম্ভব। বাসুদেব দত্তের নামাঙ্কিত অন্য কোন পদ পাওয়া যায় নাই; তিনি যে পদ লিখিতেন এমন কথাও বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও দেখা যায় না।

'মদন মদালসে শ্যাম বিভোর' ইত্যাদি পদটীর ভণিতায় ক্ষণদাতে (২৫।১০) গোবিন্দদাসের নাম, সংকীর্ত্তনামৃতে (২০৬) মথুরেশদাসের নামে এবং পদকল্পতরুতে (২০০৮) বিদ্যাপতির নাম পাওয়া যায়। পদটীতে গোবিন্দদাসের ছাপ সুস্পষ্ট বলিয়া এটীকে আমি 'গোবিন্দদাসের পদাবলী'তে স্থান দিয়াছি।

'কি রূপ দেখিলুঁ মধুর মূরতি' ইত্যাদি পদটী পদ-কল্পতরুতে দ্বিজ ভীমের ভণিতাসহ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ১৬১) ইহার শেষ চরণ হইতেছে 'রাতা উতপল চরণযুগল নিছনি গোবিন্দদাস।' খুব সম্ভব পদটী গোবিন্দদাসেরই।

'রজনী গোঙায়লি রতিসুখসাধে' পদটী যখন পীতাম্বর-দাসের রসমঞ্জরীতে তাঁহার পিতা গোপালদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, তখন পদকল্পতরুধৃত (৪০৭) 'গোবিন্দ-দাস চললি আগুসারি, আয়ল মন্দিরে কোই লখই না পারি' ভণিতাকে অপ্রামাণিক বলিতে হয়। 'উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া' পদটী তরুতে (১৭০৪) গোবিন্দ-দাসের ভণিতায় থাকিলেও, রসমঞ্জরীতে মাধব ঘোষের ভণিতায় দেখা যায়। উভয় পদের প্রথম চারি চরণ একেবারে এক, কিন্তু পরবর্ত্তী চরণগুলি পৃথক্। গোবিন্দ-দাস ভণিতাযুক্ত পদে উনিশটী চরণ, আর মাধধ ঘোষের পদে ১১টী মাত্র চরণ। মাধব ঘোষের যে সাতটী চরণের সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদের কোন মিল নাই তাহা এই—

সজনি সবহু বিপদ দূরে গেল।
সুখ সম্পদ যত সভে ভেল অনুগত
সো পিয়া অনুকূল ভেল॥
সব তনু পুলকিত গুছইতে সুন্দরি
রাইক অমিঞা সিনান।
মাধব ঘোষ কহে হৃদয় জুড়ায়ব
তনু ভেল গদগদ মান॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে 'কানুর বিরস কথি লাগি' পদটী গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু তরুতে (১৬১০) ঐ পদের ভণিতায় কবিশেখরের নাম আছে। 'লাখবাণ কনক কষিল কলেবর' পদটীতে (তরু ২১৪০) গোবিন্দ-দাসের প্রিয় 'চলনা' 'দোলনা' 'বয়না' 'নয়না' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এটীকে তাঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দে (পৃঃ ৯২) ইহা বলরামদাস-ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলুঁ পুন॥

ইত্যাদি পদটী পদকল্পতরুতে (৯৮), পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ১২০) এবং গীতচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ২৯) চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়া যায়, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দের (পৃঃ ১৫৯) ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম আছে। কীর্ত্তনানন্দের প্রমাণ এখানে নিতান্ত দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়।

পদকল্পতরুতে প্রদত্ত ভণিতায় যে মাঝে মাঝে ভুল আছে তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় 'মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরি' ইত্যাদি পদামৃতসমুদ্র (পৃঃ ৩৮২) ধৃত পদটী হইতে। পদামৃতসমুদ্রে রাধামোহন ঠাকুর নিজে বলিতেছেন যে, এই পদটী গোবিন্দদাসকৃত ; কিন্তু বৈষ্ণবদাস তরুতে (১৯৮৪) এই পদের ভণিতা ধরিয়াছেন—

এ রাধামোহন কহ   ইহ অনুপম নহ
প্রাণদ ঐছন ক্ষেম॥

পদামৃতসমুদ্রধৃত পাঠ হইতেছে—

গোবিন্দদাস কহ   অনুপম আর নহ
প্রাণদ যৈছন ক্ষেম॥

'রাসজাগরণে নিকুঞ্জভবনে আলুয়্যা আলস-ভরে' ইত্যাদি পদটী পদকল্পতরুতে (১০৮৩ ও ২৮৩৫) এবং পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ২৩৬) দাস জগন্নাথ-ভণিতায় ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পদরসসারে উহার ভণিতায় আছে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' এবং পদ-কল্পতরুর ক-চিহ্নিত পুথির ভণিতার পাঠ 'জ্ঞানদাস রস'। কীর্ত্তনানন্দে (পৃঃ ২২৮) এই পদের ভণিতা হইতেছে—

ধীরি করি গেল, নাহি কর রোল, দাস গোবিন্দ কয়।

এই পদটী হয় জগন্নাথদাসের না হয় গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা। 'হরি হরি বড় দুখ রইল মরমে' ইত্যাদি পদটী তরুতে (২৯৮৭) গোবিন্দদাসিয়া ভণিতায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অনেক প্রাচীন পুথিতে এটী নরোত্তম ঠাকুরের ভণিতায় দেখা যায়।

'মন্দির তেজি কানন মাহা পৈঠলুঁ' ইত্যাদি পদটী পদকল্পতরুতে (৩৩৪) 'কান্দয়ে কানুরাম দাস' ভণিতায় মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরস-সারে পদটীতে 'কান্দই গোবিন্দদাস' পাঠ পাইয়া উহা গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (পৃঃ ২৭) প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে (পৃঃ ২৫) 'রমণি সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই' ইত্যাদি পদটীও গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া ধৃত হইয়াছে, কিন্তু রসমঞ্জরীতে ধৃত (পৃঃ ১০) ঐ পদের কোন ভণিতা নাই।

'আর কিয়ে কনককষিল তনু সুন্দর' ইত্যাদি প্রেম-বৈচিত্ত্যের পদটী পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে ; কিন্তু ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত রসকল্পবল্লীতে উহা বল্লভ চৌধুরীর ভণিতায় দেখা যায়। তরুর ৭৭০ পদটিও প্রেমবৈচিত্ত্যের এবং উহার ভণিতায়ও বল্লভদাস নাম আছে। তরুর মতে 'কালিয় দমন জগতে তুয়া ঘোষই' (১০৫২) এবং 'মধু পদ দংশল মদনভুজঙ্গ' (১০৭৬) পদ দুইটি গোপাল অর্থাৎ রসকল্পবল্লীর সঙ্কলয়িতার রচনা। ইনি কি একদিকে চণ্ডীদাসের ঢংয়ের পদ এবং অন্যদিকে গোবিন্দদাসের মত আলঙ্কারিক রীতির পদরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন ?

গোবিন্দদাস কি মৈথিল কবি ?

গোবিন্দদাস মৈথিল কবি ছিলেন এই কথা প্রথমে প্রচার করেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। তিনি ১৩৩১ সালের 'মাসিক বসুমতী'র কার্ত্তিক সংখ্যায়, ১৩৩৫ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৫ ভাগ, পৃঃ ৭১-৭৬), ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ (পৃঃ ১৯৬-২০৬) ও আষাঢ় (পৃঃ ৩৪৩-৩৫২) সংখ্যা

প্রবাসীতে এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের Modern Review পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নগেন্দ্রবাবুর প্রথম প্রবন্ধ মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইবার দেড় বছরের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে সিউড়ীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে উহার প্রতিবাদ করিয়া পাঠান। ১৩৩৩ সালের 'ভারতী' পত্রিকার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সংখ্যায় ঐ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। সতীশবাবুর পরলোক-গমনের পর ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য পদকল্পতরুর ভূমিকায় (পৃঃ ৬৯-৮১) মুদ্রিত হয়। পদকল্পতরুর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গের উপসংহারে সতীশবাবু লেখেন, 'গোবিন্দ কবিরাজের আলোচ্য পদাবলী মিথিলার পণ্ডিতগণও তাঁহাদিগের স্বদেশী গোবিন্দদাস-নামক কল্পিত কবির রচিত বলিয়া আজ পর্য্যন্ত দাবী করিতে অগ্রসর হন নাই।'

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৬ খণ্ড, পৃঃ ৬৯-১২৮) অধ্যাপক সুকুমার সেনও নগেন্দ্রবাবুর যুক্তিতর্ক খণ্ডন করেন। তিনি ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত গোবিন্দ কবিরাজের 'সঙ্গীতমাধব' নাটকের একটী শ্লোক হইতে কবির পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার দুইটী যুক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ গোবিন্দদাসের বিদ্যাপতিবন্দনায় (এই সঙ্কলনের ৪৫ সংখ্যক পদ) আছে—

> রসিক-শিরোমণি নাগর-নাগরী-
> লীলা স্ফুরব কি মোয়।

সুকুমারবাবু বলেন যে ইহা 'বৈষ্ণব ছাড়া কাহারও লেখা সম্ভব নহে'। বিদ্যাপতি যে রাধাকৃষ্ণের লীলা গান করিয়াছিলেন একথা মিথিলাবাসী স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বিদ্যাপতিকে শৃঙ্গাররসের কবি ছাড়া অন্য কিছু মনে করেন না। সুকুমারবাবুর অন্যতম প্রবল যুক্তি এই যে, ১০৬০ হইতে ১০৬৩ সাল বা ১৬৫৪ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নকল করা শ্রীসজনীকান্ত দাসের একখানি পুথিতে গোবিন্দদাসের অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে পাঁচটী পদ এ পর্য্যন্ত কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। গোবিন্দদাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলায় বসিয়া কবিতা লিখিলে ঐ পুথিতে তাঁহার অতগুলি পদের আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নয়।

সতীশচন্দ্র রায় ও সুকুমার সেনের যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিবার কোন প্রয়াস না করিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা-নাথ দীক্ষিত মহাশয় 'গোবিন্দগীতাবলী' এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রমানাথ ঝা 'শৃঙ্গারভজন' নাম দিয়া গোবিন্দ-দাসের কতকগুলি পদ প্রকাশ করেন। তাঁহারা উভয়েই দাবী করেন যে, ঐ পদগুলির রচয়িতা মৈথিল গোবিন্দ ঝা, বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজ নহে। 'শৃঙ্গারভজনে' বলা হইয়াছে যে মৈথিল কবি চণ্ডা ঝা বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহের সময় গোবিন্দদাসেরও পদ সংগ্রহ করেন। বস্তুতঃ 'শৃঙ্গারভজন' 'বৈষ্ণব পদলহরীর' ৩৫টী পদের দেবনাগরী অক্ষরে রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নহে।

পাটনা ও বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গোবিন্দগীতাবলী' ও 'শৃঙ্গারভজন' মৈথিলী ভাষার এম. এ. পরীক্ষার একটী স্বতন্ত্র পত্রের পাঠ্য। গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবি প্রতিপন্ন করিয়া একাধিক ব্যক্তি ডক্টরেট উপাধি পাইয়াছেন। সুতরাং বিষয়টী গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এ বিষয়ে আমরা একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

গোবিন্দদাস যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মৈথিল কবি ছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপে বলা হয় যে, মিথিলার কুলজীতে আছে যে দ্বারভাঙ্গা জেলার লোহনা গ্রামে (ঝঞ্জরপুর রেল ষ্টেশনের নিকট) কৃষ্ণদাস ঝার চার পুত্র ছিল—গঙ্গাদাস, গোবিন্দদাস, হরিদাস ও রামদাস। রামদাস সুন্দর ঠাকুর মহারাজের মনোরঞ্জনার্থ 'আনন্দ-বিজয় নাটিকা' লেখেন এবং উহাতে নাকি কবি গোবিন্দ-দাস ঝা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় (উস্ পুস্তককে আধার পর মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দদাসজীকে সম্বন্ধ মেঁ অচ্ছা প্রকাশ ডালা জা সকতা হ্যায়—গোবিন্দগীতাবলীর ভূমিকা, পৃঃ ১০)। ১৩৩৩ সালে মহেশ ঝা আনন্দ-বিজয় নাটিকা (মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮) প্রকাশ করেন। উহার চতুর্থ শ্লোকটী পূর্ব্ব ও পর অংশসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

সূত্রধার—

ইদং হি কাত্যায়নগোত্রস্য কুজৌলীকুলনন্দনস্য
যস্মিন্ গর্জ্জতি রোমদণ্ডকপটেনায়ত্নরত্নাকরা
নাতন্বন্তি বপুর্বিদূরখনয়ো বিখ্যাতসংখ্যাবতাম্।
শ্রীগোবিন্দঘনেন তেন গুরুণা কারুণ্যপুণ্যাম্ভসা
সিক্তশ্যামরশাখিনো নবরসং রামস্য রম্যং ফলম্॥

এতচ্চ মিথিলাবিলাসিনীহৃদয়মন্দিরসুন্দরনরেশায় তেনো-পহারীকৃতম্।

ইহার সাদা অর্থ মনে হয় এই—

কাত্যায়ন গোত্রের কুজৌলীকুলের সন্তান রামের যে রম্য ফলটী তাহা তৎকর্ত্তৃক মিথিলাবিলাসিনীদের হৃদয়-মন্দিরে যে সুন্দর নরেশ আছেন তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইল। (সেই রাম কিরূপ?) যিনি গর্জ্জন করিলে অসংখ্য বিখ্যাত জনের শরীররূপ যে বৈদূর্য্যমণির খনি রোমদণ্ডচ্ছলে (রোমাঞ্চচ্ছলে) অযত্নোৎপাদিত রত্নাঙ্কুর সকল বিচ্ছুরিত হয়, সেই গুরু (মহান্) গোবিন্দঘনের (গোবিন্দরূপ মেঘ) কারুণ্যপুণ্যজাল অভিষিক্ত কল্প-তরুর নবরসযুক্ত রাম। শ্লোকটীর ভাষা আদর্শস্থানীয় নহে; মৈথিলী ভাষায় পদ রচনাতেও এই রামদাস বিচিত্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—

মানস-মীন-তরঙ্গিণী রে, বিহ রচল অগাধা।

যাহা হউক উদ্ধৃত শ্লোকটী হইতে কি করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রামদাসের বড় ভাই গোবিন্দ খুব বড় কবি ছিলেন? গোবিন্দের গর্জ্জনে লোকের রোমাঞ্চ হইত; সে রোমাঞ্চ ভয়ে, বিস্ময়ে বা আনন্দে হইতে পারে। তারপর আরও মুস্কিল এই যে, এই অস্পষ্ট শ্লোকটী 'আনন্দবিজয়ের' সব পুঁথিতে পাওয়া যায় না। ১৯৯৩ সম্বতের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মজঃফরপুর হইতে শ্রীভুবনেশ্বর সিংহ ঐ নাটক যখন সম্পাদনা করেন তখন তিনি তাঁহার উপজীব্য পুথিতে ঐ শ্লোক পান নাই।

গোবিন্দদাসের দুইটী পদের ভণিতায় (৪৬৩ ও ৬৩২) প্রতাপাদিত্যের নাম উল্লেখ দেখা যায়। উহার মধ্যে—

শুন শুন নিরদয় হৃদয় মাধব সে যে সুন্দরী রাই (৬৩২)

পদটীর 'বৈষ্ণবপদলহরী' (পৃঃ ৩৭২)তে এবং 'শৃঙ্গার-ভজনে' (১।১১৪) প্রদত্ত ভণিতায় আছে—

প্রতাপ আদিত   এ রসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান।

এই প্রতাপআদিত্য যশোহরের রাজা। ইনি ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সেনাপতি কর্তৃক পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হন (History of Bengal II—স্যর যদুনাথ সরকার সম্পাদিত, পৃঃ ২৮৪)। সুতরাং পদটী ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দ ঝার যে সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার অন্ততঃ এক পুরুষ আগে গোবিন্দ কবিরাজ জীবিত ছিলেন দেখা যাইতেছে।

পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী ১৬৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ রামদাস ওঝার পৃষ্ঠপোষক সুন্দর মহারাজা যখন মিথিলায় রাজত্ব করিতেছিলেন তখন রচিত হয়। রসমঞ্জরীতে গোবিন্দদাসের ২৩টী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, মিথিলার কবি ঐ সব পদ রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলি বাংলাদেশে আমদানী হয় এবং বাঙ্গালী কবি রসের উদাহরণস্বরূপে মৈথিল কবির পদ ব্যবহার করেন। কিন্তু এরূপ যুক্তির একটু খুঁত এই যে, রসমঞ্জরীর রচনা-কালে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামেরও কবিখ্যাতি এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, পীতাম্বর তাঁহারও পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ৫৭)। এই হিসাবেও মৈথিল গোবিন্দ ঝার যে সময় নির্দ্দেশ করা হয় তাহার দুই পুরুষ আগে গোবিন্দদাসের সময়।

'মরকত মঞ্জ-মুকুর মুখমণ্ডিল মুখরিত মুরলী সুতান' (১৫৯) ইত্যাদি পদটীর ভণিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সঙ্কলিত গীতচন্দ্রোদয়ে, ঐ শতকের মধ্যভাগে সঙ্কলিত পদামৃতসমুদ্রে ও পদকল্পতরুতে এবং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের লেখা সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুথিতে আছে—

রায় সন্তোষ-মধুপ-অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ।

ঐ সন্তোষ রায় যে নরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতা তাহা রাধা-মোহন ঠাকুর স্বকৃত টীকায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন।

কীর্ত্তনানন্দে ঐ পদটীর ভণিতায় ছাপা হয়—'কত কত ভকত মধুপ অনুসন্ধিত বঞ্চিত দাস গোবিন্দ'। বৈষ্ণবপদ-লহরীতে উহাই বিকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—'কত কত ভকত মধুপ আনন্দিত বঞ্চিত দাস গোবিন্দ'। উহা হইতে গোবিন্দগীতাবলী (২৬) ও শৃঙ্গারভজনে (২।২৬) ঐ ভণিতা গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃত ভণিতা হইতে গোবিন্দ কবিরাজের সময় নির্ণয় করা যায়।

গোবিন্দদাস যে তাঁহার সমসাময়িকদের নাম উল্লেখ করিয়া 'মধুপ অনুসন্ধিত' লিখিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় 'কুসুমিত কুঞ্জ কল্পতরু কানন' (১৬২) ইত্যাদি পদটীর 'রায় বসন্ত মধুপ অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ' ভণিতা হইতে। গোবিন্দগীতাবলী (১২) ও শৃঙ্গারভজনে (২।১১) ঐরূপ ভণিতা দেওয়া হইয়াছে, যদিও বৈষ্ণবপদ-লহরী (পৃঃ ৩০২)তে নন্দিত স্থানে 'নিন্দিত' ছাপা হওয়ায় মৈথিলী সংস্করণেও অনর্থক কবি নিন্দিত হইয়াছেন। রায় বসন্ত বাঙ্গালী কবি। তাঁহার সম্বন্ধে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কর্ণানন্দে আছে—

রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবন যাবার লাগে চিন্তে অবিরত॥

রায় বসন্তকে পত্র দিয়া শ্রীজীবের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ২৯) আছে—

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥

অন্য একটী পদেও (১৫৬) গোবিন্দদাস বসন্তরায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দগীতাবলী (২১)তে 'ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত' স্থলে 'ভুলল যাহে ঋতুরাজ বসন্ত' করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক ঐ পদটীর কোথাও বসন্ত ঋতুর কোন প্রসঙ্গ নাই। শৃঙ্গারভজনে (২।২১) বসন্তরায়ের নাম বজায় আছে। বসন্তরায় গোবিন্দদাস ঝার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং গোবিন্দ কবিরাজের সমকালীন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত ৫১টী পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ আর একজন বাঙ্গালী কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন বল্লভ। 'আধক আধ-আধ দিঠি অঞ্চলে' (২০৪) ইত্যাদি পদটীর শেষে আছে—

গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি রস মরিয়াদ।

গোবিন্দগীতাবলী (১০৮) ও শৃঙ্গারভজনে (১।৮) এই পাঠ স্বীকৃত হইয়াছে। বল্লভও গোবিন্দদাস কবিরাজের ন্যায় শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। তাঁহার রচিত ২৫টী পদ পদকল্পতরুতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৯৮২ ও ২৯৮৩ সংখ্যক পদ দুইটী নরোত্তম দাসের উপর।

গোবিন্দদাস কবিরাজ যে বাঙ্গালী কবি ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় কতকগুলি খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগে, যাহা অবাঙ্গালীর পক্ষে বুঝা সহজ নহে। হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল (৫৯৬)।—এই পদটীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোবিন্দগীতাবলী (১১০)তে 'ঘুমাওল' শব্দের মানে লেখা হইয়াছে, 'ঘুমায়া প্রদক্ষিণ করায়া'। কানু রাধার হৃদয়মন্দিরে নিদ্রিত হইলেন এই অর্থটী দীক্ষিত মহাশয় ধরিতে পারেন নাই। 'শৃঙ্গার-ভজনের' (১।২) সঙ্কলয়িতা বিপদ্‌ এড়াইবার জন্য পাঠ ধরিয়াছেন—

হৃদয় মন্দিরে মোর কানু লুকাওল।

ঐ পদের শেষের দিকে আছে—

ভাবে ভরল তনু পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি শপথিক ঠাম।

গোবিন্দগীতাবলীতে 'ভাবে ভরল তনু'র পরিবর্ত্তে 'ভোর ভরল মন' এবং 'শপথিক' স্থানে 'গৃহপতি সপতিক ঠাম' লেখা হইয়াছে। উহার মানে যে কি তাহা টীকাকার বলেন নাই। 'শৃঙ্গারভজনে' পাঠ দেওয়া হইয়াছে—'ভাব ভরল মন পরিজন বাঞ্ছিত গৃহপতি সৌতিন ঠান'। মূলপদের 'বাঁচিতে' অর্থ বঞ্চনা করিবার জন্য এবং 'গৃহপতি শপথিক ঠাম' মানে ঘরের স্বামীর নাম লইয়া শুধু আমি শপথ করি অর্থাৎ ঘরের লোকজনকে ভুলাইবার জন্য 'সোয়ামির মাথা খাই, সত্যি বলছি,' এইরূপ বলি। 'পরিজন বাঞ্ছিত' প্রভৃতি পাঠ ধরিলে দাঁড়ায় যে রাধার দেহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের জন্য যে পুলক সঞ্চার হয়

তাহা আয়ানের পরিজনদের বাঞ্ছিত এবং গৃহপতিও শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার প্রার্থী বলিয়া তিনি শ্রীরাধার 'সৌতিন ঠান' হইয়াছেন। 'শৃঙ্গারভজনের' প্রকাশক অবশ্য 'গোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদক অপেক্ষা বেশী চতুর, তাই কোথাও তিনি কোন শব্দের বা পদের কোন প্রকার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পান নাই।

'ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ' (৬৫৪) ইত্যাদি পদেও 'নিদ্রার মধ্যে কথা বলে' অর্থ বুঝিতে না পারায় 'গোবিন্দ-গীতাবলী'তে পাঠ ধরা হইয়াছে (৩৪১)—

ঘুময় অলাপয় কত পরবন্ধ।

মানে না করিয়া দিলেও ঐ সঙ্কলনের ১১০ সংখ্যক পদের টীকা হইতে পাঠক বুঝিবেন যে কানাই পায়চারি করিতে করিতে (ঘুমতা ফিরতা হ্যায়) আলাপ করেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে 'রভস আলিঙ্গন করি কত চন্দ' কি করিয়া সঙ্গত হয়? ঘুমের মধ্যে নায়িকাকে ভাবিয়া কোলবালিশকে আলিঙ্গন করা চলে, কিন্তু পায়চারি করিতে করিতে তাহা করা সম্ভব কি? শৃঙ্গারভজনে (১।১৩৫) উহার সমাধান করা হইয়াছে 'পরবন্ধ' শব্দটীকে 'পরয়ঙ্ক' রূপে পরিবর্তিত করিয়া। অর্থ—কানাই খাটের উপর চলাফেরা করে ও আলিঙ্গন করে; কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় অনুপস্থিত নায়িকাকে আলিঙ্গন করিবেন কিরূপে? 'কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে' (৪৬) ইত্যাদি পদে—

সো সুখসার সার সব রসিকক
কণ্ঠহিঁ কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া।

'পরায়ল' শব্দের অর্থ পরাইল ও 'বনিয়া' শব্দের অর্থ বানাইয়া। কিন্তু গোবিন্দগীতাবলীতে (৪) 'পরায়ল' শব্দের মানে লেখা হইয়াছে 'ভাগ গয়া' আর 'বনিয়া' শব্দের অর্থ বণিক্‌সমাজ বা জনসাধারণ। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে 'শৃঙ্গারভজনে' (২।১১১) বিদ্যাপতির লিখিত চারিটী পদ গোবিন্দদাসের একটী পদরূপে ধরা হইয়াছে। পদকল্পতরুর 'গাবই সব মধুমাস' (১৮০২), 'মোহই মাধবি-মাস' (১৮০৩), 'বঞ্চিত রহ নিশিবাস' (১৮০৪), 'অন্তরে আওয়ে আষাঢ় (১৮০৫) পদকয়টী সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস বলিয়াছেন যে, ঐ কয়টী 'বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য'। কিন্তু বৈষ্ণবপদলহরীতে (৪৩৯) ভুল করিয়া ঐ পদ কয়টী 'গাইব সব মধুমাস' শীর্ষকে ছাপা হওয়ায় উহা হইতে লওয়া 'শৃঙ্গারভজনেও' অনুরূপ ভুল করা হইয়াছে। মিথিলায় 'শৃঙ্গারভজন' সঙ্কলিত হইলে চণ্ডা ঝা এরূপ ভুল করিতেন না। 'শৃঙ্গারভজনে'র ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে, মৈথিল কবি চণ্ডা ঝা যখন নগেন্দ্র গুপ্তের সংস্করণের জন্য বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিতেছিলেন, তখন তিনি 'শৃঙ্গারভজনের' পদগুলিও সংগ্রহ করেন। নগেন্দ্রগুপ্তের বিদ্যাপতি ১৩১৬ সাল বা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতি প্রকাশের চার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১২ সালে বা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবপদলহরী প্রকাশিত হয়। উহার অধিকাংশ পদই আবার ১৩০৪ সাল বা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর' দ্বিতীয় ভাগ যাহাতে গোবিন্দদাসের প্রায় ৪৩১টী পদ আছে তাহা হইতে লওয়া। বৈষ্ণবপদলহরী ও প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর পদগুলি আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলন গ্রন্থগুলি হইতে সঙ্কলিত। তবে 'শৃঙ্গারভজন' অথবা 'গোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদকেরা একবারও কোথাও বৈষ্ণবপদলহরীর নাম করেন নাই। কিন্তু উভয় সঙ্কলয়িতাই যে বৈষ্ণবপদলহরীকে আকর-স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই ভূমিকাসংশ্লিষ্ট তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এইখানে মাত্র দুই-একটি প্রমাণ দিব—

(ক) বৈষ্ণবপদলহরীতে 'ও নব জলধর অঙ্গ' (২৯০) পদটী ভুল করিয়া দুইবার (১৪২ ও ৩০৪) ছাপা হইয়াছে। শৃঙ্গারভজনেও উহা দুইবার দেওয়া হইয়াছে (২।৬ এবং ২।১৫৮)।

(খ) বৈষ্ণবপদলহরীতে 'মাধবী মাসে সাধ বিহি বাধল' পদটীতে (৬৫৩) কাৰ্ত্তিক মাসের শেষে গোবিন্দ-দাসের ভণিতা আছে, তারপর আবার 'আঘন মাস রাস রসায়ন' হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু পদটীর শেষে ভণিতা নাই। আসল ব্যাপার এই যে, কবি 'আঘন মাস রাস রসায়ন' হইতে

পদটী আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে শেষ করিয়া ভণিতা দিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবপদলহরীর সঙ্কলয়িতা অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ বুঝিতে না পারিয়া বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিলেন। শৃঙ্গারভজনেও (১।১১২) ঠিক এই উল্টা-পাল্টা ভাবে পদটী ছাপা হইয়াছে।

(গ) 'এ ধনি এ ধনি করু অবধান' (১১২) পদটীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে রতিবিলাসের পর সাজাইয়া দিতেছেন। বৈষ্ণবপদলহরীর ভণিতায় 'গোবিন্দদাস গুণ গায়ব তোরি' আছে। 'তোরি' শব্দটী মৈথিলী ভাষায় চলে না। তাই শৃঙ্গারভজনে উহাকে বদলাইয়া করা হইয়াছে 'গোবিন্দদাস পুনি গায়ব হোরী'। ঐ পদের কোথাও হোরি বা হোলির কোন প্রসঙ্গ নাই। 'গায়ব হোরী' বলিতে যদি অশ্লীল গালাগালি করিব বোঝায় তাহাও ঐ পদের অর্থের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয় না।

(ঘ) গোবিন্দগীতাবলীতে বৈষ্ণবপদলহরীকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে যাইয়া কতকগুলি মারাত্মক রকমের বিকৃত পাঠ ছাপা হইয়াছে। যথা—'ঐ ধনি না করু পসাহন আন' (১৮২) ইত্যাদি পদটীর অর্থ হইতেছে যে, হে সুন্দরি আর অন্য প্রসাধন করিও না; এমনিই তোমাকে দেখিয়া মধুসূদন মুগ্ধ। কিন্তু লহরীতে এই সুন্দর পদটী (পৃঃ ৩০৭) ছাপা হইয়াছে—

এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান।

এই পাঠবিকৃতি গোবিন্দগীতাবলীতেও (৬১) দেখা যাইতেছে।

গোবিন্দ গীতাবলীর অনেকগুলি পদ বসুমতীর বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর চতুর্থ ভাগ হইতেও গৃহীত হইয়াছে। সেখানেও এইরূপ পাঠবিভ্রাট ঘটিয়াছে; যথা—

কহল মো খলজন দোখল কাণ (৫১১)

অর্থাৎ আমি বলিলাম যে দুষ্টলোক কানাইয়ের দোষ দিল। পুথি পড়িতে না পারায় বসুমতী সংস্করণে ছাপা হইয়াছে—'কোমল মাখন জনু দেখল কান'। গোবিন্দ-গীতাবলীতে (২৮২) ঐ ভুলের প্রতিধ্বনি করিয়া লেখা হইয়াছে—

'কোমল মাখল জনু দেখল কান'।

পদটীর পরবর্ত্তী চরণে আছে-

তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান।
রোখে বিমুখ যব চলু বর নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥

রাগ করিয়া বিমুখ হইয়া যিনি চলিয়া যান, তাঁহার চেহারা কোমল মাখনের মতন নিশ্চয়ই দেখায় না।

'শৃঙ্গারভজন' (১।৮১) এ স্থলে লহরীকে (৪০৬) অনুসরণ করায় এই ভুলের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীরা তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন। গোবিন্দদাসও যদি মিথিলার কবি হইতেন তাহা হইলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার আদর বিন্দুমাত্র কম হইত না। তবে গোবিন্দদাসের স্বকৃত নাটক 'সঙ্গীতমাধব', তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যামের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা 'প্রেমবিলাস' ও 'কর্ণানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ব্রজবুলির রচয়িতা গোবিন্দদাস বাংলাদেশের তেলেরি বুধুরির পশ্চিম-পাড়া নিবাসী কবি। 'গোবিন্দগীতাবলীর' সম্পাদক এই সব বিষয় আলোচনা না করিয়াই লিখিয়াছেন—"মৈথিলী কো বংগলা সিদ্ধ করনে কে প্রযত্ন মেঁ গোবিন্দদাস কী ভাষা কী কাফী কতর ব্যোতঁকী গই হৈ। যঁহা তক কি উন্হেঁ বংগালী সিদ্ধ করনে কে লিয়ে কতিপয় পুস্তকোঁ সেঁ উনকা 'কাল্পনিক' জীবন চরিত্র ভী ঠুঁস দিয়া গয়া হৈ।" তিনি প্রমাণস্বরূপ বিশ্বকোষের প্রবন্ধ হইতে দেখাইয়াছেন যে, গোবিন্দদাসের জীবনী ভক্তমাল, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে আছে। কিন্তু তিনি ঐসব গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আমরা আমাদের বিতর্কে ঐ তিনখানি গ্রন্থের চেয়েও সপ্তদশ শতাব্দীর গ্রন্থগুলির উপর বেশী জোর দিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—আমরা গোবিন্দদাস কবিরাজের প্রায় প্রত্যেকটী পদ বহু প্রাচীন সঙ্কলন-গ্রন্থে ও প্রাচীন পুথিতে পাইয়াছি। বাংলাদেশে ও ব্রজমণ্ডলে যেখানে যেখানে পুথি সংগৃহীত আছে সেখানেই গোবিন্দ-দাসের পদযুক্ত অনেক পুথি দেখা যায়। ইহার মধ্যে আমি

বৃন্দাবনের, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের, বরাহনগর পাট-বাড়ীর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি পুথি আলোচনা করিয়াছি। গোবিন্দদাস ঝার পদসম্বলিত একখানি পুথিও আজ পর্য্যন্ত মিথিলায় আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি গোবিন্দদাস মৈথিল কবিই হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পদসংগ্রহের একখানি প্রাচীন পুথিও কি মিথিলায় রক্ষিত হইত না?

অবশ্য গোবিন্দদাস নামে একজন মৈথিল কবি ছিলেন। তাঁহার দুইটী পদ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লোচন কবি-সঙ্কলিত রাগতরঙ্গিণীতে ধৃত হইয়াছে। পদ দুইটী আমি এই গ্রন্থের 'খ' পরিশিষ্টে দিলাম। উভয় পদেই সোরজদেবীর পতি কংসনারায়ণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ কংসনারায়ণ যে বীরসিংহের উপনাম তাহা মিত্র মজুমদার সংস্করণ বিদ্যাপতি গ্রন্থে (পৃঃ ১৫১, পাদটীকা) আমি দেখাইয়াছি। ১৪৪০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে বীরসিংহ যে মিথিলায় রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা সেতু-দর্পণী হইতে জানা যায়। বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে ইহাঁকে 'সংগ্রামে রিপুরাজকংসদলনঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ' বলিয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীধৃত প্রথম পদটীর ভণিতায় শুধু 'গোবিন্দবচনসারে' আছে; কিন্তু দ্বিতীয় পদটীতে 'দাস গোবিন্দ ভণ' পাওয়া যায়।

লাহেরিয়াসরাই হইতে শ্রীমথুরানাথ দীক্ষিত ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যে 'গোবিন্দগীতাবলী' প্রকাশ করেন অথবা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরমানাথ ঝা যে 'শৃঙ্গারভজন' মুদ্রিত করাইয়াছেন তাহাতে মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের এই দুইটী পদ নাই। হয়তো তাঁহারা পদ দুইটী লক্ষ্য করেন নাই; করিলেও বিদ্যাপতির সমসাময়িক গোবিন্দদাসকে তাঁহাদের প্রয়োজন নাই। উভয় গ্রন্থেই সখী বা মঞ্জরী-ভাবের সাধনামূলক পদগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে।

উপসংহার

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদ-কল্পতরুর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন (পৃঃ ৬৯)—"এখনও গোবিন্দ কবিরাজের প্রায় সাড়ে পাঁচশত পদ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত গোবিন্দদাসের একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এ বিষয়ের প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে এতদিনে এ বিষয়ে প্রয়াস করা গেল; কিন্তু এই সংস্করণকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার মতন বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই। আমার অনেক ভ্রমপ্রমাদ সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কাছে আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মালবিকা চাকী এম. এ. এই গ্রন্থের অধিকাংশের এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুলিকা গুহ, এম. এ. কিছু অংশের প্রেসকপি তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

পরিশেষে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলি—

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোর যে বলান বাণী।
তাহা বিনা ভালমন্দ কিছুই না জানি॥

গোলা দরিয়াপুর
পাটনা ৪

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

'শৃঙ্গারভজন', 'গোবিন্দগীতাবলী', 'বৈষ্ণব পদলহরী' ও 'বৈষ্ণব মহাজন **পদাবলী'র (চতুর্থ খণ্ড) পদগুলির পারস্পরিক তুলনামূলক সূচী** ॥

[**লহরী**=বৈষ্ণব পদলহরী ; শৃ=শৃঙ্গারভজন ; গো=গোবিন্দগীতাবলী ; বৈ=**বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী**]

লহরী	শৃ	গো	পদ	আকর*
৩১৯	১।১	২১০	এ ধনি এ ধনি করু অবধান	সমুদ্র ৪৭৫
৩২০	১।২	১১০	হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল	৭১০
৩১৭	১।৩	২০৯	আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি	২৭৩৪
৩১৮	১।৪	—	ধনী মুখ পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজই	ক. বি. ১০৪৮
৩২১	১।৫	২২২	কাজল তিমির ভরম জনু রুচি	৭০৮
৩২২	১।৬	—	বেনুক ফুব বুক মদনানলে	৭০৭
৩২৪	১।৭	১৯০	দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপি	গী ২৭৩
৩২৫	১।৮	১০৮	আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে	২৩৪
৩২৬	—	১০৯	যাহা দরশনে তনু পুলকে	গী ২৭৩
৩২৭	১।৯	২১৪	যব হরি পাণি পরসে ঘন কাঁপসি	২৩৩
৩৩১	১।১০	২১৮	নব ঘন কিরণ বরণ নব নাগর	৬৯৫
৩৩২	১।১১	—	ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন	৭০৪
৩৩৩	১।১২	—	যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু	৭০৬
৩৩৪	১।১৩	২২৩	পহিলহি কুল তুল সম উয়ল	৭০৯
৩৩৫	১।১৪	—	শ্যামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ	সং ১২৭
৩৩৬	১।১৫	—	সজনি কি কহব রাইক সোহাগি	৭১৬
৩৩৭	১।১৬	১৮৬	শ্যাম কোরে যতনে ধনী শুতলি	৭৬৫
৩৩৮	১।১৭	১৭৯	রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর	৭৬৬
৩৩৯	১।১৮	—	নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই	৭৭১
৩৪০	১।১৯	১৮০	রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ	৭৬৭
৩৪১	১।২০	—	কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল	৭৬৮
৩৪৪	১।২১	১০৪	রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি	৭৯৪
৩৪৫	১।২২	১০৫	শুনইতে অনুক্ষণ যছু নব গুণ গুণ (?)	৯০১
৩৪৬	১।২৩	১০৬	নব নব গুণ গণ শ্রবণ রসায়ন	৯০২
৩৪৭	১।২৪	১০৭	সো কুলবতী অতি দুলহ গতাগতি	৯১০
৩৪৮	১।২৫	১৭৭	পিরীতির রীত কোন অবহাগক	৯৪০

* আকর-নির্দেশে সাঙ্কেতিক চিহ্ন-ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সঙ্কেত ব্যবহৃত হইয়াছে—পদকল্পতরুস্থলে কেবল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

লহরী	শৃ	গো	পদ	আকর
৩৪৯	১৷১২৬	২৯৪	সাজল কুসুমে শেজ পুন সাজাই	সং ১২৩
৩৫০	১৷১২৭	২৩০	বাসিত বারি কর্পূরিত তাম্বুল	৩০৮
৩৫০	—	২৩১	উজোর রাতি শেজ বন কিশলয়	ক্ষণদা ২৩।৯
৩৫২	১৷১২৮	—	উগর শশধর দীপক জারল	ক্ষণদা ১৯।১৩
৩৫৩	১৷১২৯	২৯১	হরিণী নয়নী তেজি নিজ মন্দির	৩১৯
৩৫৪	১৷১৩০	২৯২	ঋতুপতি রাতি বিরহজ্বরে জাগরি	৩২০
৩৫৫	১৷১৩২	২৭৭	পন্থ নিহারি বারি ঝরু লোচনে	৩৬৬
৩৫৬	১৷১৩১	—	মাধব কি কহব সো বর নারী	ক. বি. ১৪৭১
৩৫৭	১৷১৩৩	২৭৪	উত্তর না পাই যাই যথা সখি	৩৬৩
৩৫৮	১৷১৩৪	—	তোহারি সংবাদে জাগি সব যামিনী	সা. প. (১), ২০০
৩৫৯	১৷১৩৫	২৮৮	ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ	৩১৪
৩৫৯খ	১৷১৩৬	২৯৩	ভুজগে ভরল পথ কুলিশ	৩৪৩
৩৬০	১৷১৩৭	—	কানুক সঙ্কেতে কেশ বনি আয়লু	সং ১২৪
৩৬১	১৷১৩৮	২৯৫	কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি	৩৬২
৩৬২	১৷১৩৯	—	দেখ সখি অষ্টমীক রাতি	ক্ষণদা ৮।১০
৩৬৩	১৷১৪০	—	কপটক কন্দ সো যদুনন্দন	সং ১২৬
৩৬৪	১৷১৪১	২৯৬	কহ মাধব কোন কলাবতী সোই	৩৭১
৩৬৫	১৷১৪২	—	আদরে বাদর করি কত বরখসি	৩৭৬
৩৬৬	১৷১৪৩	২৯৭	ডগমগ অরুণ উজাগর লোচন	৩৮৩
৩৬৭	১৷১৪৪	৩০৫	আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক	সং ৩৭৯
৩৬৮	১৷১৪৫	২৩৮	সহজেই গোরী রোখে তিন লোচন	স ১৯১
৩৬৯	১৷১৪৭	২৩৯	রজনী গোঙায়লি·রতি সুখ সাধে	৪০৭
৩৭০	১৷১৪৮	২৪০	যামিনী জাগি অলস দিঠি পঙ্কজে	সমুদ্র ১৭৭
৩৭১	১৷১৪৮	২৪১	নখপদ হৃদয় তোহারি	সমুদ্র ১৭৪
৩৭২	১৷১৪৯	—	কাঁহা নখ চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ	সমুদ্র ১৭৫
৩৭৩	১৷১৫০	২৩৭	জানলু এ হরি তোমারি সোহাগ	৪২৫
৩৭৪	১৷১৫১	—	মাধব অপরূপ পেখলু রামা	৫২৯
৩৭৫	১৷১৫২	—	চাঁদবদনী তুহুঁ রামা	৫০৮
৩৭৬	১৷১৫৩	—	গুরুজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি	৫০৯
৩৭৭	—	১২৩	মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর	৬২৩
৩৭৮	১৷১৫৪	—	রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব	৪৩০
৩৭৯	১৷১৫৫	২৭০	তোহারি কোর পর যো হরি	৫১৯
৩৮০	১৷১৫৬	২৩৪	তুহুঁ রহু সুন্দরি বাসক গেহ	৫৪৮

লহরী	শ্রী	গো	পদ	আকর
৩৮১	১।৫৭	২৭৯	হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ ঘোরি	৫৭৭
৩৮২	১।৫৮	২৩৫	পদুমিনী পুন পরবোধহু তোয়	৫৫৩
৩৮৩	১।৫৯	২৮০	বদন না কর মলিন ছাঁদ	৫৮২
৩৮৪	১।৬০	২২৮	মুক্রি জান হরি রাইক পরিহরি	২০৩৯
৩৮৫	১।৬১	---	সখীগণ বচন না শুনল মানিনী	২০৪০
৩৮৬	১।৬২	২৪৩	রাই অনাদর হেরি রসিকবর	৪৩১
৩৮৭	১।৬৩	২৪২	রাইক সংবাদ কো আনি দেয়ব	ক. বি. ১৫৫৯
৩৮৮	১।৬৪	২১৩	সুন্দরি আর কত সাধসি মান	৪৮৯
৩৮৯	১।৬৫	—	তেজল তুয়া সঞে অঙ্গসঙ্গহি	৪৯০
৩৯০	১।৬৬	—	তো বিনু সুখময় শয়ন তেজল	৫৩১
৩৯১	১।৬৭	—	প্রেম আগুনি মনহি গনি গনি	৫৩৮
৩৯২	১।৬৮	—	নবীন নলিনীদল জিনি তনু	১২৮
৩৯৩	১।৬৯	২৬৪	কামিনি কানু কহল কত মোয়	৫৭৪
৩৯৪	১।৭০	২৬৯	কানু উপেখি রাই মহীতলে লেখই	৫৩৬
৩৯৫	১।৭১	৩০৬	গোরখ জাগাই শিঙ্গাধ্বনি	৩৯৮
৩৯৬	—	২৮০	সুন্দরি জানলু তুয়া দুরভাগ	৫৮৮
৩৯৭	১।৭২	২৯৮	শুন ধনি কহ তুয়া কানে	৫৯৩
৩৯৮	১।৭৩	২৯৯	রসবতী রাধা রসময় কান	৫৯৯
৩৯৯	১।৭৪	৩০	ইহ মধু যামিনা মাহ	৬০২
৪০০	১।৭৫	--	কোরে রহিতে তুহু মানহ দূর	৬০৫
৪০১	১।৭৭	৩০১	প্রাণপ্রিয় দুখ শুনি শশিমুখী	৫৮০
৪০২	১।৭৬	২৪৮	আকুল প্রেম পহিলে নাহি	৪৩৩
৪০৩	১।৭৮	২৪৯	কুলবতী হোই নাচনে জানি	৪৩৪
৪০৪	১।৭৯	২৪৬	শুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী	৪৩৫
৪০৫	১।৮০	২৪৭	চরণে ধরি হরি হার পিধায়ল	৪৩৬
৪০৬	১।৮১	২৮২	কহল মো খল জনে দোখল	৪৩৭
			মহাজনপদাবলীর বিকৃত পাঠ—'কোমল মাখন জনু'। ইহাই গোবিন্দগীতাবলীর পাঠ	
৪০৭	১।৮২	২৬৬	তিল এক শয়নে স্বপনে যো	৪৪০
৪০৮	১।৮৩	২৬৭	কি কহিলি কঠিনি কালিদহে	৪৪১
৪০৯	১।৮৪	২৫৯	শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়	৪৫৭
৪১০	১।৮৬	২৭৩	রাইক বিনয় বচন শুনি	৪৪৪
৪১১	১।৮৫	২৮৪	যাকর চরণ নখর রুচি	৪৫৩

লহরী	শৃ	গো	পদ	আকর
৪১২	১৷৮৭	—	একে তুহুঁ নাগরী সব গুণে	৪৫৪
৪১৩	১৷৮৮	২৫৮	সো মুখচাঁদ নয়ানে নাহি	৪৫৫
৪১৪	১৷৮৯	২৫০	পরবশ দেহ নাহি বাঁধে	৪৬৫
৪১৫	১৷৯০	৩০২	শুন বল্লভ কান	৪৫৯
৪১৬	১৷৯১	২৫৬	রোখে দোখলু পিয়া বিনি অপরাধে	৪৬৯
৪১৭	১৷৯২	২৫৭	হরি যব হরিখে রাখি	৪৭০
৪১৮	১৷৯৩	—	আন্ধল প্রেম পহিলহি না হেরিনু লহরী ৪০২এর পুনরাবৃত্তি	৪৩৩
৪১৯	১৷৯৪	২৫২	সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়	৪৭২
৪২০	১৷৯৫	—	না জানিয়ে কোন মথুরা সঞে আয়ল	১৬০০
৪২১	১৷৯৬	—	নামহি অক্রূর ক্রূর নীচাশয়	১৬০২
৪২২	১৷৯৮	—	হরি হরি নিরদয় রসময় দেহ	১৬২৪
৪২৩	১৷৯৭	—	হরি নাকি যাবে মধুপুর	পদরসসার, অ ১২১
৪২৪	১৷৯৮	—	কাঁপল উতপল লোরে নয়ন	১৬০১
৪২৫	১৷১০০	—	যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে মন	১৬০২
৪২৬	১৷১০১	—	কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট	১৬০৯
৪২৭	১৷১০২	—	কামিনি করি বিহি মোরে	১৬১৪
৪২৮	১৷১০৩	—	অতমিত যামিনীকান্ত	১৬২৩
৪২৯	১৷১০৪	—	কানু হে নিঠুর চলত যো মধুপুর	১৬২৫
৪৩০	১৷১০৫	—	চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি	১৬৩৭
৪৩১	১৷১০৬	৩৪৯	হৃদয় বিদারত মনমথ বান	১৬৪৬
৪৩৪	১৷১০৭	৩৩৪	উয়ল নব নব মেহ	১৭৩১
৪৩৫	১৷১০৮	৩২৪	যো মুখ দরশনে নিমিখ না সহই	১৯৫১
৪৩৬	১৷১০৯	৩২৭	বিরহ আনলে যদি দেহ উপেখবি	১৯৫৪
৪৩৭	১৷১১০	৩২৫	যাহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত	১৯৫৩
৪৩৯	১৷১১১	—	গাইব সব মধুমাস	১৮০২-৫
৪৪০	১৷১১২	—	মাধবী মাসে সাধ বিহি বাধল	১৮১৪
৪৪১	১৷১১৩	৩৬০	তৈখনে সাজল সখি দুই চারি	অ ১২৩
৪৪২	১৷১১৪	৩৫৮	শুন শুন নিরদয় হৃদয় মাধব	১৭২০
৪৪৩	১৷১১৫	—	জঙ্গম হেমলতা সম সে ধনী	সা. প. (১) ২০৩
৪৪৪	১৷১১৬	—	মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল	—
৪৪৫	১৷১১৭	—	করতলে চাঁদ বয়ান রহু থির	১৭২৭
৪৪৬	১৷১১৮	—	তোহে রহল মধুপুর	১৮১৮

লহরী	শৃ	গো	পদ	আকর
৪৪৭	১।১১৯	—	আঁচরে মুখশশী গোয়	১৭৪
৪৪৮	১।১২০	২৮৯	মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ	৩১৫
৪৪৯	১।১২১	—	শুন শুন শ্যামচন্দ প্রেমক	১৬৮২
৪৫০	১।১২২	৩৫১	তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম	১৬৮৪
৪৫১	১।১২৩	—	মুরছিত যব রহ নারী	১৬৮৮
৪৫২	১।১২৪	৩৫২	মাথুর দূর করি গুরু তাহি মানি	১৬৯১
৪৫৩	১।১২৫	৩৫৬	শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরী	১৭১৭
৪৫৪	১।১২৬	৩৫৭	টারল হৈমন শিশিরক অন্ত	১৭১৮
৪৫৫	১।১২৭	৩৫৯	ফাগুণে গনইতে গুণগণ তোর	১৭২১
৪৫৬	১।১২৮	৩৩১	মদন মোহন মূরতি মাধব	১৭২২
৪৫৭	১।১২৯	৩৩২	একে বিরহানল দহই কলেবর	১৭২৪
৪৫৮	১।১৩০	৩৩৩	কাননে কামিনী কোই না যায়	১৭২৮
৪৫৮ খ	১।১৩১	৩৩৬	তুহুঁ বিছুরলি গোরী	১৭৩৯
৪৫৯	১।১৩২	৩৩৯	পরখি পেখুনু পুরুষ	১৭৪০
৪৬০	১।১৩৩	৩৩৭	ঝর ঝর জলধর ধার	১৭৪০
৪৬১	১।১৩৪	—	ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহু দূর	১৭৫২
৪৬২	১।১৩৫	৩৪১	ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ	১৮৩০
৪৬৩	১।১৩৬	৩৪৩	এক দিবস হাম মথুরা	১৮৪৮
৪৬৪	১।১৩৭	১১৩	কি কব রাইক লেহা	ক. বি. ২৪৩৮
৪৬৫	১।১৩৮	১১৪	কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি	১৮৮৬
৪৬৬	১।১৩৯	১১৫	গুরুজন গঞ্জন বোল	১৮৯০
৪৬৭	১।১৪০	১১৬	কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল	১৮৯৩
৪৬৮	১।১৪১	৩১২	নন্দনন্দনে নিচয়ে নিরখিনু	১৮৯৪
৪৬৯	১।১৪২	৩১৩	নিঝলি (রিঝলি স্থলে) রাজনগর মাহা তোয়	১৮৯৫
৪৭০	১।১৪৩	১১৭	আপনা তীর তরুণ	১৮৯৬
৪৭১	১।১৪৪	১১৮	দারু দারুণ দয়িত দূষণ	১৯০১
৪৭২	১।১৪৭	১১৯	এতদিন গগন অথিন রহু	১৯০৪
৪৭৩	১।১৪৮	১২০	ছোড়ল সুখময় কুসুম শয়ান	১৯১১
৪৭৪	১।১৪৫	৩১৪	যোয়ত পঙ্ক নয়নে ঝরু নীর	১৯১২
৪৭৫	১।১৪৬	৩১৫	ঘন শ্যাম তরু তুহুঁ কিয়ে ("ঘন শ্যামর তনু তহু" শুদ্ধ পাঠ)	১৯১৪
৪৭৬	১।১৪৯	৩১৬	বাসিত বিশদ বাস গেহে	১৯২০
৪৭৭	১।১৫০	৩১৭	নীরস সরসিজ ঝামর বয়না	১৯২১

লহরী	শৃ	গো	পদ	আকর
৪৭৮	১।১৫১	৩১৮	ভ্রম ভবন বনে জনু আগেয়ান	১৯২২
৪৭৯	১।১৫২	৩১৯	হিরণক হার হৃদয়ে নাহি	১৯২৩
৪৮০	১।১৫৩	৩২০	তুয়া পথ যোই রোই দিন	১৯৩৪
৪৮১	১।১৫৪	৩২১	নিশি দিশি জাগরি	১৯৩৫
৪৮২	১।১৫৫	৩২২	তুহুঁ রহু নিকরুণ মধুপুর	১৯৩৬
৪৮৩	১।১৫৬	৩২৩	অঙ্গে অঙ্গে জর মরমে	১৯৩৮
৪৮৪	১।১৫৭	—	কুঞ্জভবনে ধনী তুয়া গুণ	১৯৩৭
৪৮৫	১।১৫৮	৩৪২	যব দুহু নায়ল নব নব লেহ	১৮৩৩
৪৮৬	১।১৫৯	৩২৬	ধৈরজ না রহ সুখ পরিয়ঙ্ক	১৯৬২
৪৮৭	১।১৬০	৩২৮	তরুণ অরুণ সিন্দূর বরণ	১৯৬৩
৪৮৮	১।১৬১	২২৪	নাগরী শেষ দশা শুনি	১৯৬৭
৪৮৯	১।১৬২	২২৫	দূরে কর বিরহিণী দুখ	১৯৬৮
৪৯০	২।২	১	ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজকলিতং	৩৭৯
১৩০	—	৭২	চললি রাজপথে রাই সুনাগরি	১৩৩৩
১৩৯	২।৩	৫	কাঞ্চন মনিগণ জনু নিরমাওল	১২৫৮
১৪০	২।৪	৬	বাজত ডমক রবাব পাখোয়াজ	১২৬৬
১৪১	২।৫	—	কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ	১২৬৮
১৪২	২।৬	৭	ও নব জলধর অঙ্গ	১২৭২
১৪৩	২।৭	৮	নন্দনন্দন সঙ্গে মোহন	১২৮০
১৪৪	২।৮	৯	শ্যামের রঙ্গ ("অঙ্গ" শুদ্ধ পাঠ) অনঙ্গ তরঙ্গিম	২৭১২
১৪৫	২।৯	১০	নীরদ নীল নয়ন নীরজ নিন্দিত	২৭১৩
১৪৬	২।১০	১১	বহন (শুদ্ধ পাঠ "বহুল") বারিদ বরণ বন্ধুর	২৭১৪
১৪৮	২।১১	১২	কুসুমিত কুঞ্জ কল্পতরু কানন	২৪২২
১৪৯	২।১২	১৩	বৃকভানু-নন্দিনী নন্দ-নন্দন	ক. বি. ৯৮৮
১৫০	২।১৩	১৪	শিশিরক অন্তরে আওরে বসন্ত	১৪২৮
১৫১	২।১৪	১৫	ঋতুগতি বিহরই নাগর শ্যাম	১৪৩৪
১৫২	২।১৫	১৬	খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ	১৪৩৬
১৫৩	২।১৬	—	নটবর ভঙ্গী ফাগুরঙ্গী	১৪৬৭
১৫৪	২।১৭	১৭	ফাগু খেলত নব নাগর রায়	১৪৭০
১৫৫	২।১৮	১৮	তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি	১৪৮৯
১৫৬	২।১৯	১৯	মুদির মরকত মধুর মূরতি	১৩০৮
১৫৭	২।২০	২০	জয় জয় যদুকুল জলনিধি	১৯
১৫৮	২।২১	২১	সুরপতি ধনুকি শিখণ্ডক চূড়ে	২৪৩৪

লহরী	শ্	গো	পদ	আকর
১৫৯	২।২২	২২	অভিনব নীল জলদ তনু	২০
১৬০	২।২৩	২৩	অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির	২৪২৪
১৬১	২।২৪	২৪	কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন	২৪২৩
১৬২	২।২৫	২৫	অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্জন	২৪১২
১৬৩	২।২৬	২৬	মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল	২৪১৫
১৬৪	২।২৭	২৭	কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর	২৪৩৭
১৬৫	২।২৮	—	কুটিল কুন্তল কুসুম কাছনি	২৪৩২
১৬৬	২।২৯	২৮	অভিনব জলধর অঙ্গ	১৯
১৬৭	২।৩০	২৯.	কুন্দন কুসুম সুকোমল কাঁতি (কানড় কুসুম কোমল কাঁতি)	২৪১৪
১৬৮	২।৩১	৩০	নব নীরদ তনু তড়িত লতা জনু	২৪১৬
১৬৯	২।৩২	৩১	নন্দনন্দন চন্দ চন্দন	২৪১৯
১৭০	২।৩৩	৩২	তনু ঘন গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন	২৪২০
১৭১	২।৩৪		চাঁচর চিকুরে চূড়ে মনি	২৪২৫
১৭২	২।৩৫		মুখরিত মুরলী মিলিত	২৪২৬
১৭৩	২।৩৬		কুন্দন কনক কলিত কর	২৪২৮
১৭৪	২।৩৮	৩৫	শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর	২৪৩০
১৭৫	২।৩৭	৩৪	রাধারমণ রমণীমোহন	২৪৩১
১৭৬	২।৩৯	৩৬	মুখমণ্ডল জিতি শরদ সুধাকর	২৪৪২
১৭৭	২।৪০	৩৭	সুন্দরী রাধা আও রে বনি	৩২৭০
১৭৮	২।৪১	৩৮	ইন্দু অমিয়া বয়ান আগোরল (বৈ ২৩৩)	১০৩৪
১৭৯	২।৪২		মূরতি শিঙ্গারিণী রসবিহারিণী (বৈ ৩৯০)	২৪৬৪
১৮০	২।৪৩	৪০	শরদ সুধাকর মণ্ডল মণ্ডন	২৪৬৩
১৮১	২।৪৪	৪১	নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর	২৪৬৫
১৮২	২।৪৫	৪২	জয়তিজয় বৃষভানু-নন্দিনী	২৪৬৬
১৮৩	২।৪৬	৪৩	ধনি কানাড়া ছাঁদে বাঁধে	২৪৬৮
১৮৪	২।৪৯	৪৬	ধনি ধনি রাধা আওয়ে বনি	ক্ষণদা ১৩।৭
১৮৫	২।৫০	৪৭	নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব	৭০
১৮৬	২।৪৭	৪৪	চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন	২২৭
১৮৭	২।৪৮	৪৫	মধুর মধুর তুয়া রূপ	৪৬
১৮৮	২।৫১	৪৮	ঢল ঢল সজল জলদ তনু	৭৩

লহরী	শ্য	গো	পদ	আকর
১৮৯	২।৫২	৪৯	চূড়ক চূড় ময়ুর শিখণ্ডক	৭৪
১৯০	২।৫৩	৫০	সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি	১৩৯
১৯২	২।৫৪	৫১	মরকত দরপন বরণ উজোর	৭৫
১৯৩	—	৮৫	সজল জলধর অঙ্গ মনোহর	ক্ষণদা ১৮।৪
১৯৫	২।৫৪	৫১	নিরমল বদন কমলবর	সং ১৬
১৯৬	২।৫৬	৫৩	কালিয় দমন দিন মাহ	গী ৩৮৭
১৯৭	২।৫৭	৫৪	রতন মন্দির মাহ বৈঠলি	গী ৩৬৬
১৯৮	২।৫৮	৫৫	হেরইতে হেরি না হেরি	গী ৪০৪
১৯৯	২।৫৯	৫৬	যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু	ক্ষণদা ১২।৩
২০০	২।৬০	৫৭	রতন মঞ্জীর ধনী লাবণি	গী ৩৭৯
২০১	২।৬১	—	সহচরী মেলি চলল বর	গী ৩৫৫
২০২	২।৬২	৫৮	কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল	সং ১৫
২০৩	২।৬৩	৫৯	আজু মুঞি পেখনু রাই	ক. বি. ৪৯০
২০৮	২।৬৪	৬০	জলদহি জলদ বিজুরী দিঠি	১০৭৩
২১০	২।৬৫	৬১	এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান	১০৩৫
			(শুদ্ধ পাঠ "এ ধনি না করু পসাহন আন")	
২১১	২।৬৬	৬২	এখনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও	১০৩৮
			(শুদ্ধ পাঠ "এ ধনি")	
২১২	২।৬৭	৬৩	শুনইতে চমকই গৃহপতিরাব	গী ২১৫
২১৩	২।৬৮	৬৪	লোচন শ্যামরু বচনহি	গী ২২৩
২১৩খ	২।৬৯	৬৫	তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর	গী ১৪০
২১৪	২।৭০	৬৬	মাধব ধৈরজ না কর গমনে	১৬৩
২১৫	২।৭১	৬৭	কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবনে	গী ১৮
২১৬	২।৭২	৬৮	আঁচরে মুখশশী গোয়	ক্ষণদা ১২।৪
২১৭	২।৭৩	৬৯	রঙ্গিনী সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে	সং ৫৭
২১৮	২।৭৪	৭০	শুন শুন শুন সুন্দর নাগররাজ	২১৩
২১৯	২।৭৫	৭১	সুন্দরি তুয়া বড়ি হৃদয় পাষাণ	গী ৩৮৯
২২০	২।৭৬	৮৬	গহন বিরহক লাগি	গী ৩২৫
২২১	২।৭৭	৮৭	কাঞ্চন জ্যোতি (যূথি) কুসুমময় গোরি	কী ১৫৬
২২২	২।৭৮	৮৮	কতয়ে কলাবতী যুবতী সুমূরতি	সং ১৮
২২৩	২।৭৯	৮৯	চম্পকদাম হেরি চিত অতি	গী ৩২৪
২২৩খ	২।৮০	৯০	মঞ্জুল রঞ্জন নিকুঞ্জ মন্দির	গী ৩২৭
২২৪	২।৮১	৯১	চাঁদ নেহারি চন্দনে তনু	২১৮

লহরী	শ্রী	গো	পদ	আকর
২২৫	২।৮২	৯২	কিয়ে হিমকর কিয়ে নিরকর	কী ১৫৮
২২৬	২।৮৩	৯৩	রসবতী সরস পরশ সুখরঙ্গে (শুদ্ধ পাঠ "মুখবঙ্কে")	সমুদ্র ১১৪
২২৭	২।৮৪	৯৪	রাধানাম আধ শুনি চমকই	ক্ষণদা ১৯।৬
২২৮	২।৮৫	৯৫	করতল মধ্যমে (শুদ্ধ পাঠ "কুঙ্কুমে") সো মুখ মাজল	ক্ষণদা ১৭।১০
২২৯	২।৮৬	৯৬	মুরলী মিলিত অধর নব পল্লব	৬২১
২৩০	২।৮৭	৯৭	পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী	৬৩০
২৩১	২।৮৮	১২১	মঝুমুখ কমল বিমল রস	৬৪৬
২৩২	২।৮৯	১২২	পাপ চকোর চাঁদ বলি ধায়ত	সং ১২১
২৩৩	২।৯০	১২৩	মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর	৬২৩
২৩৪	২।৯১	১২৪	মদন কিরাত কুসুমশর দারুণ	৬২৩খ
২৩৫	২।৯২	১২৫	কনকলতা কিয়ে কিশলয় (বিকশল) পদুমিনী	৬২৪
২৩৬	২।৯৩	১২৬	কাননে কুসুম তোড়সি কাঁহে	৬২৯
২৩৭	২।৯৪	১২৭	এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ	১০৪১
২৩৮	২।৯৫	১২৮	কীরক মুখে শুনি জরতী	২৮৬৩
২৩৯	২।৯৬	১৩১	কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম	২৭০
২৪০	২।৯৭	১৩২	সবহুঁ বধুজন চলু বৃন্দাবন	সং ৭১
২৪১	২।৯৮	১৩৩	হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী	১৩৩
২৪২	২।৯৯	১৩৪	দিনমণি কিরণে মলিন মুখ	ক. বি. ৮০ পৃঃ
২৪৩	২।১০০	১৩৫	মাথহি তপন তপত পথ বালুক	১০০৪
২৪৪	২।১০১	১৩৬	পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ	৩২৬
২৪৬	২।১০২	১৩৭	হিমঋতু যামিনী যামুন তীর	৩৩৭
২৪৭	২।১০৩	১৩৮	অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ	৩৪২
২৪৮	২।১০৪	১৩৯	মন্দির বাহির কঠিন কপাট	৯৮৭
২৪৯	—	১৪০	কুলবতী কঠিন কবাট উদ্ঘাটলু	৯৮৮
২৫০	২।১০৫	১৪১	নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন	৯৮৯
২৫১	২।১০৬	১৪২	গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ	১৪২
২৫২	১।১০৭	১৪৩	অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ	রসমঞ্জরী পৃঃ ৩
২৫৩	২।১০৮	১৪৪	মেঘ যামিনী চলল কামিনী	৯৯৩
২৫৪	২।১০৯	১৪৫	গগনহি নিমগন দিনমণি	৯৯৪
২৫৫	২।১১০	১৪৬	মণিময় মঞ্জীর যতনে আনি	১০০৮
২৫৬	২।১১১	১৪৭	সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান	ক. বি. ৭৮২

লহরী	শ্য	গো	পদ	আকর
২৫৭	২।১১২	১৪৮	চলু গজগামিনি হরি অভিসার	৯৯৯
২৫৮	২।১১৩	১৪৯	আজ কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ	১০০০
২৫৯	২।১১৪	১৫০	কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল	১০০১
২৬০	২।১১৫	১৫১	ভীতক চিত ভুজগ হেরে	১০০২
২৬১	২।১১৬	১৫২	যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহির	১০০৩
২৬২	২।১১৭	১৫৩	কুন্দ কুসুমে করু কবরী ভরে	৩০৫
২৬৩	২।১১৮	১৫৪	আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে	৭৫৪
২৬৪	২।১১৯	১৫৫	মাধব কি কহব দৈব বিপাক	৯৭৯
২৬৫	২।১২০	১৫৬	বিপিনে মিলল গোপনারী	১২৫৬
২৬৬	২।১২১	১৫৭	ঐছন বচন কহল যব কান	১২৫৭
২৬৭	২।১০২	১৫৮	কি করব মৃগমদ লেপনে তোর	সমুদ্র ১৪৩
২৬৮	২।১২৩	১৫৯	শরতচন্দ পবন মন্দ	১২৫৫
২৬৯	২।১২৪	১৬০	নবযৌবনী ধনী জগ জিনি	১০৬৫
২৭০	২।১২৫	১৬১	ঘন ঘন নীপ সমীপহি	ক্ষণদা ১৯।৯
২৭১	২।১২৬	১৬২	গুরু ভুরু বঙ্ক উজোরল	১০১৪
২৭২	২।১২৭	১৬৩	বয়স সমান সঙ্গে নব	১০২৩
২৭৩	২।১২৮	১৬৪	কঞ্জ চরণযুগ যাবক রঞ্জনি	১০৩৭
২৭৪	২।১২৯	১৬৫	ঋতুপতি রাতি রজনী উজোরল (শুদ্ধ পাঠ "মধুঋতু রজনি উজোরল হিমকর")	৩১৩
২৭৬	২।১৩০	১৬৬	আওয়ে কুসুমে রণ রাই	ক্ষণদা ২৭।৭
২৭৭	২।১৩১	১৬৭	হরি রহু কাননে কামিনী লাগে	১১৯৬
২৭৮	২।১৩২	১৬৮	সুন্দরী তুরিতহি করহ পয়ান	১১০৬
২৭৯	২।১৩৩	১৬৯	আজু লো শিঙ্গারে ধনী রে	২৯২২
২৮০	২।১৩৪	১৭০	কালিয় দমন জগতে তুয়া	১০৫২
২৮১	২।১৩৫	১৭১	রাইক আগমন বাত	১০৫৩
২৮২	২।১৩৬	১৭২	অছিনস করি সুবল করে	১৭২
২৮৩	২।১৩৭	১৭৩	দূর সঞে নয়ানে নয়ানে	৫২৭
২৮৪	২।১৩৮	১৭৪	সুন্দরি ধরবি বচন হামার	৭৫০
২৮৫	২।১৩৯	—	পহিলহি রাধা মাধব কেলি	গী ২৪২
২৮৬	২।১৪০	—	সুরত তিয়াসে ধরল পহুঁ পানি	সং ২০
২৮৭	২।১৪১	—	ধরি সখি আঁচর ভই উপচঙ্ক	১০০
২৮৮	২।১৪২	—	পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী	ক. বি. ৮১৮
২৮৯	২।১৪৩	—	রাধামাধব কুঞ্জহি পৈঠল	১৪৮৭

ল	শৃ	গো	পদ	আকর
২৯০	২।১৪৪	—	সৌরভে আগোরি রাই স্থনাগরী	সমুদ্র ৭১
২৯১	২।১৪৫	—	অভিনব গোরী বসতি পতিগেহ	সং ২১
২৯২	২।১৪৬	—	কান্থবদন হেরি উছলিত	গী ১২৫
২৯৩	২।১৪৭	—	তন্থ তন্থ মিলনে উপজল	২৬৪
২৯৪	২।১৪৮	-	দুইজন নিতি নিতি নব অমু	২৮৭
২৯৫	২।১৪৯	—	পহিল সমাগম রাধা কান	২৭৫
২৯৬	২।১৫০	২২০	কুটিল কটাক্ষ বিশিখ	৭০৫
২৯৭	২।১৫১	—	হিমঋতু নিশি দিশি	৩৩৯
২৯৮	২।১৫২	১৭৮	রতিরণ রঙ্গভূমি বৃন্দাবন	সমুদ্র ৪৭১
২৯৯	২।১৫৩	—	পেখন্থ রে সখি যুগল কিশোর	সমুদ্র ৪৭১
৩০০	২।১৫৪	—	দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ	৯৯২
৩০১	২।১৫৫	—	বৃন্দাবিপিনে বিহরই মাধব	১৪৯৯
৩০২	২।১৫৬	—	দরশনে নয়নে নয়ন শর	ক্ষণদা ২৫।৮
৩০৩	২।১৫৭	—	তুয়া গুণে কুলবতী বরত	ক্ষণদা ২।৯
৩০৪	২।১৫৮	—	ও নব জলধর অঙ্গ	১২৭১
৩০৫	২।১৫৯	—	দেখ রাধা মাধবরঙ্গ	ক্ষণদা ২৬।১১
৩০৬	২।১৬০	—	মঝু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ	১০৭৬
৩০৭	২।১৬১	—	রজনী জনিত নাগরি নাগর (শুদ্ধ পাঠ "রজনী উজাগরি নাগর নাগরি")	সং ৫০
৩০৮	২।১৬২	—	দেখি সখি গোরী শুতল শ্যামক কোর	১৫১০
১১০		৩	জয় জয় শ্রীলরাম রঘুনন্দন	২৪০৭
১১৪		৪	কবিপতি বিত্মাপতি মতিমান	২৩৮৬
১৩৭		৭৩	চিকুর চোরায়সি চামর কাঁতি	১৩৭৩
৪৩		৭৪	মন্দির বাহির থল অতি স্থন্দর	২৬৯৩
৪৪		৭৫	অপরূপ মোহন শ্যাম	২৬৯৫
১৭		৭৬	নিজ মন্দির তেজি চলিল	২৭৬৯
১১৯		৭৭	আজু বিপিনে আওল কান	১৩০৫
১২০		৭৯	গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর	১৩০৬
৪০		৮০	সাঁজ সময়ে গৃহ আওত	২৬৮৬
৮		৮১	নিজগৃহে শয়ন করল যব কান	২৭৬১
১৫		৮২	যশোমতি যতনহি	২৭৬৭
১৬		৮৩	শিরপরি থারি যতন করি	২৭৬৮
৪৬		১৩০	কাননে কুস্থম ভেল পরকাশ	১০৫৭

গোবিন্দগীতাবলীর অন্যান্য পদ বসুমতীর 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী চতুর্থ খণ্ড—গোবিন্দদাসের পদাবলী' হইতে গৃহীত।

বৈ	গো।	পদ	আকর
৪৬০	২	ভজহু রে মন নন্দনন্দন	৩০৩২
২৫৭	৭৮	গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে	অ ১২০
১৩	৮৪	মত্ত মউর শিখণ্ডক মণ্ডিত	কী ৬৮
৪৮	৯৯	কাঁহা কুমুদিনী কাঁহা উয়ল	সা. প (১) ৭৮
৪৯	১০০	কান-কথা শুনি গদগদ ভাষ	সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় পৃঃ ১৩৮
৫০	১০১	সজনি কাহে মিনতি করু মোহে	অ ৭৩
১৬৩	১০২	পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহি	রসমঞ্জরী পৃঃ ১৪
১৬২	১০৩	রজনী উজোরল চান্দে	অ ৮৭
৩৬	১১২	মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি	৯৩
৯২	১২৯	শ্যাম অভিসারে চললি সুন্দরী	অ ৮০
২৪৬	১৭৫	সখীগণ মেলি যে করল পয়ান	অ ১১৭
২৪৭	১৭৬	কেলি-অবশেষে ও বরনাহ	অ ১১৮
২২৯	১৮১	নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই	৭৭১
২৩০	১৮২	বহুক্ষণ পরিচয় ভেল	৭৭২
২৩১	১৮৩	আর কিয়ে কনক কষিল তনু	৭৭৩
৪৪১	১৮৪	সখীগণ সঙ্গে চলল বররঙ্গিণী	২৭৭৯
৪৪১খ	১৮৫	আন ছলে আন পথে গমন	২৭৮৩
২১৮খ	১৮৭	রজনী প্রভাতে উঠিয়া নাগর তেজল	পদরসসার, অ ৯০
২৮৫	১৮৮	জাগি শ্যামকোর বৈঠল নারী	কী ২৩১
২৯১	১৮৯	বনমাহা কুসুম তোড়ি সব সখিগণ	সং ৩৪৭
৬৮	১৯০	কালি যে পেখলু কালিম সাজ	অ ১০৮
৬৫	১৯২	দুহু মুখ দরশি বিহসি দুহু	অ ৭৮
৪৪৯	১৯৩	রাধা মাধব দুহু তনু মিলন	২৮৩১
৩৯৮	১৯৪	সময় জানি সখী মিলল আই	২৪৮৬
৩৯৯	১৯৫	গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান	২৫১৮
৪০০	১৯৬	রামক নীলবসন কাহে পিন্ধ	২৫৩৯
৪০৪	১৯৭	রাধাবদন চাঁদ হেরি ভুলল রে	২৫৫৪
৪০৭	১৯৯	কানুক দরশন ভেল	২৫৯৪
৫২	২০০	লেহ দুলহ কুল রামা	অ ৭৫
৬৩	২০১	আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধা কানু	অ ৭৬

বৈ	গো	পদ	আকর
৪৫০	২০২	নিরমল রাতি বৈঠল দুহুজন (শুদ্ধ পাঠ "বিরমল রতি বৈঠল দুহুজন")	২৮৩২
২৩৫	২০৩	মঞ্জু চরণযুগ যাবক রঞ্জন	ক. বি ৩৯৩
৩৯৫	২০৪	নিশি অবশেষে জাগি সব	২৪৭৮
৪২৭	২০৫	নিশি অবশেষ কোকিল ঘন	২৭৫০
৪২৮	২০৬	হরি নিজ আঁচরে রাইমুখ মোছই	২৭৫২
৪৬২	২০৭	শ্রমজলে ভিগল দুহুক শরীর	২৭৮৪
৪১০	২ ৮	সখীগণে কানু পুছত কত বার	২৬৩২
৪২৬	২১১	রতিরস অবশ অলস অতি	২৭৪৫
৪৩৯	২১২	যতনহি রাই লেই চলু মন্দির	২৭৭৪
৪৪০	২১৩	নিজ মন্দিরে ধনী বৈঠল বিরহিণী	২৭৭৫
৭৫	২১৫	তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম	২৭৬৫
৭৬	২১৬	বিপিনহি কেলি কয়ল দুহু	২৭৬৬
৪৫১	২১৭	বেশ বনাই বদন পুন হেরই	২৮৪৬
৪৫৩	২১৯	তহি সুগমন করল বররঙ্গিণী	২৮৬৪
৮৪	২২১	যো গিরি-গোচর বিপিনহি	৭০৯
৩৩৮	২২৬	মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরি	সমুদ্র ৩৮২ পৃঃ
৩৩৯	২২৭	অধর সুধারসে লুবধক মানস	১৯৮৮
৪২	২২৯	তুয়া মুখচন্দ্র কোটি জিনি	অ ৬৯
১০১	২৩২	কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি	অ ৮১
১০২	২৩৩	রমণী সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই	অ ৮২
১২৭	২৩৬	কাঁহা নখচিহ্ন তুহু সুন্দরি	৪২৪
১৪৯	২৪৪	তেজল তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গ হি	৪৯০
১৫০	২৫৪	চাঁদবদনি তুহুঁ রামা	৫০৮
১৫১	২৫৫	গুরুজন বচন শ্রবণে তুহুঁ	৫০৯
২২২	২৬০	তেরছ নয়নে ধনি হেরই বাম	অ ৯৪
২২৩	২৬১	সজল নয়নে ধনি হেরই রাম	অ ৯৫
২২৪	২৬২	যত তোহে যতনে কহলুঁ বেরি	অ ৯৬
২২৫	২৬৩	সুন্দরি ঐছে বিদগধ মন	অ ৯৭
২২৮	২৬৫	কত পরকারে তাহি পরিচয়	৭৬৮
১৫৫	২৬৮	তু বিনু সুখময় শয়ন তেজল	৫৩১
১৫৪	২৭১	মাধব অপরূপ পেখলুঁ রামা	৫২৯
১৩৮	২৭২	সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর	৫৪৩

বৈ	গো	পদ	আকর
—	২৭৫	সঙ্কেত লাগি রজনি হম জাগরি	রসমঞ্জরী পৃঃ ২২
২৭৬	২৭৬	কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লু	৩৬১
১৬৫	২৭৮	হরিণ-নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির	অ ৮৮
—	২৮৩	অন্তরে উথলল প্রেম-তরঙ্গ	অ ৯৮
—	২৮৫	একে তুহু নাগরি সব গুণ আগোরি	৪৫৪
১০৩	২৮৬	কুঞ্জে কুসুম হেরি পন্থ নেহারই	অ ৮৩
১০৮	২৯০	মাধব মনমথ ফিরত অহেরা	৩১৮
২৭০	৩০৩	তোহারি হৃদয় বেণি বদরিকাশ্রম	১৩৫২
২৯৪	৩০৬	এ ধনি জনি কহ কানুক সন্দেশ	অ ১০৯
২৯৫	৩০৭	ঝরত নয়ন লোরে পরিপূরিত	অ ১০০
২৯৬	৩০৮	উপেখল রাই জানি বর নাগর	অ ১০১
২৯৭	৩০৯	নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই	অ ১০২
—	৩১০	সজল পঙ্কজ দল পদুমিনি আনি	গী ২৪০
—	৩১১	দূতিক বাণী শুনি ধনি উলসিত	অ ১০৪
২৬৩	৩২৯	গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল	১৩০৭
—	৩৩০	শুন মাধব তুহুঁ সে রহলি মধুপুর	অ ১২৭
৩০০	৩৩৫	যব ধনি কানু কয়ল তহি কোর	কী ১৯৩
২৯২	৩৩৮	নবঘন কানন শোহন কুঞ্জ	১৫৫২
—	৩৪০	আঘন মাস রাস রস সায়র	১৮১৪
—	৩৪৪	সজনি মধুপুর চলব মুরারি	অ ১২২
৩১৬	৩৪৫	কতহুঁ যতন করি প্রেম বাঢ়ায়লু	২৮০৭
৩১৭	৩৪৬	প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল	১৬৪০
৩১৮	৩৪৭	কহিতে কহিতে ধনি মুরছতি	অ ১২৪
৩১৯	৩৪৮	ধনি কেনে মুদল নয়ান	অ ১২৫
২৫৮ (প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী পৃঃ ৩৫৭)	৩৫০	পরাণ পিয়া সখি হামারি	১৬৭১
২৬২ (প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী পৃঃ ৩৫৯)	৩৫৫	উলসিত মঝু হিয়া	১৭০৪

সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যাখ্যা

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি (৬২০৪) (ক. বি. ৯৭ বলিলে এই পুথির ৯৭ সংখ্যক পদ বুঝিতে হইবে)

ক. বি. ৩০১—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০১ সংখ্যক পুথি; উহাতে একান্ন পদ আছে। ঐ পুথির তারিখ ১০৭৫ সাল

গো—গোবর্দ্ধনের পুথি

ব—বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরের পুথি (সংখ্যার দ্বারা কোন্ পুথি তাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে)

বৃ—বৃন্দাবনের পুথি

রা—রাধাকুণ্ডের পুথি

সা. প.—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি (১৮৩ সংখ্যক পুথি ১ এবং ২০১ সংখ্যক পুথি ২ সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে)

অ—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। (পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে)

কী—কীর্ত্তনানন্দ, বনওয়ারিলাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)

গী—গীতচন্দ্রোদয়, হরিদাস দাস বাবাজী কর্তৃক প্রকাশিত। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)

তরু—পদকল্পতরু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ। (পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে)

ভ—ভক্তিরত্নাকর—বহরমপুর সংস্করণ। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)

রস—রসমঞ্জরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)

সমুদ্র—পদামৃতসমুদ্র, রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের প্রথম সংস্করণ। (পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হইয়াছে)

সং—সংকীর্ত্তনামৃত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ। (পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে)

সিদ্ধান্ত—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থের সংস্করণ।

ক্ষণদা—ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—রাধানাথ কাবাসীর সংস্করণ। ক্ষণদার সংখ্যা ও পদসংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা ৯।৩—অর্থ নবম ক্ষণদার তৃতীয় পদ।

পদসূচী

প্রথম চরণে গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর থাকিলে তাহাও ধৃত হইয়াছে; যথা ৬০১ সংখ্যক পদের আরম্ভ পদকল্পতরুতে—"আর কিয়ে কনককষিত তনু"; ৩০৬ সংখ্যক পদের ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে আরম্ভ "কি পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর", পদামৃতসমুদ্রে "পেখলো। রে সখি।" এই জাতীয় পাঠান্তর পদসূচীতে স্বতন্ত্রভাবে পদের আরম্ভ হিসাবে উল্লিখিত হইল। তাহা না হইলে শুধুমাত্র আরম্ভ দেখিয়া পুরাতন পদকে নূতন পদ বলিয়া মনে হইতে পারে।

গোবিন্দদাসের পদাবলী

বন্দনা

১

এক অনেক এক পুণ[১] রাজসি
কনকাভরণ আকার।
অভরণ-নামরূপ সব হেরই
কনক হেরি[২] বণিজার ॥
গোবিন্দ ঘট মাহা তুহুঁ কিয়ে ছাপি।
যো[৩] জগ-জীবন জীব বহিরন্তর
পুরণ সিন্ধুসম ব্যাপি ॥
তনু মন বচন শকতি সব তো সঞে[৪]
কোই না হেরই তোই।
গোবিন্দদাস দিঠি সবহুঁ নেহারই
দিঠি[৫] না নেহারই কোই ॥

সা. প. (১)—৪১ ; সা. প. (২)
(পত্র ৩৭), বরাহনগর ৪ (৩)
পদ ৩৯।

পাঠান্তর—সা. প. (১) পুথিতে—(১) এক পণ (২) হেরত (৩) সো জগ-জীবন (৪) তো সহে (৫) দিঠি নেহারই কোই।

শব্দার্থ—রাজসি—বিরাজ করিতেছ। অভরণ-নামরূপ —অলঙ্কারের নাম ও আকার। বণিজার—বণিক। ঘট মাহা—ঘটের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। ছাপি—লুকাইয়া থাকা। তো সঞে—তোমা হইতে। পুরণ সিন্ধু—পূর্ণ সমুদ্র।

ব্যাখ্যা—এক হইয়াও তুমি বহু ; পুনরায় এক রূপেই বিরাজিত রহিয়াছ (গোপালতাপনী শ্রুতিতে আছে—'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি')। তুমি যেন স্বর্ণের অলঙ্কারের মতন। সাধারণ লোকে দেখে যে অলঙ্কার-গুলির নাম পৃথক্ পৃথক্, রূপও বিভিন্ন ধরণের (যেমন হার, কুণ্ডল, বলয়, কঙ্কণ ইত্যাদি) ; কিন্তু সোনার ব্যবসা যে করে সে ঐ সব বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কেবলমাত্র সোনা কতটা আছে তাই দেখে (সে নাম ও রূপে ভুলে না)। হে গোবিন্দ! তুমি কি এই ঘটরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে লুকাইয়া আছ? তুমি জগতের জীবন। তুমি জীবসমূহের অন্তর ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ণ সমুদ্রের মতন বিরাজমান। জীবের দেহ, মন, বাক্য প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই তোমা হইতে সঞ্জাত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তোমাকে ঐ সকল শক্তির কারণ বলিয়া কেহই লক্ষ্য করে না। গোবিন্দদাসের (যে গোবিন্দের দাস, তাহার) দৃষ্টি সব কিছু দেখে, কিন্তু তোমার যে সর্ব্বদ্রষ্টা চক্ষু তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না।

কবি এখানে গোবিন্দ সম্বন্ধে দুইটী উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন—স্বর্ণ ও সমুদ্র। স্বর্ণের উপমাটী শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীজীবের সর্ব্বসম্বাদিনীতে এবং সমুদ্রের উপমাটী সনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ উপমাদ্বয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে গোবিন্দদাস অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের কথা এই কবিতায় বলিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (১০৮৭।২৬)

ন হি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥

অর্থাৎ সুবর্ণপ্রার্থী ব্যক্তিরা স্বর্ণের বিকারস্বরূপ কুণ্ডল প্রভৃতি পাইলে সুবর্ণাত্মক বলিয়া উহা পরিত্যাগ করেন না; গ্রহণই করেন। সেইরূপ বিবেকিগণ জাগতিক সমস্ত বস্তুকে সৎরূপ বলিয়া মিথ্যা মনে করেন না; সৎ বলিয়াই জানেন। ইহাই যুক্তিযুক্ত, কেননা বিবেকিগণ ব্রহ্মের সৃষ্ট এই জড়বর্গকে ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট বিজ্ঞানাত্ম-স্বরূপকে সদ্রূপে নিশ্চয় করিয়াছেন।

ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীজীব সুবর্ণের বণিকদের দৃষ্টান্ত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যথা—"তেষাং কনকমাত্রং মৃগয়মাণানাং কনকবণিজাং হি কনকবিকারে সুন্দরকুরূপাকারতায়াং দৃষ্টির্নাস্তি, শুদ্ধকনকমাত্রগ্রাহিত্বাৎ, তথাত্মবিদামপীতি ভাবঃ।" গোবিন্দদাস ইহা পড়িয়াই স্বর্ণের বণিকদের কেবলমাত্র স্বর্ণেরই প্রয়োজন, আভরণের নাম ও রূপের ভেদে প্রয়োজন নাই লিখিয়াছেন। শ্রীজীব সর্ব্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন—"তদেবং স্বগতভেদে স্বপরিহার্য্যে স্বর্ণরত্নাদি-

ঘটিতৈককুণ্ডলবদ্ বস্তন্তরপ্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যেত ইতি স্থিতম্।" অর্থাৎ স্বর্ণ কুণ্ডলরূপ ধারণ করিলে স্বর্ণের সহিত কুণ্ডলের 'স্বগতভেদ' হইয়াছে মনে হয়[১]। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে সোনা ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করে নাই, উহা স্বর্ণই রহিয়াছে। এজন্য উহাতে স্বগতভেদ হয় নাই। "কুণ্ডল এখানে একমাত্র স্বর্ণেরই অপেক্ষাযুক্ত। কুণ্ডলের আকার স্বয়ংসিদ্ধ নহে। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতিও কদাপি স্বয়ংসিদ্ধ বা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব-নিরপেক্ষ নহে। সুতরাং এখানেও স্বগতভেদ নাই।"—সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-কৃত অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ পৃঃ ২৭।

সমুদ্রের উদাহরণ দিয়া সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।২।১৯৬) লিখিয়াছেন—"যথা সমুদ্রস্য প্রদেশাদেকস্মাদেব জায়মানাস্তরঙ্গা একস্মিন্নেব দেশে লীয়মানা জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্না গাম্ভীর্য্য-রত্নাকরত্বাদি-গুণাভাবাদ্ভিন্নাশ্চ, কেবলং তস্মিল্লঁয়াৎ পৃথকৃত্বেনাদৃশ্যমানা ঐক্যং গতাঃ সমুদ্রস্বরূপং প্রাপ্তা ইত্যুচ্যতে; তথা স্বকারণে ব্রহ্মাংশে তেজআদিস্থানীয়ে মুক্ত্যা লীয়মানা জীবা ব্রহ্মৈক্যং গতা ইত্যুচ্যতে, ন ত্বপরিচ্ছিন্নসুখঘনব্রহ্মতাপ্রাপ্তিস্তেষাং স্বভাবেনৈব পরিচ্ছিন্নত্বাৎ।" ইহার ভাবার্থ এই যে "কাহারও কাহারও মতে 'ব্রহ্ম হইতে জীব উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মেই লীন হয়, কাজেই ব্রহ্মের ও জীবের সহিত অভেদ সম্বন্ধ'। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের মতে ও যুক্তিতে ব্রহ্মের অশেষস্বরূপ অনুভব হয় না, অল্পপরিমিত সুখেরই অনুভব হয়। যেমন, সমুদ্রের একদেশ হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া একদেশেই লীন হইয়া জলমগ্ন হইয়া যায়। তখন জলময়ত্ব হেতু সেই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্‌রূপে জানা যায় না। কারণ, সেই তরঙ্গ তখন সমুদ্রের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এই অংশে সেই সকল তরঙ্গ সমুদ্র হইতে অভিন্ন। কিন্তু সেই তরঙ্গে গাম্ভীর্য্য ও রত্নাকরত্বাদি গুণের অভাববশতঃ অর্থাৎ সমুদ্রের ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া ঐ তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্ন। কেবল সমুদ্রে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই ভিন্নরূপে প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ যেখানে উৎপন্ন, সেইখানেই বিলয় হয়, এজন্য সেই সময় পৃথক্‌রূপে দেখা যায় না বলিয়া ঐক্য বলা হয়; কিন্তু কোন অংশে লীনতারূপে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন। সেইরূপ স্বকারণ তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মাংশে মুক্তিদশায় লীন হইলে জীব ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে মুক্ত জীবসকলও অপরিচ্ছিন্নঘনসুখ প্রাপ্ত হয় না। কারণ জীবসকল স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং মুক্তিতে অপৃথক্ দর্শনহেতুই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, পরন্তু ব্রহ্মের কোন অংশবিশেষে পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু লীনতারূপে অবস্থান করে বলিয়া ভিন্ন।"—(প্রপন্নাশ্রমের বৃহদ্ভাগবতামৃত সংস্করণ, টীকার তাৎপর্য্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯-৩৭০

শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভে (৫১ অনুচ্ছেদ) লিখিয়াছেন যে ব্রহ্ম কেবল স্বশক্ত্যেকসহায়—একমাত্র নিজের শক্তিই তাঁহার সহায়। তাঁহার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় অন্য কোনও তত্ত্ব নাই; এজন্য তিনি অদ্বয়। তিনিই শক্তিসমূহের পরম আশ্রয়। তাঁহা ছাড়া কোন শক্তি থাকিতে পারে না।

কবিশেখরের গোপালবিজয়ের পুথিতেও আছে—

এক সুবর্ণে তেন নানা অলঙ্কার।
তেন নারায়ণ সব দেব অবতার ॥

২

পহুঁ[১] মোর শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীন-তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥
কাঞ্চন[২] বরণ হরণ তনুসুললিত
কৌষিক বসন বিরাজে।

[১] ভেদ তিন প্রকারের—(১) স্বজাতীয় (যেমন আম গাছ হইতে কাঁঠাল গাছের ভেদ। উভয়েই গাছ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক), (২) বিজাতীয় (যেমন গাছ হইতে পাহাড়, নদী, মানুষ প্রভৃতির ভেদ) আর (৩) স্বগত ভেদ (যেমন গাছের শাখা, পত্র, পুষ্প, কাণ্ড প্রভৃতি একই গাছের, অথচ তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে।)

প্রেম[৩]নাম করি কহত ভাগবতে
ঐছে[৪] বরণ তনু সাজে ॥
নিজ নিজ ভকত পারিষদ[৫] সঙ্গহি
প্রকটহি চরণারবিন্দ ।
নিরবধি বদনে নাম[৬] বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ[৭] গোবিন্দ ॥
যুগলভজনগুণ লীলা[৮] আস্বাদন
গ্রন্থ-কলপতরু হাতে ।
তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দদাস অনাথে ॥

সা. প. ১৮৫ সংখ্যক পুথির প্রথম পদ — ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ১০৪৯ কী ২২

পাঠান্তর—(১) জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম—তরু (২) চম্পকবরণ—কী (৩) প্রেম নাম কহি কহত ভাগবতে—তরু (৪) সোই বরণ অনুসারে তনু সাজে—ভক্তিরত্নাকর। (৫) পারিষদগণ প্রকটহি চরণারবিন্দে—কী (৬) মধুর নাম জপতহি—কী (৭) রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে—কী (৮) লীলারস আস্বাদন—কী।

ব্যাখ্যা—কাঞ্চনবরণহরণ তনু—স্বর্ণের (অথবা পাঠান্তরে চাঁপা ফুলের) মতন তাঁহার দেহের রং। তাই বলা হইয়াছে যে সোনার বর্ণ চুরি করিয়া তাঁহার দেহের রং তৈয়ারী করা হইয়াছে।

প্রেম নাম করি কহত ভাগবতে ঐছে বরণ তনু সাজে—ভাগবতে (১০।৮।১৩) যাঁহাকে পীতবর্ণ ভগবান্ (গৌর-অঙ্গ) বলা হইয়াছে সেই মূর্ত্তিমান্ 'প্রেমস্বরূপ' শ্রীচৈতন্যের মতন যাঁহার গায়ের রং ও সাজসজ্জা। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঐ স্থানের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে গর্গ মুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমযুক্ত 'কৃষ্ণ' নাম কীর্ত্তন করিয়া—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক দ্বারা যুগভেদে ভগবানেরযে বিভিন্ন বর্ণ-ধারণ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহাতে কলিযুগে ভগবানের যে পীতবর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের দেহকান্তিও তদনুরূপ ছিল। প্রবাদ আছে যে, গৌরাঙ্গপ্রভু আরও দুইবার অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নানাবিধ অদ্ভুত মহিমা দর্শনে তাঁহাকে পরবর্ত্তী ভক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই অন্যতর অধস্তন অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এই শ্রীআচার্য্য প্রভুর মন্ত্রশিষ্য; সুতরাং তিনিও যে পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ অনুসারে আচার্য্য প্রভুকে শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অভিন্ন বিবেচনা করিয়া তাহার পোষকতায় শ্রীমদ্ভাগবতের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

কিন্তু আমাদের নিকট সতীশবাবুর এই ব্যাখ্যা কিছু কষ্টকল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। পদকল্পতরুর অনেক আগেই নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকর লিখিয়াছিলেন। আর উহাতে পাঠ ধরা হইয়াছে—"প্রেম নাম করি কহত ভাগবতে"; কীর্ত্তনানন্দেও পাঠ—"প্রেম নাম করি কহতহি ভাগবতে সেই বরণ তনু সাজে"।

প্রেমবিলাসে (পৃঃ ৭) আছে যে শ্রীচৈতন্য

জগন্নাথ সম্মুখে প্রভু যোড় হাত করি।
শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলি কান্দে উচ্চ করি ॥
আনন্দিত জগন্নাথ হাসয়ে দেখিয়া।
চৈতন্যদাসেরে প্রেম দিল পাঠাইয়া ॥
জগন্নাথের হাস্য দেখি প্রভুর হাস্য হইল।
আজ্ঞা ক্রমে চৈতন্যদাসে প্রেম পাঠাইল ॥

তাহাতেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইল।

শ্রীনিবাসের মহিমা প্রচারের জন্য "কর্ণানন্দ" ও "অনুরাগবল্লী" লিখিত হয়। ঐ দুই গ্রন্থেও শ্রীনিবাসকে শ্রীচৈতন্যের অবতার বলা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রকট কালেই শ্রীনিবাসের জন্ম হইয়াছিল; তাহা হইলে অবতারত্বের প্রশ্নই উঠে না। অনুরাগবল্লী বলেন (পৃঃ ৮)

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতরী।
শেষ লীলা নীলাচলে প্রকট বিহরি ॥
সেকালে লভিলা জন্ম আচার্য্য ঠাকুর।

ভক্তিরত্নাকরেও আছে (পৃঃ ৬১) যে শ্রীনিবাস

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগুণ শুনি প্রেমাবেশে।
শ্রীখণ্ড হইয়া ক্ষেত্র চলয়ে উল্লাসে॥
নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগণ সনে।
করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে॥
কতোদূরে শুনি শ্রীচৈতন্য সঙ্গোপন।
ঐছে হইল দেহে যেন না রহে জীবন॥

এই উক্তির পোষকতায় নরহরি চক্রবর্ত্তী নরোত্তমবিলাসে (দ্বিতীয় বিলাস) শ্রীনিবাসের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজের একটি শ্লোক ও ভক্তিরত্নাকরে (তৃতীয় তরঙ্গ, পৃঃ ১০১) শ্রীনিবাসের অপর শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ কৃত নবপদ্যের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতগুলি প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যে কোনখানিতেই শ্রীনিবাসকে শ্রীচৈতন্যের অবতার বলা হয় নাই। 'প্রেম নাম করি' পাঠের অর্থ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রেমের সহিত হরেকৃষ্ণ নাম লইয়া ভাগবত পাঠ করেন। তাঁহার বর্ণ এবং তনুর সাজ একই রকম।

৩

গৌরী

চম্পক-সোন-কুসুম কনকাচল
জিতল গৌর-তনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি[১] অনুভব
জগজনমোহন ভঙনি (রে)[২] ॥
জয় শচী-নন্দন[৩] (রে)।
ত্রিভুবন-মণ্ডন[৪] কলিযুগ-কাল-
ভুজগ-ভয়-খণ্ডন (রে) ॥ ধ্রু
বিপুল-পুলক-কুল- আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ-রসে[৫] নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত[৬] ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥

সা. প. (১) ১ ; ক. বি. ২৩৪০ ; ক্ষণদা ১৫।১, ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ৮৮১, সমুদ্র ১৮, কী ১৩৭, তরু ৩
বা

পাঠান্তর—(১) ভক্তিরত্নাকরে সীম নহি স্থলে সীম নহ (২) ক্ষণদায় জগমনমোহন ভঙনি নাই। (৩) ক্ষণদায় রে নাই। (৪) ত্রিভুবনমণ্ডল স্থলে ত্রিভুবন-বন্দন। ক্ষণদাতেও তাই। (৫) নিজ রসে নাচতের পরিবর্ত্তে নিজগুণে নাচত (৬) কত কত স্থলে কত শত। ভকতহিঁ স্থলে ভকত।

টীকা—ততঃ শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃতং সর্ব্বামঙ্গল-ধ্বংসকারকং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রস্য চম্পকশোণ ইত্যাদি গীতং লিখতি। তৎকৃতে গ্রন্থেঽস্য দাক্ষিণাত্যশ্রীরাগো দৃশ্যতে কিন্তু পূর্ব্বাপরং গৌরীরাগেণ গানং শ্রুতমতো গৌরীরাগো লিখিতঃ। তল্লক্ষণং যথা কান্তং মনোজ্ঞকুচযুগ্মনিপীড়িতাঙ্গং কামং নিবেশ্য হরিচন্দনলিপ্তপীঠে। কল্পদ্রুপুষ্পমধুপায়স-পিষ্টকাদ্যৈঃ সংভোজয়ত্যবিরতং মধুমাসি গৌরীতি। অস্যার্থঃ সুগমঃ।

ব্যাখ্যা—রাধামোহন ঠাকুর এই পদকে সকল অমঙ্গলের ধ্বংসকারক বলিয়াছেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের নিজের হাতে লেখা বা অন্য কোন প্রামাণিক পুথি দেখিয়াছিলেন, তাই বলিতেছেন যে উহাতে এই পদটীতে দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ দেখা যায়, কিন্তু পরম্পরাক্রমে তিনি গৌরী রাগ শুনিয়াছেন বলিয়া উহাই লিখিলেন। তিনি সুগম বলিয়া ইহার অর্থ করেন নাই।

গৌরের তনুর লাবণ্য চম্পক, শণের ফুল ও সোনার গিরিকে জয় করিয়াছে (জিতল)। তাঁহার গ্রীবা উন্নত, তাঁহার অনুভবের সীমা পাওয়া যায় না; তাঁহার অঙ্গভঙ্গী জগতের সকলের মনকে মোহিত করে। শচীনন্দন ত্রিভুবনের শোভা বা পাঠান্তরে ত্রিভুবনের সকলের দ্বারা বন্দিত। কলিযুগরূপ কালসর্পের ভয়কে তিনি খণ্ডন করেন। তাঁহার দেহ বিপুল পুলকাবলীতে আকুল, আর তাঁহার অন্তর প্রেমভরে গরগর। তিনি মৃদুমন্দ হাস্য করেন; তাঁহার বাক্য গদগদ; তাঁহার নয়নে

কত মন্দাকিনী ঝরে তিনি নিজের রসে বা নিজের গুণে নাচেন ও নয়ন ঢুলান ; কত শত ভক্ত মিলিত হইয়া তাহার গুণগান করেন। সমস্ত পৃথিবী যে রসে ভাসিয়া অবশ হইল, গোবিন্দদাসের তাহাতে স্পর্শ পর্য্যন্ত ঘটিল না।

৪

তথা রাগ

কুন্দন-কনয়া-কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক[১] পাতি॥
প্রেম-ভরে ঢর-ঢর[২] লোচনে চায়।
কত মন্দাকিনী তহিঁ বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণ-মণি।
করুণায় কো বিহি মিলায়ল আনি॥ধ্রু
জপি[৩] জপায়ে মধুর নিজ নাম
গাই গাওয়ায়ে[৪] আপন গুণ-গাম॥
নাচি নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন বন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করত ভোর।
নিজপর নাহি সভারে করু কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নরনারি।
গোবিন্দদাস তহিঁ যাওঁ বলিহারি॥

সা. প. (১)—২ ; ব ১, ব ৯৯২, ক্ষণদা ২১১, সমুদ্র ৮০, তরু ২১১৪, সং ২০, কী ৩৪।

পাঠান্তর—তরু—(১) পুলক (২) ঝরঝর (৩) জপিয়া জপয়ে জপয়ে—ক. বি. (৪) গাওয়ে গাওয়ায়ে—ক. বি.

টীকা—ততঃ শ্রবণাদিজনিতশ্রীকৃষ্ণ-পূর্ব্বরাগগান-সম্পাদনার্থং শ্রীগৌরচন্দ্রং কুন্দনকনয়াকলেবরকাঁতি ইত্যাদিনা স্মরতি। গুণগাম গুণগ্রামঃ গুণসমূহঃ।

শব্দার্থ—কুন্দন—উজ্জল। কনয়া—সোনার। কাঁতি—কান্তি। বন্ধ বা পরবন্ধ—প্রবন্ধ, অনুষ্ঠান। ভোরি—ভুলিয়া, বিহ্বল হইয়া। ভোর—মত্ত, বিহ্বল। কোর—কোল। গুণগাম—গুণসমূহ।

ব্যাখ্যা—শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গের কান্তি উজ্জল সোনার মতন। সব সময়ে তাঁহার দেহে পুলকাবলী দেখা যায়—অর্থাৎ ভাবে শরীর রোমাঞ্চিত। তিনি প্রেমপূর্ণ নয়নে অবলোকন করেন, তাঁহার চোখ দিয়া কত মন্দাকিনী যেন বহিয়া যায় (শ্রীকৃষ্ণবিরহে অশ্রু পতিত হয়)। কোন্ করুণাময় বিধি এমন গোরা গুণমণিকে আনিয়া মিলাইল? (তিনি প্রকৃত আচার্য্য—তাই নিজে আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষা দেন ; তিনি কৃষ্ণ স্বয়ং, অথচ কৃষ্ণনাম জপেন লোককে শিখাইবার জন্য)। তিনি নিজে নিজের মধুর নাম জপ করিয়া সকলকে জপ করা শেখান, কৃষ্ণের গুণসমূহ স্বয়ং গাহিয়া অপরের দ্বারা গাওয়ান। তিনি নিজে নাচিয়া অন্ধ, জড় ও কালাদেরও নাচান। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। তিনি স্বয়ং বিহ্বল হইয়া জগৎকে মত্ত করেন। তাঁহার আপন পর জ্ঞান নাই, সকলকেই তিনি কোল দেন। সমস্ত নরনারী প্রেমে ভাসিল। গোবিন্দদাস তাঁহার বলিহারি দেয়।

৫

গান্ধার রাগ

জম্বুনদতনু বদন অম্বুজে
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ন অম্বুজে বহই সুরধুনি
কম্বু-কন্ধরে[১] দোল॥
দেখ দেখ গৌর দ্বিজবর-রাজ
সঙ্গে সহচর সুঘড়-শেখর
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥
তরুণ[২] প্রেম ভরে দিন[৩] রজনি নাচত
অরুণ চরণ অথীর।
করুণ[৪] দিঠি জলে এ মহি ভাসল
বরুণ[৫] নিলয় গভীর॥

ভাবে ঢলমল[৬] অঙ্গ ঝলমল
মধুর মধুরিম হাস।
বচন গদগদ চলত আধপদ
গদত[৭] গোবিন্দ দাস॥

বরাহ—১—(১) গী ১৮, তরু ২২১৬, কী ৮৬
ক.বি. ২৪০২ (খ)

পাঠান্তর—(১) কগরে—কী এবং ক. বি. (২) তরল প্রেমে দিন রজনি নাচত—গী (৩) দিন রজনী নাহি জানত—কী (৪) করুণ প্রেমজলে অবনি ভাসল (৫) নিলয় বরুণ—তরু (৬) ভাবে টলমল প্রভৃতি পাঠ গীতচন্দ্রোদয়ের। তরুতে পাঠ :

কবহুঁ নাচত, কবহুঁ গাওত, কবহুঁ গদগদ ভাষ।
অখিল জগ-জনে, প্রেমে পূরল, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

ক. বি. পাঠ :

ভাবে গরগর, নয়ন ঢরঢর, মধুর মধুরিম হাস।

(৭) বদত—কী ও ক. বি.

শব্দার্থ—জম্বুনদ—জাম্বুনদ, স্বর্ণ। অম্বুজ—পদ্ম। কম্বু—শঙ্খ। কন্ধর—গ্রীবা। সুঘড়—সুনিপুণ, উদার। মহি—পৃথিবী। বরুণ-নিলয়—বরুণের নিবাসস্থল অর্থাৎ সমুদ্র।

ব্যাখ্যা—(প্রভুর) দেহ স্বর্ণবর্ণ, তিনি বদনকমলে পুনঃ পুনঃ হরি হরি বলেন; তাঁহার নয়ন-কমল হইতে যেন গঙ্গার ধারা বহিতেছে; শঙ্খের ন্যায় সুদৃশ্য গ্রাবা তুলিতেছে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের যিনি রাজা সেই গৌরচন্দ্রকে দেখ; তিনি উদার শ্রেষ্ঠ সহচরদিগকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপের মধ্যে উদিত হইয়াছেন। নবীন প্রেমের ভরে তিনি দিনরাত্রি নাচিতেছেন, তাঁহার অরুণ চরণ অস্থির হইয়াই আছে। জীবের প্রতি করুণাবশতঃ তাঁহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিয়া গেল, যেন গভীর সমুদ্রে পরিণত হইল। তাঁহার অঙ্গ ঝলমল করিতেছে। দেহ ভাবে টলমল করিতেছে। মুখে তাঁহার মধুর মধুর হাসিটি লাগিয়া আছে। তাঁহার কথা গদগদ। তিনি ধীরে ধীরে অর্দ্ধ পদ যেন চলেন—এই কথা গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

৬

সিন্ধুড়া রাগ দশকোষী তালৌ

গৌরাঙ্গ করুণা-সিন্ধু অবতার
নিজগুণে গাঁথিয়া নাম চিন্তামণি, জগতে পরায়লি হার।
কলি তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি
বদন-চন্দ্র পরকাশ।
লোচন[১]-প্রেম-সুধারস-বরিষণে[২]
জগ[৩]-জন-তাপ-বিনাশ॥
ভকত-কলপতরু অন্তরে অন্তরু
রোপলি[৪] ঠামহি ঠাম।
যছু[৫] পদ-তল অবলম্বনে পন্থিক
পূরল নিজ নিজ কাম॥
ভাব-গজেন্দ্রে চড়ায়ল অকিঞ্চন
ঐছন পহুক বিলাস।
সংসার-কাল-কুট-বিষে দগধল
একলি[৬] গোবিন্দদাস॥

সা. প (১)—৩ ক্ষণদা ১৮. ১.
ব ১ (৪), ক. বি. ২৩৩৭ সমুদ্র ২১, তরু ২২১৫

পাঠান্তর -ক. বি. (১) লোচনে (২) বরিসয়ে (৩) জগজনে (৪) রোপহ (৫) তছু (৬) একলে। একলা—ব।

টীকা—ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগোচিতবর্ণনময়গীতার্থ-স্ফুরণায় সর্ব্বসিদ্ধিকরপরমকারুণিকবর - শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য গোবিন্দকবিরাজকৃতং 'গৌরাঙ্গ করুণা সিন্ধু অবতার' ইত্যাদি গীতমাহ। গীতস্যাস্য সিন্ধুড়ারাগ স্বল্লক্ষণং যথা — উৎফুল্লপঙ্কজগলন্মকরন্দপানমত্তালিঝঙ্কৃতিভরৈরপি দূয়মানা। কান্তং পদান্তমিলিতং কটু ভাষয়ন্তী মানোন্নতা বসতি সিন্ধুতটে সিন্ধোড়া ইতি। স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ করুণাসিন্ধুরবততার প্রাদুর্ভূ'তবান্। করুণাশব্দেন বক্ষ্য-মাণ ক্রিয়য়া চ ক্ষীরাব্ধিরতি তুচ্ছীকৃত ইতি ভাবঃ। তদ্বিবরণং যথা ক্ষীরাব্ধিনা চিন্তামণিরত্নানি সর্ব্বেভ্যো ন-দত্তানি অয়ন্তু নাম চিন্তামণীনাং চিন্তামাত্রাভীষ্টদাতৃণাং হারান্ কৃত্বা দরিদ্রেভ্যোপি দত্তবান্। ততশ্চন্দ্রোহভূৎ

তস্য কেবলরাত্রিবিলাসিত্বং হ্রাসো বৃদ্ধিশ্চাস্তি অস্য বদনচন্দ্রস্য তু তদভাবঃ। তদুদ্ভূতামৃতস্য কেবলমিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ পাতরঃ। অনেন তু প্রেমামৃত বৃষ্টিদানেন যাবজ্জগজ্জনস্যাধ্যাত্মিকাদিতাপবিনাশাদিপূর্ব্বকমমরত্বং কৃতমিতি ভাবঃ। তত্রৈকঃ কল্পদ্রুমোঽভূৎ সোপ্যমরাবতীস্থো লোকাদৃশ্যো যেষাং পুনর্দৃশ্যস্তেষামপি কামনাপেক্ষকঃ। অনেন তু ভক্তকল্পতরবঃ সর্ব্বত্রৈব রোপিতা স্তৎশিষ্যাদিরূপতৎপোত প্রপোতাদিশ্চাদ্যাপি রক্ষিত ইত্যাশ্চর্য্যং। তত্রৈরাবতনামা গজোঽভূৎ সোপ্যতিমহতে স্বরাধিপায় দত্তঃ অনেন তু অকিঞ্চনেভ্যোপি দরিদ্রেভ্যোপি ভাবগজেন্দ্রা ন্যক্কৈরাবতা দত্তাঃ। এবমেবং প্রকারশ্চমৎকারকারকঃ প্রভোর্ব্বিলাসঃ। সংসারকালকূট ইত্যাদি চরণস্যার্থঃ স্পষ্টঃ পক্ষে সরস্বতী স্তৌতি। সংসারএব মহোল্বণস্ত্রিজগন্নাশকঃ কালকূটঃ শ্রীরুদ্রবত্তদ্গীর্ণ কারবঃ কৃষ্ণকণ্ঠবাঃ শ্রীগোবিন্দদাস কবিরাজ ইত্যর্থঃ। করুণাসিন্ধু অবতার ইত্যনেন ময়ি করুণাং কৃত্বা পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকার্য্যং করিষ্যতি সম্প্রতি তৎপ্রকারেণ মম উদ্যমঃ সংপূর্ণো ভবিষ্যতীতি প্রতিপাদিতম্।

শব্দার্থ—পরায়লি—পরাইলেন। ঠামহি ঠাম—স্থানে স্থানে। পন্থিক—পথিক। চড়ায়ল—চড়াইলেন। অকিঞ্চনে—দরিদ্রকে। পহুক—প্রভুর।

ব্যাখ্যা—রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় 'গৌরাঙ্গকরুণাসিন্ধু অবতারের' ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে গৌরাঙ্গ ক্ষীরসমুদ্র অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কেননা ক্ষীরসমুদ্রে যে রত্নাদি উঠিয়াছিল তাহা সকলকে দেওয়া হয় নাই; কিন্তু গৌরাঙ্গকরুণাসিন্ধুতে যে নামচিন্তামণি উঠিয়াছে, তাহা জগতের সকলের গলায় হারস্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের বদনচন্দ্র প্রাকৃতিক চাঁদ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, কেননা ইহাতে হ্রাসবৃদ্ধি নাই—সর্ব্বদাই পূর্ণচন্দ্র। ইনি কেবল ইন্দ্রাদিদেবতাকে অমৃত দেন না, সকলকে প্রেমামৃত দান করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বিনাশ করেন। ইনি সর্ব্বত্র ভক্তরূপ কল্পতরু রোপণ করিয়াছেন, সকলে তাহার ছায়া ও ফলভোগ করিতেছে। সংসাররূপ কালকূটের বিষে তনু দগ্ধ হইল একমাত্র গোবিন্দদাসের। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুর বলেন যে রুদ্রের ন্যায় গোবিন্দ কবিরাজ কালকূট পান করিয়া কৃষ্ণকণ্ঠ হইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইতেছে ইহাই ব্যঙ্গ্যার্থ। সমুদ্রমন্থনে যে ঐরাবত উঠিয়াছিল তাহা ইন্দ্রই অধিকার করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গকরুণাসিন্ধু হইতে যে ভাব-ঐরাবতের উদ্ভব হইল, তাহাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও চড়িতে পাইল। এইরূপ আমাদের প্রভুর বিলাস।

৭

বিভাষ

পুলক-বলিত অতি ললিত হেমতনু
অনুখন নটন-বিভোর।
কত অনুভাব অবধি নাহি পাইয়ে[১]
প্রেম-সিন্ধু নয়নহি[২] লোর॥
জয় জয় ভুবন-মঙ্গল অবতার।
কলিযুগ-বারণ- মদ-নিবারণ
হরিধ্বনি জগতে বিথার॥
নিজরসে ভাসি হাসি খেনে রোয়ই
আকুল[৩] গদগদ বোল।
প্রেমভরে গরগর না চিনে[৪] আপন পর
পতিত জনেরে দেই কোর॥
ইহ রস-সায়রে[৫] মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জান।
গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ই
শ্রীবল্লভ পরমাণ॥

সা. প. (১)—৪; ব১—৫, গী ,২৮৬, তরু ২২৫, কী ২৬৬ ক. বি. ৬৪০২

পাঠান্তর—(১) পাবই—কী (২) নয়ত হিলোল—ক. বি. (৩) গদগদ আকুল বোল—কী (৪) চিহ্নে—ব (৫) ইহ রসে নিমগন—ব এ রস-সাগরে—ক. বি.

শব্দার্থ—অনুখন—সর্ব্বদা। নটন-বিভোর—নৃত্যে

উন্মত্ত। লোর—অশ্রুজল। বারণ—হস্তী। বিথার—বিস্তার। সায়রে—সাগরে। রোয়ই—ক্রন্দন করে।

ব্যাখ্যা—শ্রীগৌরাঙ্গের সুন্দর হেমতনু অতিশয় পুলক-যুক্ত; তিনি সব সময়েই নৃত্যে বিভোর হইয়া আছেন। তাঁহার হৃদয়ে যে কত অনুভাব তাহার সীমা পাই না; নয়নে তাঁহার যেন প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। ভুবনের মঙ্গলকারক সেই অবতারের জয়। তিনি কলিযুগরূপ হস্তীর মদ নিবারণ করিলেন এবং জগতে হরিধ্বনি বিস্তার করিলেন। তিনি নিজের রসেই ভাসেন; কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, আকুল হইয়া গদগদ স্বরে কথা বলেন। তিনি প্রেমভরে গরগর। আপন পর তিনি চিনেন না—পতিতজনকে ধরিয়া আলিঙ্গন দান করেন। এই রসের সমুদ্রে দেবতা ও অসুর সকলে মগ্ন হইল। দিনরাত্রি কোথা দিয়া চলিয়া যায় তাহারা জানে না। ঐ প্রেমসিন্ধুর একটিমাত্র বিন্দুর জন্য গোবিন্দদাস ক্রন্দন করিতেছেন—এই কথার প্রমাণ দিবেন তাঁহার কবি-বন্ধু শ্রীবল্লভ।

৮

তথা রাগ

পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহিক[১] বান্ধে
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি[২] উজোর গৌর তনু
অবনী ঘন গড়ি যায়॥
গোরা পহুঁর[৩] নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ মাধুরী পিরীতি চাতুরী
তিলে[৪] পাসরিতে নারি॥
বরণ আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কারো কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি[৫] দুল্লর্ভ[৬] প্রেম-ধন
দান করল জগ[৭] জনে।
ঐছন সদয় হৃদয় প্রেমময়[৮]
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম-ধনে ধনী করল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস।

সা প. (১)—৫, ব ১ (৬) — ক্ষণদা ১৯।১, তরু ২২১৩, কী ৪৭

পাঠান্তর—(১) নাহি—তরু (২) জনু—ক্ষণদা (৩) গৌরাঙ্গের নিছনি—তরু (৪) তিল আধ—তরু (৫) বিধি—তরু (৬) দুলহ—কী (৭) জনে জনে—কী (৮) রসময়—কী।

শব্দার্থ—থির—স্থৈর্য্য। উজোর—উজ্জ্বল। নিছনি—সংস্কৃত নির্মঞ্ছনীয় দ্রব্য, বাংলায়—বালাই বা অমঙ্গল। বরণ—বর্ণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি। আশ্রম—গৃহস্থ, সন্ন্যাসী আদি। কিঞ্চন—যাহার কিছু আছে। অকিঞ্চন—যাহার কিছু নাই। বিহি—বিধি।

ব্যাখ্যা—প্রভু পতিতজনকে দেখিয়া করুণায় ক্রন্দন করেন; তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে আর স্থৈর্য্য থাকে না; তিনি তাহাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে চাহেন। অতুলনীয় সুবর্ণের চেয়েও উজ্জ্বল যে গৌরচন্দ্রের দেহ তাহা ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি যায়। গৌরাঙ্গের বালাই লইয়া মরি। তাঁহার রূপমাধুর্য্য ও প্রেমচাতুর্য্য এক তিলের জন্যও ভুলিতে পারি না। তাঁহার কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গৃহস্থ সন্ন্যাসী, ধনী দরিদ্রের কোন ভেদ নাই। তিনি কাহারও কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। যে প্রেমনিধি লক্ষ্মী, শিব ও ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তাহা জগতের সকলকে দান করেন। এইরূপ করুণাময় ও রসময় গৌরচন্দ্র প্রকাশিত হইলেন; তিনি পৃথিবীর সকলকে প্রেমধনে ধনী করিলেন—কেবল গোবিন্দদাস বঞ্চিত হইল।

৯

সিন্ধুড়া অথবা বসন্তরাগ

পদতলে ভকত কল্পতরু সঞ্চরু[১]
সিঞ্চিত প্রেম মকরন্দ।

যাকর ছায়[2] সুরাসুর নরবর
পরমানন্দ নিরদন্দ ॥
পেখলুঁ গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম- ধরাধর[3] উয়ল
কীয়ে নবদ্বিপ মাঝ ॥
নয়ন নিরদ জিনি কত মন্দাকিনি
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র রাম[7] দিনমণি
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥
যাকর চরণ সমাধয়ে শঙ্কর
চতুরানন করু আশে[4]।
সো পহুঁ পতিত কোরে ধরি কান্দই[5]
কি কহব গোবিন্দদাসে[6] ॥

সা. প. (১)—৭, ব ১ (৮) ৬৭
ব ১১৪২, ক. বি. ২৩৬২

ব ১১৪২তে পাঠান্তর ঃ—(১) সঞ্চয় (২) ছায়ে (৩) কল্পতরু (৪) আশ (৫) কান্দয়ে (৬) গোবিন্দদাস।

ক. বি. পাঠান্তর—(৭) অভিরাম দিনমণি।

শব্দার্থ—সঞ্চরু—সঞ্চরণ করেন, চলাফেরা করেন। মকরন্দ—ফুলের মধু। ছায়—ছায়ায়। সুরাসুর—দেবতা ও অসুর। নিরদন্দ—নির্দ্বন্দ্ব। ধরাধর—পর্ব্বত। উয়ল—উদিত হইল। নীরদ—মেঘ। সমাধয়ে—সমাধিমগ্ন হইয়া ধ্যান করে।

ব্যাখ্যা—প্রভুর পদতলে ভক্তরূপ কল্পতরুগণ বিচরণ করেন; তিনি সকলকে প্রেমরূপ মধুর দ্বারা সিঞ্চিত করেন। তাঁহার ছায়ায় সুর, অসুর ও মানবগণ পরমানন্দে বিনা কলহে বর্ত্তমান থাকেন। গৌরচন্দ্ররূপ নটরাজকে দেখিলাম। সোনার পাহাড় কি আজ চলমান হইয়া নবদ্বীপের মাঝে উদিত হইল? জলধারা বর্ষণ করে যে মেঘ তাহাকেও জয় করিয়াছে তাঁহার নয়ন—কেননা ঐ নয়ন হইতে কত মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়া ত্রিভুবনকে তরঙ্গ দ্বারা পূর্ণ করিল। নিত্যানন্দরূপ চন্দ্র ও রামরূপ (পাঠান্তরে অভিরাম ঠাকুর, নিত্যানন্দের সঙ্গী) সূর্য্য শ্রীচৈতন্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরেন। যাঁহার চরণ শঙ্কর সমাধিস্থ হইয়া ধ্যান করেন, ব্রহ্মা আশা করেন, তিনি পতিত জনকে কোলে ধরিয়া ক্রন্দন করেন। গোবিন্দদাস কি বলিবেন!

ভক্তকে কল্পতরু বলা হইয়াছে কেননা ভক্তের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-দর্শনে ভক্তের স্থান ভগবানের অপেক্ষা নীচে নহে।

১০

কানড়া

নিরুপম হেম-জ্যোতি জিনি[1] বরণা।
সঙ্গিত-রঙ্গি তরঙ্গিত[2] চরণা ॥
নাচত গৌর গুণমনিয়া।
চৌদিকে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া ॥
শরদ[3] ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
অহনিশি প্রেমে ঝরে ঝরু নয়না[4]
বিপুল-পুলক-পরিপূরিত দেহা।
নিজ-রসে ভাসি না পায়ই থেহা ॥
জগভরি পূরল প্রেম[5]-আনন্দা ॥
মহিমাহো[6] বঞ্চিত দাস গোবিন্দা ॥

সা. প. (১) ৮, ব ১ (৯), স ২২৬, তরু ২০৭৫
ক. বি. ২৪০২ (গুচ)

পাঠান্তর—(১) জিতি—স (২) সঙ্গিত রঙ্গিত বাজত চরণা—স, সঙ্গিত রঙ্গিত বন্দিত চরণা—ক. বি. (৩) শরদ-চন্দ নিন্দি—স (৪) বয়না—স (৫) এহেন আনন্দা—স; (৬) মহিমা বঞ্চিত—তরু ও ক. বি.।

টীকা—সঙ্গিত রঙ্গি সঙ্গীতরঙ্গযুক্তঃ অতএব তরঙ্গিতঃ চরণঃ যদ্বা সঙ্গিতরঙ্গতরঙ্গিতচরণা ইতি পাঠঃ ॥

শব্দার্থ—বরণা—বর্ণবিশিষ্ট। সঙ্গিতরঙ্গি—সঙ্গীতের যিনি রস গ্রহণ করেন এবং সেই রসের আস্বাদনের ফলে তরঙ্গিত-চরণা—যাঁহার চরণ তাল রাখিয়া উঠানামা করে। পাঠান্তরে—সঙ্গিতরঙ্গতরঙ্গিতচরণা—সঙ্গীতের রঙ্গে যাঁহার চরণ তরঙ্গিত। বয়না—বদনা। থেহা—স্থৈর্য্য। পদকল্প-

তরুর পাঠে মহিমা বঞ্চিত—গোবিন্দদাস প্রভুর মহিমা হইতে বঞ্চিত ; কিন্তু উৎকৃষ্টতর পাঠ বরাহনগরের গ্রন্থ-মন্দির ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে পাওয়া যায়—উহা হইতেছে মহিমহো অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে বঞ্চিত।

১১

শ্রীরাগ

নীরদ-নয়ন নীর ঘন সিঞ্চনে[১]
পুলক-মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকসিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ[২] নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনি-তীরে[৩] উজোর ॥
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর[৪] ॥
অবিরত প্রেম রতনফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

সা. প. (১)—১০, ব ১ (১০), গী ১৮, স ১০, কী ২৬৩,
ক. বি. ৫৫৪, ২৪০২ (সি) তরু ৬৭

পাঠান্তর—(১) নীরঘন সঞ্চরু—গী (২) 'কি' নাই—গী (৩) তরী—স (৪) আগোর—স।

শব্দার্থ—নীরদ—জলবর্ষী মেঘ। ঘন—গাঢ়। মরন্দ—মকরন্দ, মধু। অগোর—আগলাইয়া থাকা, রক্ষা করা।

ব্যাখ্যা—নীরদরূপ নয়ন হইতে গাঢ় অশ্রুধারা পতিত হইতেছে ; সেই বারিপাতের ফলে দেহরূপ কল্পতরুতে পুলকরূপ মুকুল জন্মিয়াছে। তাঁহার ঘর্মরূপ মধু যেন বিন্দু বিন্দু পতিত হইতেছে। তাঁহার ভাবরূপ কদম্ব যেন ফুটিয়াছে অথবা (কদম্বের সমূহ অর্থে) তাঁহার ভাবসমূহ বিকশিত হইয়াছে। ঈশ্বর গৌরকিশোরকে দেখিলাম, যেন অভিনব এক হেমকল্পতরু গঙ্গার তীর উজ্জ্বল করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার চরণরূপ কমলের তলায় ভক্তরূপ ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করেন ও মত্ত হইয়া থাকেন। অবিরত প্রেমরতনফল বিতরণ করায় সকলের মনোরথ পূর্ণ হইল। তাঁহার চরণে বঞ্চিত দীনহীন গোবিন্দদাস দূরে রহিল।

১২

কেদার

প্রেমভরে ঢরঢর[১] কনয়া কলেবর
নটন রসে ভেল ভোর।
ই দিন যামিনী আবেশে অবশ
প্রিয় গদাধর কোর ॥
গোরা পহুঁ[২] করুণাময় অবতার।
যো গুণ কীর্ত্তনে পতিত দূরগত
সভাই পাওল নিস্তার ॥
হরি হরি বলি ভুজযুগ তুলি
পুলকে দ্বিগুণ তনু।
অরুণ দিঠি জলে অবনি ভাসল
সুমেরু[৩] সিঞ্চিত জনু ॥
ঈষৎ হাসনি মধুর ভাসনি
পাষাণ মিলাই[৪] যায়।
অখিল জগজন প্রেমে পূরল
দাস গোবিন্দ গায় ॥

সা. প. (১) ৬ ; ব ১-৭ কী ১৭৯
ক. বি. ২৩৪১

কীর্ত্তনানন্দে পাঠান্তর—(১) প্রেমে ঢরঢর (২) গোরা করুণাময় অবতার (৩) সুরনদী ধারা বহে জনু (৪) মিলায়ে

লহরী ৯৯ ভনিতা —

সো প্রেমসিন্ধু বিন্দু নাহি পাওল
পামরি গোবিন্দ দাস।

শব্দার্থ—কনয়া—সোনার। দুরগত—দুর্গত। সুমেরু সিঞ্চিত জনু—প্রভুর নয়নজলে শুধু অবনীই ভাসে নাই, যেন সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত সিঞ্চিত হইয়াছে। পাঠান্তরে—সুর নদী ধারা বহে জনু—তাঁহার অরুণ নয়নের জলে অবনী ভাসিল, যেন গঙ্গার ধারা নয়নে বহিল। সুমেরু পাঠই অধিকতর কবিত্বময় মনে হয়। মধুর ভাসনি—তাঁহার মধুর আলাপে পাষাণহৃদয় ব্যক্তিও বিগলিত হয়।

১৩

গান্ধার

ভাবে ভরল হেম তনু অনুপাম রে[১]
অহনিশি নিজরসে ভোর।
নয়নযুগল প্রেম জলে ঝর ঝররে[২]
ভুজ তুলি হরি হরি বোল॥
নাচত গৌর কিশোর মোর পহু রে
অভিনব নবদ্বীপ-চাঁদ॥
ভাবভরে[৩] হেলন ভাবভরে দোলন
প্রতি অঙ্গে মনমথ ফাঁদ॥
জিতল নীপফুল পুলক-মুকুল রে
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গরগর চলই খলই রে
গোবিন্দ দাস বলিহারি॥

সা. প. (১)—১১, ক. বি. ২৪০২, ব ১-১১ ক্ষ ১০।১, স ৪২৯, তরু ২০৯৮

পাঠান্তর—(১) ভাবে ভরল তনু অনুপম হেম রে—ক্ষ (২) ঢরঢর—ক্ষ (৩) 'ভাবভরে হেলন' প্রভৃতি পদকল্পতরুতে ও পদামৃতসমুদ্রে নাই, অথচ উহা না দিলে 'নবদ্বীপ চাঁদের' মিল হয় না। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে উহা আছে।

শব্দার্থ—অনুপম—অতুলনীয়। মনমথ ফাঁদ—প্রতি-অঙ্গ এতই সুন্দর যে মনে হয় যেন কামদেব ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন রমণীমনকে ধরিবার জন্য। জিতল—জয় করিল। নীপফুল—কদম্বফুল অঙ্গে রোমাবলী পুলকে উঁচু হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যেন কদম্বফুল ফুটিয়াছে। খলই—স্খলিত হন অর্থাৎ চলিতে যাইয়া পড়িয়া যান।

১৪

সুরট সারঙ্গ

সুরধুনি-তীর তীর মাহ বিলসই
সম-বয়[২] বালক সঙ্গ।
করতল-তাল- বলিত[৩] হরি হরি ধনি
নাচত নটবর-ভঙ্গ॥
জয় শচি-নন্দন ত্রিভুবন-বন্দন[৪]
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ অন্তরঞ্জন[৫] ভয়-ভয়-ভঞ্জন
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক-গৌর প্রেম-ভরে কম্পই
কম্পই[৬] সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ পুলককুল[৭] আকুল
কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাঙনি চতুর শিরোমণি
বিদগধ-জীবনজীব।
গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত
অবহু শ্রবণে নাহি পীব।

সা. প. (১)—১২, ব ১-১২, স ৪৫৫, তরু ১৩২১ ক. বি. ২৪০২ (বি)

পাঠান্তর—(১) বিহরই—ব ১ (২) রসময়—ক. বি. (৩) বোলত—ক. বি. (৪) ভবন আনন্দময়—ক. বি. (৫) জগজনরঞ্জন—ক. বি. (৬) ঝম্পই—স (৭) কনয়াকুল।

শব্দার্থ—তীরমাহা—তীরের মধ্যে। বিলসই—বিলাস করেন। সমবয়—সমান বয়স যাহাদের। জগ অন্তরঞ্জন

বা জগজনরঞ্জন—পৃথিবীর লোকদিগকে যিনি ... করেন। ভব ভয় ভঞ্জন—জন্মের বা পৃথিবীর ভয়কে যিনি বিনষ্ট করেন। সহচর কোর—সহচরের কোলে। কঞ্জ—পদ্ম। বিদগধ-জীবনজীব—বিদগ্ধজনের অর্থাৎ রসিক ও পণ্ডিত লোকের জীবনের জীবন। শ্রবণে—কর্ণে। পীবে—পান করে।

ব্যাখ্যা—প্রতি অঙ্গেই রোমাঞ্চ পুলক দেখা দিয়াছে; তাহাতে তিনি আকুল হইয়াছেন। কমল নয়ন হইতে অনবরত অশ্রুধারা বহিতেছে। হে সখি, হে সখি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভ্রূভঙ্গ বিষয়ে চতুর শিরোমণি, তিনি রসিকজনের জীবনের জীবন। গোবিন্দদাস এইরূপ রসে বঞ্চিত হইলেন—তিনি কর্ণের দ্বারা এই রসরূপ অমৃত পান করিলেন না।

১৫

তথা রাগ

চীত চোর[১] গৌর-অঙ্গ
রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ
মদনমোহন-ছন্দুয়া[২]।
হেম-বরণ-হরণ দেহ
পুরল তরুণ করুণ মেহ
তপত-জগত-বন্ধুয়া॥
ভাবে অবশ[৩] দিবস রাতি
নীপ-কুসুম পুলক-পাঁতি
বদন শরদ ইন্দুয়া।
সঘনে রোদন সঘনে হাস
আনহি বরণ বিরস ভাষ
নিবিড়[৪] প্রেম-সিন্ধুয়া॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল
অরুণ চরণে মঞ্জির রোল
চলত মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে ভাস[৫]
আশ করত গোবিন্দদাস
প্রেম-সিন্ধু-বিন্দুয়া॥

সা. প (১) ১৩, ক. বি. ২৪০২ (এল), ব ১-১৩; ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ৮৮৯, তরু ২১১২

ভক্তিরত্নাকরে পাঠান্তর:—(১) চিত্ত চোর (২) ছান্দুয়া (৩) বিবশ (৪) নয়নে সলিল সিন্ধুয়া (৫) আনন্দে ভাস।

শব্দার্থ—চীতচোর বা চিত্তচোর—মন চুরি করিয়াছেন যিনি। ছন্দুয়া বা ছান্দুয়া—শোভা। হেমবরণ হরণ দেহ—যাহার গায়ের রং দেখিয়া মনে হয় সোনার বর্ণকে যেন চুরি করিয়া আনিয়াছে। করুণ মেহ—করুণাময় মেঘ। তপত-জগত-বন্ধুয়া—তাপতপ্ত জগতের বন্ধু। নীপ কুসুম পুলকপাঁতি—কদম্বপুষ্প তুল্য পুলকাবলী; শরদ ইন্দুয়া—শরতের চন্দ্র। আনহি বরণ—অন্যবর্ণ হইয়া যান। মঞ্জীর—নূপুর। রোল—শব্দ।

ব্যাখ্যা—গৌরাঙ্গ আমাদের মনকে হরণ করিয়াছেন, তাঁহার শোভা বা সৌন্দর্য্য মদনকেও মোহিত করে; তিনি আনন্দে ভক্তগণ সঙ্গে ভ্রমণ করেন। তাঁহার দেহের রং সোনার মতন। অভিনব করুণাময় মেঘস্বরূপ তিনি—যেন তাপদগ্ধ জগতের বন্ধুস্বরূপ। তিনি ভাবে দিবারাত্র ভোর থাকেন, তাঁহার দেহে কদম্বপুষ্প স্বরূপ পুলকাবলী। শরৎকালীন চন্দ্রের মতন তাঁহার বদন; তিনি সশব্দে রোদন করেন, সশব্দে হাস্য করেন। ভাবে তাঁহার দেহ বিবর্ণ হইয়া যায়; তাঁহার আলাপ দুঃখময় হয়; তিনি যেন নিবিড় প্রেমসমুদ্র। তাঁহার মধুরবাণী অমৃতের চেয়েও মিষ্ট; তাঁহার অরুণ (রক্তাভ) চরণে নূপুর বাজে; তিনি ধীরে ধীরে চলেন। তাঁহার কৃপায় সমগ্র জগৎ প্রেমে ভাসিল। গোবিন্দদাস সেই প্রেমসিন্ধুর একটি বিন্দুমাত্র আশা করে।

১৬

সুহই

সহজই কাঞ্চন গোরা
মদন-মনোহর বয়সে কিশোরা।[১]

তাহে ধরু নটবর-বেশ
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাবের আবেশ[২] ॥
নাচত নবদ্বিপ-চন্দ।
জগ-মন নিমগন[৩] প্রেম-আনন্দ ॥
বিপুল পুলক অবলম্বে।
বিকশিত ভেল তহিঁ ভাব-কদম্বে[৪] ॥
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
খেনে হাসে খেনে কান্দে ভকতহি কোর[৫] ॥
রস-ভরে গদগদ বোল
চরণ-পরশে মহি[৬] আনন্দ-হিলোল ॥
পূরল জগ-জন আশ
বঞ্চিত ভেল তহিঁ গোবিন্দদাস[৭] ॥

সা. প. (১)—১৪, ব ১-১৪, ক বি. ২৪০২ (এম) ক্ষ ৭।১, গী ২৫, স ৪৩০, তরু ২০৮৪, কী ৭২

পাঠান্তর—(১) বয়স কিশোরা—ক্ষ, গী, ব ১; (২) রসের আবেশ—ক্ষ, গী (৩) জগজন নিমগন—ক্ষ (৪) বিকশিত কিয়ে নব ভাবকদম্ব—গী (৫) ভাবে বিভোর—ক্ষ (৬) ক্ষিতি (৭) বঞ্চিত ও রসে গোবিন্দদাস।

শব্দার্থ—নিমগন—নিমগ্ন। তহিঁ—তাহাতে, ভাব-কদম্বে—ভাবরূপ কদম্ব পুষ্প, তাঁহার দেহে কদম্বের মতন পুলকাবলী দেখা যায়। লোর—অশ্রুজল। কোর—কোলে। মহি—পৃথিবী। আনন্দ হিলোল—আনন্দের তরঙ্গ। পূরল জগজন আশ—পৃথিবীর সকল লোকের আশা পূর্ণ হইল।

১৭

তুড়ী

দেখত বেকত গৌর-চন্দ[১]
বেঢ়ল ভকত-নখত-বৃন্দ
অখিল-ভুবন উজর কারি
কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।
অগতি-পতিত-কুমদ-বন্ধু
হেরি[২] উছল[৩] রসক সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির-হারি
উদিত[৪] দিনহিঁ রাতিয়া ॥
সহজে[৫] সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বান্ধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খলত
মত্ত-করিবর-ভাতিয়া।
নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হাসত ধরনি খসত
শোহত পুলক-পাঁতিয়া ॥
অসিম[৬]-মহিমা-কো কহু ওর
নিজপর ধরি[৭] করই কোর
প্রেম-অমিয়া হরখি ধরখি
তরখিত মহি মাতিয়া ॥
যো রসে উত্তম অধম ভাস
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস
কো জানে কি খেনে কোন গঢ়ল
কাঠ-কঠিন ছাতিয়া।

সা. প (১)—১৫, সা. প. ১৯৩, ব ১-১৫, ক. বি. ২৪০২ (জ) ভক্তিরত্নাকর পৃ. ৮৮৯, স ৪৫৬, তরু ১০৬৩

পাঠান্তর—(১) গৌরাঙ্গ—স। নিশ্চয়ই ভুল পাঠ, কেন না ছন্দপতন হয়। (২) হেরত—স (৩) উজ্জল—ভ (৪) উদয়—স (৫) সহজ—স (৬) মহিম—ভ, কী (৭) নিজপদ দেই—কী

শব্দার্থ—বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত। নখতবৃন্দ—নক্ষত্রবৃন্দ। উজরকারি—উজ্জলকারী। কুন্দকনক কাঁতিয়া—কুন্দ ও স্বর্ণের কান্তি বিশিষ্ট। কুমদবন্ধু—যাহার মদ বা গর্ব্ব কু, অথবা পাঠান্তরে কুমুদবন্ধু—অগতি-পতিত-রূপ কুমুদের বন্ধু যে চন্দ্র। 'কুমুদ' পাঠ ভক্তিরত্নাকরে আছে, কিন্তু কুমদই ভাল পাঠ মনে হয়। থেহ—স্থৈর্য্য। খলত—স্খলিত হন অর্থাৎ পড়িয়া যান। ঘটন—ঘটনা। রোয়ত—ক্রন্দন করেন। ধরনি খসত—মাটিতে পড়িয়া যান। শোহত—শোভা পায়। পুলক পাঁতিয়া—পুলক-পংক্তি। অসিম—সীমা নাই যার, পাঠান্তরে মহিম—মহৎ।

ওর—সীমা। হরখি বরখি—হর্ষের সহিত বর্ষণ করেন। তরখিত—ত্রাস বা ভয়যুক্ত।

ব্যাখ্যা—দেখ গৌরাঙ্গরূপ চন্দ্রের উদয় হইল, ভক্তরূপ নক্ষত্রবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল, তাই সমস্ত পৃথিবী তাঁহার কুন্দ ও কনকতুল্য কান্তিতে উজ্জল হইল। যাহার গতি নাই এমন পতিত ও কুমদযুক্ত ব্যক্তিদের তিনি বন্ধু। তাঁহাকে দেখিলে রসের সমুদ্র যেন উছলিয়া উঠে। তিনি হৃদয়গহ্বরের অন্ধকার হরণ করেন। প্রাকৃতিক চন্দ্র কেবল রাত্রিকালে উদিত হয়; কিন্তু তিনি দিন ও রাত্রিতে সমানভাবে উদিত থাকেন। সহজেই তাঁহার সুন্দর ও মধুর দেহ। তাহাতে আবার আনন্দের আতিশয্যে স্থৈর্য্য নাই; তাই মত্তগজের ন্যায় তিনি ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলেন; চলিতে চলিতে তাঁর পদ স্খলিত হয়। তিনি নৃত্যে উন্মত্ত; (সর্ব্বদা) মুকুন্দ, মাধব, গোবিন্দ বলিতেছেন; কখনও হাসিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখনও ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছেন; তাঁহার অঙ্গে পুলকাবলী শোভা পাইতেছে। তাঁহার মহৎ মহিমার সীমা কোথায়? নিজ ও পর ভেদাভেদ জ্ঞান না রাখিয়া তিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন। (তাঁহার নর্ত্তনে) ভয় পাইয়া (শেষে) পৃথিবী মাতিয়া উঠেন। উত্তম ও অধম সকলে এ রসে ভাসিল। একলা গোবিন্দদাস ইহাতে বঞ্চিত হইল; না জানি তাহার কাঠের মতন কঠিনহৃদয় কে গড়িল?

১৮

ভৈরবী

আজু শচিনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দ-কন্দ নয়ন ভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি বহু রঙ্গে
গাও উনমত ভকতহিঁ সঙ্গে॥
হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন-দেহা।
রাখিয়ে সবহুঁ নয়ন[১] ঘন মেহা
পুন পুন নিরখিতে গোরা মুখ ইন্দু
উছলল প্রেম-সুধারস-সিন্ধু॥
জগভরি পূরল প্রেম-তরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস সো[২] পরসঙ্গে॥

সা. প. (১)—১৬. ব ১·১৬, তরু ১৫৬৯
ক. বি. ২৩৫৭

পাঠান্তর—(১) নয়নে—ক. বি. (২) পদকল্পতরুতে 'সো' নাই।

শব্দার্থ—আনন্দকন্দ—আনন্দের আকর। কাঞ্চনদেহা—সোনার মত রং যে দেহের। বরিখয়ে—বর্ষণ করে। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে।

ব্যাখ্যা—আজ শচীনন্দন গৌরাঙ্গের নূতন অভিষেক। সেই আনন্দের আকরস্বরূপকে নয়ন ভরিয়া দেখ। নিত্যানন্দ অদ্বৈত বহু রঙ্গে মিলিত হইয়া প্রেমে উন্মত্ত ভক্তগণ সঙ্গে গান করিতেছেন। তাঁহার অতুলনীয় কাঞ্চনতুল্য দেহ দেখিয়া সকলেরই নয়নরূপ ঘন মেঘ হইতে বারি বর্ষিত হইতেছে। গৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র বারংবার দেখিতে দেখিতে প্রেমরূপ সুধার সমুদ্র উছলিয়া উঠিল। (চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উছলিয়া উঠে)। পৃথিবী ভরিয়া প্রেম-তরঙ্গ ব্যাপ্ত হইল। কেবল সেই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস বঞ্চিত হইল।

১৯

ধনেশী

সুরধুনি-বারি ঝারি ভরি ঢারই
পুন ভরি পুন ভরি ঢারি।
কো জানে কাহে লাগি অভি সিঞ্চই
লীলা বুঝই না পারি॥
হেরইতে মঝু মনে লাগি রহু
সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত পহু॥
নব নব তুলসী
তাহি দেই হাসি হাসি

কবহুঁ গৌর পিত   শ্যামর লোহিত
  কবহুঁ মুরতি পরকাশি ॥
ডাহিনে রহু পুরু-   ষোত্তম পণ্ডিত
  কামদেব রহুঁ বাম।
অপরূপ চরিত   হেরি সব চমকিত
  গোবিন্দদাস গুণধাম ॥

সা. প. (১) ২০, ব ২০, ক. বি.   তরু ১৫৭৯
পৃঃ ॥১/০

পদকল্পতরুতে এই পদটি নিত্যানন্দ-অভিষেকের পর 'পূর্ব্বাভিষেক' এই পর্য্যায়ে ধৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে 'অদ্বৈতের অভিষেক' পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় এটি অদ্বৈত কর্তৃক গৌরাঙ্গের অভিষেকের পদ। কিন্তু কামদেব ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত উভয়েই অদ্বৈত শাখার ভক্ত হওয়ায় এটিকে অদ্বৈতের অভিষেকের পদ বলিয়াই ধরা সমীচীন হইবে। কামদেবের পুরা নাম কামদেব চৈতন্যদাস। অদ্বৈতশাখার পুরুষোত্তম পণ্ডিত সম্বন্ধে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দো বিলাসী সুজান।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান ॥

২০

বসন্ত

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ-ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা।
দেব-কুমারি নারিগণ সঙ্গে[১]।
পুলক-কদম্ব-করম্বিত-অঙ্গে[২] ॥
ফাগুয়া খেলত গৌরতনু।
প্রেমক সুধা-সিন্ধু মুরতি জনু ॥
ফাগু-অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়নে বহে অরুণহি নীর ॥
কণ্ঠহি দোলত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকতসব গাওয়ে[৩] রসাল
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ন ঢুলাওত প্রেম-তরঙ্গ ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস ॥

ন ১-১৭, ক. বি. ১৩৪৬   স ৪৩১, তরু ১৪৬৩

পাঠান্তর—(১) সঙ্গ—স (২) অঙ্গ—স (৩) গায়—ক. বি.।

শব্দার্থ—কনকাচল—সোনার পাহাড় সদৃশ। গোবিন্দ-ফাগুরঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণের ফাগুখেলারঙ্গে। পুলক-কদম্ব—পুলকসমূহ দেহে শোভা পাইতেছে। করম্বিত—সম্মিলিত। চীর—বস্ত্র। নীর—জল। দোলত—দুলিতেছে। মাল—মাল্য। রসাল—সুমধুর। বিথারল—বিস্তৃত করিলেন, প্রকাশ করিলেন। লহু লহু—লঘু লঘু। সমুঝল—বুঝিল।

ব্যাখ্যা—ফাগুখেলায় সব লালে লাল হইয়া গিয়াছে; প্রভুর দেহ, বসন, নয়ন, এমন কি নয়নের নীর, গলার মালা, সব লাল হইয়াছে।

২১

সুহই

অপরূপ হেম-মণি ভাস।
অখিল ভুবনে[১] পরকাশ ॥
চৌদিগে পারিষদ তারা
দূরে করু কলি-আন্ধিয়ারা ॥
অভিনব গোরা দ্বিজ-রাজ।
উয়ল নবদ্বিপ মাঝ ॥
পুলকিত স্থির-চর-জাতি।
প্রেম-অমিয়া রসে মাতি ॥
কেহো বিধুমণি সম কান্দে।
কেহো হাসে কুমুদিনি ছান্দে ॥
কেহো[২] কেহো ভকত চকোর
নারি পুরুখ নাহি ওর ॥

গোবিন্দ দাস হীন[৩] চকোর।
রুচি-লব লাগি বিভোর॥

সা. প. (১)—৯, ক. বি ২৩৫৯ ক্ষ ৮১১, স ৪২৯, তরু ২০৭৬

পাঠান্তর—(১) ভুবন—ক্ষ (২) কেহো কেহো প্রভৃতি ক্ষণদাতে নাই (৩) তরুতে 'হীন' শব্দ নাই।

শব্দার্থ—হেম-মণি ভাস—হেমমণির তুল্য দীপ্তিশালী, অপূর্ব্ব। পারিষদ তারা—এই অপূর্ব্ব চন্দ্রের চারিদিকে তাঁহার ভক্ত-বৃন্দরূপ তারা। স্থির-চর-জাতি—স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি। বিধুমণি সম কান্দে—চাঁদ কুমুদে প্রেম, কোন ভক্ত চাঁদের ভূমিকা লইয়া কাঁদিতেছে, আবার কেহ কুমুদিনীর তুল্য কাঁদিতেছে। নারি পুরুখ নাহি ওর—নারী ও পুরুষের সীমা নাই। রুচি-লব লাগি—কান্তির একটু কণার জন্য।

২২

কামোদ

সবহুঁ গায়ত সবহুঁ নাচত
সবহুঁ আনন্দে বাধিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে
বেকত গৌরাঙ্গ-কাঁতিয়া॥
মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাওত
চলত কত কত ভাতিয়া।
বদন গদগদ মধুর হাসত
খসত মোতিম পাঁতিয়া।
পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হরি
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া॥
অরুণ লোচনে বরুণ ঝরতহিঁ
এ তিন ভুবন ভাসিয়া।
এ সুখ সায়রে লুবধ জগ-জন[১]
মুগধ ইহ দিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখন
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥

ক. বি. ৮৪৬ তরু ২০৮০

পাঠান্তর—ক বি.—(১) জনে

শব্দার্থ—আনন্দে বাধিয়া—আনন্দে বর্দ্ধিত হইয়াছেন অথবা আনন্দে অভিনন্দন জানাইতেছেন। গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া—গৌরাঙ্গের কান্তিসমূহ। বাওত—বাজিতেছে। ভাতিয়া—শোভা করিয়া। খসত মোতিম পাঁতিয়া—গৌরাঙ্গের মধুর হাসিতে যেন মুক্তাপংক্তি ঝরিয়া পড়িতেছে। বরুণ ঝরতহিঁ—জল ঝরিতেছে। রোয়ত—ক্রন্দন করে।

২৩

বিহাগড়া

লাখবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া
মিলিয়া বিজুরি-সমূহে[১]।
বিহি অতি বিদগধ অমিয়ার সাচে ভরি
নিরমিল গৌর-সুদেহে।
সজনী[২] ইহ অপরূপ গোরা রাজে।
রসময়-জলধি মাঝে নিতি মাজল
সাজল লাবণি সাজে॥
কোটি কোটি কিয়ে শরদ-সুধাকর
নিরমঞ্ছল মুখ-চাঁদে।
জগমন মথন সঘন রতি-নায়ক
নাগরী[৩] হেরি হেরি কান্দে॥
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ মণি-দরপণ
দীপ-দিপতি জিনি[৪] শোভা
অতয়ে সে নিতি নিতি গোবিন্দ দাস মনে
লাগল লোচন লোভা॥

গী ৪, তরু ২১৩৩

পাঠান্তর—(১) তাতে মিলি বিজুরি সমূহে—গী (২) সজনি অপরূপ গৌরাঙ্গ রাজে (৩) নাগর—তরু (৪) করু—তরু।

মন্তব্য—পদটিতে কষ্ট করিয়া শব্দযোজনার প্রয়াস দেখা যায়। এটি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পদও হইতে পারে।

নাগরীদের ক্রন্দনও এই অনুমান সমর্থন করে। কিন্তু স্পষ্টতঃ নাগরীভাব ইহাতে নাই।

শব্দার্থ—লাখবাণ—লাখবার যে সোনা শোধন করা হইয়াছে। অমিয়া সাচে ভরি—গৌরাঙ্গকে সৃষ্টি করিবার জন্য যে ছাঁচ ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা অমৃত দিয়া তৈয়ারি। অতয়ে—অতএব।

২৪

তথা রাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
কলি-মদ[১]-মথন নিত্যানন্দ রাম ॥
অপরূপ[২] হেম-কলপ-তরু জোর।
প্রেম-রতন ফল ধয়ল[৩] উজোর।
অযাচিত বিতরই কাহে[৪] না উপেখি।
ঐছন সদয়-হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে[৫] বধির জড় অন্ধ।
কান্দিতে অখিল ভুবন-জন কান্দ ॥
তেঞি অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ ॥
তাহে যে না দেখি কোন জনেত প্রকাশ[৬]।
মলিন মুকুরে নহে বিম্ব[৭] বিকাশ ॥
গোবিন্দ দাস কহে তাহা[৮] কি বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার ॥

সা. প. (১)—১৯, ক. বি. ২৩৬১ তরু ২৩৭৫, সং ২১, কী ১৮

পাঠান্তর—(১) মল—সং (২) অরূপ—তরু (৩) ধরল সং (৪) কাহু—কী (৫) নাচি নাচায়ে—কী (৬) ইহ রসে যাকর নাহি বিশুয়াস—কী (৭) বিম্বু—তরু (৮) আর—কী।

শব্দার্থ—কলিমদমথন—কলিকালের গর্ব্ব খর্ব্বকারী। কলপতরু জোর—যুগল কল্পবৃক্ষ। উজোর—উজ্জ্বল।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও কলির গর্ব্ব খর্ব্বকারী নিত্যানন্দরূপ বলরামের জয়। ইঁহারা দুই জন যেন দুইটি অপূর্ব্ব স্বর্ণনির্ম্মিত কল্পবৃক্ষ। এই বৃক্ষদ্বয়ে উজ্জ্বল প্রেমরত্নরূপ ফল ধরিয়াছে। সেই ফল না চাহিলেও সকলকে ইঁহারা বিতরণ করেন—কাহাকেও বাদ দেন না—ইহাই তাঁহাদের অপূর্ব্বত্ব। স্বর্গের কল্পতরু যাচকেরই মাত্র বাসনা পূর্ণ করে—কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দ-রূপ কল্পবৃক্ষ না চাহিতেই প্রেমরত্নরূপে ফল প্রদান করে। ইঁহাদের মত সদয়হৃদয় ব্যক্তি আর কোথাও দেখা যায় না। ইঁহারা নাচিলে জড়, কালা, অন্ধ সকলেই নাচে; আর ইঁহারা কাঁদিলে সমগ্র ভুবন কাঁদে। তাই অনুমান হয় ইঁহারা দুইজন পরমেশ্বর। প্রতি দর্পণে সূর্য্যের প্রতিফলনের মত সমস্ত মানবের হৃদয়মুকুরে তাঁহাদের ভাব প্রতিফলিত হয়। তবে যে কোথাও কোথাও প্রতিফলিত হয় না দেখা যায়, তাহার কারণ তাহাদের চিত্তরূপ দর্পণ মলিন। মলিন দর্পণে কিছু প্রতিবিম্বিত হয় না। গোবিন্দ-দাস বলেন ইহার আর বিচার করিয়া কি হইবে; সেই প্রাণী যাহার হৃদয়ে গৌর-নিতাইয়ের ভাব প্রতিফলিত হইল না কোটি কল্পেও তাহার নিস্তার নাই।

২৫

তথা রাগ

তপত-কাঞ্চন কান্তি কলেবর
উন্নত ভাঙ্গর[১] ভঙ্গী
করিবর-কর জিনি বাহুর সুবলনি
বিহি সে গঢ়ল[২] বহু রঙ্গী
গোরারূপ জগ-মনহারী।
আপন বৈদগধি বিধাতা প্রকাশিত
বধিতে কুলবতি নারী ॥
আপদ[৩]-মস্তক পূর্ণ পুলকিত[৪]
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি আপহিঁ[৫] রোয়ত
হেরি কান্দয়ে পশুপাখী ॥

চান্দ চন্দ্রিকা কুমুদ মল্লিকা
জিনিয়া[৬] মধুর মৃদু হাস।
মধুর বচনে অমিয়া সিঞ্চনে[৭]
নিছনি গোবিন্দদাস।

তরু ৭৮৮ ; সং ৩২৫

সংকীর্ত্তনামৃতে পাঠান্তর—(১) ভাতঁর (২) বিহি গঢ়ল (৩) আপাদ (৪) পুলকে পূর্ণিত (৫) আপনি (৬) জিনিঞা (৭) সিচনে।

ব্যাখ্যা—প্রভুর অঙ্গের কান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতন; তাহার ভ্রূর ভঙ্গী উন্নত; বাহুর লাবণ্য হস্তীর শুণ্ডকে পরাজিত করে। বিধাতা অত্যন্ত রসিক তাই এমন রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের রসবৈদগ্ধ্য বিধাতা তো প্রকাশ করিলেন, কিন্তু এদিকে যে কুলবতী নারী প্রভুর রূপ দেখিয়া প্রাণ হারায়! তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত, চোখ দুইটি প্রেমে ছল ছল। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কেহ কৃষ্ণের লীলা গান করিলে তনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারেন না। তাহা দেখিয়া মনুষ্য দূরে থাকুক, পশুপক্ষীও ক্রন্দন করে। তাঁহার মৃদুমধুর হাস্যের শোভা চাঁদ, চন্দ্রমল্লিকা, কুমুদ ও মল্লিকা পুষ্পের কান্তিকে পরাজিত করে। তাঁহার মধুর বচনে যে অমৃত সিঞ্চিত হয় তাহার বালাই লইয়া গোবিন্দদাস যেন মরে।

শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম-আনন্দে পরিপূরিত নয়না॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বান্ধে পড়ত পহু ঢলিয়া॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাও মুঞি সঙ্গের অনুষঙ্গিয়া॥

তরু ২১৪০

ব্যাখ্যা—প্রভুর দেহের রং লাখবার বিশোধিত হইয়াছে এমন সোনার মতন। তাঁহার দেহের গঠন সুমেরু পাহাড়কেও পরাজিত করিয়াছে এমন সুন্দর। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে—তিনি কিছুতেই স্থৈর্য্য রাখিতে পারিতেছেন না। তাঁহার কটাক্ষে ভুবন মোহিত হয়। দেখ আজানুলম্বিতবাহু সুন্দর শচীনন্দনকে দেখ। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় তাঁহার গতি। কি সুন্দর মালতীর মালা তাহার গলায় দুলিতেছে। তাঁহার বদন শরৎকালের চন্দ্রের শোভাকেও হারাইয়া দেয়। নয়নে তাঁহার প্রেমানন্দ। তিনি দুই চারি পদ অস্থির চরণে চলিয়া ভাবে ঢলিয়া পড়েন; ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না। গোবিন্দদাস বলেন গোরা খুবই রসিক। তাঁহার সঙ্গীর সঙ্গীদিগকে আমি বলিহারি দিই।

২৬

বেলোয়ার

লাখবাণ কনক কষিল কলেবর।
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠান॥
গদ গদ নীর থীর নাহি বান্ধই।
ভুবন-মোহন কিয়ে নয়ান-সন্ধান॥
দেখরে মাই সুন্দর শচিনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা॥
ময়-মত্ত হাতি ভাতি গতি চলনা।
কিয়েরে মালতীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা।

২৭

কামোদ

গৌর-বরণ তনু শোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠান।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান।
পেখলু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলি-যুগ-কলুষ তিমির-বর-নাশক
নবদিপ-চাঁদ উজোর॥
ভাবহিঁ ভোর ঘোর দুহুঁ লোচন
মোচন ভব-নদ-বন্ধ।

নব নব প্রেমভর বরতনু সুন্দর
উয়ল ভকতজন সঙ্গ ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দিন-জনে নিজ বিজ দেই সব তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥

৫০ ১৩২

শব্দার্থ—শোহন—শোভন, সুন্দর। সুঠান—সুঠাম, সুন্দর ভঙ্গী যুক্ত। অম্বর—বসন। বয়ান—বদন। কলিযুগকলুষতিমির-বর-নাশক—কলিযুগের কলুষ বা পাপরূপ ঘোর অন্ধকারকে যিনি নাশ করেন। উজোর—উজ্জ্বল। মোচন ভব-নদ-বন্ধ—সংসাররূপ নদের বন্ধন হইতে যিনি মুক্ত করেন। বরতনু—বরণীয় দেহ যুক্ত। উয়ল—উদিত হইলেন। লহু লহু হাস—মৃদুমন্দ হাস্য। শোহত—শোভা পায়। দিনজনে—দীন ব্যক্তিদিগকে। বিজ—বীজমন্ত্র।

২৮

ভাটিয়ারি

গৌরাঙ্গ পতিত-পাবন অবতারী
কলি-ভুজঙ্গম দেখি হরিনামে জীব রাখি
আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥
কলি-যুগে চৈতন্য অবনী করিলা ধন্য
পতিত-পাবন যার বানা।
পূরবে রাধার ভাবে গৌরাঙ্গ হইলা এবে
নিজরূপ ধরি কাঁচা সোনা।
গদাধর আদি যত মহা মহা ভাগবত
তারা সব গোরা-গুণ গায়।
অখিল ভুবন-পতি গোলোকে যাহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায় ॥
সোঙরি পূরব-গুণ মূরছয়ে পুন পুন
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ-কমল কিবা নখর উজর-শোভা
গোবিন্দ দাস সে বঞ্চিত।

তরু ২১৮৪

শব্দার্থ—অবতারী—স্বয়ং কৃষ্ণ সমস্ত অবতারের মূল-স্বরূপ; কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ বলিয়া তাঁহাকে অবতারী বলা হইয়াছে। কলি-ভুজঙ্গম দেখি—কলিকাল-রূপ সর্পকে দেখিয়া। ধন্বন্তরি—চিকিৎসকশ্রেষ্ঠ; ধন্বন্তরিকে ভগবানের অবতার-রূপে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবনী---পৃথিবী। বানা—সংস্কৃত বয়ন হইতে; ধ্বজা বা পতাকা। পরশে ধরণী উলসিত—প্রভু বারবার ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, তাঁহার স্পর্শ পাইয়া ধরণী যেন উল্লসিত হন।

২৯

মল্লার

হের দেখ অপরূপ গোরাচাঁদের চরিত
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল নয়ন-যুগল
ভকতি যাচয়ে সব জীবে ॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ গমন মাতঙ্গ
রূপ জিনি কত কোটি কাম।
না জানি কিবা ভাবে আপাদ-মস্তক
পুলকে জপয়ে শ্যাম শ্যাম ॥
গৌর বরণ সুধাময় তনু
কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি সমান দয়া করি
যাচত মধুর হরিনাম ॥
গোবিন্দদাসক চীত উনমত
দেখিয়া ও মুখ-চাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক
গোরা গোরা বলি কান্দে ॥

তরু ২১৯৫

শব্দার্থ—হোর—সামনে, অদূরে। যাচয়ে—যাচিয়া যাচিয়া দেন, না চাহিতে দেন। মাতঙ্গ—হস্তী। রূপ জিনি কত কোটি কাম—কত কোটি কন্দর্পদেবের রূপকে পরাজিত করিয়াছে তাঁহার সৌন্দর্য্য। ঠামহি ঠাম—স্থানে স্থানে; তাঁহার দেহের নানা স্থানে যেন চন্দ্রকিরণ।

৩০

কেদার

অপরূপ গোরা নট-রাজ।
প্রকট প্রেম বিনোদ নাগর[১]
বিহরে[২] নবদ্বিপ মাঝ॥
কুটিল-কুন্তল গন্ধ-পরিমল
চন্দন-তিলক-ললাট।
হেরি কুলবতি লাজ-মন্দির-
দ্বারে দেওল কপাট॥
অধর বান্ধুলি-বন্ধু বন্ধুর
মধুর বচন রসাল।
কুন্দ-হাস প্রকাশ সুন্দর
ইন্দু-মুখ উজিয়ার॥
করিবর-কর জিনি বাহু সুবলনি
দোসরি গজমতি হার।
সুমেরু শীখর উপরে যৈছন
বহই সুরধুনি-ধার॥
রাতুল চরণ-যুগল পেখলুঁ
নখর বিধুমণি জোর।
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল
গোবিন্দদাস-মন ভোর॥

ক. বি. ২৫৯৪ ক্ষণদা ২২।১, তরু ২৯২৫

ক্ষণদার পাঠান্তর—ভকত ভ্রমরা, সৌরভে আকুল, বাসুদেব দত্ত রহু ভোর। ক্ষণদাতে অধর বান্ধুলি-বন্ধু ইত্যাদি দুই চরণ নাই।

ক. বি. পুথির পাঠান্তর—(১) বিনোদ নবনাগর (২) বিহরই।

শব্দার্থ—প্রকট প্রেম—তিনি যেন মূর্ত্তিমান্ প্রেম-স্বরূপ। লাজমন্দির দ্বারে দেওল কপাট—রূপ দেখিয়া কুলবতীর মন চঞ্চল হইয়া উঠায় লজ্জার দরজায় যেন কপাট বন্ধ করিল। বান্ধুলি-বন্ধু—বাঁধুলি ফুলের সদৃশ। বন্ধু—সদৃশ। বন্ধুর—প্রিয় সখার।

মন্তব্য—নায়িকার রূপ বর্ণনায় বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস বহুবার স্তনকে সুমেরুর সঙ্গে ও গজমতি হারকে গঙ্গাধারার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে এই পদটি বাসুদেব দত্তের ভনিতায় সঙ্কলিত হইয়াছে। বাসুদেব দত্তের নামে কোন পদ পদকল্পতরু বা অন্য কোন সঙ্কলন গ্রন্থে ধৃত হয় নাই। বাসুদেব দত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন গান করিতেন; তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দ দত্তও মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর ছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন—

> যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে।
> তাঁহা হইতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে॥
>
> চৈ চ. মধ্য ১১।১৩৮

বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে বাসুদেব দত্তের নিকট বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

৩১

পাহিড়া

কাহে পুন গৌর কিশোর
অবনত-মাথে লিখত মহি-মণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কনক-বরণ তনু ঝামর ভেল জনু
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন তাক বদন ঘন
ছলছল লোচনে চায়॥

খেণে খেণে বদন পানি-তলে ধারই
ছোড়ই দীঘ নিশাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

ক. বি. পৃঃ ।/০ তরু ১৮৮২

শব্দার্থ—লিখত মহি-মণ্ডল—বিরহের চিন্তাদশায় গৌরাঙ্গ মাটিতে লিখিতেছেন। নয়নে গলয়ে ঘনলোর—চোখ দিয়া ঘন ধারায় অশ্রু পড়িতেছে। কনক-বরণ প্রভৃতি—সোনার মত যে গায়ের রং বিরহে তাহা ঝামার মতন হইয়াছে। জাগরে নিন্দ নাহি ভায়—সব সময় জাগিয়াই আছেন, চোখে নিদ্রা নাই। বদন পানিতলে ধারই—গালে হাত দিয়া ভাবেন। তারল—ত্রাণ করিলেন।

৩২

মল্লার

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ঘন ঘন বলে হরি।
খেনে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ
খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী॥
যাবক বরণ কটির বসন
শোভা করে গোরা রায়।
কখন কখন যমুনা বলিয়া
সুরধুনী-তীরে ধায়।
তাতা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই
ঝন ঝন করতাল।
নয়ন-অম্বুজে বহে সুরধুনী
গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দ-কন্দ গৌর চন্দ্র
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দদাস করত আশ
ও পদ-পঙ্কজ-ছায়া॥

তরু ২০৭৭

শব্দার্থ—যাবক বরণ—আলতার মতন রং। নয়ন-অম্বুজে—কমল নয়নে। আনন্দ-কন্দ—আনন্দের আকর স্বরূপ।

৩৩

সুহই

মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধে মনোহর॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রাকৃত নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥
শুভ্র যজ্ঞসূত্র রহে বেঢ়িয়া শরীরে।
সুক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে।
অধরেতে মৃদু হাস শ্রীভুজ তুলিয়া।
পুরুবের নিকুঞ্জ লীলা মনেতে পড়িলা॥
গদাধরের সঙ্গে গৌর আনন্দে বিভোর।
হেরিয়া ভকতগণ সুখের নাহি ওর॥
গৌর গদাধরের কেলিবিলাস।
দূরহি নেহারত গোবিন্দ দাস॥

বরানগর পুথি ৭ (গ) ১০৯

৩৪

সহচর সঙ্গে রঙ্গে শচীনন্দন বিহরই সুরধুনি-তীর।
নানাবিধ কৌতুক কেলি বিশারদ সঙ্গে রসময় রসধীর॥
অপরূপ গৌরবিলাস।
নাচত গাওত যন্ত্র বাজাওত কৈ কৈ হাস পরিহাস।
গদাধর সঙ্গে পহু সরস সম্ভাষই পুলকে পূরল প্রতি অঙ্গ
নাহ নাহ বচন কণ্ঠ হি কেবল প্রকাশয় ভাবকদম্ব॥
ছোড়ি নিশ্বাস তহি মহি গিরল গদাই।
পুরুষোত্তম পাশ।
গদাধর কোর লই ভাব সম্বরণ করু
না বুঝল গোবিন্দ দাস।

ক. বি. ২৯৮২

৩৫

ভৈরবী

অদ্বৈত আচার্য্য গৌরাঙ্গ-শিরে।
ঢারত জাহ্নবীবারি ধীরে ধীরে॥
স্নান সমাপন যব তছু ভেল।
নিতাই হেম-অঙ্গ মুছাওল॥
পট্ট বসন লেই শ্রীবাস পণ্ডিত।
গৌর কলেবর করল বেষ্টিত॥
চুয়াচন্দন তব আনি গদাই।
গোরা অঙ্গে লেপে সুখে অবগাই॥
গৌরীদাস শিরে ধরল ছত্র।
নরহরি ব্যজনে ব্যজয়ে গাত্র॥
অদভুত আনন্দ শ্রীবাসগেহে।
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ভেল তাহে॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃ: ১৪৯

৩৬

ভৈরবী

শ্রীবাস পণ্ডিত-বিগ্রহ-গেহে।
রত্ন সিংহাসনে শ্রীগৌর শোহে।
বপু সঞে জ্যোতি নিকসয়ে কত।
জনু উদয় ভেল ভানু শত শত॥
তা হেরিয়া সীতাপতি নিতাই।
করু অভিষেক আনন্দে অবগাই॥
কলসি ভরি সুরধুনী-বারি।
আনি বসাওল করি সারি সারি॥
ঝারি ভরি অদ্বৈত মন আনন্দে।
স্নান করাওল শ্রীগৌরচন্দে॥
গোবিন্দদাস অতি মতি মন্দ।
না হেরল সো অভিষেক আনন্দ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃঃ ১৪৯

৩৭

ভূপালী

অতনুসুন্দর গৌর-কিশোর।
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লোর॥
জানুলম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তহিঁ অলি গুঞ্জই শবদ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়ন-হিলোর॥
রসবতি হৃদয়ে বান্ধল প্রেম-ডোর॥
পুলক-পটল-বলয়িত ছিরি অঙ্গ।
প্রেমবতি আলিঙ্গিতে লহরি-তরঙ্গ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌর-চরণ-নখ-কিরণ-ঘটায়॥

তরু ২১৩৬

শব্দার্থ—অতনুসুন্দর—কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্। হেরইতে নয়নে—তাঁহার ভাব ও রূপ এমনই সুন্দর যে তাঁহাকে দেখিলেই নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুধারা পতিত হয়। শবদ রসাল—ভ্রমরদের শব্দ অতি মধুর। লোল বিলোকনে—চঞ্চল দৃষ্টিতে। হিলোর—হিল্লোল, তরঙ্গ। পুলকপটল বলয়িত—পুলকসমূহ বলয়া অথবা বালার মত হইয়াছে, অর্থাৎ রোমাঞ্চপুলকই তাঁহার দেহের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছে। ছিরি অঙ্গ—শ্রীঅঙ্গ।

৩৮

সারঙ্গ

কাঞ্চন কমলক কান্তি কলেবর
বিহরই সুরধুনি তীর।
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই
কুন্দ কুসুম করবীর।
সম-বয় সকল সখাগণ সঙ্গহি
সরস রভস-রসে ভোর।
গজবর-গমন গঞ্জি গতি মন্থর
গোপতে গদাধর কোর॥

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ।
পূরব প্রেম পরমানন্দে পূরিত
পুলক-পটলময় অঙ্গ।
নিরুপম নদিয়া নগর পর নিতি নিতি
নব নব করত বিলাস
দীনে দয়া করু দুরিত দুঃখ হরু
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

তরু ২৬২৮

শব্দার্থ—কাঞ্চন কমলক—সোনার পদ্ম। পুলক-পটলময় অঙ্গ—অঙ্গ ভাবজনিত রোমাঞ্চে পূর্ণ; দুরিত দুঃখ—পাপজনিত দুঃখ। হরু—হরণ করে।

৩৯

গান্ধার

নাচে শচীনন্দন দেখি রূপ সনাতন
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাঞা পড়য়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে দুঁহার কর॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে পহুঁ হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন পাওল জগজন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃঃ ২০৭

মন্তব্য—নবদ্বীপে বা পুরীতে কখনও রূপ সনাতন একসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন নাই।

৪০

বেলোয়ার

জগ জগ-তারণ-কারণ ধাম।
আনন্দ-কন্দ-নিত্যানন্দ রাম[১]।
ডগমগ লোচন- কমল ঢুলায়ত
সহজে অথির-গতি জিতি[২] মাতোয়ার
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই[৩]
গৌর-প্রেম-ভরে চলই না পার॥
গদগদ আধ[৪] মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস-বিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজ-মণ্ডন
কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড॥
কলিযুগ কাল- ভুজঙ্গমে দংশল[৫]
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেমসুধারস জগ ভরি বরিখল[৬]
গোবিন্দদাসকে কাঁহে উপেখি॥

সা. প (১)—১৮, ক বি. ২৭০৭ ক্ষণদা ৭।২, গী ২৯৫, তরু ৪

ক্ষণদার পাঠান্তর—(১) নাম (২) জিনি (৩) ফুকরই (৪) মধুর (৫) ভুজঙ্গম সঙ্গম। এই পাঠ অপেক্ষা গী র পাঠ 'ভুজঙ্গমে দংশল' অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। (৬) জগভরি প্রেম সুধারস বরিখত।

শব্দার্থ—জগ-তারণ-কারণ ধাম—জগতের তারণের বা উদ্ধারের কারণ-স্বরূপ কারণার্ণব যাঁহার ধাম বা আশ্রয়স্থল; আনন্দ-কন্দ—আনন্দের আকর-স্বরূপ নিত্যানন্দরূপ বলরাম। জিতি মাতোয়ার—মত্তপের নয়নের অস্থির গতিকে হারাইয়া দিয়াছে যাঁহার আরক্ত নয়ন। কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড—নিত্যানন্দের প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন যে নিতাই সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করিয়া সুবর্ণদণ্ড লইয়া

চলিতেন। কলিযুগ কাল প্রভৃতি—কলিযুগরূপ কালসর্পে দংশন করিয়াছে তাই স্থাবর জঙ্গম সব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে. তাহা দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রেমসুধারস জগতে বর্ষণ করিলেন। কেবল গোবিন্দদাস কেন উপেক্ষিত হইল?

৪১

আশাবরী

জয় জয় রাম[১] রাম রঘুনন্দন
জনকসুতা নিজ কান্ত[২]।
সুর নর বানর খচর নিশাচর
যচু গুণ গায়ে অনন্ত॥
জয় জয় দূর্ব্বাদল, নব জলধর[৩]
কঞ্জ-নয়ন বন-বীর।
ডাহিনে নিহিত শর, বামে ধনুর্দ্ধর[৪]
জলনিধি কোটি গভীর[৫]॥
শ্রীপদ-পাদুক ধরু ভরতানুজ
চামর ছত্র নিছোরি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শতমুখ রহু করযোড়ি॥
হৃদয়ে আনন্দিত[৬] মারুত-নন্দন
অভয় চরণ করু সেবা।[৭]
গোবিন্দদাস-হৃদয়ে অবধারল
হরি নারায়ণ অধিদেবা[৮]॥

ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ৩২.
তরু ২৪০৭

গৌরপদতরঙ্গিণী (পৃঃ ৩৩৯)-তে এই পদের আরম্ভ হইয়াছে—

জয় শিব সুন্দর, বিশ্ব পরাৎপর পরমানন্দানন্দকারী

তরুর পাঠান্তর—(১) শ্রীল (২) রতিকান্ত (৩) দূর্ব্বাদল নব শ্যামল সুন্দর (৪) বামে ধনুর্দ্ধর ডাহিনে নিশিত শর (৫) জলধি কোটি গম্ভীর (৭) ভকত আনন্দন (৭) চরণ কমল করু সেবা (৮) হরি নারায়ণ দেবা।

মন্তব্য—শিখর ভূমির রাজা হরি নারায়ণ
আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হইতে তাঁর মন।
ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৮৩

কিন্তু তিনি রামমন্ত্রে দীক্ষা লইতে চান জানিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য পত্র দ্বারা রঙ্গক্ষেত্র হইতে ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে পঞ্চকূটে (পঞ্চকোটে, পাঁচেটে) আনাইয়া দীক্ষা দেওয়াইলেন। পঞ্চকোটের রাজ্যসীমা বর্দ্ধমান হইতে পরেশনাথ পাহাড় পর্য্যন্ত ছিল। হরিশ্চন্দ্র বা হরিনারায়ণ পঞ্চকোটের ৬৭ সংখ্যক রাজা। রাজবংশের পত্রাদি অনুসারে তাঁহার রাজ্যকাল ছিল ১৫১১ হইতে ১৫১৭ শক অর্থাৎ ১৫৮৯ হইতে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৪২

গৌরী

নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদিয়া-পুরন্দর
সুর-মুনিগণ মনমোহন ধাম॥
জয় নিজ-কান্তা- কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী লোচন-মঙ্গল
জয় নদিয়া-বধূ নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেম-প্রবর্দ্ধন নবঘন-রূপ।
জয় রামাদি সু- ন্দর প্রিয় সহচর
জয় জয় মোহন গৌর অনূপ॥
জয় অতিবল বল- রাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়-ভঞ্জন
গোবিন্দদাস আশ-অনুবন্ধ॥

তরু ৫

শব্দার্থ—জয় রামাদি প্রভৃতি—রাম বা অভিরাম,

সুন্দরানন্দ প্রভৃতি সহচর যাহার এরূপ নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ বলরামের অবতার। সজ্জন-গণ-ভয়-ভঞ্জন—সাধু ব্যক্তিদের ভব-ভয় ভঞ্জন করেন যিনি তাঁহার জয় হউক। আশ-অনুবন্ধ—আশা ও অবলম্বন-স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—শচীনন্দন যিনি তিনিই পূর্ব্বে নন্দের নন্দন, রাধার দয়িত, গোপীজনবল্লভ, শ্যাম নাগর ছিলেন। তিনি দেবতা ও মুনিগণের চিত্তের মনোরম আশ্রয়স্থল-স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য বলা হইয়াছে যে ভাবে আনন্দিত তাঁহার জয় হউক। শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, অর্জ্জুন প্রভৃতি ব্রজের গোপ সখাদের প্রেম তিনি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

৪৩

শ্রীজয়দেব কবি কবি-কুল-ভূষণ
পদ্মাবতী-হৃদয়-বিলাসী।
যছুক ইচ্ছাক্রমে নৃত্যতি সতত
বাগরানী জনু দাসী॥
মধুর কোমল কান্ত পদাবলী
যছুক লেখনি মুখে স্ফুরে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর স্বরূপ রাম সনে
আস্বাদি বাসনা পূরে॥
সাজ সজ্জা করি রাই সঙ্গিনী কো
যোই ভেজল অভিসারে।
যছু আদেশে কানু বৃষভানু-সুতাকো
ভেটত কুঞ্জ মাঝারে॥
কত কমলিনী মানভরে অধোমুখী
কাল বয়ান নাহি হেরে।
লাঞ্ছিত নীলমণি সাজি বিদেশিনী
রাইক মান লাগি ফিরে॥
ভুবনে অতুলন যছু পদ-মণিগণ
অমিয় সদৃশ যছু ভাষ।
তছু পদ-সরোজে মঝু মন মাতুক
চাহে ইহ গোবিন্দ দাস॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃঃ ৩৭২

মন্তব্য—জয়দেবের গীতগোবিন্দে লাঞ্ছিত নীলমণি বিদেশিনী সাজিয়া রাধার মান ভাঙ্গাইয়াছিলেন এমন কোন প্রসঙ্গ নাই। গোবিন্দদাস কি জয়দেবের এমন কোন রচনা পাইয়াছিলেন যাহাতে ঐ লীলা আছে?

৪৪

টোরি

শ্রীজয়দেব কবীশ্বর সুরতরু
যছু পদপল্লবছাহে।
তাপ তাপিত মঝু হৃদয় বিয়াকুল
জুড়াইতে করু অবগাহে॥
জয় জয় পদ্মাবতী রতি-সেব
রাধারমণ চরিত রস বর্ণনে
কবিকুলগুরু দ্বিজদেব॥
যদ্যপি সুনীচ কদাচার বাসিত চিতে
অছু কর যব কোই।
দুর্ঘট ঘটিত সুহীন অধিকৃত
মহত করু বলে হোই॥
তৃণ ধরি দশনে চরণপর নিবেদিয়ে
মঝু মানস কর পূর।
গোবিন্দদাস কোই অধমাধম
রাই কানু জনু ফুর॥

গৌরপদতরঙ্গিণী পৃঃ ৩৭২

ব্যাখ্যা—জয়দেব কবিদের প্রধান এবং সুরতরু বা কল্পতরুর ন্যায়; তাঁহার পদপল্লবের ছায়ায় আমার তাপ-তপ্ত ব্যাকুল হৃদয় জুড়াইবার জন্য অবগাহন করি। জয়দেব গীতগোবিন্দে নিজেকে পদ্মাবতীচরণচারণ বলিয়াছেন। তিনি রাধারমণের চরিত-রসের বর্ণনা করিয়া কবিকুলের পূজনীয় হইয়াছেন। যদিও আমি

অত্যন্ত নীচ কদাচার, তথাপি মহতের কৃপা ছাড়া যাহা পাওয়া দুর্ঘট ও যাহা অত্যন্ত হীনজনেই পায় তাহা লাভ করিয়া উদ্ধার পাইব। আমি দন্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ করিয়া চরণে নিবেদন করিতেছি যে আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর। আমার ন্যায় অধমের চিত্তে যেন রাধাকৃষ্ণের লীলা স্ফুরিত হয়।

৪৫

মঙ্গল

বিদ্যাপতি-পদ যুগল সরোরুহ[১]-
নিস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু[২] মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক-শিরোমণি নাগর-নাগরী-
লীলা স্ফুরব কি মোয়।
জনু বাওন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চরব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ খোঁজব
মিলব কলপতরু-নিকরে॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধহিঁ
ভকত-নখর-মণি-ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল
ভকত-কৃপা বলবান্॥

সা প. ১৮৫ তরু ১২

পাঠান্তর—(১) বিদ্যাপতি যুগ চরণ সরোরুহ—সা. প. (২) তথি—সা. প.।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা—পদযুগল-সরোরুহ-নিস্যন্দিত মকরন্দে—পদদ্বয়রূপ কমল হইতে নিঃসৃত মধু। তছু মঝু মানস ইত্যাদি—তাহাতে আমার মনরূপ মত্ত মধুকর পান করিতে আরম্ভ করুক। অনুবন্ধ—আরম্ভ, আশ্রয়। বাওন—বামন। জনু বাওন করে ইত্যাদি—যেমন বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চায় অথবা পঙ্গু হইয়া পাহাড়ের চূড়ায় চড়িতে চায়। কিম্বা অন্ধ দশদিকে ধাবিত হইয়া কল্পতরুসমূহ খোঁজে। সো নহ অন্ধ ইত্যাদি—নিজেকে অন্ধের সহিত তুলনা করিয়া কবির মনে হইল তিনি অন্ধ কিসে? তিনি অন্ধ নহেন। ভক্তের নখমণিরূপ চন্দ্রের কিরণছটায় দশদিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমি তাহার এক বিন্দু কিরণ যখন পাইব তখন আমার নয়ন (জ্ঞান-নয়ন) প্রকাশিত হইবে। অতয়ে—অতএব। অবধারল—নিশ্চয় করিল যে ভক্তের কৃপাই বলবান্।

মন্তব্য—বিদ্যাপতিকে এখানে পরম ভক্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার ন্যায় ভক্তের কৃপাতেই গোবিন্দদাসের ন্যায় কবিচিত্তে 'রসিক শিরোমণি নাগর নাগরীর' লীলা স্ফুরিত হইবে। এই পদের রচয়িতা মৈথিল গোবিন্দদাস ঝা হইতে পারেন না, কেননা মিথিলাতে ব্রাহ্মণেরা কখনও বিদ্যাপতিকে রাধাকৃষ্ণের ভক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে 'লীলা' রূপেও তাহারা গ্রহণ করেন নাই। ভক্তের কৃপাতে চিত্তে লীলা স্ফুরিত হইবে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিজস্ব ধারণা।

৪৬

সারঙ্গ

কবি-পতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
লাখ গীতে জগচীত চোরায়ল
গোবিন্দ গোরি-সরস-রস-গানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতি-বানি
তাকর সার সার পদ সঞ্চয়ে
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥

যো সুখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া
সো সুখ সার সার সব রসিকক
কণ্ঠহিঁ কণ্ঠ পরায়ল বলিয়া ॥
আনন্দে নারদ ন ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দ-রস জগভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতি-রস-মেহা ॥
যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে।
কোটি হুঁ কোটি শ্রবণ যব পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে ॥
সো রস শুনি নাগর বর-নারি।
কিয়ে কিয়ে করিয়া চীত চমকাওই
ঐছন রসময় চম্পু বিথারি ॥
গোবিন্দদাস মতি-মন্দে
এত সুখ-সম্পদ কহইতে আন মন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে ॥

ব্যাখ্যা—বিদ্যাপতি কাবকুলের শ্রেষ্ঠ, তিনি মতিমান। তিনি গোবিন্দ ও গোরীর (গৌরবর্ণা রাধার, গৌরীর নহে, কেননা শিব-গৌরীর গীতের কথা এই পদে কোথাও দেখা যাইতেছে না) সরস রসগান করিয়া লক্ষ গীত রচনা করিয়া জগতের চিত্ত চুরি করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত কবিদের শ্রেষ্ঠ পদ আছে তাহাদের সার সংগ্রহ করিয়া তিনি কত কত গীত রচনা করিলেন। যে সুখসম্পদ্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ আনন্দের সম্পদে শঙ্কর ধনী, সেই সুখের সার সব রসিকের কণ্ঠে কণ্ঠে মালা করিয়া পরাইলেন। যে আনন্দে নারদ ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না, সেই আনন্দ বিদ্যাপতিরূপ সুখময় রস-মেঘ জগৎ ভরিয়া বর্ষণ করিল। তিনি যত যত রসপদ রচনা করিয়াছেন তা কোটি কর্ণ পাইলেও শ্রবণ করিতে পারিতাম—কিন্তু তাহাতেও আনন্দে ধন্দ লাগিয়া যাইত। সেই রসগান শুনিয়া নাগর কৃষ্ণ ও বরনারী রাধা 'কি চমৎকার', 'কি চমৎকার' বলিলেন—তাঁহাদের চিত্ত চমৎকৃত হইল। এমন সেই রসময় চম্পূর বিস্তার। মতিমন্দ গোবিন্দদাস এত সুখ-সম্পদ্ থাকিতে আবার পদরচনা করিতে চান—যেন বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চান।

মন্তব্য—গোবিন্দ-গোরি-সরস-রসগানে—ইহার অর্থ যদি গোবিন্দ ও শঙ্কর গৌরীর গানে করা যায় তাহা হইলে "যো সুখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া"র সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না। বাংলাদেশে বিদ্যাপতির হরগৌরীর গানগুলি প্রচলিত ছিল না। গোবিন্দদাসের এই পদে হর-গৌরীর গানের উল্লেখ না থাকায় ইহাকে কিছুতেই গোবিন্দ ঝার রচনা বলা যায় না। "সো রস শুনি নাগর বর নারি"—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মঞ্জরীভাবের সেবার পরিচায়ক। রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন করিয়া মঞ্জরীগণ যুগল কিশোরের সেবা করেন। আর বিদ্যাপতির সেই লীলা-গান শুনিয়া রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং চমৎকৃত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসের এই ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'কুমারসম্ভব গান' কবিতার ভাব তুলনীয়।

৪৭

ভাটিয়ারী

চণ্ডীদাসচরণ চিন্তামণিগণ
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে
করুণা করি পূরব আশা ॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকুটমণি প্রেমধনেহিঁ ধনা
কৃপা নিরখিলে যব পাব ॥
হৃদয় শুধি মোহে ঐসে প্রবোধিব
যৈসে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী বিলাসরস কিঞ্চিত
মঝু চিতে করু পরচার ॥
দুহুঁক চরিত বদন ভরি গাওব
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ সাধ মঝু পূরহ
কহ দীন গোবিন্দদাস ॥

লহরী

মন্তব্য—যে চিন্তামণির জয় দিয়া লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত আরম্ভ করিয়াছেন, চণ্ডীদাসকে সেই চিন্তামণির গণভুক্ত বলিয়া গোবিন্দদাস বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা চণ্ডীদাসের রামী সম্পর্কিত ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে। এই পদেও পূর্ব্বোক্ত পদের ন্যায় "শ্যামর গৌরীর বিলাসরস" বর্ণনা করার কথা আছে। চণ্ডীদাস হরগৌরী সম্বন্ধে কোন পদ লেখেন নাই, সুতরাং নিশ্চয়ই গৌরবর্ণা রাধার কথা এখানে গোবিন্দদাস উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বপদেও তাই।

৪৮

ভাটিয়ারি

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম-ভকতি-মহারাজ।
যা কর[১] মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ॥
প্রেম-মুকুটমণি ভূষণ ভাবাবলি
অঙ্গেহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপআসন খে- তরি মাহা বৈঠি
সঙ্গহি ভকতসমাজ॥
সনাতন রূপ কৃত গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধামাধব যুগল-উজ্জ্বল-রস
পরমানন্দ সুখ সার॥
শ্রী সংকীর্ত্তন বিষয়রসে উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাগত[২]
রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি ধন
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক তর্কদিক্ যত
কম্পিত দেখি পরতাপ।
অভকত চোর সুদূরহি[৩] ভাগি রহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে দেওল ভকতিধনে
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

ভক্তিরত্নাকর—পৃ. ৩:
তরু ১১

পাঠান্তর—তরু (১) যাকে (২) ভাজত (৩) দূরহি।

ব্যাখ্যা—প্রেমভক্তির মহারাজ ঠাকুর নরোত্তমের জয় হউক। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু (অভিন্নকলেবর—কলেবর বা দেহ নিশ্চয়ই উভয়ের ভিন্ন ছিল। কিন্তু উঁহারা অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন বলিয়া কবি উঁহাদিগকে অভিন্নকলেবর বলিয়াছেন) রামচন্দ্র কবিরাজ (কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা) হইতেছেন সেই মহারাজের মন্ত্রী। ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি অঙ্গে প্রেমের মুকুটমণির ভূষণস্বরূপ ভাবসমূহ বিরাজ করে অর্থাৎ দেহে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি শোভা পায়। তাহার নৃপ আসন বা রাজধানী হইতেছে খেতরী (রাজসাহী জেলায়)। সেইখানে তিনি ভক্তসমাজের সঙ্গে বিরাজ করেন। সনাতনকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত ও রূপ গোস্বামীকৃত লঘুভাগবতামৃত ও ভাগবতের বৈষ্ণবতোষণী টীকাকে কবি সনাতন রূপ-কৃত গ্রন্থ ভাগবত বলিয়াছেন। এই সব গ্রন্থ সর্ব্বদা তিনি আলোচনা করেন। তিনি সংকীর্ত্তনের বিষয় অর্থাৎ আশ্রয় যে বৃন্দাবন-লীলা তাহার রসে উন্মত্ত। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানেন না—অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ দুইকেই পরিহার করেন। ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় আছে—

পাপ না করিহ মন অধম যে পাপী জন
তারে মুই দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম তার না লইহ নাম
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি॥

যোগ, দান, ব্রত ইত্যাদি তাহার ভয়ে পলায়ন করে; কর্ম্ম ও জ্ঞান ক্রন্দন করে। ঠাকুর মহাশয় বলেন—

যোগী ন্যাসী কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যদেবপূজক ধ্যানী
ইহলোক দূরে পরিহরি।

ধর্ম্ম কর্ম্ম দুঃখশোক যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী।

বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সাধকগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের পন্থা পরিহার করেন। ভাগবত শাস্ত্রসমূহ যে ভক্তিধন প্রদান করেন তিনি তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাংখ্য, মীমাংসা ও ন্যায় দর্শন প্রভৃতি তাঁহার প্রতাপ দেখিয়া কাঁপেন। অভক্তরূপ চোর দূরে চলিয়া যায়, নিকটে আসে না। ঠাকুর মহাশয় দীনহীন জনকে প্রেমভক্তিরূপ ধন বিলাইয়াছেন, কেবল গোবিন্দদাসই বঞ্চিত হইলেন।

অষ্টকালীয় লীলা

নিশান্ত লীলা

৪৯

তথা রাগ

নিশি-অবশেষে জাগি সব সখিগণ
বৃন্দাদেবি-মুখ চাই।
রতি-রস আলসে সুতি রহল দুহু
তুরিতহি দেহি জাগাই॥
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোত বিহান॥
সারী শুক পিক সকল পক্ষিগণ
সুস্বরে দেহ জাগাই।
জটিলা-গমন সবহুঁ মেলি ভাখহ
শুনইতে জাগহু রাই॥
বৃন্দাবচনে সকল পক্ষগণ
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়হি
হেরতহি গোবিন্দ দাস॥

সা. প. ১৮৮—১ম পত্র, তরু ২৪৭৮
ক. বি. ৩০১, ক. বি. ১০৫, ব ১,

ব্যাখ্যা—রাত্রির সম্ভোগবিলাসের পর রাধা ও কৃষ্ণ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। উষাকাল সমাগতপ্রায় দেখিয়া সখীগণ বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবীর মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহারা নিজে জাগাইতে সাহস পাইলেন না। বৃন্দার নির্দ্দেশে শারী, শুক, কোকিল প্রভৃতি কলস্বরে গান করিতে লাগিল—তাহারা সকলে মিলিয়া জটিলা আসিতেছে এই কথা বলিতে লাগিল। তাহাতে রাধার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মঞ্জরী-ভাবাপন্ন কবি তাহাদের মুখ ধোয়াইবার জন্য ঝারি হাতে করিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিলেন।

৫০

রামকেলি

হিমকর[১] মলিন নলিনগণ হাসউ[২]
অরুণ-কিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোল ভ্রমর[৩]কুল আকুল
তেজল কুমুদিনি-কোর॥
কৈছে ঘুমায়ত[৪] যুগলকিশোর।
চোঙকি[৫] কহত শুক শারিক জোর।
কিশলয়-শয়নে নিচল তনু শ্যামর[৬]
মরকত কাঞ্চন গোরি।
কিয়ে কুসুম-শর-তূণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি॥
সহচরি ছোড়ি মন্দিরে জনি যাওত[৭]
জাগহ সুন্দরি রাধে।
গোবিন্দদাস পহু শুনইতে কাতর
কোন কয়ল রস বাদে[৮]।

সা. প. (১)—১২৮, ব ২২, স ৪০৩, কী ২৭৩,
ক. বি. ১৩৯৬ তরু ১৫২১, ২৪৮৪

পাঠান্তর—(১) হিমকর কিরণে নলিনী হাসত—কী (২) হাসত—স (৩) ভ্রমরি—স (৪) ঘুমায়ল—কী (৫) চমকি—কী (৬) ঝামর—কী। নিশ্চয়ই পুথির ভুল;

কেননা ঝামর শব্দের এখানে কোন সঙ্গতি হয় না। (৭) আওত—স (৮) বাধে—স।

ব্যাখ্যা—অরুণ কিরণ অল্প প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া কমলগণ যেন হাস্যে ফুটিয়া উঠিল। কোকিল কূজন ও ভ্রমর গুঞ্জন করিতে লাগিল। হিমকর বা চন্দ্র ম্লানমুখে কুমুদিনীর ক্রোড় ত্যাগ করিল। উষাকাল সমাগত দেখিয়া শুক ও শারী দম্পতি চমকিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে এখনও কিশোর কিশোরী কেমন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে! (তাহাদের কি ভয় ভাবনা নাই!) কচিপাতার শয্যায় মরকত শ্যাম ও সোনার বরণ গৌরী নিশ্চল দেহে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের অঘোরে নিদ্রা যাওয়া দেখিয়া তাহারা বলিতেছে মদনদেবের তূণে সকল বাণই কি ফুরাইয়া গিয়াছে, তাই উঁহারা চুপ করিয়া আছেন? অথবা উভয়ে রতিরসে মত্ত হইয়া শুইয়া আছেন! সখীরা যেন মন্দির ছাড়ি। চলিয়া না যায়। সুন্দরী রাধে জাগো। উঠ। গোবিন্দদাসের প্রভু কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া কাতর হইয়া বলিতেছেন কে রসে বাধা দিল?

৫১

ললিত

গগনহি মগন সগণ রজনীকর
চলু চরমাচল-ওর
পদুমিনি[১]-বদন মধুপ ঘন চুম্বই
তেজই কুমুদিনি-কোর॥
জাগহুঁ রে বৃষভানুকুমারি।
শ্যামর-কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক শারি॥
যামিনি-তিমির থীর নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণ-রুচি-রঙ্গ।
নাগরি নীল পটাঞ্চলে অঙ্ক[২]
[৩]চৌরি-রভস-রস এতহুঁ সুধারস
দুরজন রহ পথ জোহি।
গোবিন্দদাস কহ জানি চল এ সখি
পিক বোলত ওহি ওহি॥

সা. প (১)—১২৯ তরু ২৪৮৫, কী ২৩২

কীর্ত্তনানন্দে পাঠান্তর—

(১) কুমুদিনীবৃন্দ মধুপ ঘন চুম্বই
ধায়ল কমলিনীকোর।
(২) অঙ্ক (৩) চোরিক রভস এতহুতুয়া ধাধশ
দুরজন রহ পথ জোহি
বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল তুরিত হি
শ্যাম জাগাই।

শব্দার্থ—রজনীকর—চন্দ্র। চরমাচল—অস্তাচল। ওর—দিকে। ভোরলি—মত্ত হইল। পটাঞ্চল—পট্টাম্বর, রেশমি সাড়ীর আঁচল। অঙ্ক—চিহ্ন। জোহি—নিরীক্ষণ করিয়া।

ব্যাখ্যা—চন্দ্র তারাগণ-সহ অস্তাচলের দিকে মগ্ন হইতেছে। ভ্রমর কুমুদিনীর আলিঙ্গন ত্যাগ করিয়া পদ্মিনীর মুখ পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতেছে। (কেননা সূর্য্যোদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে ও কুমুদ নিমীলিত হইবে)। হে বৃষভানুনন্দিনী জাগো। শুক ও শারী বলিতেছে শ্যামের কোলে কি গৌরী ফের মত্ত হইল। রাত্রির অন্ধকার আর স্থির দেখিতেছি না, তাহাতে উষার অরুণ কিরণের ভাতি যেন স্পর্শ করিয়াছে। উহা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন নাগরীর নীল (কালো) সাড়ীর আঁচলায় যেন বিরহরূপ অনলের ছাপ লাগিয়াছে। চুরি করা সম্ভোগরস এতই মধুর যে দুর্জ্জনেরা পথপানে চাহিয়া আছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন এই সব জানিয়া সখী চল; কোকিল ওহি ওহি ডাকিতেছে।

৫২

তথা রাগ

সময় জানি সব সখিগণ আই।
আনন্দে মগন ভেল দুহুঁ-মুখ চাই

দুহুঁ জন-সেবন সখিগণ কেল।
চৌদিগে চান্দ হেরি রহি গেল॥
নীলগিরি বেঢ়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরি-মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরি রব দেই কখ্‌খটি নাদ।
গোবিন্দদাস কহ শুনি পরমাদ॥

সা. প. ১৮৮—১ম পত্র, তরু ২৪৮৬
ক বি. ১০৩২, ব ১

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার প্রস্থান করিবার সময় হইয়াছে জানিয়া সব সখীরা আসিলেন। তাঁহারা রাধামাধবের মুখ দেখিয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। সখীরা দুই জনেরই সেবা করিলেন। চারিদিকে চাঁদের আলো রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা একটু দেরী করিতে লাগিলেন অথবা চাঁদ এই সব লীলা ও সখীদের দেখিয়া একটু যেন থাকিয়া গেলেন। শ্যাম যেন নীল পাহাড়, আর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন শ্রীরাধারূপ স্বর্ণ মালা। গৌরীর মুখের আভা অতি সুন্দর ও সুমধুর। সখীরা যখন এইরূপে রাধাশ্যামের মিলনদৃশ্য উপভোগ করিতেছেন তখন বানরী ডাকিয়া উঠিয়া প্রভাতের সঙ্কেত করিল। গোবিন্দদাস ইহা শুনিয়া প্রমাদ বা বিপদ্ গণনা করিলেন

৫৩

বিভাস

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই[১]
জাগল রসবতি রাই।
বানরি-নাদে চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতহি শ্যাম জাগাই॥
শুন বর নাগর কান।
তুরিতহি বেশ বনাহ বিচিত্র করি
যামিনি ভেল অবসান॥
শারী শুক পিকু কপোত কুহরত[২]
মউর মউরি করু নাদ।
নগরক লোক জাগি সব বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ॥

গুরুজন পরিজন ননদিনি[৩] দুরজন
তুহুঁ কি না জান ইহ[৪] রীত।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চলু সুন্দরি
বিঘটল[৫] কানুক পিরীত॥

সা. প. ১৮২—২য় পত্র. তরু ২৭৫০, সং ৫: ২০৮,
ক. বি. ১০৫৬, ব. ১ ২৪২, ৩৩৬

র—সং (১) কুহকয় (২) শারি শুক কপোত কীর ঘন কুহরই (৩) ননদি (৪) জানতহি (৫) বিঘটব। সা. প. পুঁথির আরম্ভ—সারি শুক পিক ঘন ঘন কুহরই
শুনইতে জাগল রাই।
জটিল গমন শুনি ধনি তনু কাঁপই
তুরিতে সে শ্যাম জাগাই।

শব্দার্থ—তুরিতহি—শীঘ্র। পরমাদ—বিপদ। বিঘটল—ভাঙ্গিয়া গেল; এখানে বিরহ হইল।

ব্যাখ্যা—রাত্রির শেষে কোকিলের পুনঃ পুনঃ ডাক শুনিয়া রসবতী রাধা জাগিয়া উঠিলেন; তারপর বানরীর শব্দে চমকিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। তিনি সত্বর শ্যামকে জাগাইয়া বলিলেন, শীঘ্র আমার বিচিত্র বেশভূষা করিয়া দাও। রাত্রি শেষ হইল। শারী, শুক, কোকিল, কপোত, ময়ূর, ময়ূরী সব ধ্বনি করিতেছে। নগরের লোক জাগিয়া উঠিলে বড়ই বিপদ্ ঘটিবে। আমাকে গুরুজন পরিজন, ননদিনী ও দুর্জ্জন লোকদের ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়—তোমাকে আর কি বলিব, তুমি তো তাদের রীতিনীতি সবই জান। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—কানুর প্রেমে বিরহ ঘটিল; সুন্দরী উঠিয়া চলিলেন।

৫৪

ভৈরবী

উঠহ নাগর হরি আলিস পরিহরি
ঘুমেতে না হও অচেতন।
দারুণ গোকুলের লোক হেন বেলায় যদি দেখে নাথ
কি বলিয়া বলিবে বচন॥

গবাক্ষে বদন দিয়া অরুণ নেহারসিয়া
ভাঙ্গি গেল তারাগণের হাট।
নূপুর ঘুচায়ে পহু এই বেলায় চল তহু
নিশবদে ঘুচায়ে কপাট ॥
এ হেন সুন্দর মুখে সিন্দুর কজ্জল বুকে
হের এসো মুছাই নিজ বাসে।
গোকুল লোকের মাঝে কেমনে বসিবে লাজে
দেখিয়ে করিবে উপহাস ॥
আমি আর বলিব কি পারিতে বিদায় দেই
সকলি গোচর রাঙা পায়।
গোবিন্দদাস চলু কান্দিতে কান্দিতে খোজে
লোরে পথ না দেখিতে পায় ॥

ক. বি. ১১১০

শব্দার্থ—অরুণ নেহারসিয়া—উষার অরুণ আভা দেখ। নূপুর ঘুচায়ে—নূপুর খুলিয়া; উহা পায়ে থাকিলে শব্দ হইবে ও লোকে বুঝিয়া ফেলিবে। সিন্দূর কজ্জল বুকে—রাত্রির বিলাসের চিহ্ন। রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ হইল দেখিয়া কবি গোবিন্দদাস আর চোখের জল সামলাইতে পারিতেছেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কৃষ্ণকে খুঁজিতেছেন। অশ্রুতে তাঁহার দৃষ্টি এমনই আচ্ছন্ন হইল যে তিনি পথ দেখিতে পাইতেছেন না।

৫৫

ভূপালী

যামিনিশেষে বেশ করব তুহুঁ
অতয়ে কয়ল অনুবন্ধ।
উদিত হুঁ অরুণ তবহু কিছু না বুঝিয়ে
তোহারি হৃদয়-পরবন্ধ[১] ॥
মাধব তুহুঁ বড় নীলজ-রাজ।
নাগরিমা-গুণ গৌরব চাতুরি
অতি রসে ডুবব আজ ॥
লিখইতে তিলক বদন ঘন মাজসি
চিকুর পরশি হসি মন্দ।
অঞ্জইতে নয়ন-যুগল ঘন চুম্বনে
ঝামর ভেল মুখচন্দ ॥
চলইতে গেহ সঘন পরিরম্ভণে
দূবরি ভৈ গেল অঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহই কো সমুঝই
রাধামাধব-রঙ্গ ॥

সা. প. (১) ২৭৮ স ৬৭৪, তরু ২৭৩৭, কী ১৯৬

পাঠান্তর—(১) নিরদন্দ—স, হৃদয়বন্ধ—কী।

শব্দার্থ—অতয়ে—অতএব। কয়ল অনুবন্ধ—আশ্রয় লইলাম। পরবন্ধ—প্রবন্ধ, চেষ্টা। অঞ্জইতে—কাজল পরাইয়া দিতে। পরিরম্ভন—আলিঙ্গন। দূবরি—দুর্ব্বল।

ব্যাখ্যা—রাত্রিশেষে তুমিই আমার বেশ বানাইয়া দিবে বলিয়া তোমাকেই অবলম্বন করিলাম। অরুণ উদিত হইতে যাইতেছে তবুও তোমার আশ মিটিল না; তোমার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মাধব তুমি নির্লজ্জদের রাজা। আজ অতিরস করিতে যাইয়া তাহাতে তোমার নাগরালির গুণ, গৌরব ও চাতুর্য্য সব ডুবিবে দেখিতেছি। তিলক আঁকিতে বার বার মুখ ঘষিতেছ, চুল ছুঁইয়া একটু একটু হাসিতেছ। নয়নে অঞ্জন পরাইতে ঘন চুম্বনে আমার চাঁদপানা মুখখানি মলিন করিয়া দিলে। বাড়ীতে যাইবার সময় গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া দেহ দুর্ব্বল করিয়া দিলে। গোবিন্দদাস বলেন রাধামাধবের রঙ্গ কে বুঝিবে!

৫৬

বিভাস

হরি নিজ আঁচরে রাই-মুখ মোছই
কুঙ্কুমে বর তনু মাজি।
অলক তিলক দেই সীথি বনায়ই[১]
চিকুরে কবরি পুন সাজি ॥
সিন্দুর দেয়ল সীথে।
কতহুঁ যতন করি উরপর লেখই
মৃগমদ-চিত্রক পাতে ॥

মণিময়[১] মঞ্জির চরণে পরায়লি
উর পর দেওল হার।
কর্পূর তাম্বুল বদন ভরি দেয়ল
নীছই তনু আপনার॥
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদ-বিন্দে।
চরণকমলতলে[৩] যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দে॥

ক. বি. ৩০১ (মূলের পাঠ), ক. বি. ২৬৩৭, ব ২১ তরু ২৭৫২, সং ৫২, ৩৩৭, কী ১৯৭

পাঠান্তর—(১) বনাওল—সং (২) সংকীর্ত্তনামৃতে 'মণিময় মঞ্জির' ইত্যাদি চরণ নাই। মণিমঞ্জির আনি—তরু (৩) পর—সং।

শব্দার্থ—উরপর—বক্ষের উপর। নীছই—নির্ম্মঞ্ছন করিয়া। যাবক—আলতা।

একটি প্রাচীন শ্লোকে এই ভাবটি পাওয়া যায়—

সিন্দূরবিন্দুং রমণীললাটে
নিধায় কেশে কবরীং বিধায়।
যত্নেন নেত্রে দলিতাঞ্জনেন
সজ্জীকৃতে নাগরমাধবেন॥
(সংকীর্ত্তনামৃতে উদ্ধৃত)

৫৭

বিভাস

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে
পদতলে পড়ি বারে বার।
ঢর ঢর লোর ঢরকি পড়ু লোচনে
নিজ তনু নহে আপনার॥
বিনোদিনী[১] কোরে অগোরল কান
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব
হিমকর করত পয়ান[২]।
কানুক চিত থীর করি সুন্দরি
কুঞ্জসি গমন কএল[৩]।
বসনহি ঝাঁপি অঙ্গ মণি-মঞ্জির
নিজ-মন্দিরে চলি গেল॥
রতন-শেজ পর বৈঠল রসবতি
সখিগণ ঘন মুখ চাই।
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই॥

ক. বি. ১০৪১, ক. বি. ৩০১ (মূলপাঠ) তরু ২৮৪৬, কী ১৯৭

পাঠান্তর—(১) সুন্দরী—তরু। (২) তরু ও ক. বি. পুঁথিতে—'দিনকর করত পয়ান'; কিন্তু, ইহার সঙ্গে 'রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল' একেবারে অসঙ্গত হয়। তাই আমি 'দিনকর' স্থানে 'হিমকর' পাঠ বসাইয়া দিয়াছি। (৩) কুঞ্জহি বাহির ভেল—তরু।

ব্যাখ্যা—মাধব শ্রীরাধার বেশ রচনা করিয়া বারবার তাহার মুখখানি দেখিতেছেন, বারবার তাঁহার পায়ের উপর পড়িতেছেন। চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। নিজের দেহের উপর যেন নিজের কোনও জোর নাই। সুন্দরীর কোলে কানাই মুখ লুকাইয়া বলিলেন আমাকে বিদায় দাও—রাত্রি শেষ হইতেছে—চাঁদ অস্ত যাইতেছে। রাধা কানাইয়ের চিত্তের স্থৈর্য্য বিধান করিয়া কুঞ্জের বাহিরে গেলেন। বসনে মণিমঞ্জীর লুকাইয়া (কেননা তাহার আলোকে তাঁহাকে লোকে চিনিয়া ফেলিবে) নিজের গৃহে গমন করিলেন। রত্নশয্যার উপর রসবতী বসিলেন। সখীরা ডাকিয়া হাঁকিয়া বলিতে লাগিল—রজনী প্রভাত হইল, গুরুজন জাগিল। গোবিন্দদাস বলিহারি যাইতেছেন।

৫৮

কামোদ

ধনি ধনি রমণি-শিরোমণি রাই
লোচন-ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই॥

করতলে কুঙ্কুমে ও[১] মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল-বিলোকনে পুন পুন হেরই
আকুল গদগদ বোল॥
লোচন-খঞ্জনে[২] অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতিমূল।
অতসি-কুসুম-সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ হেম সমতুল॥
যাবক-চীত চরণ পর লীখই
মদন-পরাজয়-পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে কানুক
ভেলহুঁ আরকত হাত॥

ক. বি. ২৬৪৫ স ৪০০, তরু ২০১৩, ২৭৪০

পাঠান্তর—(১) যো—স (২) খঞ্জন—স।

শব্দার্থ—লোচন-ওত—চোখের আড়াল। অবগাই—অবগাহন করিয়া। যাবক-চীত—আলতার চিত্র।

ব্যাখ্যা—রমণীদের প্রধানা রাই ধন্য ধন্য। মাধব তাঁহার প্রেমের রসে অবগাহন করিয়া দিনরাত্রি কখনও তাঁহাকে চোখের আড়াল করেন না। নিজের করতলে কুঙ্কুম লইয়া মাধব রাধার মুখ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন। প্রেমে ভোর (উন্মত্ত) হইয়া অলকাতিলকা রচনা করিতেছেন। বারংবার সজল চোখে তাঁহাকে দেখিতেছেন আর গদগদস্বরে কথা বলিতেছেন। তাঁহার কর্ণমূলে নব নীলোৎপল পরাইয়া দিতেছেন আর শ্রীরাধা-প্রদত্ত অতসী (মসিনা) ফুলের মালা কৃপণের স্বর্ণের ন্যায় অতিযত্নে নিজের কোমল হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। শ্রীরাধার পদতলে আলতার চিত্র অঙ্কন করিয়া যেন মদনের পরাজয়-পত্র লিখিয়া দিতেছেন। মদন শ্রীরাধামাধবের নিকট পরাভূত হইয়াছেন এই বার্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চরণে লিখিয়া দিতেছেন। গোবিন্দদাস বলেন—ভালই হইল; কানাইয়ের হাত আরক্ত হইল, সুতরাং আলতা পরানোর জন্য হাতের লাল দাগ দেখিতে পাইয়া সখীরা তাঁহাকে লজ্জা দিবেন।

"মদন-পরাজয়-পাতের" ব্যাখ্যায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন 'মদন কর্ত্তৃক নিজের পরাজয়-সূচক পত্রস্বরূপ (শ্রীরাধার) চরণের উপর আলতার চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। শ্রীরাধা কন্দর্পের মূর্ত্তিমতী শক্তি-রূপিণী বলিয়া শ্রীরাধার নিকট পরাজয়ে প্রকারান্তরে মদন কর্ত্তৃক পরাজয়ই প্রমাণিত হইতেছে।' কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে কোথাও রাধাকে মদনের শক্তি বলা হয় নাই। সুতরাং টানিয়া বুনিয়া এরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখি না।

৫৯

প্রভাত-লীলা

বিভাস

গুরুজন জাগল ভেল[১] বিহান।
গৃহে নিজ কাজ সমাপন যান॥
কোই সখি[২] দধি-মন্থন করু তাহি।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি॥
কোই সখি গুরুজন-সেবন কেল।
কনক-কুম্ভ লই কোই চলি গেল॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথহি হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার॥
নিতি নিতি ঐছন করত হি রীত।
গোবিন্দদাস কহে অনুপ চরীত।

ক. বি. ৩০১ (মূলপাঠ), সা. প. ১৮২—২য় পাতা, ক. বি. ১০৫৯, ব—৬ তরু ২৫১৮

পাঠান্তর—সা. প. পুঁথিতে (১) ভৈগেল (২) সখিগণ।

শব্দার্থ—তোড়ি—তুলিয়া। অনুপ চরীত—অতুলনীয় চরিত্র।

৬০

রামকেলি

রামক নীল বসন কাহে পিন্ধ।
অরুণ উদয় নাহি ভাগয়ে[১] নিন্দ॥
ব্রজ-কুল চান্দ নিছনি যাও তোর।
অঙ্গ-বিভঙ্গ কত যে তনু মোড়॥
ফাগু ভরল কিয়ে লোচন লোর[২]।
কাঁহা লাগল হিয়ে কণ্টক আচোড়॥
ঝামর ভেল নিল-উতপল দেহ।
না জানিএ পাপ-দিঠি দেয়ল কেহ॥
মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ।
তবহু ভুঞ্জাব দধি-ওদন এহ॥
এতহি শুনল যব যশোমতি ভাষ।
আঁচর ঝাঁপি নিবারল হাস॥
গোবিন্দদাস কহ ব্রজ-অধিদেবি।
উন্‌হি নিরাপদ গোরিক[৩] সেবি॥

ক. বি. ৩০১ (মূল), সা. প. (১)—১৩১, ক. বি. ১০৬০, বৃ ২২, ব ১ তরু ২৫৩৯, সং ৫৪

পাঠান্তর—(১) না ভাঙ্গই—সং (২) লাল কাঁহা লোচন জোর—সং (৩) গৌরিক—সং।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের সঙ্গে শ্রীরাধার নীল বসনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিলাসচিহ্ন সব দেখা যাইতেছে। কিন্তু মা যশোদা বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিতেছেন যে ছেলের কাপড়ের সঙ্গে বোধ হয় বলরামের কাপড় বদল হইয়াছে। আর তাঁহার বুকে বুঝি কাঁটার আঁচড় লাগিয়াছে। রাত্রি-জাগরণে তাঁহার চোখ লাল; কিন্তু মা ভাবিতেছেন বুঝি কেহ চোখে আবীর দিয়াছে। কানাইয়ের চেহারা মলিন দেখিয়া মা ভাবিতেছেন কেহ বুঝি তাঁহার প্রতি পাপ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য তিনি প্রথমে কানাইয়ের মঙ্গলস্নানের ব্যবস্থা করিবেন। পরে তাঁহাকে দইভাত খাইতে দিবেন। মায়ের কথা শুনিয়া কানাই আঁচলে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস যেন ব্রজদেবী মা যশোদাকে বলিতেছেন, তোমার কানাই গৌরীকে (স্পষ্টার্থ—মহামায়া দেবীকে; গূঢ় অর্থ—গৌরাঙ্গিনী রাধাকে) উপাসনা করিয়া নিরাপদ আছে।

হয়ত গোবিন্দলীলামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব লইয়া এই পদ রচিত হইয়াছে—

উত্তিষ্ঠ কুর্য্যাং মুখমার্জ্জনং তে
বালস্য বাসঃ কিমিতি ত্বদঙ্গে।
ইতি ব্রুবাণাপনিনায় নীলং
বাসস্তদঙ্গাদবদচ্চ সার্য্যাম্।

৬১

তথা রাগ

নিজ গৃহে শয়ন করল বর কান।
জননি জাগাওত[১] ভৈগেল[২] বিহান॥
আলস তেজি উঠহ[৩] যদুরায়।
আগত ভানু রজনি চলি যায়॥
প্রাতহি দোহন করত যদুচান্দ[৪]।
তুরিতহিঁ দেয়ল[৫] দোহন ছান্দ॥
শয়ন উপেখি চলল বর কান।
নূপুরক নাদে জাগল পাঁচবাণ॥
নিকটহি গোঠ মিলল যব আয়।
গোবিন্দদাস মটুকি লই ধায়॥

ক. বি. ৩০১, ব ১, তরু ২৭৬১, সং ৫৬

পাঠান্তর—পদকল্পতরুতে (১) জাগায়ত (২) ভেল (৩) উঠল (৪) প্রাতহি দোহ করত যদুচাঁদ (৫) লেওল।

শব্দার্থ—বিহান—প্রাতঃকাল। তুরিতহিঁ—শীঘ্রই।

৬২

গোঠকি[১] মাঝহি করল পয়ান।
গোধন দোহন করত হি কান॥
ঘন হাম্বারব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজি ধেনু সব ধাব॥

সুন্দর অপরূপ শ্যামর চন্দ।
দোহত ধেনু করত ছন্দ বন্ধ॥
দোহন গরজন বড়ই গভীর।
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর॥
গোরস-ধার বিরাজিত অঙ্গ।
সুমেরুশিখরে যেন শোভিত গঙ্গ
মুটকি অটুকি লেই রাখত ঢারি।
গোবিন্দদাস পহুঁক বলিহারি॥

ক. বি. ৩০১ (মূল), তরু ২৫৪৫, সং ৫৬
ক. বি. ১০৬২

পাঠান্তর—তরু—(১) গোঠহি।

শব্দার্থ—গঙ্গ—গঙ্গা। মুটকি—মাটির বড় হাঁড়ি।

৬৩

বিভাস

রজনি প্রভাতে চলল বর-রঙ্গিনি
নদি-অবগাহন রঙ্গে।
সুবাসিত তৈল হলদি লই ধায়ত
প্রিয় সহচরি করি সঙ্গে॥
গজবরগতি জিনি গমন সুমন্থর
চাঁদ জিনিয়া মুখ-জোতি।
কবরি বিরাজিত মণিময় সুরচিত
সীথে উজোরল মোতি॥
নীল বসন মণি- বলয় বিরাজিত
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভার।
শ্রবণহি তাড়ক মণিময় হাটক
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমলসম রাতুল আতুল
ঝুন ঝুন নূপুর বাজ।
গোবিন্দদাস কহ ওরূপ হেরইতে
ভুলল বিদগধ-রাজ॥

ক. বি. ৩০১, ক. বি. ১০৬৩, তরু ২৭৬৩
ব ১

শব্দার্থ—বাসিত—সুবাসিত, সুগন্ধ। ধায়ত—বেগে যায়। জিনি—জয় করিয়া। সীথে—সিঁথিতে। উজোরল মোতি—উজ্জ্বল মোতি। কঞ্চুক—কাঁচুলি। তাড়ক—এক রকম কানের গহনা। হাটক—স্বর্ণ। শ্রবণহি তাড়ক ইত্যাদি—কানে গহনা, গলায় মণিময় সোনার হার বিরাজিত।

পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা

৬৪

সারঙ্গ

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে নন্দ-নন্দন
ভোজন করু দোন[১] ভাই
রোহিণি দেবি করত পরিবেশন
রসবতি দেওত বাঢ়াই॥
কনক[২] থারি ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই নবনি দধি শাকর
অন্ন ব্যঞ্জন সুমধুর॥
ভোজন কেলি কহনে নাহি যায়ত
কো করু আনন্দ-ওর।
ভোজন সারি শয়ন করু পালঙ্কে
সুখময় নন্দকিশোর॥
যো কিছু শেষে রহল থারিপর
ভোজন কয়লহি[৩] গোরি।
গোবিন্দদাস ঝারি লেই ঠাড়হি
চামর ঢুলাওত থোরি॥

সা. প. ১৮২, ২১২ পত্র, ব ১ (১৮) তরু ২৭৭০

পাঠান্তর—সা. প. (১) দুই (২) রতন (৩) করতহি।

ব্যাখ্যা—রোহিণী দেবী বলরামের মাতা। রসবতি দেওত বাঢ়াই—রোহিণী দেবী পরিবেশন করিতেছেন, আর রসবতী শ্রীরাধা জিনিসপত্র আগাইয়া দিতেছেন। শাকর—শর্করা, চিনি। আনন্দ ওর—আনন্দের সীমা। গোরি—গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা। গোবিন্দদাস ঝারি লেই

ঠাড়হি—কবির মঞ্জরীভাবের সেবার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। গোবিন্দদাস ঝারি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—ভোজন শেষ হইলে মুখ ধোয়াইয়া দিবেন বলিয়া। আঁচাইবার পর তিনি একটু চামর ঢুলাইবেন।

৬৫

সুহই

ব্রজ নিজ জনসঙ্গে কত কত ধাওত
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয়কার করত নব বধূগণ
কনক কুম্ভ ভরি বারি॥
আনন্দ কো কহু ওর।
রসবতী ঠাড়ে অট্টালিকা উপরি
হেরইতে দুহুঁ দিঠি লুব্ধ চকোর॥
নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজত
দুহুঁ মন ভৈগেল ভোর।
প্রেম রতন ধন দোঁহে দুহুঁ পিয়াওল
দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর॥
চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন
শিথিল পীত পটবাস।
নিজ নিজ মন্দিরে সব কোই আয়ল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১০।২, ব ১ তরু ২৭৭২. সং ৩৭ পৃঃ
(একান্ন পদের বিংশ পদ)

শব্দার্থ—রসবতী ঠাড়ে—রসবতী রাধা অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া আছেন। হেরইতে দুহুঁ দিঠি—লুব্ধ চকোর যেমন চাঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দেখিবার জন্য তাকাইয়া আছেন। নয়নে নয়নে কত—উভয়ের চোখে চোখে দেখা হইল, তাহাতে কতই না প্রেমরসের সৃষ্টি হইল; দুইজনের মনই বিভোর হইল। ভোর—বিহ্বল, মত্ত।

৬৬

বেলোয়ার

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখাগণ[১] দেই করতালি॥
চলইতে চরণ পড়য়ে[২] তিন বঙ্ক।
ভালে কলঙ্কিত[৩] কালিন্দি-পঙ্ক॥
কহইতে বদনে করত[৪] কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে[৫] বাজাওত অঙ্গ॥
ভোজন সরবস[৬] সব অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দন্দ॥
মধু-গুড় লোভিত বাউল চীত[৭]।
বন্ধক দেওই যজ্ঞপবীত॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইত প্রীত দেই দশ গালি॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণ-গাম।
দ্বিজ-পায়ে কয়ল লাখ পরণাম॥

ক. বি. ১১১ তরু ২৫৪২, কী ৩২০

কীর্তনানন্দে পাঠান্তর—(১) সব বালক মেলি (২) পড়ই (৩) বিরাজিত (৪) করয়ে (৫) সঘন (৬) সবরস (৭) লোভে উলসিত চিত্ত।

ব্যাখ্যা—মধুমঙ্গল চরিত্র শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃষ্ট। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য রূপে অঙ্কন করা হইয়াছে। মধুমঙ্গল ভোজনপটু ব্রাহ্মণ বালক বলিয়া গোবিন্দদাস তাঁহাকে 'ভোজনসর্ব্বস্ব' বলিয়াছেন। তিনি যজ্ঞোপবীত বন্ধক দিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত। তাঁহার চলনভঙ্গী বিচিত্র, কেননা পা তিন জায়গায় বাঁকা হইয়া পড়ে। কপালে তাঁহার যমুনার পঙ্ক লাগিয়াছে। কথা বলিবার সময় তিনি মুখের কত ভঙ্গী করেন! বারবার নাচিতে নাচিতে অঙ্গ বাজাইয়া থাকেন অর্থাৎ গায়ে তাল ঠুকেন। তাঁহার সব অনুবন্ধ বা প্রযত্ন কেবল খাইবার জন্য। সকালে উঠিয়াই তিনি ক্রমাগত ঝগড়া বাধাইয়া দেন। তাঁহার চালচলন এমনই অদ্ভুত যে ভালবাসিয়া কিছু করিতে বা বলিতে গেলে দশ কথা শুনাইয়া দেন। এই কথা-চিত্রটী অতুলনীয়।

৬৭

সারঙ্গ

আনহি ছল করি সুবলের করে ধরি
গমন করল বনমাহি[১]
তরু তরু হেরি কুসুম তহিঁ তোড়ই[২]
যতনহি হার বনাই।
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।
সুন্দরি মনে করি ভাবই পথ হেরি
আকুল[৩] মন নহে থীর॥
নব নব পল্লবে শেজ বিছায়ল
নব কিশলয় তহিঁ রাখি।
কুঙ্কুম ঘোরি[৪] চীত ভেল আকুল
হেরইতে চির-থির আঁখি॥
তৈখনে মদন দিগুণ তনু দগধল[৫]
জর জর শ্যামর-অঙ্গ[৬]।
গোবিন্দদাস-পহুঁ সুবল কোরে করি
ঢর ঢর নয়ন-তরঙ্গ[৭]॥

ক. বি. ৩০১, ৭১৪, ১০৭৪, ব ১ (একান্ন পদের দ্বাবিংশ পদ) তরু ২৫৭৮, সং ১৪৪

পাঠান্তর—সং—(১) বনমাই (২) তরু তরু কুসুম হেরি তহিঁ তোড়ল (৩) কাতরে (৪) থোরি (৫) দুখ দেওল (৬) গর গর শ্যামর চন্দ্র (৭) মদনতরঙ্গ।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে সখাদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। সেই সময় কোন ছল করিয়া সুবলের হাত ধরিয়া বনের মধ্যে গমন করিলেন। ফুলগাছগুলি দেখিয়া তাহা হইতে ফুল তুলিয়া যত্নসহকারে হার বানাইলেন। মাধব রাধাকুণ্ডের তীরে যাইয়া বসিলেন। রাধাকুণ্ডে রাধার কথা মনে করিয়া তাহার পথপানে চাহিয়া রহিলেন; মিলন-আশায় মন আকুল হইল; কিছুতেই স্থির হয় না। নূতন নূতন পল্লব দিয়া শয্যা বিছাইলেন। তাহার উপর নূতন কিশলয় রাখিলেন। কুঙ্কুমের ঘোর বা গাঢ় রং দেখিয়া চিত্ত আকুল হইল; তাহার প্রতি দৃষ্টি যাইতেই চক্ষু যেন তাহাতে নিবদ্ধ হইয়া থাকিল। সেই সময় মদন যেন দ্বিগুণ জোরে তনু দগ্ধ করিল। শ্যামের অঙ্গ জর্জর হইয়া গেল। গোবিন্দদাসের প্রভু সুবলকে কোলে করিয়া (রাধার অভাবে) অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

৬৮

প্রিয় সখী গমন করল প্রতি বনে বন
প্রবেশল কুণ্ডক তীর।
সুশীতল করি কুঞ্জ অতি সোহন
মলয় পবন বহে ধীর॥
সুবলসখা করু কোর।
সহচরী পথ হেরি অন্তর গর গর
ঢর ঢর নয়নকো লোর॥
সচকিত নয়নে নেহারই সহচরী
আকুল শ্যামরু চন্দ।
রঙ্গ পট্টাম্বরে মুখরুচি মোছই
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
কর্পূর তাম্বুল বদনহি পূরল
সচকিত ভেল পীতবাস।
সুন্দরী গমন করল অব নিকটহি
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৩০১, ব ১ (একান্ন পদের চতুর্বিংশ পদ)

শব্দার্থ—শোহন—শোভন।

৬৯

ভাটিয়ার

সুন্দরি সখি সঞে করল পয়াণ।
রঙ্গ-পট্টাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥
দশনক জোতি মোতি নহ সমতুল

হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিকু-বাণি॥
কর-পদ-তল থল-কমল-দলারুণ
মঞ্জির রুনু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণি-শিরোমণি
জীতল মনমথ-রাজ॥

তরু ২৫৫০

শব্দার্থ—কাজরে উজোর নয়ান—কাজলে চক্ষু উজ্জ্বল হইল। দশনক জোতি—দন্তের জ্যোতিঃ মতির শোভাকেও হার মানায়। পিকু-বাণি—কোকিলের তুল্য স্বর। থল-কমল-দলারুণ—স্থলপদ্মের ন্যায় অরুণ। জীতল—জয় করিল।

মধ্যাহ্ন-লীলা

৭০

বরাড়ী

সখিগণ সঙ্গে চললি[১] বর-রঙ্গিনি
ভানু-আরাধন লাগি।
বহু উপহার কর্পূর তাম্বুল[২]
লেওল গুরুজনে মাগি॥
সুগন্ধি চন্দন নেল।
চিনি কদলী সর[৩] হার মনোহর
সখিগণ হাতহি দেল॥
জয় জয়কার হুলাহুলি ঘনঘন
ঘণ্টা[৪] শব্দ ঘন ঘোর।
কেলি করত কত কোকিল কুহরত
নৃত্যতি[৫] মউরক জোর॥
কুণ্ডক তীর মিলল দুহুঁ দুই কর
দরশনে বিবিধ বিকার[৬]।
গোবিন্দদাস কহ তারু যত উপজল
কো ইহ কহই না পার[৭]॥

ক বি ৩০১, ১০৭৯, ব ১ তরু ২৭৭৯
(একান্ন পদের ষড়বিংশ পদ) স ৪৩৫

পাঠান্তর—তরু (১) চলল (২) যতন করি লেওল (৩) কদলি উপহার (৪) শঙ্খ (৫) নৃত্যত।
(৬) কুণ্ডক তীরে মিলল বর নাগরি
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।—ক. বি. ৩০১
(৭) গোবিন্দদাস পহু রসময় নাগর
নয়নক ইঙ্গিতে কাজ পরকাশ॥—ক. বি. ৩০১

শব্দার্থ—ভানু-আরাধন লাগি—সূর্য্যপূজার জন্য। হার মনোহর—সুন্দর মালা। দরশনে বিবিধ বিকার—উভয়ের দেহে অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার দেখা দিল।

৭১

সারঙ্গ

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনাতীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ গোপাল সঙ্গে বল বীর।
বাজত ঘন মৃদু মৃদু বেণু[১]।
হৈ হৈ রবে হাম্বারব গরজন
আনন্দে মগন চরয়ে[২] সব ধেনু॥
সম বয় বেশ কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জানব মঞ্জুল
হেরইতে জগজন মন ভোর[৩]॥
বলয় নিশান কনয় কটি[৪] কিঙ্কিনি
নূপুর রনু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস পহু নিতি নিতি ঐছন
বিহরই নবঘন বিদগধরাজ[৫]॥

বৃ ১ (২১), ক. বি. ২৯৮২ সমুদ্র ৪১১, তরু ১৩০৯, সং ১৩৭

পাঠান্তর—(১) বাজত ঘন ঘন বিষাণ বেণু—তরু; ঘন ঘন বাজ বেণু—সং (২) চরত—তরু ও সং (৩)

জগজন মন করু ভোর—তরু ও সং (৪) বলয় বিশাল কনক কটি—তরু (৫) বিপিন সমাজ—তরু।

শব্দার্থ—উজোর—উজ্জ্বল। মঞ্জুল—সুন্দর।

৭২

শ্রীরাগ

কাহ্নুক[১] গোঠ গমনে বিরহাতুর
ধৈরজ ধরই না পারি।
ব্রজগত যত জন সঙ্গহি ধাওল
অরু[২] যত কুলবতি নারি॥
সজনী দেখ দেখ ব্রজ-জন-নেহ[৩]
নয়নে নয়নজল অঙ্গে পুলককুল
ভাবে অবশ ভেল দেহ[৪]॥
তিল এক বিরহ কলপ সম[৫] মানই
চীত-পুতলি সম হেরি।
ব্রজ-কুল-নন্দন বহুত যতনে পুন
ঘরহি পাঠাওল ফেরি॥
কাতর অন্তরে নিজ নিজ মন্দিরে
সবজন করল পয়াণ।
সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে
গোবিন্দদাস পিছে যান॥

ক বি. ১১২ স ৪১৩, তরু ২৭৭৩, কী ৩২১

তরু ও কীর্ত্তনানন্দে পাঠান্তর—(১) কানুক (২) আর (৩) নেহা (৪) দেহা (৫) করি।

ব্যাখ্যা—কানাই যখন গোষ্ঠে গমন করিলেন তখন ব্রজের সকল জনই বিরহে ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, তাই তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়াইলেন। কুলবতী রমণীরাও ঘরে রহিলেন না—কানাইয়ের পিছে পিছে ছুটিলেন। সখি, ব্রজজনের প্রেমের প্রকৃতি দেখ। তাহাদের প্রত্যেকের নয়নে জল, দেহ পুলকে পূরিত ও ভাবে অবশ। এক তিলের বিরহকেও তাহারা কল্পকালস্থায়ী বলিয়া মনে করে। তাহাদিগকে চিত্রে অঙ্কিত পুতুলের মতন প্রাণহীন বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে ফেরত পাঠাইলেন; তাই কাতর অন্তরে সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সখী রাইকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন; গোবিন্দদাস তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলেন।

৭৩

সুহই

নিজ-মন্দিরে ধনি বৈঠলি[১] বিরহিনি
প্রিয়-সহচরি-মুখ চাহি[২]।
যাঁহা যদুনন্দন করত গোচারণ
তুরিতে গমন করু তাঁহি[৩]॥
সজনী খনিক[৪] বিলম্ব জনি[৫]।
সহচরি-হাত[৬] মাথে ধরি সুন্দরি
বোলত মধুরিম বাণি॥
বংশীবট-তট কদম্ব নীকট
খোঁজবি ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জ[৭] কুসুম বন
সুশিতল[৮] কুণ্ডক তীর॥
কালিন্দি[৯]-পুলিন সঘন বৃন্দাবন
নিধুবনে কেলিবিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বন গোবর্দ্ধন কানন
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৩০১, ১০৭৫, ব ১ তরু ২৭৭৫, স ৪২৮
(একান্ন পদের ত্রয়োবিংশ পদ)

পাঠান্তর—(১) অনুরাগ—স (২) যাই—তরু (৩) তাই—তরু (৪) খেনেক—তরু (৫) বিলম্ব কর জানি—তরু (৬) 'সহচরি হাত' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে পদামৃতসমুদ্রে

হামারি পরাণ রহইতে যৈছনে
তুরিতে সম্বাদহ আনি॥

৭) বিলাস—স (৮) শীতল—স (৯) কালিন্দি-পুলিন ইত্যাদির পরিবর্তে পদামৃতসমুদ্রে

ও মুখচন্দ্র দরশে পুন শীতল
হোয়ব তোহারি নয়ান।
ঐছন প্রেম কথিহ্ নাহি হেরিয়ে
গোবিন্দদাস কর গান॥

শব্দার্থ—সজনী খনিক বিলম্ব জনি—সখি একটুও যেন দেরী করিও না। নিধুবনে কেলিবিলাস—নিধুবনে যেখানে কেলিবিলাস হয় সেইখানেও খোঁজ করিও।

৭৪

ভূপালী

বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল।
অলখিতে আওল অলখিতে গেল॥
নগরক লোক কোই লখই না পারি।
ঐছে গতাগতি করু সুকুমারি॥
বেশ বনাই কানু বল বীর।
গোধন লই চলু যামুন তীর॥
গোপ গোপাল সঙ্গে কত ধাব।
বেণু বিষাণ ঘোর ঘন রাব॥
সুবল সখা সঞে করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১০৭১, ব ১ তরু ২৭৭১
(একান্ন পদের উনবিংশ পদ)

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইবেন, তাঁহার ক্ষুধা লাগিবে; তাই রাধিকা সকলের অলক্ষ্যে আসিয়া প্রাণনাথের আঁচল ভরিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দিয়া আবার সকলের অগোচরেই চলিয়া গেলেন। নগরের লোক কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। এমন ভাবেই সুকুমারী যাতায়াত করেন। এদিকে বেশভূষা করিয়া কানাই ও বলরাম গোধন লইয়া যমুনার তীরে চলিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের গোপ গোপালকগণ ধাইতেছেন; বেণু ও বিষাণের উচ্চ ধ্বনিতে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সুবল সখার সঙ্গে বিলাস করিতেছেন। এক মুখে গোবিন্দদাস এমন মধুর লীলা কেমন করিয়া বর্ণনা করিবেন।

৭৫

তথা রাগ

আন ছলে আন পথে গমন কয়ল দুহু
সখিগণ বৈঠল কুঞ্জে।
সরস রসাল নবিন[১] নব মঞ্জরী
বিকসিত ফুল-ফল-পুঞ্জে॥
দুহুঁজন[২] মীলন ভেল।
রসময় রসিক রমণি-রস-শেখর[৩]
বহুবিধ কৌতুক কেল॥
মদন-মহোদধি নিমগন দুহুঁজন
ভুজে ভুজে বন্ধন-ছন্দ।
তরুণ তমাল কিয়ে কনক-লতাবলি
নব জলধরে জনু[৪] ঝাঁপল চন্দ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে মগন দুহুঁক মন[৫]
ঘাম-বিন্দু মুখে সুন্দর জোতি।
গোবিন্দদাস পহু রতিরণ-পণ্ডিত[৬]
জলধরে যৈছে বিথারল মোতি[৭]।

ক. বি. ৩০১, ২৫৭৭, ব ২১ সং ১৮৭, তরু ২৭৮৩
(২৯)

পাঠান্তর—সং (১) নূতন (২) বহুজন (৩) রমণ রসে নাগরি (৪) কিয়ে (৫) মগন বহু দুহু জন (৬) রতিজয়-পণ্ডিত (৭) যৈছন জলদে বিথারল মোতি।

শব্দার্থ—মদন-মহোদধি—কামের মহাসমুদ্রে। নব জলধরে—নূতন মেঘ যেন চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল। জলধরে যৈছে বিথারল মোতি—শ্রীকৃষ্ণের গায়ে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া কবির মনে হইতেছে মেঘের গায়ে বুঝি মতি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৭৬

গান্ধার

বনমাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমরু করু তাঁহি।
মার ত বদন নেহারি কুসুম শর
শোহত সমরক মাহি॥
কো কহু মরমক কেলি
নওল কিশোরী নওল বর নাগরি
ললিতা বিশাখা সখি মেলি॥
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
রুনু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে রমণীশিরোমণি
জিতল বিদগধ-রাজ॥

ক. বি. ১০৮০, ব (একান্নপদ) তরু ১৫২৬, ২৬১০ ২৫৫০ (শেষ দুই চরণ)

পাঠান্তর—বরাহনগর একান্ন পদের আরম্ভ—
নব নব কুসুম তোড়ি সব সখীগণ

ব্যাখ্যা—সখীরা বনের মধ্যে ফুল তুলিয়া লইয়া সরস যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কুসুমশর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তাঁহারা শোভা পাইতেছেন। নবীনা কিশোরী নব নাগরী ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীর সহিত মিলিয়া যে ক্রীড়া করিতেছেন সেই মনোরম কেলি কে বর্ণনা করিতে পারে? তাঁহাদের প্রত্যেকের দেহ মণিময় ভূষণে শোভিত। নূপুর রুনু ঝুনু বাজিতেছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন রমণীশিরোমণি বিদগ্ধ রসিকরাজকে জয় করিলেন।

৭৭

ভূপালী

কানুক দরশন ভেল।
সহচরি তুরিতহিঁ গেল
কানু-কথন শুনি ভোরি।
বেশ বনায়লি[১] গোরি॥
প্রিয় সহচরি করি সঙ্গ।
বসনভূষণ করি অঙ্গ
নব নব নাগরি বালা।
যৈছন চান্দকি মালা॥
বাওত কত কত তানে।
কত রস[২] করতহিঁ গানে।
রসিক রমণি রসে[৩] ভাস।
শুনতহি[৪] গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৩০১, সা. প. ১৮২ ষষ্ঠ পত্র, তরু ২৫৯৪
ক. বি. ১০৯, ব ১ (২৫)

পাঠান্তর—সা. প.—(১) বনায়ত (২) রাগ (৩) কত (৪) সঙ্গে চলু।

শব্দার্থ—তুরিতহিঁ—শীঘ্রই। ভোরি—মত্তা। বাওত—বাজাইতেছে।

৭৮

বরাড়ী

রতনমন্দিরে দুহুঁ নাগর নাগরি
বৈঠল সখিক সমাজ।
নাগর-ইঙ্গিত করণে বৃন্দা সখি
তুরিতহি বুঝল কাজ॥
যোই নিন্দয়ে সিধু সুবাসিত বর মধু
তবহিঁ আনি আগে দেল।
আপে ভোজন করি সকলে ভুঞ্জায়ল
যতনহি কৌতুক কেল॥
কো কহুঁ প্রেম-তরঙ্গ।
সহজই প্রেম মধুর মধুরাধিক
তাহে পুন মধুপান-রঙ্গ॥
ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ
ঘু-ঘুমে ব-বাধ না পারি।

এত কহি নিজ নিজ কুঞ্জক মন্দিরে
শয়ন করত সব নারি ॥
রাধামাধব কুঞ্জগৃহ-তলপহিঁ
যাই করল পরবেশ।
গোবিন্দদাস বিথারল রতি-রণ
কত কত ভাব বিশেষ ॥

তরু ২৬৩৯

শব্দার্থ—যোই নিন্দয়ে সিধু সুবাসিত বর মধু—মত্তকেও হারাইয়া দেয় এমন ভালো সুগন্ধ মধু। ঘু-ঘুমে ব-বাধ না পারি—নেশা হওয়ায় শব্দ জড়াইয়া যাইতেছে। তুলনীয় : উজ্জ্বলনীলমণিতে—

করোতি নাদং মুরলীরলীরলী
ব্রজাঙ্গনাহৃন্মথনং থনং থনম্।
ততো বিদূনা ভজতে জতে জতে
হরে! ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা ॥—উজ্জ্বল ১১।৮৮

অর্থাৎ শ্রীরাধা মুরলী স্থানে রলী রলী, হৃন্মথন থন থন, ললিতা লিতা লিতা ও ভজতে জতে জতে এই কয় শব্দ অধিক প্রয়োগ করিলেন। তলপহিঁ—তল্প বা শয্যায়।

মন্তব্য—মধুপান লীলা কবিকর্ণপূরকৃত আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ (২০।১৬৫), অলঙ্কারকৌস্তুভ (৫।১৫; ৫।১৭), কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী (৬।৩৮-৬৯) এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।১১৪, ১৪।৭৭—১২২ এবং ১৫।৫—৭) বর্ণিত হইয়াছে।

৭৯

তথা রাগ

বিপিনহিঁ কেলি করত দুহুঁ মেলি।
জলমাহা পৈঠই করত হি কেলি ॥
নাহি উঠত দুহুঁ মোছলহি অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ নিরখিতে মুরুছে অনঙ্গ ॥
অঙ্গে করল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরি বনায়ল বান্ধল কেশ ॥
নিজ নিজ মন্দিরে কয়ল পয়ান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান ॥

ক. বি. ৩০১, ব ১ (১৪) তরু ২৬৫, ২৭৬৬

শব্দার্থ—জলমাহা—জলের মধ্যে। মুরুছে অনঙ্গ—কামদেব স্বয়ং ইঁহাদের রূপ দেখিয়া মূর্চ্ছা যান।

৮০

ধানশী

নাহি উঠল দোঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর ॥
অঙ্গে বনায়ল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ ॥
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করু তঁহি কত পরকার ॥
রাইক যতনে সোই শ্যামরায়।
বহুবিধ ভূঞ্জল হরিষ হিয়ায় ॥
যো কিছু শেষ রহল পুন থারি।
সখি সঞে ভোজন করল বরনারি ॥
তাম্বুল খাই শয়ন দুহুঁ কেল।
অলসে আকুল দোঁহে নিন্দ গেল ॥
সখিগণ তাহি শয়ন করু কুঞ্জে
কুসুম-শেজ রচিত রসপুঞ্জে ॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুক বিলাস।
বীজন করতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

তরু ১১১১

শব্দার্থ—পাতল চীর—পাতলা কাপড় যেন গায়ে বসিয়া রহিয়াছে। ভূঞ্জল—ভোজন করিলেন। হরিষ হিয়ায়—আনন্দিত চিত্তে। বীজন করতহিঁ—বাতাস করিতেছেন।

৮১

তথা রাগ

বিরমল রতিরণ বৈঠল দুহুঁজন
মুছই আনন-চন্দ[১]।
দুহুঁ জন বদনে তাম্বুল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহি চাই।
আহা মরি মরি বলি পুন বদন ঘন চুম্বই[২]
দুহুঁ দোঁহা তনু বিলুঠাই॥
নীলপীত বসন শোভিত দুঁহু[৩] তনু
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছে[৪] রসিকবর রমণি রস-নাগরি
তৈছন বিদগধ-রাজ॥
কতহি যতন করি বিধি নিরমায়ল
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকশিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দ দাস গুণ গান[৫]।

ক. বি. ১১০৫ তরু ২৮৩২

পাঠান্তর—তরু—(১) মোছই দুঁহু-মুখ-চন্দ (২) আহা মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই (৩) শোভিত ভেল (৪) যৈছন (৫) গোবিন্দদাস পরমাণ

শব্দার্থ—মুছই আননচন্দ—মুখচন্দ্র মুছিলেন। বসন ঢুলায়ত মন্দ—ধীরে ধীরে বসন ঢুলাইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

৮২

গান্ধার

শ্রম-জলে ভীগল সকল শরীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
পুরল মনোরথ বৈঠল তাই।
বসন ঢুলায়ত রসবতি রাই॥
রসময় নাগর রসবতি গোরি।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি॥
শুতল বিদগধ নাগর রায়।
রতি রসে মগন দুহুঁ নিন্দ যায়॥
সকল সখি মেলি বিনোদিনি রাই।
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই॥[১]
পল এক জাগি বৈঠল পিত-বাস।
জল সেবন করু গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৩০১, ২৫৭৯, ব ১ (৩০) তরু ২৭৮৪, সং ৩৩১

পাঠান্তর—

(১) করসে মুরলী যতনে চোরাই
রসবতি রাখল আচরে ছাপাই॥—সং

মন্তব্য—মুরলী চুরির লীলা বিদগ্ধমাধবে ৪।৩৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ নাটকের ৪।৩৫ শ্লোকে আছে—

যা নির্ম্মাতি নিকেতকর্ম্মরচনারম্ভে করস্তম্ভনং
রাত্রৌ হস্ত করোতি কর্ষণবিধিং যা পত্যুরঙ্কাদপি।
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরো যা নীবিবিধ্বংসনং
ধূর্ত্তা গোকুল-মঙ্গলস্য মুরলী সেয়ং মমাভূদ্ বশা।

অর্থাৎ ঘরের কাজ করিতে আরম্ভ করিলে যে করকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়, রজনীতে পতির কোলে শয়ন করিয়া থাকিলে যে সেখান হইতে টানিয়া আনে, আর গুরুজনের সামনেই গৌরীদের নীবি খুলাইয়া দেয়, সেই গোকুলানন্দের ধূর্ত্তা মুরলী আজ আমার বশাপন্ন হইয়াছে।

৮৩

পটমঞ্জরী

সখীজনে পুছত বারহিঁ বার[১]।
কোন চোরাওল মুরলী হামার॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহা পুন ছোড়লি কাঁহা পুন চাই[২]।
সরবস ধন তুয়া কোন চোরায়॥
কাতর নয়নে নেহারএ কান্থ।
সখীগণ মোহে মুরলি দেহ দান[৩]॥
কর সঞে[৪] মুরলী কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
গোবিন্দদাস পহুঁ যুবতিসমাঝ॥

ক. বি. ৩০১, ১০৮৪, ব ১ (৩১) সং ৩৩২, তরু ২৬৩২

পাঠান্তর—তরু (১) সখিগণে কানু পুছত কতবার (২) কাঁহা কাঁহা প্রেম ছোড়ি করব উপায়—সং (৩) দিল আন—সং (৪) করগহি—সং।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বংশী হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া সখীদিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "আমার মুরলী কে চুরি করিল?" বিনোদিনী রাধা মধুর হইতেও মধুর স্বরে বলিলেন, "কোথায় তুমি ফেলিয়া আসিয়াছ আর কোথায় খুঁজিতেছ? তোমার সর্ব্বস্ব ধন কে চুরি করিয়া লইল?" কানাই কাতর দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন এবং বলিতেছেন—"সখীগণ আমাকে মুরলী দাও।" কুঞ্জ-গৃহের মধ্যে সখীদের হাত ধরিয়া গোবিন্দদাসের প্রভু যুবতীসমাজে মুরলী প্রার্থনা করিতেছেন।

মন্তব্য—গোবিন্দলীলামৃতে (১০।৫৫-৬৬ শ্লোকে) রাধার বিরুদ্ধে বংশীচুরির অভিযোগ আনা হইয়াছে।

৮৪

বরাড়ী

সব সখিগণ মেলি করল পয়ান[১]।
কৌতুকে কেলি-কুণ্ডে অবগান॥
জলমাহা পৈঠল সখিগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জল-কেলি॥
বিথারল কুন্তল জরজর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখিগণ বেড়ল শ্যামর[২]-চন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি[৩] রহু ধন্দ॥

ক.বি. ১০৮৫ তরু ২৬৪৭

পাঠান্তর—ক. বি. (১) সখিগণ মিলি দুহু করল পয়ান (২) নাগর (৩) গোবিন্দদাস পহু।

শব্দার্থ—অবগান—অবগাহন। বিথারল—বিস্তৃত করিল, এখানে চুল এলোমেলো হইল।

৮৫

তথা রাগ

নাহি উঠল তিরে সবহুঁ সখীগণ
রসবতী নাগরী রাই[১]।
বসন নিচোড়ি মোছই সব তনু
সখিগণ বেশ বনাই॥
বিনদিনি-বেশ করত বর কান।
চিকুর সাঙারি কবরি পুন বান্ধই
অলক তিলক নিরমান॥
সীথি বনাইয়া[২] উর পর লেখই
মৃগমদ-চিত্র নিশান[৩]।
রতি-জয়-রেখ চরণযুগ লেখই
আরকত বেশ বনান[৪]॥
কতহুঁ যতন করি বেশ পরায়ল[৫]
নূপুর দেয়ল রঙ্গে[৬]।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
মুরছয়ে কতহুঁ অনঙ্গে॥

ক. বি. ৩৪১, ১০৮৬, ব ১(৩৩) তরু ২৬৫০, সং ১০১, ২৬৭, ২৯১

পাঠান্তর—সং (১) রসবতী নাগর রায় (২) সব বেশ বনাই (৩) মৃগমদ পত্র নিশান (৪) যাবক তাঁহ নিরমান (৫) নূপুর পরাওই (৬) বসন পরাওই অঙ্গে।

৮৬

তথা রাগ

রতন থারি[১] পর চিনি কদলী সর
আনল[২] রসবতি রাই।
শীতল কুঞ্জতল সুগন্ধ পরিমল
বৈঠল নাগর যাই[৩]॥
ভোজন করু ব্রজরায়[৪]।
বাসিত বারি সুকর্পূর তাম্বূল[৫]
সখিগণ দেওত বাঢ়ায়[৬]॥

আগোর চন্দন শ্যাম-অঙ্গে লেপন[৭]
বীজই কুসুমক বায়।
সখিগণ সঙ্গে বিহার করত দুহুঁ[৮]
গোবিন্দদাস বলি যায়॥

ক. বি. ১০৮৭, ব ১ (৩৪) সং ১০২, ২১৮, ২৬৮, তরু ২৬৫২

পাঠান্তর—সং (১) থালি (২) আনলি (৩) তহিঁ বৈঠল দুহুঁ যাই (৪) যতুরায় (৫) সুশীতল নীর কর্পূর তাম্বুল (৬) রসবতি দেই বাঢ়ায় (৭) ঘন ঘন লেপন (৮) রঙ্গে নেহারই।

৮৭

ভাটিয়ারি

কীরক মুখে শুনি[১] জরতি-আগমন
চলু সভে রবিক মন্দিরে।
গন্ধ মাল্যবর ষোড়শ উপচার
আর কত কত উপহারে॥
দেখ বিপ্র-বেশধর শ্যাম।
জরতিক আগে যাই কহই শুন।
বিশ্বশর্ম্ম মঝু নাম॥
সো শ্যাম বচন মুরতি হেরি[২] তৈখন
পরণাম করি কহে সোয়[৩]।
ধৈরজ-প্রকৃতি দেখি চিতে লাগল
অতয়ে বরণ কৈলুঁ তোয়॥
নিতি নিতি আসি পূজায়বি সুরদেব
দেয়বি শুভ-বর জোই।
গোধন রতন পূরণ মঝু সুতক
বধুক সতীপণ হোই॥
শ্যাম কহত তব ঐছন হোয়ব
পূজবি পশুপতি সুর।
রয়নী দিন মাহা নীতি পূজায়ব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥
পুনহি কহত উহ ঐছন হোয়ব
তেজিয়ান তুহুঁ ব্রহ্মচারি।
শুনি এত বচন চাহি পুন আনন
মনহি হাসই ব্রজ-নারি॥
নানাবিধ বরণ পূজন করি কতক্ষণ
আর কত কত বর-রঙ্গ।
যোই করত সোই প্রেমক সঙ্গতি
অতয়ে নহত তছু ভঙ্গ॥
বেলি অবসান হেরি সভে আকুল
গমন কয়ল নিজ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ আপন বশ নহ
বিরহে অবশ সব দেহ॥

ক. বি. ৬৪ স ৪৪৮, তরু ২৮৬৩

পাঠান্তর—স (১) কীর মুখহি শুনি (২) লখি (৩) পরণম করি কহে অহে।

শব্দার্থ—কীরক—টিয়াপাখী, শুক পক্ষী। রবিক মন্দিরে—সূর্য্যমন্দিরে। জরতিক আগে—বৃদ্ধার সম্মুখে (এখানে জটিলার সামনে)। প্রেমক সঙ্গতি—প্রেমের সহিত।

৮৮

তথা রাগ

তাহিঁ সুগমন কয়ল বর-রঙ্গিণি
সখিগণ সঙ্গহি মেলি।
তহিঁ জয়শঙ্খ হুলাহুলি ঘনঘন
ভানু-আরাধন-কেলি॥
দ্বিজবর বিদগধ-রাজ।
সুবাসিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন
কর্পূর-পুর করু সাজ॥
বহু উপভোগ তাম্বুল আদি দেওল
চিনি কদলক ফুল-হার।

সুবাসিত করি খীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার ॥
কুসুমক অঞ্জলি দেয়ল সখি মেলি
আনন্দে কো করু ওর ॥
•গিরিবরে কনক-লতাবলি বেঢ়ল •
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

ক. বি. ৩০১, ১০৮৮, ব ১ (৩৫) তরু ২৮৬৪

শব্দার্থ—তাঁহি—সেইখানে। ভানু-আরাধন কেলি—সূর্য্যপূজা করিল। দ্বিজবর বিদগধ-রাজ—রসিক-শ্রেষ্ঠই পুরোহিত হইয়াছেন। গিরিবরে কনক-লতাবলি বেঢ়ল—শ্রীকৃষ্ণ গিরিবর তুল্য, তাঁহাকে শ্রীরাধারূপ স্বর্ণলতা যেন বেষ্টন করিল।

৮৯

তথা রাগ

সখিগণ মেলি কয়ল জয়কার।
শ্যামর অঙ্গে দেয়ল ফুলহার ॥
নিজ-মন্দিরে ধনি কয়ল পয়াণ।
বনমাহা গমন করল বরকান[১] ॥
সখিগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরি।
মণিময়ভূষণ অঙ্গে উজোরি[২] ॥
শঙ্খশব্দ ঘন জয়-জয়-কার।
সুন্দরবদনী কবরি কুচভার ॥
হেরি মদন কত পরাভব পাব।
গোবিন্দদাস তুহুঁ রস গাব[৩] ॥

সা. প. ১৮২, ৮ম পত্র, সং ১০৩, তরু ২৮৬৫
ক. বি. ৩০১, ১০৮৯

পাঠান্তর—সং (১) বনথল রহব সুনাগর কাহ্নু (২) মণিভূষণে সব অঙ্গ উজোরি (৩) গুণ গাব। তরুতে "সুন্দর বদন" আছে। তাহা অপেক্ষা সংকীর্ত্তনামৃতের "সুন্দরবদনী" পাঠ ভাল; কেননা সুন্দরবদনীরই কুচভার ও কবরী।

অপরাহ্ণ-লীলা

৯০

গোবিন্দ আওত গোধন সঙ্গে।
যৈছন কমল নেহারয়ে দিনকর
ঐছন ব্রজ-বধু রঙ্গে ॥
বেলি-অবসান হেরি যদুনন্দন
বেণু পুরিতে ধেনু ফীরে।
গহন-গুহা গিরি কাননে যত ধেনু
মীলল যামুন-তীরে ॥
চুয়া চন্দন গন্ধ চতুঃসম
হেম-কলস দুহুঁ পাশে।
ধূপ দীপ সখি মঙ্গল গাওত
শ্যাম-দরশ-রস আশে ॥
বনমালি-গলে বনমাল বিরাজিত
তাহে নব ধাতু প্রকাশ।
কুঞ্চিত অলক ভাল করি মীলিত
বলিহারি গোবিন্দদাস ॥

অ ১২০

ব্যাখ্যা—গোবিন্দ গোধন সঙ্গে লইয়া আসিলেন। কমলিনী যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে দিনকরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ব্রজবধূও সেইরূপ রঙ্গে তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। বেলা শেষ হইতেছে দেখিয়া যদুনন্দন বংশীধ্বনি করিলে গোসমূহ ফিরিয়া আসিল। বনে, গুহাতে, পাহাড়ের উপরে যেখানে যত ধেনু ছিল সব আসিয়া যমুনার তীরে মিলিল। সখীরা চুয়া, চন্দন ও চতুঃসম গন্ধ (দুইভাগ মৃগনাভি, তিনভাগ কুঙ্কুম এবং একভাগ কর্পূরের মিশ্রণ) স্বর্ণকলস, ধূপ, দীপ প্রভৃতি লইয়া শ্যাম দর্শনের আশায় মঙ্গল গান করিতে লাগিল। বনমালীর গলে বনমালা সুশোভিত, তাহাতে নবধাতুর প্রকাশ। তাঁহার চাঁচর কেশ কপালের উপর পড়িতেছে। শোভা দেখিয়া গোবিন্দদাস বলিহারি যাইতেছেন।

৯১

তোড়ী

গোঠে প্রবেশ করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল।
বৎসক বান্ধি ছান্ধি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল॥
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
রঙ্গ পট্টাম্বর হার মনোহর
গোধূলি ধূসর অঙ্গ॥
নব নব পল্লব গুচ্ছ সুমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃতি মণি- কুণ্ডল দোলনি
হেরই চমকি পড়য়ে কত কাম॥
বন-ফুল-মাল বিরাজিত উর পর
কিঙ্কিনি-রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহু জগমন-মোহন
ব্রজ যুবতিগণ হরষিত তায়॥

ক. বি. ৩০১, ১০৯৩, তরু ১৩২০
ব ৯ (১২৯ পৃ)

৯২

পূরবী

নিজ মন্দিরে যাই বৈঠল রসবতি
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরিষ-কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢল ঢল ও মুখ-চন্দ॥
নিতি নিতি ঐছন রীত।
রসবতি রসিক—মনোহর নাগর
অপরূপ দুহুঁক চরিত॥
বিবিধ মিঠাই থারি ভরি পূরতি
ভোজন করতহিঁ গোরি।
কর্পূর তাম্বুল বদন পরিপূরিত
কুঙ্কুম চন্দন রোরি॥
নিজ-গৃহ-কাজ সমাপল সখিগণ
গুরুজন-সেবন কেল।
গোবিন্দদাস দীপ তহি সাজাওল
বেলি অবসান ভৈগেল।

ক. বি. ৩০১, ১০৯০ তরু ২৮৬৬

৯৩

ইথে অন্তরে হরি মন্দিরে গেল।
সঙ্গে সখা ব্রজবালক মেল॥
ব্রজসুত প্রবেশিত নিয় নিয় ঠাম।
গোপিকা-মনোরথ কাম॥
নিজসুত পাই সভে করতহি কোর।
ভোজন করায়ত যত হোত বিভোর॥
তব নন্দক মন্দিরে নন্দকিশোর।
নিরখি যশোমতী হোত বিভোর॥
চরণ পাখালি মুছই সব অঙ্গ।
ভোজন করায়ত প্রেমতরঙ্গ॥
মুখ কর ধোই দেয়ত গুয়া পান।
রতন পালঙ্কে শুতায়ল কান॥
তব যশোমতি চলল গৃহকাজে।
শুতি রহল হরি মন্দির মাঝে॥
গোবিন্দদাস চিতে হরষিত ভেল।
শয়ন তেজি হরি কুঞ্জহি গেল॥

মন্তব্য—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১০৪) হইতে ডাঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় (৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত।

৯৪

তথা রাগ

বদন নিছাই মোছি মুখ-মণ্ডল
বোলত সুমধুর বাণি।
বেলি অবসানে তুরিতে নাহি আওসি
তুয়া লাগি বিফল পরাণি॥

নন্দন-করে ধরি রাণী।
কতহুঁ যতন করি যশোমতি সুন্দরি
মন্দিরে বৈসায়লি আনি॥
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই
মাজল যতনহি অঙ্গ।
কুন্তল মাজি সাজি পুন বান্ধল
চূড় শিখণ্ডক রঙ্গ[১]॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন
যতনে পিন্ধায়ল বাস।
বাসিত কুঙ্কুম হার উরে লম্বিত
কি কহব গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১০৯৫, ব ১ (৪১) সং ১০৯, তরু ২৮০৬

পাঠান্তর—সংকীর্ত্তনামৃতে "বেলি অবসানে" হইতে "মন্দিরে বৈসায়লি আনি" পর্য্যন্ত নাই। (১) চূড়হিঁ কুসুম সুরঙ্গ—সং।

শব্দার্থ—হার উরে লম্বিত—বুকে হার দুলিতেছে।

সায়াহ্ন-লীলা

৯৫

গৌরী

সাঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজ-সুত[১]
যশোমতি আনন্দ-চীত।
দীপ জ্বালি[২] থালিপর ধরলহি আরতি
করতহিঁ গাওত গীত॥
ঝলকত ও মুখ-চন্দ।
ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেঢ়ল
হেরইতে রতি-পতি পড়লহি ধন্দ॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল মৃদঙ্গ
বাজাওত সখিগণ জয় জয়কার।
বরিখত কুসুম রমণিগণ[৩] হরষিত
আনন্দে জগ-জন নগর বাজার॥
শ্যামর অঙ্গ মনোহরি মুরতি[৪]
বনি বনমাল আজানু বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
সংশয় জীবন যৌবনে পড়ু বাজ[৫]॥

ক. বি. ১০৯৪, ব ১ (৪০) তরু ২৬৮৬, সং ১০৮

পাঠান্তর—সং (১) সন্ধ্যা সময় গৃহে আওল যদুপতি (২) প্রদীপ জারি (৩) দেবগণ (৪) মনোহর সুরচিত (৫) সংশয় যৌবনে পড়লহি বাজ।

৯৬

তথা রাগ

কতহুঁ যতন করি রাই সুনাগরি
কয়লহি বহু উপহার।
কনক থারি ভরি চিনি কদলীসর
চন্দন মনোহর মাল॥
প্রিয় সহচরি-হাতে দেল।
তুরিতহি নন্দ মহলমাহা মীলল
যশোমতি-আগে লই গেল॥
বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল
চিনি কদলী উপহার।
খির সর নবনীত দধিকর শাকর
বহুবিধ রস-পরকার॥
ভোজন করায়ল বহু সুখ পাওল
কর্পূর তাম্বুল দেল।
যো কিছু অবশেষ রহল থারিপর
গোবিন্দদাস লই গেল॥

তরু ২৮০৭

শব্দার্থ—মহল—বিভাগ, যথা অন্দরমহল সদরমহল। এই আরবি শব্দটী সনাতন গোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃতে ব্যবহার করিয়াছেন।

৯৭

তথা রাগ

যশোমতি যতনহি সখি সঞে কহতহি
তুরিতে পয়ান কর তাই।
হামারি সন্দেশ কহবি সব গুরুজনে
আনবি রসবতি রাই॥
রতন থারি ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই খার দধি শাকর
বহু উপহার মধুর॥
কর্পূর তাম্বুল হার মনোহর
বাসিত চন্দন-কটোর।
সহচরি থারি চীর দেই ঝাপল
গোবিন্দদাস মন ভোর॥

ক. বি. ৩০১ তরু ২৭৬৭

৯৮

ধানশী

শিরপর থারি যতন করি ধয়লহি
রাইক মন্দিরে গেল।
যশমতি বচন কহল সব গুরুজনে
সো সব অনুমতি দেল॥
সুন্দরি সখি সঞে কয়ল পয়াণ।
রঙ্গ পট্টাম্বরে ঝাপল সব তনু
কাজরে উজর নয়ান॥
দশনক জোতি মোতি নহে সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণে বরণ নহে সমতুল
বচন কহয়ে পিকু-বাণি॥
করপদতল থল- কমলদলারুণ
মঞ্জির রুনু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণি শিরোমণি
জীতল মনমথ রাজ॥

তরু ২৭৬৮

৯৯

তথা রাগ

রাধাবদন-চাঁদ হেরি ভূলল
শ্যামর নয়ন-চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরি কোরে আগোর॥
শূনহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুঠহি অঙ্গুলি করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারি॥
লাজহি লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস হেরি ভোর॥

সা. প. (১) ৫১ তরু ২৫৫৩

ব্যাখ্যা—শ্যামের নয়নরূপ চকোর রাধার বদনরূপ চন্দ্র দেখিয়া মজিল। শ্রীকৃষ্ণ দুধ দোহাইতে যাইতেছেন, কিন্তু রাধাকে দেখিয়া এমনি সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছেন যে ধবলীকে ছাঁদন দড়া দিয়া বাঁধেন নাই, সে পলায়ন করিয়াছে, অথচ তাহার বাছুরটিকে শ্রীকৃষ্ণ কোলে আগলাইয়া আছেন। মুগ্ধ মুরারি গাভীর বাঁট নাই তবুও খালি খালি অঙ্গুলি চালনা করিতেছেন, যেন দুধ দোহাইতেছেন। তাহা দেখিয়া ব্রজনারীরা হাসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। সলজ্জ হাস্যে তাঁহার দৃষ্টি কুঞ্চিত হইল। তিনি পুনরায় ছাঁদন দড়ি হাতে লইলেন। কিন্তু ধবলীভ্রমে ষণ্ড ধবলের পায়ে উহা বাঁধিলেন। শ্রীরাধার রূপ তাঁহাকে এমন পাগল করিয়াছে। ইহা দেখিয়া গোবিন্দদাস বিভোর হইলেন।

১০০

তথা রাগ

হেরইতে বিনোদিনী ভূলল রে।
গোধন-দোহন তেজল রে॥

চাঁদ চকোরে জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমভরে ভাসল রে॥
মুরছি অবনিতলে পড়লহু রে।
অরুণ লোচনে লোর ঢরকল রে॥
করে পহু কোরে আগোরল রে।
অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দদাস-মনমোহন রে॥

ব ৪, ক. বি. ৩০১, ১০৩৬ তরু ২৬৩, ২৫৫৪

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বিনোদিনীকে দেখিয়া ভুলিলেন। গাভী দোহন ছাড়িয়া দিলেন। চকোর যেন চাঁদ লাভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার প্রেমভরে ভাসিলেন। প্রেমাবেগে মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। অরুণ নয়নে অশ্রু ঝলমল করিতে লাগিল। প্রভু (শ্রীকৃষ্ণ) হাত দিয়া ধরিয়া তাঁহাকে আগলাইলেন ও ক্রোড়ে লইলেন। তাহাতে দেহ পুলকে ভরিয়া গেল। উভয়েরই মুখ সুন্দর ও শোভন; তাহা দেখিয়া গোবিন্দদাসের মন মোহিত হইল।

১০১

সুহই

নিজ মন্দির তেজি চললি বররঙ্গিনী
নন্দ-মহল গেহ যাই।
ঝলমল করত অঙ্গমণিভূষণ
বদনকিরণ তাহ ছাই॥
যশোমতি নিরখি আনন্দ।
কত কত চাঁদ চরণে পড়ি কান্দয়ে
মনমথে লাগল ধন্দ॥
সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন অতি সুমধুর
পাক কয়ল তহিঁ গোই।
নিতি নিতি ঐছন করত গতাগতি
লখই না পারই কোই॥
চন্দন ঘোরি কুঙ্কুম তহিঁ রাখল
কর্পূর তাম্বুল মুখ-রাস।
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ব ১ (১৭), ক. বি. ৩০১, ১০৬৯ তরু ২৭৬৯

শব্দার্থ—গোই—গোপন থাকিয়া, লুকাইয়া। লখই—লক্ষ্য করিতে।

প্রদোষ-লীলা

১০২

সিন্ধুড়া প্রাচীন

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তহিঁ সাজয়ে অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পট্টাম্বর
লম্বিত মুকুতা-দাম॥
শোভা বলি অপরূপ।
গোপ গোপাল সভাজন দ্বিজগণ
বৈঠল ব্রজকে ভূপ॥
কোই কোই গায়ত কোই বাজায়ত
নাচত ধরতহিঁ তাল।
কোই চামর লই বীজন করতহিঁ
উজর দীপ রসাল॥
কনক সম্পুটপর কর্পূর তাম্বুল
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ।
গোবিন্দদাস ভণ অপরূপ মোহন
তহিঁ উপনীত রসরাজ॥

ব ১(৪৩), ক. বি. ১০৯৭ তরু ২৬৯৩

মন্তব্য—নন্দমহারাজের সভার বর্ণনা। বোধ হয় সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া সভা বসিত।

১০৩

সুহই

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স অনুপাম॥

সভাজন মাঝে বৈঠল দোন ভাই।
সকল সভাজন চীত চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদবদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়ন যুগল নীল কমল সমান।
হেরইতে যুবতিক অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভাঙ-বিভঙ্গ।
ফুলধনু করে লেই মুরছে অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহিব গোবিন্দদাস।

ব ১ (৪৪), ক. বি. ১০৯৮ তরু ২৬০৫
একান্ন পদের চুয়াল্লিশ পদ

শব্দার্থ—অথির পরাণ—প্রাণ অস্থির হয়

নৈশ লীলা

১০৪

ভূপালী

নিজ গৃহে শয়ন করল যদুরায়।
সবজন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥
নন্দরাজ তব ভোজন কেল।
নিজ নিজ মন্দিরে সভে চলি গেল॥
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল।
চরাচর সব যো যাঁহা গেল॥
মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ।
গোবিন্দদাস পহু শুনি উনমাদ॥

ব ১ (১২) একান্ন পদের তরু ২৮১
পঁয়তাল্লিশ পদ
ক. বি. ১০৬০

১০৫

তথা রাগ

কানন কুঞ্জে কুসুম পরকাশ[১]
শারি-শুক-পিকু-মধুরিম ভাষ
গুঞ্জত ভ্রমরা ভ্রমরি উতরোল।
মধু-লোভে মাতল আনন্দে ভোল[২]
তাহি গমন করু বিদগধ-রাজ।
রণঝন কিঙ্কিণি নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত-নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয় পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু না সুন্দরি কয়ল পয়াণ॥
অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিগে হেরত[৩] গোবিন্দদাস॥

ব ৯ একান্ন পদের ৪৬ তরু ২৮১১
সংখ্যাক পদ

পাঠান্তর—ব—(১) কাননে কুসুম সব পরকাশ (২) বিভোর (৩) চৌদিশে হেরতহি।

১০৬

দুহুঁক দরশনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন কাঞ্চন (?) হেম॥
কনক লতাবলী তরুণ তমাল।
নবজলধর যৈছে বিজুরি রসাল॥
কমল মধু যৈছে পাওল ভৃঙ্গ।
দুহুঁ তনু প্রবল মদন তরঙ্গ॥
দুহুঁক অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস কহে দুহুঁসে সুজান॥

ব—৯ (১২৯) একান্ন পদের ত্রয়োদশ পদ

১০৭

নটরাগ

শ্যামর অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গিম
ললিত-ত্রিভঙ্গিম-ধারী।
ভাঙ-বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি
বঙ্কিম ভঙ্গি নেহারি॥

রসবতি সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস-বিলাস কলারসে
কত মনমথ মুরছায়॥
কুসুমিত কেলি- কদম্ব-কদম্বক
সুরচিত শীতল ছায়।
বান্ধুলিবন্ধু মধুর অধরে ধরি
মোহন মুরলি বাজায়॥
কামিনি-কোটি- নয়ন-নিল-উতপল-
পরিপূজিত মুখ-চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ ও পুনি রূপ নহ
জগ-মানস-শশ-ফন্দ॥

সা. প. (১)—৩১, তরু ২৭১২
ক. বি. ২৬০২, ২৯৫৩

শব্দার্থ—অনঙ্গ তরঙ্গিম—কাম যেন তরঙ্গিত হইতেছে। ভাঙ—ভ্রূ। বিভঙ্গিম—ভঙ্গি। কেলিকদম্ব-কদম্বক—কেলিকদম্ব-সমূহ। বান্ধুলিবন্ধু—বান্ধুলির বন্ধু (সদৃশ) অধর (উভয়ই লাল)। কামিনি-কোটি-নয়ন-নিল উতপল-পরিপূজিত মুখ-চন্দ—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র যেন কোটি কামিনীর নয়নরূপ নীল পদ্মের দ্বারা পূজিত হইয়াছে। জগ-মানস-শশ-ফন্দ—জগতের মনরূপ শশক ধরিবার ফাঁদ।

১০৮

কেদার

সখিগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত রস গাওত নয়নক ভঙ্গ॥
কোই কোই নাচত কোই ধরু তাল।
কোই বাজাওত যন্ত্র রসাল॥
নাগর নাগরি দুহুঁ ভেল ভোর।
হরখি হরখি সখিগণ করু কোর॥
বাঢ়ল প্রেম সবহুঁ সখি জানি।
কুসুম-শেজ বিছায়ল আনি॥
নাগরি নাগর বৈঠল তায়।
সখিগণ আন ছলে আন থলে যায়॥
নিতি নিতি ঐছন রস পরকাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস॥

ব ১—৪৮; একান্ন পদের আটচল্লিশ পদ। তরু ২৮২৯

শব্দার্থ—নয়নক ভঙ্গ—কটাক্ষক্ষেপ। হরখি হরখি—হর্ষে হর্ষে।

১০৯

গান্ধার

রাধামাধব দুহুঁ[১] তনু মীলল
উপজল আনন্দ-কন্দ[২]।
কনক লতায়ে তমাল জনু বেঢ়ল[৩]
রাহু গরাসল চন্দ[৪]॥
যৈছন[৫] কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদে বেঢ়ল জনু[৬] তড়িত লতাবলি
রতি-পতি বিদরয়ে ছাতি॥
নীলমণি রতন কাঞ্চনে[৭] জনু বেঢ়ল
ঝামর ভেল মুখ-জোতি।
শ্রম-ভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চোয়ত
যৈছন জলদে বিথারল মোতি॥
নারি পুরুষ দুহুঁ লখই না পারিয়ে
অপরূপ দুহুঁ-জন-রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নিতি[৮] ঐছন
উপজয় রস-পরসঙ্গ[৯]॥

ক. বি ১১০৪ তরু ২৮৩১
কী ২১৪ একান্ন পদের উনপঞ্চাশ পদ। সং ২৬৪

পাঠান্তর—সং (১) তনু (২) আন আন ছন্দ (৩) তমাল বেঢ়ল যেন (৪) রাহু ধয়ল কিএ চন্দ (৫) 'যৈছন' নাই (৬) জলদ কোরে কিএ (৭) নীলরতন-জড়িত কিএ কাঞ্চন (৮) আনন্দ উপজয়ে (৯) কত কত রস পরসঙ্গ।

শব্দার্থ—কনক লতায়ে তমাল জনু বেঢ়ল—শ্রীকৃষ্ণরূপ তমাল বৃক্ষকে যেন শ্রীরাধারূপ স্বর্ণলতা ঘেরিয়াছে। চোয়ত—চুয়াইতেছে।

১১০

ললিত

আনন্দ-নীর যতনে হরি বারত[১]
অলক তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে হরিমুখ হেরইতে
থরহরি কাঁপয়ে রাই॥
দেখ সখি[২] রাধা-মাধব-নেহ।
নাগরি বেশ বনাওত নাগর
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ॥
কোরহি যাঁতি পুনহু হরি সাজত
পীন পয়োধর জোর।
ঘামল কর-পঙ্কজ জলে ধোয়ল
মৃগমদ-চীত[৩] উজোর॥
মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল
রোধল গদগদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১) ২৭৯, ক. বি. ১০৫১ স ৪৭৩, তরু ২৭৩২, সং কী ১৯৬

পাঠান্তর—সং (১) বারই (২) দেখ দেখ (৩) -চিত্র।

ব্যাখ্যা—কেলিবিলাসের পরে শ্রীরাধাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজের আনন্দাশ্রু সংবরণ করিয়া অলকাতিলকা নির্ম্মাণ করিলেন। শ্রীরাধা চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিতে দেখিতে থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন। সখি দেখ রাধামাধবের অপূর্ব্ব প্রেম। নাগর নাগরীর বেশ বানাইলেন; দুইজনেরই দেহ ভাবে অবশ হইল। কোলে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া (যাঁতি) পুনরায় হরি পীনপয়োধর যুগল সাজাইতে লাগিলেন। ভাবের আবেগে তাঁহার করকমল ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং সেই জলে মৃগমদের দ্বারা অঙ্কিত উজ্জ্বল চিত্র ধুইয়া গেল। মর্ম্মের কথা দুইজন পরস্পরকে বলিতে বলিতে আকুল হইলেন, তাঁহাদের গদগদ বাণী রুদ্ধ হইল। অধরপানে চাহিয়া উভয়ে ইঙ্গিতে কি বলিলেন তাহা গোবিন্দদাস বুঝিতে পারিলেন না।

১১১

ভূপালী

আকুল কুটিল অলককুল সম্বরী।
সীঁথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী॥
তহিঁ সমরেহ[১] সিন্দুরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজহ মুখ-ইন্দু॥
এ হরি রতি-রস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার॥
কাজরে উজোরহ চলাচল-ভ্রমরী।
শ্রুতি-অবতংসহ কিশলয় চমরী॥
পীন-পয়োধরে থির কর আপি।
মৃগমদে রঞ্জহ নখ-পদ ছাপি[২]॥
বিগলিত কম্বু-বলয়গণ মোর।
সীধে[৩] পীন্ধায়হ নূপুর জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক॥

রসমঞ্জরী—পৃঃ ৪৯, ক. বি ক্ষ ২০।১১ স ৪৫৭, তরু ২৭৩৪, সা. প. (১) ২৭৮ কী ১৯৫

পাঠান্তর—স (১) নপুরেহ (২) ঝাপি (৩) চরণ।

ব্যাখ্যা—বর্ত্তমান ও পরের পদে স্বাধীনভর্ত্তৃকার বর্ণনা করা হইয়াছে।

সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা তারে কহে কবিগণ॥

—রসমঞ্জরী

শ্রীরাধা স্বাধীনভর্ত্তৃকা হইয়া বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! আমার আকুল ও কুঞ্চিত কেশপাশ সামলাইয়া ফের কবরী বাঁধিয়া দাও আর সীঁথিও ঠিক করিয়া দাও।

রেখা সমান করিয়া সিন্দূরের বিন্দু দাও। আমার মুখচন্দ্র কুঙ্কুম দিয়া মাজিয়া সাজাও। হে কৃষ্ণ, রতিরসে আমি অবশ ও অলস হইয়াছি, তুমি আমার বিশৃঙ্খল বেশ পুনরায় ঠিক করিয়া দাও। আমার লোচনরূপ ভ্রমরী কাজল দিয়া উজ্জ্বল করিয়া দাও। আমার কানের গহনা কিশলয় ও চমরী দ্বারা শোভিত কর; পীনপয়োধরে স্থির কর অর্পণ করিয়া (চপল হইয়া করের অস্থিরতা ঘটাইও না) মৃগমদের দ্বারা এমন করিয়া রঞ্জন কর যেন নখচিহ্ন লুকাইয়া থাকে। আমার শঙ্খবলয় খসিয়া পড়িয়াছে; তাহা এবং নূপুরজোড়া সোজা করিয়া পরাও। আলতার দাগ মুছিয়া গিয়াছে, ফের পায়ে উহা আঁকিয়া দাও। গোবিন্দদাস প্রত্যক্ষ উহা দেখিতে পাইতেছেন।

গীতাবলীর

"পত্রাবলিমিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদবিন্দুভিরর্পয় শৌরে॥"

ইত্যাদি পদের ভাব লইয়া লেখা।

১১২

ভূপালী

এ ধনি এ ধনি করু অবধান।
কহ পুন কি করব অনুচর কান॥
পহিলহি তোহারি বচন-পরমাণে[১]।
কিশলয়ে সাজলোঁ মদন-শয়ানে[২]॥
চন্দ্রক-পবন সঘন তনু দেল।
যতিখণে[৩] শ্রম-জল সব দূরে গেল॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরী।
বকুল-মাল সঞে বান্ধলোঁ কবরী॥
অঞ্জনে রঞ্জিলোঁ এ দুহুঁ নয়না।
তাম্বুলে পূরলো পঙ্কজ-বয়না॥
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ-জোর।
কাঁপে চপল কর-পল্লব[৪] মোর॥
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন-গোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাবউ তোরি॥

ক্ষ ২০।১৩, স ৪৭৫ পৃঃ তরু ২৭৩৮, কী ১৯৫

পাঠান্তর—ক্ষ (১) বচন পরমাণ (২) মদন শয়ান (৩) অতিখণে (৪) কর-পঙ্কজ

ক্ষণদায় ক্রিয়াপদগুলি সাজনু, রঞ্জিনু ইত্যাদিরূপে ও তরুতে সাজলুঁ, রঞ্জিলুঁ রূপে আছে। পদামৃতসমুদ্রের পাঠ মূলে গৃহীত হইল।

ব্যাখ্যা—রতি-সম্ভোগের পর শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—সুন্দরি শোন শোন, ইহার পর আর তোমার সেবক কানাই কি করিবে বল। প্রথমেই তোমার কথা অনুসারে (বচনপরিমাণে) কিশলয় দ্বারা মদনশয্যা সাজাইলাম। ময়ূরের পাখা দিয়া (চন্দ্রক-পবন) তোমার দেহে জোরে জোরে বাতাস করিলাম, তোমার শ্রমজল বিদূরিত হইল। তোমার বিগলিত কেশপাশ যত্ন করিয়া সম্বরণ করিয়া বকুলফুলের মালা দিয়া কবরী বাঁধিলাম। অঞ্জন দিয়া দুই নয়ন রঞ্জিত করিয়া দিলাম। হে কমল-বদনি, তোমার মুখে পান দিলাম। তোমার সুউচ্চ কুচযুগলে মৃগমদ লেপিবার সময় যদি আমার করপল্লব চপল হইয়া কাঁপিয়া থাকে তবে হে স্বর্ণবর্ণা গৌরি রাগ করিও না। রাগিলে কিন্তু গোবিন্দদাস তোমার গুণ গাহিবে।

১১৩

তথা রাগ

রতি রস-অবশ[১] অলস[২] অতি পূর্ণিত
শূতলি[৩] নিভৃত-নিকুঞ্জে।
মধু-লোভে ভ্রমর ভ্রমরিগণ[৪] ঝঙ্করত
বিকশিত ফল-ফুল পুঞ্জে॥
বিনোদিনী[৫] মাধব-কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু[৬] কনক-লতাবলি
দুহুঁ রূপ আতি উজোর॥

ভুজে ভুজে ছন্দ- বন্ধ করি সুন্দরি
শ্যামর কোরে ঘুমায়।
রতি-রসে আলিস[৭] দুহুঁ তনু ঢর ঢর
প্রিয়-সখি চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত বারি[৮] ঝারি ভরি রাখত[৯]
মন্দিরে[১০] দুহুঁজন পাশ।
মন্দির নীকটে পদ-তলে শুতলি[১]
অনুচরি[১২] গোবিন্দদাস॥

সা. প ১৮২-৫১ সংখ্যক পদ তরু ২৭৪৫, সং ১৬৭
ব ১—৫১, ক. বি. ১১০৬
একান্ন পদের শেষ পদ

পাঠান্তর—সং (১) অলসে (২) অবশ (৩) শূতল (৪) মৃদু (৫) রাধা (৬) তরুণ তমালে যৈছে (৭) অবশ (৮) নীর (৯) ঝারি ভরি সহচরি (১০) রাখল (১১) শূতল প্রিয়সখি (১২) সহচরি।

চিত্রগীত

১১৪

অবনত আনন আচরে গোই।
আকুল অমল কমল যোই॥
আন্ধক অধিক আপনা খোই।
অনিমিখ নয়ন অনবরত রোই॥
অঘরিপু অছ অনুরাগিনি নারি।
অবহু অপেখ অবধি তোহারি॥
অনুপম অভরণ অঙ্গে নাহি ধরই।
অলকত অঞ্জন অন্তর জরই॥
অকপট আলিঙ্গন থোরি।
অবনিক অঙ্গে অনঙ্গ রুগোরি॥
অহহ অতি অবনায়িতা গাত।
অমরবয়নি লে অনত উদিয়াত॥
অম্বুজ অমধু অনল জনু মানই।
গোবিন্দদাস এ হেন রস ভনই॥

ব ১ (১০৫)
সা. প. (১) ১১৭ পদ

শব্দার্থ—গোই—গোপন করিয়া। যোই—যেমন। খোই—নিজেকে খোয়াইয়া। রোই—কাঁদিতেছে। জরই—জ্বালা ধরায়। অনত—অন্যত্র।

ব্যাখ্যা—গোপীরা আঁচলে আকুল অমলকমলতুল্য মুখ লুকাইয়া রাখিয়াছেন। অবিরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধেরও অধিক হইয়াছেন। তাঁহারা অঘারির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া এখনও দেখিতেছেন যে তুমি কতদূর ঔদাসীন্যের অভিনয় করিতে পার। তাঁহাদের কত অনুপম অলঙ্কার আছে, কিন্তু কিছুই পরেন না। এমন কি আলতা ও অঞ্জন ব্যবহার করা দূরে থাকুক, উহা দেখিলেই তাঁহাদের অন্তর জ্বালা করে। তাঁহারা অনঙ্গজ্বালায় মাটিতে লুটাইতেছেন, তোমার একটু আলিঙ্গন চাহিতেছেন। আহা, তাঁহাদের দেহ অতি অবনমিত হইয়াছে। সেই সুরসুন্দরীরা যেন অন্যত্র চলিয়া যাইবেন অর্থাৎ পরলোকে গমন করিবেন মনে হয়। তাঁহাদের মুখকমলে যেন একটুও মধু নাই—আগুনের মত মনে হইতেছে। গোবিন্দদাস এই রস প্রকাশ করিতেছেন।

এই পদটী বরাহনগর গ্রন্থমন্দিরের ও সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে "শরদচন্দ পবন মন্দ" এবং "বিপিনে মিলল গোপনারি" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ রাসের পদের পরই আছে। উভয় পুথিতেই পদটীর আরম্ভ

পুনহুঁ কহত গোকুলচন্দ।
বিহসি বিহসি মধুর মন্দ॥
কাহে বন্দব সুন্দরিবৃন্দ
বহুত নাহি রাতিয়া॥

অর্থাৎ "বিপিনে মিলল গোপনারি" ইত্যাদি পদে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "এখানে অন্য কেহ নাই স্বচ্ছন্দে তোমাদের মনের কথা বলিতে পার।" তাহার পরই "গোকুলচন্দ্র একটু মৃদুমন্দ হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন—হে সুন্দরিগণ! বল না গো, কেমন করিয়া তোমাদিগকে বন্দনা

করিব অর্থাৎ খুসি করিব। রাত যে শেষ হইয়া যাইতেছে।"

১১৫

শ্রীরাগ

কামিনি কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি- কুতূহলে কমলিনি
কোনে কঠিন করু তোয় ॥
কালিন্দি-কূল কদম্বক কানন
কুসমিত কুঞ্জ-কুটীর।
কাম-কলহকারি কপটে কলাবতি
কানুক করহ অথীর ॥
করষিতে কান্ত কবরি কুচ-কঞ্চুক
করসি শয়ন কর বারি।
কুটিল কটাখ- কুসুম-শরে কোপিনি
কিয়ে কিয়ে না কর হামারি ॥
করইতে কোরে কাঁপি করু কাকলি
কোকিল-কূজিত-ভাষে।
কালি কুঞ্জবনে কৈ তবে কি কহল
কহত না গোবিন্দদাসে ॥

সা. প. (১)—১৫৪
ক. বি. ১৬৮৭ তরু ৫৭৪

শব্দার্থ—কেলি-কুতূহলে—কেলিকৌতুকে অর্থাৎ মজা দেখিবার জন্য। কোনে—কোন একজনে। করষিতে—আকর্ষণ করিবার জন্য।

ব্যাখ্যা—হে কামিনি, কানু আমাকে কত বলিলেন—তুমি কোমলস্বভাবা কমলিনী; মজা দেখিবার জন্য কে (মিছা কথা লাগাইয়া) তোমাকে কঠিন বা কঠোর-ভাবাপন্না করিল? কালিন্দীর কূলে কদম্ববনে কুসুমিত কুঞ্জকুটীরে কলাবতী কপটে কামকলহ করিয়া কানাইকে অস্থির করিয়াছে। কান্তকে যেন নিজের কাছে আরও আকৃষ্ট করিবার জন্য কবরি ও কুচের কাঁচলি হাত দিয়া ঢাকিয়া শয়ন করিয়াছে। হে কোপিনি! তোমার কুটিল কটাক্ষরূপ কুসুমশরে আমার কি কি না ঘটাইতেছ! তোমাকে (শ্রীকৃষ্ণ) যখন কোলে করিতে যান, তখন তুমি কাঁপিয়া কোকিলকূজনের ন্যায় শব্দ করিলে। এ সত্ত্বেও গতকাল কুঞ্জবনে তোমাকে ছল করিয়া কে কি বলিল তাহা গোবিন্দদাসকে বল না কেন? (বলিলে তিনি মনে শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন।)

১১৬

সারঙ্গ

কুন্দন-কনক-কলিত কর-কঙ্কণ
কালিন্দি-কূল-বিহারি।
কুঞ্চিত-কচ কেশর-কুসুমাকুল[১]
কুল-কামিনি-কর-ধারি ॥
জয় জয় জগ-জীবন যদু-বীর।
জলধর জিতিয়া জোতি যছু মোহিত[২]
যুবতিক-যূথ অথীর ॥
পদুমিনি-পানি পরশে পুলকায়িত
পরিজন-প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পতনি পতিতাঞ্চল[৩]
পদ-পঙ্কজ পরচারি ॥
রমণী-রমন রতন[৪]-রুচিরানন
রঞ্জিত-রতি রস-বাস।
রসনা-রোচন রসিক-রসায়ন
রচয়তি[৫] গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—৩৮ তরু ২৪২৮
ক. বি. ২৯৪৫ কী৪৫

পাঠান্তর—কী (১) কুসুমাকৃত (২) বিহুরি জহু সোহত (৩) নিপতিতাঞ্চল (৪) তরুণ (৫) রচতহি।

শব্দার্থ—কুন্দন—উজ্জ্বল। কনক—স্বর্ণ। কলিত—নির্ম্মিত। কচ—কেশ। কেশর—বকুল ও নাগেশ্বর। পতনি—উত্তরীয়। রুচির—সুন্দর। রসায়ন—আনন্দকর। রসনা—জিহ্বা। রোচন—রুচিকর।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দানোচিত রূপের বর্ণনা।

শ্রীকৃষ্ণের হাতের কঙ্কণ উজ্জ্বল স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত। তিনি যমুনার কূলে বিহার করেন এবং তাঁহার চাঁচর কেশে বকুলফুলের মালা। তিনি কুলবতীদের হাত ধরিয়া থাকেন। জগতের জীবনস্বরূপ যদুবীরের জয় হউক। মেঘজয়ী তাঁহার দেহের জ্যোতি দেখিয়া যুবতীকুল অস্থির হয়। তিনি পরিজনের প্রতি প্রেম বিস্তার করেন এবং তাঁহার দেহ পদ্মিনী রমণীর করস্পর্শে পুলকায়িত হয়। তাঁহার পরিধানে পীত উত্তরীয়, উহার অঞ্চল তাঁহার পদপঙ্কজের উপর লুটাইতেছে। রমণীদের নিকট মনোহর রত্নতুল্য তাঁহার সুন্দর মুখ অনুরাগে রঞ্জিত ও রসের বাসস্থলরূপ। রসিকদের নিকট প্রীতিকর ও জিহ্বার রুচিকর এই গীত গোবিন্দদাস রচনা করিতেছেন।

১১৭

মায়ূর

কুবলয়-কন্দল-কুসুম কলেবর[১]
কালিম-কান্তি-কলোল।
কোমল-কেলি-কদম্ব-করম্বিত
কুণ্ডল-কান্ত-কপোল॥
জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয়-কেশি-কংস-করি-কর্ষণ
কেশব কুঞ্চিত-কেশ॥
কুল-বনিতা-কুচ[২]-কুঙ্কমাঞ্চিত
কুসুমিত-কুন্তল-বন্ধ।
কালিন্দি-কমল-কলিত-কর কিশলয়
কৌতুক-কন্দল-কন্দ॥
কমলা-কেলি কল্প-তরু কামদ
কামিনি-কোটি-করীন্দ্র[৩]।
কৃপণ-কৃপা-কর কলি-কলুষংকষ
কহ কবি দাস গোবিন্দ॥

সা. প. (১) ৩৩ স ২৯০, তরু ২৪৩৭,
ক. বি. ৩৪০, বৃ ৫ কী ৭১

পাঠান্তর—কী (১) কুবলয় কুসুম কলেবর (২) কামিনীকুচ (৩) বৃন্দ।

শব্দার্থ—কুবলয়—নীলপদ্ম। কন্দল—একপ্রকার নীল রংয়ের ফুল। কালিম—কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। কলোল—কল্লোল, তরঙ্গ। করম্বিত—সম্মিলিত। কন্দ—আকর, মূল। কৌতুক-কন্দল-কন্দ—মজা করিয়া ঝগড়া লাগাইবার মূল। কলি-কলুষংকষ—কলিযুগের পাপ যে নাশ করে। রাধামোহন ঠাকুর 'কলিকলুষংকষ'-এর অর্থ লিখিয়াছেন 'কলিকলুষং নাশয়'।

ব্যাখ্যা—নীল রংয়ের পদ্ম ও কন্দল ফুলের মত যাঁহার দেহে কৃষ্ণকান্তির তরঙ্গ, যিনি কোমল কেলিকদম্বের কাছে দাঁড়াইয়া থাকেন, যাঁহার কুণ্ডল আসিয়া প্রিয় গণ্ডদেশে পড়ে তেমনি কমলাপতি কৃষ্ণের জয় হউক, জয় হউক। তাঁহার কুঞ্চিত কেশ এবং তিনি কালিয় সর্প, কেশিদৈত্য, কংসরাজা ও তাঁহার হস্তীকে কর্ষণ করেন। তাঁহার কুন্তলরাজি কুলকামিনীদের কুচের কুঙ্কুমের দ্বারা রঞ্জিত ও কুসুমযুক্ত। তাঁহার করপল্লবে যমুনার ফোটা পদ্মফুল। তিনি মজা করিয়া ঝগড়া লাগাইবার মূল। তিনি লক্ষ্মীর রমণ এবং কল্পতরুর মতন সকলের অভীষ্টপূরণকারী। কোটিকামিনীর নিকট তিনি যূথপতি করীন্দ্রের ন্যায়। কৃপার্হ জনের প্রতি তুমি কৃপা কর; কলিযুগের পাপ নাশ কর। ইহাই কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

১১৮

সিন্ধুড়া

কাঁচা কাঞ্চন-কাঁতি কমল-মুখি
কুসুমিত কানন জোই।
কুঞ্জ-কুটীরে কলাবতি কাতর
কান্হু কান্হু করি রোই॥
কি কহব কিতব কতয়ে কুল-কামিনি
কঠিম কুসুম-শর সহই।
করহিঁ কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত
কালিন্দি-কূলমে রহই॥

কর-কেয়ুর কটি-কিঙ্কিণিকঙ্কণ
কাঢ়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচ-তটে কোন কামায়ল
কাঁজরে কালিম হারা॥
কেবল কান্ত-কথা কহি কান্দয়ে
কাম-কলঙ্কিনি গোরি।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানয়ে
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥

সা. প. (১)—৯১ স ৩৩৫
সা. প. ১৯০—১ তরু ১৮৮৬
ক. বি. ২৪৩৯

শব্দার্থ—জোই—চাহিয়া থাকে। কিতব—ছল, শঠ। কাঢ়ল—টানিয়া হটাইল। কামায়ল—নির্ম্মাণ করিল। কাঁজরে—কজ্জল দ্বারা।

ব্যাখ্যা—কমলমুখী রাই, যাহার অঙ্গের কান্তি কাঁচা সোনার মতন, কুসুমিত কাননের পানে চাহিয়া থাকে; কলাবতী কুঞ্জকুটীরে বসিয়া কাতরভাবে কানু কানু করিয়া কাঁদিতেছে। কি বলিব হে শঠ, সেই কুলকামিনী আর কত মদনের কঠিন কুসুমশর সহ্য করিবে? সে গালে হাত দিয়া গলা নামাইয়া যমুনার তীরে রহিয়াছে। হাতের কেয়ূর ও কঙ্কণ, কটিদেশের কিঙ্কিণী ও গলার হার টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। কে জানে তাহার কুচতটে কাজল দিয়া কে যেন কালো হার আঁকিয়া দিয়াছে (কাজল-পরা চোখের জল বুকে পড়ায় ঐরূপ মনে হইতেছে)। সেই কাম-কলঙ্কিনী গৌরী কেবলমাত্র দয়িতের কথা বলিয়া কাঁদে। সে গোবিন্দদাসের প্রভুর সহিত ক্ষণকালের বিরহও কল্পযুগ বলিয়া মনে করে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২।৪।১৩৬) চিন্তাদশার লক্ষণে বলা হইয়াছে যে, ইহাতে দীর্ঘশ্বাস, অধোমুখে থাকা, মাটীতে লেখা, বৈবর্ণ্য, অনিদ্রা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প, দৈন্য প্রভৃতি হয়।

উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যভিচারিভাবপ্রকরণে চিন্তাদশার সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে, ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের প্রাপ্তিই চিন্তাদশার কারণ।

১১৯

কুটিল কুন্তল কুসুম-কাচনি
কান্তি কুবলয়-ভাস।
•কুঞ্চিতাধর কুমুদ-কৌমুদি
কুন্দ-কৈরব[১]-হাস॥•
কানু কালিন্দি কূল কাননে
কুঞ্জে কুঞ্জর-রাজ।
কামিনী-কুচ- কুঙ্কুমাঞ্চিত
কাম-কোটি বিরাজ॥
কনক-কিঙ্কিণি কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।
কোক-কোকিল[২] কণ্ঠ-কুণ্ঠক
কাকলী-কৃত-বংশ॥
কেশরী কটি কম্বু-কণ্ঠক[৩]
কঞ্জ-কেশর-দাম।
(কলি) কাল-কালিয় কবলকম্পিত
দাস গোবিন্দ নাম॥

সা. প. (১)—৪৫ তরু ২৪৩২
ক. বি. ৩৪১ কী ৩৪
গো. ২৫ স ৪৩৪
রা. ২৫

পাঠান্তর—(১) কোরক (কী) (২) কেলিকোকিল (স) (৩) কন্ধর (স) কুণ্ঠক (কী)।

শব্দার্থ—কুসুম-কাচনি—ফুলের সজ্জা। কুবলয়-ভাস—নীলোৎপলের দীপ্তি। কৈরব—শালুক ফুল। কুঞ্জররাজ—গজরাজ। অংস—স্কন্ধ। কোক—চক্রবাক। বংশ—বাঁশী। কঞ্জ—পদ্ম।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের চাঁচর কেশে কুসুমের সজ্জা; তাঁহার অঙ্গকান্তিতে নীলোৎপলের দীপ্তি।• তাঁহার কুঞ্চিত অধরে হাসি দেখিয়া মনে হয় যে, চাঁদের জ্যোৎস্না অথবা কুন্দ ও কৈরব ফুল ফুটিয়াছে।• কানাই যমুনার তীরবর্ত্তী কাননের কুঞ্জে গজরাজস্বরূপ। রমণীদের কুচকুঙ্কুমে তাঁহার দেহ রঞ্জিত; সেই দেহে যেন কোটি কাম বিরাজ করিতেছে। তাঁহার পায়ে সোনার কিঙ্কিণী, কঙ্কণ হস্তে ও স্কন্ধদেশে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে (কুণ্ডল কর্ণে থাকে,

কিন্তু লম্বা বলিয়া উহা যেন প্রায় কাঁধের কাছে আসিয়াছে)। তাঁহার মুরলীর কাকলী চক্রবাক ও কোকিলের কণ্ঠকে সঙ্কুচিত (পরাজিত) করে। কটিদেশ তাঁহার সিংহের মতন, কণ্ঠ শঙ্খের মতন এবং পদ্মের কেশরসমূহে যেন দেহ সুশোভিত। কলিকালরূপ কালিয়-সর্পের কবলে পড়িয়া কম্পিত হইতেছেন গোবিন্দদাস নামে কবি।

১২০

মঙ্গলগুঞ্জরী রাগ

•খিতিতলে সুতলি বালা।
খণ্ডিত মোতিম মালা॥
খসল কবরি কেশপাশ।
খরতর বিরহ হুতাশ॥
খঞ্জন নয়নি ধনি রাই।
ক্ষীয়ত তুয়া পথ চাই॥
খল সঞে পিরিতিক সাধে।
খোয়ল কুল মরিয়াদে॥
খেনে খেনে তুয় গুণ গায়ে[১]।
খপুর কপুর নাহি ভায়ে[২]॥
খলয় বলয় দুহুঁ হাথ[৩]।
খেদ সহই না জাত[৪]॥
খিন তনু তনিক নিশাস।
খোজত গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—৯২, স ৩০৮
সা. প. ১৯০—২
ব ১ (৪২)

পাঠান্তর—ব পুথি (১) খনে খনে তুয়া গুণ গায় (২) খপুর কপুর নাহি খায় (৩) হাতে (৪) জাতে।

শব্দার্থ—খণ্ডিত—ছিন্ন। খরতর—প্রবলতর। ক্ষীয়ত—ক্ষীণা হইতেছে। খোয়ল—খোয়াইল। খপুর—সুপারি। খলয়—স্খলিত হয়। তনিক—অল্প।

ব্যাখ্যা—বিরহিণী বালা মাটীতে শুইয়া আছে, দেখিয়া মনে হয় যেন একটী ছিন্ন মতির মালা।* তাহার কবরীর কেশপাশ খুলিয়া গিয়াছে; ঘোরতর বিরহ-অগ্নিতে সে সন্তপ্তা হইতেছে। সেই খঞ্জননয়নী রাধা তোমার পথের প্রতীক্ষা করিতে করিতে ক্ষীণা হইতেছে। তোমার মতন খলের সঙ্গে প্রেম করিবার জন্য সে কুলমর্য্যাদা হারাইল। সে থাকিয়া থাকিয়া তোমার গুণ গায়। কর্পূর সুপারি প্রভৃতিতে তাহার রুচি নাই। তাহার দুই হাতের বালা খুলিয়া পড়িতেছে; সে আর খেদ সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাহার তনু এমনি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে যে, অল্প অল্প নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা তাহা গোবিন্দদাস অনুসন্ধান করিতেছেন।

১২১

মল্লার

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওয়ে গমকে গণ্ডকিরি গুর্জ্জরি
গৌরি গোল গান্ধার॥
গোপী-গোপ গবীগণ-গোপক
গোকুল-গাম-বিহারি।
গুঞ্জা গৈরিক গোরস-গরভিত
গোরোচন-রুচি-ধারী॥
গহন-গুহাগত গোচারণ-রত
গো দোহন-গতি-কারী।
গো-গিরিধারি গূঢ় গরবাইত
গুরু-গৌরব-পরচারী॥
গজ-গতি-গামি গান-গুণ-গুম্ফিত
গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ।
গো-রস-গাহি গবীশ্বর[১]-নন্দন
গাওত দাস গোবিন্দ॥

সা. প. (১)—৫০ স ৪১২
ক. বি. ১১০, গো ৩২, রা ২৯ তরু ১৩০৭

পাঠান্তর—(১) গিরীশ্বর (তরু)

শব্দার্থ—গোচর—দৃষ্ট। গণ্ডকিরি, গুর্জ্জরি, গৌরী, গোল, গান্ধার—রাগের নাম। গোপক—রক্ষক। গোকুল-গাম—গোকুল নামক গ্রাম। গূঢ় গরবাইত—গূঢ় গর্ব্বযুক্ত। গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ—তাঁহার আকর্ষণে দেবগণ গগনে বিচরণ করেন। গহন—গভীর, অরণ্য। গুম্ফিত—গ্রথিত। গো-রসগাহি—দুগ্ধগ্রাহী। গবীশ্বর-নন্দন—নন্দনন্দন।

ব্যাখ্যা—গূঢ়রূপে গোপালদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠে দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি গণ্ডকিরি, গুর্জ্জরি, গৌরী, গোল, গান্ধার প্রভৃতি রাগরাগিণী গাহিতেছেন। গোপগোপী ও গোসমূহের তিনি রক্ষক। তিনি গোকুল গ্রামেই বিহার করেন। তাঁহার গলায় গুঞ্জার মালা, গায়ে দুধ মিশান গোরোচনার রং ও গৈরিক। তিনি বনের মধ্যেকার গুহার মধ্যে থাকেন। যাঁহারা গোচারণরত এবং যাঁহার গোদোহন করেন তাঁহাদের তিনি উত্তমগতি-প্রদায়ক। তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতধারী, গূঢ়গর্ব্বিত এবং নিজের বিশেষ গৌরব প্রচারকারী। গজপতির ন্যায় তাহার চলন। তাঁহার গানে আকৃষ্ট হইয়া দেবগণ আকাশে বিচরণ করেন। যিনি দুগ্ধ ভালবাসেন সেই নন্দনন্দনের কথা গোবিন্দদাস গান করিতেছেন।

গদগদ স্বরে অভিরামা।
গাবই গিরিধর নামা॥
গোকুল-গোপী-বিলাপ।
গোবিন্দদাস-হিয়া-তাপ॥

সা. প. (১)—৯৩ স ৩৩৬
সা. প ১৯০—৩ তরু ১৮৯০
ক বি. ২৪৪০

শব্দার্থ—গৃহপতি—ঘরের কর্ত্তা। গহন—লোকের ভিড়। গেহ—গৃহ। গহ—আগ্রহ। দিঠি—চক্ষু। গীরত—খুলিয়া পড়ে।

ব্যাখ্যা—সেই গোপকিশোরী রাধা গুরুজনের গঞ্জনা-বাণী ও স্বামীর ঘোর গর্জ্জনতিরস্কার মাথায় করিয়া (গণইতে) লোকারণ্য ও গৃহের আগ্রহ ছাড়িয়া, গোবিন্দের গুণ স্মরণ করিয়া করিয়া সারা রাত্রি ধরিয়া ক্রন্দন করে। তাহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা পতিত হয়, গলার মণিহারও খসিয়া পড়ে। গোপনপ্রেমের জ্বালায় সে বিষপান করিল। সে গদগদ স্বরে গিরিধরের নাম গান করে। গোকুলের গোপীর বিলাপ শুনিয়া গোবিন্দ-দাসের অন্তরে সন্তাপ উপস্থিত হয়।

১২২

গান্ধার

গুরুজন-গঞ্জন বোল।
গৃহপতি-গরজন ঘোর॥
গণইতে গোপ-কিশোরি।
গহন-গেহ-গহ ছোড়ি॥
গোবিন্দ গুণবতি সোই।
গুনি গুনি যামিনি রোই॥
গলত গলত দিঠি-ধারা।
গীরত গীম-মণিহারা॥
গুপত গুপত রস-আশে।
গরলহুঁ কয়ল গরাসে॥

১২৩

গান্ধার

ঘন-শ্যামর-তনু তুহুঁ কিয়ে ভোরি।
ঘোর-বিরহ-জ্বরে মূরছিত গোরি॥
ঘন ঘন সুন্দরি তুয়াপথ জোই।
ঘেরল সকল সখীগণ রোই॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি।
ঘূরত যৈছে পিঞ্জরমাহা সারি॥
ঘন ঘনাসর চন্দন হিয়ে লাই[১]।
ঘূমক সাধে শয়ন অবগাই॥
ঘাতক মদন ততহিঁ ভেল বাম[২]।
ঘর ঘর শবদে লেই তুয়া নাম॥

ঘাম-কিরণ সম মানই চন্দ।
ঘূণে বিন্ধল হিয়া পাঁজর-বন্ধ ॥
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘনসার।
ঘুম বিহল[৩] দিঠি ঝরত অপার ॥
ঘোষ-যুবতিগণ-বিরহ-হুতাশ।
ঘোষত পহুঁ পায়ে[৪] গোবিন্দদাস

সা. প. (১) ২৫৩ স ৩৪৬
ক. বি. ২৪৪৯ ত ১৯১৪
ব ২৯ (কী. পুথি) ২৮৪ পত্র

পাঠান্তর—সাহিত্য পরিষদের পুথিতে প্রথমে তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ চরণ; তার পর প্রথম দুই চরণ। কীর্ত্তনানন্দের পুথিতে প্রথমে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ, পরে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ আছে।

(১) চন্দনে হিয় লাই—স (২) তহিঁ ভেল বাম—স (৩) বিহনে—তরু (৪) তুয়া পদে—তরু।

শব্দার্থ—ভোরি—ভুলিল। জোই—তাকাইয়া থাকে। ঘর মাহা—ঘরের মধ্যে। ঘূরত—ঘুরাফিরা করে। ঘাম-কিরণ—সূর্য্যকিরণ। ঘনসার—কর্পূর। ঘোষত—ঘোষণা করিল।

ব্যাখ্যা—হে ঘনশ্যামতনু! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, গৌরী ঘোর বিরহজ্বরে মূর্চ্ছিত হইয়াছে? সেই সুন্দরী বারংবার তোমার পথের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাহার সখীরা তাহাকে ঘিরিয়া কাঁদিতেছে। সে ঘরের মধ্যেও স্থির থাকিতে পারে না। খাঁচার মধ্যেকার পাখীর মতন ব্যাকুল হইয়া ঘুরাফেরা করে। একটু নিদ্রা যাইবার আশায় বুকে ঘন করিয়া চন্দন ও কর্পূরের প্রলেপ দিয়া শয়ন করে; কিন্তু তাহাতেও জল্লাদ মদন বাম হইল (বিরোধ সাধিল)। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে তাই তোমার নাম করিতে ঘরঘর শব্দ হয়। চন্দ্রকে সূর্য্যকিরণের মতন মনে করে। তাহার পাঁজরের মধ্যে যেন ঘুণ বিঁধিয়াছে। সে ঘন কর্পূরকে নিন্দা করে। চোখে তাহার নিদ্রা নাই; শুধু অনবরত অশ্রুধারা পড়িতেছে। গোপ-যুবতীদের বিরহ হুতাশের কথা গোবিন্দদাস তোমার পদে নিবেদন করিল।

ব্যাধির সংজ্ঞা—অভীষ্ট বস্তুর অলাভে শরীরের পাণ্ডুতা এবং উত্তাপকে শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে (১৫।৩৮) ব্যাধির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিঃশ্বাস ও পতনাদি প্রকাশ পায়। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে (২।৪।৯০ এবং ৩।২।১১৬) ইহার লক্ষণে বলা হইয়াছে ইহাতে স্তম্ভ, অঙ্গশৈথিল্য, শ্বাস, উত্তাপ, ক্লান্তি প্রভৃতি প্রকাশ পায়। উজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যাধির উদাহরণস্বরূপ শ্রীরূপ গোস্বামী যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহার অনুবাদ করিয়া শচীনন্দন লিখিয়াছেন—

সখীগণ সজল, নলিনীদল বিতরল, রাই শুতায়ই তাথে।
অঙ্গকি তাপে, ধূলিসম হোরু, সো সব নলিনী কি পাতে ॥
শীতল সরসিজ, এক সখী বিজই, তবহু শুখাওত সোই।
লেপন চন্দন, তবহি শুখাওত, মলিন রে্ সম হোই ॥
মাধব, তুয়া বিরহানলে রাধা।
জর জর অঙ্গ, হৃদয়বর কাতর, ক্ষণে ক্ষণে মনসিজ বাধা ॥

—উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১২২

১২৪

সুহই রাগ

চিত অতি চপল চরিত গতি তোরি
চিন্তাচুম্বিত চম্পকগোরি ॥
চাতুরি চারু চরিত নিজ খোই।
চৌদিশে চাহি চান্দ মুখ রোই ॥
চল চল চঞ্চল-হৃদয় মাধাই।
চুলকত চীত বিরহ জরে রাই ॥
চন্দন চান্দ চন্দনি নাহি ছোই।
চাঁচর চিকন চিকুর চয় কোই ॥
চামর চীর পবন জনু দাব।
চামরি ভানে চমকি মুরছাব ॥
চঞ্চরি রোলে চেল দেই কান।
চিন্হই চীত পুতলি অনুমান ॥

চতুর চতুর ভুজ তুয় রস আশে
চেতন রহায়ত গোবিন্দদাসে ॥

সা. প. (১)—২৫৪ স ৩৪৭

শব্দার্থ—চুলকত—গণ্ডূষীকৃত (রাধামোহন)। চামর চীর পবন—কাপড় দিয়া বাতাস (চামরবস্ত্রজনিতপবনং দাবাগ্নিমিব মন্যুতে)। চামরি—চমরী গাই (চামরি তদাখ্যভয়ঙ্করজন্তুমননে চমৎকৃতা—রাধামোহন)। চঞ্চরি—ভ্রমর। চেল—কাপড়। চতুর চতুর ভুজ—(আপাত-দৃষ্টিতে) হে চতুর চতুর্ভুজ, কিন্তু কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ বলা গৌড়ীয় রস-শাস্ত্রের বিরোধী বলিয়া রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন—"হে চতুর চতুরভুর্জ চতুরেভ্যোঽপি চতুরেষু ভুজ কুটিল"—চতুরদের চেয়েও তুমি চতুর ও কুটিল।

ব্যাখ্যা—হে মাধব! তোমার চিত্ত অত্যন্ত চপল; চরিত্র ও ব্যবহারও চঞ্চল। সেই চম্পকতুল্যা গৌরী চিন্তার দ্বারা আক্রান্তা হইয়াছে। সে তাহার চাতুর্য্য ও চারু চরিত্র খোয়াইয়া চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া চাঁদমুখে রোদন করিতেছে। হে চঞ্চলহৃদয় মাধব, শীঘ্র শীঘ্র চল। রাই বিরহজ্বরগ্রস্তা হইয়া চিত্তকে যেন গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলিয়াছে—অর্থাৎ মোহগ্রস্তা (বিচিত্ততা-লক্ষণং মোহানুভাবো গম্যতে—রাধামোহন) হইয়াছে। সে চন্দন ও চন্দ্রকিরণ ছোঁয় না। কেহ তাহার কুঞ্চিত কেশের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতেছে। কাপড় দিয়া চামর-ব্যজনও তাহার সহ্য হইতেছে না—মনে হইতেছে যেন দাবাগ্নি। চমরী দেখিয়া সে যেন ভয়ে চমকিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। ভ্রমরের গুঞ্জনে কানে কাপড় দিতেছে। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন চিত্রে অঙ্কিত পুত্তলিকা। হে চতুরদের চেয়ে সুচতুর কুটিল! তোমার প্রেমের আশায় আশায় কোন মতে গোবিন্দদাস তাহার চেতনা বজায় রাখিয়াছে।

১২৫

বরাড়ী

ছোড়ল সুখময় কুসুম-শয়ান।
ছোয়ত হিমকর-কর মুরছান ॥
ছিরকত মলয়জে জলতহিঁ আগি।
ছটফটি শয়নে গোঙায়ই জাগি ॥
ছৈল কানু তুহুঁ সহজই ভোরি।
ছুটত কৈছে বিরহ-জরে গোরি ॥
ছলে যব কোই নাম লেই তেরি।
ছলছল নয়নে তাক মুখ হেরি ॥
ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।
ছীন কনক জনু দহনে উজোর ॥
ছাড়ল সলিল চলত জিউ আব।
ছীকনে কোই রহই জনু যাব ॥
ছদম ন কহয়ে দাস গোবিন্দ।
ছায়া এক তুয়া পদ-অরবিন্দ ॥

সা. প. (১)—২৫৫, তরু ১৯১১
ক. বি. ২৪৪৭

শব্দার্থ—ছোয়ত—ছুঁইলে। ছিরকত—ছিটাইলে। জলতহিঁ আগি—যেন আগুন জলিয়া উঠে। ছৈল—ধূর্ত্ত। ছীন—ছিন্ন, সুতরাং মলিন। ছীকনে—হাঁচিতে। ছদম—ছদ্ম; এখানে মিথ্যা।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সুখময় কুসুমশয্যা ছাড়িয়াছে। চাঁদের কিরণ ছুঁইলেই মূর্চ্ছা যায়। দেহে চন্দন ছিটাইলে মনে হয় যেন আগুন জ্বালিয়া দিল। শয্যায় শুইয়া ছটফট করে ও গোঙাইতে থাকে। হে ধূর্ত্ত কানাই, তুমি সহজেই আপন-ভোলা; গৌরীর বিরহজ্বর কেমনে ছুটিবে? কেহ মিথ্যা করিয়া তোমার নাম লইলে (তুমি আসিয়াছ বলিলে) ছলছল নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। কিরূপে মনের কথা লুকাইয়া রাখিবে? মলিন স্বর্ণখণ্ড যেমন দহনের দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তেমনি ধূমায়িত সাত্ত্বিকভাবের পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীরাধার ব্যবহারে। সে জল পান করাও ছাড়িয়াছে; এই বার জীবন যাইবে; শুধু যেন কেউ হাঁচিয়া বাধা দিয়াছে তাই প্রাণ যেন বাধা পাইয়া যায় নাই। গোবিন্দদাস মিথ্যা বলিতেছে না, কেননা তোমার পাদপদ্মের ছায়াই তাহার একমাত্র অবলম্বন।

মন্তব্য—এই পদটী বৈষ্ণবপদলহরী (৬৭৩) হইতে

লইয়া মথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত লাহেরিয়াসরাই হইতে প্রকাশিত গোবিন্দগীতাবলীতে স্থান দিয়াছেন; তাহাতে 'ছ' অক্ষরের অনুপ্রাসযুক্ত পদের তৃতীয় চরণে 'ছিরকত' স্থানে 'হিমকর' ও পঞ্চম চরণে 'ছৈল' স্থানে 'এখন' বসাইয়া অনুপ্রাসের প্রাণসংহার করিয়াছেন। তিনি খাঁটি বাংলা শব্দ 'ছিরকতে'র মানে বুঝিতে পারেন নাই। 'ছৈল' শব্দ বিদ্যাপতিতে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বুঝিলেন না কেন জানি না। মৈথিলী সাহিত্যগ্রন্থ কার্য্যালয়, দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত 'শৃঙ্গারভজনে' (১৪৮ সংখ্যক পদ) 'ছিরকত' ও 'ছৈল' রাখা হইয়াছে।

১২৬

তথা রাগ

জোয়ত পন্থ নয়নে ঝরু নীর।
যৈছন ভীত-পুতলি রহু থীর॥
যামিনি-যাম যাম-যুগ মনই।
জাগরে জাগি ভরমময় ভনই॥
জনেলুঁ যদুপতি জলধর-শ্যাম।
জিবইতে যুবতি জপই তুয়া নাম॥
যব কেহো লেপয়ে মলয়জ-পঙ্ক।
জলতহিঁ শতগুণ মদন-আতঙ্ক॥
যতনে শুতায়লুঁ জলরুহ-পাত।
জরি জরি ততহিঁ ভসম ভই জাত॥
যাঁহা হিমকর ভেল দিনকর-রীত।
জানলুঁ জগ মাহা সব বিপরীত॥
জনি জগ-জীবন ইথে কহ ছন্দ।
যো কছু কহ সতি দাস গোবিন্দ॥

সা. প. (১)—২৫৬ স ৩৪৯, তরু ১৯১২

শব্দার্থ—জোয়ত—নিরীক্ষণ করে। ভীত-পুতলি—ভিতে (দেওয়ালে) আঁকা পুতুল। জলরুহ-পাত—পদ্মের পাতা। জরি জরি—জ্বলিয়া জ্বলিয়া। ছন্দ—ছদ্ম, ছল, মিথ্যা।

ব্যাখ্যা—সে তোমার পথ চাহিয়া আছে, তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে। দেওয়ালে আঁকা পুতুলের মতন সে স্থির হইয়া থাকে। রাত্রির প্রত্যেক প্রহর তাহার নিকট দুইপ্রহর বলিয়া মনে হয়। জাগিয়া সে ভ্রমময় প্রলাপ বলে। হে জলধরশ্যাম যদুপতি! বুঝিলাম যুবতী বাঁচিবার জন্য কেবল তোমার নামই জপ করিতেছে। যখন কেহ তাহার গায়ে চন্দন লেপন করে তখন যেন মনে হয় মদনের ভীতি শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়া জ্বলিয়া উঠে। যত্ন করিয়া তাহাকে পদ্মপত্রে শয়ন করাইলে সেই পদ্মপত্র তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যায় (এমনই বিরহিণীর দেহের উত্তাপ)। যেখানে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় ব্যবহার করে সেখানে বুঝিলাম জগতে সবই বিপরীত। হে জগতের জীবন, এই কথা যেন মিথ্যা মনে করিও না। গোবিন্দদাস যাহা কিছু বলিতেছে তাহা সত্য।

রাধামোহন ঠাকুর এই পদে 'ভীত-পুতলি' শব্দ হইতে স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি উদ্দীপ্তভাবের ইঙ্গিত পাইয়াছেন। তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে সুদীপ্তভাবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—

একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা।
আরূঢ়াঃ পরমোৎকর্ষং সুদীপ্তা ইতি শব্দিতাঃ॥

১২৭

মল্লার

ঝর ঝর জলধর-ধার।
ঝঞ্ঝা-পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনি-মালা।
ঝামেরি ভৈ গেল বালা॥
ঝূটে কি কহব কানাই।
ঝূরত তুয়া গুণে রাই॥
ঝন ঝন বজর নিসান।
ঝাঁপি রহত দুহুঁ কান॥
ঝিঞ্ঝিরি ঝঙ্করু রাতি।
ঝঙ্ক সহনে নাতি যাতি॥

ঝমরি দাহুরি বোল।
ঝূলত মদন-হিলোল ॥
ঝটকি চলহ ধনি পাশ।
ঝগড়হি গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—২৫৭, ক. বি. ২৪৩৩ স ৩২৮, তরু ১৭৪১

শব্দার্থ—বিথার—বিস্তৃত। ঝামেরি—ম্লান। ঝিঙ্কিরি—ঝিঁঝি। ঝঙ্ক—জঞ্জাল। ঝূমরি—ঝুমুরগান।

ব্যাখ্যা—বৃষ্টি ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে। ঝড় বহিতেছে। বিদ্যুৎ অনবরত (মালারূপে) চমকাইতেছে। তরুণী ম্লান হইয়া গিয়াছে। তোমাকে মিছা কি বলিব? তোমাকে স্মরণ করিয়া রাই কাঁদিতেছে। ঝন ঝন শব্দে বজ্র পড়িতেছে, সে দুই কান চাপিয়া রহিয়াছে। ঝিঁঝিঁ পোকা রাত্রে ঝঙ্কার করিতেছে। আর জঞ্জাল সহা যায় না। দাহুরি ঝুমরি গান করিতেছে, যেন মদনহিল্লোলে রাধা ঝুলিতেছে। গোবিন্দদাস ঝগড়া করিয়া বলিতেছে, শীঘ্র তুমি ধনীর নিকট যাও।

১২৮

ঝুরু গৌর কিশোর।
ঝাকতে ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচনে
ঝুরি পূরব রসে ভোর ॥
চম্পক গৌর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভগবান্ চাহ।
চলাইতে চরণে চলই নাহি পারই
চকিতহি চেতন চোরাহ ॥
ছলছল নয়ন ছাপি করযুগল
ছোড়ল রজনীক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি কবহু ছন্দ ঐছন
কহতহি দাস গোবিন্দ ॥

১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রাচীন
কবির গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৩৬৩

১২৯

ধানশী

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত।
টৌয়ত অব ধনি সময় বসন্ত ॥
টুটল তুয়া অবধিক পরথাব।
টলমল জীবন রহ কিয়ে সব ॥
ঠামহিঁ ইহ যদুপতি রহু ভোরি।
ঠেরত কৈছে সময় উহ গোরি ॥
ডহডহ বিরহ সহই না পার।
ডারল মণিময় অভরণভার ॥
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরি সঙ্গ।
ডুবত ধনি জনি মদন-তরঙ্গ ॥
ঢরঢর লোচন-সরসিজ জোর।
ঢরকত অহনিশি উতপত লোর ॥
ঢীট কানু তুহুঁ কপট বিলাস।
ঢীটে কি বোলব গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—২৫৮ স ৩১৯
ক. বি. ২৪২৬ তরু ১৭১৮

শব্দার্থ—টারল—যাপন করিল। টৌয়ত—খোঁজ করে। টুটল—ভাঙ্গিয়া গেল, শেষ হইল। অবধিক পর যাব—যে অবধি (ফিরিবার শেষ দিন) করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলে। ঠামহিঁ—স্থান, ঠাঁই। ঠেরত—ঠেলিবে, দূর করিবে। ডহডহ—দগদগে (বিরহক্ষত)। ডারল—ফেলিয়া দিল। ডরে—ভয়ে। ঢরকত—ঢলিয়া পড়ে। ঢীট—ধৃষ্ট।

ব্যাখ্যা—হেমন্ত ও শীতের শেষ কাটাইল। এখন ধনী বসন্তকাল খুঁজিতেছে (প্রতীক্ষা করিতেছে, তুমি বসন্তকালে নিশ্চয়ই আসিবে মনে করিতেছে)। তুমি যেদিন ফিরিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে সেদিন চলিয়া গিয়াছে। তাহার জীবন যেন টলমল করিতেছে—থাকে কি যায় তাহার ঠিক নাই। এইখানে মুগ্ধ যদুপতি তুমি বসিয়া আছ? এই বসন্তকাল গৌরী কেমনে কাটাইবে? সে আর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছে না।

সমস্ত মণিময় অলঙ্কার ভার মনে করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার জীবন পাছে চলিয়া যায় এই ভয়ে সখী তাহার সঙ্গ ছাড়ে না। ধনী যেন মদনতরঙ্গে ডুবিয়া গেল। তাহার নয়নকমলে অশ্রু ঢলঢল করিতেছে। দিনরাত উত্তপ্ত অশ্রুধারা পড়িতেছে। হে শঠ কৃষ্ণ, তোমার সমস্ত বিলাসই কপট। এমন ধৃষ্টকে আর গোবিন্দদাস কি বলিবে?

১৩০

শ্রীরাগ

তাপনি-তীর-তীর তরু তরু তরলে
তরল-তরলতহিঁ ছাহ।
তরুণ তমাল তরকি তোহে তরসিত
তরুণি তোহারি পথ চাহ॥
ত্রিভুবন-তিলক তুহিনকর তো' বিনু
তপত তপন সম ভেল
তোহে বিনু তিল-এক তলপে তরাসই
তোহারি অবধি কত গেল॥
তিমিত-তিমিত-দিঠে রোই।
তীতল তাল-বিজনে তনু তাপই
তিরপিত তনিক না হোই॥
তোড়ল তাড় তড়ঙ্ক তিয়াজল
তাড়ি তড়িত-রুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী তুয়া পথ হেরই
গোবিন্দদাস কহ সার॥

সা. প. (১)—২৫৯ স ৩৪০
ক. বি. ২৪৪৪ তরু ১৮৯৬

শব্দার্থ—তাপনি-তীর—যমুনাতীর। তরল-তরলতহিঁ ছাহ—তরল হইতে তরলতর অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল ছায়াতে। তরকি—সদৃশ। তরসিত—ত্রাসযুক্ত। তুহিনকর—চন্দ্র। তলপে—শয্যায়। তরাসই—ভয় পায়। তিমিত—স্তিমিত। তীতল—ভিজা। তনিক—একটুও। তোড়ল—ভাঙ্গিল। তাড়—বাহুর অলঙ্কার। তড়ঙ্ক—একপ্রকার গহনা। তিয়াজল—ত্যাগ করিল। তাড়ি—ত্যাগ করিয়া। তড়িত-রুচি—বিদ্যুতের মত বর্ণ।

ব্যাখ্যা—তরুণী যমুনার তীরে তীরে প্রত্যেক তরুর তলায়, তাহাদের চপল (দ্রুত সরিয়া যাইতেছে এমন) ছায়ায় তরুণ তমালকে তুমি ভাবিয়া সতৃষ্ণভাবে তোমার পথ চাহিতেছে। তোমার বিহনে ত্রিভুবনের তিলকস্বরূপ চন্দ্র তাহার নিকট তপ্ত তপন সমান হইল। তোমার বিরহে শয্যায় একতিল সময়েও ভয় পায়। তোমার ফিরিবার তারিখ কতবার বহিয়া গেল। সে স্তিমিত দৃষ্টিতে রোদন করে। জলসিক্ত তালপাখার বীজনে তাহার তনুর তাপ একটুও কমে না। সে গায়ের সব গহনা—তাড়, তড়ঙ্ক, বিদ্যুৎবর্ণ হার প্রভৃতি সব খুলিয়া ফেলিয়াছে। প্রতিক্ষণে সে তোমার পথ চাহিয়া আছে। এই সার কথা গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

১৩১

থীর বিজুরি সম বালা।
ধৈরজ রহই ন পারা॥
থুল সুখ কিছুই ন জান।
থলে জলে দহই পরাণ॥
থোরহি বুঝবি মুরারি।
থীর না বান্ধে কুল-নারি॥
থাঢি করত যব কোই।
থরহরি কাঁপই সোই॥
থাপি ধরণি তুয়া রেহ।
থোয়ত ধনি তহিঁ দেহ॥
থবির বাল সব কোই।
থানে থানে রহি রহি রোই
থাবরসম তুয় ভাষ।
থকিতহুঁ গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—২৬০ স ৩৫৫
সা. প ১৯০—১১

শব্দার্থ—থুল সুখ—স্থূল সুখ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে সুখ। থাঢ়ি—দার্ঢ্য, জোর। থবির—স্থবির। বাল—বালক। থাবর—স্থাবর। থকিত—স্থগিত, স্তম্ভিত।

ব্যাখ্যা—স্থির বিদ্যুতের মতন বর্ণযুক্তা বালা আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সে স্থূল বিষয়-সুখ কিছুই জানে না। স্থলে ও জলে সমভাবেই তার প্রাণ দগ্ধ হয়। তুমি একটু বুঝিয়া দেখ মুরারি। কুলবতী নারী স্থৈর্য্য রাখিতে পারিতেছে না। যখন কেহ জোর করিয়া তাহার দ্বারা কিছু করাইতে চায় তখন সে থরহরি কাঁপিতে থাকে। মাটীতে তোমার রূপের রেখামাত্র অঙ্কন করিয়া তোমার সহিত মিলনের ব্যাকুলতায় তাহারই উপর সে নিজের দেহ স্থাপন করে (তব রেখামাত্রং কিঞ্চিৎ চিত্রং ধরণ্যাং স্থাপয়িত্বা মোহারম্ভে সমুদায়াবয়ব-লিখনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ—রাধামোহন ঠাকুর বলিতেছেন যে, ভূমিতে তোমার রেখামাত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াই শ্রীরাধার এমন মোহ আরম্ভ হয় যে, তিনি তোমার সমগ্র অবয়ব আঁকিতে অসমর্থা হন)। তোমার বিরহে স্থবির ও বালক সকলেই স্থানে স্থানে থাকিয়া কাঁদিতেছে। তুমি তো এত শুনিয়াও কিছু বলিতেছ না? তোমার স্থাবরত্বপ্রাপ্তি ঘটিল কি? তোমার ভাব দেখিয়া গোবিন্দদাস চমকিত, বিস্ময়ান্বিত হইতেছে।

১৩২

পাহিড়ী

দারু-দারুণ- দয়িত-দূষণ-
দলত দোলত হীয়।
দুসহ দোসর দগধ-দরপক-
দহনে দহ দহ জীয়॥
দেবকীসুত দেব দেখলোঁ
দীন দুবরি রাই।
দেহ দীপতি দেখত দেখিয়ে
দিবস-দীপক ছাই॥
দনুজ-দারুণ দূর দেশহি
দোখে দুখিত গোরি।
দৈব দুরগহ দোষ-দূষিত
দুলহ দরশন তোরি॥
দেহি দীগল দীঠে দেহলি
দামোদর দিশ দেখি।
দাস গোবিন্দ দিব দেই দেই
দীঘ দিনগণ লেখি॥

সা. প. (১)—২৬১ স—৩৪১
ক. বি. ১৮৭৬ তরু ১৯০১

শব্দার্থ—দারু-দারুণ—কাষ্ঠ অপেক্ষাও কঠিন। দয়িত-দূষণ—কান্তের অপরাধ। দোলত—কম্পিত। দুসহ দোসর—যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহ্য করিতে পারে না। দগধ-দরপক—হর-কোপানলে যাহার দর্প দগ্ধ হইয়াছে এমন মদন। দিবস-দীপক—দিনের বেলার দীপের (মতন ম্লান)। ছাই—ছায়া, এখানে কান্তি। দেহলি—দরজার চৌকাঠ।

ব্যাখ্যা—কাঠের চেয়েও কঠিন কান্তের দূষণ বা অপরাধের দ্বারা দলিত (নিষ্পেষিত) রাধার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। তাহার উপর আবার দুঃসহ দ্বিতীয় অর্থাৎ সহচর সেই পোড়া কন্দর্পের জ্বালায় জীবন দগ্ধপ্রায় হইয়াছে। হে দেব দেবকীপুত্র, আমি দীনা ও দুর্ব্বলা রাইকে দেখিলাম। তাহার দেহের দীপ্তি দেখিয়া দিনের বেলায় জ্বালা দীপের ম্লান কান্তির কথা মনে পড়ে। হে দৈত্যনাশক, তুমি দূরদেশে রহিয়াছ, সেই দুঃখে গৌরী দুঃখিতা। দৈবদোষে আজ তোমার দর্শন পাওয়া কঠিন হইয়াছে। হে দামোদর! সে সদর দরজার চৌকাঠের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি দিয়া তোমার আসার আশায় রহিয়াছে। গোবিন্দদাস দিব্য দিয়া তাহার দ্বারা দীর্ঘ দিনগুলি লিখাইতেছে—অর্থাৎ শ্রীরাধাকে হতাশ হইতে নিষেধ করিয়া কালগণনা করিয়া থাকিতে দিব্য দিতেছে।

১৩৩

তথা রাগ

ধৈরজ না রহ সুখ-পরিযঙ্ক।
ধয়লহুঁ ধয়ল না রহ সখি-অঙ্ক ॥
ধূমল ধমিল ধরণি মাহা লুঠই।
ধাধসে চলত খলত মহি লুঠই ॥
ধনি ধনি বীর ধরাধরধারি।
ধিক্ ধিক্ অবহুঁ জিয়ত[১] উহ নারি
ধরই ন অভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধূলি নয়ন ঘন নীর ॥
ধনি নহ ধীট চপল তুহুঁ কান।
ধূতক চরিত সরল কিয়ে জান ॥
ধ্রুব ধেয়ান কবহুঁ করু তোরি।
ধসহি ধরণি তলে মুরছিত গোরি ॥
ধরমে ধরমে ধনি বহত নিশাস।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—২৬২
ক. বি. ২৪৫৯ ১০৬২

পাঠান্তর—(১) জিয়য়ে (তরু)।

শব্দার্থ—সুখ-পরিযঙ্ক—সুখপর্য্যঙ্ক বা সুখের খট্বা। ধমিল—কেশ। ধূতক—ধূর্ত্তের। ধ্রুব—ধ্রুব।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা ভালো খাটে শুইয়াও ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। সখীর কোলে তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। তাহার ধূম্রবর্ণ কেশপাশ মাটীতে লুটাইতেছে। হে বীর পর্ব্বতধারী, তুমি ধন্য ধন্য (বিদ্রূপে)! আর সেই নারীকে ধিক্ যে সে এখনও বাঁচিয়া আছে। সে অলঙ্কার পরিধান করে না; তাহার বস্ত্র মলিন। নয়নের ঘন অশ্রু ধূলি ধুইতেছে। হে কানাই! সুন্দরী ধৃষ্টা নহে, তুমিই চপল। ধূর্ত্তের চরিত্র সরলা কি বুঝিবে? তোমার আবার কবে ধ্রুবধ্যান ঘটিল অর্থাৎ মতিস্থির হইল? গৌরী সহসা ভূমিতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুণ্যফলে ধনীর এখনও নিঃশ্বাস বহিতেছে। গোবিন্দদাস দৌড়াইয়া তোমাকে তাই বলিতে আসিয়াছে।

১৩৪

বরাড়ী

নন্দ-নন্দন নিচয় নিরখলুঁ
নিঠুর নাগর-জাতি।
নারি নীলজ নেহ-নিরমিত
নাহ নামে মিলাতি ॥
না রহ নিরুপম নিলয় নিচলহিঁ
নিন্দই নীরজ-সেজ।
নিভৃত নীপ নি- কুঞ্জে নিবসই
না সহ হিমকর-তেজ ॥
নয়ন-নীরদে নীর নিঝরই
নীন্দ নহি তহিঁ থোর।
নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিকসই
না ধর নিরমল চোল ॥
নহ ত নিকরুণ নীতি নৌতুন
নগর-নাগরি হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই নবিন নিজ-জন
দাস গোবিন্দ পেরি ॥

সা. প. (১)—২৬৩ স ৩৩৮
ক. বি. ২৪৪২ তরু ১৮৯৪

শব্দার্থ—নিচয়—নিশ্চয়। নিরখলুঁ—দেখিলাম। নেহ-নিরমিত—স্নেহদ্বারা নির্ম্মিত অর্থাৎ প্রেমময়ী। মিলাতি—গলিয়া যায়। নীরজ-সেজ—পদ্মপত্রের শয্যা। নীন্দ—নিদ্রা। নহি তহিঁ থোর—একটুও তাহাতে নাই। নিয়ড়ে—নিকটে। নিকসই—খুলিয়া। চোল—বস্ত্র। নহ ত—হইও না। নবিন নিজ-জন—নূতন পরিচারক (কবি স্বয়ং)।

ব্যাখ্যা—হে নন্দনন্দন! নিশ্চয় বুঝিলাম (দেখিলাম) যে, নাগরজাতি নিষ্ঠুর। নারীও নির্লজ্জ (এইজন্য যে, এমন নাগরের সহিত প্রেম করে)। প্রেম দিয়াই যেন তাহাদের দেহ গঠিত; নাথের নাম শুনিলেই বিগলিত হয়। সেই বিরহিণী—অতুলনীয় ভবনেও নিশ্চলভাবে থাকে না; পদ্মপত্রের শয্যাকেও নিন্দা করে। নিভৃত কদম্বকুঞ্জে বাস

করে, চন্দ্রের কিরণ সহ্য করিতে পারে না। তাহার নয়নরূপ মেঘ হইতে অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতেছে। উহাতে একটুও নিদ্রা নাই। সে নূপুর নিকটেই খুলিয়া রাখিয়াছে। নির্ম্মল বস্ত্র সে পরিধান করে না। হে মাধব, তুমি নিত্যনূতন পুরনারীদের দেখিয়া নিষ্করুণ হইও না। তোমার নিকট এই নিবেদন করিতেছে তোমারই নবীন পরিচারক গোবিন্দদাস।

মন্তব্য—উজ্জ্বলনীলমণিতে (১৫।২৫ উদ্বেগদশার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে দীর্ঘনিঃশ্বাস, চাঞ্চল্য, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও স্বেদাদি প্রকাশ পায়।

১৩৫

কল্যাণী

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ
নীকে নেহারণি ছন্দ।
নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনি নীচল
নিকসত নীবি-নিবন্ধ॥
নাচত নন্দ-নন্দন নট-রাজ।
নাগরি-নারি-নগরি নব-নাগরি
নিরুপম নটিনি-সমাজ॥
নলিনী-নাহ-নন্দিনি-নদি নীকট
নীপ-নিকুঞ্জ-নিবাসি।
নিতি নব-যৌবনি-নিধুবনে নন্দিত
নিভৃত নিবাদন বাঁশি॥
নামহি নারি নিকেতনে না রহ
নৌতুন-নেহ-বিলাস।
নিন্দহুঁ নিজ নিজ নাহ না হেরয়ে
নিয়মিত গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—৩৫ স ২২৭
বৃ. ৫ কী ৪৪
ক. বি. ২৯৪৯ তরু ২৭১৩

শব্দার্থ—নীরজ—পদ্ম। নীকে—সুন্দর। নেহারণি ছন্দ—দৃষ্টির কৌশল। নিকসত—খুলিয়া যায়। নলিনী-নাহ-নন্দিনী—সূর্য্যের নন্দিনী যমুনা। নিবাদন—উত্তমবাদন।

ব্যাখ্যা—পদ্মকে ধিক্কার দেয় এমন মেঘের মত শ্যামল নয়ন; তাহার দৃষ্টির ভঙ্গী সুন্দর। তাঁহাকে দেখিয়া কাছের নিতম্বিনী স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নীবিবন্ধ খুলিয়া যায়। নটরাজ নন্দনন্দন নাচে। তোমার সামনে রহিয়াছে নারী, নাগরী ও নগরের নবনাগরীর অতুলনীয় নটিনী-সমাজ। তুমি যমুনার নিকটে নীপকুঞ্জে বাস কর। তুমি নিত্য নূতন যুবতীদের রমণে নন্দিত। তোমার বাঁশী নিভৃতে সুন্দর বাজে। তোমার নাম শুনিলেই আর নারী ঘরে থাকে না। নূতন তোমার প্রণয়-বিলাস। নারীরা নিজ নিজ পতির প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করে। এই পদ গোবিন্দদাস নির্ম্মাণ বা রচনা করিতেছেন।

১৩৬

পদুমিনি পুন পরবোধও তোয়।
পীতাম্বরপদ- পঙ্কজ পরিহরি
পামরি পাঁতরে রোয়॥
পুছইতে পহিলে পাণি পালটায়সি
পরিজন পর করি মান।
পিয়-পরিবাদ পরশি পরিহারসি
পূরে পাহুন পাঁচ বাণ॥
পিরিতিক পাঁতি পাঠে পরিহাসসি
পহুঁ-পরিণতি নাহি মান।
পাহুন-পুতলি পরখি পয়ে পেখলুঁ
পর-পীড়ন নাহি জান॥
পুরুষোত্তমক প্রেম-পরিরম্ভণ
পুনবতি পাবই কোই।
প্রাণ-পিয়ারি পদবি পরিপালহ
গোবিন্দদাস কহ তোই॥

সা. প (১)—১৫৫ তরু ৫৫৩
ক. বি. ১৬৫২

শব্দার্থ—পরবোধও—প্রবোধ দিতেছি। পাতরে—প্রান্তরে। রোয়—কাঁদে। পানি পালটায়সি—হাত উল্টাও। পাহুন—পথিক, অতিথি।

ব্যাখ্যা—হে পদ্মিনী! তোমাকে ফের বুঝাইতেছি। পীতাম্বরের পদকমল ত্যাগ করিয়া পামরীও প্রান্তরে কাঁদে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্টাও, নিজের লোককে পর বলিয়া মনে কর। দয়িতের সম্বন্ধীয় নিন্দা শুনিয়াই (উহার সত্যাসত্য বিবেচনা না করিয়া) তাঁহাকে ত্যাগ কর। পঞ্চবাণ পূর্ণ প্রবাসী হইতেছে (তুমি কন্দর্পকে নির্ব্বাসিত করিতেছ)। পিরিতির পত্র (পাঁতি) পড়িয়াই পরিহাস করিতেছ; প্রভুর প্রণতি গ্রাহ্য কর না। প্রভুর কি হইবে তাহা ভাব না। অতিথিরত্নকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পর-পীড়ন সে জানে না। পুরুষোত্তমের প্রেমালিঙ্গন কোন্ পুণ্যবতী পাইবে? প্রাণপ্রিয়ের পথ অনুসরণ কর। গোবিন্দদাসও তাই বলেন।

১৩৭

তথা রাগ

পরখি পেখলুঁ পুরুষ-উত্তম
পুরুষ পাহুন-জাতি।
প্যারি পামরি পিরিতি-পাবকে
পৈঠে পতগক ভাতি॥
পৌর-পুনবতি পহিল পরিচয়
প্রাণ-পহুঁ তুহুঁ ভোরি।
প্রেম-পরবশ পুরুব-প্রেয়সি
পন্থ পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল পঙ্ক-পঙ্কজ-
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয়-সখি- পায়ে পুন পুন
প্রখর পাঁচশর-ঘাত॥
পাপ পাউখ পবন প্যাসিত
পাপিহা পিউ পিউ ভাষ।
পুন কি পাওব পরম প্রিয়তম
পুছত গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—২৬৪ স ৩২৭
ক. বি. ২৪৩২ তরু ১৭৪

ব্যাখ্যা—হে পুরুষোত্তম! পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, পুরুষ পথিকজাতীয়—তাহারা একস্থানে স্থির হইয়া বসবাস করিতে পারে না। এদিকে পামরী প্যারী তোমার প্রেমবহ্নিতে পতঙ্গের মতন প্রবেশ করিয়াছে। হে প্রাণের প্রভু, তুমি নগরের পুণ্যবতীদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে মত্ত হইয়াছ; আর তোমার প্রেমপরবশ পূর্ব্বপ্রেয়সী তোমার পথ চাহিয়া আছে। সে এতই সন্তপ্ত যে, সুগন্ধ পঙ্ক ও পঙ্কজের স্পর্শে শীতল হওয়া দূরে থাকুক আরও পীড়িত বোধ করে। সে পঞ্চশর মদনের প্রখর আঘাতে পুনঃপুনঃ প্রিয় সখীর পায়ে পড়ে (সখী যেন দয়িতের সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করে, এই অনুরোধ)। পাপ বর্ষাকালের পবনে পিপাসিত হইয়া পাপিয়া পিউ পিউ রব করিতেছে। গোবিন্দদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুনরায় কি পরম প্রিয়তমকে পাইবে?

১৩৮

তিরোথা

ফাগুনে গণইতে গুণগান তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন-ওর॥
ফুল-ধনু লেই কুসুম-শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনি পরিহরি লাজ॥
ফুকরি কহলুঁ হরি ইথে নাহি ছন্দ
ফিরি না হেরবি রাই-মুখ-চন্দ॥
ফোরল তুহুঁ কর-মকরত বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল খলই॥
ফুয়ল কবরি সম্বরি নাহি বান্ধ।
ফনি-পতি-দমন বোলি ঘন কান্দ॥

ফুটত হৃদয় নিদারুণ নেহ।
ফুতকারহি ধনি তেজবি দেহ॥
ফেরি না হেরবি সহচরিবৃন্দ।
ফলব কিনা বুঝল দাস গোবিন্দ

সা. প. (১)—২৬৫ স ৩২০
ক বি. ২৪২৭ তরু ১৭২১

শব্দার্থ—ফোরল—ভাঙ্গিল। বলই—বলয়। ফুরল—খোলা। ফনিপতি-দমন—কালিয়দমন কৃষ্ণ। ফারল—বিস্তৃত; ইহাতে নিমেষশূন্যত্ব সূচিত হইতেছে। ফুতকারহি তেজব দেহ—ফুঁ দিলে প্রাণ হারাইবে (এমন হালকা, দুর্ব্বল হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা—ফাল্গুনমাসে তোমার গুণরাজি স্মরণ করিতে করিতে কাননপ্রান্ত কুসুমে ভরিয়া গেল। পুষ্পধনু মদন কুসুমশরে সাজিয়া আসিল। সুন্দরী লজ্জা ত্যাগ করিয়া (উন্মাদিনী হইয়া) উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। হে হরি, আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি, ইহাতে কোন ছলচাতুরী নাই—তুমি ফিরিয়া আর রাধার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইবে না। সে দুই হাতের মরকতনির্ম্মিত বলয় ভাঙ্গিয়াছে, নিমেষহীন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তোমার পথের পানে চাহিয়া আছে আর তাহার চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতেছে। সে তাহার উন্মুক্ত কবরী সামলাইয়া বাঁধে না; কিন্তু উন্মাদ-গ্রস্তা হইয়া উহাকে সাপ মনে করিয়া বলে—হে কালিয়দমন, তুমি কোথায় রক্ষা কর। এই বলিয়া বারংবার ক্রন্দন করে। তাহার ভগ্ন হৃদয়ে নিদারুণ প্রেম। সে এমন ক্ষীণা হইয়াছে যে, মনে হয় ফুঁ দিলেই প্রাণত্যাগ করিবে। পুনরায় তুমি আর তাহার সখীদিগকেও দেখিতে পাইবে না (কেননা, তাহারাও রাধার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করিবে)। ইহা ফলিবে কিনা তাহা গোবিন্দদাস বুঝিতে পারে।

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—'ফুকরি রোই ধনি পরিহরি লাজ ইত্যেতাদৃশং ক্রন্দনম্ উন্মাদং বিনা ন সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্'। লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উন্মাদ-দশা ছাড়া সম্ভব নয়।

১৩৯

কেদার

•বহুল-বারিদ- বরণ বন্ধুর
বিজুরি-বিলসিত বাস।•
বিকচ-বান্ধুলি- বলিত বারিজ
বদন-বিম্ব পরকাশ[১]॥
বিহরতি বৃন্দাবনে বনমালি।
বেঢ়ল ব্রজ-বধূ- বৃন্দ বিমোহিত
বোলত বলি বলিহারি॥
বকুল-বঞ্জুল- বল্লি-বলয়িত
বিলোল-বর্হাবতংস।
বিমল ভূষণ বেশ বাসিত
বেকত বাওত বংশ॥
বিশদ বারণ- বাহু-বৈভব
বলয়-বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধি- বচন-বিরচন-
বিবশ দাস গোবিন্দ॥

সা. প. (১)—৭৪, ক. বি. ২৯৪৮ তরু ২৭১৪
দ্বা. ৫ কী ৪৪

পাঠান্তর—(১) বরাহনগর ৪ (১৯২—৩) পুথিতে ইহার পর দুই চরণ:

মাথহি মোর মুকুট মদমন্থর, মণ্ডল মণিনবমালা।
মঞ্জিরে মহিম মহিমাময় গোবিন্দদাস গুণ গান॥

পদ এইখানেই শেষ।

শব্দার্থ—বারিদ—জলদ, মেঘ। বিকচ—প্রস্ফুটিত। বারিজ—পদ্ম। বিম্ব-বিম্বফল, তেলাকুঁচার ফল (লাল)। বঞ্জুল—বেতগাছ। বল্লি—বল্লী, লতা। বিলোল—সুচঞ্চল। বাওত—বাজায়। বারণ—হস্তী।

ব্যাখ্যা—•বন্ধুর দেহের রং জলভরা মেঘের মতন, তাহার বসনে যেন বিজলি খেলিয়া যায়।• প্রস্ফুটিত বান্ধুলি ও পদ্মের মত তাঁহার মুখ, ঠোঁট দুখানি বিম্বফলের মত লাল টুকটুকে। বৃন্দাবনে বনমালী বিহার করিতেছেন। ব্রজবধূগণ বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন।

তাঁহারা তাঁহাকে বলিহারি দিতে লাগিলেন। তাঁহার মাথার চূড়ায় বকুল, বেতের লতা ও সুচঞ্চল ময়ূরের পুচ্ছ। তাঁহার ভূষণসমূহ বিমল এবং বেশ সুগন্ধিত। তিনি প্রকাশ্যে বংশী বাদন করেন। তাঁহার বাহু প্রকাণ্ড হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়। তাহাতে বলয় পরিহিত রহিয়াছে। তিনি নানা প্রকারের সুরস বচন এমন করিয়া বলিতে পারেন যে, গোবিন্দদাস তাহা শুনিয়া বিবশ হয়।

১৪০

বাসিত বিশদ বাস-গেহে বৈঠত
বহ্নি-ভবন বলি উঠই।
বরিহা-বিরচিত বীজন বিজইতে
বিষধর-বিষ সম বলই॥
বলানুজ বুঝলহোঁ বহুবিধ বোধি।
বরবিধু-বয়নি বিনোদিনি বল্লবি
বূড়ত বিরহ-পয়োধি॥
বিগলিত-বলয় বাহু বিস-বল্লরি
বিলপই বিপিন-বিতান।
বিছুরল বেশ-বিলাস বিলাসিনি
বহু বৈদগধি-বিধান॥
ব্রজ বনিতা বসুধা-তলে বিলুঠই
বিঘটিত বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন বিচারই বাউরি
গোবিন্দদাস রস গান॥

সা. প. (১)—২৬৬, ক. বি. ২৪৫০ স ৩৫২, তরু ১৯২০

শব্দার্থ—বিশদ—নির্ম্মল। বাসিত—সুবাসিত। বোধি—প্রবোধ দিয়া। বূড়ত—ডুবিল। বল্লবি—গোপী। বল্লরি—লতা। বিছুরল—ভুলিয়া গেল। বিঘটিত—বিশৃঙ্খল। বাউরি—পাগলিনী। বিতান—চন্দ্রাতপ।

ব্যাখ্যা—সুবাসিত নির্ম্মল বাসগৃহে বসিয়া আগুনের ঘর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে (তাহার ভিতরের জ্বালা এত প্রবল যে, ঘর দুয়ার সব আগুনের মত মনে হয়)। ময়ূরের পাখা দিয়া বাতাস করিলে সে সাপের বিষের মত লাগিতেছে বলে। হে বলদেবের ছোট ভাই! নানা-রকমে প্রবোধ দিয়া বুঝিলাম যে, পূর্ণচন্দ্রমুখী বিনোদিনী গোপী বিরহসমুদ্রে ডুবিতেছে। তাহার বলয় বাহুলতা হইতে খসিয়া পড়িতেছে। সে বিপিনের চন্দ্রাতপে বসিয়া বিলাপ করিতেছে। সে বেশভূষা করা ভুলিয়া গিয়াছে। ব্রজবধূর শয্যা বিশৃঙ্খল; সে মাটীতে লুটাইতেছে। তাহার বাক্যাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মনে হয় সে পাগলিনী হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দদাস এই রসগান করিতেছেন।

১৪১

ধানশী তিরোথা

ভ্রমই ভবন-বনে জনু অগেয়ান।
ভাঙ্গল ভয় গুরু-গৌরব-মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
ভীত-পুতলি সম তুয়া পথ জোই॥
ভাবিনি-ভূষণ ভালে বনমালী।
ভোরি কি বিছুরলি ব্রজ-বরনারী॥
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই।
ভূতলে শূতলি কুন্তল ফোই॥
ভূলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।
ভীগল দিঠি-জলে নীল নিচোল॥
ভূরি বিরহ-জরে ভরি মুরছান।
ভুরু-ভঙ্গহি ধনি তেজব পরান॥
ভাগ্যে জিবয়ে অব তুয়া রস-আশ।
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দদাস॥

সা. প. (২)—২৬৭, ক. বি. ২৪৫২ স ৩৫২, তরু ১৯২২

শব্দার্থ—জনু—যেন। অগেয়ান—অজ্ঞান। ভীত-পুতলি—দেওয়ালে আঁকা পুতুল। জোই—চাহিয়া। ভালে—ভাল। বিছুরলি—ভুলিয়া গেলে। গোই—গোপন করিয়া, লুকাইয়া। ফোই—খুলিয়া। ভীগল—ভিজিয়া গেল।

ব্যাখ্যা—রাধা অজ্ঞানের (পাগলিনীর) মতন বনে ও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার মনে আর গুরুজনের প্রতি ভয় বা সম্মানবোধ নাই। ভাবে তাহার মন ভরিয়া গিয়াছে, তাই সে হাসিয়া হাসিয়া কাঁদে। আর দেওয়ালে আঁকা ছবির মতন তোমার পথপানে চাহিয়া থাকে। হে বনমালী, তুমি ভাবিনীর ভূষণস্বরূপ, কিন্তু মত্ত হইয়া কি ব্রজনারীকে ভুলিয়া গেলে? ভুলের ঘোরে মুখ লুকাইয়া, কেশ খুলিয়া সে মাটীতে শুইয়া থাকে। তোমার গুণে ভুলিয়া সে হরি হরি বলিয়া ডাকে। তাহার নীল সাড়ী নয়নজলে ভিজিয়া যায়। প্রবল বিরহজ্বরে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ভ্রূভঙ্গেই যেন সুন্দরী প্রাণ ত্যাগ করিবে। দৈববলে তোমার প্রেমরসের আশায় সে এখনও বাঁচিয়া আছে। গোবিন্দদাস তোমার যশ গান করিবে (যদি তুমি শ্রীরাধাকে বাঁচাও)।

১৪২

জয়জয়ন্তী

মুদির-মরকত মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লি-মালতি- মালে মধুমত[১]
মধুপ[২] মনমথ-ফান্দ ॥
শ্যাম সুন্দর সুঘড়-শেখর
শরদ-শশধর হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সম-রস
সতত সুখময় ভাষ ॥
চিকণ চাঁচর চিকুর চুম্বিত
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপল চমকিত চকিত চাহনি
চীত চোরক ভাঁতি ॥
গিরিক গৈরিক গোরজ গোরচন
গন্ধ-গরভিত বাস।
গোপ গোপন গরিম গুণ-গান
গাওয়ে[৩] গোবিন্দদাস ॥

সা. প (১)—৬৯, ক. বি. ২৯৫৭ স ২৫৩, ক্ষ ১৩০৮, ২৪২৯ কী ৪৭

পাঠান্তর—তরু (১) মধুকর (২) মত্ত (৩) গাওত।

শব্দার্থ—মুদির—মেঘ। মল্লি—মল্লিকা। সুঘড়—সুগঠিত, সুন্দর।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি মেঘবর্ণের মরকতের মতন। তাঁহার শোভা সকলকে মোহিত করে। গলার মালায় মল্লিকা ও মালতী, তাহাতে মধুমত্ত মধুকরগণ রহিয়াছে; যেন উহা মন্মথের ফাঁদ। সুন্দরশ্রেষ্ঠ শ্যামসুন্দরের হাসি যেন শরৎকালের শশধরের জ্যোৎস্না। তাঁহার সঙ্গে সমান বয়সের সুবেশ ও সমভাবাপন্ন বালকেরা রহিয়াছে। তাঁহার কথা সব সময়ই সুখময়। তাঁহার কুঞ্চিত কেশ চুম্বন করিয়া যেন সুন্দর চন্দ্রপংক্তি রহিয়াছে (কপালে চাঁদ নামক অলঙ্কার)। তাঁহার চঞ্চল ও চমকিত চাহনি দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি চিত-চোর। তাঁহার বস্ত্রে গিরির গৈরিক রং; গোধূলি ও গোরোচনার সুগন্ধ। গোবিন্দদাস গোপের শ্রেষ্ঠ ও গোপন গুণ গান করিতেছে।

১৪৩

সুহই

মদনমোহন- মুরতি মাধব
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবি মানি-মানদ
মিছই মারগ জোই ॥
মিলল মধুঋতু মল্লি মুকুলিত
মঞ্জু মাধবি-কুঞ্জ।
মেলি মধুকরি মুখর মধুকর
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ ॥
মিহিরজা-মৃদু- মন্দ-মারুত
মনই মনসিজ-শাতি।

মসৃণ মলয়জে মুরছি ম
মহি মাহা গড়ি যাতি ॥
মহামণিময় মহগমগুলে
মলিন মুখ-অরবিন্দ।
মরমে মৃগয়তি মুদির-মনোহর
মোহিত দাস গোবিন্দ ॥

সা. প. (১)—২৬৮, ক. বি. ২৪২৮ স ৩৫১, তরু ১৭২২

শব্দার্থ—তোই—তোমাকে, তুমি। মাধবী—(এখানে) শ্রীরাধা। মারগ—মার্গ, পথ। জোই—চাহিয়া থাকে। মিহিরজা—সূর্য্যকন্যা যমুনা। শাতি—শান্তি। মহি মাহা—মাটীর মধ্যে। মহগ—মহার্ঘ, মহামূল্য। মৃগয়তি—অনুসন্ধান করে।

ব্যাখ্যা—মদনকে মোহিত করিতে পারে এমন মূর্ত্তি-ধারী মাধব! তুমি মধুর মধুপুরে বসিয়া আছ। আর ওদিকে তোমার মুগ্ধা মাধবী শ্রীরাধা ভাবিতেছে তুমি বুঝি তাহার মান রাখিবে, তাই সে তোমার পথের পানে বৃথাই চাহিয়া আছে। বসন্তঋতু আসিল; সুন্দর মাধবীকুঞ্জে মল্লিকাফুল মুকুলিত হইল। ভ্রমর ভ্রমরী গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে মুখর হইয়া মধুপান করিয়া মত্ত হইয়াছে। যমুনার মৃদুমন্দ বাতাসকেও শ্রীরাধা মদনজনিত শাস্তি বলিয়া মনে করে। কোমল চন্দনে মানিনী মূর্চ্ছা যায় ও ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়। বহুমূল্য মণিময় অলঙ্কার-সমূহের মধ্যে তাহার মুখকমল মলিন হইয়া রহিয়াছে। সে জলদসুন্দর তোমাকে অন্তরে খুঁজিতেছে। গোবিন্দদাস এই সব দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন

১৪৪

মায়ূর

মুখরিত মুরলি-মিলিত মুখ-মোদনে
মরকত-মুকুর মৈলান।
মানিনি-মান-মথন মৃদুকায়নি
মুনি-মানস মুরছান ॥
মাই মোহন-মূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ-মাধুরি
মনমথ-মন মথ মারি ॥
মুকুলিত মল্লি মধুর মধু মাধুরি
মালতি-মঞ্জুল-মাল।
মন্দ-মকরন্দ-মুদিত মত্ত-মধুকর
মণ্ডিত মৌলি-মন্দার ॥
মাথহি মোর-মুকুট মদ-মন্থর
মণি-মণ্ডল মন মান।
মঞ্জু-মঞ্জীর-মহিম মহিমাময়
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

সা. প. (১) ক. বি. ৩৫০, স ১৮১, তরু ২৪২৬ কা ৪৫

শব্দার্থ—মোদন—আনন্দ-উৎপাদন। মৈলান—ম্লান। মৃদুকায়নি—ঈষৎ হাস্য। মোর-মুকুট—ময়ূরের মুকুট।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মুখরিত (শব্দায়মান) মুরলিসংযুক্ত মুখের আনন্দময় রূপে মরকত দর্পণ ম্লান হয়। তাঁহার স্মিতহাস্য মানিনীদের মান হটাইয়া দেয়, মুনিদের মনও মূর্চ্ছিত করে। ওগো মা কোথা যাব! মুরারির মোহন মূর্ত্তি মনে জাগিতেই মন মথিত হয়, সেই মূর্ত্তির মাধুর্য্য মন্মথকে পরাজিত করে। তাঁহার গলে মুকুলিত মল্লিকা ও মধুমালতীর সুন্দর মালা। তাঁহার চূড়ায় (মৌলি) পুষ্প-মধুপানে অলস ও হর্ষযুক্ত মত্ত মধুকর শোভিত পারিজাত কুসুম (মন্দৈরালস্যযুক্তৈরর্থাৎ নিশ্চলৈর্মকরন্দেন পুষ্পরসেন মুদিতৈ হর্ষিতৈর্মত্তমধুকরৈর্মণ্ডিতং মৌলি-সম্বন্ধি মন্দারং পারিজাতকুসুমং যস্য স তথা)। তাঁহার মাথায় ময়ূরের মুকুট। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের মাথায় স্থান পাইয়াছে এই গর্ব্বে মন্থর মণির দ্বারা উহা শোভিত। সুন্দর (মঞ্জু) নূপুরের (মঞ্জীর) মহিমায় গৌরবযুক্ত গোবিন্দদাস গুণ গান করিতেছেন।

১৪৫

শ্রীরাগ

রীঝলি রাজ-নগর মাহা তোই।
রঙ্গিণিসঙ্গে রঙ্গে মন মোই॥
রসময় রাস-রসিক ব্রজ-নারি।
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি॥
রাধা-রমণ রতন তুহুঁ দূর।
রবিজা-রোধে রমণিগণ ঝুর॥
রাকা-রজনি রজনি-কর-জাল।
রোই রোই বোলত মরমক শাল॥
ঋতুপতি-রাতি দিনহিঁ দিন-হীন।
রসবতি জীবয়ে কৈছে সে বীন॥
রতিপতি-রোখে রহিত রস-বেশ।
রূপ নিরুপম রহ অবশেষ॥
রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ২৪৮৩ স ৩১৯, তরু ১৮৯৫

শব্দার্থ—রীঝলি—হৃষ্ট হইয়া। রাজ-নগর—মধুপুর। তোই—তোমাকে। মোই—মোহন করিয়া। রবিজা—সূর্যতনয়া যমুনা। রোধে—তীরে। রাকা—পূর্ণিমা। শাল—শল্য, ব্যথা। দিন—দীন। বীন—বিনা। রোখে—রোষে।

ব্যাখ্যা—তুমি রাজধানী মধুপুরে রঙ্গিণীদের সঙ্গে মন মাতাইয়া স্ফূর্তিতে আছ। হে রাসরসিক রসময়! এদিকে ব্রজনারী কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার পথপানে চাহিয়া আছে। হে রাধারমণ! হে রত্নস্বরূপ! তুমি দূরে রহিয়াছ, আর যমুনার তীরে রমণীরা কাঁদিতেছে। তাঁহারা পূর্ণিমা-রাত্রির চন্দ্রের কিরণজালকে কান্দিয়া কান্দিয়া মর্ম্মের বেদনা জানাইতেছেন। বসন্তের রাত্রি আজ নিতান্তই দীনহীন বোধ হইতেছে। প্রেমরস বিনা রসবতী কিরূপে জীবনধারণ করিবে? রতিপতি মদনের রোষে পড়িয়া শ্রীরাধা আজ কোন বেশভূষা করা ছাড়িয়া দিয়াছেন; কেবলমাত্র তাঁহার অতুলনীয় রূপটুকুই অবশিষ্ট আছে। গোবিন্দদাস জিহ্বার রুচিকর, কর্ণের আনন্দজনক সুন্দর পদ রচনা করিতেছেন।

১৪৬

বনাবরি রাগ

ললিত কমল ফুল বালা।
লাগল বিরহক জ্বালা॥
লীলা লাবণি খোই।
লোর লহরি ভরে রোই॥
লালন কি বলব আন।
ললনা কঠিন পরান॥
লোক লাজ ভয় ছোড়ি।
লুড়ই মহীতলে গোরি॥
ললিত ললিত স্বরে রামা।
লেওয়ে মধুর তুয়া নামা॥
লোচনে নিমিখ নিঝাই।
লোলি পড়লি মুরছাই॥
লহু লহু বহত নিশাস।
লখতহি গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—২৭০ স. ৩০৮

পাঠান্তর—সা. প. পুথিতে প্রথম চরণ—লুনিক পুতলী সম বালা। (১) লপই [অর্থাৎ আলপই] মধুর তুয়া নামা।

শব্দার্থ—ললিত—সুন্দর। খোই—খোয়াইয়া। লোর—অশ্রুজল। লালন—আদরের পাত্র। লুড়ই—লুটাইতেছে। নিঝাই—বন্ধ করিয়া। লোলি—চঞ্চলা। লখতহি—লক্ষ্য করে।

ব্যাখ্যা—সেই বালা দেখিতে যেন একটী সুন্দর কমল ফুল। তাহার বিরহজ্বালা উপস্থিত হইল। সে লীলা ও লাবণ্য সব হারাইয়া অশ্রুজলের প্রবাহে কাঁদিতেছে। হে আদরের পাত্র শ্রীকৃষ্ণ! কি আর বলিব, নারীর কঠিন প্রাণ (তাই সে এখনও মরে নাই)। লোকলজ্জার ভয়

ছাড়িয়া সেই গৌরী এখন মাটীতে লুটাইতেছে। সে কেবল মধুর স্বরে তোমার মধুর নাম লইতেছে। চোখের নিমেষ বন্ধ হইয়া সেই চঞ্চলা মূর্চ্ছিত হইতেছে। তাহার নিঃশ্বাস যে অল্প অল্প পড়িতেছে তাহা গোবিন্দদাস লক্ষ্য করিতেছেন।

১৪৭

কামোদ

শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরি
শোহন সুরত-সন্দেশে।
স্মর-শর-সম শর শশিকর-শীকর
সহই সুতনু-তনু শেষে॥
শুন শুন শ্যাম সকল গুণবন্ত।
পুছই সম্বাদে কি সুমুখি সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত॥
শীতল সুরভিত সরস সমীরণে
সতত সন্তাপই গাতে।
স্বপন-সমাগম সাধে সুধামুখি
শূতই সরসিজ-পাতে॥
সখিনি-সমাজে সাঁজ সঞে সো ধনি
সগরিহুঁ শরবরি জাগে।
সোঙরি সুনেহ সোহাগিনি সংশয়
গোবিন্দদাস-দিঠি আগে॥

ক. বি. ২৪২৫ স ৩১৮, তরু ১৭১৭

শব্দার্থ—শোহন—শোভন, সুন্দর। সুরত-সন্দেশে—সম্ভোগ-বিলাসের কথা। সুতনু-তনু—সুন্দরদেহা। শীকর—কণা। গাত—গাত্র।

ব্যাখ্যা—সুন্দরী রাধা তোমার সুন্দর সম্ভোগ-বিলাসের আলোচনা করিয়া শীতঋতু কাটাইল। শীতের শেষে বসন্তের আগমনে সুন্দরদেহা শ্রীরাধার তনু মদনের শরের ন্যায় (দাহজনক) শরস্বরূপ চন্দ্রকিরণের কণাসমূহকে সহ্য করিতেছে। হে সকল গুণবন্ত শ্যাম, শুন। জিজ্ঞাসা করি, এই সুখময় বসন্তসময়ে কি সংবাদ দিয়া সুমুখীকে প্রবোধ দিব? বসন্তের শীতল, সুগন্ধ ও সরস বাতাস তাহার অঙ্গকে সন্তপ্তই করিতেছে। সে যে একটু পদ্মপত্রে শয়ন করে, তাহাও এই আশায় যে একটু নিদ্রা আসিলে যদি তাহার মধ্যে স্বপ্নে তোমার সমাগম ঘটে! কিন্তু নিদ্রা তাহার আসে না। সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রজনীই সখীদের মধ্যে সেই সুন্দরী গোবিন্দদাসের দৃষ্টির সামনে জাগিতেছে। তোমার প্রেম স্মরণ করিয়া তোমার সোহাগিনীর জীবন-সংশয় হইতেছে।

১৪৮

তথা রাগ

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরি-মণি হেরি সঘনে জল থলই॥
হিমকর-কিরণহিঁ সো তনু দহই।
হা হা শশি-মুখি কত দুখ সহই॥
হলধর-সোদর কিয়ে তুঁহু ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণময়ি গোরি॥
হরিণ-নয়ানি অবধি-দিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখ যুগ মনই॥
হিয় মাহা নেহ মরম কাঁহা কহই।
হরি হরি বোলি মুরছি মাহি রহই॥
হসি হসি হরখে হরখে খেণে উঠই।
হেমক পুতলি মহীতলে লুঠই॥
হরল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দদাসে॥

সা. প. (১)—২৭২, সা. প. ১৯০—২৩ স ৩৫৪, তরু ১৯২৩

শব্দার্থ—হরি-মণি—হরিন্মণি, পান্না। থলই—পতিত হয়।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সোনার হার আর বুকে ধারণ করেন না। হরি-মণি বা পান্না দেখিয়া (তোমার সহিত নাম সাদৃশ্যে) তাঁহার চোখ দিয়া অনবরত জল পড়ে। চন্দ্রের কিরণও তাঁহাকে দগ্ধ করে। হায় হায়, চন্দ্রবদনী

কত দুঃখ আর সহ্য করিবে। হে হলধরের ভাই! তুমি কি মত্ত হইয়াছ! (বলদেবের মত্ততা সুপ্রসিদ্ধ)। তুমি হেলায় হিরণ্ময়ী গৌরীকে হারাইলে। সেই হরিণনয়নী তোমার প্রতিশ্রুত অবধি-দিন গণনা করে; তোমার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া এক নিমেষকে এক এক যুগ করিয়া মানে। হৃদয়ের মধ্যে প্রেম; মর্ম্মের কথা কাহাকে বলা যায়? সে হরি হরি বলিয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ক্ষণে ক্ষণে হাসিতে হাসিতে আনন্দিত হইয়া উঠিয়া বসে; ফের সেই সোনার পুতুল মাটিতে লুটায়। তোমার সহিত মিলনের অভিলাষে তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইল কিনা গোবিন্দদাস বুঝিয়া দেখে

বাল্যলীলা ও গোষ্ঠ

১৪৯

বিভাস

দেখ মাই যশোমতী কোরে কানাই।
তেজোময় বালক ত্রিজগত-পালক
কি কহব তপের বড়াই ॥
• পিন্ধন বসনে রানী মুখানি মুছায়ই
বীজন করয়ে মুখ-ইন্দু।•
সরোরুহ-লোচন কাজরে রঞ্জিত
ভালে শোভে গোরোচনা-বিন্দু ॥
সেবহুঁ চতুর্ম্মুখ শিব শুক নারদ
যছু পদ অনুখন ভাবি।
সো পহুঁ গোওারিক চরণে লুঠই
রোয়ত দুধকি লাগি ॥
চরণাঘাত করি ফিরি ফিরি গীরত
মিনতি লাখ লাখ বেরি।
গোবিন্দদাস কহ কোই নাই সমুঝাই
আপহি আপরসে ভোরি ॥

বরাহনগর পুথি ৭খ (১১)

শব্দার্থ—কি কহব তপের বড়াই—নন্দযশোদার তপস্যার কত বল যে এমন ত্রিজগৎপালক পুত্র পাইয়াছিল। পিন্ধন বসনে রানী—নিজের পরনের কাপড় দিয়া। সরোরুহ-লোচন—কমললোচন। সেবহুঁ চতুর্ম্মুখ শিব শুক নারদ যছু পদ প্রভৃতি—যাঁহার শ্রীচরণ সতত ধ্যান করিয়া ব্রহ্মা, শিব, শুক ও নারদ সেবা করেন। গোওারিক—গ্রাম্য বালক। গীরত—পড়িয়া যায়।

১৫০

তুড়ী

গোঠে বিজই ব্রজরাজ-কিশোর।
জননী-বিরচিত বেশ উজোর ॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজ-বালক হৈ হৈ বলিয়া ॥
সম-বয়-বেশ সবহুঁ করি ছান্দ।
রাম-বামে চলু শ্যামর-চান্দ ॥
মউর-শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া ॥
শির পর ছান্দ অধর পর মুরলি।
চলইতে পন্থে করয়ে কত ঘুরলি ॥
কটি-তটে পীত পটাম্বর বলিয়া।
মন্থর-গতি চলু গজবর জিনিয়া ॥
মণি-মঞ্জির বাজত রুণিঝুনিয়া।
গোবিন্দদাস কহ ধনি ধনি ধনিয়া ॥

সা. প (২)—৪৯, গো ২৭ স ৪১১, তরু ১৩০৬, কী ৩২০
ক. বি. ১৫ সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় পৃঃ ১৪৯

পাঠান্তর—ক. বি. আরম্ভ—
শিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা কটিতে আঁটিয়া
সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লইয়া ॥
সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে ইহার পর—
চলিতে চরণচিহ্ন পদ্ম পড়ি যায়।
লাখে লাখে অলিরাজ মধুলোভে ধায় ॥

পীত পটাম্বর কটিতটে রনিয়া।
গোবিন্দদাস বলে ধনি ধনি ধনিয়া॥

শব্দার্থ—বিজই—গমন করিতেছে। ছান্দ—শোভা। শির পর ছান্দ—মাথার উপর বন্ধন (চূড়া)। ঘুরলি—অভ্যাস, পুনঃপুনঃ সাধন।

ব্যাখ্যা—ব্রজরাজের কিশোরকুমার গোষ্ঠে যাইতেছেন। তাঁহার জননী তাঁহার উজ্জ্বল বেশ পরাইয়া দিয়াছেন। আগে আগে কত গোধন চলিতেছে। পাছে পাছে ব্রজবালকেরা হৈ হৈ করিয়া আসিতেছে; তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের সমান বয়স ও বেশের শোভা। বলরামের বামে শ্যামচন্দ্র চলিতেছেন—তাঁহার মাথায় ময়ূরের পুচ্ছের চূড়া ঝলমল করিতেছে। মণিময় কুণ্ডল গণ্ডদেশে টলমল করিতেছে। মাথায় চূড়া বাঁধা; মুখে মুরলী; পথে যাইতে যাইতে মুরলী বাজানো অভ্যাস করিতেছেন। তাঁহার কটিতটে পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্র; তিনি গজরাজের গতি জিনিয়া মন্থর গতিতে চলিতেছেন। মণিময় নূপুর রুনুঝুনু বাজিতেছে। গোবিন্দদাস ধন্য ধন্য বলিতেছেন।

১৫১

গৌরী আরাধন ছলে চলু কাননে
জটিলা আদেশ পায়।
নানা উপহার সখিগণ লেওল
হরষিতে সভে চলি যায়॥
সুন্দরী উপনীত যমুনাক তীরে।
নব নিকুঞ্জে কুসুম সব বিকশিত
মধুলই বহই সমীরে॥
তুয়া আমোদে মাতি প্রবেশল কুঞ্জে
যাঁহা সখিগণ মেল।
কুসুম উঠায়ত সভে বন বিহরত
করতহি কৌতুক বোল॥
ঐছন সময়ে আসি বরনাগর
দেখল কুসুমবিলাস।
রঙ্গিম নয়নে কোনে ধনি প্রতি
বদতহি গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ২৯৮৩

১৫২

কালিয়অঞ্জন কান কুটীল হাস
কালিন্দি কুল নিশি রাস।
হরিচন্দনী ধনি কোনহি গাছসে
কুসুম কয়লি সব নাশ॥
সুন্দরি কাহে আয়লি বন মাহ।
চন্দন সৌরভে মঝু করযুগবর
প্রবেশব তুয়া হিয়াছাহ॥
নখর বিষ দংশ তুহে দগধব
বিষ জ্ঞান হরবি গেঞান।
দশন দ্বিগোড়শ ভুজগ অধরে দানব
মুরছি পড়বি মহি ঠাম॥
তুয়া সহচরি সব দূরহি ভাগব
অহিগণ গরজন শুনি।
গোবিন্দদাস কহে সামাল গারুরিরাজ
সাজি যায়ল গরবিনি॥

ক. বি. ২৯৮৪

ব্যাখ্যা—(গোপীরা ফুল তুলিয়াছে দেখিয়া) কালিয়-দমনকারী কানাইয়ের মুখে কুটিল হাস্য দেখা দিল। কালিন্দীর কূলে রাত্রিকালে রাস করিবার ইচ্ছা হইল। হে হরিচন্দনবর্ণা সুন্দরি! কোন্ ফুলগাছ হইতে এত ফুল তুলিয়া নষ্ট করিলে? তুমি বনের মধ্যে কেন আসিলে? চন্দনের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া আমার যুগলকররূপ সর্প তোমার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তাহার নখের বিষ-দংশনে তুমি দগ্ধ হইবে, উহার বিষে জ্ঞান হারাইবে। আর ভুজঙ্গ (এক অর্থে সর্প, অন্য অর্থে লম্পট) তাহার বত্রিশটী দাঁত দিয়া তোমার অধর দংশন করিবে—তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িবে। সর্পের গর্জ্জন শুনিয়া তোমার সখীরা সব দূরে পলাইবে। গোবিন্দদাস

বলিতেছেন, কিন্তু হে গোবিন্দ! তুমি সাবধান হও। গরবিণী রাধা ওঝা (গারুড়িরাজ) সাজিয়া যাইতেছে—সে সাপকে দমন করিতে জানে

১৫৩

কানাড়া বা গৌরী

গো-খুর-ধুলি উছলি ভরু অম্বর
ঘন[১] হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু-বিষাণ- নিসান সমাকুল
সহে রঙ্গে[২] কত সহচর ধাব ॥
বন সঞে গিরিবরধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকি[৩]
ব্রজ-রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥
কুটিল অলককুল গোরজ-মণ্ডিত
বর্হা-মুকুট মনোহর[৪] ভাঁতি।
বিপিন-বিহারি ছরম ঘরমাইত
ঝামর নিল উতপল[৫] দল কাঁতি ॥
কিশলয়-বলিত ললিত মণি-কুণ্ডল[৬]
মণ্ডিত গণ্ডমুকুর উজিয়ার[৭]।
গোবিন্দদাস পহু নটবর-শেখর[৮]
হেরইতে জগ ভরি মদন-বিথার ॥

ক. বি. ৩০১, ক. বি ২৯৭১, ব ১ (৩৮) স ৪৫২, তরু ১৩১৮
একান্ন পদের অষ্টত্রিংশ পদ, রাধা ৩১

পাঠান্তর—ক. বি. ২৯৭১ এর আরম্ভ—

বল সঞে গিরিধর ঘরে আওল।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতক
ব্রজরমণিগণ মঙ্গল গাওল ॥

এখানে "বল সঞে" অর্থ বলদেবের সঙ্গে। তরুর পাঠে "বন সঞে" অর্থ বন হইতে।

(১) ঘনহু (তরু) (২) সব (তরু) (৩) তৃষিত চাতকী (স) (৪) ছান্দ (স ও তরু) (৫) মুখচান্দ (তরু); নীল উতপল চান্দ (স) (৬) সরস কপোলে দোলত মণিকুণ্ডল (স) (৭) গণ্ডমুকুরে (তরু), গণ্ডযুগল উজিয়ার (স) (৮) জগমনমোহন (স)।

শব্দার্থ—অম্বর—আকাশ। নিসান—নিঃস্বন, ডঙ্কার মতন ঘোষণা করিবার বাদ্যযন্ত্র। সঞে—হইতে। গোরজ—গরুর পায়ের ধূলি। ছরম ঘরমাইত—শ্রমে যাহার ঘাম বাহির হইয়াছে। গণ্ডমুকুর উজিয়ার—শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশ দর্পণের মতন উজ্জ্বল

১৫৪

সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গোধূলি-ধূসর অঙ্গ ॥
নব নব পল্লব- গুচ্ছ সুমণ্ডিত
চূড় শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম।
মকরাকৃতি কুণ্ডল দোলত হেরইতে
মুরছি পড়ল কত কাম ॥
নবকুল মাল বিরাজিত উরপর
কিঙ্কিণী রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পহুঁ জগমনমোহন
ব্রজযুবতী মন হরএ চিত লাএ ॥

সং ১০৭

শব্দার্থ—চূড় শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম—ময়ূরের পাখার চূড়ায় নবপল্লবের মালা ঘিরিয়া দেওয়া হইল। উরপর—বক্ষের উপর।

১৫৫

গৌরী রাগ

সন্ধ্যাসময় গৃহে আওল যদুপতি
যশোমতি আনন্দচীত।
প্রদীপ জারি থারি পর ধরলহিঁ
আরতি করি কত গাওত গীত ॥

ঝলকত ও মুখচন্দ্র।

ব্রজরমণীগণ চৌদিগে বেড়ল
হেরইতে রতিপতি পড়লহিঁ ধন্দ॥
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজাওত
সখিগণ ঘন ঘন জয় জয়কার।
বরিষত কুসুম দেবগণ হরষিত
আনন্দ জগজন নগর বাজার॥
শ্যামর অঙ্গে মনোহর মুরছিত
বলি বনমালী আছান বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরইতে
সংশয় যৌবনে পড়লহি বাজ॥

সং ১০৮

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

১৫৬

শ্রীরাগ

• সুরপতি ধনুকি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতি-ঝুরিকি বলাকিনী উড়ে॥
ভালে কি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড[১]।
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজদণ্ড॥
•ও কি শ্যাম[২] নটরাজ।
জলদ-কল্পতরু তরুণি-সমাজ[৩]॥
•কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ।
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতকভাষ॥
হাসকি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হারকি তারক দোতিক ছন্দ[৪]॥
•পদতল খুলল-কমল অনুরাগ[৫]।
তাহে কলহংসকি[৬] নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহ কিয়ে মতিমন্ত[৭]।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥

সা. প. (১)—৪৪, ক. বি. ২৯৬৯ স ৪৬৯, তরু ১০৫০ ২৪৩৪
এবং ২৯৭০, গোবর্দ্ধন পুথি—পদ-সংখ্যা ২৪ কী ৪৩, গী ৫

পাঠান্তর—(১) বিধুয়ার খণ্ড (কী) (২) রাজে (কী) (৩) জলদকলপ তরুণিসমাজে (কী) (৪) জ্যোতিক ছন্দ (কী) (৫) পদতল থলকি কি কমল ঘনরাগ (কী) (৬) কলহংসক (সমুদ্র) (৭) গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত (তরু)

শব্দার্থ—সুরপতি ধনু—ইন্দ্রধনু, রামধনু। ঝুরি—চূড়ার মালা। ঝাঁপল—ঢাকিল। খুরলি—অভ্যাস। ছন্দ—শোভা।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মাথায় ময়ূরের চূড়ায় কি ইন্দ্রধনুর উদয় হইল! ঐ চূড়ায় যে মালতীর মালা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন বকী উড়িতেছে। কপাল দেখিয়া মনে হয় যেন সেখানে চাঁদের আধখানা উদিত হইয়াছে। বাহু দেখিয়া প্রশ্ন জাগে ও কি হস্তীর শুণ্ড! শ্যাম নটরাজ যেন তরুণীদের মধ্যে কল্পতরু মেঘের মতন উদিত হইয়াছেন—তাহাদের সকল বাসনা রসধারা সিঞ্চনে পূর্ণ করিতে পারেন। তাঁহার করপল্লবে কি রক্তিমাভ অরুণের বিকাশ হইয়াছে! তিনি যে মুরলি বাদন অভ্যাস করেন তাহা শুনিয়া মনে হয় যেন চাতকের ধ্বনি শুনিতেছি। হাসিতে কি অমৃত ঝরে, না, মধু ঝরে! তাঁহার গলার হারে কি তারার জ্যোতির শোভা! পদতলে কি সুন্দর স্থলকমলের গাঢ় রং! পায়ের নূপুর ধ্বনি শুনিয়া মনে হয় যেন কলহংসের ডাক শুনিতেছি। গোবিন্দদাস বলেন এই রূপ দেখিয়া মতিমান্ ব্রাহ্মণ (কবি) রায় বসন্ত ভুলিলেন।

১৫৭

তথা রাগ

আজু বিপিনে যাওত[১] কান
মুরতি মুরত কুসুম-বাণ
জনু জলধর রুচির অনু
ভঙ্গি-নটবর শোহনি[২]
ইষত হসিত বয়ন-চন্দ[৩]
তরুণি-নয়ন-মরন[৪] ফন্দ

বিম্ব[৫]-অধরে মুরলি-ঘুরলি
ত্রিভুবন-মন-মোহনি[৬] ॥
কুসুম-মিলিত চিকুর-পুঞ্জ
চৌদিগ ভ্রমর ভ্রমরি গুঞ্জ
পিঞ্ছ-নিচয়-রচিত-মুকুট
মকর-কুণ্ডল ভোলনি[৭]।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘন ধাওত শ্রবণ-ওর
গীম শোহত রতন-রাজ
মোতিম-হার লোলনি ॥
কটি পিত-পট[৮] কিকিনি-বাজ
মদগতি[৯] অতি কুঞ্জর-রাজ
জানু-লম্বিত কদম্ব-মাল
মত্ত মধুকর ভোরণি[১০]।
অরুণ-বরণ চরণ-কঞ্জ
তরুণ-তরণি-কিরণ-গঞ্জ
গোবিন্দদাস-হৃদয় রঞ্জ
মঞ্জু মঞ্জির বোলনি ॥

সা. প. (১)—৩৭, ক. বি. ২৯৫৪ তরু ১৩০৫, সং ২২৪, কী ৩২

পাঠান্তর—সং—(১) আওত (২) শোহনী (৩) হসিতমন্দ বয়নচন্দ্র (৪) বয়ন (৫) বিম্ব (৬) মোহিনী (৭) দোলনী (৮) পীতধটি (৯) মদময়গতি (১০) জোরনী।

শব্দার্থ—কুসুম-বাণ—মদন। শোহনি – শোভমান। ফন্দ—ফাঁদ। মুরলি-ঘুরলি—মুরলী অভ্যাস বা আলাপ। চিকুর—কেশ। শ্রবণ-ওর—কানের দিকে। গীম—গ্রীবা। কুঞ্জররাজ—গজশ্রেষ্ঠ। কঞ্জ—পদ্ম।

ব্যাখ্যা—আজ মূর্ত্তিমান্ মদনস্বরূপ কানাই বিপিনে যাইতেছেন; সুন্দর মেঘের মতন তাঁহার দেহের বর্ণ; তাঁহার নটবরভঙ্গী অত্যন্ত শোভাময়। তাঁহার চন্দ্রবদনে স্মিতহাস্য যেন তরুণীদের নয়ন ও মরণের ফাঁদস্বরূপ; বিম্ব-তুল্য অধরে মুরলী-বাদন (বাদনের অভ্যাস) ত্রিভুবনের মন মোহিত করে। তাঁহার কেশরাজীতে কুসুম শোভা পাইতেছে; তাহার চারিদিকে ভ্রমর ও ভ্রমরী গুঞ্জরণ করে। ময়ূরপুচ্ছসমূহ দ্বারা রচিত মুকুট ও মকরকুণ্ডল দুলিতেছে। তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত চঞ্চল চক্ষুদুটী দেখিয়া খঞ্জনযুগলের কথা মনে পড়ে (চক্ষু যেন দ্রুতবেগে কর্ণের দিকে ধাবিত হইতেছে)। তাঁহার গলায় রত্নরাজীশোভিত মোতির হার দুলিতেছে। কটিতে পীতবাস ও কিঙ্কিণী। তাঁহার গতি মদমত্ত হস্তীর মত। আজানুলম্বিত কদম্বের মালার পাশে মত্ত মধুকর ঘুরিতেছে। অরুণবর্ণের চরণ-কমল তরুণ সূর্য্যের কিরণকে গঞ্জনা দেয়; সুন্দর নূপুরের ধ্বনি গোবিন্দদাসের হৃদয় রঞ্জন করিতেছে।

১৫৮

সিন্ধুড়া

অঞ্জন-গঞ্জন জগজনরঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
অরুণারুণ থল- কমলদলারুণ
মঞ্জির-রঞ্জিত-চরণা ॥
দেখ সখি নাগর-রাজ বিরাজে।
শুধই সুধা-রস হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে ॥
ইন্দীবর-বর- গরব-বিমোচন
লোচন মনসিজ-ফান্দে।
ভাঙ-ভুজগ-পাশে বান্ধল কুলবতি
কুল-দেবতি মন কান্দে ॥
ভ্রমর-করম্বিত জানু-বিলম্বিত
কেলি-কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি বিহরই
ঐছন মূরতি রসাল ॥

সা. প. (১)—২৩, ক. বি. ৩৩৮ স ২৯, তরু ২৪১২, কী ৩১

ব্যাখ্যা—অঞ্জনকেও গঞ্জনা দেয় এমন মেঘরাশির বর্ণকে জিনিয়া তাঁহার ভুবনমনোহর বর্ণ। তাঁহার চরণ তরুণ অরুণ ও স্থলকমলদলের মতন রক্তবর্ণ; উহাতে আবার নূপুর পরা। সখি, দেখ নাগরশ্রেষ্ঠ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার হাসিতে যেন বিশুদ্ধ সুধারস ঝরিয়া পড়িতেছে; চন্দ্র

সেইজন্য লজ্জায় মলিন হইল। শ্রেষ্ঠ কমলেরও গর্ব্বখর্ব্বকারী তাঁহার নয়ন যেন মন্মথের ফাঁদ। ভ্রূরূপ নাগপাশে কুলবতীকে বাঁধিয়া ফেলিল, তাই কুলদেবতার মন কাঁদিতেছে। তাঁহার গলার কেলিকদম্বের মালা আজানুলম্বিত ও তাহার পাশে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। গোবিন্দদাসের চিত্তে ঐরূপ রসাল মূর্ত্তি নিত্য নিত্য বিহার করে।

১৫৯

সারঙ্গ

মরকত-মঞ্জু-মুকুর-মুখ-মণ্ডল
মুখরিত-মুরলি-সুতান।
শুনি পশু পাখি শাখি-কুল পুলকিত
কালিন্দি বহই উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ্র।
কামিনি-মনহি মুরতিময় মনসিজ
জগ-জন-নয়ন-আনন্দ॥
তনু তনু লেপন ঘনসারচন্দন
মৃগমদ-কুঙ্কুম-পঙ্ক।
অলিকুল-চুম্বিত অবনি-বিলম্বিত
বনি বন-মাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার চরণ-তল শীতল
জীতল শরদরবিন্দ।
রায়সন্তোষ-মধুপ-অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ॥

সা. প. (১)—২৭, ক. বি. ৪৫ তরু ২৪১৫, কী ৩৩, সমুদ্র ২৭
গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৬, বু পৃ ৪

মন্তব্য—গীতচন্দ্রোদয়, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুর ভণিতা মূলপাঠে দেওয়া হইল। কীর্ত্তনানন্দে "কত কত ভকত মধুপ অনুসন্ধিত নন্দিত দাস গোবিন্দ" পাঠ আছে। উহাই বিকৃত হইয়া লহরীতে মুদ্রিত হইয়াছে—

কত কত ভকত মধুপ আনন্দিত
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

লহরী হইতে মৈথিল গোবিন্দগীতাবলী (২৬)তে ও শৃঙ্গার ভজনাবলীতে (২।১৬) অনুবাদ করা হইয়াছে।

'কত কত মধুপ আনন্দিত বঞ্চি দাস গোবিন্দ।'

রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় মূলে প্রদত্ত ভণিতার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"'কৈ গৈ রৈ শব্দে' ইত্যস্মাৎ ভাবে অন্। তেন সন্তোষয়ন্তি যে মধুপাস্তৈরর্থাৎ তৎসৌরভাকৃষ্টৈরন্বেষিতাঃ নন্দিতা আনন্দিতা দাসা দাসতুল্যা গোবিন্দা গোপা যেন স তথাভূতঃ। যদ্বা নন্দিত দাস ইতি পৃথক্ পদম্। গোবিন্দ ইতি গোপরূপঃ কোঽসাবিতি ভাবঃ। পক্ষে শ্রীনরোত্তমঠক্কুরস্য ভ্রাতা শ্রীসন্তোষরায়নামাসীৎ তেন শ্রীরাধাকান্তনাম্ন্যাঃ শ্রীমূর্ত্তেরেতদ্রূপদর্শনং কৃত্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজঠক্কুরায় তদ্বর্ণয়িতুং প্রার্থনা কৃতা। অতস্তন্নাম দত্তম্।" অর্থাৎ—'কৈ গৈ রৈ শব্দে' এই গণসূত্র অনুসারে শব্দার্থক রৈ ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় দ্বারা 'রায়' পদটি সিদ্ধ হয়। রায় অর্থাৎ শব্দের দ্বারা সন্তোষিত করে যে মধুপগণ তাহাদিগের দ্বারা অর্থাৎ চরণকমলের সৌরভাকৃষ্ট ভ্রমরগণ দ্বারা অন্বেষিত ও নন্দিত কিনা আনন্দিত হইয়াছে দাস-রূপ গোবিন্দ কিনা গোপালগণ যৎকর্ত্তৃক তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ। অথবা 'নন্দিত দাস' পৃথক্ পদও রাখা যাইতে পারে। অপর পক্ষে অর্থ—শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতা; তিনি রাধাকান্ত নামক শ্রীমূর্ত্তির এই রূপ দর্শন করিয়া গোবিন্দকবিরাজ ঠাকুরকে উহা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করায় কবিরাজ-ঠাকুর শ্লিষ্ট ভণিতায় সন্তোষ রায়ের নামটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শব্দার্থ—মঞ্জু—সুন্দর। শাখিকুল—বৃক্ষসমূহ। তনু তনু—প্রতি অঙ্গে। বিটঙ্ক—সুন্দর।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল সুন্দর মরকতনির্ম্মিত দর্পণের ন্যায়; তাহাতে আবার মুরলীর সুতান বাজিতেছে। উহা শুনিয়া পশুপাখী ও বৃক্ষরাজী পুলকিত হইয়াছে; কালিন্দী উজান বহিতেছে। শ্যামচন্দ্র কুঞ্জে বিরাজমান। তিনি জগতের সকল লোকের নয়নের আনন্দবিধায়ক; তিনি কামিনীদের নিকট মূর্ত্তিমান্ মদনস্বরূপ। তাঁহার প্রতি অঙ্গে ঘন চন্দন, কুঙ্কম ও মৃগমদ লেপন করা হইয়াছে।

তাঁহার সুন্দর বনমালা ভূমি পর্য্যন্ত বিলম্বিত ও অলিকুলের দ্বারা চুম্বিত। তাঁহার অতি সুন্দর চরণতল শীতল, উহা শোভায় শরতের কমলকেও পরাজিত করিয়াছে। সন্তোষ-রায় রূপ ভ্রমরের দ্বারা অনুসন্ধিত এই পদযুগল গোবিন্দ-দাসের আনন্দ বিধান করে।

১৬০

নটনারায়ণ

নবনীরদ তনু তড়িত লতা জনু
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতি-বকুল- বলিত-অতি-আকুল
মৌলি-মিলিত বন-মাল ॥
পেখলু ঁ কালিন্দি-কূল-নিবাসি।
হেলি কলপতরু তরুণী-মোহন
বাওয়ে বিনদিয়া বাঁশি ॥
মণিময় অভরণ নূপুর রণঝন
মদন-মন্থর গতি-ভাতি।
গীম-বিভঙ্গিম নয়ন-তরঙ্গিম
কত কুলবতি-মতি মাতি ॥
কমলা-লালিত চরণ-কমল-মধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ[১] রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান ॥

সা. প. (১)—২৯, সা. প. তরু ২৪১৬
(২)—পৃ ৩৫, ব ৪ ঙ

পাঠান্তর—(১) শিবসিংহ (ব ৪ ঙ)

শব্দার্থ—নবনীরদ—নূতন মেঘ। পতনি—উত্তরীয়। মৌলি-মিলিত—মাথায় লাগিয়া আছে। বাওয়ে—বাজায়। গীম-বিভঙ্গিম—গ্রীবার ভঙ্গি। বনি—সাজিয়াছে।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দেহের বর্ণ নূতন মেঘের মতন। তাঁহার পীত উত্তরীয় যেন বিদ্যুৎলতা; উহাতে তিনি ভাল সাজিয়াছেন। তাঁহার মাথার বনমালা মালতী, বকুল প্রভৃতি যুক্ত। দেখিলাম সেই যমুনার তীরনিবাসী তরুণীমনোমোহন কল্পতরু হেলান দিয়া বিনোদিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। তাঁহার অঙ্গে মণিময় অলঙ্কার; পায়ে নূপুর রুণুঝুনু বাজিতেছে; চলনভঙ্গি মদনের উদয়ে মন্থর। তাঁহার গ্রীবার ভঙ্গি ও নয়নের তরঙ্গ কত কুলবতীর বুদ্ধিকে মাতাইল। কমলা তাঁহার চরণ সেবা করেন। তাঁহার চরণকমলের মধু যে পায় সেই সুজন। রূপে নারায়ণতুল্য রাজা নরসিংহ বা শিবসিংহ এইরূপ একজন ইহাই গোবিন্দদাস অনুমান করেন।

মন্তব্য—নরসিংহ পক্বপল্লীর রাজা ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ হইয়াও ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্য করিতেছেন শুনিয়া ইনি সভাপণ্ডিত রূপচন্দ্র সরস্বতী ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে লইয়া খেতুরিতে তাঁহার সহিত বিচার করিতে যান। এদিকে নরোত্তমের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দদাস কবিরাজ ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে বণিক্ সাজাইয়া হাটে বসাইয়া দিলেন। রূপচন্দ্র যখন হাটের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহারা তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা বলেন ও শাস্ত্রচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। তাহা দেখিয়া রূপচন্দ্র ভাবেন, যে গ্রামের সামান্য দোকানদাররাও এমন পণ্ডিত সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নরোত্তম যে অসাধারণ পণ্ডিত হইবেন তাহা নিশ্চয়। এই ঘটনা প্রেমবিলাসে (১৯ বিলাস) বর্ণিত হইয়াছে। নরসিংহ নরোত্তমের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শিবসিংহ পাঠ এখানে প্রক্ষিপ্ত।

১৬১

কামোদ

নন্দ-নন্দন চন্দ-চন্দন
গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ ॥
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল-
কুলজ-কামিনি-কন্ত।

কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল-
কুঞ্জ-মন্দির সন্ত ॥
গণ্ড-মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব- তাল-পণ্ডিত
বাহু-দণ্ডিত দণ্ড ॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন
শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল-কোমল চরণ-কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—৪৭, ক. বি. ৩৩৬ সমুদ্র ১৩২, তরু ২৪১৯
গো ২৭, রা ২৭ কী ৩৩

শব্দার্থ—কম্বু—শঙ্খ। কন্ধর—গ্রীবা। সিন্ধুর—হস্তী। মঞ্জু—সুন্দর। বঞ্জুল—বেত। কঞ্জ—কমল। কলুষ—পাপ।

ব্যাখ্যা—চন্দ্র ও চন্দনের গন্ধকে নিন্দা করে এমন নন্দ-নন্দনের অঙ্গ—এত লাবণ্যময় ও সুগন্ধি। তিনি মেঘের মতন সুন্দর। শঙ্খের ন্যায় তাঁহার গ্রীবা হস্তীর ভঙ্গীকেও হারাইয়া দেয়। প্রেমে আকুল গোকুলের গোপ-কামিনীদের তিনি কান্ত। তাঁহার বেতস-কুঞ্জমন্দির ফুলের দ্বারা সুশোভিত। তাঁহার গণ্ডমণ্ডলে কুণ্ডল দুলিতেছে আর চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ উড়িতেছে। তিনি কেলিতাণ্ডবে তাল দেওয়া বিষয়ে পণ্ডিত। তাঁহার বাহুদ্বারা দণ্ডও (লাঠি) দণ্ডিত হয়—এমন সুদৃঢ় বাহু। তাঁহার নয়ন কমলতুল্য; বাক্য কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ও পাপবিনাশক। তাঁহার চরণপল্লব নির্ম্মল ও সুকোমল এবং গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্থল।

১৬২

সারঙ্গ

কুসুমিত-কুঞ্জ কলপতরু-কানন
মণিময়-মন্দির মাঝ।
রাস-বিলাস- কলা-উতকণ্ঠিত
মনমোহন নট-রাজ ॥
গিরিবর-কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম-হার- বিরাজিত কন্ধর
কুঞ্জর-গতি অনুপাম ॥
বহুবিধ-বৈদগধি- বিনোদ-বিশারদ
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জর-গমনি রমণিগণ ধাওত
বিগলিত নীবি-নিবন্ধ ॥
কামিনী-কর- কিশলয়-বলয়াঙ্কিত
রাতুলপদ-অরবিন্দ।
রায়-বসন্ত মধুপ-অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥

সা. প. (১)—২৮, ক. বি. ২৯৫২ তরু ২৫২২, কী ৪৫
বৃ পৃ ৪ খ

ব্যাখ্যা—সকলের মন মোহিত করেন এমন নটরাজ কল্পতরুর বনের মধ্যে কুসুমিত কুঞ্জের মণিময় মন্দিরের ভিতর রাসলীলাবিলাস করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। গিরিরাজের গুহায় সুন্দর শ্যাম গলায় মোতির হার পরিয়া থাকেন; তাঁহার চলনভঙ্গি গজরাজের ন্যায়। অশেষ রসের রসিক, বিনোদনে পটু শ্রীকৃষ্ণ যখন ধীরে ধীরে বংশী বাদন করেন তখন গজগামিনী রমণীরা দৌড়াইয়া তাঁহার কাছে পৌছিতে চায়—তাঁহাদের নীবিবন্ধ খসিয়া যায়। তাঁহার রাতুল পদকমল কামিনীর বলয়চিহ্নিত করপল্লবের দ্বারা সেবিত। উহা রায়বসন্তরূপ মধুকর খোঁজ করেন এবং উহাতে গোবিন্দদাস আনন্দিত হন।

১৬৩

বেলোয়ার

কুবলীয় নীল-রতন দলিতাঞ্জন
মেঘ-পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ-খচিত শিখি-চন্দ্রক
অলকা-বলিত ললিতানন[১]-চান্দ।
আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনি-ভাব-বিভাবিত-অন্তর
দিন রজনী নহি জানত আন ॥

মধুরাধরহি হাস অতি মনোহর
তহিঁ অতি সুমধুর মুরলি বিরাজ।
ভাঙ-বিভঙ্গম কুটিল নেহারণি
কুলবতি উনমতি দূরে রাহু লাজ॥
গজপতি-ভাতি গমন অতি মন্থর
মণি-মঞ্জীর বাজত রুণুঝুনিয়া।
হেরইতে[২] কোটি মদন মুরুছায়ই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া[৩]॥

সা. প. (১)—২২, বরাহ ২—(৭) তরু ২৪২৩, কী ৪৬
সমুদ্র পৃঃ ১৪৮

পাঠান্তর—(১) ললিতানন্দ (তরু) (২) রতি-মনময় (তরু) (৩) গোবিন্দদাসক ধনি ধনি ধনিয়া (কী)

শব্দার্থ—কুবলীয়—নীলোৎপল।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বর্ণ নীলোৎপল, নীলরত্ন, মর্দ্দিত কাজল ও মেঘসমূহকে হার মানাইয়া দেয়। তাঁহার চাঁচর কেশে ময়ূরপাখা; তাঁহার ললিত মুখচন্দ্রের উপর কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে। অনুরাগিণী নারীদের ভাবের কথা যিনি মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে রাতদিন কোথা দিয়া বহিয়া যায় জানিতে পারেন না এমন নব নাগর কানাই আসিতেছেন। তাঁহার মধুর অধরে মনোহর হাসি আর সুমধুর মুরলী। তাঁহার ভ্রূভঙ্গিযুক্ত কুটিল চাহনি দেখিয়া কুলবতীরা পাগল হইয়া উঠে, তাহারা লজ্জা বিসর্জ্জন দেয়। তাঁহার চলন গজরাজের ন্যায় মন্থর। মণিময় নূপুর তাঁহার পায়ে রুণুঝুনু বাজে। তাঁহার রূপ দেখিয়া কোটিসংখ্যক কাম মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। গোবিন্দদাস বলিতেছেন ধন্য ধন্য তিনি।

১৬৪

তথা রাগ

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জির
আধ আধ পদচলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল-মিলিত ললিত বনমাল॥
ধনি ধনি আওয়ে[১] মদন-মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম
রহই ত্রিভঙ্গিম গিম দোলনিয়া[২]॥
মাঝহি খীণ পীন উর অম্বর
প্রাতর-অরুণ-কিরণ মণি-রাজ।
কুঞ্জর-করভ-করহি কর-বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
অধর-সুধা ঝর মুরলি-তরঙ্গিণি
বিগলিত রঙ্গিণি-হৃদয়-দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল॥
রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণি-মন-মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি বিহরতি
ইহ নাগরবর তরুণ তমাল॥

সা. প. (১)—২৪ সমুদ্র, ১৫৬
ক. বি. ২৯৪৪ কী ৩৬, তরু ২৪২৪
রা ২ (৪৯)

পাঠান্তর—(১) ভালে বনি আওত (তরু) (২) রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া (তরু)।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের অরুণ চরণে মণিময় নূপুর বাজে; ধীরে ধীরে তাঁহার গমনের ভঙ্গি মনোরম। তাঁহার বসনের রং সোনার রংকে হার মানায়; সুন্দর বনমালায় ভ্রমরকুল ঘিরিয়া থাকে। সেই মদনমোহন আসিতেছেন, তাঁহার প্রতি অঙ্গে যেন কামদেব তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে; তিনি ত্রিভঙ্গিমঠামে গ্রীবা দুলাইয়া থাকেন। তাঁহার মাজা সরু; বক্ষঃস্থল স্থূল; তাঁহার বসন প্রাতঃকালের সূর্য্যের কিরণের মতন। তাঁহার হাতের দীপ্তি হস্তীর ও হস্তিশাবকের করের তুল্য। উহাতে চন্দন, কঙ্কণ ও বলয় শোভা পাইতেছে। অধররূপ অমৃতপ্রবাহযুক্ত যে মুরলী-রূপ তরঙ্গিণী (অর্থাৎ কুলকুলধ্বনি ও তরঙ্গযুক্তা প্রবাহিণী) তাহার দ্বারা রঙ্গিণীদের হৃদয়-দুকূল (বুকের বসন অথবা

হৃদয়ের দুই তট) বিগলিত অর্থাৎ পতিত হইয়াছে। তাঁহার কর্ণে যে কমল আছে তাহাতে উন্মত্ত নয়ন ভ্রমরের মতনই যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া পড়িতেছে। তাঁহার শিখিপুচ্ছ দিয়া নির্ম্মিত চূড়ায় সুন্দর তিলক ; উহা রমণীর মনরূপ ভ্রমরের মালা দ্বারা বেষ্টিত। তরুণ তমালের মতন এই নাগরশ্রেষ্ঠ ; ইনি গোবিন্দদাসের চিত্তে নিত্য নিত্য বিহার করেন।

১৬৫

সিন্ধুড়

চাঁচর চিকুর চূড়পরি[১] চন্দ্রক
গুঞ্জা-মঞ্জুল-মাল।
পরিমল-মিলিত ভ্রমরিকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল॥
নিকে বনি আয়ে হো নন্দ-দুলাল।
মনমথ-মথন ভাঙ-যুগ-ভঙ্গিম
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বময়ই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর-শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল॥

সা. প. (১)—৩২, বৃ পৃ ৫ তরু ২৪২৫, কী ৩৬
ক. বি. ২৯৪৭

পাঠান্তর—(১) চূড়ে বণি (তরু)

শব্দার্থ—চাঁচর—কুঞ্চিত। চন্দ্রক—শিখিপুচ্ছ। ।—সুন্দর। মাল—মালা। গুলাল—আবির। নিকে—সুন্দর। বময়ই—বমন করে।

১৬৬

তুড়ী

শ্যাম-সুধাকর ভুবন-মনোহর।
রঙ্গিনি-শোহন-ভঙ্গি নটবর॥
সজল-জলদ-তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুম-ধনু॥
থল-কমল-দল-অরুণ চরণ-তল।
নখ-মণি-রঞ্জিত মঞ্জু-মঞ্জির-কল॥
প্রেম ভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলি-ধ্বনি মনমথ-মন্তর॥
অভিনব নাগর গুণ-মণি-সাগর।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি জাগর

সা. প. (১)—৪০ সমুদ্র ৪০৯, তরু ২৪৩০
ক. বি. ২৯৫৮ কী ৩৭

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর বলেন এটী গোষ্ঠোচিত রূপের বর্ণনা।

শব্দার্থ—রঙ্গিনি-শোহন-ভঙ্গি নটবর—রঙ্গিণীদের মনে শোভার মত গতিভঙ্গীর দ্বারা নটবরের মতন (রঙ্গিণীনাং মনসি শোহন শোভা ইব ভঙ্গ্যা গতিভঙ্গ্যা নটবর ইবেত্যর্থঃ)। কুসুমধনু—কন্দর্প। মনমথ-মন্তর—মন্মথের মন্ত্র। মঞ্জু— সুন্দর। মঞ্জির—নূপুর। কল—অব্যক্ত মধুর ধ্বনি।

১৬৭

তথা রাগ

রাধা-রমণ রমণি-মনমোহন
বৃন্দাবন-বন-দেব।
অভিনব-সুন্দর-রসিক[১]
সুনাগরিগণ-কৃত-সেব॥
ব্রজপতিদম্পতি-হৃদয়ানন্দন
নন্দন নবঘন-শ্যাম।
নন্দীশ্বর-পুর পুরট-পটাম্বর
রামানুজ গুণ-ধাম॥
গোবর্দ্ধন-ধর ধরণি-সুধাকর
মুখরিত-মোহন[২]-বংশ।
শ্রীদাম-সুদাম-সুবল-সখ সুন্দর[৩]
চন্দ্রক-চারু-বতংস॥

কালিয়-দমন গমন-জিত-কুঞ্জর
কুঞ্জ-রচিত-রতি-রঙ্গ[৪]।
গোবিন্দদাস-হৃদয়-মণি-মন্দির
অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ ॥

সা. প. (১)—৪৩ সমুদ্র ২৬৪, তরু ২৪৩১
ক. বি. ২৯৬০ কী ২৫

পাঠান্তর—(১) অভিনব রাস রসিকবর নায়র (কী), অভিনব রাস রসিক বর-নাগর (তরু) (২) মধুরিম (কী) (৩) সুবল-সুখসম্পদ (কী) (৪) গুঞ্জারচিত অতি রঙ্গ (কী)।

শব্দার্থ—বৃন্দাবন-বন-দেব—বৃন্দাবনের বনদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। সুনাগরিগণ-কৃত-সেব—ভাল নাগরীরা যাঁহার সেবা করেন। হৃদয়ানন্দন—হৃদয়ের আনন্দ বিধানকারী। নন্দীশ্বর-পুর-পুরট-পটাম্বর—নন্দীশ্বর নামক নগরের স্বর্ণ-ঘটিত রেশমী বস্ত্র যাঁহার। নন্দীশ্বর—মথুরার নিকট নন্দগ্রাম (ইহা যাবটের দক্ষিণে ও বর্ষাণের উত্তরে)। রামানুজ—বলরামের ছোট ভাই।

১৬৮

শ্রী রাগ

তনু ঘন-গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জনয়ানি-নয়ন-ললিতাঞ্জন ॥
নন্দ-সুনন্দন ভুবন-আনন্দন।
নাগরি-নারি-হৃদয়-ঘন-চন্দন ॥
লোচন-খঞ্জন-জস-অনুরঞ্জন।
কুলবতি-যুবতি-বরতভয়-ভঞ্জন ॥
গোবিন্দদাস ভন রসিকরসায়ন।
রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ণ ॥

সা. প. (১)—৩০ তরু ২৪২০.

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দেহের বর্ণ মেঘের বর্ণকে গঞ্জনা দেয়। উহা যেন কাজল মর্দ্দন করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। তিনি কমলনয়নাদের চোখের সুন্দর কাজল-তুল্য। তিনি নন্দের সুনন্দন জগতের আনন্দদানকারী এবং নাগরীদের হৃদয়ের ঘনচন্দনস্বরূপ। খঞ্জনের ন্যায় তাঁহার লোচন, যাহা জগতের প্রীতি সম্পাদন করে ও কুলবতী যুবতীদের পাতিব্রত্য-ব্রতের ভয় ভঞ্জন করে। গোবিন্দদাস বলেন যে, রসিকদের আনন্দজনক (রসায়ন) এই পদে রাজা রূপনারায়ণ আনন্দলাভ করুন।

১৬৯

ধানশী

অভিনব-নীল- জলদ তনু ঢর ঢর
পিঞ্ছ-মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চনবঞ্চন বসন বিভূষণ[১]
মণিনূপুর[২] রুণুঝুনু বাজনি রে[৩] ॥
জয় জয় জগ-জন-লোচন-ফান্দ।
রাধা-রমণ বৃন্দাবন-চান্দ ॥
ইন্দীবর-যুগ- সুভগ বিলোচন
অঞ্চল[৪] চঞ্চল কুসুম-শরে।
অবিচল-কুল- রমণী-গণ-মানস
জর জর অন্তর মদন-ভরে ॥
বনি বনমাল আজানু-বিলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দদাস পহুঁ ॥

সা. প. (১) ২১, ক. বি. ৪৩১ তরু ২০, কী ৩১, সমুদ্র ২১০
রা ২ (১) ক্ষণদা ৩৫

পাঠান্তর—(১) কাঞ্চনবসন রতনময় অভরণ (ক্ষণদা ও কী) (২) 'মণি' শব্দটী ক্ষণদাতে নাই (৩) বাজয়ি রে (কী) (৪) 'অঞ্চল' শব্দটী কীর্ত্তনানন্দে নাই।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের তনু যেন নূতন নীল মেঘের মতন ঢল ঢল; মাথায় তাঁহার ময়ূরপুচ্ছের মুকুটের সাজ। তাঁহার বসন ও অলঙ্কার স্বর্ণকেও হারাইয়া দেয়; পায়ে মণিময় নূপুর রুনুঝুনু বাজে। বৃন্দাবনের চন্দ্রস্বরূপ জগজ্জনের

লোচনের ফাঁদ রাধারমণের জয় হউক। কমলের ন্যায় তাঁহার সুন্দর চক্ষুর্দ্বয়ের প্রান্ত মদনপ্রভাবে চঞ্চল। যে সমস্ত কুলরমণীদের পাতিব্রত্য অবিচল তাঁহাদেরও মন মদনাবেগে জর জর হয়। তাঁহার আজানুলম্বিত বনমালার সৌরভে অলিকুল মাতিয়া রহে। তাঁহার বিম্বতুল্য অধরে মোহন মুরলী—গোবিন্দদাসের প্রভু গান করেন।

১৭০

ময়ূর

কানড় কুসুম কোমল কাঁতি[১]।
মাথে মউর শিখণ্ডক পাঁতি ॥
আকুল অলিকুল রঙ্গনক[২] মাল।
চন্দন চান্দ বিরাজিত ভাল ॥
মদন মনোহর[৩] মূরতি কান।
হেরি উনমতি[৪] যুবতিপরান ॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচনলোর।
নাসা উন্নত মোতিম জোর ॥
বঙ্কিম গীম অমিয়া মিঠি বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ডহিলোল ॥
মণিময় অভরণ অঙ্গ বিরাজ।
পীত নিচোল তঁহি পরি সাজ ॥
অরুণ চরণে মণি-মঞ্জীর বায়।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভায় ॥

সা. প. (১)—২৫, রা পৃ ২ তরু ২৪১৪, '

পাঠান্তর—(১) তরুতে—কন্দল কুসুম সুকোমল কাঁতি; গীতচন্দ্রোদয়ে—কুন্দল কুসুম সুকোমল কাঁতি (২) বকুলকিমাল (গী) (৩) বিমোহন (গী) (৪) হেরত উনমত (গী)।

শব্দার্থ—কানড়—নীলোৎপল। কাঁতি—কান্তি। পাঁতি—পংক্তি, দল। ভাল—কপাল। লোর—অশ্রুজল। মোতিম জোর—মুক্তার যুগল (নাসিকার অলঙ্কারে মুক্তা-যুগল)। গীম—গীবা। বায়—বাজে। আন নাহি ভায়—অন্য কিছুই মনে লাগে না।

১৭১

সুহই রাগ

উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ[১]।
হিলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
মুরতি-মদন-ধনু ভাঙু বিভঙ্গ।
বিষম কুসুমশর নয়নতরঙ্গ ॥
জয় যদুকুল-জলনিধি-চন্দ।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দকন্দ ॥
শুধু সুধাময় মধুরিম হাস।
জগজনমোহন মুরলিবিকাশ ॥
চূড়হি উড়এ রুচির শিখণ্ড[২]।
টলমল কুণ্ডল ঢলঢল গণ্ড[৩] ॥
অবনি[৪]-বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল ॥
তরুণ অরুণরুচি পদঅরবিন্দ।
নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ ॥

সা. প. (১)—৪৬, সা. প. (২)— সমুদ্র ৩৭৮, তরু ১৯
পৃ ৩৮, রা ২৬, ক. বি. ৩৩৩

পাঠান্তর—(১) ক. বি.তে শ্যাম নব জলধর অঙ্গ; লহরীতে—অভিনব জলধর অঙ্গ; তরুতে আরম্ভ—
জয় জয় যদুকুল জলনিধিচন্দ। ব্রজকুল গোকুল আনন্দবান্দ ॥
সাহিত্যপরিষদের পুথিতে আরম্ভ—
কাজর জলধর শামর অঙ্গ। হেলি কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
(২) চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরশিখণ্ড (৩) ঝলমল কুণ্ডল ঢরঢর গণ্ড (৪) আজানু।

শব্দার্থ—উজর—উজ্জ্বল। হিলন কলপতরু—কল্পবৃক্ষে হেলান দিয়া ললিত ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। যদুকুল-জলনিধি-চন্দ—যদুকুলরূপ সমুদ্র হইতে যে চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। আনন্দকন্দ—আনন্দের মূলস্বরূপ। রুচির শিখণ্ড—সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ। পদঅরবিন্দ—পদকমল।

১৭২

কামোদ

মুখমণ্ডল জিতি শারদ[১] সুধাকর
তনু-রুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু শিখণ্ডক মণ্ডিত[২]
মালতি-মধুকর-মাল[৩] ॥
ধনি ধনি বনি নবনাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন-মন-মোহন
মধুর মুরলি করু গান ॥
টলমল অলক তিলক ঝল-ঝলকই
ভাঙুক ধনুয়া ধুনান।
কুলবতি-বরত-বিমোচন-লোচন
বিষম-কুসুম-শর-বাণ ॥
বান্ধুলি-বন্ধু অধরে মধু মাখন
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদে মদন মদ-মন্থর
ভণতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—২৬, ক. বি. ২৯৪৬, রাধা ২ (৬) গীতচন্দ্রোদয় পৃ ৭, তরু ২৪৪২ ক্ষণদা ২৯।৩

পাঠান্তর—(১) শরদ—তরু (২) মণ্ডিত মধুকর (ক্ষণদা) (৩) বেঢ়ল মালতীমাল (ক্ষণদা)।

শব্দার্থ—জিতি—জয় করিয়া (শরৎকালের চন্দ্রের শোভাকে পরাজিত করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল)। তনু-রুচি—দেহের কান্তি (তরুণ তমালের কান্তিকে পরাজিত করিয়াছে)। মাল—মালা। ধনি ধনি—ধন্য ধন্য। বনি—সাজিয়াছে। ধনুয়া—ধনুক। ধুনান—কম্পন। বরত-বিমোচন—ব্রতভঙ্গকারী।

১৭৩

শ্রী রাগ

চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায় ॥
কালিন্দীর কূলে, কি পেখলুঁ সই, ছলিয়া নাগর কান।
ঘর মু যাইতে, নারিলুঁ সই, আকুল করিল প্রাণ ॥
চাঁদ ঝলমলি, ময়ুর পাখা, চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া, মোহন বাঁশী, মধুর মধুর বায় ॥
রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে, কেলিকদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী, যুবতী জনার, পরাণ লইয়া খেলা ॥
শ্রবণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল, পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল, চরণযুগল, নিছনি গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—৬৫ পদ, বরাহনগর ৪ (৩)—৫৭ পদ গীতচন্দ্রোদয় ২২৫, তরু ২২৫

শ্রীরাধার রূপ

১৭৪

বেলোয়ার

ধনি ধনী রাধা[১] আওয়ে[২] বনি
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুট-মণি।
অধর সুরঙ্গিণী রসিক-তরঙ্গিণী
রমণী-মুকুট-মণি বর-তরুণী।
ফুল-ধনু-ধারিণী পীন-কুচ-ভারিণী
কাঁচলি পর[৩] নীলমণি-হারিণী ॥
কনক-সুদীপ মণি বরণ বিজুরী জিনি
জলধর-বাসিনী[৪] রূপ-শোহিনী।
কেশরী ডমরু জিনি অতিশয় মাঝা ক্ষীণী
রশনা-কিঙ্কিণী-মণি মধুর ধ্বনি ॥
গুরুয়া নিতম্বিনী বিলোলিত বরবেণী
উরু-যুগ[৫] সুবলনী ছবি-লাবণি।
মরাল-গমনী ধনী বৃষভানু-নৃপ-তনী
গোবিন্দদাস-পহুঁ-মন-মোহিনী ॥

ক্ষণদা ১৩।৭, কী ৯৯

পাঠান্তর—কীর্ত্তনানন্দে—(১) রাধে (২) আয়ে (৩) উপরে (৪) রাগিণী (৫) ভুরুযুগ।

ব্যাখ্যা—ব্রজরমণীদের মুকুটমণিরূপা সুন্দরী রাধা ধন্য

সাজিয়া আসিতেছে। তাঁহার অধর লাল ও রসিকের নিকট রসতরঙ্গিণীস্বরূপ। তিনি রমণীদের মুকুটমণিরূপা শ্রেষ্ঠ তরুণী। তিনি ফুলধনু ধারণ করিয়াছেন; স্থূল কুচযুগের ভার তিনি বহন করেন; কাঁচুলির উপর নীলমণিহার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ স্বর্ণ দীপের ও মণি ও বিদ্যুতের জ্যোতিকে পরাজিত করে; তিনি যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎরূপে বাস করেন ও শোভা পান। তাঁহার মাজা ক্ষীণতায় সিংহের মাজা ও ডমরুকে পরাজিত করে। তাঁহার কিঙ্কিণী ও কটিভূষণ-রচনার মণি মধুর শব্দ করে। তাঁহার গুরু নিতম্বের উপর বেণী লম্বিত। উরুদ্বয় সুগঠিত (সুবলনি)। বৃষভানুতনয়া গোবিন্দদাসের প্রভুর মনোমোহিনী।

১৭৫

যতিশ্রী

আওয়ে কুসুমে বনি রাই রমণী-মণি
ধনি ধনি বৃষভানু-নবীন-তনী।
অরুণ বসন বনি বরণ-হিরণ-মণি
অবনী উয়ল জনু থির-দামিনী[১] ॥
বদন চান্দ ছনি বচন অমিয়া-বকণি
হরিণী-নয়নী সঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি।
অরুণ চরণে মণি নূপুর রণঝনি
মুগধ-গমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি

সা. প. (১)—[illegible] ক. বি. ৩৯১ ক্ষণদা ২৭।৭, কী ৯৯, গীতচন্দ্রো-
রাধা—[illegible], গো ১১ দয় পৃ ২৫৬

পাঠান্তর—রাধাকুণ্ড পুথিতে (১) থীর সৌদামিনী।

শব্দার্থ—কুসুমে বনি—ফুলে সাজিয়া। তনী—তনয়া। থির-দামিনী—স্থির বিদ্যুৎ। ছনি—ছানিয়া, মথিয়া।

১৭৬

কিবা সে রাধার রূপ কিরণ তার অপরূপ
ছটায় গৌর নিধুবন।
তাল তমাল বেল সব তরু গৌর ভেল
গৌর ভেল নিকুঞ্জ-কানন ॥
গৌর সব সখিগণ গৌর নন্দনন্দন
জগত গৌর সম ভেল।
গৌর যমুনা-জল গৌর বনের ফুলফল
রাই রূপে সব গৌর হইল ॥
কি আনন্দ বৃন্দাবনে হেরি রাই চান্দ বদনে
বিনোদ নাগর হরষিত।
শুক শারি আদি যত গুণ গায় অবিরত
রব শুনি অঙ্গ পুলকিত ॥
জয় রাধে শ্রীরাধে রব চারিদিকে কলরব
আনন্দসাগরে সবে ভাসে।
সখিসহ রাধাশ্যাম কিবা অতি অনুপাম
হেরইতে গোবিন্দদাসে ॥

পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুথি

মন্তব্য—শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব ও তত্ত্বের দ্বারা এই পদ অনুপ্রাণিত। শ্রীরাধার রূপের ছটায় নিধুবন, তাল ও তমালের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষসমূহের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং নন্দনন্দন গৌরবর্ণ হইলেন।

১৭৭ ✓

সিন্ধুড়া

শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-মণ্ডন-
খণ্ডন বদন-বিকাশ[১]।
অধরে মিলায়ত[২] শ্যাম-মনোহর-
চীত-চোরায়নি[৩] হাস ॥
আজু নবশ্যাম[৪] বিনোদিনি রাই।
তনু তনু অতনু-যুথ-শত-সেবিত
লাবণি বরণি না যাই ॥
কবরি-বকুল-ফুলে আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি
কিঙ্কিণি রণরণি বোল ॥

পদ-পঙ্কজ পর[৫] মণিময় নূপুর
রণঝন খঞ্জন-ভাষ[৬]।
মদন-মুকুর[৭] জনু নখ-মণি-দরপণ
নীছনি গোবিন্দদাস ॥

সা প. (১)—৫৫, ক. বি. ৪৮ তরু ১০৫৫ এবং ২৪৬৩, কী ৯৮
রাধা ৩৬, গো ১০ সং ৩৫৬, সমুদ্র ৪৬১

পাঠান্তর—সং—(১) খণ্ডন মদন-বিকাশ (২) মিলাওত (৩) চোরাওন (৪) আজু বনি নবশ্যাম (৫) পরি (৬) পূরিত খঞ্জন-ভাষ (৭) মদন অঙ্কুর

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অভিসারোচিত রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডলের শোভা শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাকে খণ্ডন করে। তাঁহার মুখের স্মিতহাস্য শ্যামের মনোহর চিত্তকে হরণ করিয়া লয়। আজ শ্যামবিনোদিনী রাই নূতন করিয়া সাজিয়াছেন। তাঁহার প্রতি অঙ্গে যেন শত শত অনঙ্গের যূথ সেবা করিতেছে। তাঁহার লাবণ্য বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার কবরীতে বকুল ফুল, তাহাতে অলিকুল আকুল হইয়াছে ও মধু পান করিয়া উতরোল হইয়াছে। তাঁহার সকল অলঙ্কার —কঙ্কণ, কিঙ্কিণী প্রভৃতি ঝঙ্কৃত হইতেছে। পদকমলের উপর মণিময় নূপুর খঞ্জনের শব্দের মতন শব্দ করিতেছে। তাঁহার পদনখ যেন মণিময় দর্পণ বা মদনের মুকুর। তাহার নির্ম্মঞ্ছন করেন গোবিন্দদাস।

১৭৮

শ্রী রাগ

মুরতি শিঙ্গারিণি রাস-বিহারিণি
মণিময়-ভূষণ-ভূষিত-অঙ্গী[১]।
মধুরিম হাসিনি রসময়-ভাষিণি
দশন-কিরণ-মণি-মোতিম-রঙ্গী[২] ॥
জয় জয় জয় বৃষভানু-কিশোরী।
গোরোচন-রুচি-রোচন-ধারী[৩] ॥
চমকিত খঞ্জন গতিজিতি লোচন
মনমথ-মনমথ-মনমথ ভাতি।
নাচত ভঙ্গিনি[৪] ভাঙ-ভুজঙ্গিনি
কালিয়-দমন-দমন মদে মাতি ॥
শ্যাম-মনোহর মনমদ-কুঞ্জর
কুচ-কনকাচল বিহরত দেখি।
নীল নীচোলে ঝাঁপি তহি বান্ধল[৫]
গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি[৬] ॥

সা. প. (১)—৫৭, ক. বি. ৩৭৫ তরু ২৪৬৪
রাধা ৩৪,
গো পৃ ১০

পাঠান্তর—রাধাকুণ্ডের পুথিতে—(১) মণিময় ভূষণ অঙ্গ (২) মতিম রঙ্গ (৩) গোরচন রুচি চোরণ গৌরি। (৪) নাচত রঙ্গিণী (৫) ঝাপতহি বদন (৬) গোবিন্দদাসক গতি না উপেখি। গোবর্দ্ধনের পুথির আরম্ভ—

জয় জয় জয় বৃষভানু কুমারি।

শব্দার্থ—মুরতি শিঙ্গারিণি—মূর্ত্তিমতী শৃঙ্গাররস-স্বরূপিণী। দশনকিরণ—দন্তের জ্যোতি। গোরোচন-রুচি-রোচন-ধারী—তাঁহার দীপ্তি (রুচি) গোরোচনার তুল্য। মনমথ-মনমথ-মনমথ ভাতি—মন্মথের মনমথনকারী যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মনকে আবার মথন করে এরূপ শোভা। কালিয়-দমন-দমন মদে মাতি—কালিয় নাগকে দমন করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে দমন করিয়াছেন সেই গর্ব্বে মাতিয়া (শ্রীরাধার ভ্রূরূপ ভুজঙ্গিনী শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া যেন কালিয়দমনের প্রতিশোধ লইয়াছে এই গর্ব্বে নাচিতেছে)। গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি—মঞ্জরীভাবে গোবিন্দদাস যেন শ্রীরাধাকে যুক্তি দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন নীলসাড়ীতে কুচরূপ কনক-পর্ব্বত ঢাকিয়া বাঁধেন। সেই যুক্তি শ্রীরাধা উপেক্ষা করেন নাই।

১৭৯

মালশী

জয় জয়[১] বৃষ- ভানু-নন্দিনী
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে[২]।

কনয়-শতবাণ- কান্তি কলেবর-
কিরণ-জিত-কমলাধিকে ॥
ভঙ্গি সহজই বিজুরি কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণি বনি বেণি লম্বিত
কবরি মালতি-শোহিতে[৩] ॥
খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন-অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজুরি কত শত ঝলকিতে ॥
রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরি
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেম মাগয়ে
সোই চরণ সমাধিয়া ॥

১২৬ সমুদ্র ১০৬, তরু ২৪৬৬, কী ৯৮

পাঠান্তর—বৃন্দাবনের পুথি ও পদামৃতসমুদ্রে—

(১) জয়তি জয়

(২) পরবর্তী চার পঙ্‌ক্তির স্থলে :

খঞ্জন গঞ্জন নয়ন রঞ্জন
বদন কোটীন্দু নিন্দিকে ॥
ভালহি সিন্দুর বিন্দু চন্দন
কুটিল কুন্তল মস্তকে।

(৩) মালিকে। ইহার পর নিম্নের পঙ্‌ক্তিগুলি—

মন্দ মৃদুহাস অমিয় পরকাশ
কাম কত শত মোহিতে।
কনয়া দশ বাণ জিনিয়া সুবরণ
বিচিত্র অম্বর অঙ্গেতে ॥
কমলদল জিনি ও পদতল ধনি
রতন মঞ্জীর পাদকে।
গোবিন্দদাস তথি মাগয়ে ভকতি
নমো নমো দেবী রাধিকে ॥

শব্দার্থ—কনয়-শতবাণ-কান্তি কলেবর—শতবার বিশোধিত করিলে স্বর্ণের বর্ণ যেরূপ উজ্জ্বল হয় সেইরূপ কান্তিবিশিষ্ট কলেবর। কলেবর-কিরণ-জিত-কমলাধিকে—সেইরূপ কলেবরের কিরণের দ্বারা জিত কমলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা যিনি। জিনিয়া ফণি বনি বেণি লম্বিত—তাঁহার লম্বিত বেণী যেন শোভায় দোদুল্যমান সর্পকেও হারাইয়াছে। বনি—সাজিয়া। মন্দ আধ হাসি ইত্যাদি—তাঁহার ঈষৎ হাস্যে যেন কুন্দপদ্মের প্রকাশ হইয়াছে, সেই হাসিতে কত শত বিদ্যুৎ যেন চমকাইতেছে। চরণ সমাধিয়া—চরণের ধ্যানে সমাধিভাব পাইয়া।

১৮০

ধনি কানড়-ছাঁদে বাঁধে কবরী।
নব-মালতি-মাল তহি উপরী ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
খেণে উঠত বৈঠে উড়ী ভ্রমরী ॥
ধনি সিন্দুর-বিন্দু ললাট বনী।
অলকা ঝলকে তঁহি নীলমণী ॥
তহি শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙু-পাতা।
ভুরু-ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা ॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরিটা।
তহি কাজর শোভিত নীল-ছটা ॥
তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা।
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥
ধনি সুন্দর শারদ-ইন্দু-মুখী।
মধুরাধর-পল্লব বিম্বুলখী ॥
গলে মোতিম-হার সুরঙ্গ মালা।
কুচ-কাঞ্চন-শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নব-যৌবন-ভার-ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥
খিণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী জানু হেম-কদলী ॥
পদ-পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি-মঞ্জির তোড়লমল্ল পাতা ॥

নখ-চন্দ্র-ছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তহিঁ পরণাম॥

ক. বি. ৮০ তরু ২৪৬৮

শব্দার্থ—কানড় ছাঁদে—কর্ণাটদেশীয় কেশবিন্যাস-প্রণালীতে। ইহাতে কুণ্ডলিত সাপের আকারে বদ্ধ খোঁপা। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে এই ধরণের চুল বাঁধার ফ্যাশন ছিল। যথা চৈতন্যমঙ্গলে (আদি ৪।১৩৫)—

কোনো রামা পরে নেতের কাঁচুলি।
কানড় ছাঁদে বাঁধে খোঁপা॥

দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী—কবরীবন্ধনের কলাচাতুর্য্য এমন যে, মর্দ্দিত কজ্জলকেও উহা গঞ্জনা দেয়। বনী—সাজিয়া। শ্রীখণ্ড—চন্দন। ভাঙু-পাতা—ভ্রূর পাতা, ভ্রূর রেখা। ভুরু-ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা—ভ্রূর ভঙ্গিমা ভুজঙ্গিনীর মত বক্র। খঞ্জরিটা—খঞ্জন-পাখী। মধুরাধর-পল্লব বিম্বলথী—মধুর অধরপল্লব বিম্বফলের মত দেখা যায়। কুচ-কাঞ্চন শ্রীফল—কুচ দেখিয়া মনে হয় যেন সোনার বেল ফল। মণি-মঞ্জির তোড়লমল্ল পাতা—মণিময় নূপুর ও মল্লতোড়ল (পায়জোর বা তোড়া) নামক চরণের অলঙ্কার। মল্লতোড়লকে তোড়লমল্ল করা হইয়াছে। আকবরের সেনাপতি তোড়রমল্ল গোবিন্দদাসের সমকালে বাংলায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা তাহারই ইঙ্গিত কি?

১৮১ ✓

কামোদ কন্দর্প

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি-সাধে।
মদন সুধা-রসে যো নিরমাওল
তুয়া মুখ-মণ্ডল রাধে॥
• ভালে[১] আধ-ইন্দু অমিয়া অগোরল
ভাঙু[২] তিমির ঘন ঘোর।•
কিরণ-বিকাসিত শ্রুতি-কুবলয় পর[৩]
ধাবই নয়ন-চকোর॥•
• নাসা-শিখর সমুখে উদিত[৪] পুন
সিন্দুর-ভানু উজোর।•
অহনিশি বদন-কমল তহিঁ বিকসিত
শ্যাম[৫] ভ্রমর নাহি ছোড়॥
অরুণ-কিরণ পুন অধরে[৬] হেরি হেরি
হার-তরঙ্গিণি-কূল[৭]।
কুচযোগ-কোক শোক নাহি জানত
গোবিন্দদাস কহ যে ফুর[৮]॥

সা. প. (১)—১০৪, ক. বি. ৭৪ ক্ষণদা ১৫।৭, সমুদ্র ৪৬৩
রাধা ১১৩, গো ২৬ তরু ১০৩৪, কী ১০৪
লহরীতে পৃঃ (৩০৯) আরম্ভ—ইন্দু অমিয়া বয়ান অগোরল।

পাঠান্তর—(১) ভাল (তরু ও কী) (২) ভাণ্ড (তরু) (৩) পরি (তরু) (৪) উপরে পুন উদিত (ক্ষণদা) (৫) ভ্রমরা (ক্ষণদা) (৬) অধর (ক্ষণদা) (৭) তীরে (তরু ও কী) (৮) ধীরে (তরু ও কী)।

শব্দার্থ—বৈদগধি—বিদগ্ধতা বা রসজ্ঞতা। নিরমাওল—নির্ম্মাণ করিল। অগোরল—অবরোধ করিল বা রাখিল। ভাঙু—ভ্রূ। শ্রুতি-কুবলয়—কানের নীলোৎপল। কোক—চক্রবাক।

ব্যাখ্যা—হে রাধে! রসজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় কোন্ বিধি কামসুধারস দিয়া তোমার এমন মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করিল? (এ সে অরসিক বৃদ্ধ ব্রহ্মার কাজ নহে—ইহাই ধ্বনি। রাধামোহন বলেন: অনেক ব্রহ্মাণ্ডের অনেক বিধাতা আছেন—ইনি তাঁহাদের মধ্যে কে?) তোমার কপালে অর্দ্ধ ইন্দুর অমৃত এবং ভ্রূযুগলে ঘোর অন্ধকার সঞ্চিত রাখিয়াছে• (চন্দ্রের জ্যোৎস্না এবং তাহার পাশেই ঘোর অন্ধকার);• তোমার ললাটরূপ চন্দ্রের কিরণে প্রস্ফুটিত কর্ণের নীলোৎপলের উপরে তোমার নয়নরূপ চকোর ধাবিত হইতেছে। তোমার নাসিকারূপ শিখরের সম্মুখে সিন্দূরবিন্দুরূপ ভানু উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।• সেখানে দিন ও রাত্রে সমভাবে তোমার মুখরূপ কমল ফুটিয়া রহিয়াছে (সাধারণ কমল রাত্রে মুদিত থাকে)। ঐ বদনকমল শ্যামরূপ ভ্রমর পরিত্যাগ করে না। তোমার মুক্তাহাররূপ তটিনীর তীরে কুচদ্বয়রূপ

চক্রবাকযুগল সব সময়ে একত্রে থাকে, তাহারা তোমার অধরে অরুণকিরণরূপ লালিমা দেখিয়া শোক জানে না। গোবিন্দদাস স্পষ্ট করিয়া ইহা বলিতেছেন। (রাধামোহন ঠাকুর বলেন যে, অধরারুণের সর্ব্বদাই উদয়, সেইজন্য রাত্রি হয় না এবং চক্রবাকযুগলও শোক জানে না।)

১৮২

শ্রীরাগ

এ ধনি না করু পসাহন আন।
এতহুঁ নেহারি মুগধ মধুসূদন
দিন রজনী নাহি জান॥
সিন্দুর তরুণ অরুণ-রুচি-রঞ্জিত
ভাল সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর- তিমির ঘন চুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥
লোচন-যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজর জালে পড়ত কিয়ে সংশয়
ততহি ভ্রমই অলি জোর॥
তবহু যে হাসি অধর দরশায়সি
অরুণিম কৌমুদী-কাঁতি।
মোহিত জনকে কি ফল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাতি॥

সা. প. (১)—১০৬ তরু ১০৩৫

লহরীতে (পৃ ৩৬৭) ও বসুমতীর বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীতে (পৃ ৫৪) আরম্ভ 'এ ধনি রূপ নাহি সহয়ে নয়ান'। প্রকৃত পাঠ বিকৃত হইয়া ঐরূপ হইয়াছে।

শব্দার্থ—পসাহন—প্রসাধন, সাজা। আন—অন্য। কাঁতি—কান্তি। দরশায়সি—দেখাও।

ব্যাখ্যা—হে সুন্দরি! আর কোন সাজসজ্জা করিও না, তুমি যেমনটী আছ তেমনি দেখিয়াই মুগ্ধ মধুসূদন কোথা দিয়া রাতদিন চলিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারেন না। (তোমার রূপের এমন বৈচিত্র্য যে, মনে হয় চন্দ্র ও সূর্য্য একসঙ্গে উদিত হইয়াছে)। কপাল যেন চন্দ্র আর তাহাতে সিন্দূর-বিন্দু যেন তরুণ অরুণ। (কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য একসঙ্গে উদিত হইলেও) তোমার ঘন কেশরাশিকে যেন গাঢ় অন্ধকার চুম্বন করিয়াছে—একি আশ্চর্য্য ব্যাপার। তোমার নয়নদ্বয় কমল কি নীলোৎপল, খঞ্জন কি সুন্দর চকোর তাহা বুঝি না। তোমার নয়নের যে ভ্রমরযুগল ভ্রমণ করিতেছে তাহা কাজররূপ জালে পড়িবে এই সংশয় মনে জাগিতেছে। এত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইবার পরও যে রক্তাভ অধরে হাস্যরূপ জ্যোৎস্না-শোভা দেখাইতেছ, তাহাতে গোবিন্দদাস বুঝিতে পারেন না যে, যে ব্যক্তি আগেই মোহিত হইয়াছে, তাহাকে আবার মোহিত করা কেন?

১৮৩

বিহাগড়া

এ ধনি আঁচরে বচন ঝাঁপাও[১]।
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ
অনত অনত চলি যাও[২]॥
মুখ-মণ্ডল কিয়ে শরদ-সরোরুহ
ভালহি অটমিক চন্দ।
মধুরিপু-মরমে ভরম যাহাঁ ঐছন
তাহে কি গণিয়ে মতি-মন্দ॥
জনি কহ গরবে পাণিতলে বারব
ও থল-কমল উজোর।
তহিঁ নখ-চাঁদ-ভরম ভরে ঐছন[৩]
ততহিঁ পড়ত জনি ভোর॥
ভাঙু-ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু-পতগ-শিরে ডারসি
গোবিন্দদাস-হিয়ে তাপ॥

সা. প. (১)—১০৫ সমুদ্র ৪৬৩, তরু ১০৩৮
রাধা ১১৪ কী ১০৫
ব ৪ (৩) ৯৪

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—সুন্দরি আচরে বদন ঝাঁপাও (১) ঝাঁপাউ (তরু) (২) যাউ (তরু) (৩) আকুল (বরাহ)।

শব্দার্থ—ঝাঁপাও—আবৃত কর। বিধুন্তুদ—রাহু। অনত—অন্যত্র। সরোরুহ—কমল। ভাল—কপাল। অটমিক—অষ্টমীর। বারব—নিবারণ করিব। ভাঙু-ধনুয়া—ভ্রূরূপ ধনু। ধুনায়সি—কাঁপাইতেছ। অতনু—কন্দর্প। কিন্তু এই পদে প্রথমে রাহুর কথা বলা হইয়াছে বলিয়া এখানেও রাহুকে বুঝিতে হইবে। বিষ্ণু চক্রের দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেইজন্য সে অতনু (অতনুঃ রাহুঃ বিষ্ণুচক্রচ্ছেদেন শিরোরূপস্য তদ্দেহাভাবাৎ—রাধামোহন)। পতগ—পতঙ্গ।

ব্যাখ্যা—সুন্দরি! আঁচলে মুখ ঢাকো; লুব্ধ ভৃঙ্গ, চকোর ও রাহু অন্যত্র চলিয়া যাউক। তোমার মুখমণ্ডলে যে শরৎকালের কমল (ভৃঙ্গের আকর্ষণ) ও কপালে অষ্টমীর চাঁদ (চকোর ও রাহুর আকর্ষণ)। তোমাকে দেখিয়া মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণেরই মনে ঐরূপ ভ্রম হয়, তাহাতে ভৃঙ্গ, চকোর, রাহু প্রভৃতি মন্দমতির যে ভুল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তুমি হয়ত গর্ব্বভরে বলিবে যে, ভৃঙ্গচকোরাদি আক্রমণ করিতে আসিলে তুমি হাত দিয়া নিবারণ করিবে; কিন্তু তাহাতে উল্টা উৎপত্তি হইবে; কেননা তোমার হাত উজ্জ্বল স্থলকমল ও করনখকে চন্দ্র মনে করিয়া তাহারা হয়ত পুনরায় উহাদের উপর পড়িবে। সখীর এইরূপ ঠাট্টা শুনিয়া শ্রীরাধা ভ্রূ কম্পিত করিলে, সখী বলিতেছেন, হে সুতনু, তোমার ভ্রূরূপ ধনু কি জন্য কম্পিত করিতেছ? যে কটাক্ষশরে স্বয়ং গিরিধারীর ন্যায় বীর-শ্রেষ্ঠ কম্পমান, সেই শর কি মদনের ন্যায় সামান্য প্রাণীর উপর নিক্ষেপ করিবে নাকি? এই কথা ভাবিয়া গোবিন্দদাসের মনে বড় কষ্ট হইতেছে।

তুলনীয়:

আঁচরে বদন ঝাঁপায়হ গোরি।—(বিদ্যাপতি)

১৮৪

তথা রাগ

পেখলুঁ অপরুব রামা।
কুটিল কটাখ লাখ শর বরিখনে
মন বান্ধল বিনু দামা॥
পহিল বয়স ধনি মুনি-মনমোহিনী
গজবর জিনি গতিমন্দা।
কনকলতা তনু বদন ভান জনু
উয়ল পুনমিক চন্দা॥
কাঁচা কাঞ্চন সাঁচ ভরি দৌ কুচ
চুচুক মরকত শোভা।
কমল কোরে জনু মধুকর শুতল
তাহিঁ রহল মনলোভা॥
বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল
রাধা রসময় ফন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল
যো হেরি লাগয়ে ধন্দা॥

সমুদ্র পৃ ৯৯, কী ১১৮

শব্দার্থ—মন বান্ধল বিনু দামা—বিনা রজ্জুতে মনরূপ বিহঙ্গকে বাঁধিল। কি দিয়া বাঁধিল? না কটাক্ষরূপ লক্ষ শর বর্ষণ করিয়া পিঞ্জর বানাইয়া বাঁধিল (কুটিলকটাক্ষরূপং শরং বৃষ্টিরূপং নিক্ষিপ্য পঞ্জরং কৃত্বা অতিচঞ্চলমন্মনোবিহঙ্গবন্ধনং তস্মিন্ পঞ্জরে বিনা রজ্জ্বা কৃতবতী—রাধামোহন)। মুনি-মনমোহিনী—সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, মুনিজনের মনও যিনি মোহিত করেন। কনকলতা তনু—কনকলতার মতন তন্বী। ভান—মনে হয়। উয়ল—উদিত হইল। সাঁচ—সত্যই। চুচুক মরকত শোভা—স্বর্ণবর্ণের কুচের অগ্রভাগদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উহাদের শোভার সহিত মরকতের তুলনা করা হইয়াছে। কমল কোর জনু ইত্যাদি—কুচদ্বয়কে কমলের সঙ্গে ও চুচুকদ্বয়কে সেই কমলের উপর শুইয়া আছে এমন মধুকররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মোহে উপদেশল

—আমাকে উপদেশ করিল। রাধা রসময় ফন্দা—রাধা যেন রসময় ফাঁদ।

তুলনীয় : বিদ্যাপতির "অপরূপ পেখলুঁ রামা কনক-লতা অবলম্বনে হরিণী হীন হিমঠামা।"

১৮৫

বেলোয়ার

মঞ্জু চরণযুগ যাবকরঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী রণরণি
কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে॥
সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
মদনমোহন ছাঁদে॥
কনককটোর চোর কুচকোরক কোর
উজোর মোতিম দাম।
ভুজযুগ থির বিজুরীপরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
মনোরম[১] হাস সুধারস নিরসন
দশনজ্যোতি জিত মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল
দশ দিশ ভরল নয়ান শরপাঁতি॥
ঝাঁপিল কবরী ভালে অলকাবলী
ভাঙ ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
শিঙ্গার দেব অধিদেবী[২]॥

ক. বি. ৩৯৭

পাঠান্তর—পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুথিতে আরম্ভ :
সাজলি, শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
মদনমোহন মনমোহিনী ছাঁদে॥

(১) মধুরিম (২) মুরতি শিঙ্গার দেব অধিদেবী। (ঐ)

শব্দার্থ—মঞ্জু—সুন্দর। যাবকরঞ্জন—আলতায় রাঙ্গা। মঞ্জীর—নূপুর। কুঞ্জর দমন গমন ক্ষীণ মাঝে—শ্রীরাধার মাজা ক্ষীণ, আর তাঁহার চলন গজরাজের চলনভঙ্গীকেও হারাইয়া দেয়। কনককটোর চোর—যেন সোনার বাটি চুরি করিয়া আনিয়া বুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোর—কোলে, এখানে বুকে। কুচকোরক—কুচরূপ কলি। লোল—চঞ্চল, দোদুল্যমান। শিঙ্গার দেব অধিদেবী—মূর্ত্তিমতী শৃঙ্গারদেবের অধিদেবী যেন।

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

১৮৬ ✓

তোড়ী

মত্ত ময়ূর শিখণ্ডক-মণ্ডিত চূড়য়ে মালতী মাল।
পরিমলে মাতি পাঁতি মত্ত মধুকর গুঞ্জরে ততহি রসাল॥
সজনি! পেখলুঁ বরজকিশোর।
পিবইতে বদন- সুধাকর-মাধুরি ভুলল নয়নচকোর॥
নীলজলদতনু ভাঙ মদনধনু নয়নকমল ফুলবাণ।
জরজর লাজয়ে গুরুকুল গৌরব সংশয় রহল পরাণ॥
মদন মকর জনু মণিময় কুণ্ডল টলমল দোলত কাণে।
হেরইতে কুলবতী- মীন গরাসয়ে গোবিন্দদাস পরমাণে॥

সা. প. (১)—৬৪, ক. বি. ৩০০৫ গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১০৫, অ ৬২
রাধা ৪৫, গো ৪২

শব্দার্থ—পাঁতি মত্ত মধুকর—মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরসমূহ। বদন-সুধাকর-মাধুরি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বদনরূপ চন্দ্রের মাধুর্য্যসুধা পান করিতে করিতে শ্রীরাধার নয়নরূপ চকোর মুগ্ধ হইল। ভাঙ মদনধনু—শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূযুগল যেন মদনের ধনু। নয়নকমল ফুলবাণ—আর নয়নরূপ কমল যেন সেই ধনুর ফুলবাণ। মীন গরাসয়ে—কুলবতীরূপ মৎস্যকে মণিময় কুণ্ডলরূপ মকর যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে।

১৮৭

শ্রীরাগ

সজল জলধর অঙ্গ মনোহর
ছটায় চাহিল নহে[১]।
ঈষত হাসিয়া মনের আকুতি
অরুণ নয়নে কহে[২] ॥
কি আজু পেখলুঁ[৩] বিনোদ নাগর
কেলি-কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে আঁখির লাজ
ভাসিল আনন্দ-জলে ॥
ফুল-মালা[৪] দিয়া কুন্তল টানিয়া
ময়ূর-পুচ্ছের ছাঁদে[৫]।
রঙ্গিণী-লোচন খঞ্জন বাঁধিতে
পাতিল[৬] বিষম ফাঁদে ॥
মকর-কুণ্ডল অনঙ্গ দোলয়ে
গণ্ডে[৭] দরপণ ভাণে।
ভালে সে মদন দেখি প্রতিবিম্ব
গোবিন্দদাস অনুমানে ॥

সা. প. (১)—৬২, ক. বি. ৩০০৪, রাধা ৪৩, গো ৪২ ক্ষণদা ১৯।৪, তরু ৬০ গীতচন্দ্রোদয় ১৭০

পাঠান্তর—গীতচন্দ্রোদয়ে (১) ছটা যে চাহিল নহে (২) চাহে (৩) কি পেখলুঁ বর (৪) মালতি-মালা। (৫) চান্দে (৬) পড়িলে (৭) গণ্ড।

শব্দার্থ—ছটায় চাহিল নহে—এমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ যে তাকান যায় না। মকর-কুণ্ডল অনঙ্গ দোলয়ে—এখানে অনঙ্গ মানে অঙ্গহীন রাহু; মকরাঙ্কিত কুণ্ডল দুলিতেছে। গণ্ডে দরপণ ভাণে—গণ্ডদেশ দর্পণের ন্যায় মসৃণ ও উজ্জ্বল।

১৮৮

শ্রী রাগ

মরকত-দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর[১]
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান।
হানল অতয়ে কুসুম-শরবাণ ॥
এ সখি কাহে ভেটলুঁ নন্দ-নন্দনা
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দনা ॥
তৈখনে দখিন পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর-নাম ॥
সাজহ শেজ কমলদল পাতি।
কুলবতী যুবতি লেউ নিজ শাতি ॥
তাহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরজ লাজ গেল দুহুঁ ভাগি[২] ॥
কী ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহ মীলব কান ॥

ক. বি. ৫১ ক্ষণদা ৭।৩, গীতচন্দ্রোদয় ২৬০
রাধা ৪১, সা. প. (১)—৬৭ তরু ৭৫, সং ৩৫৩

পাঠান্তর—(১) প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ অগোর (গী) (২) ধৈরজ লাজ দূরে গেল ভাগি (ক্ষণদা)।

শব্দার্থ—অনঙ্গ আগোর—কামদেব যেন অধিকার করিল। অতয়ে—এইজন্য। গহন—অরণ্য। হিমকর—চন্দ্র। শাতি—শাস্তি। একল—একাকী।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বলবর্ণ দেখিয়া মরকতনির্ম্মিত দর্পণের কথা মনে হয় (ঐ রং এমন সুচিক্কণ যে, উহাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়)। তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই যেন মদন আসিয়া আমার প্রতি অঙ্গ অধিকার করিল। তিনি অরুণনয়নের ইঙ্গিতে কি বলিলেন তাহা বুঝিলাম না; কিন্তু তাঁহার দিকে তাকাইবার ফলে মদনবাণে বিদ্ধ হইলাম। আমি কেন নন্দনন্দনকে দেখিলাম! এখন যে আমার ঘর বন বলিয়া মনে হয়; চন্দনলেপনেও শরীর যেন দগ্ধ হয়। দেখার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পবন তাহার দাক্ষিণ্য ত্যাগ করিয়া আমার প্রতি বিরূপ হইল। এখন আমি চাঁদের কিরণ সহ্য করা দূরে থাকুক, তাহার নামও সহিতে পারি না। কমলদল দিয়া এখন শয্যা বিছাও, কুলবতী তরুণী হইয়া প্রেম করার শাস্তি ভোগ করি। সেই নন্দনন্দনকে দেখা মাত্র তাঁহাতেই শুধু লোচন নহে মনও যেন লাগিয়া রহিল। ধৈর্য্য ও লজ্জা উভয়ই পলায়ন

করিল (তাই প্রকাশ করিয়া তোমাকে বলিতে পারিতেছি। আমি অধীরা হইয়া তোমার আশ্রয় লইতেছি, কোনরূপে মিলন ঘটাইয়া দেও এই ইঙ্গিত)। একাকী যে আর বাঁচিতে পারি না, পরাণ বিকল হইয়াছে। গোবিন্দদাস সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—ধৈর্য্য হারাইও না, কানু তোমার মিলিবে।

তুলনীয় : পদ্যাবলীধৃত জয়ন্তের পদ—

অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া যামুনতটীং
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোঽয়ং নবজলধরশ্যামলতনুঃ।
স দৃগ্‌ভঙ্গ্যা কিংবাঽকুরুত ন হি জানে তত ইদং
মনো মে ব্যালোলং ক্বচন গৃহকৃত্যে ন লগতে॥

যমুনার তটে যাইতে যাইতে সহসা পথে নূতন মেঘের মতন শ্যামমূর্ত্তি ইঁহাকে দেখিলাম ; তিনি নয়নভঙ্গি করিয়া কি যে করিলেন জানি না (তুলনীয়—না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান)। কিন্তু সেই হইতে আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, ঘরের কাজ আর করিতে মন বসিতেছে না।

১৮৭

বরাড়ী

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয়া মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাঁহা তুহুঁ গৌরী আরাধলি কান।
জানলুঁ রাই তোহে মন মান॥
স্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জে মহি লুঠই॥
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
• বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥ •
মুরলি-নিসান শ্রবণ ভরি পিবই।
গুরুজন-বচন শুনই নাহি শুনই।
ঐছন যতহু মরম অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দদাস

সা. প. (১)—৮৪, ক. বি. ৫৩ গীতচন্দ্রোদয় ২১৫, সমুদ্র ৫১
রাধা ৭২, বৃ ১১ তরু ৩৯, কী ৮৩

এই পদের রূপান্তর :—

গান্ধার

নয়নক কোণে না হেরি নিজ নাহ।
জলধর হেরি সজল-দিঠি চাহ॥
না উঠই স্বামি-শয়ন-পরিযঙ্ক।
বিলুঠই লোরে নয়ন মহি পঙ্ক॥
মাধব তুয়া প্রেম কহন না যায়।
অবিচল কুলবতি তুয়া গুণ গায়॥
গৃহপতি নাম শুনি চমকিত গাত।
তুয়া গুণ-গণ শুতি শ্রুতি অবগত॥
গুরুজন-বচন শ্রবণে নাহি শূনই।
বংশি-নিসান অমিয় সম মানই॥
তুয়া ভানে শ্যামর সখি করু কোর।
নিশি দিশি ন তেজই নীল-নিচোল
কত কত ঐছন মন-অভিলাষ।
কতয়ে নিবেদব গোবিন্দদাস॥

অ. ৬৭

শব্দার্থ—গৃহপতিরাব—গৃহস্বামীর শব্দ (শুধু গৃহেরই স্বামী ; নিজের স্বামী বলিয়া তাহাকে মানিতে চাহে না—এই ধ্বনি)। মঞ্জিররবে—নূপুরের ধ্বনি পাইলে। উনমতি ধাব—পাগলিনী হইয়া মিলনের জন্য দৌড়ায়।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া সখী শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের গাঢ়তার কথা নিবেদন করিতেছেন। কৃষ্ণ! তুমি বোধ হয় গৌরীকে (এক অর্থে শিবপত্নী, অন্য অর্থে গৌরাঙ্গী রাধা) আরাধনা করিয়াছিলে—তাই শ্রীরাধা তোমাকে প্রিয়তম বলিয়া মনে মনে জানিতেছে। সে গৃহস্বামীর শব্দ শুনিলেই চমকিয়া উঠে (পাছে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে হয়, এই ভয়ে) ; অথচ তোমার নূপুরের শব্দ শুনিলে পাগলিনী হইয়া তোমার দিকে ধায়। সে পতির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না, এমন কি

সে কালো কি ফর্সা তাহাও জানে না; কিন্তু তোমার সহিত বর্ণ-সাদৃশ্যের জন্য মেঘ দেখিলে চোখ দিয়া অশ্রু-ধারা বহিতে থাকে। সে স্বামীর শয়নমন্দিরের সিঁড়িতেও পা ফেলে না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলিবার জন্য একলা কাননকুঞ্জের মধ্যে যাইয়া মাটীতে লুটায়। স্বামীর হাতের স্পর্শকে জঞ্জাল মনে করে, আর তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার আকুল আগ্রহে তরুণ তমালকে গাঢ় আলিঙ্গন করে। মুরলীর ধ্বনি কান ভরিয়া যেন পান করে; গুরু-জনের বচন শুনিয়াও শুনে না। এই প্রকার তাহার মনের যত অভিলাষ, তাহা সখীরূপা গোবিন্দদাস কত নিবেদন করিবে। এখানে গোবিন্দদাসই সখীর ভূমিকা লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার ভাব জানাইতেছেন।

১৯০

লোচন[১] শ্যামর বচনহুঁ[২] শ্যামর
শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয় জনি শ্যামর
শ্যামর সখি করু কোর॥
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অচপল কুলবতি- মতি উমতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনি জান॥
মরমহুঁ[৩] শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝর-ঝর লোরহি লোলত[৪] কাজর
বিগলিত লোচন-নিন্দ॥
মনমথ সাগর রজনি উজাগর
নাগর তুহুঁ পুনঃ[৫] ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব
মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥

সা. প. (১)—৮৫, ক. বি. ৬২, বৃ ১২, রাধা ৭৭ সমুদ্র ৫৩, তরু ৪০, কী ৯১

পাঠান্তর—তরু (১) লোচনে (২) বচনহি (৩) মরমহি (৪) লোলিত (৫) কিয়ে।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অনুরাগজনিত লালসা, উদ্বেগ ও জাগর্য্যা দশার কথা সখী মাধবকে জানাইতেছেন। হে মাধব! শ্যামরূপে তন্ময়তাজন্য শ্রীরাধা চোখে কাজল দিয়া কালো করিয়াছে, তাহার মুখে শুধু শ্যামনাম, অঙ্গে সুন্দর শ্যামবর্ণের সাড়ী। তাহার গলার হারও শ্যামবর্ণের (বোধ হয় নীল রংয়ের কোন ফুলের বা রত্নের); বুকে শ্যামল মণি ধারণ করিয়াছে আর শ্যামবর্ণের কোন সখীকে আলিঙ্গন করিতেছেন। এই সব শুনিয়া তুমি মাধব যেন অন্য কিছু বলিও না। অচপল-মনস্কা কুলবতীর কুলধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তোমার কি মোহিনী-বিদ্যা জানা আছে যে, তাহাকে একেবারে পাগল করিয়া দিয়াছ। (পাগল না হইলে কি তোমার রংয়ের সহিত সাদৃশ্য থাকায় কালো অঞ্জন, কালো সাড়ী প্রভৃতি পরে? সে তোমার অঙ্গস্পর্শ লাভ করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া লালসাবশে এরূপ করিতেছে—ত্বয়ৈব কিয়ে কা অনির্ব্বচনীয়া মোহনোচ্চাটনাদিবিদ্যা জ্ঞায়তে, অন্যথা তস্যা এতাদৃশী দশা ন সম্ভবতি। তৎ কুতো ভবত্যা জ্ঞাত-মিত্যত আহ লোচন শ্যামর ইত্যাদি যত উদ্বেগেন কাল-বিলম্বাসহিষ্ণুতয়া তদ্বর্ণসাজাত্যেন লোচনাদৌ কজ্জলাদিক-মনুশীলয়তি। অত্র তু বুদ্ধিপূর্ব্বকতদনুশীলনেন তদ্ভ্রান্তি-দশাকথনং সুনিরস্তম্—রাধামোহন)। তাহার হৃদয়ে শ্যাম কিন্তু পরিজন পামর, তাহাদের গঞ্জনায় তাহার মুখ-কমলও ঝামার মতন কালো হইয়া গিয়াছে। তাহার সুন্দর কজ্জলরেখা অশ্রুধারায় মুছিয়া যাইতেছে। চোখে তাহার ঘুম নাই। মন্মথ যেন তাহার নিকট সাগর-স্বরূপ হইয়াছে।

১৯১

বরাড়ী

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন[১] অবলম্ব॥

খেনে[২] তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল[৩]-পুলক-মুকুলে[৪] ভরু অঙ্গ ॥
এ ধনি মোহে না করু[৫] অরু ছন্দ।
জানলুঁ ভেটলি শ্যামর চন্দ ॥
ভাব কি গোপসি গুপত না রহই[৬]।
মরমক বেদন বদন[৭] সব কহই ॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল ॥
আন ছলে অঙ্গন[৮] আন ছলে পন্থ।
সঘন[৯] গতাগতি করসি[১০] একান্ত ॥
দুরে রহু গুরুজন গৌরব[১১] লাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥

সা. প. (১)—৫৮, রাধা ৩৯ তরু ৭০, সমুদ্র ৩৩, ক্ষণদা ২৫।৩
ক. বি. ২৮৮৮ ও ৩০০৩. সং ১৯০, গী ১২৯
গো ১১

পাঠান্তর—গী (১) সঘনে (২) খনে (৩) অবিরত (৪) মুকুল (৫) আন (তরু) (৬) গোপত নাহি রহই (৭) বদনে (৮) আঙ্গন (৯) সঘনে (১০) কহসি (১১) গৌরব গুরুজন (তরু)।

ব্যাখ্যা—হে রাধে! তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ফুটন্ত কদম্বের পানে চাহিয়া থাক (প্রস্ফুটিত কদম্বের মতন তোমারও দেহে রোমাঞ্চ হয় বলিয়া অথবা কদম্ববৃক্ষতলে তোমার প্রিয়তমকে দেখিয়াছিলে বলিয়া)। পুনঃপুনঃ (সঘন) গালে হাত দিয়া বসিয়া থাক। ক্ষণে ক্ষণে কত ভঙ্গীতে অঙ্গ মোড়া দিতেছ। ক্রমাগত পুলকে তোমার অঙ্গ ভরিতেছে। সুন্দরি! আমাকে অন্যপ্রকার বলিও না। আমি বুঝিতেছি যে, তোমার সঙ্গে শ্যামচাঁদের দেখা হইয়াছে। তুমি ভাব গোপন করিতেছ কেন? গোপন থাকিবে না; তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে যে, তোমার মর্ম্মে কি বেদনা তুমি ভোগ করিতেছ। তুমি যত্ন করিয়া নয়নাশ্রু বন্ধ করার চেষ্টা করিতেছ; আর গদ্‌গদস্বরে আধবোল বলিতেছ। এক ছলে একবার অঙ্গনে যাইতেছ, আবার অন্য ছলে আর একবার পথের দিকে যাইতেছ। এই যে তোমার একা একা বারংবার যাতায়াত ইহাতেই গোবিন্দদাস বুঝিয়াছেন যে, তোমার মনে আর গুরুজনের প্রতি গৌরববোধও নাই, লজ্জাও নাই। একেবারে অকাজ ঘটিল।

মন্তব্য—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই পদটীর ভাবের সহিত শার্ঙ্গধরপদ্ধতির নিম্নলিখিত শ্লোকের (১০৯৫) তুলনা করিয়াছেন (শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ): গোপায়ন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরূণাং কিং ত্বং মুগ্ধে নয়নবিসৃতং বাষ্পপূরং রুণৎসি। নক্তং নক্তং নয়নসলিলৈরেষ আর্দ্রীকৃতস্তে শয্যৈকান্তঃ কলয়তি দশামাতপে দীয়মানঃ॥ অর্থাৎ গুরুগণের সামনে বিরহজনিত দুঃখ গোপন করিতে করিতে হে মুগ্ধে, কেন তুমি নয়নবিগলিত বাষ্পপ্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ? রাত্রিতে রাত্রিতে নয়নসলিলের দ্বারা আর্দ্রীকৃত এই যে তোমার শয্যাপ্রান্ত যাহা তুমি রৌদ্রে দিয়াছ—তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া দিতেছে॥ দুইটী কবিতার ভাবের মধ্যে কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাৎ রহিয়াছে।

১৯২

গান্ধার

ঢলঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ-নয়ন-গতি বিজুরি-চমক জিতি
দগধল কুলবতি-লাজ ॥
সজনি[১] যব ধরি পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগভরি ভরল কুসুম-শর
নয়নে না হেরিয়ে আন ॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয় দলে করু দংশ ॥
অতয়ে সে মঝু মন জলতহি অনুখন
দোলত চপল পরাণ।

গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
অবহুঁ না মীলল কান ॥

সা. প. (১)—৫৯, ক. বি. ৫১ রাধা ৮০, গো ১১ তরু ৭৩, সমুদ্র ৪২, ক্ষণদা ২৫।৪ কী ৬৫, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১২৮ সং ১৯৩

পাঠান্তর—(১) যাইতে (ক্ষণদা ও তরু)।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের ঢলঢল সজল জলধরের মতন সুন্দর দেহ ; তাহাতে মনোহর অলঙ্কার শোভা পাইতেছে ; তাঁহার কটাক্ষদৃষ্টি বিদ্যুতের দীপ্তিকে পরাজিত করিয়া কুলবতীদের লজ্জাকে দগ্ধ করিল (বিদ্যুৎ কেবল বৃক্ষাদি বস্তুকেই দগ্ধ করিতে পারে, মনোগত ভাবকে পারে না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ মনের কোণে অবস্থিত লজ্জাকেও পুড়াইয়া ফেলে—ইহাই তাহার উৎকর্ষ)। সখি! যে সময় হইতে কানাইকে দেখিয়াছি সেই সময় হইতেই সমস্ত জগৎ যেন মদন পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—চোখে আর অন্য কিছুই দেখিতে পাই না। কানাই আমার মুখপানে চাহিয়া অঙ্গমোড়া দিয়া একটু হাসিলেন, তাঁহার অধর হইতে ভাবাবেগে মোহন মুরলী পড়িয়া গেল। জানি না কোন্ অভিলাষে আকুল হইয়া তিনি কিশলয়দলে দংশন করিলেন। সেইজন্য আমার মন সব সময়ে জ্বলিতেছে—চপল পরাণ ঢুলিতেছে। গোবিন্দদাস মিথ্যাই আশ্বাস দিলেন—কই এখনও তো কানাই আসিয়া শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইলেন না।

মন্তব্য—তুলনীয় : গীতাবলীর
অদশদশোক-লতা-পল্লবময়মতনু-সনাতন-নর্ম্মা।
তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরং বত বিস্মৃত-কায়িক-কর্ম্মা ॥
অর্থাৎ অতনু-সনাতন-নর্ম্মা ইনি অশোকলতার পল্লবে দংশন করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সকল কাজ ভুলিয়া (মন্ত্রমুগ্ধের মতন) রহিলাম।

১৯৩

ধানশী

চূড়ক চূড়ে শিখণ্ডি শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতি-মাল[১]।
সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরি কত[২]
চৌদিশে করত ঝঙ্কার ॥
সজনি! কো কহু[৩] কাম অনঙ্গ।
কেলি-কদম্ব-তলে সো রতি-নায়ক
পেখলুঁ নটবর-ভঙ্গ ॥
কতহুঁ বিষমশর[৪] নয়ন-তূণ ভর
সঞ্চরু ভাঙ-কামান।
নাগরি-নারি মরম মাহা হানই
লখই না পারই আন ॥
শ্রুতি-মূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর-আকার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
মদনমোহন অবতার ॥

সা. প. (১)—৬১, ক. বি. ৪৩, রাধা ৪১, গো ১২, বৃ ৬ সমুদ্র ৪০, তরু ৭৪, গীত-চন্দ্রোদয় ১৩০

পাঠান্তর—গী (১) চূড়ে শিখণ্ডি-শিখণ্ডক মণ্ডিত মালতী মধুকর মাল (২) মধুমত্ত ভ্রমর ভ্রমরী কত (৩) কহে (তরু) (৪) বিষমকুসুমশর।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার চূড়ায় অর্থাৎ মাথার উপর ময়ূরের পুচ্ছ ; উহা মালতীর মালায় শোভিত। তাহার সুগন্ধে উন্মত্ত হইয়া কত ভ্রমর ও ভ্রমরী চারিদিকে ঝঙ্কার করিতেছে। সখি! কে বলে যে, মদনের অঙ্গ নাই! আমি যে দেখিলাম সেই রতিনায়ক (এক অর্থে কামপত্নী রতির দয়িত, অন্য অর্থে আমার মনের প্রীতির নায়ক) কেলিকদম্বের তলে নটবরভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নয়নরূপ তূণে কতই দারুণ কটাক্ষরূপ বাণ ভরা রহিয়াছে ; আর উহার দুই চারিটী ভ্রূরূপ ধনুতে সঞ্চরণ করিতেছে আর নাগরীদের মর্ম্মের মাঝে আঘাত করিতেছে—অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। মদনদেবকে মকরকেতন বলে ; ইঁহারও কর্ণমূলে মণিময় মকরের আকারযুক্ত কুণ্ডল দুলিতেছে। কবি গোবিন্দদাস এইজন্য অনুমান করিতেছেন যে, ইনি মদন নহেন, কিন্তু মদনকে মোহিত করিতে পারেন এমন অবতার।

১৯৪

ধানশী

কাঞ্চন গোরী ভোরি বৃন্দাবনে
খেলই সহচরি মেলি।
তুয়া দিঠি মীঠি গরলে[১] তনু জারল
তৈখনে শ্যামরি ভেলি॥
মাধব, সো অবিচল কুল-রামা।
মরমহি গোই রোই দিন যামিনি
গুনি গুনি তুয়া গুণ-গামা॥
গুরুজন অবুধ মুগধ-মতি পরিজন
অলখিতে[২] বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি মণি- মন্ত্র মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি॥
খেনে খেনে অঙ্গ- ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরমময় বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥

সা. প. (১)—৮৭, ক. বি. ৬২ গীতচন্দ্রোদয় ১১৮, সমুদ্র ৫৬
রাধা ৭৫, বৃ. ১১ তরু ১৬৬, কী ৯০

পাঠান্তর—গী (১) তুয়া দিঠে মিঠি গরলে (২) অলখিত।

ব্যাখ্যা—সোনার চেয়েও উজ্জ্বলবর্ণা এই গৌরী বালিকামাত্র। সে সহচরীদের সঙ্গে খেলা করে, অতএব তাহার মদনাবেশের কাল উপস্থিত হয় নাই (সা কাঞ্চনাদপি গৌরাঙ্গী ভোরি বাল্যস্য বলনাদ্বিহ্বলা অতঃ সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে সখীভিঃ সহ খেলাসক্তচিত্তা সতী বিহরতি অতো মদনাবেশকালো ন বৃত্তঃ—রাধামোহন)। কিন্তু তোমার কটাক্ষরূপ মিঠাবিষে তাহার তনু তৎক্ষণাৎ জরজর হইল—সে শ্যামবর্ণা হইল। মাধব! সে কুলবতী রমণী, অবিচল তার কুলধর্ম্ম। কিন্তু সে দিন-রাত্রি তোমার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া করিয়া অতিশয় গোপনে রোদন করে। গুরুজনেরা বুঝিতে পারে না, পরিজনেরাও অবুঝ, তাই তাহার বিষম ব্যাধির স্বরূপ কেহ দেখিতে পায় না। তাহারা হয়তো মন্ত্রতন্ত্র অথবা ভাল ঔষধ আনে, কিন্তু শ্যামের নয়নে নয়ন লাগায় সে যে চোখ বুজিয়া সমাধিস্থের ন্যায় জড় হইয়া থাকে। কখনও কখনও হাত-পা ইতস্ততঃ চালনা করে, যেন কোন অঙ্গের উপর আর তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই (ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধীভূতহস্তপাদাদ্য-বয়বস্য বৈবশ্যেনেতস্ততশ্চালনং তথা ভ্রমময়বাণীতি অন্যানুভাবঃ—রাধামোহন)। সে ভ্রমময় বাণী (প্রলাপ) কহিতেছে। কেবল তাহার জ্ঞানসঞ্চারের চিহ্ন দেখা যায় তখন যখন কেহ তাহার কর্ণে শ্যামনাম বলে—তখন সে চমকিয়া গায়ে কাপড় দেয়। গোবিন্দদাস অন্য কোন প্রকারে আর জানিতে পারেন না।

১৯৫

শ্রী রাগ

নীলরতন কিয়ে নব ঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নয় সে না অঙ্গ ছটা[১]॥
কদম্বের কুঞ্জে কেবা শ্যাম চিকনিয়া[২]।
রূপ দেখি আইনু জাতিকুল মজাইয়া॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন-মহেন্দ্র-ধনু কিবা দিল দেখা॥
বদন-কমল কিয়ে পূণমিকো চন্দ।
অধর কিশলয় কিয়ে বান্ধুলি বন্ধ[৩]॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলীক[৪] তানে।
ভুলল আঁখির লাজ সাম্বাইল[৫] কাণে॥
নয়ন-যুগল কিয়ে ভ্রমর বিরাজ[৬]।
অলখিতে দংশয়ে যুবতি-হিয়ামাঝ॥
গোবিন্দদাস কহে সে না দিঠি-বিষে।
না পিলে অধর-সুধা কেবা জীয়া আইসে

সা. প. (১)—৬৩, ক. বি. ৫৫ কী ৬৭, ক্ষণদা ২২।৪, সমুদ্র ৩৮
রাধা ৪৪, গো ১২, বৃ ৭ গীতচন্দ্রোদয় ২১৪

পাঠান্তর—(১) লখিল নহে সে অঙ্গের ছটা (ক্ষণদা); লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা (গী

(২) কদম্বতলাতে সই শ্যাম চিকনিয়া (ক্ষণদা) (৩) অধর বাঁধুলী কিয়ে কিশলয়-ছাঁদ (ক্ষণদা); অধর সুকিশলয় বাঁধুলি বন্ধ (গী) (৪) মুরলীর (৫) সাম্ভাইল (৬) মত্ত অলি রাজ (গী)।

ব্যাখ্যা—হায় সখি! কদম্বের কুঞ্জে কে সে চিকণকালা? তাহার রূপ দেখিয়া জাতিকুল খোয়াইয়া আসিলাম। তাহার অঙ্গের কান্তি কি ইন্দ্রনীলমণির ছটা? না, উহা তো কঠিন। বোধ হয় ইহা এক নবীন ও অপূর্ব্ব মেঘ-সমূহের দীপ্তি। চেষ্টা করিলেও উহা দেখা যায় না। তাহার চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা। মদনের ধনুক, না, ইন্দ্র-ধনু দেখা দিল? তাহার বদন কি কমল, না, পূর্ণিমার চন্দ্র? অধর কচিপাতা, না, বাঁধুলি ফুল? অধরে আবার সুমধুর মুরলীর ধ্বনি। ঐ স্বর কাণে প্রবেশ করায় আমি চোখের লজ্জার মাথা খাইলাম। তাঁহার নয়নযুগলে কি ভ্রমর রহিয়াছে? অলক্ষ্যে যুবতীর অন্তরের মধ্যস্থলে দংশন করিল। কিন্তু ভ্রমর এ নহে, কেননা ভ্রমরের বিষ একেবারে মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে যাইয়া পৌঁছে না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন ঐ দৃষ্টির বিষ হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইতেছে তাঁহারই অধরসুধা পান করা। (সাপে কামড়াইলে কখন কখন সাপুড়েরা মুখ দিয়া বিষ চুষিয়া লয়)

১৯৬

ধানশী

কুঞ্চিত অলক উপরে অলি মাতল
মৌলিক মালতী মালে।
চূড়া চিকুর চারু শিখিচন্দ্রক
অর্দ্ধক চারু কপালে॥
সখি বড়ই বিনোদিয়া কান।
কুটিল কটাখে লাখ লাখ কুলবতী
ছাড়ল কুল-অভিমান॥
মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল
কাম-কামান ভুরুভঙ্গি।
মলয়া চন্দন ভালে বিলেপন
যাহা দেখি চান্দ কলঙ্কী॥
পীতবসন মণি অভরণভূষিত
উরে লম্বিত বনমালে।
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ হেরলু
বিজুরী তরুণ তমালে॥

গীতচন্দ্রোদয় পৃ ১৫৭, কী ৭৮

শব্দার্থ—মৌলিক—মাথার। মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ-মণ্ডল—তাঁহার মুখমণ্ডল যেন মরকতমণি দিয়া তৈয়ারী সুন্দর দর্পণ। কাম-কামান—কামের ধনু। যাহা দেখি চান্দ কলঙ্কী—তাঁহার কপালে চন্দন; কপালের শোভায় পরাজিত হইয়া চন্দ্র কলঙ্ক ধারণ করিয়াছে। উরে—বুকে। বিজুরী তরুণ তমালে—কবি রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখিয়া বলিতেছেন যেন তরুণ তমালে বিদ্যুৎলতা শোভা পাইতেছে।

১৯৭

ধানশী

রঙ্গিনি সঙ্গে তুঙ্গ মণিমন্দিরে
দশ দিশ হেরইতে রামা।
কো জানে কি খেনে তোহে দিঠি লাগল
মুরছি পড়ল সোই ঠামা॥
মাধব কি তুয়া নয়ন সন্ধান।
কুল-গিরিরাজ লাজ-কুচ-কঞ্চুক[১]
ভেদি মরম সঞে[২] হান॥
তুয়া বিরহানলে[৩] জ্বলত কলেবর
সঘন লুঠই[৪] মহি পঙ্কা।
তুহুঁ সুপুরুখমণি তোহে চঢ়ব[৫] জানি
ধনিবধ-বিপুল-কলঙ্কা॥
সহচরি মেলি[৬] কতহিঁ আশোয়াসলু[৭]
বেদন কোই না জান।
গোবিন্দদাস ভণে তোহারি পরশ বিনে[৮]
কৈছনে রহত পরাণ॥

সা. প. (১) ৮৮, ক বি. ৬২ বৃ ১২, রাধা ৭৬ গীতচন্দ্রোদয় ১৫৩, ক্ষণদা ১১।৪ কী ১৩, সং ১৬৩

পাঠান্তর—(১) লাজঘন কঞ্চুক—গী ও ক্ষ (২) পথে—গী (৩) বিরহ বিযানলে—গী ও ক্ষ (৪) সঘনে লুঠয়ে—গী (৫) চঢ়য়ে—গী ও ক্ষ (৬) সব সখী মেলি—গী; সব সহচরী মিলি—ক্ষ (৭) আশোয়াসই—গী; আশোয়াসব—ক্ষ (৮) গোবিন্দদাস ভণ তোহারি পরশ বিন—গী; গোবিন্দদাস ভণ, তোহারি পরশপণ, নহে কৈছে রহত পরাণ—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীর সঙ্গে উচ্চ মণিমন্দিরে দাঁড়াইয়া দশদিক্ দেখিতেছিল, কে জানে কি ক্ষণে তোমার উপর দৃষ্টি পড়িল; আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্থানে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মাধব! তোমার কি অব্যর্থ নয়ন-সন্ধান! কুলরূপ গিরিরাজে সে কামিনী অবস্থিতা ছিল, তাহার উপর আবার লজ্জা ও কুচরূপ বর্ম্ম ছিল তাহার পরিধানে, তবু তোমার নয়নশর যাইয়া মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। এখন তোমার বিরহরূপ বিষের আগুনে তাহার দেহ জলিতেছে। সে বারবার ভূমিস্থ কর্দ্দমে লুটাইতেছে (ঠাণ্ডা হইবার আশায়)। মাধব, তুমি সুপুরুষদের শিরোমণি; তোমাতে যেন সুন্দরীকে বধ করিবার দায়িত্বরূপ বিপুল কলঙ্ক না লাগে। আমরা সহচরীরা মিলিয়া তাহাকে কত আশ্বাস দিলাম; কিন্তু তাহার যে কোথায় বেদনা তাহা তে' জানি না। গোবিন্দদাস বলেন, তোমার স্পর্শ বিনা তাহার জীবন কিরূপে রহিবে? ('তোহারি পরশপণ' পাঠে মানে হইবে সে পণ করিয়াছে তোমার স্পর্শ না পাইলে প্রাণত্যাগ করিবে।)

১৭৮

ধানশী

তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞে
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি আগি জলু অন্তর
জীবন রহ কিয়ে যাব[১] ॥
মাধব! তোহে কি কহব করি ভঙ্গি।
প্রেম অগেয়ান দহনে ধনী পৈঠলি
জনু তনু দহই[২] পতঙ্গী ॥
কহত সম্বাদ কহই না পারই[৩]
কাহে বিশোয়াসব বালা।
অনুখন ধরণী- শয়নে কত মেটব[৪]
সুতনু অতনুশর জ্বালা ॥
কালিন্দী-কূল- কদম্ব[৫]-কানন
নামে নয়নে[৬] ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস কহই[৭] অব মাধব
কৈছে জীয়ব বরনারী ॥

সা. প. (২)—২৩, সা. পা (১)—৮৬ ক. বি. ২৯০৩ ও ৬২ নৃ ১২, রাধা ৭৪ গীতচন্দ্রোদয় ১৪০, সমুদ্র ১৬২ ক্ষণদা ১৪।৪, তরু ১৫৮

পাঠান্তর—(১) জীবন রহত কি যাব—ক্ষ (২) দহত—তরু ও ক্ষ (৩) কহই নাহি জানই—ক্ষ (৪) মিটব—ক্ষ (৫) কদম্বক—তরু, কদম্বকো—ক্ষ (৬) নয়ন—ক্ষ (৭) কহত—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অসহনীয় দুঃখ দেখিয়া সখী মাধবকে বলিতেছেন—তোমার অপরূপ রূপ দূর হইতে দেখিতেই সুন্দরীর নয়ন ও মন উভয়ই তোমার প্রতি প্রধাবিত হইল; তোমার স্পর্শলাভের জন্য অন্তরে যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তাহাতে জীবন যায় কি থাকে বলা যায় না। (তোমার স্পর্শামৃতবর্ষণেই ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে—অন্য উপায়ে নহে।) মাধব! তোমাকে ইঙ্গিত করিয়া আর কি বুঝাইব? শ্রীরাধা প্রেমজনিত মোহরূপ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে; যেন পতঙ্গী অগ্নিতে দেহ পুড়াইতেছে। শ্রীরাধা তোমার কাছে সংবাদ পাঠাইতে চায়; কিন্তু কথা বলিতে যাইয়াও বলিতে পারে না। কুলবতী সে কাহাকেই বা বিশ্বাস করিয়া এই পরকীয় প্রেমের কথা বলিতে পারে? (অবশ্যকথনীয়মপি বিশ্বাসপূর্ব্বকং ন কথয়তি যতঃ কুলাঙ্গনা। অতঃ সুতরাং ত্বৎকৃতাঽতনুশরজ্বালা কথং দূরীভবিষ্যতি—রাধামোহন।) তাই সে সর্ব্বদা মাটীতে শয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে কি সুন্দর কামদেবের

(এ সেই অতনু কাম নহে, এ সুতনু কামদেব—অর্থাৎ মাধব) শরজ্বালা দূর হয়? যমুনার কুলের কদম্ববনের নাম করিলেই তাহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। গোবিন্দদাস শ্রীরাধার এই দশার কথা মাধবকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এখন ঐ নারীশ্রেষ্ঠ কেমন করিয়া বাঁচিবে বল

১৯৯

ধানশী

সজনি! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি॥
পহিলে শুনলু হাম শ্যাম দু' আখর
তৈখণে মন চুরি কেল।
না জানি কোন ঐছে মুরুলি আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানি কোন উহ পটে দরশাওলি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহা যাহা ধাইয়ে
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলীরব তাকর
পটে ভেল সো পরকাশ॥

ক. বি. ৪৪৪ গীতচন্দ্রোদয় ২৪০

পাঠান্তর—ক. বি. পুথিতে আরম্ভ—পহিলে শুনিলু হাম ইত্যাদি। শেষে ভণিতা—

এক পুরুখে তিন অনুমানিয়ে
মরমে কয়লি তুহুঁ ভেদ।
গোবিন্দদাস কহে পহিল সম্ভাষণে
টুটব বিরহ বিচ্ছেদ॥

ব্যাখ্যা—সখি! আমার মরণই ভাল (মরণকে আমি সৌভাগ্যের ফল বলিয়া মনে করি)। আমি কুলবতী রমণী; আর আমার কিনা তিনজন পুরুষে অনুরক্তি ঘটিল! এ জীবনে আর কি সুখ! প্রথমে আমি শ্যাম এই দুই অক্ষর শুনিলাম; নাম শুনিয়াই আমার মন চুরি গেল। তার পর কোন একজনের মুরলী আলাপ শোনা মাত্র আমি বিস্মিত হইলাম—আমার কান যেন সে চুরি করিয়া লইল (অর্থাৎ আমার কানে মুরলীধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাই না)। তার পর আবার তৃতীয় একজনের সঙ্গে প্রেম। কে যেন চিত্রপটে তাহার নবজলধরকে হারমানানো কান্তি দেখাইল। তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি যেখানে যেখানে পলায়ন করি, সে যেন সেইখানেই মত্ত হইয়া আমার সামনে দাঁড়ায়, আমার পথ রোধ করে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সুন্দরি! শোন, আমার কথা বিশ্বাস কর, যাহার নাম শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছ তাহারই মুরলী তুমি শুনিয়াছ, আর চিত্রপটে তাহারই ছবি দেখিয়াছ—সুতরাং একজনেই তোমার প্রেম হইয়াছে, তিনজনে নহে।

মন্তব্য—তুলনীয়: বিদগ্ধমাধব—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধ-ঘন-দ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ সকৃদ্বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

অর্থাৎ—সখি! একজনের কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়া মতি বিলুপ্ত করিয়াছে, অন্য একজনের বংশীধ্বনি অত্যন্ত উন্মাদদশা ঘটাইতেছে, আবার আর এক স্নিগ্ধমেঘদ্যুতি পুরুষকে দেখিয়া আমার মনের মধ্যে তাঁহার চিত্র লাগিয়া রহিয়াছে। হা কষ্ট! হা ধিক্! তিনজন পুরুষে প্রেম করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

যদুনন্দনদাসের পদ্যানুবাদ—

কৃষ্ণ দু আখর, অতি মনোহর, পহিলে শুনিল কার
তাতে গরাসল, মতি যে সকল, ধরম করম আর॥
সই গো কহিনু এ তোহে সার।
এ তিন পুরুষে চিত্তের আরতি, কি কাজ জীবনে আর
আন পুরুষের বংশী মনোহর, শুনিল মধুর গান।
তাতে পরমাদ, চিত্ত উনমাদ, আন না শুনয়ে কান॥

এ চিত্রপটেত, নবীন মুরত, নবঘন জিনি তনু।
ইহার দরশে, পরম হরিষে, মগ্ন ভেল মন জনু॥
এ সব শুনিয়া, সখীগণ হিয়া, হরিষ পায়ল অতি।
এ যদুনন্দন, দাস তহি ভণ, ভালে সে চিন্তিত মতি

২০০

বরাড়ী

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজনলোচন-অমিয়া-স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নহে উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন॥
সুন্দরি মোহে না কহ আন ছন্দ[১]।
হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ॥
তবহু[২] সফল দিন[৩] মোর।
রাই শুতব যব কানুক কোর[৪]॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহু মনোরথ পূরব তোহারি॥
যতন[৫] করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥
গোবিন্দদাস[৬] ভালে জান।
তুয়া বিণু কানুক জলত পরাণ॥

ক. বি. ৫৫ ক্ষণদা ৪।৬, তরু ৪৬, সমুদ্র ৬৬
গীতচন্দ্রোদয় ২৪১

পাঠান্তর—

(১) ইথে নাহি হয় আন ছন্দ (ক্ষণদা), মোহে না কর আন ছান্দ—(তরু) (২) ক্ষণদায় ইহার পর অতিরিক্ত দুই চরণ—

যতন করব হাম সোই।
হরি যৈছে তুয়া নয়ন-পথ হোই॥

(৩) তনু (৪) যব তুহুঁ বৈঠবি কানুক কোর (৫) যতন করব ইত্যাদি দুই চরণ ক্ষণদায় নাই। (৬) ক্ষণদায় ভণিতা:

গোবিন্দদাস পরমাণ।
তুয়া বিনা কানু কি ধরয়ে পরাণ॥

শব্দার্থ—জগজনলোচন - অমিয়া - স্বরূপ—পৃথিবীর লোকের চক্ষুর নিকট অমৃতস্বরূপ আস্বাদ্য। রূপ চাহি গুণ নহে উন ইত্যাদি—তোমার রূপের চেয়ে গুণও কম নয়। এমন রূপগুণবতী তুমি পৃথিবী শূন্য করিয়া দেহ ত্যাগ করিবে কেন? হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ—আমি তোমার মুখচন্দ্রের বলিহারি যাই। গোবিন্দদাস ভানে জান ইত্যাদি—গোবিন্দদাস খুব ভাল করিয়াই জানে যে, তোমার জন্য কানুরও প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতেছে।

২০১

শ্রবণে শুনলু হাম কানক নাম।
ধায়ল চপল নয়ন তুছ ঠাম॥
চিরদিন ফণি মণি-মণ্ডল ঠাম।
পেখলু নটবর সো ঘনশ্যাম॥
এ সখি! কো জানে পুন কথি লাগি।
তদবধি হৃদয়ে জলত মঝু আগি॥
মোরে হেরি করু ছিরিদামক কোর।
তৈছন করইতে মঝু মন ভোর॥
দুহুঁ ভুজ বন্ধন দুহুঁ করু কেরি।
মঝু লোচন ঝরু সো মুখ হেরি॥
নারী শুনয়ে যবে তৈছন যোগ।
জানলু তবহি জনম ফল ভোগ॥
অতয়ে সে কি ফল জীবন পাপ।
গোবিন্দদাস কহ মিটব সন্তাপ॥

গীতচন্দ্রোদয় ২৫৭

ব্যাখ্যা—কানুর নাম যখন আমি কানে শুনিলাম তখনই আমার চঞ্চল নয়ন তাহার পানে ধাবিত হইল—চিরকাল সর্পই মণিসমূহের আধারস্থান বলিয়া জানিতাম; কিন্তু নটবরবেশী ঘনশ্যামকে দেখিয়া সে ধারণা দূর হইল—

তাঁহার অঙ্গে বহু মণির শোভা)। সখি! জানি না কেন, কিসের জন্য, সেই হইতে আমার অন্তরে যেন আগুন জ্বলিতেছে। তিনি আমাকে দেখিয়া শ্রীদামকে আলিঙ্গন করিলেন, সেইরূপ করিবার জন্য আমার মন উন্মত্ত হইয়াছে। দুই বাহুতে বন্ধন করিয়া দুইজনে খেলিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আমার নয়ন দিয়া বারিধারা বহিতে লাগিল। কোন মেয়ের যদি এমন দৈবযোগ ঘটে তাহা হইলে জন্ম ভরিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে হয়—জানিলাম। সেইজন্য বলিতেছি আমার পাপজীবন রাখিয়া কি ফল! গোবিন্দদাস সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, তোমার সন্তাপ নিশ্চয়ই দূর হইবে—দয়িতের সঙ্গে অবশ্যই তোমার মিলন ঘটিবে।

২০২

এ সখি! কহইতে কহই না জান।
সো ফুলবন কাহে আজু ভেল আন॥
মাধবী-পরিমলে মঝু মন দহই।
মালতী হেরি নয়নজল গলই॥
যূথিক পরশে চমক জনু আগি।
রঙ্গণ সঙ্গে অঙ্গে জনু আগি॥
তোড়তে কুমুদ সঘনে কর কাঁপি।
কমলকে নামে জীউ দেই ঝাঁপি॥
গরল সরিখ বরিখে মকরন্দ।
নিশি দিশি কিশলয় লাগল ধন্দ॥
সহই না পারিয়ে অলিকুল রোল।
কোকিল কলরবে অতি উতরোল॥
দক্ষিণ পবন কাহে ভেল বাম।
গোবিন্দ কহ দিনকর পরণাম॥

গীতচন্দ্রোদয় ২৫৭

শব্দার্থ—আজু ভেল আন—আজ অন্যরকম হইল। মাধবীর সুগন্ধে মন তৃপ্ত হয়, কিন্তু আজ দগ্ধ হইতেছে। মালতী দেখিয়া নয়নাশ্রু বহিতেছে। অগ্নি স্পর্শ করিয়া লোকে যেমন চমকিয়া উঠে, যূথিকা ফুল ছুঁইয়া আমি সেইরকম করিতেছি। তোড়তে কুমুদ সঘনে কর কাঁপি—কুমুদ ফুল তুলিতে যাইয়া বারবার হাত কাঁপিয়া উঠিতেছে। গরল সরিখ বরিখে মকরন্দ—কমল আজ বিষের মতন মধু বর্ষণ করিতেছে। গোবিন্দ কহ দিনকর পরিণাম—গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে সূর্য্যপূজা করিতে উপদেশ দিতেছেন। সূর্য্যপূজার ছলে কাননে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটিতে পারে।

তুলনীয়: বিদ্যাপতি—

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখি
মুদি রহএ দুই নয়ান।
কোকিলকলরব মধুকরধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কান॥

২০৩

তোড়ী

মুঞি যদি বলোঁ পাসরোঁ কান
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার মুখ না হেরিলে
নিঝরে ঝরে নয়ান॥
শুন শুন শুন পরানের সই
কানুর পিরিতি কাজে।
তনুমন ধন ভেল পরাধীন
কি আর করিবে লাজে॥
শ্যামের নামে সে পরাণ উছলে
ঐছন পড়ল অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহোঁ কানুর বচন
কানে সে মুরলী বাজে॥

যদি চলিতে না চাঙো কানাইর পাশে
চরণে থির না বান্ধে।
গোবিন্দদাস কহে কানুর লাগিয়া
ভালে সে পরাণ কান্দে॥

সা. প. (১)—১৪৫ তরু ৯০০
বরাহনগর ৪ (৩)—১৪৭

২০৪ ✓

সুহই

আধিক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনি! জানলু বিহি মোহে বাম।
দউ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥
সুনয়নী কহত কানু ঘন শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরস-রস ভাসত[১]
হামারি হৃদয়ে জলু[২] আগি॥
প্রেমবতী-প্রেম লাগি জীউ তেজই
চপল জীবনে রাখত মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি রস মরিয়াদ[৩]॥

সা. প. (১)—১৪২ গীতচন্দ্রোদয় ২৭২, তরু ২৩৪
বৃ ১৮, রাধা ১১০, গো ২৫ কী ২৪৬

পাঠান্তর—(১) মাগয়ে—গী (২) জনু—গী
(৩) গোবিন্দদাস ভণে কহই শ্রীবল্লভ
জানই রসমরিয়াদ—গী।

ভাবার্থ—শ্রীকৃষ্ণের রূপের এমনই প্রভাব যে, অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক চক্ষুর কোণ দিয়া (সারা নয়ন মেলিয়া নহে) যখন হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই কত শত কোটি কন্দর্পের পুষ্পবাণে জর্জ্জরিত হইয়াছি। এই যন্ত্রণায় আমার প্রাণ রহিবে কি যাইবে বুঝিতে পারিতেছি না। সখি! বুঝিলাম বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ—আমাকে ক্ষমতা খুব কমই দিয়াছেন। অন্যে দুই চোখ ভরিয়া হরিকে দেখিয়া থাকে, আমি তো পারি না; একটু অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখিয়াই আমার এই ফল হইয়াছে। সুতরাং যাহারা দুই চোখ ভরিয়া হরিকে দেখিতে সমর্থ তাহাদের পায়ে আমার প্রণাম। যাহারা সুনয়নী (যাদের ভাল চোখ আছে) তাহারা বলে কানাই দেখিতে মেঘের মত শ্যামল। আমার তো ভাল চোখ নাই, তাই আমার কাছে তাঁহার রূপ বিদ্যুৎতুল্য মনে হয়—আমার নয়ন ধাঁধিয়া যায়। যাহারা রসবতী তাঁহারা কানুর স্পর্শরসে আনন্দসাগরে ভাসে, আমার অঙ্গে একটু স্পর্শ লাগিলে আমার হৃদয়ে যেন আগুন লাগিয়া যায়। প্রেমবতীরা প্রেমের জন্য জীবনত্যাগ করেন কিন্তু আমার চপল জীবন ধারণেই সাধ। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"চপল শব্দের ধ্বনিদ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, জীবন চিরস্থায়ী না হইয়া চঞ্চল ও বিনশ্বর হওয়ায় শ্রীরাধার হৃদয়ে গভীর আক্ষেপ রহিয়াছে; কারণ জীবন অনন্ত হইলে, তিনি অনন্তকাল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসের আস্বাদন করিতে পারিলে, বোধ হয় কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন।"

গোবিন্দদাস ভণিতায় বলিতেছেন যে, শ্রীবল্লভ রসবতীর রসমর্য্যাদা জানে। কবি বল্লভের ভণিতায় (যাহা বিদ্যাপতির পদ বলিয়া সারদাচরণ মিত্র মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন) পাওয়া যায়:—

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
হৃদয় জুড়ন নাহি গেল॥

শ্রীরাধার মর্য্যাদার প্রমাণস্বরূপ উক্ত পদকেই যদি গোবিন্দদাস লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ সুবিখ্যাত পদটী বল্লভেরই রচনা বলিতে হয়।

২০৫

শ্রী গান্ধার

আচরে মুখশশী গোয়।
ঝর ঝর লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু খণে হসই।
উতপত দীঘ নিশসই॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমকো ইহ পরিণাম॥
তাতল তনু নহি ছোটই।
সতত মহী-তলে লুঠই॥
কাহুকো কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই কহব সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাযে॥

প. ১—৯০ সমুদ্র ৬২, তরু ১৭৪
গীতচন্দ্রোদয় ২৩৪, ক্ষণদা ১২।৪

শব্দার্থ—গোয়—লুকায়। রোয়—কাঁদে। কারণ বিনু খণে হসই—বিনা কারণে হাসে; ইহা উন্মাদদশার লক্ষণ। উতপত দীঘ নিশসই—তাহার দীর্ঘশ্বাস উত্তপ্ত। তাতল তনু নহি ছোটই—গায়ের গরম কখনও কমে না, তাই সে ঠাণ্ডা হইবার জন্য সর্ব্বদা মাটীতে লুটায়। কো অছু বেদন সহই—এত বেদনা সহ্য করিয়াও শ্রীরাধা জীবিত আছেন, অন্যে হইলে পারিত না।

মন্তব্য—সখী শ্রীরাধার উন্মাদদশা ও ধৈর্য্যশীলত্ব ঘোষণা করিতেছেন। গোবিন্দদাস 'জীবই তুয়া অভিলাযে' বলিয়া 'তদেকশরণত্ব' জানাইতেছেন। শ্রীলরাধামোহন ঠাকুরের টীকা—"এতাদৃশোন্মাদদশায়ামপি স্বসখ্যা ধৈর্য্যশালিত্বং তদেকশরণত্বং চ আঁচরে মুখশশীত্যাদিনা কথয়তি। যদ্যপি পূর্ব্বপূর্ব্বদশায়াং শ্রীরাধিকায়া-স্তদেকশরণত্বং তথাপি বৈয়গ্র্যদশায়াং পুনর্বিস্মরণাদি-প্রকারেচ্ছা জাতা সা ন ভূতা অত এতদ্দশায়ামপি দার্ঢ্যেন তদেকশরণত্বমুক্তম্। 'কারণ বিনু খন হসই' ইত্যনেন উন্মাদো ব্যঙ্গ্যঃ অত্রাট্টহাসো নটনমিত্যাদি রসামৃতসিন্ধূক্ত-তল্লক্ষণাৎ। সুন্দরশ্যাম ইত্যত্র স্তুতিঃ স্পষ্টা। নিন্দাপক্ষে সুন্দরোঽপূর্ব্বঃ শ্যামঃ কালস্তস্মাদন্তর্ব্বহির্মলিন ইতি ভাবঃ। তথা 'প্রেমক ইহ পরিণাম' ইত্যনেন তস্যাঃ প্রেম্নঃ পরিণাম-দশা অত্যুৎকটোৎকটদশা ভূতাঽবিদগ্ধস্য তব প্রথমদশাপি নেতি ভাবঃ। 'তাতল তনু নাহি ছুটই' ইত্যনেন তাপোঽপি আদিপদেনাস্যানুভাবঃ। 'সতত মহীতলে লুঠই' ইত্যনেন বিপরীতক্রিয়া বোধ্যা।"

২০৬

ধানশী

সুন্দরি ধরবি বচন হামার।
কানুক প্রেম-রতন পুন গোপবি
বেকত করবি কুলাচার॥
ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত
শূনবি গুরুজন-ভাগ।
আপনক মান আপে পুন রাখবি
যৈছে নহত উপহাস॥
তুয়া সম কো পুন আছয়ে ত্রিভুবন
কুলশীলবতি গুণবন্ত।
ঐছন দুহুঁ কুল হেরইতে উজোর
ধন-জন গৌরব অন্ত॥
ভাব অঙ্কুর যব হোয়ব অন্তর
আনত দেয়বি চীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে প্রেম নহ
অনুরাগ-গতি বিপরীত॥

ক. বি. ৭৭ সমুদ্র ২৪৫, তরু ৭৫০, কী ২৭৩

ব্যাখ্যা—সখী শ্রীরাধাকে উপদেশ দিতেছেন—সুন্দরি, আমার কথা শুন। কানুর প্রেমরূপ রত্ন গোপন করিয়া রাখিবে; বাহিরে কুলাচারের প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করিবে। তুমি ধৈর্য্য ও লজ্জা হারাইতেছ, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য

হইতেছে ধৈর্য্য লজ্জা রক্ষা করা এবং গুরুজনের কথার বশ হইয়া চলা। নিজের মান নিজেই রক্ষা করিও, যাহাতে উপহাস না ঘটে। তোমার মতন কুলে ও শীলে গুণবতী আর ত্রিভুবনে কে আছে? এইপ্রকার পিতৃকুল ও স্বামিকুল উভয়ই কাহার উজ্জ্বল? ধনজন ও গৌরবের এতাদৃশ পরাকাষ্ঠা আর কাহার আছে? ভাবের অঙ্কুর যখনই অন্তরে দেখা দিবে, তখনই অন্য দিকে মন দিয়া মনকে সংযত করিও। গোবিন্দদাস সখীর এই সব উপদেশের প্রতিবাদে জানাইতেছেন যে, প্রেমের স্বভাব ঐরূপ নহে, অনুরাগের গতি বিপরীত; উহাতে বাধা দিতে গেলে উহা আরও প্রবল হইয়া উঠে।

২০৭

তথা রাগ

মুখ দ্বিজরাজ অলক কুলবঞ্চিত
শ্রুতি অবগাহক দীঠে।
অবনত ভাঙ দশনগণ নিরমল
শুকসম ভাখন মীঠে॥
মাধব তোহে মুনিগণ অবিশেষ।
নিকরুণ কাম জিতএ কৈছে কামিনী
মোহে কহবি[১] উপদেশ॥
পহিলহিঁ স্বামি- বিমুখ হাম শৈশব
অব যৌবনভয় মানি।
মুরলিক সান বুঝই নাহি পারিএ
নয়ন বয়নে কহ বাণী॥
মন্দির ছোড়ি অতএ বনে আওলুঁ
তুহুঁ সহজই বনবাসী।
রতিপতি জিতি যৈছে তুয়া কিরিতি[২]
গোবিন্দদাস পরকাশী॥

সা. প. (১)—৭৭, ক. বি. ৬৯৭ সংকীর্ত্তনামৃত ৪২
গো ১৫, বরাহ ১ (৫), রাধা ৬৫

পাঠান্তর—সা. প. পুথির আরম্ভ—মাধব! তোহেঁ মুনিগণ অবিশেষ। (১) করবি—বরাহনগর পুথি পৃঃ ২৫ (২) পিরিতি—সংকীর্ত্তনামৃত।

শব্দার্থ—দ্বিজরাজ—চন্দ্র। শ্রুতি অবগাহক দীঠে—আকর্ণবিস্তৃত নয়ন। দশনগণ—দন্তপংক্তি। ভাখন—বাক্য। নিকরুণ কাম—মদন করুণা জানে না। জিতএ—জয় করে। নয়নে বয়নে কহ বাণী—শুধু মুখ দিয়াই কথা বলে না—নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতেও মনের ভাব প্রকাশ পায়।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, হে মাধব! তোমার সঙ্গে মুনিদের অবিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই। তাহার ছয়টি কারণ—(১) তোমার মুখ চন্দ্রস্বরূপ (শ্লেষমূলক ধ্বনি—(দ্বিজশ্রেষ্ঠ) (২) অলক (চূর্ণ কুন্তল) কুল-বঞ্চিত অর্থাৎ যূথভ্রষ্ট (শ্লেষমূলক ধ্বনি—মুনিদের ন্যায় সঙ্গবিহীন) (৩) দৃষ্টি শ্রুতিস্পর্শী (ধ্বনি—বেদ-পারদর্শী) (৪) আনত ভাঙ অর্থাৎ বংশীর উপর দৃষ্টি স্থাপিত বলিয়া ভ্রূযুগল আনত (ধ্বনি—বিনয়ে অবনত) (৫) দশনগণ অর্থাৎ দন্তরাজী নির্ম্মল (৬) ভাষা অর্থাৎ বাক্য শুকপক্ষীর বাক্যের ন্যায় মিষ্ট (ধ্বনি—শুকদেবের দ্বারা কথিত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় মিষ্ট)। তোমার সঙ্গে মুনিদের যখন এতগুলি সাদৃশ্য আছে তখন তুমিই আমাকে উপদেশ দিবার শ্রেষ্ঠ পাত্র। কি বিষয়ে উপদেশ? এ বিষয়ে যে কামিনী (অর্থাৎ কামযুক্তা নারী) নির্দ্দয় কামকে কিরূপে জয় করিতে পারে। (শ্রীরাধার বাক্যের ধ্বনি এই যে, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধাকে কামদেবের নির্দ্দয় উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে পারেন—তাই তিনি তাঁহার কাছে আসিয়াছেন।) শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিতে পারেন যে, তুমি তোমার স্বামীর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেই পার। এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—আমি ছেলেবেলা হইতেই স্বামীর প্রতি বিমুখ; তাই এখন যৌবন উপস্থিত হওয়ায় ভীত হইয়া তোমার কাছে উপদেশ লইতে আসিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন যে, আমি তো মুরলীর ধ্বনির দ্বারাই তোমাকে বলিয়াছি। তাহার উত্তরে যেন রাধা বলিতেছেন যে, মুরলীর ওরূপ অস্পষ্ট কলধ্বনি বুঝিতে পারি না, তুমি চোখের ও মুখের ভাষায় (নয়নে বয়নে) স্পষ্ট করিয়া বল (যে, আমি তোমাকে ভালবাসি)।

তুমি তো মুনিদের মতন সহজেই বনবাসী, তাই ঘর ছাড়িয়া (মন্দির ছোড়ি) বনে আসিলাম। গোবিন্দদাস সখীভাবে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছেন যে, রতিপতি কন্দর্পকে জয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা তিনি প্রকাশ করিতেছেন—ব্যঞ্জনা এই যে, কামদমনে শ্রীকৃষ্ণের যে নিপুণতা তাহা সখীদের কাহারও অজানা নাই। তাই তাহারা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপদেশ লইতে পাঠাইয়াছেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কৃত ব্যাখ্যা "প্রাচী" বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

২০৮

বরাড়ী

মাধব, ধৈরজ না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জর জর
মানস মীলন শমনে ॥
ধূলি-ধূসর ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকত কবরী ভার হার তেয়াগল
তাপিত তিসিত পরাণে ॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
সুর-সুতা স্রবে নয়নে।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল
সোই নয়ন-বর বয়নে ॥
না বোলই ধনী ধরণী-তলে মুরছলি
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
কহই চতুরি ধনী আর কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

রাধা ৭৯, ক. বি. ২৯০৬ তরু ১৬৩, কী ৯৩

শব্দার্থ—ধৈরজ না কর গমনে—যাইতে বিলম্ব করিও না। মানস মীলন শমনে—তোমার বিরহে জরজর হইয়া রাধা মৃত্যুর সহিত মিলিত হইবার সংকল্প করিয়াছে। তাপিত তিসিত পরাণে—তাহার প্রাণ তপ্ত ও তৃষিত। অম্বর—বস্ত্র। সুর-সুতা স্রবে নয়নে—চোখে সুর অর্থাৎ দেবতাদের অন্যতম গিরিরাজের কন্যা সুরধুনী বহিতেছে। কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপল—সুন্দর পদ্ম-তুল্য নয়নকমল হইতে জাত কমল অর্থাৎ জলধারা কমলজ অর্থাৎ জলজাত বদনকমলকে ঢাকিল। চোখের জলে মুখ ভাসিয়া গেল।

২০৯

শ্রী রাগ

কিরূপ দেখিনু মধুর মুরতি
পিরিতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার ॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দন চাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবন মোহন ফাঁদ ॥
নব জলধর অঙ্গ ঢর ঢর
বরণ চিকণ কালা।
অঙ্গে আভরণ রতন কাঞ্চন
মণি মুকুতার মালা ॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কে না কৈল নিরমান।
ও রাঙা নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুম বান ॥
কি কালা কাজর কি কালিন্দী জল
কি কালা উৎপল দাম।
নীল নবঘন নহে নিরূপণ
বরণ চিকন শ্যাম ॥
কত পরকারে দেখিনু তাহারে
লখিতে নারিনু কি।
মোর বোলে যদি নহে পরতীত
চল দেখাইয়া দি ॥

মণি আভরণ রতন নূপুর
পিন্ধন পিয়ল বাস।
রাতা উতপল চরণ যুগল
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

তরু ৩৫, গী ১৬১

পাঠান্তর—(১) ইহার পরে তরুতে নিম্নের অংশ মাত্র আছে :—

স্থন্দর অধর মধুর মুরলী হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে ওরূপ নাগর দেখিলে পরাণ রয় ॥

২১০

শ্রী রাগ

ঢর ঢর কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরুছা পায় ॥
কি বা সে নাগর কি খনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান-কটাখে বিষম-বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায় ॥
মালতীফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন ফোটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণাম
দাস গোবিন্দ কয় ॥

তরু ১৫২, গী ১৬২, সমুদ্র ৩০

২১১

এ সখি হেরি রতন মোহে ধন্দ।
সো সামরি কিয়ে শ্যামর চন্দ ॥
কালি যে পেখলু কালিম সাজ।
গুরুজন আগে সখিগণ মাঝ ॥
কোন কলাবতী সামর কাঁতি।
মিললি রাই সঞে কত ভাঁতি ॥
অরুণ পটাম্বরে ঝাপই অঙ্গ।
বুঝই না পারিয়ে বচন বিভঙ্গ ॥
কাজরে উজোর দিঠি অতি বঙ্ক।
শ্রুতি অবতংসিত রুচির তরঙ্গ ॥
সুন্দর সিন্দুর সিঁথি উজোর।
হেরইতে চিত চোরাওলি মোর ॥
গোবিন্দদাস কহই সতি গোরি।
চাঁদ সুধা বিনু জিয়ে কি চকোরী ॥

সা. প. (১)—১৪৪, রাধা ১১২
গোবর্দ্ধন পুঁথি ২৫, বৃ ১৮

ব্যাখ্যা—রূপরঙ্গ দেখিয়া আমার মনে ধাঁধা লাগিল। ওকি শ্যামলী না শ্যামচন্দ্র? কাল যে একজনকে শ্যামবর্ণের সজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াছিলাম—সে তখন গুরুজনের সামনে সখীদের মধ্যে ছিল। রাইয়ের সাথে কোন শ্যামলকান্তি কলাবতী কোন ছল করিয়া মিলিত হইল কি? আজ সে অরুণ পট্টাম্বরে দেহ আবৃত করিয়াছে; তাহার কথা-ভঙ্গি বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার নয়নে উজ্জ্বল কজ্জল, দৃষ্টি বঙ্কিম, কর্ণের আভরণে যেন সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ, সুন্দর সিন্দুরে সিঁথি উজ্জ্বল। দেখিয়াই আমার

মন ভুলিয়া গেল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সত্যই গৌরী, চাঁদের সুধা ছাড়া কি চকোরী বাঁচে ?

২১২

শ্রী রাগ

ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফাঁদ
আন্ধারেতে করিয়াছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥
সই কিবা সেই নয়ান-নাচনি।
আঁখির হিলোলে মোর পরাণ পুতলী দোলে
দিতে চাহোঁ যৌবন নিছনি॥
কিবা সে চূড়ার ঠাট দশ-নখ-চান্দ-নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাশরিতে॥
কুলশীল যত ছিল মনে লাগে তাহা গেল
দেখিয়া বারেক সেই রূপ।
গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়ে
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

তরু ২৬৯

২১৩

সুহই

হোর কি দেখি গো বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে॥
শ্যামচান্দের উপরে ধবল চান্দের কলা।
তাহার উপরে শোভে তিমিরের মালা॥
তাহার উপরে কিবা ইন্দ্রধনু সাজে।
এমন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে॥
ইন্দ্রধনু জিনিয়া সে ভুরু-ধনু-ছটা।
গোবিন্দদাসের মন করে লটপটা॥

অ ১১১

শব্দার্থ—তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধরে—শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নবীন মেঘের মতন, আর তাঁহার পীতবাস যেন বিদ্যুৎ। ধবল চান্দের কলা ইত্যাদি—মুকুটের ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চন্দ্রের কলা। তাহার উপর নীল পটভূমি ও ইন্দ্রধনু—সমস্তটাই শিখিপুচ্ছের বর্ণনা।

২১৪

কি পেখিলু বরজ রাজকুল নন্দন
ভাগ্যেতে রহল পরাণ।
নিরখিতে রসনিধি আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥
একে চিকনিয়া তনু কাঞ্চ আভরণ
কিরণে ভুবন উজোর।
হেরইতে লোচনে লোর প্রসারল
না চিনিলুঁ কালা কি গোরা॥
সহজ দৃগঞ্চল অরুণ কঞ্জদল
তাহে কত ফুলশর সাজ।
শ্যামরূপ মাধুরি না হেরিলু দিঠি ভরি
শেল রহল হৃদি মাঝ॥
সরস কপোলে লোলমণি কুণ্ডল
ঝাঁপই দিনকর ভাস।
ওরূপ বিলাস আশ ভরি না পেখলুঁ
দুখী বড় গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৩৬০

২১৫

যে দিগে পসারি আঁখি দেখি শ্যামময়।
কুলবতী-বরত ধৈরজ নাহি রয়॥

কত না যতনে মুদি দুটি আঁখি।
নবীন ত্রিভঙ্গরূপ হিয়ামাঝে দেখি॥
কি হৈল অন্তরে সই কি হৈল অন্তরে।
আজি হৈতে সখি মোর সাধ নাহি ঘরে॥
নিরবধি শ্যামনাম জপিছে রসনা।
এতদিনে অযতনে পূরিল বাসনা॥
প্রাণের অধিক কান জানিলু নিশ্চয়।
গোবিন্দদাসেতে কয় দঢ়াইলে হয়॥

অ ১০৭ (পদরসসার)

২১৬

মল্লার

কালা কেলি-কদম্ব বনে ও না নব মেঘের কোড়া।
মেঘের উপরে চাঁদ তাহে কমল জড়া॥
কিয়ে কমল দোলে রে নাটুয়া খঞ্জন পাখী।
ঘর সরবস যৌবন দিয়া শ্যামরূপ দেখি॥
কেহ কেহ বলে আরে শুন প্রাণ সখি।
কেহ বলে দণ্ডেক দাঁড়াও রূপ দেখি॥
চলিতে না চলে পদ যাইব কেমনে।
কুলের গৌরব মোর গেল এত দিনে॥
তুলনা দিবার নাই বরণ চিকণ কালা।
ঝলমল করে কত নানা ফুলের মালা॥
অলকা আবৃত মুখ মকরকুণ্ডল।
শ্যামতনু বিরাজিত করে ঝলমল॥
নবজলধর অঙ্গ পীতবাস তায়।
মধুর মুরলী রবে পাষাণ মিলায়॥
ভুবন মোহন রূপ নারি পাসরিতে।
চল দেখি শ্যামরূপ না পারি রহিতে॥
গোবিন্দদাস শুনি আনন্দিত মন।
সঙ্গে সাজিল ধনির প্রিয় সখীগণ॥

পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুঁথি ক. বি. ৪৩৮

২১৭

সুহিনী

কি হেরিলাম কদম্বের তলে।
বামপাশে দাঁড়ায়েছে হেলে॥
উহার গলে দোলে বনফুলের মালা।
পুঞ্জে পুঞ্জে তঁহি অলি করে খেলা॥
কিবা সে কুঞ্চিত কেশের বেণী।
মন্দ মন্দ দুলিছে আপনি॥
উহার করেতে মোহন বাঁশী।
মুখে মৃদুমন্দ মধুর হাসি॥
ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যাম রূপ।
অলকা আবৃত চাঁদ মুখ॥
গোবিন্দদাস গুণ গায়।
শ্যাম বিনে আন নাহি ভায়॥

পদামৃতমাধুরী ২।:৮:

২১৮

রাধে দেখ এক মূরতি মোহন।
অনেক যতন করি লিখিয়া অ্যানাছি গো
একমনে কর দরশন॥
কানড় কুসুম জিনি দলিত অঞ্জন গো
নব জলধর জিনি ছটা।
কটিতে কিঙ্কিণি পীতাম্বর পহিরণ গো
ভালে শোভে চন্দনের ফোটা॥
চাঁচর চিকুর চূড়ে শিখিপুচ্ছ উড়ে গো
গলে দোলে বনফুলের মালা।
বিম্বাধরে বংশী কত তানে গায় গো
চরণে নূপুর করে আলা॥
আর কত ভঙ্গি তার লিখিতে নারিনু গো
লিখিব কতেক পরকার।
গোবিন্দদাস কহে ঐসে উচিত গো
করিতে গলার মণিহার॥

মন্তব্য—শ্রীরূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধবে বিশাখা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অঙ্কন ও শ্রীরাধাকে প্রদর্শনের কথা লিখিয়াছেন।

২১৯

সুহই

রূপ হেরি আঁখি মোর পুন নাহি নেওটই
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপরশ দেই পরশসুখ সম্পদ
শ্যামরু সহজে সভাবে॥
পিরীতি মূরতি বরদাতা।
প্রতি অঙ্গে অখিল অনঙ্গ-সুখ-সায়র
নায়র নিরমিল ধাতা॥
লীলা-লাবণি অবনী অলঙ্কৃত
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে কত কুলকামিনী
শুতলি মনসিজ শয়নে॥
আর এক অপরূপ হৃদয় মাঝে পৈঠল
ধৈরয না ধরয়ে জীবনে।
গোবিন্দদাস কহ না জানি কি হয়ত
তনু তনু মিলনে॥

প্রঃ ৭৫ (২৫২)

শব্দার্থ—নেওটই—ফেরে। অপরশ দেই পরশসুখ সম্পদ—শ্যামের সহজাত স্বভাব এই যে, তাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া কেবলমাত্র দেখিলেই অথবা তাঁহার কথা চিন্তা করিলেই স্পর্শজনিত সুখসম্পদ্ লাভ হয়। সায়র—সাগর। নায়র—নাগর।

গ

২২০

সুহই

যছু কর উপরে, চিরদিন গিরিবর, থির রহু ছাতিক ভাতি
হরি হরি তছু তনু, তুহারি পরশ বিনু, কুসুম পরশে
টুটি যাতি
যছু পদনখমণি, পরশে কাল ফণী, গরল হরল যছু গন্ধ।
সো অব মলয়, সমীর ডরে জলই, নীল নিচোলে তনু বন্ধ॥
যছু মুখচান্দ, হাস অমিয়া রসে, লে সে গরাসল আগি।
গোবিন্দদাস কহ অবহু সোই পহুঁ হিমকর ভয়ে রঙ্গ ভাগি॥

সা. প. (১)—১০৩, রাধা ৮৯ কীর্ত্তনানন্দ ১৫৯

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ছত্রের মতন দীর্ঘকাল স্থির করিয়া হাতে ধরিয়াছিলেন, হরি হরি আজ তাহার দেহ তোমার স্পর্শ বিনা অর্থাৎ তোমার বিরহে কুসুম ছোঁয়াইলেও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে মনে হয়। যাহার পদনখমণির স্পর্শে, এমন কি গন্ধে কালিয়ের মতন কালসর্পের বিষ নষ্ট হইল, আজ তিনি মলয় সমীরের ভয়ে অস্থির, নীলবস্ত্র দিয়া গাত্র আবরণ করেন। (রাধিকার সাড়ী নীল বলিয়া কৃষ্ণও নীলবস্ত্র পছন্দ করেন।) যিনি অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতে অগ্নি ভক্ষণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি চন্দ্রের কিরণও গায়ে লাগিলে অঙ্গ দগ্ধ হইবে গোবিন্দদাস ইহা বলেন।

২২১

সুহই

রতন মন্দির মাহা বৈঠলি সুন্দরি
সখি সঞে রস পরথায়[১]।
হসইতে খসয়ে কত যে মণি মোতিম
দশন-কিরণ অব ছায়[২]॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সো বর নারি হামারি মন-বারণ
বান্ধলি কুচ-গিরি মাঝ॥
মঝু মুখ হেরি ভরম ভরে সুন্দরি
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাখ- বিশিখে[৩] তনু জরজর
জীবনে না বান্ধই থেহা।
করে কর জোরি মোরি তনু-বল্লরি
মোহে হেরি সখি করু কোর।

গোবিন্দদাস ভণ তেঞি নন্দ-নন্দন[৪]
দোলত মদন-হিলোর ॥

সা. প. (১)—৬৮, ক. বি. ৩০১১ তরু ৫৮, সং ৩০, কী ১৩১
রাধা ৫৩, গো ১৩, বৃ ৮ সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১২৯, গী ৩৬৬
ক্ষণদা ১১।৩

পাঠান্তর—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে (১) রতন মন্দিরে মাঝে সুন্দরী সখীসঞে রস পরথাই (২) অবছাই (৩) বিষে।

শব্দার্থ—রস পরথায়—রসপ্রস্তাব, রসের কথা আলোচনা। হসইতে খসয়ে ইত্যাদি—হাসিতে তাঁহার কত মণিমুক্তা ঝরিয়া পড়ে আর তাঁহার দন্তের কিরণ-ছটায় ঐ মণিমুক্তার জ্যোতিঃ আচ্ছাদিত হয় (ছায়)। মন-বারণ—মনরূপ মাতঙ্গ বা হস্তী। ঝাঁপই ঝাঁপল দেহ—আবৃত দেহ পুনরায় আবৃত করে, ভাল করিয়া ঢাকে। কুটিল কটাখ-বিশিখে—কুটিল কটাক্ষশরে। থেহা—ধৈর্য্য। মোরি তনু-বল্লরি—তাহার তনুলতায় মোড়া দিয়া। দোলত মদন-হিলোর—মদন-হিল্লোলে দোলেন।

দিনে দিনে খিন ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব নেহা

সা. প. (১)—৬৬, ক. বি. ৫৬ পৃ গী ৩৮১, সমুদ্র ৮৯
রাধা ৪৯, গো ১৩ তরু ৫৬, কী ১১৩

পাঠান্তর—গী (১) কদম্বকি (২) নব ব্রজবালা।

শব্দার্থ—মাহ—মাঝ। ছাহ—ছায়া। সাঙ্গাতি—বন্ধু। তবধরি—সেই হইতে। পৈঠি—প্রবেশ করিয়া। তহ্নিক—তাহার। সমাধি—ধ্যান।

ব্যাখ্যা—যে দিনের মধ্যে কালিয়দমন করিয়াছিলাম সেই দিনেই কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বের ছায়ায় স্থির বিদ্যুতের মালার ন্যায় কতশত নবীনা ব্রজবালাকে দেখিয়াছিলাম। তোমাকে বলিতেছি, বন্ধু সুবল! সেই হইতে আমি দিনরাত কোথা দিয়া যাইতেছে বুঝিতেছি না। সেই নবব্রজবালাদের মধ্যে দুই চারিজন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আছেন; আবার তাহাদের মধ্যে এক নারী আছেন যিনি আমার মনোমোহিনী। তিনিই আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারই জন্য মদনের প্রভাবে আমার চোখে নিদ্রা নাই। তাঁর কথাই সব সময় ধ্যান করি। কে জানে বিরহ-ব্যাধি কিরূপ? তাহা কি এইরূপ অসহ্য? আমার দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, নূতন অনুরাগের ধারাই ঐ।

২২২

গান্ধার

কালিদমন দিনমাহ।
কালিন্দি-কূল কদম্বক[১] ছাহ ॥
কত শত ব্রজ-নব-বালা[২]।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা ॥
তোহে কহো সুবল সাঙ্গাতি।
তবধরি হাম না জানো দিন রাতি।
তহিঁ ধনি-মণি দুই চারি।
তহিঁ পুন মনমোহিনি এক নারী ॥
সো রহু মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ-ধূমে ঘুম নাহি দীঠি ॥
অনুখন তহ্নিক সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বিয়াধি ॥

২২৩

বরাড়ী

কতয়ে কলাবতী যুবতি সুমুরতি
নিবসই[১] গোকুল মাহ।
হরি অব হাসি রভসে পুন কাহুকে[২]
কুটিল নয়নে নাহি চাহ ॥
সুন্দরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভখনে স্বামি- বরত তুহুঁ ছোড়লি
নারি-বরত নিল কান ॥
তুয়া নিজ নাম গাম ঘন গাবই
সো এক-আখর-রঙ্ক[৩]।

শুনইতে রাতি রতন রতি রাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্ক[৪] ॥
তুয়া[৫] গুণ-গাম নাম ঘন গাবই
অবেকত মুরুলি-নিশান।
সহচরি-কোরে[৬] ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

প. (১)—১০২, ক. বি. ৬১ পৃ
১৬, রাধা ৮৬, বৃ ১৪
গী ৩৮২, ক্ষ ১৭।৬, সমুদ্র ১
তরু ৬২, সং ৩৭, কী ১৫২

মন্তব্য—কালিদাস নাথ তাঁহার গ্রন্থে ৯৯ সংখ্যক পদরূপে এইটী দিয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"এই পদটী অন্য কোন পুথিতে নাই।" কিন্তু এটী সুপ্রসিদ্ধ পদ, সব সঙ্কলনেই আছে।

পাঠান্তর—(১) নিবসতি—গী ও তরু (২) রভসরসে কাহুক—গী (৩) রকা—গী (৪) আশঙ্কা (৫) কী নিজ—গী (৬) সহচর কোরে—কী।

ব্যাখ্যা—গোকুলের মধ্যে কত যুবতী আছে, তাহারা কেবল তরুণী নহে, বিবিধ কলায় অভিজ্ঞা, তাহার উপর সুন্দরী। তাহারা হৃতচিত্তা হইয়া হরির নিকট আসে, কিন্তু হরি তাহাদের কাহারও পানে হাসিয়া তাকান না; যদি কখনও তাকান সে সাধারণ দৃষ্টিতে, রভসের জন্য নহে। (শ্রীগোবিন্দদাস আহ গোকুলে কতি যুবতয়ঃ সন্তি ন কেবলং যৌবনর্দ্ধিমত্যঃ অপিতু কৌশলবত্যঃ ন কেবলং পুনস্তদ্দ্বয়বত্যঃ সুমূর্ত্তয়োঽপি। ত্বয়া হৃতচিত্তোঽপি হরিরন্যাসাং চিত্তং হরতি অতঃ সর্ব্বাস্তন্নিকটমাগচ্ছন্তি স তু হাস্যং কৃত্বা রভসনিমিত্তং পুনঃ কামপি ন পশ্যতি কিন্তু যদি কদাচিদপি পশ্যতি তৎ সাহজিকং ন তু রসোপযোগীতি রভস-শব্দেন পুনঃ শব্দেন চ ধ্বনিতম্।—রাধামোহন।) সুন্দরি, মনে হইতেছে তুমি শুভক্ষণে পতিব্রতার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ; কেননা তোমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নারীব্রত গ্রহণ করিলেন। (যাঁহাকে পাইবার জন্য ত্রিভুবনের নারীরা আকুল, যাঁহাকে স্বয়ং রমাদেবী খুঁজিয়া ফিরেন, তিনি তোমার প্রতি কায়-মনোবাক্যে আসক্ত হইয়াছেন)। যদি তুমি বল যে, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি তোমার নামধাম বারবার গাহিতেছেন। [রাধামোহন বলেন যে (ভাবাবেগে) স্বরভঙ্গ হওয়ায় নিজের মুখে গান না করিয়া মুরলীর দ্বারা গান করিতেছেন।] তিনি এক অক্ষরের জন্য ভিখারী (রঙ্ক) হইয়াছেন অর্থাৎ তোমার রাধানামের আদ্য অক্ষর 'র' শব্দটী শুনিলেই আনন্দে অস্থির হন এবং 'রাতি', 'রতন', 'রতি', 'রাতুল' প্রভৃতি শব্দের 'র' অক্ষর শুনিলেই বুঝি রাধার নাম শোনা হইবে ভাবিয়া তোমার কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তোমার নাম ও গুণগ্রাম কতই না গান করিতেছেন। শ্রীরাধা বলিতে পারেন যে, এতই যদি গান করেন তো আমি শুনিতে পাই না কেন? তাহার কারণ যে, মুরলী-শব্দ অব্যক্ত রহিতেছে—কেননা তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চস্বরে গান করিতে পারিতেছেন না। তিনি তোমার সহচরীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়াও তোমাকেই ডাকেন। গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী।

২২৪

যাঁহা যাঁহা নিকসই[১] তনু তনু-জোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমক মতি[২] হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জিবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভঙুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি-হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহু[৩] রাই চিনই নাহি জান ॥

সা. প. (১)—৭২, ক. বি. ৫৭ পৃ
রাধা ৫৬, গো ১৪
গী ৩৮৯, ক্ষ ১২।৩, সমুদ্র ৯৪
সং ২৬, কী ১৩৩, তরু ৮৬

পাঠান্তর—(১) নিকসয়ে—তরু (২) চমকময়—তরু (৩) চিনি লহু—তরু।

শব্দার্থ—তনু তনু-জ্যোতি—দেহের ক্ষীণ জ্যোতি। থল-কমল-দল—স্থলকমলের দল বা পাপড়ি অথবা স্থলপদ্ম-সমূহ। ভঙুরে ভাঙ্—আকুঞ্চন ও প্রসারণ করা যায় এমন ভ্রূ। বিলোল—সুচঞ্চল।

ব্যাখ্যা—যেখানে যেখানে শ্রীরাধার অঙ্গের জ্যোতিঃ (বস্ত্রাদির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে বলিয়া ক্ষীণ) নির্গত হয়, সেখানে সেখানে মনে হয় যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল। যেখানে যেখানে তাঁহার রক্তাভ চরণ পতিত হয় (চল চলই—থামিয়া থামিয়া যেন নাচের ভঙ্গিতে চলে), সেখানে সেখানে যেন স্থলকমলদল পড়িয়া থাকে। হে সখি! দেখ কোন্ সুন্দরী যেন তাহার সহচরীর সঙ্গে মিলিয়া আমার জীবন লইয়া খেলিতেছে। তাঁহার আকুঞ্চন-প্রসারণশীল ভ্রূর চঞ্চল ভঙ্গি যেখানেই হয়, সেখানে যেন যমুনার তরঙ্গভঙ্গি দেখা যায়। যেখানে যেখানে তাহার চোখ পড়ে, সেখান সেখান যেন নীল উৎপলে ভরিয়া যায়। যেখানে তাহার মধুর হাস্য দেখি, সেখানেই যেন কুন্দ কুমুদ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। গোবিন্দদাস বলেন, কানাই মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু রাধাকে তিনি চিনিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না।

মন্তব্য—বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদটীর অনুকরণে, গোবিন্দদাস এই পদ লিখিয়াছেন—

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরঈ।
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ।
তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ॥
কি হেরল অপরূপ গোরি।
পইঠল হিয় মাহ মোরি॥
জহাঁ জহাঁ নয়ন-বিকাস।
তহিঁ তহিঁ কমল পরকাস॥
জহুঁ লহু হাস-সঞ্চার।
তহিঁ তহিঁ কমল পরকাস॥
জহুঁ লহু হাস-সঞ্চার।
তহিঁ তহিঁ অমিয়-বিথার॥
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ।
ততহি মদন-সর লাখ॥
হেরইতে সো ধনি থোর।
অব তিন ভুবন আগোর॥
পুন কিএ দরসন পাব।
তব মোহে ইহ দুখ জাব॥
বিদ্যাপতি কহ জানি।
তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥ (৬১৯)

২২৫

সুহই

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত[১]
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনি জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনি বোলয়ে মধুর বাণি
সপনে না পাতয়ে কাণ[২]॥
রা কহি ধা পহুঁ বাহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই[৩] পুরুষ মণি লোটায়ে ধরণি পুনি
কো কহ আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া চরণে নিবেদল
কানুক সকল সম্বাদ।
নীচয়ে জানহ তছু দুখ-খণ্ডক
কেবল তুয়া পরসাদ॥

ক. বি. ১৬৮৬ গী ৩২৪, ক্ষণদা ৫।৬, সমুদ্র ১ তরু ৮৯, কী ১৫৩

পাঠান্তর—ক. বি. পুথির পাঠ আরম্ভ—

হরি বটে তুহু ভেল ভাগি।
রাতি দিবস হরি আন না ভাবিয়ে
কাল বিরহ তুয়া লাগি ॥

ক. বি.-র অন্যান্য পাঠান্তর—(১) সঘনই মুরছই (২) তছু পানে না পাতই কান (৩) রসিক।

শব্দার্থ—চম্পকদাম হেরি ইত্যাদি—চম্পকদাম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত অত্যন্ত কম্পিত হয় এবং নয়নে তাঁর অনুরাগ দেখা দেয় (কারণ রাধার গায়ের রং চম্পকের মতন)। ধনি ধনি তোহারি সোহাগ—ধন্য ধন্য তোমার প্রেম। নীচয়ে জানহ—নিশ্চয় জানিও। তুয়া পরসাদ—তোমার প্রসাদ বা কৃপা।

২২৬

আড়ানা

কাঞ্চন-যূথি-কমল-ময় গোরি[১]।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি ॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু-তাপে ভসম ভই যায় ॥
শুন শুন অহে বৃষভানু-কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জলত মুরারি ॥
ঝামর নীল-উতপল-দল অঙ্গ ।
লোরে না হেরয়ে নয়নতরঙ্গ ॥
বিগলিত মুরলি খুরলি রহু দূর।
অনুখন মদন-দহন ভরিপূর ॥
বিছুরল পিঞ্ছ-মুকুট পরিপাটি।
সহচর মেলি মরত জিউ ফাটি ॥
জীউ রহত অব তুয়া রস-আশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে ॥

প. (১)—৯৪, ক. বি. ২৮৮৯ গী ৩২৭, সমুদ্র ১১৮, তরু ৯০
বাং ৮০, বৃ ১৩ কী ১৫৬, সং ৩৫

পাঠান্তর—সা. প.—(১) কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম সম গোরি।

ব্যাখ্যা—হে গৌরি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার মূর্ত্তি স্বর্ণযূথি (সোনার বর্ণের যুঁইফুল) এবং কমল ফুল দিয়া যত্ন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। তোমার কথা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই মূর্ত্তি আলিঙ্গন করেন, কিন্তু তাঁহার বিরহজনিত তনুতাপ এত বেশী যে, তাহাতে উহা যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। হে বৃষভানুনন্দিনি, তোমার বিরহানলে মুরারি জ্বলিতেছেন। নীলোৎপলসমূহের মতন তাঁহার অঙ্গ ঝামার মত হইয়া গিয়াছে; চোখের জলে তাঁহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়াছে। মুরলীর আলাপ বা অভ্যাস (খুরলি) করা দূরে থাকুক, সব সময়ই তিনি মদনানলে পরিপূর্ণ (তাই হয়তো হাত হইতে মুরলীটী খসিয়া পড়িতেছে)। তাঁহার অত আদরের যে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। বুক ফাটিয়া তিনি মরিতে বসিয়াছেন। আর তাঁহার সহিত সমবেদনায় সখারাও মরিতে যাইতেছেন। কেবলমাত্র তোমার আশাতেই এখনও তাহার প্রাণটী আছে। কথা তোমার চরণে গোবিন্দদাস নিবেদন করিতেছেন

২২৭

সুহই

গহন বিরহ-গহ লাগি।
রজনি পোহায়ই জাগি ॥
করতহি তোহারি ধেয়ান।
নীঝরে ঝরই নয়ানে ॥
এ ধনি জনি কহ আন।
তো বিনু আকুল[১] কান ॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর ॥
সো রস পরশ না পাই।
মুরুছিত[২] ধরণি লোটাই ॥

মন মাহা মদন-তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড়ত[৩] অঙ্গ ॥
কহত ভরমময় ভাষ[৪]।
না বুঝল গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—৯৫, রাধা ৮২ গী ৩২৫. সমুদ্র ১১৯, তরু ৯১, বৃ ৯১ কী ১৫৭

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—গহন বিরহক আগি।

গী—(১) বিয়াকুল (২) মুরুছি (৩) মোড়ই—গী ও তরু (৪) কহতহি গদগদ ভাষ।

শব্দার্থ—গহন—(১) নিবিড় (২) কানন। লাগি—(১) জন্য (২) লগ্ন হইয়াছে। মাহা—মধ্যে। নিচোল—বস্ত্র।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় বিরহরূপ কুগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জাগিয়া রাত্রি কাটান অথবা বিরহ-তন্ময়তার জন্য তিনি কানন রাধাময় দেখিতেছেন; কাননে শ্রীরাধার বিরহরূপ কুগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে লগ্ন হইয়াছে বলিয়া তিনি জাগিয়া থাকেন। রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমারই ধ্যান করেন, অঝোরে তাঁহার নয়ন দিয়া অশ্রু পড়ে। সুন্দরি, অন্য কিছু যেন বলিও না। সত্যই তোমার বিরহে কানাই আকুল। তিনি শীতল পীত বস্ত্রকে গৌরাঙ্গী তুমি মনে করিয়া আলিঙ্গন করেন। কিন্তু জড় বস্ত্রের মধ্যে কোনই সরস স্পর্শ অনুভব করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে লোটান। তাঁহার মনের মধ্যে মদনতরঙ্গ; বারংবার তিনি অঙ্গমোড়া দেন; ভ্রমময় কথা বলেন। কি বলিতেছেন তাহা গোবিন্দদাস বুঝিতে পারেন না।

২২৮

আড়ানা

মুদিত-নয়নে[১] হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শূতি রহল[২] তহিঁ কছু না আলাপি ॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি[৩]।
তবহি মেলিয়া[৪] আঁখি চাহে[৫] মোরি[৬]
শুন ধনি[৭] ইথে নাহি কহি আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর-চন্দ ॥
যোই নয়ন-ভঙ্গি না সহে আনঙ্গ।
সোই নয়নে[৮] স্রবে লোর-তরঙ্গ ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নিরস ভেল দীঘ নিশাস ॥
বিদ্যাপতি ভণ মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ তঁহি সখি[৯] ॥

ক. বি. ১৬৮৯ এবং ২৮৮৭ গী ৩২৬, সমুদ্র ১০৯, তরু ৯০ কী ১৪৮

পাঠান্তর—(১) মুদিত নয়ানে—গী (২) শুতি রহল হরি—গী; শূতি রহল হরি—তরু (৩) তোরি—গী (৪) মেলি—গী (৫) রহে—গী (৬) মোরি—গী (৭) সুন্দরী—গী ও তরু (৮) নয়নশরে—গী (নিশ্চয়ই এটি ভুল পাঠ—অর্থসঙ্গতি হয় না) (৯) তুহুঁ সখী সাখী—গী।

ব্যাখ্যা—নয়ন মুদিয়া বুকে বাহুদ্বয় চাপিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে শুইয়া থাকিলেন—কোন কথাবার্ত্তা বলিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে তোমার নাম করিলে তবে তিনি চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আমার মুখের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সুন্দরি, এই ব্যাপার সত্যই; আমি বানাইয়া বলিতেছি না। তোমাতে শ্যামচন্দ্র অনুরক্ত হইয়াছেন। যাহার নয়নভঙ্গী কামদেব পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না, তিনি এখন অঝোর ধারায় কাঁদিতেছেন। যে অধরে সব সময় মধুর হাসিটী লাগিয়া থাকিত, এখন তাহা দীর্ঘনিঃশ্বাসের উত্তাপে শুকাইয়া নীরস হইয়াছে। বিদ্যাপতি বলেন, এ কথা মিথ্যা নহে; গোবিন্দদাস বলেন—নহেই তো, আপনিই তাহার সাক্ষী। রাধামোহন ঠাকুরের ব্যাখ্যা—বিদ্যাপতিরহং মিথ্যা ন ভণামি। ভো গোবিন্দদাস! তত্র ত্বং সাক্ষী, অতস্তদনুরাগোঽস্তি নাস্তীতি কথয়। পক্ষে বিদ্যাপতি ঠকুরস্য গীতপূরণং গোবিন্দদাস-কবিরাজেন কৃতমিতি গম্যতে।

২২৯

ধানশী

নিরমল-বদন কমল-বর-মাধুরি
হেরইতে ভৈগেলুঁ ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণি ভাঙ-ভুজঙ্গিনি
মরমহিঁ[১] দংশল মোর॥
সজনি, যব ধরি পেখলুঁ রাই।
মদন মহোদধি নিমগন মঝুমন
আকুল কুল নাহি পাই॥
রঙ্গিম[২] হাসি বিলোকন চঞ্চল
মঝু পরি যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিনি কিয়ে বিরাগিনি
বুঝইতে সংশয় ভেল॥
মরমক বেদন মরমহি জানয়ে
সদয় হৃদয় তহি চাই[৩]।
গোবিন্দদাস পহুঁকে[৪] নিতি নৌতুন
লাগয়ে রসবতি রাই॥

প প (১)—৬৭, গো ১৩ তরু ১৯২, সং ৩১, কী ১২
৫১, ক. বি. পৃ ৫৬, বৃ ৮ গী ১৭৯, ক্ষ ১৬৮৩, সমুদ্র ১০

পাঠান্তর—গী—(১) মরমে সে (২) বঙ্কিম—গী ও তরু (৩) ঠাই (৪) কহই।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার নির্মল ও শ্রেষ্ঠ কমলরূপ বদনের মাধুর্য্য দেখিয়া আমি পাগল হইলাম। সেই রঙ্গিণীর ভ্রূলতারূপ সর্পিণী অলক্ষ্যে আমার মর্ম্মের মাঝারে দংশন করিল। (সে যে কখন ভ্রূ নাচাইয়া কটাক্ষপাত করিয়া আমার অন্তরে যেন সাপের বিষের জ্বালা ঢালিয়া দিল তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।) সখি, যেদিন হইতে রাধাকে দেখিয়াছি, সেইদিন হইতে আমার মন মদন-মহাসাগরে ডুবিয়াছে—কাজেই আমি আকুল হইয়াছি; কূল আর দেখিতে পাই না। সে যে চোখের কোণে যেন একটু রঙ্গীন হাসি হাসিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপণ করিল তাহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম না সে আমার প্রতি অনুরাগিণী কিম্বা বিরাগিণী। আমার মর্ম্মের যে বেদনা তাহা মর্ম্মই জানে, অন্যে কি বুঝিবে? কিন্তু শ্রীরাধার নিকট আমি একটু সদয় হৃদয় চাহিতেছি। কবি গোবিন্দদাসের প্রভুর নিকট রসবতী রাধা রোজই যেন নিত্য নূতন প্রতিভাত হন।

২৩০

ধানশী

রতন-মঞ্জরি ধনি লাবনি-সায়র
অধরহিঁ বান্ধুলি রঙ্গ।
দশন-কাঁতি কত দামিনি ঝলকই[১]
হসইতে অমিয়া-তরঙ্গ॥
সখী হে[২] যাইতে পেখলুঁ রাই।
মোহে[৩] হেরি সুন্দরি ভরমহিঁ চঞ্চল
চকিত চমকি চলি যাই॥
পদ দুই চারি চলই বর নায়রি
রহই[৪] নিমিখ শর জোরি।
বিষম-বিশিখ-শর অন্তর জর জর
সরবস লেয়লি মোরি।
মঝু মন গুণ যশ[৫] ধৃতি[৬] মতি ধাধস
লেই চলল বর বালা[৭]।
গোবিন্দদাস কহ[৮] বুঝই না পারিয়ে
জপতহিঁ তুয়া গুণ-মালা॥

ক. বি. ২৯৯৮ সমুদ্র ১০০, তরু ১৯৯, কী ১২৫

পাঠান্তর—তরু (১) ঝলকত (২) সজনী (৩) মুঝে (৪) রহলি (৫) যশগুণ (৬) সুধি (৭) লেই চললি সব বালা (৮) কহই অব মাধব।

ব্যাখ্যা—সুন্দরী যেন একটি রত্নের মুকুল অথবা লাবণ্যের সাগর; তাঁহার অধর বাঁধুলি ফুলের মত লাল টুকটুকে। দন্তের কান্তি দেখিয়া মনে হয় যেন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে; হাসিতে যেন অমৃতের লহরী খেলিতেছে। সখি! রাধাকে পথে যাইতে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া সুন্দরী যেন ভুল করিয়া একবার চঞ্চল দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া, পরমুহূর্ত্তেই চমকিত হইয়া চলিয়া গেল। আবার সেই শ্রেষ্ঠা নাগরী দুই চার পা চলিয়া মুহূর্ত্তকাল যেন আমার প্রতি নয়নবাণ নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইল। সেই বিষম শরের জ্বালায় (বিশিখ ও শর উভয়ই সমান অর্থবাচক। বোধ হয় কবি বলিতে চাহেন যে, সুন্দরী একটিমাত্র শর নহে, শরে শরে কৃষ্ণকে জর্জ্জর করিয়া দিল) আমাকে জর্জ্জর করিল; আমাকে শরাহত করিয়া আমার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। আমার গুণ, যশ, ধৈর্য্য বুদ্ধি, দৃঢ়তা (ধাধস) সব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া বালা চলিয়া গেল। (শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগে অধৈর্য্য হইলেন; যাহা তাঁহার করা উচিত নহে এমন কাজও করায় তাঁহার গুণ যশ প্রভৃতি লোপ পাইল।) গোবিন্দদাস শ্রীরাধার কাছে যাইয়া মাধবের এই ভাবের কথা বলিয়া জানাইতেছেন যে, মাধব সব সময়ই তোমার গুণসমূহের কথা জপ করেন।

২৩১

কামোদ

কাঞ্চন-কমল পবনে উলটায়ল
ঐছন বদন সঞ্চার।
সরবস লেই পালটি পুন বিন্ধল
রঙ্গিনি বঙ্ক নেহার॥
সজনি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ[১] আধ নাহি পূরল
পালটি না হেরলুঁ রাধা॥
ঘনঘন আঁচর কুচ-গিরি কাঁচর
হাসি হাসি তহি পুন হেরি।
জনু মঝু মন হরি কনয়া-কুম্ভ ভরি
মুহরি রাখল[২] কত বেরি॥
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয়[৩] ফাঁফর
তাহি[৪] মিলল আন আন।
কাঠক পুতলি ঐছে মুরুছায়ত[৫]
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সা. প. (১)—৭১, রাধা ৫২ তরু ২০০, সং ২৩, কী
ক. বি. ৫৯ পৃ গী ৩৮৪, সমুদ্র ১০১

পাঠান্তর—গী—(১) নয়নক সাধি (২) রাখলি—গী ও তরু (৩) ইন্দ্রিয়গণ (৪) তাহে (৫) তাহে মন মুরুছিত।

শব্দার্থ—বঙ্ক নেহার—বঙ্কিম দৃষ্টি, কটাক্ষ। ঘনঘন—ঘন অর্থাৎ মেঘ, তাহার মত নিবিড় অথবা বারংবার। কাঁচর—কাঁচুলি। মুহরি—শিলমোহর করিয়া।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার মুখ দেখিয়া মনে হয় যেন সোনার কমল বাতাসে উলটাইয়াছে। আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া ফের সেই রঙ্গিণীর বঙ্কিম দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করিল। সখি! কে যেন ভীষণ বাধা দিতেছে, তাই প্রাণ ভরিয়া রাধাকে দেখিতে পাইলাম না। নয়নের সাধ অর্দ্ধেকও না পূরিতে সে চলিয়া গেল, পুনরায় আর তাহাকে দেখিলাম না। মেঘের ন্যায় নিবিড় বস্ত্রাঞ্চল তাহার কুচগিরির কাঁচুলি হইল—সে হাসিয়া হাসিয়া সেই কাঁচুলির দিকে তাকাইতে লাগিল। মনে হইল যেন আমার মনকে চুরি করিয়া কনককুম্ভসদৃশ কুচযুগের মধ্যে উহা রাখিয়া বারংবার তাহা শিলমোহর করিয়া রাখিল (আমার পক্ষে সেই চুরি-করা মন উদ্ধার করা আর সম্ভব নহে ইহাই ধ্বনি)। (তুলনীয়:

পদ্মা-পয়োধর-তটী-পরিরম্ভ-লগ্ন-
কাশ্মীর-মুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
গীতগোবিন্দ—প্রথমসর্গ।

আমার মনকে যখন বন্দী করিল, তখন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ফাঁফর হইল, মনের সহিত তাহারা একে একে যাইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করিল। ইহা কি আশ্চর্য্যজনক নহে তাহার প্রমাণ এই যে, কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় হৃদয়শূন্য হইয়াও গোবিন্দদাস মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

২৩২

বরাড়ী

সহচরি মেলি চলল[১] বররঙ্গিণি
কালিন্দী করই সিনান।
কনয়া[২] শিরিষ- কুসুম জনু তনু তনু-রুচি
দিনকর-কিরণে মৈলান॥
শুন সজনি, সো ধনি চীতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়ল[৩]
চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমল চরণ চলতি অতি মন্থর
উতপত বালুক বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ
দুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চীত নয়ন যব[৪] দুহুঁ সে চোরায়ল[৫]
শূন হৃদয় অব মানী[৬]।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারল
গোবিন্দদাস ভাল জানি[৭]॥

সা. প. (১)—৭০, ক. বি. ৫৮ পৃ সমুদ্র ৯৩, তরু ২০৪, কী ১২৬
গো ১৪, রাধা ৫৫, বৃ ৮

পাঠান্তর—তরু—(১) চললি (২) কাঞ্চন (৩) দরশায়লি (৪) মঝু (৫) চোরায়লি (৬) মান (৭) জান।

ব্যাখ্যা—সখীদের সঙ্গে মিলিয়া সেই রঙ্গিণীশ্রেষ্ঠা যমুনায় স্নান করিতে গেলেন। তাঁহার দেহের কান্তি যেন সোনার শিরিষ ফুলের মতন, কিন্তু সূর্য্যের কিরণে তাহা ম্লান হইয়াছে। সখি! শোন, সেই সুন্দরী কিন্তু চিত্তচোর। সে চঞ্চল কটাক্ষে আমাকে মোহগ্রস্ত করিয়া কি করিয়া চুরি করিতে হয় তাহা দেখাইল (আগে মোহিত করিয়া পরে চুরি করা খুব সহজ)। সে উত্তপ্ত বালুকা-আস্তীর্ণ বেলাভূমিতে তাহার কোমল চরণ ফেলিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছে; তাহার দুঃখ দেখিয়া আমার চক্ষু সজল হইল। তাহাতে মনে হইল সে যেন আমার সেই সজল চক্ষুকে পাদুকারূপে ব্যবহার করিয়া হাঁটিতে লাগিল। সে আগে আমার চিত্ত চুরি করিয়াছিল, এখন নয়নও চুরি করিল; এখন আমার হৃদয় শূন্য মনে হইতেছে। তাহার উপর আবার পাপ মদন যেন আমার দেহকে আগুনে পোড়াইতেছে। গোবিন্দদাস একথা ভাল করিয়াই জানে।

২৩৩

এ দূতি সুন্দরি করু অবধান।
রাই দরশন বিনে না রহে পরাণ॥
তুহুঁ সে চতুর দূতী কি কহবি হাম।
ঐছে করবি যাথে সিদ্ধি হউ কাম॥
বহুত যতন করি বুঝায়বি তায়।
নহে যদি পরবোধ ধরিবি তার পায়॥
রঙ্গিণী আনি যদি মিলায়বি মোর।
নিশ্চয় কহিল দূতি দাস হব তোর॥
গোবিন্দদাস কহে মনে অভিলাষ।
সো ধনী লাগি অব তরুতলে বাস॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৩৮

শব্দার্থ—সো ধনী লাগি অব তরুতলে বাস—আগে তো আমি ঘরেই বাস করিতাম, সেই সুন্দরীই আমাকে ঘরছাড়া করিয়া তরুতলে বাস করাইতেছে।

২৩৪

ধানশী

শুন শুন সুন্দর নাগর-রাজ।
সো ধনি বৈঠয়ে[১] গুরুজন-মাঝ॥
মুগধি[২] গোঙারি কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ॥
বিপরীত বাণি কহলি তুহু মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিহি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥

মাধবি-কুঞ্জ কুসুম অনুপাম।
তাঁহা তুহুঁ যাই অব করহ বিশ্রাম
হাম অব৺ যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরমাণ॥

তরু ২১৬, কী ১৩৬

পাঠান্তর—কী—(১) ৺বৈসে রঙ্গ (২) মুগধ (৩) যব।

ব্যাখ্যা—হে নাগররাজ শোন শোন—যে সুন্দরীর প্রেমে তুমি অনুরক্ত হইয়াছ সে গুরুজনদের মধ্যে থাকে। সে কলাবতী নাগরী নয়, নিতান্তই সরলা গ্রামের মেয়ে, কখনও কাহারও সহিত মেলামেশা করে নাই। (প্রেম করে নাই।) তুমি তাহার সহিত মিলিতে চাও এরূপ কথা শুনিলে সে খুব রাগ করিবে (রোখব)। তুমি আমাকে উল্টা কথা বলিলে, ঐরূপভাবে মিলন কি করিয়া হইবে? তবে এক উপায় আছে, যদি তাহাতে বিধি সাহায্য করেন। তুমি মাধবীকুঞ্জে (যেখানে অতুলনীয় কুসুম ফুটিয়াছে, সেইখানে) যাইয়া অপেক্ষা বা বিশ্রাম কর। আমি এখন রাইয়ের কাছে যাইতেছি। (যদি কোন ছলে তাহাকে পাঠাইতে পারি।) গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী।

২৩৫

মাধব কী কহব সো বরনারি।
গুরুজন নয়ন নয়নে রহে সুন্দরি
নব যৌবন মুদি ভারি॥
দিবসক মাঝ বাহির নাহি হোয়ত
দিনকর-কিরণ তরাস।
ননিক পুতলি জনু আতপে মিলায় তাহু
মিলব দুকুল পীতবাস॥
এহি বচন শুনল যব মাধব
শুতল কুঞ্জ কুটীর।
গর গর অন্তর বচন নাহি আয়ত
ঝর ঝর নয়নক নীর॥
সহচরি গোরি করে ধরি মাধব
মাজত আনন চন্দ।
দারুণ মদন দ্বিগুন তনু দগধল
গোবিন্দদাস পরবন্ধ॥

ক. বি. ১৪৭১

শব্দার্থ—গুরুজন নয়ন নয়নে ইত্যাদি—সে গুরুতর নবযৌবনে চিহ্নিত (মুদি ভারি) হইয়া গুরুজনের চোখে চোখে থাকে। দিনকর-কিরণ তরাস—রৌদ্রের তাপে-পাছে র' মলিন হইয়া যায়। পরবন্ধ—প্রবন্ধ, অনুষ্ঠান, চেষ্টা।

২৩৬

কেদার

মঞ্জুল বঞ্জুল- নিকুঞ্জ মন্দিরে
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে জপয়ে মন্তরে
একলি তোহারি নাম॥
রামা হে, তেজহ কপট ছন্দ।
মদন-হিলোলে তো বিনু দোলত
নন্দ-নন্দন চন্দ॥
হিম হিম-কর সলিল-শীকর
নিন্দই কালিন্দী-তীর।
সরস চন্দন পরশে মুরছই
সজল জলত চীর॥
কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত
পন্থ হেরত তোর।
অমল কমল নয়ন-যুগল
সঘনে গলয়ে লোর॥
এতহুঁ যতনে পুরুষ-রতনে
চিতে নাহি বিশোয়াস।
গহন-বিরহ- দহনে দহই
কহই গোবিন্দদাস॥

রাধা ৮১, বৃ ১৩ গী ৩২৭, তরু ২১৭

শব্দার্থ—মঞ্জুল—সুন্দর। বঞ্জুল—বেতস সোঙরি—স্মরণ করিয়া। জপয়ে মন্তরে—মন্ত্র জপ করার ন্যায় গোপনে ও একমনে। হিম হিম-কর—শীতল চন্দ্র। সলিল-শীকর—জলকণাসমূহ। নিন্দই কালিন্দী-তীর—যমুনার তীরকে নিন্দা করে (কারণ, তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হইয়াছিল, তাই সেখানকার কথা মনে হইলে সন্তাপ বেশী বাড়ে)। সজল জলত চীর—সজল বস্ত্রখণ্ড তাঁহাকে শীতল না করিয়া আরও যেন দগ্ধ করে—এমনি তাঁহার সন্তাপ। এতহুঁ যতনে পুরুষ রতনে ইত্যাদি—এমন পুরুষরত্ন যিনি তোমার জন্য কত যত্ন বা চেষ্টা করিতেছেন, তাহাকেও তুমি মনে মনে বিশ্বাস করিতে পার না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, সত্যই প্রগাঢ় বিরহ-অগ্নিতে মাধব দগ্ধ হইতেছেন।

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণের রাধানাম জপ করার ভাব গীত-গোবিন্দের পঞ্চম সর্গের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে লওয়া—

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথ-মহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপ-মন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্তৎ-কুচ-কুম্ভ-নির্ভর-পরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥

পুনরায় "হিম হিমকর সলিল-শীকর" ইত্যাদির সহিত গীতগোবিন্দের চতুর্থ সর্গের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনু বিন্দতি খেদমধীরম্।
ব্যাল-নিলয়-মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্ ॥

২৩৭

শ্রীরাগ

চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লেপই
তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই নাহি পারই
কৈছে করব অভিসার ॥
সুন্দরি তো বিনু আকুল কান[১]।
বিরহে ক্ষীণ তনু অনুখন জর জর[২]
জিবইতে[৩] বিহি ভেল বাম।
যতনহি মেঘ- মল্লার আলাপই
তিমির-পয়ান[৪] গতি আশে।
আওত জলদ ততহিঁ উড়ি যাওত
উতপত দীঘ নিশাসে ॥
তুয়া গুণ নাম গাম জপি[৫] জীবই
বহু পুলকায়িত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ নব নেহা[৬] ॥

সা. প. (১)—৯৭ ক. বি. ৬১ তরু ২১৮, কী ১৫৮, ক্ষ ২৫। রাধা ৮৪

পাঠান্তর—ক্ষণদায়—(১) তোহে লাগি সম্পাদলুঁ কান (২) অনুখন আকুল (৩) অব ইথে (৪) তিমির-গুপত (৫) গুণগান নাম জপি (৬) কিয়ে না করু নব লেহা।

ব্যাখ্যা—মাধব চন্দ্রকিরণে শীতল না হইয়া সন্তপ্ত হন, তাই চন্দনের দ্বারা দেহ লেপন করেন; কিন্তু তাহাতে তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, শুভ্র উত্তরীয়খানাও বহন করিতে পারেন না। তিনি অভিসারে কেমন করিয়া যাইবেন? সুন্দরি! তোমার বিরহে কানাই আকুল। তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, উত্তাপে সর্ব্বদা দেহ জর্জ্জর। এখন বিধাতা তাঁহার প্রতি বিরূপ; তিনি বাঁচেন কিনা সন্দেহ। মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গেলে তিমিরাভিসার করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ যত্নের সহিত বংশীতে মেঘমল্লার রাগ আলাপ করেন; তাহাতে মেঘের উদয় হয় বটে, কিন্তু তাঁহার উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে সে মেঘ তখনই উড়িয়া যাইতেছে। সেইজন্যও তাঁহার পক্ষে অভিসারে যাওয়া সম্ভব হইতেছে না। তাই তিনি তোমার নাম জপ করিয়া বাঁচিয়া আছেন। (তাহা না হইলে বিরহে মরিয়া যাইতেন।) তিনি তোমার গুণগানও করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চে ভরিয়া যাইতেছে।

গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহা বিচিত্র নহে ; নব অনুরাগে কি না হয়!

২৩৮

সুহই

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিঝর[১] ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিবঙ্ক।
কিয়ে কিশলয় কিয়ে মলয় সমীরণ
জলতয়ে[২] চন্দন-পঙ্ক॥
অব অবধারলুঁ রে কানু তুয়া পরশক রঙ্ক[৩]।
নায়রি-কোরে ভোরি মুরুছায়ই[৪]
অপরূপ মদন-আতঙ্ক[৫]॥
জনু নব জলধর ধরণি লোটায়ই
আকুল চিকুর বিথারি।
রাধানামে নয়ন ঘন বরিখয়ে
আরতি কহই না পারি॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনি রমণি-শিরোমণি
কানু সে[৬] যাহে একন্ত।
তুয়া পদ-পঙ্কজ ভালে নাহি ছোড়ই
গোবিন্দদাস মতিমন্ত॥

সা. প. (১)—১০১, ক. বি. ২৭৯০, রাধা ৮৫, বৃ ১৪ তরু ২১৯, গীত ২৮, ক্ষ ২২:৫

পাঠান্তর—(১) নিরঝর—তরু (২) জলতহি—গী ও তরু (৩) অব আধারলুঁ রে ইত্যাদি তরু ও সমুদ্রে আছে, কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ে—সুন্দরি! কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে ; ক্ষণদায়—সুন্দরি! কানু তয়া পরশকো রঙ্ক (৪) তো বিনু মুরুছই—তরু (৫) অপরূপ নয়ন-তরঙ্গে—গী (৬) তোহারি—গী ও তরু।

ব্যাখ্যা—মাধবের অঙ্গে চন্দনপঙ্ক লেপন করিলেও তাহা আগুনের মতন জালা দেয়। এরূপ অবস্থায় চন্দ্রের কিরণ কি করিবে কিম্বা পর্ব্বতে যে নির্ঝর আছে তাহার শীতল জল আনিয়া তাঁহার উপর প্রক্ষেপ করিলে (নির্ঝরস্য অতিস্নিগ্ধস্য পর্ব্বতস্থপ্রবাহস্য নির্জ্জনবনে নায়কস্য তত্র গমনাসামর্থ্যাৎ জলমানীয় পুনর্দ্দত্তস্য ঝরস্য প্রবাহস্যাপ্যকিঞ্চিৎকরত্বম্। এবমর্থে "প্রবাহে নির্ঝরো ঝর" ইতি ত্রিকাণ্ডস্মরণেঽপি ন পৌনরুক্ত্যম্—রাধামোহন) অথবা পর্য্যঙ্কের কুসুমময় শয্যায় শয়ন করাইলে কি হইবে? এখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, কানাই তোমারই স্পর্শের ভিখারী (রঙ্ক=দরিদ্র)—চন্দনাদির নহে। তিনি এমনিই প্রেমোন্মত্ত যে, অন্য নারীর কোলে শুইয়াও মদনের ভয়ে মূর্চ্ছা যান। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তোমারই স্পর্শের কাঙ্গাল, অন্যের নহে। তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া মনে হয় যেন নবজলধর মাটীতে লুটাইতেছে ; তাঁহার কেশরাজি বিশৃঙ্খল। তাঁহার আর্ত্তির কথা বলা যায় না, রাধানাম শুনিলেই তাঁহার নয়ন হইতে ঘন বর্ষণ হয়। ধন্য ধন্য তুমিই ধন্য হে রমণীদের শিরোমণি, কেননা কানুর ন্যায় বল্লভ একান্ত তোমারই। সেইজন্য মতিমন্ত অর্থাৎ সুচতুর গোবিন্দদাস তোমার চরণ ছাড়িবে না, যতক্ষণ না তুমি অভিসারে যাও (মাধবের অভিসারে যাওয়ার সামর্থ্য নাই, সুতরাং তোমাকেই যাইতে হইবে। গোবিন্দদাসো মতিমান্ ত্বদভিসারং বিনা ত্বচ্চরণং ন ত্যজতীতি ভাবঃ—রাধামোহন)।

২৩৯

শ্রী রাগ

আজু যো পেখলুঁ গোরি কিশোরী।
ত্রিভুবন থীর বিজুরি কি জোরী॥
ভোগি-ভোগপর কনয়া সরোরুহ
তথি পর খঞ্জন-খেলা।
বিধুন্তুদ-ভাসুক কবলে মদন-ধনু
দরশনে মনমথ গেলা॥
শুক নব হেরি বিম্ব পর ধাওত
মোতিম দেখি মন-ভঙ্গে।
শ্রবণে না শোহত দোই রজনিকর
তারক বেঢ়ল অঙ্গে॥

কনয়া-ধরাধর কুচ-যুগ মন্থর
কেশরি-পতি গতি থোর।
রণিত মনোহর পদযুগ-নূপুর
গোবিন্দদাস তহিঁ ভোর॥

; ২৬৭ অ ৬৩

শব্দার্থ—ত্রিভুবন থীর বিজুরিকি জোরী—সেই গৌরীর সঙ্গে ত্রিভুবনে স্থির বিজুরিরই একমাত্র তুলনা হইতে পারে। ভোগি-ভোগপর—(গ্রীবাবিলম্বিত বেণী-রূপ) সাপের ফণার উপর। কনয়া সরোরুহ—(বদনরূপ) সোনার কমল। তথি পর খঞ্জন-খেলা—সেই বদনের উপর নেত্ররূপ খঞ্জনের ক্রীড়া। বিধুন্তুদ ইত্যাদি—(কেশরূপ) রাহুর কবলিত (সিন্দূর বিন্দুরূপ) ভানুর কবলে (ভ্রূরূপ) মদন-ধনু পতিত হইয়াছে দেখিয়া নিজধনু রক্ষার জন্য মন্মথ উপস্থিত হইল। (নায়িকার তাদৃশ অদ্ভুত শোভা দর্শনে আমার চিত্তে মন্মথ সমুদিত হইল —সতীশচন্দ্র রায়)। শুক নব হেরি ইত্যাদি—(নাসারূপ) শুকপক্ষী (ওষ্ঠাধররূপ সরস বিম্বফল) দেখিয়া উহার উপর ধাবিত হয়। (কিন্তু উহার কোমল বীজসমূহের স্থলে) শুদ্ধ ও কঠিন (দন্তপংক্তিরূপ) মুক্তারাজি দেখিয়া ভগ্নমনা হয়। শ্রবণে না শোহত ইত্যাদি—কানে দুই (কুণ্ডলরূপ) চন্দ্র শোভা পাইতেছে; তারকারাজি অঙ্গ বেষ্টন করিল। তাহার কুচযুগ যেন সোনার পাহাড়; তাহার মন্থর গতিভঙ্গি সিংহরাজের গতিকে লাঞ্ছিত করে। পদ-যুগের নূপুরের শব্দ মনোহর। তাহাতে গোবিন্দদাস মত্ত হইয়া আছেন।

২৪০

ধানশী

রাইক রূপ মরমে জব লাগল
মাধব আতুর ভেল।
মলয়জ মাল কুসুম তৃণ তাম্বুল
সহচরি করে[১] ভরি দেল॥
সহচরি বহুত যতন করি কহবী।
যো কিছু বচন কহই বর রঙ্গিণী
সকল আপন করি সহবী॥
তুয়া পথ[২] হেরি রহলুঁ হাম কুঞ্জে[৩]
যব আনি মিলাওবি রাই[৪]।
তাকর দরশনে[৫] পুরব মনোরথ
তব হাম জীবন পাই॥
মাধব[৬]-বচন শুনল সহচরি[৭]
হাসি কহত মৃদুভাষ[৮]।
আজুক রজনী দুহু জনে মিলায়ব
কহতহি গোবিন্দদাস[৯]॥

ক. বি. ৫৭ সং ৩২, কী ১৪৭

পাঠান্তর—(১) কর—কী (২) মুখ—সং (৩) কুঞ্জ-বনে—সং (৪) তায়—কী (৫) সো মুখ দরশনে—কী (৬) এতেক—কী (৭) শুনল যব সহচরি—সং (৮) কহ-তহি গদগদ ভাষ—সং
(৯) আজুক রজনী দোঁহে সুখে বঞ্চবি
চলতহি গোবিন্দদাস—সং।

শব্দার্থ—মলয়জ মাল কুসুম তৃণ তাম্বুল—চন্দন, মাল্য, ফুল, তাম্বুল অনুরাগ জানাইবার জন্য ও নিজের দৈন্য জানাইবার জন্য তৃণ। সকল আপন করি সহবী—সে তোমার দূতিয়ালীতে বিরক্ত হইয়া কিছু কড়া কথা বলিলেও নিজের কাজ মনে করিয়া সহ্য করিও; চটাচটি করিও না।

২৪১

সুহই

রাধানাম আধ শুনি চমকই[১]
ধরই না পারই অঙ্গ।
লোচন-লোর- লহরী ভরে আকুল
কো কহ প্রেম-তরঙ্গ॥
সুন্দরি! দূর কর হৃদয়কো বাধা।
রাধামাধব তুয়া অবধারলুঁ
মাধবকি তুহুঁ রাধা॥

তোহারি সম্বাদ সুধারসে উনমত
হসি হসি ঘন তনু মোর।
লেখত পাতি দেখত নাহি কাজর
গদগদ রোধল বোল॥
গীমকি[২] ভঙ্গে পন্থ দরশাওল
দুহুঁ দিঠি-পঙ্কজ মুদি।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনি তুহুঁ[৩]
সমুঝহ ইঙ্গিত শুধি[৪]॥

সা. প. (১)—২৪৫ ক্ষ. ১৯১৬, সমুদ্র ৩৬৭,
ক. বি. ২৮৪০

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—রাধ বচন আধতনি। সমুদ্র—(১) চমকিত (২) গীমক (৩) কহয়ে শুন ধনি ধনি (৪) সমুঝবি ইঙ্গিতে সোধি।

ব্যাখ্যা—মাধব রাধানামের রা মাত্র শুনিয়াই চমকিয়া উঠেন, অঙ্গের পুলক সম্বরণ করিতে পারেন না। নয়নের জলের তরঙ্গভরে তিনি আকুল হইয়া উঠেন—প্রেম-তরঙ্গের কথা কে বর্ণনা করিতে পারে? তুমি নিশ্চিতরূপে জানিলে যে, রাধারই মাধব আর মাধবেরই তুমি রাধা। তোমার সংবাদরূপ সুধারসপানে সে উন্মত্ত হইয়া হাসিয়া হাসিয়া বারবার অঙ্গমোড়া দেয়। সে পত্র লিখিবে, কিন্তু ভাবাবেগে কালি কোথায় দেখিতে পায় না, গদ্‌গদ-স্বরে কথা বলিতে বলিতে তাহার বাক্‌রোধ ঘটে। সে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দুই নয়নকমল মুদিয়া পথ দেখাইল (নয়ন বন্ধ করার ইঙ্গিত এই যে, রাত্রি অন্ধকার হইলে যেন সুন্দরী অভিসার করে)। গোবিন্দদাস বলেন, ধন্য তুমি সুন্দরী। এই ইঙ্গিত ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ।

২৪২

শ্রী রাগ

কত কত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি
কে না করই অভিলাষ।
যো পুরুখ রতন যতনে নাহি পাওই
সো তুয়া দাসকি আশ॥
সজনী আর কত সাধসি মানে।
রসময় লোচন লোরে লাঞ্ছসি
অনুভূয়ি সহসি পরাণে॥
যাকর মুরলী আলাপহি কত কত
কুলরমণীগণ ভোর।
তোহারি প্রেমভএ বাত না কহতহিঁ
অতএ কি মানসি থোর॥
প্রেমকি দহন প্রেমপয়ে শীতল
আনহি হোয়ত আন।
চন্দন চন্দ্র চন্দনি তাপই
গোবিন্দদাস রসগান॥

সং ৩৪

শব্দার্থ—সো তুয়া দাসকি আশ—সে তোমার দাস হইতে চায়। রসময় লোচন লোরে লাঞ্ছসি—সেই রসময়কে নয়নজলে লাঞ্ছনা করিতেছ। অনুভূয়ি সহসি পরাণে—তাহা অনুভব করিয়াও তুমি প্রাণে সহ্য করিতেছ। অতএ কি মানসি থোর—ইহা কি অল্প বলিয়া মনে কর? প্রেম-কি দহন প্রেমপয়ে ইত্যাদি—প্রেমের যে জলন তাহা প্রেমের মিলন দ্বারাই শীতল হয়। অন্য জিনিস অন্যপ্রকার হয়—যেমন সে জ্বালা মিটাইতে চন্দন ও চন্দ্রকিরণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে তাপ বৃদ্ধিই পাইবে। গোবিন্দদাস এই রস গান করিতেছেন।

২৪৩

তথা রাগ

তরুতলে বৈঠই পন্থ নেহারই
নয়নে গলই বহু লোর।
রাই রাই করি কত না ফিরই হরি
মনমাহা দেয়ই কোর॥
সুন্দরি তোর বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কাহ্ন॥

সহজ কমলদল তাহি মলয়ানিল
অগোরে লেপিত শ্যাম অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি উঠই কতেক বেরি
হা হুত মদন-তরঙ্গ ॥
শুন সখি রে ধনি রমণী-শিরোমণি
জাই কি ভেটহ কাহ্নু।
গোবিন্দদাস কহে তুরিতে নড়ু সুন্দরি
কাহ্নু ভেল বহুত নিদান ॥

সং ৩৬

শব্দার্থ—কত না ফিরই—কত ঘুরিয়া বেড়ায়। মনমাহা দেয়ই কোর—মনে মনে তোমাকে আলিঙ্গন দেয়। হা হুত মদনতরঙ্গ—মদনতরঙ্গে সে জ্বলিতেছে। বহুত নিদান—কানাই একেবারে শেষ অবস্থায় আছে।

২৪৪

সুহই

চন্দন-চান্দ লিখি চুম্বই কাহ্নু।
লাজে কমলমুখি তেরছ বয়ান ॥
কিশলয়দলে করু দশনকি ঘাত।
কিশলয় হেরি ধনি হেঠ রহু মাথ ॥
ঘন নখরেখ দেই কনয়া কটোর।
উহুঁ উহুঁ করি ধনি মোড়ই কোর
চম্পকদাম আলিঙ্গই কান।
লাজে গোরি সুখে হরল গেয়ান ॥
নীল পীত কিয়ে গলিত পিধান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান ॥

শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি (পৃঃ ১০৪) হইতে ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক নূতন পদ বলিয়া সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় (৩৬ খণ্ড) প্রকাশিত। সং ৯২ এবং ১৮০

ব্যাখ্যা—ইঙ্গিতে মনের অভিলাষ জানাইবার জন্ত কানাই চন্দন দিয়া চাঁদ অঙ্কন করিয়া চাঁদমুখ স্মরণ করিয়া চুম্বন করে; তাহা দেখিয়া সুন্দরী কমলমুখী লজ্জায় মুখ বাঁকায়। নবপল্লবদল দাঁত দিয়া কাটে, সুন্দরী সেই কিশলয় দেখিয়া মাথা হেঁট করে। একটি সোনার বাটীতে বার বার নখের রেখা অঙ্কন করে। সুন্দরী তাহা বুঝিতে পারিয়া যেন আঘাত পাইয়াছে, এইভাবে অঙ্গ মোড়া দেয়। চম্পকবরণীর কথা ভাবিয়া কানাই চম্পকদামে আলিঙ্গন করে, তাহা দেখিয়া গৌরী আনন্দে যেন চেতনা হারায়। একজনের নীলবসন, অপরের পীতবসন যেন খুলিয়া পড়ে। গোবিন্দদাস দুইজনের গুণগান করেন।

২৪৫

ধানশী

তনুরুচি-হারী কিরণ-মণি-কাঁতি।
পহিরল নীলবসন কত ভাঁতি ॥
এহো নেহারি কি বিজুরিক রেহা।
লাজে লুকায়ল সঘন মেহা ॥
দেখ দেখ সুবল বিপিনে কোন গোরী।
বলকয়ে চিত চোরায়লি মোরি ॥
খঞ্জন-গঞ্জন লোচন জোর।
যৈছে চিত্রগতি চারু চকোর ॥
হেরি হেরি অতয়ে করিয়ে অনুমান।
খঞ্জন খঞ্জ ভেল চলই না জান ॥
চলইতে রুনু ঝুনু মঞ্জির বোলই।
মনসিজ মন্ত্র বেকত জনু ভনই ॥
ইথে কৈছে ধৈরজ ধরবহি কান।
গোবিন্দদাস এতহু নাহি জান ॥

ক. বি. ২৯৯৯ কী ১১৪

ব্যাখ্যা—মণির কিরণের কান্তি হার মানিয়াছে সুন্দরীর তনুর কান্তির কাছে। সে কত কায়দা করিয়া নীল সাড়ী পরিয়াছে। এ কি বিদ্যুৎরেখা দেখিলাম? সে কি লজ্জা পাইয়া সঘন মেঘে লুকাইল? সুবল, দেখ দেখ বিপিনে কোন গৌরী বলপূর্ব্বক আমার চিত্ত চুরি

করিয়া লইল। তাহার নয়নযুগল খঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়; সেই নয়নদ্বয় দেখিয়া মনে হয় খঞ্জন যেন খোঁড়া হইয়াছে, চলিতে পারে না, তাই সুন্দরীর নয়নরূপে অবস্থান করিতেছে। চলিবার সময় তাহার নূপুরে রুনুঝুনু শব্দ হয়, তাহাতে মনে হয় যেন মদনের মন্ত্র ব্যক্ত করিয়া বলিতেছে। ইহাতে কানাই কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবে? গোবিন্দদাস একথার কোন উত্তর জানে না।

২৪৬

ধানশী

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥
দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি।
যত তত করি নাহি ঔষধী॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চির।
না করে আহার না হয় থির॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
সুতল ভূতল সোঙরি রাধা।
কহই বচন না বুঝি আধা॥
তুলাখানি দিনু নাকের কাছে।
দেখিনু কেবল সোয়াস আছে॥
আছয়ে সোয়াস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর মোহর দিব॥
গোবিন্দদাসের বিরহ-বাধা।
ইহার ঔষধ কেবল রাধা॥

কী ১৫৯

শব্দার্থ—নিদান—শেষ অবস্থা। আইনু—আসিলাম। না বান্ধে চিকুর—শ্রীকৃষ্ণের লম্বা লম্বা চুল, তাহা আঁচড়াইয়া সজ্জিত করে না। সুতল—শুতল, শুইয়া থাকে। সোয়াস—শ্বাসমাত্র। না রহে জীব—ইহাতে কিন্তু জীবন থাকিবে মনে হয় না। মোহর দিব—আমার দিব্যি।

২৪৭

শ্রী রাগ

সহজই শ্যাম সুকোমল সুশীতল
দিনকর কিরণে মিলায়।
সো-তনু-তাপ লব নাহি পরশিতে
মলয়জ পঙ্ক শুখায়॥
সজনী কত সমুঝায়ব নীত।
কানু কঠিন পথ কয়ল আরোহণ
গণি গণি তোহারি পীরিত॥
অনুক্ষণ নয়ানে নীর নাহি তেজই
বিরহ আনলে হিয়া জারি।
পাবক পরশে সরস দারু জনু
একদিকে নিকসয়ে বারি॥
নবীন নলিনদল কত না বিছায়ব
শুতলি অতি অবসাদে।
গোবিন্দদাস কহ চামর ঢুলাইতে
অধিক বাড়য়ে পরমাদে॥[১]

কী ১৫৯, ক্ষণদা ৭।৫

পাঠান্তর: ক্ষণদা—(১) জ্ঞানদাস কহে চামর ঢুলাইতে অধিক উপজে পরমাদে।

ব্যাখ্যা—শ্যামের তনু সহজেই সুশীতল ও ননীর মত সুকোমল, রৌদ্রের তাপে যেন গলিয়া যায়। সেই তনুর তাপ এখন এমন বেশী হইয়াছে যে, চন্দনপঙ্ক একটু ছোঁয়াইতে না ছোঁয়াইতে শুকাইয়া যায়। সুন্দরি! তোমাকে রোজ রোজ (নীত=নিত্য) কত বুঝাইব। কানাই তোমার প্রেম স্মরণ করিয়া কত কঠিন পথে আরোহণ করিয়াছে। তাহার নয়নে কখনও জলধারার বিরাম হয় না; বিরহ অনলে তাহার অন্তর জ্বলিতেছে—যেমন ভিজা কাঠের একদিক্ জ্বলে, অন্যদিক্ হইতে জল বাহির হয়। নব নব কমলদলে কতবার শয্যা রচনা করি, কিন্তু তাহাতে সে অবসন্ন হইয়া শুইয়া থাকে। গোবিন্দদাস বা (পাঠান্তরে) জ্ঞানদাস তাঁহার বিরহাগ্নি উপশম করিবার জন্য চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, কিন্তু

তাহাতে বিপদ্ আরও বাড়িয়া গেল ; আগুন আরও জোরে জ্বলিতে লাগিল।

২৪৮

ধানশী

শুনইতে মাধব বিরহ বেয়াকুল
কম্পই ভানু-কিশোরী।
লোচন লোরহি ভিগল অম্বর
অঙ্গ সম্বরি নাহি পারি ॥
সুন্দরী চলতই কানুক পাশে।
যৈছে চাতকিনী হেরি নবাম্বুদ
ধায়ই পরম পিয়াসে ॥
চির চিকুর কিছুই নাহি সম্বরু
পথ বিপথ নাহি জানে।
বিপুল নিতম্ব ভরে গতি অতি
মন্থর নিমিখ কোটী যুগ মানে ॥
যো পদ নব নব কমল সুকোমল
ধরণী পরশে ভয় লাগে।
সো অব কণ্টক সঙ্কট বাটহি
রোপি ধায়ল অনুরাগে ॥
বিরহে বিমোহিত ভূতলে সোয়ই
যাহা নব নাগর কান।
সোই কুঞ্জে ধনি দূতি আগে করি
হেরি রহু কমল নয়ান ॥
প্রিয় সহচরী শ্রবণহি কহতহি
এ ব্রজ-জীবন কান।
আয়ল তোহারি প্রাণপ্রিয়ে রাধিকে
হেরহ মেলিয়া নয়ন ॥
রাইক নাম শ্রবণে যব শুনল
হেরইতে রাইক অঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহ বিরহ দূরে গেও
উথলল প্রেমতরঙ্গ ॥

ক. বি. ৭৯ কী ১৬০

শব্দার্থ—কম্পই—কাঁপিতেছেন। ভানু-কিশোরী—বৃষভানু-নন্দিনী রাধা। যৈছে চাতকিনী ইত্যাদি—নূতন মেঘ দেখিয়া পরম তৃষ্ণা লইয়া চাতকিনী যেমন তাহার পানে ধাবিত হয় তেমনি সবেগে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে চলিলেন। নিমিখ কোটী যুগ মানে—সুন্দরী নিতম্বভরে জোরে চলিতে পারিতেছেন না, গতি মন্থর হওয়ায় দেরী হইতেছে, আর প্রত্যেক নিমেষকালকে তিনি কোটী যুগ বলিয়া মনে করিতেছেন। কণ্টক সঙ্কট বাটহি—কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কটময় পথে। উথলল—উথলিয়া উঠিল, উদ্বেল হইল।

২৪৯

ধানশী

রসবতি সরস পরশ মুখবঙ্কে।
কি করব চন্দন ইন্দুঘন পঙ্কে ॥
শীতল কর-কিশলয় যাঁহা আগি।
কী ফল তাহা তরু কিশলয় ভাগি ॥
শুন শুন রমণিশিরোমণি রাধে।
তো বিনু কানুক সব ভেল বাধে ॥
পদুমিনী কোরে যো তাপ না তেজ।
কি ফল তাঁহি কমলদল সেজ ॥
বিধুমুখী চুম্বনে যাহে না সোহাই।
কি করব তাহা বিধুকিরণ বিগাই ॥
এতদিনে দূরে গেল সব দুখ ভান।
জানলুঁ অব তুয়া অনুচর কান ॥
অতয়ে সে নাগরি জানি কহ আন।
গোবিন্দদাস তোহাঁরি গুণ গান ॥

বরাহনগর ৪ (৩) ৪৬ পদামৃতসমুদ্র ১১৭, কী ১৫২
ক. বি. ৬১, সা. প.
(১)—৯৬, রাধা ৮৩, বৃ ১৪

ব্যাখ্যা—মাধবের প্রাণ শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য চন্দ্রকিরণ ও ঘনচন্দনপঙ্ক প্রয়োগ করিয়া লাভ নাই,

কেননা তিনি অন্য রসবতীর সরস স্পর্শ পাইলেও মুখ বাঁকাইয়া লন। যেখানে শীতল করপল্লব তাঁহার গায়ে বুলাইলে তিনি আগুনের ছোঁয়া লাগিতেছে মনে করেন, সেখানে তরুর নব পল্লব ভাঙ্গিয়া কি লাভ? রমণীশ্রেষ্ঠা রাধা, শোন শোন, তোমা ছাড়া আর সব কিছুকে কানাই বাধা মনে করেন। অন্য পদ্মিনীর কোলে তাঁহাকে শোয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার তনুর তাপ কমে না; সুতরাং কমলদলের শয্যায় শোয়াইলে কি ফল হইবে? বিধুমুখীদের চুম্বন যেখানে শোভা পায় না, সেখানে চন্দ্রকিরণকে নিন্দা করিয়া (বিগাই) লাভ কি? এতদিনে সব দুঃখের কারণ দূর হইল; বোঝা গেল যে, কানাই তোমার অনুচর। অতএব এখন আর তুমি যেন কোন ওজর আপত্তি করিও না; মাধবের সঙ্গে মিলিত হও। তাহা হইলে গোবিন্দদাস তোমার গুণগান করিবে।

সো পদকমল হৃদয়ে করি লেব।
গোবিন্দদাস যব অনুমতি দেব।

ক. বি. ৩০০০ গীতচন্দ্রোদয় ৩৫৬

পাঠান্তর—'গো' পুঁথি (১) যব করু (২) রঙ্গিম জাদ বিথারল পীঠ।

শব্দার্থ—অলিসঞ্চে—সখীদের সঙ্গে। গীম মোড়াই—গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া। লোলিত—দুলিতেছে। ঢরকই কাঁতি—কান্তি যেন ঢলকিয়া পড়িতেছে, প্রবাহিত হইতেছে। ফাঁসক ভাঁতি—কেশজাল যেন ফাঁস বা ফাঁদের মতন। চিতমুরুতি কিয়ে রহলহি লেখি—সে কি মানবী না চিত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তি? যাবক শোভা—আলতার সৌন্দর্য। গোবিন্দদাস যব অনুমতি দেব—যখন গোবিন্দদাস অনুমতি দিবেন তখন।

২৫০

ধানশী

করি[১] জলকেলি অলিসঞ্চে বালা।
হেরলু পথে জনু চান্দকি মালা॥
অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি।
অনুখন মাধুরী মরমহি জাগি॥
এ সখি! এ সখি! মোহে হেরি রাই।
বিহসি রহলি ধনী গীম মোড়াই॥
সো মুখ ঝলমল নিরমল জোতি।
লোলিত নাসক বেশর মোতি॥
রঙ্গ অধরপর ঢরকই কাঁতি।
মদনমোহন যৈছে ফাঁসক ভাঁতি॥
বঙ্কিম কেশ বিথারল পীঠে।[২]
চকিতহি মঝু মন লাগল দিঠে॥
ঐছে সুকেশিনী হাস নাহি দেখি।
চিতমুরুতি কিয়ে রহলহি লেখি॥
পদনখ অঙ্গুরি যাবক শোভা।
দশনখ ভয়ে চান্দ অরুণহু লোভা॥

২৫১

ধানশী

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াথ[১] না পাই॥
কি বা খণে আল সোই[২] কি দেখিনু তারে।
ওরূপ লাবনি ধনি! নয়নে উপরে[৩]॥
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে রাই[৪] রস অবলম্বে॥
তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে।
কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥
তাহে অতি বিরাজিত ঘাম বিন্দু বিন্দু[৫]।
মুকুতা ভূষিত যেন পূর্ণমিক ইন্দু॥
মন্দ মধুর হাস বিলাস অধরে।
সেই সে সমাধি রহু মরম ভিতরে॥
ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে।
আধ গিরি মাঝে যেন নবজলধরে॥
উর আধ পরে লোলে মুকুতার হারে।
সুমেরু শিখরে যেন সুরধুনী ধারে॥

মঝু মন রহি তহি করত সিনান
গোবিন্দদাস কহে ইহ পরমান ॥

ক. বি. ৫৬, রাধা ৫০ ক্ষ ১৮১৩, গী ৩৫৬, সং ২৪ কী ১২৫

পাঠান্তর—ক্ষণদায় (১) সম্বিত (২) আইনু সখি (৩) বনি নয়ন উপরে (৪) ধনী (৫) তথি বিরাজই শ্রম ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু।

শব্দার্থ—কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে—কামদেব যেন চন্দ্রকে চামর করিতেছেন। রাধার মুখ যেন পূর্ণ শশধর আর কেশ চামরতুল্য। সমাধি রহু—ধ্যানে থাকুক। ফুয়ল নীলিম বাস—খোলা নীল বসন (আঁটসাঁট নহে)। রহে আধ উরে—অর্দ্ধেক বক্ষের উপরে থাকে। আধ গিরি মাঝে যেন নবজলধরে—বক্ষের অনাবৃত অর্দ্ধেক অংশ যেন পর্ব্বতের অর্দ্ধাংশ আর নীলবসন হইতেছে নবজলধর। লোলে—দোলে।

২৫২

গুঞ্জরী

কানুক মুখে শুনি[১] গদগদ ভাষ।
মিলল সহচরী রাইক পাশ ॥
[২]সুন্দরী কুশল পুছই হসি থোরি।
সখী কহু নয়নে নয়নযুগ জোরি ॥
শুন শুন এ বৃষভানু কুমারি।
তুয়া বিনু আকুল রসিক মুরারি ॥
দেই দরশ তুহুঁ সরবস্ব নেলি।
তিলে তিলে তাক কৈছে মতি ভেলি ॥
তুয়া রূপ নিরমিয়া দেয়ই কোর।
হেরইতে লোচনে গলহি[৩] লোর ॥
কহই না পারই মদন হুতাশ[৪]।
কতয়ে যতন করু গোবিন্দদাস[৫] ॥

গী ৩৭ কী ১৪৭

পাঠান্তর—কী (১) কানুক বচন শুনি (২) তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ 'কী'-তে নাই (৩) গলতহি (৪) হুতাশে (৫) চামর ঢুলায়ই গোবিন্দদাসে।

শব্দার্থ—নয়নে নয়নযুগ জোরি—মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চোখে চোখ রাখিয়া। তিলে তিলে তাক কৈছে মতি ভেলি—তিলে তিলে তাহার সম্বন্ধে তোমার কি রকম বুদ্ধি হইল? দেয়ই কোর—আলিঙ্গন দেয়।

২৫৩

যব বিহি বালিসঞে লেহ ঘটায়ল
ধবসঞে মাধবী বাস।
আপ মূরুখপন আপে ঘটায়ল
মধুপকি তততহি[১] উদাস ॥
মাধব! না কর মনোরথ-বাধ।
মাধবী মধুপ এ কবহি ভিন নহ
সময়ে পূরব সাধ ॥
মুকুলিত হোত যবহি মধুমাধবী
ধর রহু[২] ভুজহি পসারি।
শ্যাম ভ্রমরবর সো মধু পিবইতে
কোনে বিঘিনি করু পারি ॥
মঝু উপদেশ শ্রবণে নাহি শুনহ
করহ সুদৃঢ় বিশোয়াস।
যোগি ধরম যৈছে সময়ে সোহায়ত[৩]
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

গী ৪০০, কী ১৩৬

পাঠান্তর—কী (১) তহি (২) ধরবহু (৩) সহায়ত।

শব্দার্থ—লেহ ঘটায়ল—প্রেম ঘটাইল। ধবসঞে মাধবী বাস—স্বামীর সঙ্গে মাধবীর একত্র বাস।

ব্যাখ্যা—যখন বিধাতা বালার সঙ্গে তোমার প্রেম ঘটাইল, তখন স্বামীর সঙ্গে মাধবী একত্র বাস করিত। বিধি নিজের মূর্খতা নিজেই প্রকাশ করিল; ভ্রমর কি তাহাতে উদাস থাকে? মাধব! নিজের মনের অভিলাষে ব্যাঘাত করিও না। মাধবী ও ভ্রমর কখনও পৃথক্

থাকিতে পারে না; সময় আসিলেই তোমার সাধ পূর্ণ হইবে। মধুমাধবী যখনই পুষ্পিত হয় তখনই অবশ্য তাহার স্বামী আলিঙ্গনের জন্য বাহু প্রসারণ করিবে, কিন্তু মাধবীর মধু পান করিতে শ্যামরূপ ভ্রমরবরের কে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে? আমার উপদেশ তুমি এখন কানে তুলিতেছ না; কিন্তু সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, এই সময়ে, যখন মাধবী মুকুলিত হয় নাই, তখন তাহার প্রতি যোগীর মতন উদাসীনতা প্রদর্শন করাই শোভা পায়।

২৫৪

তিরোথা ধানশী

সুন্দরি রমণি জনম ধনি তোর।
সবজন কানু কানু করি ভাবয়ে
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু ললিতা অবলম্বন করি
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥
কেশ পসারি যবহু তুহু আছলি
উরপর অম্বর আধা।
সো সব সঙরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি[১] কোন সমাধা[২]॥
তাকর অন্তর জলই নিরন্তর
বিদ্যাপতি ভালে জান।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সমুদ্র ১১১
কী ১৪৮
তরু ৬১

পাঠান্তর—কী (১) সখি (২) 'কোন সমাধা'র পর নিম্নলিখিত চারি চরণ কীর্ত্তনানন্দে অতিরিক্ত—

কব তুহু হসইতে দশন দেখায়লি
করে কর জোরি হিয়া মোরি।
অলখিত দিঠি করি হৃদয় পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর॥

ব্যাখ্যা—জনম ধনি তোর—তোর জন্ম ধন্য। চাতক চাহি ইত্যাদি—এ যে দেখিতেছি সব উল্টা। চাতকই জলধরের দিকে তৃষ্ণায় আকুল হইয়া চাহিয়া থাকে, এখন শ্যাম জলধরই চাতকের জন্য তৃষিত হইল; চাঁদ চকোরের পানে চাহিয়া রহিল। বৃক্ষই লতিকাকে অবলম্বন করিল। উরপর অম্বর আধা—বুকে অর্দ্ধেক কাপড়। কোন সমাধা—কানুর আকুলতার সমস্যা সমাধান হইবে কিরূপে? তাকর অন্তর ইত্যাদি—তাহার অন্তর যে সব সময়ই দগ্ধ হইতেছে তাহা বিদ্যাপতি ভাল করিয়া জানেন। গোবিন্দদাস সাক্ষী দিতেছেন যে, মাধব রাধা-বিরহে অল্পকালকেও কল্পকাল বলিয়া মনে করেন।

মন্তব্য—এই পদটি পদকল্পতরুতে (৬১) শুধু বিদ্যাপতির ভণিতায় ছাপা হইয়াছে। উহার ভণিতা—

হৃদয় পুতুলি তুহুঁ সো শুন কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

২৫৫

ধানশী

এ সখি! অপরূপ পেখলু রামা।
কুটিল কটাখ- লাখশর বরিষণে
মন বাঁধল বিনু দামা॥
পহিল বয়স ধনী মুনি-মনমোহিনী
গজবর-গতি জিনি মন্দা।
কনকলতাতনু বদন ভান জনু
উয়ল পুণমিক চন্দা॥
কাঁচা কাঁচন সাঁচ ভরি দৌ কুচ
চুচুক মরকত শোভা।
কমলকোরে জনু মধুকর শুতল
তাহে রহল মনলোভা॥
বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল
রাধা রসময় কন্দা।

গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরব
যো হেরি লাগল ধন্দা ॥

গী ৩৮৩

শব্দার্থ—মন বাঁধল বিনু দামা—বিনা রজ্জুতে মন বাঁধিল। কনকলতাতনু—তাহার দেহ কনকলতার তুল্য। বদন ভান জনু উয়ল পুণমিক চন্দা—বদন দেখিয়া মনে হয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে। কাঁচা কাঁচন—কাঁচা সোনা। সাঁচ—সত্যই। চুচুক মরকত শোভা—কুচের অগ্রভাগ ঈষৎ কৃষ্ণাভ বলিয়া উহার সহিত মরকতের শোভার তুলনা করা হইয়াছে। কমলকোরে জনু মধুকর শুতল—কুচের সহিত পদ্মের তুলনা ও মধুকরের সহিত চুচুকের তুলনা করা হইয়াছে।

২৫৬

পঠমঞ্জরী

সুন্দরি! তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন- শরানলে পীড়িত
জীবইতে সংশয় কান[১] ॥
বৈঠই তরুতলে পন্থ নেহারই
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর[২] ॥
শীতল নলিনীদল তাহে মলয়ানিল
আগোরে লেপই শ্যাম অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি উঠতহি কত বেরি
দাহত[৩] মদন তরঙ্গ ॥
চলহ বিপিনে ধনী রমণীর শিরোমণি
ভেটহ নাগর কান।
গোবিন্দদাস কহই শুন সুন্দরি
কাহ্নু ভেল বহুত নিদান[৪] ॥

ক. বি. ১৬৮৫ গী ৩৮৯, তরু ১২৮

পাঠান্তর—ক. বি. পুঁথির আরম্ভ—নবীন নলিনীদল
জিনি তনু কোমল
আগোর লেপই অঙ্গে
চমকি চমকি হরি।
(১) তুয়া গুণ অন্তরে মনহি নিরন্তর
জপইতে আকুল গান ॥ ক. বি.
(২) চম্পক দলে দেই কোর—ক. বি. (৩) হানত—তরু
(৪) দূতিক বচন শুনি রমণী শিরোমণি
বচনামৃত করু পান।
গোবিন্দদাস কহে ত্বরিতে চল সুন্দরি
কাহ্নু ভেল বড়ই নিদান ॥ ক. বি.

শব্দার্থ—জীবইতে সংশয় কান—কানাই বাঁচে কি না বাঁচে সংশয় হইতেছে। তুয়া ভাবে তরু দেই কোর—রাধা মনে করিয়া তরুকেই আলিঙ্গন করে।

২৫৭

বরাড়ী রাগ

অচপল চীত রতন তোহে সোঁপল
জীবন জাত না তারি।
পরবশ দেহ পরশ দূর রহু
অভয় না রোখবি গোরি ॥
শুন শুন কাহ্নু লিখল তোরে রাই।
দিন ঋতু আধ মদন শর ভারবি
হামারি বচন হেন লাই ॥
ইহ নবরাগ দহন পুন ভাবিনী
ডুবরি জনু তনু জারি।
লোচন মুদি মনহি মন বারবি
পরশি রসে রস বারি ॥
যো তুয়া লোচনে উজর কাজর
সো জনি চলবি বিমোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ।
লোরে মিটই জনি সোই ॥

সা. প. (১)—২৪৪

ব্যাখ্যা—দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচপল চিত্ত (অন্যে যে হৃদয় আসক্ত নহে এবং হইবে না) তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন এখনও যায় নাই—অর্থাৎ তিনি বিরহে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। তোমার বশে তাঁহার দেহ, কিন্তু তুমি তাঁহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, অভয়দানও করিতেছ না। হে গৌরি, অন্ততঃ অভয় দাও আশ্বাস দেওয়া বন্ধ করিও না। রাই, শোন শোন, কানু তোমাকে লিখিয়াছে। আমার মনে হয় যে, তুমি বুঝি সব সময়ই তাহাকে মদনশর মারিতেছ। হে ভাবিনি! এই নব অনুরাগের জ্বালায় তাহার দুর্ব্বল দেহ যেন জলিয়া যাইতেছে। চোখ বুজিয়া মনকে মনে মনে নিবারণ করিও, আর একটুখানি তাহাকে স্পর্শরস দান করিও; না হয় রসকে আর অগ্রসর হইতে দিও না। তোমার চোখে যে উজ্জ্বল কজ্জল তাহা দ্বারা যেন তাহাকে বিমোহিত করিয়া যাইবে। গোবিন্দদাস বলেন, হে সুন্দরি, ক্ষান্ত হও, আর বেশি ঔদাসীন্য দেখাইলে শেষ পর্য্যন্ত তোমার চোখের কাজল নয়নজলে মুছিয়া যাইবে।

২৫৮

বালা ধানশী

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥
চতুরী সখী সঞে বসই।
রস-পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখলু ব্রজ নব নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতি।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতি॥
ঐছন হেরইতে গোরি।
হঠ সঞে পৈঠল মনমাহা মোরি॥
তবহিঁ কুসুমশর জোরি।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়ে মোরি॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চান্দকি লাগি সুরজ উপরাগ॥

সা. প. (১)—৬৯, ক. বি ৩০১৫ গী ৪০৪, সমুদ্র ৯১, সং ২৮
রাধা ৫৪, গো ১৩, বৃ ৮ কী ১১৯

শব্দার্থ—হেরইতে হেরি না হেরি—যেন দেখিয়াও দেখে না। পুছইতে কহই না কহ—জিজ্ঞাসা করিলে কখনও উত্তর দেয়, কখনও দেয় না। রস-পরিহাসে হসই না হসই—কখনও হাসে, কখনও বা হাসে না। তরুণিম শৈশব—বয়ঃসন্ধি। মনমাহা—হৃদয়ের মধ্যে। চান্দকি লাগি সুরজ উপরাগ—চন্দ্রের জন্য (রাধার বদন সুধাকরের জন্য) সূর্য্য যেন রাহুগ্রস্ত হইয়াছে।

২৫৯

ধানশী

কানু কথা শুনি[১] গদগদ ভাষ।
মীলতি[২] সহচরি রাইক পাশ॥
কহতহি সহচরি শুন বর-গোর।
তুয়া লাগি হালত নন্দ-কিশোর॥
তুয়া রূপ নিরখই তরু দেই কোর।
হেরইতে গলতহিঁ লোচন লোর॥
যব নহি সুন্দরি করবি পয়াণ।
তব জিউ তেজব নাগর কান॥
সহই ন পারই মদন হুতাশ।
চামর ঢুলায়ত গোবিন্দদাস॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৩৮
অ ৭২

পাঠান্তর—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় (১) কানুক বচন শুনি, (২) মিললি।

শব্দার্থ—হালত—কাঁপিতেছে।

২৬০

মায়ুর

আজু মুঞি পেখনু রাই।
দরশনে নয়নে নয়নশর হানল
বিরস না ভেল মুখ চাই॥
গৌর বরণ তনু নীলপট উড়ল
কুচযুগ কনয় কটোর।
উরপর কুচক হার বিরাজিত
যুবজন চিত চকোর॥
বিপুল নিতম্ব জঘন অতি সুন্দর
কেশরী জিনি কটিদেশ।
কমল চরণযুগ যাবক রঞ্জিত
জগজনমোহন বেশ॥
পিঠশ্রী পরে বেণী বিরাজিত জনু ফণী
চলতহি মণি ধরি পাশে।
বিদগধ নাগরী মঝু মন আকুল
মুরছল গোবিন্দদাসে॥

ক. বি. ৪৯০ লহরী ২০৩

শব্দার্থ—যুবজন চিত চকোর—চন্দ্রের জন্য চকোরের ন্যায় যুবজনের চিত্ত তাঁহার জন্য উৎসুক হয়।

২৬১

ধানশী

না করি শিরে দেও হাত।
অন্তর জরজর দ্বিগুণ উতাপই
শুনইতে কাহুক বাত॥
পহিলে নয়ন মন দুহুক গমন ধনী
তেসর চিত পরাণ।
× × × ×
পিরীতি পবন দারুণ অব জানলু
পরশিতে বিঘটল অঙ্গ।
ও তিন আখর মনে জনি রাখসি
স্বপনে করসি জনু সঙ্গ॥
বিরহ-বিঘানলে জলত কলেবর
সঘনে লুঠই মহী-পঙ্ক।
তুহু রমণী-মণি তোহে চড়য়ে ধনি
কানু-বধ বিপুল কলঙ্ক॥
সব সখী মেলি কতহু আশোয়াসলি
বেদন কোই না জান।
গোবিন্দদাস কহ তুহারি পরাণ পণ
নহে কৈছে রহত পরাণ॥

বসুমতী সংস্করণ ৩৭

শব্দার্থ—পরশিতে বিঘটল অঙ্গ—প্রেম স্পর্শ করিতেই যেন অঙ্গভঙ্গ হইল। স্বপনে করসি জনু সঙ্গ—স্বপনেও যেন সঙ্গ করিও না।

২৬২

রাই অচেতন নিরখিতে সহচরি
অন্তরে কর‍য়ে বিচার।
শ্যাম অবশ তাহা রাই তরসে ঞিহা
আর কি করব পরকার॥
ঐছে কহল ধনি দেহ চন্দন আনি
রাই মুখে সিঞ্চয়ে নীর।
উঠ উঠ সুন্দরি শ্যাম রসে আগরি
করে ধরি পহিরল চীর॥
মলয়জ নীর পবনে ভেল শীতল
রাই সচেতন ভেল।
তৈখনে সহচরি রাইক কর ধরি
শ্যাম সম্ভাষণে চলল॥
শ্যাম পাশ মিলল যব সুন্দরি
রসবতি সুনাগরি রাধা।
মৃতসঞ্জীবনী ধনি পরশহি নাগর
খণ্ডিত মনসিজ বাধা॥

নাগরি নিরখিতে রসময় নাগর
উঠল কুঞ্জবিহারী।
রাইক রূপ নিবিড় আলিঙ্গই
গোবিন্দদাস যাউ বলিহারী॥

ক. বি. ৫৬৬

শব্দার্থ—রাই তরসে ক্রিহা—রাই এখানে ভয় পায়। শ্যাম রসে আগরি—শ্যামের প্রেমের রসে সকলের অগ্রগণ্যা।

২৬৩

দূতিমুখে শুনইতে রাইক চরিত।
সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত॥
কি কি বলি প্রেমে ভেল ভোর।
কহইতে গদগদ কণ্ঠ হি লোর॥
সঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে উপজল মদনতরঙ্গ॥
চলইতে পদযুগ থর থর কাঁপ।
হেরই লোর নয়নযুগ ঝাঁপ॥
ঐছন কুঞ্জে মিলল রাইপাশ।
দূরেহুঁ দূরে রহু গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৫০১

২৬৪

কানুক প্রবোধ করি সহচরি যাই।
তুরিতহি মিলল রসবতী ঠাঁই॥
শ্যামদূতী দেখি রাই লহু লহু বোলে
আদরে অনুসারি বসায়ল কোলে॥
কাহে আওলি দূতী নাগর ছোড়।
অকপট কহবি না রাখবি ঘোর॥
চতুরা সহচরী আদর জানি।
মরম নিবেদল লহু লহু বাণী॥
তুরিতহি করলি কালিন্দী সিনান।
তব তোঁহে হেরল নাগর কান॥
মোহে পুছল সোই রসিক মুরারি।
হাম কহল বৃষভানু-কুমারি॥
তুয়া নাম শুনিতে অবশ ভেল সোই।
গোবিন্দদাস নিবেদল তোই॥

ক. বি. ৫০৩

২৬৫

তথা রাগ

তুয়া মুখ চন্দ্র কোটি জিনি শোভিত
লোভিত কানু চকোর।
ও মুখকমলে চপল মন ডূবল[১]
তাহে কি ভমরা আন ভোর[২]॥
সুন্দরি উপেখবি[৩] দারুণ লাজ।
মনমথমন্ত্র পঢ়াওব নিরজনে
ইথে বিধি মিলাওব[৪] কাজ॥
গিরিবর কুঞ্জে[৫] রঙ্গে তুহুঁ অভিসর
মদন-গেহ দরশাব।
যাঁহা রহত মহা- মনমথ পঞ্জর[৬]
তাঁহা মলয়গণ ধাব[৭]॥
মদনক চীর থীর কর অম্বর[৮]
হৃদয় উঘারি পিন্ধান[৯]।
তুহুক হৃদয়[১০] এক করি জোড়ব
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

রাধা ৭০ সং ১২২, অ ৬৯

পাঠান্তর—অ (১) বুড়ল (২) ভ্রমর অলি ভোর (৩) উপেখলি (৪) মিলায়ল (৫) গিরিবর তুঙ্গ (৬) যাঁহা মনমথধব রহত নিরন্তর (৭) মলয়ানিল-গণ ধাব (৮) সুন্দরি (৯) হৃদি উদঘাটহ বাণ (১০) হৃদয় অব।

শব্দার্থ—তুয়া মুখ চন্দ্র কোটি জিনি ইত্যাদি—তোমার মুখের শোভা কোটিচন্দ্রের শোভার চেয়েও বেশি তাই কানাইরূপ চকোর লুব্ধ হইয়াছে। মনমথমন্ত্র পঢ়াওব ইত্যাদি—

আমি তোমাকে মন্মথের মন্ত্র নির্জ্জনে পড়াইব, তাহাতে বিধির ইচ্ছায় কার্যসিদ্ধি হইবে। গিরিবর কুঞ্জে ইত্যাদি—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কুঞ্জে তুমি অভিসার কর, সেইখানে মদনগৃহ দেখাইব। যেখানে মহামন্মথের পাঁজর থাকে অথবা পাঠান্তরে যেখানে মন্মথের স্বামী বা মন্মথরূপ স্বামী থাকে।

অনুরাগ*

২৬৬

তুড়ী

হেরি মুখচন্দ্র-সুধারস-লহরী-
কিরণহি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি চকোরিণি কামিনি
লোচন নিশি দিশি ভোর॥
সজনি অব হাম না বুঝি বিধান[১]।
অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে এ দুহুঁ দিঠি পূরল
কৈছে হেরব মুখ চাই॥
তাহে গুরু দুরুজন লোচন কণ্টক
সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার॥
সবহুঁ উপেখি যাই বন পৈঠব
কানু গীমে করি হার।
নিরজনে রাতি দিবস সুখে হেরব
এহি দঢ়ায়লু সার॥

* সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়তমকে যে নবনবায়মান রাগ অননুভূতরূপে প্রতীয়মান করায় তাহাকেই উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুরাগ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

কি করব আন ধরম-করম মত
জীবনহীন জনু দেহ।
গোবিন্দদাস ভণ মনমথ-মোহন
মিলনে কিয়ে করু কেহ॥

তরু ৭৭৯
কী. ২৭৩

পাঠান্তর—কী (১) সজনি হাম নহি বুঝিয়ে বিধান।

শব্দার্থ—হেরি মুখচন্দ্র ইত্যাদি—মুখরূপ চন্দ্রের সুধারসের যে তরঙ্গ তাহার কিরণে ভুবন উজ্জ্বল। দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন ইত্যাদি—সহস্র লোচনেও যাঁহাকে দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিধি মাত্র দুইটি আঁখি কেন দিলেন; তাহাতে আবার পলক দিয়াছেন, সুতরাং অপলকে মুখ দেখা যায় না। আনন্দের আতিশয্যে সেই নয়ন আবার অশ্রুতে ভরিয়া গেল, কিরূপে মুখের পানে চাহিয়া দেখিব? ভাল করিয়া কি দেখারই উপায় আছে? গুরুজন ও দুর্জ্জন রূপ কত কণ্টক ও সঙ্কট বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। গীমে করি হার—গলার হার করিয়া। জীবনহীন জনু দেহ—কানুই আমার জীবন, সে ছাড়া আমার দেহ যেন জীবনহীন হয়।

২৬৭

ধানশী

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনয়ে আন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরম ভয়-লেশ[১]॥
নাসিকা সো অঙ্গ[২] সৌরভে উনমত
বদন[৩] না লয়ে আন নাম।
নব নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে
ধরম রহল[৪] কোন ঠাম॥

গৃহপতি-তরজনে 'গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস"।
তহি এক মনোরথ জনি হয়ে অনরথ
পূছত গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—১৪৮, ক. বি. ১২৩ তরু ১৯৪, সমুদ্র ২৪৬

পাঠান্তর—তরু (১) লব-লেশ (২) নাসিকা হো সে অঙ্গের (৩) বদনে (৪) রহব (৫) কো উপজয়ে হাস (সমুদ্র)।

ব্যাখ্যা—মাধবের রূপে আমার নয়ন ভরিয়া গেল (সেই রূপ ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখিতে পাই না); তাহার সুমিষ্ট স্পর্শের কথা স্মরণ করিয়া দেহ পুলকিত হইল এবং সে রোমাঞ্চের আর শেষ হয় না। কানেও আমি আর অন্য কিছু শুনিতে পাই না, কেননা তাহার মধুর মুরলীর শব্দে আমার কান ভরিয়া রহিয়াছে। সখি! এখন কি আর উপদেশ দিবে? আমি এখন স্পষ্ট বলিতেছি যে, কানুর প্রেমে আমার তনু ও মন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে; আমার মনে আর লেশমাত্র কুলধর্ম্ম লোপ পাইবার ভয় নাই। আমার নাকে শুধু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধই লাগিয়া আছে, তাহাতেই সে উন্মত্ত; মুখও আর অন্য নাম লয় না। শ্রীকৃষ্ণের নূতন নূতন গুণসমূহ আমার মনকে বাঁধিয়া ফেলিল ('গুণ' শব্দে রজ্জুও বোঝায়)। ধর্ম্ম কোথায় পড়িয়া রহিল! গৃহস্বামীর তর্জ্জন, গুরুজনের গর্জ্জন শুনিয়া মনে হাসি আসে (কেননা, ব্যর্থ তাহাদের প্রয়াস)। গোবিন্দদাস সখীভাবে শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তোমার একমাত্র এই অভিলাষে অনর্থ ঘটিবে না তো?

২৬৮

বরাড়ী

কাঁহা কুমুদিনি কাঁহা উয়ল হিমকর
কাঁহা কমলিনি কাঁহা সুর।
বাট-ঘটিত কর পরশন দরশন
পরিবাদহি জগপুর ॥
মাধব দেখ তুহুঁ শ্যামর মেহ।
দূর সঞে গরজি গরজি দরশাওত
ঐছন মোর-সিনেহ ॥
জগ মাহ ভ্রমর- পিরিতি বহু মানিয়ে
যো পরিমল-রসে ভোর।
ঘন-কণ্টকময় কেতকি-মধু পিবি
ফিরি ফিরি রহত অগোর ॥
বিদগধ আগে মুগধ-কুল-কামিনি
বচন-রচন নহি জান।
গোবিন্দদাস কহ ধনি বিরমহ জনি
আন কহত হয়ে আন ॥

সা. প. (১)—৭৮, ক. বি. ৬৫ অ ৭১
রাধা ৬৭, বৃ ১০

ব্যাখ্যা—কোথায় বা থাকে কুমুদিনী আর কোথায় বা উদিত হয় তাহার প্রণয়ী চন্দ্র? কোথায় কমলিনী আর কোথায় সূর্য্য? তথাপি পথে চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণের অথবা হাতের স্পর্শ পায় কুমুদিনী ও কমলিনী. সেই কলঙ্কে জগৎ ভরিয়া গেল। মাধব, তুমি শ্যামল মেঘ দেখ; দূর হইতে গরজাইয়া গরজাইয়া নিজেকে দেখায় আর ময়ূর তাহার প্রতি প্রেম দেখাইয়া নাচিয়া উঠে; আমারও প্রেম সেইরূপ। জগতের মাঝে ভ্রমরের প্রীতি বহুস্থানে নিবদ্ধ হয়; সে পরিমলরসে উন্মত্ত হয়। অথচ বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া নিবিড় কণ্টকময় কেয়া-ফুলের মধুপান করিয়া সেই ফুলকে আগলাইয়া রাখে (অর্থাৎ সে মালতী, মাধবী প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধে ও স্বাদে তৃপ্ত না হইয়া কণ্টকময় কেয়াফুলের মধু খাইতে চায় ও তাহাকেই আগলাইয়া থাকে)। তোমার মতন রসিকের কাছে আমি মুগ্ধা (সরলা) কুলকামিনী কথায় পারিয়া উঠিব না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সুন্দরি! এখন থাম। এক বলিতে যেন আর না হয়।

২৬৯

কিশোর বয়স মণি কাঞ্চন আভরণ
ভালে চূড়া চিকণ-বয়ান।

হেরইতে রস- সায়রে মন ডুবল
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ ॥
সখি রে শ্যামবন্ধু পন্থকি মাঝ।
একে হাম অবলা, একেলা জলে যাইতে
বিসরল সব গৃহকাজ ॥
নয়ান-সন্ধান-বাণ, তনু মোর জড়জড়
কাহু বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল মন
পানি না পুরিনু কুণ্ডে ॥
ঘরে নহে ঘোর সম নিশির স্বপন হেন
আরতি তাক কহনে না যায়।
গোবিন্দদাস কহে পুন ধনি সুন্দরি
বাস করহু তরু-ছায় ॥

বি. ১৪১৩

শব্দার্থ—হেরইতে রস-সায়রে ইত্যাদি—সেই চিকণ কালার রূপ দেখিতে দেখিতে মন রসের সাগরে ডুবিল। বিসরল সব গৃহকাজ—তাহাকে দেখিয়া ঘরের সব কাজ ভুলিলাম। পানি না পুরিনু কুণ্ডে—জল ভরিতেই গিয়াছিলাম, কিন্তু জল ভরা আর হইল না; কেননা, মন পুলকে ভরিয়া গেল। ঘর নহে ঘোর সম—ঘর যেন অরণ্যের মতন। রাত্রিকালের স্বপ্নের মত উহা অলীক মনে হয়। আরতি তাক কহনে না যায়—আমার মনের যে আর্ত্তি তাহা আমার দয়িতকে বলা যায় না। গোবিন্দদাস কহে—গোবিন্দদাস সখীভাবে উপদেশ দিতেছেন যে, তুমি ঘর ছাড়িয়া তরুতলে বাস কর, তাহা হইলে কানাইয়ের সঙ্গে তোমার মিলন হইবে।

২৭০

শুন শুন সুন্দরি বিনোদিনী রাই।
তোমা বিনা নাহি জানি তোমারি দোহাই ॥
তোমা বিনা যেদিকে চাই সেই দিগ আন্ধিয়ারা।
মন-দুখ-মোচনি নয়নের তারা ॥
তোমার লাগিয়া রাধে বৃন্দাবন করিলাম
গাইতে তোমার গুণ মুরলি শিখিলাম ॥
তুয়া নাম জপি রাধে বীজমন্ত্র করি।
তুয়া পুণ্যফলে আমি জগতের হরি ॥
জগতে জানয়ে তুয়া অনুগত কান।
গোবিন্দদাস ইহ আছয়ে প্রমাণ ॥

ক. বি

শব্দার্থ—মন-দুখ-মোচনি নয়নের তারা—রাধা, তুমি আমার মনের দুঃখ-দূরকারিণী, তুমি আমার নয়নের তারা। গোবিন্দদাস ইহ আছয়ে প্রমাণ—রাধে! তুমি কানুর আনুগত্যে অবিশ্বাস করিও না, কেননা গোবিন্দদাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

২৭১

ধানশী

শুনইতে অনুখণ যছু নব গুণগণ
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।
দরশনে তাকর এ হেন লোর ঝর
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিঘণ বাঢ়াওল
কানু-সমাগম মাঝ ॥
যা সঞে কেলি- কলা-রস-লালসে
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পানি- পরশে তনু পরবশ
তবহি বিচেতন[১] ভেল ॥
হিয়া ঘন-সার হার নাহি পহিরলুঁ
যাক পরশ-রস-আশে।
তাক বিছেদে জীউ নাহি নিকসয়ে
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥

সা. প. (১)—১৪৬, ক. বি. ১২৩ তরু ৯০১, কী ২৭২, সমুদ্র ৪২৩

পাঠান্তর—(১) অচেতন—তরু।

ব্যাখ্যা—সব সময় তাহার নূতন নূতন গুণ শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন তাহাকে চোখের সামনে দেখিতেছি—তাই শ্রবণ (কান) নয়ন হইল। আর যখন তাঁহার দর্শন পাই, তখন নয়ন হইতে এত পুলকাশ্রু ঝরিতে থাকে যে, কিছুই দেখিতে পাই না, শুধু একটা সংস্কার থাকে যে, দয়িতের নিকটে আসিয়াছি—সুতরাং নয়ন হয় সে-সময় কানের মতন। হরি হরি কি দারুণ ব্যাপার ঘটিল। জানি না কোন্ বিধাতা কানাইয়ের সহিত মিলনের সময় বিঘ্ন সৃষ্টি করিল! যাহার সহিত কত রকমে কেলি করিব এই লালসায় কত কত অভিলাষ করিয়াছিলাম, তাহার হাতের পরশটি যেমনি আমার গায়ে লাগিল অমনি আমার দেহ আর আমার বশে রহিল না, আমি চেতনা হারাইলাম। হায় হায়! যাহার স্পর্শ পুরাপুরি পাইব বলিয়া বুকে চন্দনটুকু পর্য্যন্ত মাখি নাই, হারটি পর্য্যন্ত পরি নাই, তাহার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ এখনও বাহির হইল না! গোবিন্দদাস এ আক্ষেপে আর কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ?

২৭২

কামোদ

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস-সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন
পরশ-রসায়ন সঙ্গ ॥
এ সখি রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর সবগুণ আগর[১]
কো ধনি বিছুরয়ে পার ॥
গুরুজন-গরজন[২] গৃহপতি-তরজন
কুলবতি-কুবচনভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটই[৩]
মধুর-মুরলি-আশোআস[৪] ॥
কিয়ে করব কুল দিবস দীপতুল
প্রেম-পবনে ঘন দোল[৫]।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত
লাজক জালে আগোর ॥

সা. প. (১)—১৪৭, ক. বি. ১২৭২ তরু ৯০২, কী ২৭২, সমুদ্র ২৪৫

পাঠান্তর—(১) গুণ গণ সাগর—তরু (২) গঞ্জন—তরু (৩) সবহুঁ পহুঁ মেটব—কী (৪) মুরলী রস আশোয়াস—কী (৫) প্রেম-পরশে ঘন ডোর—কী।

ব্যাখ্যা—মাধবের নূতন নূতন গুণের কথা শুনিয়া কর্ণ তৃপ্ত হয়; তাঁহার অঙ্গ নয়নের রসায়ন—আনন্দকারক অথবা সঞ্জীবনী ঔষধতুল্য। তাঁহার পরিহাস-সম্ভাষণ অন্তরের রসায়নস্বরূপ। আর তাহার সঙ্গ স্পর্শরসায়ন। সখি! যাঁহার হৃদয়ই রসময় সেই সকল গুণে অগ্রগণ্য শ্যাম সুনাগরকে কে এমন সুন্দরী আছে যে ভুলিতে পারে? আমাকে গুরুজনেরা গর্জ্জন করিয়া ভয় দেখান, গৃহস্বামী তর্জ্জন করিয়া শাসায়, কুলনারীরা গালি দেয়, এসব বিপদ আমার দূর হইয়া যায় মধুর মুরলীধ্বনির আশ্বাসে (সেই আশ্বাসে আমি কোন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না)। প্রেমের বাতাসে দিবসদীপতুল্য কুলধর্ম্ম ঘন ঘন দুলিতেছে। গোবিন্দদাস কিন্তু ঐ কুলধর্ম্মরূপ প্রদীপকে লজ্জার জালে যত্ন করিয়া আগলাইয়া রাখিবে।

২৭৩

সুহই

সো কুলবতি অতি দুলহ গতাগতি
পতি-দুরমতি খুর-ধার।
পাপিয় পিরিতি এতহু নাহি সমুঝয়ে
দোসর মদন গোঙার ॥
সজনী রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন-বিরহ-গহ কবহু দূর নহ
ইথে কি আছয়ে মণিমন্ত্র ॥
দরশনে নহত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান।

তাহে বিনু তনু মন জীবন জরজর
কহত কিয়ে সমাধান[১] ॥
বিছুরণে মরণ[২] মরম মাহা পৈঠত[৩]
স্বপনে না হেরয়ে আন।
অমিলন মিলন দুহুঁ ভেল সমতুল
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥

প. (১)—১৪৯ তরু ৯১০, কা ২৭৪, সমুদ্র ৪২৪

পাঠান্তর—(১)
তব বিনু দরশন জর জর জীবন
কহ সখি কি এ সমাধান—সমুদ্র
(২) বিছুরত মরম—তরু (৩) পেঠহুঁ—সমুদ্র।

ব্যাখ্যা—সখি! সেই কুলবতীর পক্ষে বাহিরে চলাফেরা করা দুর্লভ (দুলহ), কেননা তাহার দুর্ম্মতি স্বামী ক্ষুর-ধার (ক্ষুরের মতন তাহার মুখে ধার; খুব কটু কথা বলে), কিন্তু পাপ প্রেম তো এত বোঝে না! তাহার আবার বন্ধু জুটিয়াছে গোঁয়ার মদন! কি জ্বালা! সই! আমাদের রাইয়ের তো স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় নাই, সে যে ঘরের বৌ! অথচ তাহার মন হইতে নিবিড় বিরহরূপ গ্রহের আক্রমণ কখনও দূর হয় না। বল না, উহা দূর করিবার কোন মন্ত্র কি ঔষধ পাওয়া যায় কিনা। সখীর এমন মুস্কিল যে, দর্শনসময়ে নয়নের তৃপ্তি করিয়া দেখিতে পায় না (নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়) আর স্পর্শসুখ উপভোগ করিবে কি? কান্তকে ছোঁয়া মাত্র সে জ্ঞান হারায়। তাহার বিরহে সখীর তনু, মন ও প্রাণ জরজর। বলতো এর কি উপায় করা যায়? যদি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে বল, তাহা হইলে বলিতেছি যে, সে তাহার দয়িতকে ভুলিবে তখনই যখন মরণ আসিয়া তাহার মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিবে। সে যে স্বপ্নেও অন্যকে দেখে না; তাহার পক্ষে কি ভোলা সম্ভব? সখীর এমন সঙ্কট অবস্থা যে, অমিলনেও তাহার প্রাণ যায়, আবার মিলনকালেও সে জ্ঞান হারায়; সুতরাং মিলন অমিলন তাহার কাছে সমান হইয়াছে। গোবিন্দদাস সে কথা ভালভাবেই জানে।

২৭৪

ধানশী

পিরিতিক রীত কোন অবগাহই
সহজই বঙ্কিম সোই।
যো রস-ধাধসে ধস ধস অন্তর
পাঁজর জর জর হোই ॥
সজনি তোহে কহি কানুক নেহা।
যত যত নীত চীতে মনু উঠয়ে
ভাবিতে আকুল দেহা ॥
পরবশ হোই যোই ধনি জীবই
প্রেম-বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ লালস
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥
মরমক বোল কহত হিয়া ডোলত
কো কহ জনি পরিবাদে।
গোবিন্দদাস বচনে হাম ভুললুঁ
তে ভেল এত পরমাদে ॥

ক. পি. ১১০ তরু ৯৪০

শব্দার্থ—অবগাহই—তলাইয়া দেখে বা বুঝে। বঙ্কিম সোই—তাহার বাঁকা রীতি (উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে সাপের মত বাঁকা গতি)। ডোলত—দোলে, কাঁপে। ধাধসে—আকাঙ্ক্ষায়। ধস ধস অন্তর—বুক ধড়ফড় করে। নীত—নিত্য। পরবশ হোই যোই ধনি ইত্যাদি—যে নারী পরবশ (পরের অধীন) হইয়াও প্রেমবিলাস করিবার আশায় বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত মরণই কামনা করিতে হয়, কেননা তাহার লালসা মেটা দূরে থাকুক দয়িতের দেখা পাওয়াই দুর্লভ হয়। জনি পরিবাদে—পাছে কলঙ্ক দেয়।

২৭৫

একলা যাইতে যমুনা ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিল বাটে ॥

প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥
নাসা পরশিয়া রহিল দূরে।
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে ॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস ॥

তরু ৬৯২
কী ২৯০

শব্দার্থ—নাসা পরশিয়া রহিল দূরে—নাসা স্পর্শ করিয়া মাধব ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে, তোমাকে না পাইলে আমার শ্বাস আর বহিবে না। তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস—মাধবের সাহস দেখিয়া গোবিন্দদাসের বুক কাঁপিতেছে।

মিলন ও সম্ভোগ

২৭৬

ধানশী

সজনি কাহে মিনতি করু মোহে।
হম নহি জানিয়ে প্রেম কি নেহে ॥
কৈছন কানু নয়নে নহি হেরি।
শুনইতে অন্তর কাঁপয়ে মোরি ॥
দুরতর পন্থ কৈছে হম যাব।
হম গোঙারি নহি জানিয়ে ভাব ॥
সহচরি কহতহি সুন্দরি নারি।
তুয়া লাগি আকুল রসিক মুরারি ॥
কোকিল-কলরব শুন যব কানে।
চমকি উঠত বহু হরল গেয়ানে ॥
এতহু শুনল যব সহচরি-বোল।
হরি-অভিসার চলু রঙ্গিণি ভোর ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে রস-সার।
সহচরি কুঞ্জে কয়ল অভিসার ॥

শব্দার্থ—হম নহি জানিয়ে প্রেম কি নেহে—আমি বালিকা, প্রেমই বা কাকে বলে, স্নেহই বা কি জিনিষ, কিছুই আমি জানি না। হম গোঙারি—আমি গ্রাম্যা।

২৭৭

শ্রীগান্ধার

চলহ তুলহ কুল-রামা।
উর বিনু শেজ পরশ নাহি দেয়বি
তব তুহুঁ বিদগধ-নামা ॥
গুরুজন-নয়ন চৌকি ঘন দশ দিশ
অহনিশি রহত অগোর।
সো সব বারি আনি তোহে সৌপলু
যশ অপযশ অব তোর ॥
সখিগণ জীবন ধনি সরবস ধন
তনু জনু নব-নবনীত।
তুহুঁ গিরিবর-ধর এ অতি কাতর
ইথে লাগি চমকয়ে চীত ॥
সখিগণ মাঝে বিদিত তুয়া গুণ-গণ
পুন জনি কর পরকাশ।
সখি কর-তালি তরল দেই হাসব
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

গো ১৯

শব্দার্থ—উর বিনু শেজ পরশ ইত্যাদি—তুমি ইহাকে বুকের উপরই রাখিও, শয্যায় যেন শুইবার অবকাশ দিও না, তবেই তোমাকে রসিক বলিব। অগোর—গুরুজন চোখে চোখে আগলাইয়া রাখে।

২৭৮

শ্রী রাগ

তুয়া গুণে কুলবতী- বরত-সমাপনি
গুরু-গৌরব-ভয় ছোড়ি।
গুরুজন-দিঠি- কণ্টক তরি আওলি
মনহিঁ মনোরথ ভোরি ॥

শুন মাধব ! তোহে সোঁপলু ব্রজবালা।
মরকত মদন কোই জনু পূজই
দেই নব-কাঞ্চন-মালা॥
তুহুঁ অতি চপল চরিত জনু ষট্‌পদ
কমলিনী বিপিন-গেয়ারী।
মৃদুল শিরীষ কুসুম জনু তোড়বি
লহু লহু করবি সঞ্চারি॥
তরুণী সমাজে শুনি জনু দুরজন
হাসি না দেই করতালি।
দূতীকো মিনতি এতহুঁ তুয়া পদ-তলে
গোবিন্দদাস বলিহারি॥

. প. (১)—১০৮, ক. বি ৯৩৭ ক্ষ ২।৯, কী ১০৭
...দা ১১৭, বৃ ১৯, গো ২৭

২৭৯

কেদার

কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপি[১]।
ঈষদবলোকনে লোচন ছল ছল
কেলি সমাগমে কাঁপি[২]॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ[৩]।
কামুক অদরশে[৪] খণে বিয়াকুল
দরশনে ঐছন রঙ্গ[৫]॥
রাই বদন হেরি লুবধল মাধব
কোরে বৈঠায়লি গোরী।
কুচ কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনী
চুম্বনে রহু মুখ মোরি॥
ভুজে ভুজ বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভণ
অধরে অধর রস নেল।
গোবিন্দদাস পহুঁ পূরল মনোরথ
নব নব সঙ্গম ভেল॥

ক. বি. ২৯২৪ এবং গী ১২৫, তরু ১৮৯, কী ৯৫

পাঠান্তর—(১) বসন মুখ ঝাঁপি—কী, তরু (২) কাঁপ—তরু (৩) দেখ সখি রাধা মাধব রঙ্গ—গী (৪) কামুক আদরে—কী (৫) দরশনে ইহ চিত রঙ্গ—গী।

ব্যাখ্যা—প্রথম সমাগমের আনন্দ ও লজ্জায় কানাইয়ের মুখের পানে তাকাইতেই শ্রীরাধার হৃদয়ে ভাবাবেগ উছলিয়া উঠিল ; কিন্তু লজ্জায় তিনি মুখ ঢাকিলেন। একটু তাকাইয়াই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল ; কেলির কথা ভাবিয়া বুক কাঁপিয়া উঠিল। সখি ! রাইয়ের ঢং দেখ। কানুকে একটু না দেখিলে যে ব্যাকুল হইয়া উঠে সে এখন দেখা পাইয়া ঐরকম রং করিতেছে।

২৮০

শ্রী রাগ

সুরত-তিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি।
করে কর বারই তরল-নয়ানি॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশই[১] গাত।
নহি নহি বোলি ধুনাওই[২] মাথ॥
অভিনব মদন-তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম-তরঙ্গ রঙ্গে অবগাই[৩]॥
চুম্বনে সকুচই লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই সিতকার॥
নখর পরশে ধনি চমকই গোরি।
দশইতে চমকি উঠই তনু মোড়ি॥
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ।
অন অন মনে মনসিজ উনমাদ[৪]॥
তৈখনে রোখত রাই পরসাদ।
গোবিন্দদাস কহ রসমরিয়াদ॥

স. প. (১)—১২০, ক. বি. ৮৯ সং ৪৬, গী ২৫১, সমুদ্র ৭২
বৃ ১৫ ক্ষ ৫।১০, তরু ৫৩, ১৩০

পাঠান্তর—(১) পরশিতে (২) ঢুলায়ত—গী ও সং (৩) শ্যাম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই—গী (৪) আনো আন মনে মনসিজ উনমাদ—সং।

শব্দার্থ—বারই—বাধা দিল। তরল-নয়ানি—যাহার নয়ন চঞ্চল। পরশই গাত—গাত্র স্পর্শ করে। ধূনা ওই—মাথা নাড়ে। অবগাই—অবগাহন করিয়া। সকুচই—সংকোচিত করে (নিষেধের উদ্দেশ্যে)। দশইতে—দশনদ্বারা চিহ্নিত করিবার সময়। রোখত—বন্ধ করে। বসিতেছেন না। সখী যখন প্রস্থান করিল, তখন তাহার সহিত ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু পটে আঁকা ছবিতে ভ্রমর যেমন নলিনীকে শুধু আগলাইয়া রাখে শ্রীকৃষ্ণ সেই-রূপ আগলাইয়া রাখিলেন। সম্ভোগ হইল না, কেননা কৃষ্ণের কামনা যেন রূপের কূপে নিমগ্ন হইল।

২৮১

রতিশ্রী

ধরি সখি আচরে ভই[১] উপচঙ্গ।
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি-পরিয়ঙ্গ॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস-অভিলাসে আগোরল[২] নাহ॥
লুবধল মাধব মুগধিনি[৩] নারি।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোয়ারি॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বয়ন নয়ানে জল[৪] খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পট্টাম্বরে[৫] ঝাঁপ॥
শূতলি ভীত পুতলি সম গোরি।
চিত-নলিনী অলি রহত[৬] আগোরি।
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম[৭]।
রূপক কূপে মগন ভেল কাম॥

সা. প. ১—১১৮, ক. বি. ৮৯ তরু ১০০, সং ৪৭, কী ১৬৯
গো ১৬, বৃ ১৫ সমুদ্র ১২৯, ক্ষণদা ১।১১

পাঠান্তর—ক্ষণদা (১) ভরি (২) অগোরল (৩) মুগধল (৪) নয়ন-জল (৫) পট্টাঞ্চলে (৬) রহলি (৭) কহ ইহ পরিণাম।

শব্দার্থ—ভই উপচঙ্গ—জড়সড় হইয়া। পরিয়ঙ্ক—পর্য্যঙ্ক। আগোরল—আগলাইল।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীর প্ররোচনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রথম সমাগমের জন্য গিয়াছেন। কিন্তু সখীর আঁচল ধরিয়া জড়সড় হইয়া আছেন। শ্রীহরির পর্য্যঙ্কে বসিয়াও

২৮২

বরাড়ী

অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ।
ঘর সঞে করযয়ে নয়ল সিনেহ॥
নিরসয়ে নব রতিপতি ভয় লাজ[১]।
দূতিক পৈঠহ[২] এহেন কাজ॥
কি কহব এ সখি কহনে না জান।
পহিল সমাগম রাধা কানু॥
যব ধনি কুঞ্জে কান্ত সঞে ভেট[৩]।
সচকিত নয়নে বয়ন করু হেট॥
সোপলো[৪] যব তুহু করে কর আপি।
সাধসে ধাধসে ধনি তুহুঁ কাঁপি[৫]॥
যব দুহুঁ আওল[৬] মদন শয়নে।
না জানিয়ে তব কিয়ে কর[৭] পাঁচবনে
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ সে সিয়ানি।
হরি কোরে সোঁপলি হরিণ-নয়ানি॥

সা. প. (১)—১১৯, গো ২০ তরু ১১৫, সং ৪৯, কী ১৭৪
বৃ ১৫ ক্ষ ৪।১২

পাঠান্তর—ক্ষণদায় আরম্ভ :

কি কহব রে সখি কহন না জান।
পহিল সমাগম রাধা-কান॥
যব দোহুঁ করে কর সোঁপলু আপি।
সাধসে ধাধসে দুহুঁ তনু কাঁপি॥
যব দোহুঁ নয়নে নয়নে ভেল ভেট।
সচকিত নয়নে বয়ন কর হেট॥

তরু (১) নিবসয়ে নরপতি পতিভয় লাজ। (এখানে

নিরসয়ে নিশ্চয়ই ছাপার ভুল, 'নিরসয়ে'ই ঠিক পাঠ। এই পাঠে অর্থ হইবে—নূতন অনুরাগ গুরুভয় ও পতিভয় এবং লজ্জাকে নিরসন করিয়াছে।)
২ পৈঠয়ে (৩) যব দুহুঁ নয়নে নয়নে ভেল ভেট
৩। সোপলুঁ (৫) ধয়ল দুহুঁক তনু কাঁপি (৬) পাওল
৫। কয়ল।

শব্দার্থ—ঘর সঞে করষয়ে ইত্যাদি—তাহার নবীন অনুরাগ তাহাকে ঘর হইতে টানিয়া আনিল। নবীন মদন ভয় ও লজ্জাকে নিরস্ত করিল। হরি কোরে সোঁপলি—গোবিন্দদাস অনুযোগ করিয়া সখীকে বলিতেছেন, তুমি তো সুচতুরা, তবে কেন হরি অর্থাৎ সিংহের কোলে হরিণ-নয়ানীকে সমর্পণ করিলে ?

২৮৩

ধানশী

রাধা মাধব পহিলহিঁ মেলি[১]।
দরশন[২] দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
[৩]হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরি।
দেওল রতন কয়ল পুন চোরি ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান্ত।
রাই করল পদ আধ পয়ান ॥
[৪]অনুভব বুঝইতে অবনতবয়নী।
চকিত বিলোকিত নখে লিখে ধরণী ॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥
মাতল মনসিজ দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিংকিণী কঙ্কণ বাজ ॥
শুনই না পাবই লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস ॥
ঘাম বিন্দু মুখ সুন্দর জোতি।
কনয়-কমল মাঝে পড়ি গেল মোতি ॥
কুচযুগ কনয়-ধরাধর জানি।
হৃদয়ে পড়ল বলি পহুঁ দিল পানি ॥
ঝাঁপল গিরিধর ঝাঁপল গোরি।
গোবিন্দদাস লখই পহুঁ ভোরি ॥

গী ২৪২, সং ৯৯

পাঠান্তর—গী—(১) পহিলহি রাধামাধব মেলি (২) পরিচয় (৩) তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পরিবর্ত্তে একাদশ ও দ্বাদশ চরণ—

হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেওলি চোরি ॥

(৪) সপ্তম ও অষ্টম চরণের স্থলে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ—

অনুনয় করয়িতে অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥

গীতচন্দ্রোদয়ে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ হইতে দ্বাবিংশ চরণ নাই। উহাতে মাত্র চৌদ্দ চরণ ; তন্মধ্যে শেষ দুই চরণ—

ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥

শব্দার্থ—দরশন দুলহ দূরে রহু কেলি—শ্রীরাধা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাই তাঁহাকে দর্শন করাই দুর্লভ হইয়াছে, কেলি করার কথা দূরে থাকুক। হাসি দরশি মুখ ইত্যাদি—একটু হাসিয়া মুখ দেখাইয়া ফের আচ্ছাদন করিল। তাহাতে কবির মনে হইতেছে যেন প্রদত্ত রত্ন ফের চুরি করিয়া লইল। (রত্ন দেওয়া হইয়া গেলে তাহার উপর আর কোন স্বত্ব থাকে না, তাই উহা ফেরত লইলে চুরি করা হয়)। করে কর বারইতে ইত্যাদি—হাতে হাত ঠেকাইতে যাইয়া যে স্পর্শ ঘটিল তাহাতেই প্রেমের স্পন্দন জন্মিল। শ্রীকৃষ্ণের তাহাতে এমন আনন্দ হইল যে, মনে হয় কোন দরিদ্র ব্যক্তি সহসা একটা ঘটে ভরা সোনা পাইল। ঝাঁপল গিরিধর ঝাঁপল গোরি—গিরিধর যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া গৌরীর দেহকে নিজ দেহের দ্বারা আবৃত করিলেন। গোবিন্দদাস লখই পহুঁ ভোরি—গোবিন্দদাস প্রভুর এই মত্ততা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য—কেলি-বিলাসের সময় সখীরা বাহিরে চলিয়া যান। কিন্তু সেবাপরায়ণা মঞ্জরীরা সেখানে থাকিয়া চামর-ব্যজনাদি সেবা করেন। তুলনীয় নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের—

কবে বা এমন হব দুহুঁ মুখ নিরখিব
লালা রস নিকুঞ্জ শয়নে।
(প্রার্থনা—তরু ৩০৬৯)

অথবা-

কুসুমক নব দলে সেজ বিছায়ব
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি মৃদু মৃদু বীজব
ছরমিত দুহুঁক শরীরে।
(তরু ৩০৭৪)

২৮৪

ধানশ্রী

নব অনুরাগিণী নব অনুরাগ।
মীলল তনু তনু[১] গলে গলে লাগ॥
তহিঁ এক সুন্দরি[২] পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেওল এক ফুল মাল॥
টুটব ভয়ে দুহুঁ পড়লহি বন্ধ[৩]।
দৈব[৪] ঘটাওল প্রেমনিবন্ধ[৫]॥
দুতিমুখ[৬] হেরইতে উলসিত ভেল।
দোঁহে মালতীমালা দুতিগলে দেল[৭]॥
বাহু পসারিঞা দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও বেণু শিখণ্ড পীতবাস[৮]॥
দুহুঁ গুণ গাওত গোবিন্দদাস[৯]॥

ক. বি. ৮৪ তরু ৭৫৯, সং ১৬৬

পাঠান্তর—তরু (১) দুহুঁ তনু (২) রঙ্গিনি (৩) পড়ু এক বন্ধ (৪) দৈবে (৫) প্রেম আনন্দ (৬) সখি-মুখ (৭) দোহে মেলি মালা সেই সখি গলে দেল (৮) দূরে গেও মউর শিখণ্ড পিতবাস (৯) দূরহিঁ দূরে গোবিন্দদাস—সং।

২৮৫

বালা ধানশী

পহিলহি রাধামাধব মেলি।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় বলয়িতে[১] অবনত বয়নী।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরী।
দেই রতন পুন লেওলি চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥

সমুদ্র ৭০, তরু ৫২, কী ১৭০

মন্তব্য—২৮৩ সংখ্যক পদের সহিত অনেকাংশে এই পদের মিল দেখা যায়।

পাঠান্তর—(১) করইতে—সমুদ্র।

শব্দার্থ—পহিলহি রাধামাধব মেলি ইত্যাদি—শ্রীরাধামাধবের প্রথম মিলন। তাঁহাদের বিলাস দূরে থাকুক, আলাপ-পরিচয় করাই কঠিন হইল (কেননা শ্রীরাধা নিতান্ত মুগ্ধা বালিকা)। চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী—মাথা হেঁট করিয়া পদনখ দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতেছেন, অথচ নয়ন সতর্ক হইয়া আছে, পাছে কোন দিক্ দিয়া মাধব আসিয়া তাঁহাকে ধরেন। রাইক চরণে পসারল পাণি—শ্রীরাধাকে অনুনয় করিবার জন্য মাধব তাঁহার পায়ে ধরিতে গেলেন। করে কর বারিতে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে রাধা চরণস্পর্শরূপ অনুচিত কার্য্যে বাধা

করার জন্ম হাত বাড়াইলেন। উভয়ের করস্পর্শ হওয়ায় শ্রীরাধার স্বেদ কম্প পুলক প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল।

২৮৬

ধানশী

পহিল সমাগম রাধা কান।
অতি রসে নিমগন ভেল পাঁচবাণ॥
দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁকো বিলোকনে
আনন্দ-নীর নিঝাঁপই রে।
আরতিয়ে পরশিতে[১] কুচ-কনকাচল
গিরিবর-ধর-কর কাঁপই রে॥
দুহু পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু পুলকিত
অঙ্গহে অঙ্গ হিলাওই রে[২]।
গদগদ ভাখে আলাপই লহু লহু
চুম্বনে নয়ন ঢুলাওই রে॥
দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই
রঙ্গ-তরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ রে।
নব নাগরী সঞে নাগর-শেখর
ভুলল গোবিন্দদাস পহুঁ রে॥

প. (১)—১২৩, ক. বি. ৮৯ ক্ষণদা ১১।১১, সমুদ্র ৪৬৯, তরু ২৭৫, সং ২০১, কী ১৭০
৯৭, গো ২১, বৃ ১৬

পাঠান্তর—তরুতে (১) আরতি পরশিতে (২) হিলায়ই
পদামৃতসমুদ্রে—'আরতিয়ে পরশিতে' হইতে 'অঙ্গ হিলাওই রে' পর্য্যন্ত নাই।

শব্দার্থ—আরতিয়ে পরশিতে ইত্যাদি—মাধব শ্রীরাধার কুচরূপ কনক-পর্ব্বত স্পর্শ করিবার জন্য আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছেন, আজ শ্রীরাধার কুচ ধারণ করিতে তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতেছে।

২৮৭

তথা রাগ

রাই-কানু বিলসই নিকুঞ্জ-ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দোঁহার বয়নে বয়নে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম-কোর॥
দোহ দোহ অধরে কয়ল মধুপান।
চান্দ চকোরে যেন মিলায়ল আন॥
ভুজে ভুজে মীলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস পান॥

তরু ৪৬২

শব্দার্থ—মিলায়ল আন—পরস্পর মিলন হইল।

২৮৮

করুণ কেদার

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুহুঁ দোহা হেরি মুখ-ছান্দে।
তৃষিত চাতকী নব জলধরে মিলল
ভুকিল চকোর চারু চান্দে॥
আধ নয়নে দুহুঁ রূপ নেহারই
চাহনি আনহি ভাঁতি।
রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম-সাঙ্গাতি॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরী পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দ ভরে
শিরিষ কুসুম কোমলিনী॥
অতসী কুসুম সম শ্যাম সুনায়র
নায়রী চম্পক গোরী।
নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল
ঐছে রহল শ্যাম কোরি॥

বিগলিত কেশ- কুসুম শিখি-চন্দ্রক
বিগলিত নীল নিচোল।
দুহুঁক প্রেম-রসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল॥
দুহুঁ রসে ভাসি দুহুঁ অবলম্বই
দুহুঁ মুখে মৃদু মৃদু হাস।
নব নাগরী সঙ্গে নাগর শেখর
ভূলল গোবিন্দদাস॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথি ৫৭

শব্দার্থ—বিছুরল প্রেম-সাঙ্গাতি—প্রেম-মিলনে যে কামক্রীড়া হয় তাহা উভয়েই ভুলিয়া গেলেন। নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল ইত্যাদি—শ্যামরূপ নবজলধর যেন শ্রীরাধারূপ চন্দ্রকে আচ্ছাদন করিল। এই রূপে গৌরী শ্যামক্রোড়ে রহিল। (এখানেও কামক্রীড়ায় অনাগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।)

২৮৯

কদম্বমূল মণ্ডপে হরি।
নবীন নারী সঙ্গেতে করি॥
সুরম্য নর্ম্ম নির্জ্জন বনে।
বিরাজিত ব্রজাঙ্গনা সনে॥
শ্রীনন্দ-রাজ-নন্দন রমে।
বৃষভানু-রাজ-নন্দিনী বামে॥
কিশোরী নব্য যৌবনী বরা।
নীলরাগ-অম্বর-ধরা॥
প্রফুল্ল হেম পঙ্কজ কিয়ে।
ঘুমন্ত ভৃঙ্গ মাধুরী পিয়ে॥
নবীন নীরদ যেন বিধু।
গোবিন্দদাস পিবই মধু॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথি ৫৭

শব্দার্থ—প্রফুল্ল হেম পঙ্কজ কিয়ে ইত্যাদি—শ্রীরাধাকে এখানে অগ্রসর হইয়া মাধবের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন। মাধব যেন ঘুমন্ত ভ্রমর আর শ্রীরাধা সোনার প্রস্ফুটিত পঙ্কজ।

২৯০

তথা রাগ

দেখ রাধামাধব মেলি।
মুরুতি মদন-রস-কেলি॥
ও নব জলধর-অঙ্গ।
ইহ থির-বিজুরি-তরঙ্গ॥
ও বর-মরকত-ঠান।
ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥
ও মত্ত মধুকর-রাজ।
ইহ নব পদুমিনি সাজ॥
ও নব তরুণ তমাল।
ইহ হেম-যূথি রসাল॥
ও মুখচন্দ্র উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুণ চন্দ।
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

সা. প. ১১৩, ক. বি. ২০০৭ তরু ৬৪৮ এবং ১২৭১

পাঠান্তর—সা. প. এবং তরুর (১২৭২০) আরম্ভ—ও নব-জলধর-অঙ্গ।

শব্দার্থ—মুরুতি মদন-রস-কেলি—মদনের রসকেলির বিগ্রহ বা মূর্ত্তিস্বরূপ; মদনের রসবিলাস যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ও নব জলধর-অঙ্গ ইত্যাদি—শ্যামের হইতেছে নবীন মেঘের বর্ণ আর রাধাকে দেখিয়া যেন মনে বিদ্যুতের প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। কাঞ্চন দশবাণ দশবার যে সোনাকে বিশোধিত করা হইয়াছে, তাহার মত উজ্জ্বল বর্ণ। অরুণ নিয়ড়ে পুণ চন্দ—শ্রীরাধার সিন্দূরবিন্দু হইতেছে অরুণ আর শ্রীকৃষ্ণের কপালে শ্বেত চন্দনের বিন্দু হইতেছে পূর্ণচন্দ্র। অরুণ পূর্ণচন্দ্রের নিকটে

...ক না, কিন্তু এখানে উভয়ের একত্রে অবস্থান দেখিয়া গোবিন্দদাস স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

২৯১

কেদার

রাধা মাধব কুঞ্জহি পৈঠল
রতি-রণ-রঙ্গ রসালা।
রণ-বাজন ঘন কোকিল-কলরব
ঝঙ্করু মধুকরমালা॥
সজনী হেরি দুহুঁ দিঠি ঝাঁপ।
মনমথ-সমরে কুসুমশর কো কহ
সোঙরি সোঙরি জিউ কাঁপ॥
পহিলহি রাই নয়ন-শরে হানল
আকুল কুঞ্জক রাজ[১]।
ভুজযুগ-বরুণ পাশে ধনী বান্ধল[২]
নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥
রোখলি রাই তাঁহি পুন হরি-উরে
কুচ-কাঞ্চন-গিরি হান।
সো গিরিধর খর[৩] নখরে বিদারল
বিচলিত মানিনি মান॥
শ্রম-ভরে দুহুঁ দুহুঁ অধর-মধু পিবই
দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস।
দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড- মুকুরে নিজ ছাহ হেরি
ভরমহি দুহুঁ করু দংশ[৪]॥
সিন্দুর-দহন- বাণ হেরি মাধব
মৃগমদ জলদে নিঝাউ।
পিঞ্ছ-মুকুট-ভয়ে বেণি-ভুজঙ্গিনী
বিলুঠই মহি গড়ি যাউ॥
মাতল মদন- রাজ-মদ-কুঞ্জর
অলক-অঙ্কুশ নাহি মান।
তোড়ল নিবি-বন্ধ গীমক বন্ধন[৫]
নিজপর দুহুঁ নাহি জান॥
রতি-রণ তুমুল পুলক-কুল-সঙ্কুল
ঘন ঘন মঞ্জির বোল।
নিজ মদে মদন পরাভব পাওল
কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণি ঝঙ্করু
রতি-জয়-মঙ্গল তুর।
মনমথ-কেতু- মকর গড়ি যাওত
গোবিন্দদাস কহ ফর॥

সা প (১)—১২৬, সা প (২)—৬৭, ক. বি. ২৯০ রাধা ৯৯ তরু ১১৮৭, কা ১৮৮ ক্ষণদা ২২।১০

পাঠান্তর—ক্ষণদার আরম্ভ—
সজনি! হেরি হেরি দুহুঁ দিঠি ঝাঁপ।
মনমথ-সমরে কুসুম-শর কো কহ
সোঙরি সোঙরি জিউ কাঁপ॥

(১) আকুল কুঞ্জকো রাজ—ক্ষণদা (২) পাশে ধরি বান্ধল—তরু (৩) গিরিধর বর—তরু
(৪) দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড মুকুরে হেরি ভরসই
নিজ ছায় দুহুঁ করু দংশ—ক্ষণদা
(৫) তোড়ল নীবি-নিগড় গীম বন্ধন—ক্ষণদা।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা ও মাধব রতিরণের রঙ্গভূমিস্বরূপ মনোহর কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। কোকিলের কলরব ও ভ্রমরপংক্তির ঝঙ্কারই যেন ঘন রণবাদ্য বাজাইতেছে। সখি, উভয়ের যুদ্ধ দেখিয়া ভয়ে আমার চোখ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কে বলে যে, মন্মথ-সমরে কেবল ফুলের বাণ মারে? সেই ভীষণ যুদ্ধের কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। প্রথমেই রাধা আকুল কুঞ্জের রাজার প্রতি নয়নবাণ হানিলেন। তারপর মাধব ভুজযুগরূপ বরুণপাশ দিয়া রাধাকে নিজের কঠিন বক্ষের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাধা হরির বুকে কুচরূপ সোনার পাহাড়ের আঘাত করিলেন। তাহাতে সেই গিরিধর (পাহাড় ধরিয়া থাকা যাঁহার অভ্যাস ইহাই ধ্বনি) খর নখরে সেই পর্ব্বত বিদারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মানিনীর মান বিচলিত হইল।

শেষে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি অপনোদনের জন্য অধরমধু পান করিতে লাগিলেন। দুই যোদ্ধাই সমান উদার, তাই উভয়েই উভয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েরই গণ্ডস্থল দর্পণের মত মসৃণ, তাই তাহাতে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভ্রমে পরস্পর পরস্পরকে দংশন করিতে লাগিলেন। মাধব সিন্দূররূপ জলন্ত বাণ দেখিয়া কপালের মৃগমদের ফোঁটারূপ মেঘের দ্বারা ঐ আগুন নিভাইলেন। ময়ূর সাপ খায়, তাই কৃষ্ণের মাথার ময়ূরের মুকুট দেখিয়া রাধার বেণীরূপ সর্পিণী মাটাতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। মদনরাজের মত্ত হস্তীরূপ শ্রীকৃষ্ণ মাতিয়া উঠিলেন; রাধার অলকরূপ অঙ্কুশ মারিয়াও তাঁহাকে স্থির করা গেল না। রাধার নীবিবন্ধ খুলিয়া গেল, কৃষ্ণের গলায় বাঁধা উত্তরীয় বা পীতবাস খুলিল; দুই জনেই নিজ পর জ্ঞান হারাইলেন। দেহে পুলক জাগিতে লাগিল; তুমুল রতিযুদ্ধ হইল; ঘন ঘন নূপুর বাজিতে লাগিল। অহঙ্কার হইয়াছিল বলিয়া মদন পরাজিত হইল। রাধার কঙ্কণ ও কিঙ্কিণী জয়সূচক ভেরীবাদ্যের মতন ঝঙ্কার দিল আর মদনরূপী কৃষ্ণের কর্ণের মকরকুণ্ডল গড়াগড়ি গেল।

২৯২

শুনইতে সব অঙ্গ উলসিত মোর।
ভেটব সমর ধীর সখি তোর॥
সঙ্গক রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছ।
আগে তুহু সরবি সরব হাম পাছ॥
এ সখি রঙ্গিণী তুহু নাহি ডরবি।
হামারি বীরপণ হেরি কিয়ে মরবি
সিংহ মতঙ্গ কুরঙ্গ নহে কোই।
ত্রিভুবনমোহন সোহন হোই॥
ঋতুপতি কোটী ছোটী করি মান।
মনমথ কোটী মথন হাম কান॥
কি করব অলিকুল মন্ত্র উচার।
শ্যাম ভ্রমর যাহা কয়ল বিহার॥
অবলা কি করব রণ রণক্ষীনা।
সহচরীগণ যুগতি-বিহীনা॥
কিয়ে ছিয়ে ফুলধনু কুসুমক বাণ।
হিয়া মণি কিরণহি করব মৈলান॥
ভাঙ টান মঝু বিশিখ কটাখ।
বরিখনে জর জর করব হি তাথ॥
ভুজযুগ পাশে করব হিয় বন্ধ।
গিরব গিরায়ব করি কত ছন্দ॥
সো ধনী করব যব কঞ্চুক সন্না।
নখর কৃপাণে করব হাম ভিন্না॥
নিরদয় হৃদয় কপাটক চাপে।
লাঘব কুচগিরি আপন প্রতাপে॥
মনরথ জঘন করব অবলম্ব।
যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥
নব পল্লব জিনি অধর সুধাতে।
করব বিখণ্ডন দশন বিঘাতে॥
তব যব দৈব করব বিপরীতে।
ঐছন যুকতি কয়ল হাম চিতে॥
সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে।
প্রাণ পরাজিত সোঁপব চরণে॥
জনমে জনমে পদ সেবন আশে।
গোবিন্দদাস চিতে বড়ই উল্লাসে॥

সা প (২)—৮৫ কী ১০৯

মন্তব্য—কীর্ত্তনানন্দের পাঠ ভুলে পরিপূর্ণ। সা প পুথির পাঠ দেওয়া হইল।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার সখীর প্রতি মাধবের উক্তি। তোমার সখীর সঙ্গে আজ (রতি) যুদ্ধে দেখা হইবে শুনিয়া আমার সকল অঙ্গ উল্লসিত হইতেছে। সঙ্গ হইলে কি রঙ্গ করিব তাহা আমার মনেই আছে। তুমি আগে সরিয়া যাইও, তার পর আমি অগ্রসর হইব। সখি গো, তুমি তো রঙ্গিনী। তুমি ভয় পাইও না যেন। কিন্তু আমার বীরত্ব দেখিলে তুমি হয়তো মরিয়াই যাইবে। আমি সামান্য সিংহ, বা কুরঙ্গ নহি; আমি তিন ভুবনের মধ্যে মোহন ও শোভন হস্তী (কৃষ্ণ); কোটি বসন্তকে আমি অল্পক্ষণস্থায়ী বলিয়া

... করি (এমন দীর্ঘস্থায়ী আমার বিহার)। আমি কোটি ...কে মন্থন করিতে পারি এমন কানাই। ইহার পর করিয়া শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিবেন তাহার

২৯৩

কেদার

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরী
কনকলতা সম সাজ।
হরিচন্দন বলি কোরে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গম-রাজ ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল ভুজগ কোরে ছোড়ি মুগধী সখী
গমন যুগতি না জুয়ায় ॥
চন্দ্রক চারু ফণাগণ মণ্ডিত
বিষ-বিষমারুণ দীঠ।
রাইক অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ ॥
একু সন্দেহ শীত কিয়ে ভীতহি
পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দদাস কহ মেলি সবহুঁ সখী
বুঝহ পরশ অবগাহ ॥

প ২২, বৃ ১৬, ক. বি. ৯৩ স ৭১, তরু ১০১, কী ১৭১

ব্যাখ্যা—সুগন্ধে অগ্রগণ্যা নায়িকা-শিরোমণি তন্বী রাধা স্বর্ণলতিকার মতন শোভা পাইতেছেন। ভুজঙ্গরাজ (লম্পটশ্রেষ্ঠ অথবা সর্পরাজ) কুঞ্জের মধ্যে রাধাকে হরিচন্দন অর্থাৎ খুব সুগন্ধি শ্বেত মনে করিয়া কোলে আগুলাইলেন (সাপ চন্দনতরুতে থাকিতে ভালবাসে)। এখন কি উপায় করিব? কালসর্পের (কৃষ্ণরূপ লম্পটের) কোলে মুগ্ধা সখীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না (এই ছল করিয়া সখীরা গোপনে থাকিয়া রাধামাধবের লীলাবিলাস দেখিতে লাগিলেন)। চূড়ার চন্দ্রক অর্থাৎ ময়ূর-পুচ্ছরূপ যে ফণাগণ শোভা পাইতেছে তাহাদেরই বিষম বিষের প্রভাবে রাধার দৃষ্টি অরুণ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সর্পের দংশনে ভীত না হইয়া রাধার অধর ভুজঙ্গরাজের দশনের (দন্তের) সুমিষ্ট দংশনের জন্য লুব্ধ হইয়াছে মনে হইতেছে। রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, সখী গোপনে—"ক্ষণং স্থিত্বা শ্রীকৃষ্ণস্পর্শাদিনা পূর্ব্বরাগজনিতদুঃখরহিতাং বিলসোন্মুখীঞ্চ পাটবেনাত্মীয় আনন্দাব্ধিমগ্না সতী শ্রীকৃষ্ণভুজঙ্গস্য পরমাদ্ভুতবিষামৃতদায়কলীলত্বং চন্দ্রকেত্যাদিচরণেন ব্যনক্তি অর্থাৎ নবকালকূটগ্রাসাদতিবিষমা ক্ষোভিতারুণবর্ণা দৃষ্টিযস্য দূরাৎ কিঞ্চিদ্দৃষ্টিপাতেন যো গ্লাপিত আসীৎ স শ্রীমত্যা অধরঃ তস্য দশনস্য দংশনামৃতেন লুব্ধঃ প্রফুল্লঃ সংবৃত্তঃ। ভুজঙ্গস্য ত্বেবং কুত্রাপি ন শ্রূয়তে। অতঃ পরমাদ্ভুতত্বম্।" একটি মাত্র সন্দেহ জাগিতেছে যে, রাধা যে পুলকাঙ্কিত দেহে কাঁপিতেছেন তাহা ভয়ে কি শীতে? রাধামোহন ঠাকুর সখীদের এই সন্দেহ দেখিয়া অনুমান করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের কখনও সঙ্গম ঘটে নাই, তাই এমন অনভিজ্ঞের মতন সন্দেহ-প্রকাশ। গোবিন্দদাস কবিরাজ তাই পরিহাস করিয়া বলিতেছেন যে, সব সখীরা মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শরূপ রস-সাগরে অবগাহন করিয়া স্থির কর কেন লোকে কাঁপে?

২৯৪

ভাটিয়ারি

তনু তনু মীলনে[১] উপজল প্রেম।
মরকত যৈছে জড়ায়ল হেম ॥
কনক-লতাবলি তরুণ তমাল।
নব-জলধরে জনু বিজুরি রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ[২]।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ[৩] ॥
মাতল মধুপ জনু করলহি পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান[৪] ॥

ক. বি. ১০৬৭, ২৪৯৮ ও ৯০, তরু ২৬৪
বরাহনগর পুঁথি ৯—পদ ১৩.

পাঠান্তর—বরাহনগর পুঁথি (১) দুহু ক দরশনে (২) ভৃঙ্গ (ইহা ভুল পাঠ, কেননা মধুপ শব্দ পূর্ব্বেই রহিয়াছে) (৩) প্রবল মদন-তরঙ্গ (৪) গোবিন্দদাস কহে দুহুঁ সে সুজান।

ক. বি. পুঁথির আরম্ভ—দুহুঁ তনু মিলল উপজ প্রেম। শেষ—গোবিন্দদাস পহুঁ রসিক সুজান॥

শব্দার্থ—মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম—শ্রীকৃষ্ণ মরকত বর্ণের, তিনি হেমাঙ্গী রাধাকে বেষ্টন করিলেন।

২৯৫

বিহাগড়া

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দুহেঁ যৈছন দারিদ-হেম।
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ২০১৩ তরু ২৮৭

শব্দার্থ—দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ—উভয়ের অন্তরে উভয়ের রূপ নিত্য নিত্য জাগে। দুহুঁ দুহেঁ যৈছন দারিদ-হেম—দরিদ্র ব্যক্তির নিকট যেমন স্বর্ণ অত্যন্ত আদরের হয় তেমনি উভয়ের নিকট উভয়ে আদরের হইল।

২৯৬

তথা রাগ

কুটিল কটাখ-বিশিখ ঘন বরিখনে
দুর করু বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ঔষধি সরস পরশ-দধি-
লেশে থকিত করু অঙ্গ॥
সুন্দরি পীতাম্বরি তুহুঁ ভেলি।
একলি হিলোলি[১] শ্যাম-রস-সয়ের
সবহুঁ সার হরি লেলি[২]॥
দুর-অবগাহ অন্তর মাহা মন্থর
মদন কমঠ অবগাহি[৩]।
উচ-কুচ-মন্দর হার-ভুজগ-বর
মেলি মথন নিরবাহি[৪]॥
অধর-সুধা পিয়-প্রেম লছমি হিয়
বাহিরে নখ-পদ-চন্দ।
প্রতি-তনু ভাব রতন[৫] পরিপূরল
গোবিন্দদাস রহু ধন্দ॥

রাধা ১৫৫, গো ২৪ সমুদ্র ৪১৪, তরু ৭০৫
কী ২৪৭

পাঠান্তর—কী'র আরম্ভ এ ধনি পীতাম্বরী তু: ভেল। (১) এক হিলোলে (২) লেল (৩) অবগা: (৪) নিরমাহ (৫) রতনে।

মন্তব্য—বিপরীত রতি সম্ভোগান্তে তাড়াতাড়ি পীতবাস পরিধান করিয়া রাধা সখীদের নিকট আসিলে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া শ্যামসমুদ্রমন্থনের কথা বলিতেছে।

ব্যাখ্যা—রামচন্দ্র যেমন তীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিয়া সাগরের তরঙ্গ দূর করিয়া নিশ্চল করিয়াছিলেন, রাধে. তেমনি তুমি বারংবার কুটিল কটাক্ষরূপ শর বর্ষণ করিয়া শ্যামের তরঙ্গ বা চাঞ্চল্য দূর করিয়াছ। তোমার নিজের দেহরূপ মহৌষধির স্পর্শরূপ দধিবিন্দুদ্বারা উহার দেহ স্থগিত করিয়াছ। (সামান্য একবিন্দু দধির স্পর্শে বহু দুগ্ধ জমাট বাঁধে; শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় রাধার দধিবিন্দুরূপ অঙ্গস্পর্শগুণে ক্ষীরোদসাগরের জল স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।) সুন্দরি! তুমি পীতাম্বরী হইলে! তুমি একলাই শ্যামরূপ রসসাগর মন্থন করিয়া তাহার সমস্ত সার হরণ করিলে তুমি শ্যামরস-সাগরের দুর্গম অন্তরের মধ্যে মন্থরগতি মদনরূপ কূর্ম্মে চড়িয়াছ। তোমার উচ্চ কুচরূপ মন্দর পর্ব্বত ও হাররূপ বাসুকি সর্পের দ্বারা মন্থনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ। এই মন্থনের ফলে উঠিয়াছে তোমার অধর-সুধা, তোমার হৃদয়ে প্রিয়তমের প্রেমরূপ লক্ষ্মী

...য়ের বাহিরে অর্থাৎ বক্ষে নখচিহ্নরূপ চন্দ্র; এবং ...োমার প্রতি অঙ্গে পুলককম্পরূপ সাত্ত্বিক ভাবরূপ ...রাজী। দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করার ফলে ...া, লক্ষ্মী, চন্দ্র, রত্নরাজী প্রভৃতি উঠিয়াছিল; কিন্তু তুমি একাই মন্থন করিয়া এই সব প্রকাশ করিয়াছ ...খিয়া গোবিন্দদাস স্তম্ভিত হইলেন।

২৯৭

ভূপালী

হিম-ঋতু-নিশি দিশি দিশি বহ বা...
হিমকর-শীকর-নিকর নিপাত ॥
মদন-জলধি-জলে তহিঁ দেই ঝাঁপ।
মিলল শ্যাম-তনু থরহরি কাঁপ ॥
সুন্দরি দূরে কর কপট শয়ান।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান ॥
ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি ॥
তুহুঁ হেন নাগরি হরি হেন নাহ।
ধনি ধনি মনসিজ-রস নিরবাহ।
শুনইতে ঐছন সহচরি-বোল।
মধুরিম হাসি গোরি তনু মোড় ॥
হরি পরিপূরিত মানস-কাম।
গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণগাম ॥

...া প (১)—১৯২, ক. বি. ১৪১ সমুদ্র ১৩৭, তরু ৩৩৯
...র ২৭

শব্দার্থ—দিশি দিশি বহ বাত—চারিদিকে এলোমেলো বাতাস বহিতেছে। হিমকর-শীকর-নিকর—শিশিরবিন্দু-সমূহ। নিপাত—পড়িতেছে।

ব্যাখ্যা—শীতের রাত্রি, চারিদিকে এলোমেলো হাওয়া বহিতেছে, শিশিরবিন্দুসমূহ পড়িতেছে। এমন রাত্রিতে শ্যাম মদন-সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন (অর্থাৎ মন্মথের প্রভাবে অভিসারে বাহির হইলেন)। তিনি থরহরি কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া সখী বলিতেছেন—সুন্দরি, কপট নিদ্রা ত্যাগ কর, তোমার নীল সাড়ী দেখিয়া কানাইয়ের গতি স্থগিত হইয়াছে। মিলনের উপযোগী এমন সুন্দর পরিবেশ। মণিমাণিক্যের দ্যুতিতে কুঞ্জ-গৃহ ঝলমল করিতেছে। সুখময় শয্যা। সুদীর্ঘ রাত্রি। তোমার মত নাগরী আর হরির মতন নাথ। সুন্দরী এখন মন্মথরস নির্ব্বাহ কর। সখীর এইরূপ কথা শুনিয়া মধুর হাসিয়া গৌরী পাশ ফিরিলেন। হরির মনস্কামনা পূর্ণ হইল। গোবিন্দদাস উভয়ের গুণগ্রাম গাহিতেছেন।

২৯৮

কেদার

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ দুহুঁ জন রস নিরবাহ ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জল-ধার।
দামিনি দহই ঝলকে অনিবার ॥
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম ॥
দুহুঁ তনু মীলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাতি ॥
অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন-কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখি মেলি ॥

তরু ২৯২

মন্তব্য—বর্ষা-মিলনের চিত্র।

২৯৯

কিবা শোভা রে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিল রতন সিংহাসনে ॥
রতনে নির্ম্মিত বেদী মানিকের গাঁথনি।
তার মাঝে রাই কানু চৌদিকে গোপিনী ॥

হেমবরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোনার কমলে যেন মিলেছে ভ্রমর॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণ।
আনন্দে দোঁহার রূপ করে নিরীক্ষণ॥
দুই কান্ধে দুহুঁজন ভুজ আরোপিয়া।
রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
ডালে বসি দুহুঁরূপ দেখে শুক শারি।
আনন্দে ঘনাঞা নাচে ময়ূরা ময়ূরী॥
গোবিন্দদাস কহে রূপের মাধুরী।
নবীন জলদ কোলে থীর বিজুরী॥

পদামৃতমাধুরী ৩।৪৪৮১

৩০০

ভাটিয়ারি

বৃন্দা বিপিনে বিহরই মাধবী মাধব সঙ্গিয়া।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন গাওত সুললিত
চলত নওন গতি ভাতিয়া॥
শ্রবণ যুগলে কুণ্ডল শোহই
নব কিশলয় তোড়িয়া।
দুহু কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোভই
চুম্বই মুখশশি মোড়িয়া॥
মত্ত কোকিল মুরলি তাহে বায়ে
নাচত শিখিগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ ধাই বেঢ়ল
মুখর মধুকর-পাঁতিয়া॥
সকল সখিগণ কুসুম বরিষণ
আনন্দে ও রসে ভাসিয়া।
দাস গোবিন্দ কবহিঁ হেরব
ও রস-সায়র১ গাহিয়া॥

ক. বি. ৮৮ তরু ১৪৯৯, কী ২২২
সমুদ্র ২২৮

পাঠান্তর—(১) সায়রে—তরু

শব্দার্থ—নব কিশলয় তোড়িয়া—নব পল্লব তুলিয়া দুই কানে কুণ্ডল করিয়াছেন, তাহাতে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে মধুকর পাঁতিয়া—ভ্রমরপংক্তি। ও রস-সায়র গাহিয়া—ঐ রসসাগরে অবগাহন করিয়া (গাহিয়া)।

৩০১

ধানশী

মঝুপদ দংশল মদন-ভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুগধল জন তব জীবন পায়॥
পহিলহি ঝারবি দীঠি পসারি।
করে কর পঞ্জনে ভাব সম্ভারি॥
শ্রমজল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ-কলসে করবি পানি-সার॥
খর নখ-রঞ্জনি তুয়া নখ মানি।
ঝারবি নিরবিষ উর পর হানি॥
যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি।
অধরক দংশন অধর-বিষ নেবি॥
রজনি উজাগরি রহবি অগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি॥

ক. বি. ২৫৮৮ ও ২৯০৮, রাধা ৭০ তরু ১০৭৬, সমুদ্র ২৩১

মন্তব্য—সর্পদংশনের পর ওঝারা বিষ ঝাড়ে। তাহাদের ক্রিয়াদির দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিপরীত রতি প্রার্থনা করিতেছেন। নখ-রঞ্জনি—নরুণ।

৩০২

সুহই

সহজে অনঙ্গ ভুজঙ্গমে দংশল
মঝু মন-মলয়-সমীরে।
তুয়া শীতল দিঠি- কমলে জুড়ায়ত
কাজর-গরল অথীরে॥

হরি হরি তোহে কি দোখব রাধে।
যাঁহা যাঁহা জিবইতে ধায়ে তপন-জন
তাঁহা তাঁহা বিহি করু বাদে॥
ভাগে পড়ল কুচ তুহিন ধরাধরে
মুরুছত তেঁ পুন জীব।
তাঁহা পয়ে উজোর হার-ভুজগ-বর
বেণি-ভুজঙ্গিনি-পীব॥
অধর-সুধাকণ শ্বাস সমীরণ-
দশন-কিরণ মণি-রাজ।
জীবন রাখইতে মণি-মন্ত্র-মহৌষধি
গোবিন্দদাস কহ কাজ

প (১) ৮২, রাধা ৬৯, ক. বি. ৬৩ অ ৬৮, ৭৪ এবং ২৯৮৭

শব্দার্থ—দোখব –দোষ দিব। ভাগে পড়ল—ভাগ্যবশে পাওয়া গেল। তুহিন ধরাধর—তুষারশুভ্র পাহাড়।

৩০৪

কিশোরি কিরণে দুহুঁ অতি ভেল ভোর।
কনক লতিকা রাই নাগরের কোর॥
রাই মুখ বামে মুরলী করি করে।
তিলে দশ বার চাঁদ মুখানি নেহারে॥
নীলপীতবাস দেখি কুঞ্জের ভিতর।
অরুণের কাছে যেন নব জলধর॥
দুহুঁ জনার প্রেম দেখি সব গোপীগণ।
রাধা তোমার তুমি রাধার একুই জীবন॥
দেখিয়া দুঁহার রূপ অতি রসে ভোর।
গোবিন্দদাসের মনে যুগল কিশোর॥

শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি (৪১ পৃঃ)।

শব্দার্থ—কিশোরি কিরণে—অর্থ বুঝা গেল না। দুহু জনার প্রেম দেখি ইত্যাদিতে গোপীগণের পরে 'বলে' এই শব্দ উহ্য আছে।

৩০৩

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনি জোর।
বিধির অবধি দুহুঁাকার রূপে সুখের নাহিক ওর॥
আধ শিরে শোভে মউর মুকুট, আধ শিরে শোভে বেণি।
কনক কমলে যৈছে বিরাজিত ফণি উগারল মণি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল, আধ মরকত ছবি।
আধ কপালে চান্দের উদয় আধ কপালে রবি॥
আধ পহিরণ হিরণ কিরণ আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ অঙ্গে বনমালা দুলে আধে বিরাজিত গজমোতি॥
মন্দ মলয় শীতল পবন তরুলতা উড়ে বায়ে।
নিকুঞ্জ দ্বারে বাহির নিকটে গোবিন্দদাস গুণ গায়ে॥

মন্তব্য—এটী যুগল বিলাসের পদ। শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি (পৃঃ ৩৬-৩৭) হইতে ডঃ সুকুমার সেন-কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬শ খণ্ডে প্রকাশিত।

৩০৫

কেদার

বাঢ়ল রতিরস[১] বৈঠল দুহুঁ জন
মোছই আননচন্দ্র।
দুহুঁ জন বদনে তাম্বুল দুহুঁ দেওত
বসন ঢুলাওত মন্দ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি মরি বলি আনন চুম্বই[২]
পুন পুন দুহুঁ নিরছাই[৩]॥
নীলপীত বসনে শোহত দুহুঁ তনু
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রসিক রসিকবর নাগরি
তৈছন বিদগধরাজ॥
কতহিঁ যতন করি বিধি নিরমাওল
দুহুঁ তনু একুই পরাণ।

বিকশিত কুসুমে শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

ক. বি. ১১০৫, বৃ ৫০ সং ১৫৩, ২৪০, ২৬৫
কী ২১৭

পাঠান্তর—ক. বি. (১) রতিরণ (২) বদন ঘন চুম্বই (৩) দুঁহে দোঁহা তনু নিরছাই।

মন্তব্য—সংকীর্ত্তনামৃত অপেক্ষা ক. বি. পুঁথির পাঠ উৎকৃষ্ট।

শব্দার্থ—বসন ঢুলাওত মন্দ—শ্রমজনিত ঘর্ম্ম দূর করিবার জন্য বসন দিয়া হাওয়া দেওয়া হইতেছে। হাতের কাছে পাখা ছিল না তাই বসনকেই পাখার কাজ করিতে হইতেছে। নিরছাই—নির্ম্মঞ্ছন করে।

৩০৬

শ্রীরাগ

দেখ সখি যুগলকিশোর[১]।
কালিন্দিকুল[২] নিকুঞ্জক ওর ॥
রসময়[৩] রূপ নিরুপম লাবণি
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুষ দুহুঁ[৪] লখই না পারিয়ে
ঐছে পরিরম্ভণ ভাঁতি ॥
ঘন ঘন চুম্বন[৫] লুবধ বদন দুহুঁ
বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরইতে মরমে[৬] ভরমে পরিপূরিত[৭]
কো বিধু-মণি কো ইন্দু ॥
সিন্দুর অরুণ চরণ বিধু মণ্ডল
সঘন উদিত এক সঙ্গ[৮]।
গোবিন্দদাস কহ সব[৯] অপরুব নহ
রাধামাধব রঙ্গ[১০] ॥

সা প (১)—১২১ ক্ষণদা ২৩।১৫, সমুদ্র ৪৭১

পাঠান্তর—(১) সা. প ও সমুদ্রে আরম্ভ—পেখলোঁ রে সখি যুগল কিশোর; ক্ষণদায় আরম্ভ—কি পেখলুঁ রে সখি যুগল কিশোর (২) তীর—স (৩) সময়—ক্ষ; নরনার —স (৪) কোই—ক্ষণদা (৫) ঘন ঘন চুম্বনে—স (৬) হেরি হেরি মরমে—ক্ষণদা (৭) ভরম পরিপূরিল—ক্ষ (৮) অব মেলি—স (৯) নব—স (১০) কেলি—ক্ষ।

শব্দার্থ—কালিন্দীকূল নিকুঞ্জক ওর—যমুনার তীরবর্ত্তী কুঞ্জের দিক্‌। নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারিয়ে—কে পুরুষ, কে নারী তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না, এমনি কেলিবিলাসের ধারা। হেরইতে মরমে ভরমে পরিপূরিত —দেখিতে দেখিতে ভ্রম জন্মে কেবা বিধুমণি (চন্দ্রকান্ত-মণি অর্থাৎ কৃষ্ণ) আর কেই বা ইন্দু (চন্দ্রমুখী রাধা)।

৩০৭

কেদার

রতি-রণ-রঙ্গ ভূমি বৃন্দাবন
রণ-বাজন পিকুরাব।
চঢ়ল মনোরথে দোসর মনমথে[১]
পরিমলে অলিকুল ধাব ॥
দেখ[২] রাধামাধব মেলি।
দুহুঁ কর চপল[৩] চরিত নাহি সমুঝিয়ে
কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি ॥
জর জর চন্দন কবরি কুচ-কঞ্চুক
বিপুল পুলক ফুল-বাণ।
দুহুঁ নূপুর-ধনি দুঁহু মণি-কিঙ্কিণি[৪]
কঙ্কণ-বলয়া-নিসান ॥
দুহুঁ ভুজ-পাশ করি দুহুঁ জন বন্ধন[৫]
অধর-সুধা করু পান।
আকুল বসন চিকুর[৬] শিখি-চন্দ্রক
গোবিন্দদাস রস গান ॥

সা প (১)—১২৫, ক. বি. ৯৩ ক্ষণদা ১৯।১৬, সমুদ্র ৪৭০
বৃ ১৬, গো ২২, রাধা ৯৮ তরু ৯৮১, কী ২০২, সং ২০৩

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) দুহুঁ চঢ়ল মনমথ মদ কুঞ্জরে (২) দেখ সখি (৩) দুহুঁক চপল (৪) ঘন নূপুর-ধনি, ঘন

মণি-কিঙ্কিণি বান্ধই (৫) দুহুঁ ভুজপাশে দুহুঁকে ঘন
৬ বসন মণি অভরণ।

শব্দার্থ—রণ-বাজন পিকুরাব—রতিরণে কোকিলের ধ্বনি রণবাদ্যের কাজ করিতেছে। কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি—ইঁহারা দুইজন কেলিবিলাস করিতেছেন কি কলহ করিতেছেন বুঝা যায় না। আকুল বসন চিকুর শিখি-চন্দ্রক—বসন, কেশপাশ ও ময়ূরপুচ্ছের চূড়া আকুল অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত হইল।

৩০৮

কেদার

দরশনে নয়ন নয়ন-শরে হানল[১]
ভুজে ভুজে বন্ধন ঝাঁপি[২]।
অভরণ-হীন তনু তনু তনু পরশিতে
বিপুল-পুলক-ভরে কাঁপি॥
দেখ সখি! রাধা-মাধব-রঙ্গ।
রতি-রণ লাগি জাগি দুহুঁ যামিনী
না হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ॥
ঘন ঘন চুম্বন[৩] দুহুঁ ভেল অচেতন
অধর-সুধারসে মাতি।
প্রেমতরঙ্গে তনু মন পূরল[৪]
ডুবল[৫] মনমথহাতী॥
বদনহিঁ গদগদ আধ আধ পদ[৬]
মদন-মূরছন বাণী।
দুহুঁ দুহুঁ মরমে মরমে ভাল সমুঝই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥

পা প (১)—১২২ ক্ষণদা ১৬।৮, সমুদ্র ৩৯৯
ক. বি. ৯০ সং ২৩৮
গো ২১, রাধা ৯৬

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) দরশনে নয়নে নয়নশর হানই (২) আপি (৩) চুম্বনে (৪) তনু তনু পূরল (৫) বূড়ল (৬) গদ গদ আধ আধ পদ বদতহি।

শব্দার্থ—না হেরিয়ে জয়-ভঙ্গ—এ যুদ্ধে কাহারও আর জয় হইতেছে না, কেহ রণে ভঙ্গও দিতেছে না। দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ।

৩০৯

কামোদ

আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ পীত নিচোলে[১] চরণযুগ[২] মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি॥
সজনী পিরিতি মূরতি অধিদেবী।
যাকর দরশনে সব দুখ মেটই
সোই আপনে করু সেবা॥
হিমসম শীতল নিরখি তীতল
নিজ করে মোছই মুখ[৩]।
আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পুরি
পূছই পন্থকি দুখ॥
সহজ নলিনীদলে মৃদু মৃদু বীজই
মধুর সম্ভাষই কানু।
গোবিন্দদাস কহ নাহ রসিকপণ
রাইকে অমিয়াসিনান॥

ক. বি. ৮১৭, রাধা ৯৪ তরু ৭৫৪, সং ২৩৩, কী ১৯২
রসমঞ্জরী ৪৮, সমুদ্র ১৪৬

পাঠান্তর—ক. বি. পুঁথির আরম্ভ—গিরিধর পিরিতি মূরতি অধিদেবা। (১) নিজ কর কমলে—ক. বি. (২) চরণনীর—ক. বি. (৩) করতলে মাজই মুখ—ক. বি.।

শব্দার্থ—নিজ পীত নিচোলে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ নিজের কাপড় দিয়া শ্রীরাধার চরণযুগল মুছাইয়া দিতেছেন আর তাঁহার মুখের পানে দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছেন। গোবিন্দদাস কহ ইত্যাদি—গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, নাথের বিদগ্ধতায় রাই যেন অমৃতসাগরে স্নান করিয়া উঠিলেন।

৩১০

মদন মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখী হাসি হাসি করু কোর ॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ ॥
নিরসি অধর-মধু পিবি অগেয়ান।
মদন মহোদধি ডুবাওল[১] কান ॥
ঘন ঘন চুম্বই নাহ বয়ান।
সরসিজ চান্দ মিলন ভেল ভাণ ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে পুলকিত অঙ্গ।
অপরূপ রতি-কেলি মনসিজ-ভঙ্গ[২] ॥
দূরে গেও ময়ূর-শিখণ্ড পীত বাস।
দোহুঁ রূপ নিছনি গোবিন্দদাস ॥

ক্ষণদা ২৫।১০, কী ২১২

পাঠান্তর—কী (১) ডুবল (২) রঙ্গ।

শব্দার্থ—লহু লহু হাস—অল্প অল্প হাস্য, মৃদুহাসি। সরসিজ চান্দ মিলন ভেল ভাণ—শ্রীরাধার বদনকমলে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র মিলিল। মনে হয় যেন কমলে ও চন্দ্রে মিলন হইল। সাধারণতঃ সূর্য্যের সঙ্গেই কমলের মিলন ঘটে, চন্দ্রের সঙ্গে মিলন অত্যন্ত বিস্ময়কর।

৩১১

কামোদ

দেখ দেখ রাধা মাধব সঙ্গ।
দুহুঁ দুহুঁ মিলনে আনন্দ বাঢ়ল মনে
দুহুঁ মনে[১] উদিত অনঙ্গ[২] ॥
দুহুঁ কর পরশিতে সপুলক দোঁহে তনু
দুহুঁ দুহুঁ আধ আধ বোল।
কিঙ্কিণী নূপুর বলয় মণি-ভূষণ
মঞ্জীর-ধ্বনি উতরোল ॥
রাই-কানু-আলিঙ্গন নীলমণি-কাঞ্চন
হেরইতে লোচন ভোর।
আবেশে অবশ দুহুঁ তনু ভেল আকুল[৩]
জলধরে বিজুরী উজোর ॥
ঘন ঘন চুম্বনে দুহুঁ মুখ দরশনে
মন্দ মধুর মৃদু হাস।
শ্যাম তমাল[৪] কনক লতা বেঢ়ল
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

ক্ষণদা ২৬।১১, কী ১৮৭, অ ৭৫

পাঠান্তর কী—(১) দুহুঁ দুহুঁ—ক্ষণদা (২) মনে উদিত অনঙ্গ—কী (৩) আবেশে অবশ তনু অতি আকুল—কী (৪) শ্যাম তমালে।

শব্দার্থ—রাই-কানু-আলিঙ্গন নীলমণি-কাঞ্চন—শ্যামরূপ নীলকান্তমণির মত আর রাইয়ের রূপ কাঞ্চনের মত।

৩১২

শ্রীরাগ

দুহুঁ মুখ দরশি বিহসি দুহুঁ লোচন
শাওন বরিখত নীর।
আকুল হৃদয় হৃদয় দুহুঁ জোরত
দুহুঁজন এক-শরীর ॥
সজনি না বুঝল মরমক ভাব।
দুহুঁ দুহুঁ সরবস রস-ভরে পরবশ
নিরসল কিয়ে পরথাব ॥
নিজ-কর-কমলে চিবুক দুহুঁ পরশই
কহইতে না ফুরই বাণি।
দারিদ রতন যতনে জনু সম্বরু
সতত হৃদয়ে ধরু পাণি ॥
চরণ কমল দুহুঁ নিজ-কর-পল্লবে
পরশি সতত ধরু আশ।
কবহি দূর দূর অনুমানই
উনমত চিত-অভিলাষ ॥

দরশন পরশ সরস দুহুঁ মানই
দুহুঁ রস-সায়র ভান।
কিয়ে দারুণ কিয়ে দূর-অবগাহন
গেলহিঁ সো ভেল আন॥
দুহুঁক বিলাস কলারস হেরইতে
অনঙ্গ তেজই অভিমান।
গোবিন্দদাস ভণ দুহুঁ রস-ধারণ
পাপ রজনি অবসান॥

কী ১৮৭, অ ৭৮

শব্দার্থ—নিরসল—নিরস্ত হইল, ক্ষান্ত হইল। পরথাব -প্রস্তাব, প্রসঙ্গ। না ফুরই বাণি—কথা বাহির হয় না। াবিন্দদাস ভণ—গোবিন্দদাস বলিতেছেন উভয়েই রস রণ করিয়া আছেন অথচ পাপ রজনীর অবসান ঘটিল। ত্রি তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যাইতেছে বলিয়া উহাকে াপরজনী বলা হইয়াছে।

৩১৩

ধানশী

যব ধনি কানু কয়ল তহি কোর।
নব মেঘ দেখি জনু[১] চাতক জোর॥
রসবতি রসিক-শিরোমণি রায়।
মনরথ সিধি বিধি পূরল তায়॥
নাগরচিতে পুন আরতি বিলাস।
অনুমতি-অন্তরে ধনি মৃদু হাস॥
লীলা লাবণি আনন্দ দান।
রসিক-শিরোমণি আনন্দ সিনান॥
দুহু রসে ভুলল দুহু করি কোর।
গোবিন্দদাস হেরি আনন্দ বিভোর॥

কী ১৯৩, অ ১০৫

পাঠান্তর—(১) যেন—কী

শব্দার্থ—নবমেঘ দেখি জনু চাতক জোর—নূতন মেঘ দেখিয়া চাতক-দম্পতি যেরূপ আহ্লাদিত হয়, রাই ও কানু পরস্পরকে পাইয়া তেমনি আনন্দিত হইলেন। নাগরচিতে পুন ইত্যাদি—নাগরের মনে পুনরায় বিলাস করিবার আর্ত্তি (আরতি) জাগিল এবং সুন্দরীও মৃদু হাসিয়া হৃদয়ের অভিলাষসূচক অনুমতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩১৪

বিভাস

কুসুম তুড়ি দুহু সেজ বিছায়ল
শুতল নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধুমত্ত ভ্রমরী মৃদু মৃদু ঝঙ্করু
বিকসিত ফল ফুল পুঞ্জে॥
বিনোদিনী রাধা মাধবকোরে।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতাবলি
দুহুরূপ অতিহু উজোরে॥
ভুজে ভুজে বন্ধ করি যব সুন্দরী
শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
রতিরসে অবশ দুহুক তনু জর জর
প্রিয় সখি চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত নীর ঝারি ভরি সহচরি
রাখত দুহু জন পাস।
মন্দির নিকটে আন থলে শুতলি
সহচরি গোবিন্দদাস॥

কী ২০৬

শব্দার্থ—মন্দির নিকটে আনথলে সুতলি—পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস এখানে মঞ্জরীভাবে বলিতেছেন যে, তিনি রাধাকৃষ্ণের শয়নমন্দিরের নিকটেই অন্য স্থলে শুইলেন। প্রয়োজন হইলেই আসিয়া তাঁহাদের সেবা করিবেন।

৩১৫

নাগধুন

সখীগণ মেলি করল পয়ান।
কৌতুকে কেলি কুণ্ড-অবগান॥
জলমাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুজন সমর কয়ল জলকেলি॥
বিথরল কুন্তল জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দিল নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেঢ়ল নাগরচন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ॥

ব ১ — ০০, ১৮৮, ২১৬, ৩৫১, অ ১১৭

৩১৬

রতি অবসানে — শ্যাম হিয়ায়
শূতলি ইন্দুমুখি বালা।
মরকত মদনে — কোই জনু পূজল
দেই নব চম্পকমালা॥
শ্যাম বয়ানপর — বয়ান বিরাজই
হিয়াপর কুচগিরি সাজে।
কনক কুম্ভ জনু — উলটি বৈসায়ল
মানে মহোদধি মাঝে॥
জীবন তনু মন — ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহি অধর মিশলি।
বেঢ়ল মৃণাল — হেম নীলমণি জনু
বান্ধুলী যুগ রসাল॥
ঘন সৌদামিনী — দুকুলে দুকুলে জনু
দুহু জন এক পটবাস।
চরণ বেঢ়ি চারু — অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথি

শব্দার্থ—মরকত মদনে ইত্যাদি—কৃষ্ণের বুকের উপর রাই শুইয়া আছেন; দেখিয়া মনে হইল যেন মরকতনির্ম্মিত মদনকে (শ্যামকে) কেহ যেন চাঁপা-মালা (রাধা) দিয়া পূজা করিল।

৩১৭

সিন্ধুড়া

জলদহি জলদ[১] বিজুরি দিঠি তাপক
মরকত কনয় কঠোর।
এ দুহুঁ তনু-মন-নয়ন-রসায়ন
নিরুপম নওল কিশোর॥
দেখ সখি রাধামাধব-ভাতি।
কো বিহি নিরমিল কোন ঘটাওল
শ্যামর-গোরি-সঙ্গাতি॥
যব দুহুঁ দুহুঁ হেরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি
আন-আন পিবইতে চাহ[২]।
তনু তনু পৈঠত সঘন আলিঙ্গনে
কৈছে হোয়ব[৩] নিরবাহ॥
আরতি অধর-সুধারস পিবি পিবি[৪]
দুহুঁক পিরিতি উনমাদ।
গোবিন্দদাস কহ অধিক রস-আবেশে
কিয়ে না করু পরমাদ॥

সা প. (১) ১১৪, ক. বি. ২৫৯৯ এবং ৭৪ — সমুদ্র ৩৯৭, তরু ১০৭৩ সং ২০৪, কী ২১২

পাঠান্তর—(১) জলধর জলদ—সং (২) দুহুঁ পিবইতে দুহুঁ চাহ—সং (৩) হোয়ত—কী (৪) আরতি এ অধর সুধারস পিবইতে—সং।

শব্দার্থ—জলদহি জলদ ইত্যাদি—নবীন কিশোর ও কিশোরী নিরুপম; তাঁহাদের তুলনা নাই। যদি জলদের সঙ্গে শ্যামের তুলনা কর, তবে বলিব জলদ জল দিয়া দেহ ভিজাইয়া দেয়। রাধার সঙ্গে বিজুরীর তুলনা দেওয়া যায় না, কেননা উহাতে চোখ ধাঁধিয়া যায়, চোখের কষ্ট হয়।

:কেত ও কনকের সঙ্গে কৃষ্ণ ও রাধার তুলনা হয় না, কেননা উহারা কঠিন, কঠোর আর ইঁহারা তনু, মন ও নয়নের পরম তৃপ্তিকর। কোন ঘটাওল—শ্যামের সঙ্গে গৌরীর প্রেম কে ঘটাইল ?

৩১৮

তিরোতা

কনকে কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাই।
মারত বদন নেহারি কুসুম পুন
সোহত সব কর মাই॥
কোকিল সমরক কেলি।
নয়ল কিশোরি কিশোর নয়লবর
ললিতা সখীজন মেলি॥
মণিময় ভূষণ তনু অতি শোভন
ঝন ঝন মঞ্জির বাজ।
গোবিন্দদাস কহে রমণি-শিরোমণি
জীতল মনমথরাজ॥

প বি. ২০ সং ৩৪৭

শব্দার্থ—সখীরা ফুল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সরস যুদ্ধ করিতেছেন। মারত বদন—মুখে ফুল ছুঁড়িয়া মারিল। নেহারি কুসুম পুন—সকলেরই হাতে কুসুম ফের শোভা পাইতেছে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—হেই মা !

৩১৯

চলল[১] মন্দিরে নওল কিশোরি।
হেরই হরিমুখ অলস বিলোচনে[২]
চেতন রতন চোরাওলি গোরি॥
ঝামর বদন শ্যাম ঘন চুম্বনে
প্রাতর-মধুর[৩] শশধর কাঁতি।
চম্পক মাল ললিত করে বারই
পরিমলে লুবধলা মধুকর পাঁতি॥
বিগলিত কেশ বেশ সব খণ্ডিত
নখপদ-মণ্ডিত হৃদয় নিহারি।
পীত বসনে চমকি তনু ঝাপই
রস-আবেশে চলু চলই না পারি[৪]॥
লহু লহু হাসি সম্ভাষই সহচরি
সচকিত লোচনে দশদিক চাই।
গোবিন্দদাস কহই জনি গুরুজন জাগব
চলহ তুরিতে ঘর[৫] যাই॥

সা প (১) ১৩০, ক. বি. ১১১ সমুদ ২৩৭, তরু ১০৯১, ২৭৫৫
বু ১১ কা ২৩৪

পাঠান্তর—কী (১) চলিলহু ; চললহি (তরু) (২) বিলোচন (৩) ধুসর (৪) চলই নাহি পারি (৫) ঘরে।

শব্দার্থ—চেতন রতন চোরাওলি গোরি—গৌরী হরির মুখ অলস দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহার চেতনারূপ রত্ন চুরি করিয়া লইল। ললিত করে বারই—গৌরীর গলায় চাঁপার মালা, তাহার প্রতি লুব্ধ হইয়া ভ্রমরের দল আসিয়া আক্রমণ করিতেছে, আর সে তাহার সুন্দর হাত দিয়া তাহাদিগকে বাধা দিতেছে (বারই)। নখপদ-মণ্ডিত হৃদয়—তাহার বুকে নখের চিহ্ন শোভা পাইতেছে। জনি গুরুজন জাগব—গুরুজন যেন না জাগে।

স্বয়ংদৌত্য

৩২০

ধানশী

মুরলী-মিলিত অধর নব পল্লব
গাওত কত কত রাগ।
কুলবতি হোই মন্দির ছোড়ি আয়লোঁ[১]
সহই না পারি বিরাগ॥

মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গৌরি আলাপি শ্যাম নট সঞ্চরু
তব তোহে[১] বিদগধ জান॥
মুরলি ছোড়ি যব[২] মধুর আলাপবি
তেসর জন জনি জান।
কণ্ঠ হি কণ্ঠ মেলি অব সমুঝিয়ে
যতি খণে হোত সুঠান॥
নিরজন জানি হৃদয়ে অবধারবি
ঐছন গুণবতি ভাস।
গুণিজন-লাজ যৈছে নাহি হোয়ত[৪]
কহতহিঁ[৫] গোবিন্দদাস॥

সা প (১) ৭৩, রাধা ৫৮ সমুদ্র ২১২, তরু ৬২১
গো ১৪, ক. বি. ৬৫ সং ১১৪, ১১৭

পাঠান্তর—(১) আয়লুঁ—সং (২) তুহু—তরু (৩) অছু—তরু (৪) কবহিঁ নাহি হোয়ত—সং (৫) বদতহি—সং।

ব্যাখ্যা—তোমার মুরলীসংযুক্ত নবপল্লবতুল্য অধর কত কত রাগ (রাগরাগিণী বা অনুরাগ) গাহিতেছে, তাই কুলবতী হইয়াও আমি ঘর ছাড়িয়া আসিলাম—কেননা আমি বিরাগ (ঔদাসীন্য অথবা রাগরাগিণীর ব্যতিক্রম) সহ্য করিতে পারি না। মাধব তোমাকে আর গান করা কি শিখাইব? প্রথমে গৌরী রাগিণী আলাপ করিয়া পরে শ্যাম ও নটরাগ বিস্তার কর, তবে জানিব তুমি পণ্ডিত বটে; অথবা হে নটবর শ্যাম, যখন তুমি গৌরীর (আমার) সহিত রসালাপ করিয়া সঞ্চরণ বা চলাফেরা করিবে, তখন তোমাকে রসিক বলিয়া জানিব। মুরলী ছাড়িয়া যখন মধুর রাগ আলাপ করিবে, তখন যেন তৃতীয় ব্যক্তি শুনিতে না পায়; গলায় গলা মিলাইয়া দেখিব যতক্ষণ না সুন্দর হয় (তুমি আর আমি এক সঙ্গে গলায় গলা মিলাইয়া অব্যক্ত মধুর স্বরে গান অভ্যাস করিব, যতক্ষণ না গানটী সুন্দর-রূপে অভ্যাস হয়।) গুণবতীর এইরূপ বাক্য নির্জ্জনে মনে বুঝিয়া দেখিও যাহাতে গুণীজনের কাছে লজ্জা না পাও।

৩২১

বরাড়ী

মনমথ-মকর ডরহিঁ ডর-কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়[১] হার-তটিনি তট কুচ-ঘট[২]
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসিক মীন বড়সি[৩] কিয়ে ডারসি
এ অতি কঠিন বিপাক॥
পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল
নাভি-সরোবর মাহ।
তাহিঁ রোমাবলি-ভুজগি-সঙ্গ ভয়ে
ত্রিবলি-বেণি অবগাহ॥
তাহি[৪] ফিরত কত কতহুঁ মনোরথ
দৈবক[৫] গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণি-জালে পড়ত ভেল[৬] সংশয়
গোবিন্দদাস রস গান॥

সা. প. (১) ৮১, বৃ ১১ তরু ৬২৩, ক্ষণদা ২১।৭
রাধা ৬৮ সমুদ্র ১১৪

পাঠান্তর—ক্ষণদা (১) তুয়া হিয়া (২) ঘটে (৩) অব (৪) তঁহি (৫) দৈবকো (৬) যব।

ব্যাখ্যা—মাধব শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—আমার চিত্তরূপ মৎস্য (ঝষ) মন্মথের যে বাহন মকর তাহার ভয়ে কাঁপিতেছিল; সেই অবস্থায় তোমার বুকের হাররূপ নদীর তীরে কুচরূপ কলসী দেখিয়া উছলিয়া পড়িয়া বা উল্লসিত হইয়া তাহার মধ্যে জীবনরক্ষার জন্য ঝাঁপ দিল। সুন্দরি! এখন তোমার কুটিল কটাক্ষ সম্বরণ কর—আর উহা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। যে মাছ কলসীর মধ্যেই ঢুকিয়াছে তাহাকে ধরিবার জন্য আবার বড়শি ফেলিতেছ, এ ত বড় কঠিন বিপদ্। তোমার কটাক্ষরূপ বড়শির ভয়ে আমার মনরূপ মীন আকুল হইয়া ফের তোমার নাভিসরোবরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যেখানে আবার রোমাবলীরূপ সর্পিণীর ভয়ে ত্রিবলী-রূপ

নদীর জলপ্রণালীর (বেণি) মধ্যে অবগাহন করিল। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কত কত ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু দৈবের গতি কে জানে? সেখানে আর তোমার কটির কিঙ্কিণীরূপ জালে পড়িয়া তাহার জীবনসংশয় হইল। গোবিন্দদাস এই রসের গান করিতেছেন।

৩২২

শ্রী রাগ

মদন-কিরাত[১]-কুসুম-শর দারুণ
বৃন্দাবন-বন-মাঝ।
তেঞি আকুল হরি তোহারি শরণ করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
এ ধনি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান।
মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন-শর
হানল হামারি পরাণ॥
দুহুঁ শরে জর জর জীবন অন্তর
কীয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই রাই অব দেয়বি
অধর সুধারস-পান॥
মণিময়-হার-তরঙ্গিণি-তীরহি
কুচ-কনকাচল-ছায়।
ঐছে তপত জনে গুপতে[২] রাখবি তব
গোবিন্দদাস যশ গায়॥

পা. প. (১)—৮ রাধা ৬৭ তরু ৬২৩ খ, সং ৯৫, সিদ্ধান্ত-
ন. বি. ৭৪২ চন্দ্রোদয় ১৪১, ক্ষণদা ২২।৯
সমুদ্র ২১৮

পাঠান্তর—(১) সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ে 'মদন কিরাত' স্থলে 'মদন কি বাত' ছাপা হইয়াছে। (২) গোপতে—তরু।

শব্দার্থ—কিরাত—ব্যাধ। অথির সন্ধান—অস্থির সন্ধান; একজনকে মারিতে আর একজনকে মারিয়াছ।

ব্যাখ্যা—মদনরূপ ব্যাধের কুসুমশর বৃন্দাবনের বনের মধ্যে নিতান্ত দারুণ বা ভীষণ। তাহাতে ব্যাকুল হইয়া আমি হরি আমার নিজের পৌরুষ গর্ব্ব ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তুমি আশ্রিতকে বাঁচাইবার জন্য মদনকে তোমার কটাক্ষশর দিয়া মারিতে উদ্যত হইলে; কিন্তু তোমার সন্ধান এখনও স্থির হয় নাই, তাই মন্মথকে মারিতে যাইয়া আমারই প্রাণের উপর উহা হানিলে। এখন আমি মন্মথের শরে ও তোমার শরে জর জর হইয়া মারা যাই। কি করিব জানি না। তুমি যদি নিজের যশ রক্ষা করিতে চাও তো তোমার অধর-সুধারস দিয়া আমাকে বাঁচাও। (তোমার বাণে যে আহত হইয়াছে তাহাকে বাঁচানো তো তোমারই কাজ।) আমাকে তোমার মণিময় হাররূপ নদীর তীরে তোমার কুচরূপ পর্ব্বতের ছায়ায় গোপনে রাখিয়া এই বাণদগ্ধ জনকে বাঁচাইও—তাহা হইলে গোবিন্দদাস তোমার যশ ঘোষণা করিবে।

৩২৩

তথা রাগ

কনকলতা কিয়ে বিকশল পদুমিনি
কিয়ে মহি বিজুরি উজোর।
কুঞ্জ-কুটিরে কিয়ে উয়ল হিমকর
হেরইতে আয়লুঁ ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর-গরলহি ভরল নয়ন-শর
হানলি অন্তর চীতে॥
তব অগেয়ানে কয়লি তুহুঁ ঐছন
অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ-চুম্বক সরস পরশ দেই
উদঘাটহ দিঠি-বাণ॥
আশ-পাশ হাসি দরশায়সি
কতিখণে রাখবি পরাণ।

বিঘটল সময় পালটি নাহি আয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

সা. প. (১)—৮৩, ক. বি. ৬৪ তরু ৬২৪, সমুদ্র ২১৫
এন: ২৯৮৬, বৃ ১১

ব্যাখ্যা—এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া আসিলাম। স্বর্ণলতাতে কি পদ্মফুল ফুটিল? (স্বর্ণবর্ণা দেহলতাতে বদনকমল ফুটিয়াছে। তাহা আশ্চর্য; কেন না, পদ্ম পাঁকেই জন্মে)। কিম্বা ভূমিতে উজ্জ্বল বিদ্যুতের বিকাশ হইয়াছে? (শ্রীরাধা মাটীর উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, মনে হয় যেন বিদ্যুৎ)। কিম্বা কুঞ্জকুটীরে চন্দ্র উঠিল? কিন্তু সুন্দরি! তোমার চরিত্র ও ব্যবহার অদ্ভুত! আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতে আসিলাম, আর তুমি কি না আমাকে তোমার কজ্জলরূপ বিষে পরিপূর্ণ নয়নশরে আমার মনে ও হৃদয়ে আঘাত করিলে? বোধ হয় তুমি অজ্ঞাতে (অগেয়ানে) বা না বুঝিয়া এরূপ করিয়াছ, কিন্তু এখন এই ভালমানুষ যে মারা যায়। তাহার বাঁচিবার একমাত্র উপায় হইতেছে তোমার উচ্চ কুচরূপ চুম্বকের সরস স্পর্শ দিয়া তাহার বুকে বেঁধা কটাক্ষবাণ বাহির করা। (চুম্বকের টানে লোহার শর বাহির হইয়া আসিবে)। তুমি হাসিয়া আশা দিয়াছ, কিন্তু শুধু আশায় কি হইবে? যে সুযোগ চলিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। গোবিন্দদাস তাহার সাক্ষ্য দিতে পারে।

৩২৪

ধানশী

কানন কুসুম তোড়সি কাহে গোরি।
কুসুমহি নিরমিত সব তনু তোরি ॥
আনন হেম-সরোরুহ-ভাস[১]।
সৌরভে শ্যাম-ভ্রমর মিলু পাশ ॥
নয়নযুগল নীল উতপল জোর।
সহজে শোহায়ল[২] শ্রবণক ওর ॥
অপরূপ তিল-ফুল সুললিত নাস।
পরিমলে জিতল অমর-তরু-বাস ॥
বান্ধুলি মিলিত অধর যাঁহা হাস[৩]।
মুকুলিত-কুন্দ-কুমুদ পরকাশ ॥
সব তনু ফুটল চম্পক গোর।
পানিক তল থল-কমল উজোর ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান ॥

সা. প. (১)—৭৯, ক. বি. ৬৩ তরু ৬২৯, সং ৯৪, সমুদ্র ২১৬
রাধা ৬৬, বৃ ১০

পাঠান্তর—সং—(১) আনন হেম-কমল পরকাশ (২) শোহায়ন (৩) অধর বান্ধুলী মিলিত জেভ হাস।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ফুল তুলিতে দেখিয়া বলিতেছেন—বাগানের ফুল তুলিয়া আবার তুমি কি করিবে? গৌরি! তোমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তো ফুল দিয়া তৈয়ারী। তোমার মুখখানিতে সোনার কমলের কান্তি; তাহার সুগন্ধে শ্যামরূপ ভ্রমর আসিয়া তোমার পাশে মিলিয়াছে। তোমার নয়নদ্বয় নীল উৎপলের মত তাহা আকর্ণবিস্তৃত, তাই মনে হয় যেন সহজ সৌন্দর্যে উহা কর্ণের প্রান্তদেশে নীলোৎপল নামক কর্ণভূষণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তোমার নাসিকা অপূর্ব্ব তিল ফুলের ন্যায় সুন্দর; তাহার সৌরভে পারিজাত হার মানে। তোমার অধরই বাঁধুলি ফুল। তাহার হাসিতে যেন মুকুলিত কুন্দ ও কুমুদ ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমার সকল অঙ্গ ফুটন্ত চাঁপার দলের মতন গৌরবর্ণ। আর করতল যেন উজ্জ্বল স্থলকমল। সেইজন্য গোবিন্দদাস অনুমান করিতেছে যে, তুমি তোমার নিজের দেহ দিয়া পশুপালক শিব বা কৃষ্ণকে পূজা কর।

৩২৫

ভূপালী

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী।
স্বামি-বরত পুন ছোড়ি না পারি ॥

তেঁ রূপ যৌবন একু নহ উন।
বিদগধ নাহ না হোয় বিণি পূণ॥
এ হরি অতয়ে দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরি একন্ত॥
সহজে বধু-জন গতি-মতি-হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চীন॥
না মিলল কোই বনহিঁ বন আন।
অনুসরি মুরলি আয়লোঁ এহি ঠাম।
আয়লোঁ দূর পুরব নিজ সাধে।
একলি বোলি করহ জনি বাধে॥
তুহুঁ যৈছে গোরি আরাধলি কান
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

প. (১)—৭৪, ক. বি. ৬৫ তরু ৬১০, সমুদ্র ২১৮
১৫, রাধা ৫৯

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা বাক্যের কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-বিলাসে প্রবৃত্ত করিতেছেন। আমার স্বামী অতিশয় বৃদ্ধ, তবুও আমি কুলবতী নারী বলিয়া স্বামীর সেবা-রূপ ব্রত একেবারে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রূপে ও যৌবনে কম নই; কিন্তু আমার পুণ্যবল ছিল না বলিয়া আমার ভাগ্যে রসিক নাথ জুটে নাই। এইজন্য অর্থাৎ পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে আমি নির্জ্জনে গৌরী ও পশুপতি (অথবা আমি গৌরী পশুপালক শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিব)। হরি আমাকে তুমি সেই নির্জ্জন স্থানে যাবার পথ দেখাইয়া দাও। আমি তো পথ চিনি না, কেননা বধূজনেরা একে অল্পবুদ্ধি তাহাতে আবার তাহারা ঘর হইতে বাহির হয় না। শুধু বন আর বনের মাঝ দিয়া আসিলাম, তাই পথ জিজ্ঞাসা করার মতন কাহারও দেখা পাইলাম না; শুধু তোমার মুরলীর ধ্বনি অনুসরণ করিয়া এখানে আসিলাম। এতদূর আসিলাম, কেননা নিজের সাধ পূর্ণ করিব (পূজা করিব ইহা বাহিরের কথা, অন্তরের অর্থ অন্য)। তুমি যেন আমাকে একা দেখিয়া এই পূজায় বাধা ঘটাইও না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, হে গৌরি! তুমি শিবপূজার ছলে যে কানাইয়েরই পূজা করিয়াছ তাহার সাক্ষী আমি।

৩২৬

ইমন কল্যাণ

মঝু মুখ বিমল-কমল-বর-পরিমল
জানলুঁ তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামিক নিয়ড়ে কতহুঁ করু কলেবর
না জানি কৈছে দিল তোর॥
দূরে রহু শ্যাম ভ্রমর-বর রায়।
স্বামিক সেবন করইতে ঐছন
জানি করহ অন্তরায়॥
এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল
কী ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাঁহি চলহ যাঁহা কুসুম বিথারল
মঞ্জুল মাধবি-কুঞ্জ॥
এতহুঁ সঙ্কেত কয়ল যব কামিনি
কানু চলল সেই ঠাম।
গোপ গোঙার ভ্রমর বহু খোজত
গোবিন্দদাস রস গান॥

সা প. (১)-৭৭ তরু ৬৪৬, সমুদ্র ২১৭
ক. বি. ৬৫
মু ১০, গো ১৫
রাধা ৬১

ব্যাখ্যা—একদিন রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণ রাধার পতি-গৃহের নিকটে যাইয়া ভ্রমরের মতন গুঞ্জনধ্বনি করিয়া সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। তখনও রাধার স্বামী জাগিয়া আছেন। তাই রাধা কৌশলে যেন একটী ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া মিলনের উপায় সঙ্কেতে বলিলেন। আমার মুখের সুগন্ধকে তুমি মনে করিয়াছ বুঝি সুন্দর পদ্মরাজের গন্ধ—নিশ্চয়ই তুমি মধুপানে মত্ত হইয়াছ বলিয়া এমন ভুল করিয়াছ। আমার কাছে স্বামী আছেন, তবুও এত কলরব করিতেছ; তোমার মনে কি আছে কে জানে? ওহে শ্যামভ্রমর! দূরেই থাক। ঐরকম গুঞ্জন করিয়া আমার স্বামিসেবার বিঘ্ন করিও না। তুমি যদি তৃষ্ণায় এত আকুল হইয়াছ তো আমার বাড়ীতে গুঞ্জন করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি সেইখানে চলিয়া যাও

যেখানে কুসুমাস্তীর্ণ সুন্দর মাধবীকুঞ্জ আছে। (সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা কর, আমি সুযোগ পাইলেই আসিতেছি, ইহাই ধ্বনি)। কামিনী (কামযুক্তা নারী) যখন এইরূপ সঙ্কেত করিল, তখন কানাই সেইখানে চলিলেন। আর রাধার স্বামী বেচারা নিতান্তই গ্রাম্য গোপ বলিয়া মনে করিল সত্যই বুঝি একটা ভ্রমর তাহার কাছাকাছি গুঞ্জন করিতেছে। তাই সে রাধার কথা শুনিয়া ভ্রমরের খোঁজ করিতে লাগিল। গোবিন্দদাস এই রসগান করিতেছেন।

মন্তব্য—এই সুন্দর পদটা শ্রীরূপ গোস্বামীর উদ্ধব-সন্দেশের নিম্নলিখিত শ্লোকটীর ভাব লইয়া লেখা :

মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে
পত্যুঃ কৃষ্ণভ্রমর কুরুযে কিন্তরামমন্তরায়ম্।
তৃষ্ণাভিস্ত্বং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্তস্তদাগ্রে
পুষ্পৈঃ পাণ্ডুচ্ছবিমবিরলৈর্যাহি পুন্নাগকুঞ্জম্॥

৩২৭

তথা রাগ

পাপ চকোর চান্দ বলি ধাওল[১]
মধুকর কমলিনী ভানে।
আচরে ঝাপি বদন তেইঁ পুছিয়ে
তোহে পরপুরুষ কি ঠামে[২]॥
মাধব মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
কী ফল মনমথ বীন্ধই জগজন[৩]
কাঁহা পুন তাকর গেহ॥
বীন্ধই যছু মন কি করই সো পুন
কৈছে কুসুম শর জালা।
কৈছে যুড়াওব[৪] একহিঁ না জানিয়ে
জনি কহ মুগধিনী বালা॥
সহচরি মেলি হাসি মুখ মোড়ই
উত্তর না দেয়[৫] কোই।
গোবিন্দদাস মোহে উপদেশল
অতয়ে সে পুছিয়ে তোয়[৬]॥

সা. প. (ক)--৭৫, রাধা ৬০ সং ১২১ অ ৭০
গো ১৫, ক. বি. ৬৫

পাঠান্তর—অ—(১) ধাবই (২) ঠানে (৩) কী ফল জগ-মন মনমথ বিজয়ে (৪) জুড়াবত (৫) দেওই (৬) অতয়ে পূছউ তোই।

ব্যাখ্যা—মাধব! তুমি পরপুরুষ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ), তাই তোমার কাছে সন্দেহ নিরসনের জন্য মুখে কাপড় দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি (তুমি পরপুরুষ তাই তোমার কাছে মুখ ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি)—পাপ চকোর চাঁদের জন্য ধায় কেন? ভ্রমরই বা কমলিনীর জন্য ছুটে কেন? মন্মথ জগতের লোকদের বিদ্ধ করে কেন? সেই মন্মথ থাকে কোথায়? যার মন সে বিদ্ধ করে সে বা কি করে? লোক যে কুসুমশরজালা বলে সেটাই বা কিরূপ? সে জালা জুড়াইবারই বা উপায় কি? (এইটাই আসল প্রশ্ন—আর সব ইহার ভূমিকা।) এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিয়া তুমি আমাকে যেন বোকা মেয়ে বলিও না। সখীরা হাসিয়া মুখ ফিরাইল, কেহই উত্তর দিল না। গোবিন্দদাস আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাই তোমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। কবিই যেন শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া এস যে, কুসুমশরের জালা মিটাইবার উপায় কি?

৩২৮

মুগধিনি নারী মান না জানয়ে
না জানয়ে সুরত বিলাস।
কেবল তোঁহারি পিরিতি রস লালসে
মিলল পহিল সম্ভাষ॥

মাধব ! তোহে কি বুঝিয়ে হেন রীত।
বিনি দোষে বাণী কাহে উপেখলি
না বুঝিয়ে তোহারি পিরিত ॥
আঁচর বদনে দেই খিতিতলে বৈঠই
বচন কহিতে নাহি জানে।
মালতি ভ্রমর মিলন নহি হেরসি
মাতসি নলিনী মধু পানে ॥
নব রস রঙ্গ তাহে শিখাওবি
পিরিতি করবি নিরযাস।
গোবিন্দদাস ভনি[১] রসিক শিরোমনি
মিলল রাইক পাশ ॥

রসমঞ্জরী পুঁথি ১৮ অ ৩৭৫

মন্তব্য—সখী মুগ্ধা নায়িকাকে মাধবের হাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিতেছেন।

পাঠান্তর—গোপালদাস ভণ—অ

৩২৯

যমুনাক তীর বন বানীরকুঞ্জ।
পুলকিত তরুবর কিশলয় পুঞ্জ ॥
মাধব বিদগধ রায়।
মঝু মন উলসিত তহিঁ পরি ধায় ॥
আকুল নাগর বসল সোই ঠাম।
পূরল সুন্দরি মনোরথ কাম ॥
ক্ষণে বাহু ধরাধরি ক্ষণে কর কোর
কুঞ্জ হেরি মাতল দুহুঁ মন ভোর ॥
অবলা চরিত নাহ ভাল জান।
গোবিন্দদাস দুহুক গুণ গান ॥

রসমঞ্জরী পুঁথি ২০

শব্দার্থ—বানীরকুঞ্জ—বেতসকুঞ্জ।

৩৩০

গান্ধার

কালিয়-দমন জগতে তুয়া ঘোষই
সহচরি শুনইতে কাণে।
তুয়া সঞে বাদ করিয়া ধনি আওত
মনমথ চঢ়ই ঝাঁপানে ॥
মাধব অতয়ে কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলিক মাঝে লোম-ভুজঙ্গিনী
হেরইতে তুহুঁ জনি ভাগি ॥
নয়ন-কমলপর যুগল-ভুজগবর
কাজর-গরল উগারি।
মদন-ধনন্তরি আপে যব আওব
সো বিখ তবহি না সারি ॥
বেণি-ভুজগবর পিঠপর দোলত
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ-দমন-তনু কম্পিত
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥

ক. বি. ৭৭ এবং ২২৮৫ তরু ১০৫২
রাধা ৬৪

ব্যাখ্যা—সেকালে মাচার উপর চড়িয়া সাপুড়েরা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যে বিষাক্ত সাপের খেলা দেখাইত তাহাকে "ঝাঁপান চড়া" বলিত। সখী রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগের সহিত ঝাঁপান চড়ার তুলনা করিয়া বলিতেছেন—তুমি কালিয়সাপকে দমন করিয়াছ এই তোমার খ্যাতি শুনিয়া আমাদের সখী শ্রীরাধা মন্মথের ঝাঁপানে চড়িয়া তোমার সহিত লড়িতে আসিয়াছেন। সেইজন্য মাধব তোমাকে বলিতেছি শুন আমাদের সখীর ত্রিবলীর মাঝে যে লোমরূপ সর্পিণী আছে তাহা দেখিয়াই যেন তুমি পালাইও না। তাহার পদ্মলোচনের উপর দুই ভ্রূ যেন দুই শ্রেষ্ঠ সাপ; তাহারা কজ্জলরূপ গরল বমন করিয়াছে। সে বিষ সরানো তোমার তো কর্ম্ম নহেই, মদন ধন্বন্তরিরও নহে। রাধার কাছে আর এক সাপ আছে তাহার বেণী; তাহা তাহার পিঠের উপর দোলে;

উহা অনেকদিন ধরিয়া ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসিত আছে। এই সব কথা শুনিয়া নাগদমনকারী কৃষ্ণের দেহ কাঁপিতে লাগিল (ভয়ে না কামে ?) গোবিন্দদাস ইহা বলেন।

৩৩১

তথা রাগ

রাইক আগমন বাত।
শুনইতে উলসিত গাত॥
তাহে কহই নব-কাম।
নাগ-দমন মঝু নাম॥
খগপতি রহু মঝু পাশ।
সবহুঁ সে করব গরাস॥
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয়॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান॥
রসনা-ধনন্তরি আগে।
তহিঁ পুন অমিয়া লাগাবে॥
নিরবিষ হোয়ব তায়।
জীতব এ হিত উপায়॥
এত শুনি সহচরি গেল।
গোবিন্দ অনুমতি দেল॥

ক. |বি. তরু ১০৫৩

শব্দার্থ—আগের পদটীর উত্তরে কৃষ্ণ এটী বলিতেছেন উলসিত গাত - দেহ উল্লসিত হইল। নাগদমন—কালিয় সর্পকে দমন করিয়া নাগদমন নাম হইয়াছে। খগপতি—গরুড়, সর্পের শত্রু। বিকট মকর—কুণ্ডলরূপ মকর। সেই মকর রাধার সব সাপ খাইয়া ফেলিবে। রসনা-ধনন্তরি—রাধার রসনারূপ ধন্বন্তরি অমিয়া লাগাইয়া বিষ নষ্ট করিয়া দিবে।

৩৩২

শ্রী রাগ

অধর-সুধা রসে লুবধক মানস
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ-অবলোকনে অনিমিখ-লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥
দেখি সখি রাধা-মাধব-প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠিক হেম॥
আনন্দ-নীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে
তবহি পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত-জলধি অবগাহ॥
মধুরিম হাস- সুধা-রস বরিখণে
গদগদ রোধয়ে ভায়।
চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ক. |বি. ২০১৭ তরু ১৯৮৮, সমুদ্র ৩৮৩

ব্যাখ্যা—অন্তরের গভীর প্রেম কামতৃষ্ণাকে পরাভূত করিয়াছে। তাই কবি বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অধর-সুধা পান করিয়া লুব্ধ হইয়া দেহালিঙ্গন চাহেন বটে, কিন্তু শ্রীরাধার মুখের পানে চাহিতেই তাঁহার নয়ন একেবারে নিমেষ ফেলিতে ভুলিয়া যায়। এমন করিয়া শু‍ তাকাইয়া থাকিলে কার্য্য (সম্ভোগ) নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে ? সখি, রাধামাধবের অপূর্ব্ব প্রেম দেখি। গাঁটে সোনার স্পর্শ পাওয়া সত্বেও দুর্ল্লভ রত্নের যেন দেখা পাইয়াছে এরূপভাবে তাকাইয়া আছে। (হাতের কাছেই সম্ভোগের উপকরণ থাকা সত্বেও শুধু পরস্পরের প্রতি দেখিতে থাকা কেন ?) দেখিতে দেখিতে আনন্দাশ্রুতে নয়ন ভরিয়া আসে, চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না ; তখন যেন বাহু বাড়াইয়া ছুঁইতে চায়। ছোঁয়ামাত্র উভয়েই সাত্বিক ভাবাবেগে কাঁপিতে থাকে। ইহারা সম্ভোগের সমুদ্রে অবগাহন করিবে কিরূপে ? মধুর হাস্যসুধারসের

বদনে এমন গদ্‌গদ হইয়া পড়ে যে, বাক্যস্ফুরণ হয় না। রতি-সম্ভোগ অপেক্ষা চিরদিনের এরূপ মিলন লাখগুণ ভাল গোবিন্দদাস বলেন।

৩৩৩

কেদার

আধ আধ অঙ্গ মিলল রাধা কানু।
আধ-কপালে শশী আধ-ভালে ভানু॥
আধ-গলে গজ মোতি আধ বন-মালা।
আধ নব গৌর-তনু আধ চিকণ কালা[১]॥
আধ-অঙ্গে পীতবাস আধ নীল সাড়ি।
আধ-ভুজে বলয়া আধ-ভুজে নীল চুড়ি॥
আধ-অঙ্গে হিলাহিলি ঘেরাঘেরি বাহু।
গোবিন্দ কহে চান্দ গরাসল রাহু॥

প বি. ৮৪ এবং ৯৫ অ ৭৬

পাঠান্তর—(১) ইহার পরে পণ্ডিত বাবাজীর পুথিতে অতিরিক্ত—

(১) আধ শিরে শোভে চূড়া আধ শিরে বেণী।
আধ গৌর তনু আধ নীলমণি॥

৩৩৪

সই বড়ই লাগল ধন্দ।
ইন্দু কুমুদ মেহ বিজুরি
চকোর ভ্রমরবন্ধ॥
সই দেখিতে লাগয়ে সাধ।
ভানু তিমির গরুড় সাপিনী
নীলবরণে চাঁদ॥
সই কি আর কহব কথা।
শুক বিম্ব চোরহি রহল
এসব জোরক ধাতা॥
সই দেখত এসব মেলি।
নাগর নাগরি রসের সাগরি
করব অনুপ কেলি॥
সই করহি রুচির রাস।
মদন ধনুটি লই পাঁচবাণ
কহই গোবিন্দদাস॥

ক. বি.

শব্দার্থ—ইন্দু কুমুদ ইত্যাদি—চন্দ্রের সঙ্গে কুমুদিনীর, মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের, চকোর ও চাঁদের, কমল ও ভ্রমরের মিলন দেখিতে ইচ্ছা করে।

৩৩৫

রাতিরণ তুমুল পুলককুল সঙ্কুল
ঘন মঞ্জীর বোল।
নিজমদে মদন পরাভব মানল
কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্করু
রতিজয় মঙ্গল তুর।
মনমথ কে ও মকরগতি আওত
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

গোবর্দ্ধনের পুথি ২৩

৩৩৬

দুহুজন যহি বন কৌতুক মাজি।
নাগর সমুখ সমরশরে বাজি॥
ঢলি পড়ল যব অচেতন হোই।
মনমথে ঝাড়ি জিয়ায়ল রাই॥
দুহুজন সারি উঠল যব তাই।
বিন বাদ কিঙ্কিণি সব দশ মাই॥

দুহু জন করে ধরি যমুনাক তীর।
নাহি উঠল দুহু মুছত নীর ॥
সখিগণ বসন জোগায়ল পাশ।
পহিরল দুহুজন নিজ নিজ বাস ॥
বৃন্দা নানা উপহার আনি দিল।
হরষিতে দুহুঁ বসি ভোজন কেল ॥
আচমন করি দুহু তাম্বূল নেল।
প্রণমিয়ে সুন্দরি সখি সঙ্গে গেল ॥
সখাসঙ্গে মিলল নাগর যাই।
নিজগৃহে প্রবেশল সখি সঙ্গে রাই
নিজালয়ে বৈঠল আসন পাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৯৯০

মন্তব্য—প্রেমের আবেশে একদিকে নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অন্যদিকে নায়িকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা মূর্চ্ছিত হইয়া রহেন ; পরস্পরের দৈহিক মিলন সম্ভব হয় না।

৩৩৭

সহচরি সঙ্গে রঙ্গে চলু মাধব
রাধা মিলনকী আশ।
অঙ্গ অনঙ্গ রসে প্রেম পুলক ভেল
মনমথ তনু পরকাশ ॥
কেলি কদম্ব নিভৃত নিকুঞ্জ
তহি চিনহতে নাগর রাজ।
রাইক প্রেমহি সোঙরিতে সো হরি
মুরছি পড়ল তহি মাঝ ॥
বহুত যতন করি তবহু সহচরি
চেতন করায়লি কান।
আচরে পবন নিরখিতে অপরূপ
নাগর হরল গেয়ান ॥
শ্যাম অবশ দেখি সোই কুঞ্জে রাখি
রাধা মন্দিরে গেল।
গোবিন্দদাস ভন রাই অচেতন
সহচরি অন্তরে শেল ॥

ক. বি. ৫১১

৩৩৮

কেদার

গুরুজন পরিজন ঘুমাওল জান।
সময় জানি ধনি কয়ল পয়ান ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বর কান।
দারুণ মদন পাওল সমাধান ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
চাঁদ চকোর জনু মিলল নয়ান ॥
তনু তনু মীলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান ॥

ক. বি. ১১০ তরু ২৮১৪, কী ২১৪

৩৩৯

নিরমল রাতি বৈঠল দুহু জন
মোছই দুহু মুখচন্দ।
দুহুজন বদনে তাম্বূল দুহু দেয়ল
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥
দুহু মুখ দুহু রহি চাই।
আহা মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই
দুহু দুহু তনু বিলুঠাই ॥
নীলপীত বসনে শোভিত ভেল দুহু তনু
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রসিক রমণী রস-নাগরী
তৈছন বিদগধ-রাজ ॥

কতহুঁ যতন করি বিহি নিরমায়ল
দুহু তনু একই পরাণ।
বিকশিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

বসু ৪৫০

৩৪০

ও নব নাগর রসের আগর
আগোর সকল গুণে।
সো সব চরিত আদর পিরীত
ঝুরিয়া মরি যে মনে॥
পিরীতি বল কত না ছল
সে কি নাশে আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাখিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে॥
সে মোর কোলেতে করিয়া ভাবিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিডম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥

ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে ঝুরিয়া মরয়ে
দাস গোবিন্দ ছার॥

বঙ্গদর্শন ১৩১৭, অগ্রহায়ণ

৩৪১

কামোদ

করতলে কুঙ্কুমে সো মুখ মাজল
অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোচন ঘন ঘন হেরইতে
ভাখই গদগদ বোল॥
ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই।
লোচন ওত করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই॥
লোচন-খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি-মূলে।
অতসী-কুসুম গোরী ললিত হৃদয়ে ধরি
কুপণ হেম সমতুলে॥
যাবক চিত্র চরণ পর লেখই
মদন-পরাজয় পাতি।
গোবিন্দদাস কহই ভেল কানুকো
লিখইতে আরকত ভাতি॥

(১)—২৮০ ক্ষণদা ১৭।১০, কী ১৯৭

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সাজাইতেছেন।

শব্দার্থ—ভাখই—কহে। লোচন ওত—চোখের আড়াল। রস অবগাই—প্রেমরসে অবগাহন করিয়া। অতসী-কুসুম—তিসি বা মসিনার নীল ফুল; অতসী কুসুমের মতন রং যাহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। গোরী ললিত হৃদয়ে ধরি—গৌরীকে সুন্দর বুকে রাখিয়া। যাবক চিত্র—আলতা দিয়া আঁকা ছবি। মদন-পরাজয় পাতি—মদন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লিখিত পত্র।

৩৪২

কামোদ

ধনীমুখ পঙ্কজ কুঙ্কুমে মাজই
বিদগধ বর কান।
রচইতে সিন্দুর গরগর অন্তর
অঝরে ঝরে নয়ান॥
দেখ সখি রাধামাধব মেলি।
দুহুঁ সুখ-সাগরে আনন্দে ভাসল
দুহুঁ রসে নিমগন ভেলি॥

বয়ন কঠোর জোর কুচমণ্ডল
পদে বিদগধি সাজ।
মৃগমদ খচিত অঙ্গরু করু পল্লব
মুগধল মনসিজরাজ॥
আনন্দনীর নয়ন ভরি আয়ত
কাঁচলি করি নিরমাণ।
নীলবসন মণি তছু পরি কিঙ্কিণী
হেরইতে হরল গেয়ান॥
মঞ্জুল মঞ্জীর চরণ পর রঞ্জই
মকুর ধর নিজ পাশ।
নিজ তনু হেরি হাসি তোহে সোঁপল
হেরল গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১০৪৮

মন্তব্য—শ্রীরাধাকে বিদায় দিবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইয়া দিতেছেন। এক একটি অঙ্গে সাজ করা হয়, আর বিদায়ের কাল ঘনাইয়া আসিতেছে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু সজল হইয়া উঠে।

অভিসার

৩৪৩

শ্রী রাগ

কুঞ্চিত-কেশিনি নিরুপম-বেশিনি
রস-আবেশিনি ভঙ্গিনি রে।
অধর সুরঙ্গিণি অঙ্গ তরঙ্গিণি-
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনী।
ব্রজ রমণীগণ-মুকুট-মণি॥
কুঞ্জর-গামিনি মোতিম দামিনি
দামিনি চমক-নেহারিনি রে।
অভরন-ধারিনি নব অভিসারিনি
শ্যামর-হৃদয়-বিহারিনি রে॥
নব অনুরাগিনি অখিল-সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিণী মোহিনি রে।
রাস-বিলাসিনি হাস-বিকাশিনি
গোবিন্দদাস চিতশোহিনি রে॥

সা. প. (১)—৫২, ক. বি. ৩৭১ তরু ২৭০, কী ৯৭, সমুদ্র ২২০
রাধা—৩৩, গো ১০

পাঠান্তর—ক. বি. পুথিতে আরম্ভ :
সুন্দরি রাধে আওল বনি।
ব্রজ রমণিগণ মুকুটমনি॥
কুঞ্জর-গামিনী ইত্যাদি।

বৈষ্ণবপদলহরীতে আরম্ভ—সুন্দরী রাধা আওয়ে বনি।

শব্দার্থ—কুঞ্চিত-কেশিনি ইত্যাদি—শ্রীরাধার কেশ কুঞ্চিত, তাঁহার বেশের তুলনা নাই, তিনি রসের আবেশে পরিপূর্ণা, উৎকষ্ট ভঙ্গীকারিণী, তাঁহার অধর লাল টুক্‌টুকে, প্রতি অঙ্গে কান্তির তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে যেন; আর তাঁহার সঙ্গে আছে নব-যৌবনা বিলাসিনীরা। সুন্দরী রাধা সাজিয়া আসিলেন (আওয়ে বনী)। কুঞ্জর-গামিনি ইত্যাদি—গজরাজের মতন তাঁহার চলনভঙ্গী, মতির মালা (দাম) তাঁহার গলায়, তাঁহার নয়নে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। পঞ্চম রাগিণী মোহিনি রে—পঞ্চম স্বর ('পা' স্বর) প্রীতি ও আনন্দের উদ্দীপক; শ্রীরাধা পঞ্চম রাগিণীর ন্যায় মোহিনী। শোহিনি—শোভিনী।

৩৪৪

ভূপালী

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ[১]॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপি।
জগজন শয়নে নয়ন রহু ঝাঁপি॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥

পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ-কুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাহা নূতন নেহ॥

সা. প (১)—১৭৫ তরু ৩১৬, কী ২১৮, সমুদ্র ১৩৮
ক. বি ৭০ এবং ৭৮

পাঠান্তর—রাধামোহন ঠাকুর স্বয়ং পাঠ ধরিয়াছেন—'চৌদিশে হিম হিমকর বন্ধ' কিন্তু টীকায় পাঠান্তর ধরিয়াছেন—'চৌদিশে হিমকর কর হিমবন্ধ।'

মন্তব্য—পৌষমাসে জ্যোৎস্নাভিসারিকা শ্রীরাধিকার বর্ণনা। পৌষমাসের রাত্রি, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। হিমকর যে চন্দ্র (আজ সার্থকনামা) সে চারিদিকে যেন হিমকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বসিয়া থাকিলেও সকলের দেহ কাঁপে; পৃথিবীর সকলেই শুইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু বন্ধ করিয়া আছে। সখি, এমন সময়ে রাধা অভিসারে বাহির হইল দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য লাগিতেছে। গরম সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়া, ভুল করিয়া সু-উচ্চ স্তনের কাচুলি ছাড়িয়া একখানি মাত্র সাদা কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া কুঞ্জে চলিল। (জোৎস্নারাত্রে সাদা কাপড়ে গা ঢাকিলে লোকে বুঝিতে পারিবে না)। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। তাহার কোমল চরণ তুষারে দলিত হয় না, কাঁটা-বিছানো পথে তাহার পা একটুও টলে না। যেখানে নূতন অনুরাগ সেখানে কি আর কেউ বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয়?

৩৪৫

কেদার

হিমঋতু-যামিনি যামুন তীর
তরল লতা-কুল কুঞ্জকুটীর॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন সমীর।
কৈছে বঞ্চব শুন শ্যাম শরীর॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া নেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি[১] গেহ॥
কুলবতি-গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজন-নয়ন সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই॥
ইথে যো পূরব দুহুঁ মনকাম।
তাকর চরণে হামারি পরণাম॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ ধরি জাগ।
কাহে নাহি জিনয়ে নব অনুরাগ[২]॥

সা. প. (১) ১৮০, ক বি ৬৯ তরু ৩৩৭, কী ২১৮
মু ২

পাঠান্তর—(১) পরিহর—তরু (২) তুহুঁ জনি তেজহ নব অনুরাগ—তরু।

ব্যাখ্যা—শীতের সময়কার রাত্রি। যমুনার তীরের কুঞ্জকুটীরের লতাসমূহও যেন শিশির পড়ার ফলে তরল হইয়া গিয়াছে। এই পরিবেশের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে, তাহাতে শরীর স্থির থাকিতেছে না। এমন কাল কেমন করিয়া কাটাইব, হে শ্যামশরীর! ধন্য তুমি মাধব, ধন্য তোমার প্রেম, যে প্রেমের আকর্ষণে এমন রাত্রে সুন্দরী তাহার গৃহ ছাড়িয়া তোমার কাছে আসিয়াছে। সেও ধন্য ধন্যা। বাড়ীর কঠিন দরজা অথবা পথের কাঁটাকে সে গ্রাহ্য করে না; কুলবতীর কুলগৌরব ও গুরুজনের সতর্ক-দৃষ্টিরূপ বাধাকেও সে কপাট ও কণ্টকের মতনই অগ্রাহ্য করে। কে ভাবিয়াছিল যে, এত বিঘ্ন কাটাইয়া এমন সময় রাই তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে? এমন শীতের সময় যে দুইজনের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে তাহার চরণে আমার নমস্কার। গোবিন্দদাস সেই হইতে জাগিয়া আছে। নব অনুরাগ সকল বাধা পরাজিত করিবে না কেন?

৩৪৬

কামোদ। কানড়া

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহিঁ মনোভব-সিন্ধু॥
অব জনি সজনী করহ বিচার।
শুভ খন ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তহিঁ পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কী ফল উচ-কুচ-কঞ্চুক-ভার।
দূর কর সৌতিনি মোতিম-হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি।
গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগ ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥

সা. প. (১) ১৬৬ — তক ৩৪২ ৯৮৬, কী ১৮
ক. বি. ৬৯ — সমুদ ১৪
বৃ ২৭, রাধা ১১৮

শব্দার্থ—অম্বরে—আকাশে। ডম্বর—সমূহ (মেঘদল)। উয়ল—উদিত হইল। দেখহ দেহলি লাগি—বাড়ীর দেউড়িতে যাইয়া দেখ।

ব্যাখ্যা—বর্ষায় তিমিরাভিসারে যাইতে প্রস্তুত হইয়া রাধা বলিতেছেন—আকাশ নূতন মেঘের দলে আচ্ছন্ন হইল। বাহিরে এমন অন্ধকার যে, নিজের দেহও দেখা যায় না। কিন্তু অন্তরে যে শ্যামচাঁদের উদয় হইল। চাঁদের উদয়ে সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়া উঠে এতো জানা কথা; তাই আমার মন্মথরূপ সিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠায় তরঙ্গভঙ্গের বেগ যেন আমাকে সামনে অভিসারে যাইবার জন্য ঠেলিয়া দিতেছে। এখন যেন সখী আবার যাওয়া সঙ্গত হইবে কিনা এসব বিচার করিতে বসিও না। এখন প্রথম অভিসারে যাইবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। (আঁধারে এখন কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না; আর দেখিবেই বা কে? এমন ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া পথে কি আর কেউ আছে?) তথাপি কৃষ্ণবর্ণ মৃগমদ কস্তুরীতে আমার দেহ অনুরঞ্জিত কর। (আমার গৌরবর্ণ যাহাতে ঢাকা পড়ে; আর মৃগমদের গুণ হইতেছে দয়িতের কামবর্দ্ধন করা।) তার উপর নীল সাড়ী পরাইয়া দাও। আবার কাঁচুলি পরাইতে যাইতেছ কেন? একেই তো উচ্চকুচের ভারে যাইতে বিলম্ব হইবে, আবার ভারবৃদ্ধি কর কেন? না, না, সখি, মোতির মালা পরাইও না; (ও যে আমার সতীন হইয়া কৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না; আমার দেহ ও আমার প্রিয়তমের মধ্যে কোন কিছুর যেন আবরণ না থাকে)। সখি! একবার ঘর হইতে দেউড়ী পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে চারিদিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া এস তো এখন গুরুজন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন কি জাগিয়া আছেন। গোবিন্দদাস দেখিলেন যে, একে আঁধার রাত্রি, তাহাতে আবার শ্রীরাধা বড়ই উতলা হইয়াছেন। ইহাতে দিগ্‌ভ্রম হইবার আশঙ্কা আছে; তাই তিনি গোপনে গোপনে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

৩৪৭

বেলোয়ার

কঞ্জচরণযুগ যাবক-রঞ্জন
খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জির বাজে[১]।
নীল বসন মণি- কিংকিণি-রণরণি
কুঞ্জর-গমন-দমন[২] খিন মাঝে॥
সাজলি শ্যাম-বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গিণী রঙ্গিণী
মদনমোহন মনমোহিনী ছান্দে[৩]॥
কনট-কটোর- চোর[৪] কুচকোরক-
জোরে উজোরল মোতিমদাম।
ভুজযুগ থীর বিজুরি পরি মণিময়
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥

মধুরিম হাস সুধারস নিরমন[৫]
দশন জোতি জিতি মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল লোল মণিকুণ্ডল
দশদিশ ভরল কুসুম[৬] শরপাঁতি ॥
ঝাপল কবরি ভালে অলকাবলি[৭]
ভাউ ধনুয়া মনমথ সেবি[৮]।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
সুরত শিঙ্গার দেবি অধিদেবি[৯] ॥

প (১)-৫৬ ক্ষণদা ১০।৬, সমুদ্র ৪৬২
বি. ৭২ তরু ১০৩৭
পা ৭৮, গো ১১ সং ৩৫৭, কী ১০০

পাঠান্তর—(১) বাজ (২) কুঞ্জর দমন গমন—তরু ও রাধামোহনধৃত পাঠান্তর (৩) রাধামোহনধৃত পাঠান্তর—অনঙ্গ হি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম, কোটি মদন মনোমোহিনী ছান্দে (৪) জোর —সং (৫) পরিমল—সং (৬) নয়ন · তরু (৭) তিলকাবলি—সং (৮) ভাঙ ধনুয়া জনু মনমথ সেবি—সং (৯) দেব অধিদেবি—সং।

শব্দার্থ—কঞ্জচরণযুগ—কমলের মতন চরণযুগল। যাবক-রঞ্জন—আলতাপরা। মঞ্জির—নূপুর। কুঞ্জর গমন-দমন খিন মাঝে—শ্রীরাধার মাজা সরু ও তাঁহার চলনভঙ্গী গজরাজের গমনভঙ্গীকে হারাইয়া দেয়। মদনমোহন মনমোহিনী ছান্দে—মদনকে মোহিত করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিয়াছে এমনই শ্রীরাধার শোভা (ছাঁদ)। কনক-কটোর-চোর কুচকোরক-জোরে—কুচকলি দুইটি দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ একজোড়া সোনার বাটী চুরি করিয়া আনিয়া বুকে বসাইয়া দিয়াছে। মোতিমদাম—মতির মালা। উজোরল—উজ্জ্বল। ভুজযুগ থীর বিজুরি—ভুজযুগ দেখিয়া মনে হয় যেন বিদ্যুৎ স্থির হইয়া রহিয়াছে। দশন-জোতি জিতি মোতিম কাঁতি—দন্তের জ্যোতিঃ মোতির কান্তিকে পরাজিত করিয়াছে। ভালে অলকাবলি ইত্যাদি—কপালের উপর অলকগুচ্ছ উড়িয়া পড়িতেছে এবং ভ্রূরূপ ধনুক যেন মন্মথের সেবা অথবা সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছে।

৩৪৮

মল্লার রাগ

কী করব মৃগমদ লেপন তোর[১]।
কী ফল পহিরবি নীল নিচোর[২] ॥
শরদ চান্দ-মুখি এ তুয়া হাস।
বিঘটল তিমির ভেল পরকাশ ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
যব অভিসারবি হরিক উদেশ ॥
আচরে ঝাপউ আনন চন্দ।
দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী বন্ধ[৩] ॥
নূপুর-মুখ ভরি তূলক পুঞ্জ।
মন্থরগতি চলু কেলি-নিকুঞ্জ ॥
চলইতে চৌকি নগরপুর মাঝ।
জনি মণিকঙ্কন কিঙ্কিনিবাজ ॥
তিমির পন্থ[৪] যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাসক সঙ্গে করি লেহ ॥

সা. প. (১)—১৬৭, ক. বি. ৬৯ সমুদ্র ১৪৩, কী এবং ৭৭

পাঠান্তর— সা. প. আরম্ভ—কি অব মৃগমদলেপনে তোর। সমুদ্র (১) ভোর (২) নিচোল (৩) মন্দ (৪) প্রন্থ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা ৩৪৬ সংখ্যক পদে বলিয়াছেন যে,

মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল ॥

তাহার উত্তরে সখী বলিতেছেন—তোমাকে মৃগমদ লেপন করিয়াই বা কি হইবে? আর নীল সাড়ী পরাইয়াই বা কি ফল? তোমার মুখখানি যে শরৎকালের চাঁদ আর তাহার হাসিতে সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়, তোমার দেহও যেন প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছি সখি, আমার কথা শোন। যখন হরির উদ্দেশ্যে অভিসারে যাইবে তখন মুখচন্দ্রটী তোমার আঁচলে ঢাকিও। আর কিঙ্কিণীবন্ধ দূর করিয়া দিও, নূপুরের মুখ তুলা দিয়া বন্ধ করিও; তার পর ধীরে ধীরে কেলি-নিকুঞ্জে যাইও।

চমকিত হইয়া (চৌকি, চৌঙকি) নগর ও পুরের মাঝখান দিয়া যাইতে যেন মণিময় কঙ্কণ ও কিঙ্কিণী বাজিয়া না উঠে। আঁধারে যাইতে পারিবে কিনা এই সন্দেহ যদি হয়, তবে গোবিন্দদাসকে সঙ্গে লও, সে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে।

৩৪৯

শ্রী রাগ

নিরুপম কাঞ্চন-রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদন হাস-রস-পরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই।
আজু বনি নব রঙ্গিণি রাই।
সঙ্গিনি সকল শিঙ্গারিণি সাই॥
লোল অলক তিলকাবলি রঞ্জিত
সীথহি কাঞ্চন কমল উজোর।
লোচন-মধুকরি চলত ফেরি ফেরি
শ্রুতি-কুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর
শ্যামর-চীত-চোর কুচ-কোরক
নীল-নিচোল-কোরে করু বাস।
যাবক-রঞ্জিত অরুণ চরণতলে
জিউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১) -৫৪, ক. বি. ৪৭ এবং ৪৮, গো ১০, রাধা ৩৪ তরু ১০৫৪, ২৪৬৫, কী ৯৮ ক্ষণদা ১১।৮, সমুদ্র ৪৬১

শব্দার্থ—রুচির কলেবর—সুন্দর তনু। লাবণি বরণি না হোই—তাহার লাবণ্যের কথা বর্ণনা করা যায় না। নিরমল বদন ইত্যাদি—শ্রীরাধার নির্ম্মল বদন ও হাস্য-রসের সৌরভে পরাজিত হইয়া মলিন চন্দ্র আকাশে যাইয়া কাঁদিতেছে। লোল—চঞ্চল।

৩৫০

শ্রী রাগ

চলু অভিসারে বিনোদিনী রাধে
নব নব রঙ্গিণী সাথে।
বাম শ্রবণমূলে শতদল কমল[১]
বীজই ধনুশর হাথে॥
কুঞ্জর দর্শন ভূষণ করি সুন্দরি[২]
মদন জিনিতে ধনী সাজে।
পহিরন ধৌত বসন কটি-বন্ধন
কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু জুরে রবিকীরণ
চারি পাশে মলয়জ বিন্দু।
হেরইতে লাজ- সায়রে রবি ডুবল
দিনে দিনে খিন ভেল ইন্দু॥
নব নব রঙ্গিণী চামর ঢুলায়ত
জয় দিয়া বন পরবেশ।
হেরইতে দুহুঁ মুখ দুহুঁ ভেল আকুল[৩]
বলিহারি গোবিন্দদাস॥

স ৪৫, ঐ ৮০

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি (পৃঃ ১০৭) হইতে ডঃ সুকুমার সেন কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত; কিন্তু পদটী পূর্ব্বেই সংকীর্ত্তনামৃতে (৪৫ সংখ্যা) মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পুঁথির পাঠ মুদ্রিত পাঠ অপেক্ষা ভাল।

পাঠান্তর—সংকীর্ত্তনামৃতের পাঠ (১) শতদল মালতী (২) করিবরগতি ভূষণ পরি সুন্দরি (৩) দোহে দোহা হেরইতে চিত ভেল দোসর।

শব্দার্থ—বাম শ্রবণমূলে ইত্যাদি—বাম কানে শতদল পদ্ম অলঙ্কার হইয়াছে। বীজই ধনুশর হাথে—শ্রীরাধার হাতে যেন ধনুক ও শর রহিয়াছে, তাহাতে কৃষ্ণকে জয় করা যায়। কপালে সিন্দূর বিন্দু ইত্যাদি—কপালে যে সিন্দুরের বিন্দু আছে তাহার শোভা রবির কিরণকে এবং চন্দনবিন্দুর শোভা চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছে। সেইজন্য

সূর্য্য সাগরে ডুবিয়াছে আর চন্দ্র দিন দিন প্রাপ্ত হয়।

৩৫১

ধানশী

চাঁদবদনী চললি অভিসার।
নব নব রঙ্গিণী রস পরচার॥
কর্প্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ।
অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ॥
চরণ নূপুর বাজত রুনু ঝুনু।
মদনবিজয়ী বাণ হাতে ফুলধনু॥
বৃন্দাবিপিনে ভেটল শ্যাম রাই।
নব নব কোকিল পঞ্চম গাই॥
ধনী মুখ হেরি আকুল ভেল কান।
করে ধরি কুঞ্জহি কয়ল পয়ান॥
পূরল যতহু হৃদয় অভিলাষ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস॥

কী ২০৫

শব্দার্থ—রস পরচার—প্রেমরস প্রচার করিয়া। মদন-বিজয়ী বাণ ইত্যাদি—তাঁহার হাতে যেন ফুলধনু রহিয়াছে, যাহাতে এমন বাণ রহিয়াছে যে, তাহা দিয়া মদনকে জয় করা যায়।

৩৫২

ধানশী

আজু[১] শিঙ্গারে ধনি রে চলু বালা।
যুবজন-হৃদয়ে কুসুম-শর-জালা॥
হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি।
পঙারক মাঝে গাঁথল গজ-মোতি॥
চাচর চিকুর উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়া-গিরি চামর ঢরই॥
চঞ্চল-কুটিল-দিঠে হেরই বাট।
বিকচ-কমলে জনু খঞ্জন-নাট॥
যৌবনমদে গতি মন্থর ভাতি।
জনু মত্ত কুঞ্জরগতি মদে মাতি॥
মিলল কুঞ্জে ধনি নাগর পাশ।
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস॥

ক বি. ৭১২, রাধা ৪৭ তরু ২৯২২

পাঠান্তর—(১) আজু লো- ক. বি.।

শব্দার্থ—শিঙ্গারে—সাজিয়া। যুবজন-হৃদয়ে ইত্যাদি—তাহাকে দেখিলেই যেন যুবকের হৃদয়ে মদনজালা উপস্থিত হয়। পঙারক মাঝে ইত্যাদি- প্রবালের মধ্যে মধ্যে যেন গজমতি গাঁথিয়া দিল। অধর লাল টুকটুকে বলিয়া তাহার সঙ্গে প্রবালের তুলনা, আর দাঁত শুভ্র বলিয়া উহার সহিত মূল্যবান্ গজমুক্তার উপমা। উরে পড়ই- বুকের উপর পড়িয়াছে। ঢরই—ঢলিয়া পড়িয়াছে। চঞ্চল-কুটিল-দিঠে ইত্যাদি—শ্রীরাধা চঞ্চল বঙ্কিম দৃষ্টিতে পথ দেখিতেছেন, মনে হয় যেন প্রস্ফুটিত কমলে (বদনে) খঞ্জন (নয়ন) নৃত্য করিতেছে।

৩৫৩

তথা রাগ

মন্দির-বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরদর[১] বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
এ সখি[২] কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনি পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত॥

দশ দিশ দামিনি দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥
ইথে জনি অব তুহুঁ তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

সা. প. (১) -১৬৮ তরু ৯৮৭, কী ১৮১, সমুদ্র ১৪৪
ক. বি. ৬৯

পাঠান্তর—তরু (১) ভুরতর (২) সুন্দরি (৩) ইথে যব সুন্দরি।

শব্দার্থ—শঙ্কিল—শঙ্কাযুক্ত, ভয়পূর্ণ। বারই—নিবারণ করিতে পারে। মানস-সুরধুনি—গোবর্দ্ধন গ্রামের মানস-গঙ্গা। উচকই—উচ্চকিত হয়, উৎপীড়িত হয়।

ব্যাখ্যা—বর্ষার দুর্দ্দিনে শ্রীরাধা অভিসারে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতেছেন দেখিয়া সখী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন—ঘরের বাহিরে সুদৃঢ় কপাটে বাহিরে যাইবার পথ বন্ধ রহিয়াছে। কর্দ্দমাক্ত পথ ব্যাঘ্রসর্পাদি ভীতিজনক জন্তুতে পরিপূর্ণ। তার উপর আবার জোরে বৃষ্টি হইতেছে ও বাতাস বহিতেছে। তোমার মাথায় নীল সাড়ীর অবগুণ্ঠন আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কি জল ঠেকায়? ইহার মধ্যে তুমি কি করিয়া অভিসার করিবে? হরি যে অনেক দূরে মানসগঙ্গার পারে রহিয়াছেন। ঘন ঘন বজ্র পড়িতেছে, কড় কড় শব্দ হইতেছে; শুনিলেই কাণ ও প্রাণ যেন জলিয়া যায়। চারিদিকে বিদ্যুতের জ্বালা, তাহাতে চোখ ধাঁধিয়া যায়। এ-রকম অবস্থায় যদি ঘর ছাড়িয়া বাহির হও, তাহা হইলে প্রেমের জন্য দেহ উপেক্ষা করা হইবে। গোবিন্দদাস বলেন, একি আর একটা যুক্তিযুক্ত কথা হইল? যে বাণ একবার ছাড়া হইয়াছে, তাহা কি আর ফেরানো যায়? শ্রীরাধার মন যখন গিয়াছে, তখন কি আর দেহকে ধরিয়া রাখা যাইবে?

৩৫৪

ধানশী

কুল-মরিয়াদ কপাট উদঘাটলু
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজমরিয়াদ- সিন্ধু সঞে পড়রলু
তাহে কি তটিনি অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখণ কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরি পাওল বোধ॥

সা. প. (১)—১৬৯, ক. বি. ৭৮ তরু ৯৮৮, কী ১৮১, সমুদ্র ১৪৫

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—কুলবতি কঠিন কপাট।

শব্দার্থ—পড়রলু—পার হইলাম। পরিখণ—পরীক্ষা করা।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বপদের সখীর যুক্তির উত্তরে শ্রীরাধা বলিতেছেন—কঠিন কপাটের কি ভয় দেখাইতেছ? আমি যখন কুলমর্য্যাদার দরজাই খুলিয়া ফেলিয়াছি তখন সামান্য কাঠের দরজা আর আমাকে কি বাধা দিবে? নিজের আত্মসম্মানরূপ সাগর (অথবা মর্য্যাদা অর্থে সীমা ধরিয়া কুলবধূরূপে আমার যতদূর যাওয়া উচিত, তাহার সীমারূপ সমুদ্র) উত্তীর্ণ হইয়াছি, তখন আর মানসগঙ্গার অগাধ জলের ভয় কি দেখাও? সখি! আমাকে আর পরীক্ষা করিও না। হৃদয়কে কি করিয়া নিবৃত্ত করা যাইবে? আমাকে যে যাইতেই হইবে। আমার যে কেবলই মনে পড়িতেছে যে, এই দুর্দ্দিনের ভীষণ রাত্রিতে হরি আকুল হৃদয়ে আমার পথ পানে চাহিয়া আছেন;

সই কথা মনে করিয়া তাঁহার দুঃখে আমার চোখ দিয়া যে কেবলই জল পড়িতেছে। আমি নীল সাড়ী দিয়া জল ঢেকাইতে পারিব না বলিতেছ। কিন্তু যাহার উপর মদন কোটি কোটি বাণ বর্ষণ করিতেছে, তাহাকে আর মেঘের জল স্পর্শ করিতে পারে? তুমি বজ্রের অগ্নির কথা বলিয়াছ। কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জলিতেছে, সে কি আর বজ্রের অগ্নিকে ভয় করে? যাঁহার পায়ে আমার নিজের জীবন সমর্পণ করিয়াছি তাঁহার প্রতীক্ষা-দুঃখ মোচন করিবার জন্য যদি আমার দেহের নাশই হয়, তো হউক না কেন? গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে বলিলেন, সুন্দরি, তুমি অভিসারে অগ্রসর হও। তোমার কথায় সখী যাওয়ার যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিল।

৩৫৫

শ্রী রাগ

সুন্দরি ন করু পসাহন আন।
এতনি নেহারি মুগধ মধুসূদন
দীন রজনী নাহি জান॥
সিন্দুর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভালে সুধাকর কাঁতি[১]।
সো ঘন চিকুর তিমির চয়ে[২] চুম্বিত
এহো অতি অপরূপ ভাঁতি[৩]॥
লোচন যুগল কমল কিয়ে কুবলয়
খঞ্জন চারু চকোর।
কাজল জালে পরল কিয়ে আকুল তাঁহি
ভ্রমই অলি জোর॥
তবহুঁ যো হাসি অধরে দরশায়সি
অরুনিম কৌমুদি কাঁতি।
মোহিত জন কী বিফল পুন মোহন
গোবিন্দদাস নাহি ভাঁতি॥

প. (১)—১০৬, গো ২৬ সমুদ্র ৪৬০, কী ১০৫

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—ধনি না করু পহাসন আন। সমুদ্র (১) ভাঁতি (২) তিমির চয় (৩) এহো অপরূপ পর ভাঁতি।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা একটু সাজিয়া গুজিয়া অভিসারে যাইবার আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া সখী বলিতেছেন—সুন্দরি! আর প্রসাধন করিও না। এমনিই তোমাকে দেখিয়া মধুসূদন এমন মুগ্ধ যে, দিনরাতের প্রভেদ ভুলিয়া গিয়াছেন। আর ভুলিবেনই বা না কেন? তোমার দেহেই যে এক সঙ্গে সূর্য্যের কিরণ ও চন্দ্রের কান্তি। ঐ যে সিন্দূরবিন্দু, উহাই তো তরুণ অরুণের লালিমায় রঞ্জিত, আর কপালে তোমার চন্দ্রের কান্তি। কপালের উপর এলোমেলো চুল আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন চন্দ্রসূর্য্য থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারের দল আসিয়া তোমার কপালে চুম্ব খাইতেছে। এ তো বড় আশ্চর্য্যের ব্যাপার! তোমার যে নয়নযুগল তা কমল, না নীলোৎপল, না খঞ্জন, না চকোর? চোখে যে কাজল পরিয়াছ, তাহাতে মনে হয় যে দুটী কমলই, কেননা কমলের জন্য যেমন মধুকর তাহার চারি পাশে ঘুরাফিরা করে, তেমনি ঐ কাজলেরই জালে ভ্রমর পড়িয়াছে। এর পরও যে আবার অরুণিম অধরে জ্যোৎস্নার মত শুভ্র হাসি দেখাইতেছ তাহাতে কি আর তোমার কান্তের মাথা ঠিক থাকিবে? গোবিন্দদাসের তো মনে হয়, যে ব্যক্তি আগেই মোহিত হইয়াছে তাহাকে আবার মোহন করার প্রচেষ্টা বিফল।

৩৫৬

সুহিনী

হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী।
গুরুজন গৌরব দূরহি ডারি॥
সখী সঞে পুছত প্রেমকি বাত।
পুরুখক কবহু ন লাগয়ে গাত॥
সহচরী কহতহি শুন বর নারী।
হামু কহব তোহে সো সব বিচারি॥

নয়নে নয়নে কভু না করবি মেলি।
করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি ॥
পহিল মিলনে রহু অবনত মাথ।
গোবিন্দদাস তুহুঁ করি লেহ সাথ ॥

ক. বি. ৭৫৭ অ ৭৪

পাঠান্তর 'অ'-র আরম্ভ--নব অনুরাগে চলল বর-নারি। পঞ্চম চরণ হইতে সপ্তম চরণ পর্যন্ত 'অ' র পাঠ—

এ ধনি তোহে কহিয়ে উপদেশ।
কানু সঙ্গে না করবি বচন বিশেষ ॥
বদনে বদনে জনি করইবি মেলি।

শব্দার্থ—দূরহি ডারি দূরে ফেলিয়া দিয়া। পুছত প্রেম কি বাত ইত্যাদি--অনভিজ্ঞা মুগ্ধা নায়িকা প্রেম করার রীতিনীতি জানে না বলিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পুরুষের দেহ তাহার দেহে কখনও মিলিত হয় নাই। গোবিন্দদাস তুহুঁ করি লেহ সাথ—কখন কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা আর কত শিখিবে? তাহার চেয়ে সখীরূপে গোবিন্দদাসকে সঙ্গে করিয়া লও। সে ঠিক সময় কি কি করিতে হইবে বলিয়া দিবে।

৩৫৭

কামোদ

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর[১]।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত
পহিরণ নীল নিচোল ॥
সুন্দরি হরি-অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি
কুহু-যামিনি ভয় ভাগি ॥
নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনি জনু শ্যামর-সায়রে
লখই না পারই কোই ॥
নীল ভ্রমরগণ পরিমলে ধাবই
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
রাই চললি অভিসার[২] ॥

সা. প (১)—১৭৩, (২) ৮৬ তরু ৯৮৯
ক. বি. ৬৫১

পাঠান্তর—ক. বি (১) নীল নলিনীদল তনু অনুরঞ্জই নিলিম হার উজোর (২) গোবিন্দদাস সঙ্গে সব সহচরি রঙ্গে করলি অভিসার।

শব্দার্থ—পহিরণ—পরিধান। কুহু-যামিনি ভয় ভাগি- অমাবস্যার রাত্রির ভয় দূর করিয়া। অলিকে—ললাটে।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা নব অনুরাগে শ্যাম বা নীলবর্ণ সব কিছুই ভাল বাসিয়াছেন। তাই আজ হরির অভিসারে যাইবার সময় নীলমৃগমদ দিয়া দেহ অনুরঞ্জিত করিলেন. উজ্জ্বল নীল হার পরিলেন, হাতের চুড়িগুলিও নীল. পরণের শাড়ীও নীল। নব অনুরাগে দেখিতেছি গৌরাঙ্গী শ্যামলী হইল। এই অমাবস্যার রাত্রিতেও অভিসারে যাইতে তাহার ভয় করিতেছে না। তাহার কপালে নীল চুল দুলিতেছে। সে গোপনে নীল তিমিরে চলিয়াছে দেখিয়া মনে হয় যেন শ্যামসাগরে নীল নলিনী রহিয়াছে আঁধারে নীল রং কেহ দেখিতে পাইতেছে না। নীল ভ্রমরেরা গন্ধে ছুটিতেছে; তাহারা চারিদিকে ঝঙ্কার করিতেছে। তাই গোবিন্দদাস অনুমান করেন যে, রাই অভিসারে চলিয়াছে।

৩৫৮

কেদার

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখ-চন্দ ॥
কুহু-যামিনি ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন-দীপ দরশায়ল পন্থ ॥

চলু গজগামিনী[১] হরি-অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥
রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
লীলাকমল তেজল[২] বর নারি॥
পরিহরি মৌলিক মালতি-মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার[৩]॥
নব অনুরাগ-ভরম-ভরে ভোরি[৪]।
নিন্দয়ে পীন পয়োধরে গোরি[৫]॥
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

(১)—১৭২ ক্ষণদা ১৫।৬, তরু ৯৯০, কী ১৮৯
৭৮, বৃ ১ সমুদ্র ১৪১

পাঠান্তর—ক্ষণদা (১) চললি নিতম্বিনী (২) তেজলি (৩) তোড়লি মণিময় গীমক হার (৪) নব অনুরাগে ভরমে ভেলি ভোর (৫) নিন্দই পীন-পয়োধর জোর।

শব্দার্থ—বিধুন্তুদ—রাহু। কুহু-যামিনী—অমাবস্যার রাত্রি। আরতি বিথার—অনুরাগ বিস্তার করিয়া। মৌলিক—মাথার।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার মুখখানি চন্দ্রের মতন। গুরুজনের নয়নরূপ দুষ্ট রাহু যেন তাহা কবলিত করিয়া রাখিতে চায়। তাই তিনি নীল সাড়ীতে উহা ঢাকিয়া অভিসারে বাহির হইলেন। অমাবস্যার রাত্রি, ঘন অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাই সে দুরন্ত। এমন অন্ধকারে মদনই প্রদীপ জালিয়া যেন পথ দেখাইতেছে। হরির অভিসারে গজগামিনী চলিলেন। অনুরাগে তিনি আকুল, তাই গতি অতিশয় মৃদু। রসের আকাঙ্ক্ষায় (ধাধসে) দুই চারি পা চলিয়াই ভার মোচন করিয়া হালকা হইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে লীলাকমল ত্যাগ করিলেন; তার পর মাথার মালতীর মালা; তারপর গলার মণিময় হার। তিনি নব অনুরাগে পাগলিনী হইয়াছেন, তাই ভারি বলিয়া কুচযুগকেও নিন্দা করিলেন। সব ছাড়িয়া কেবল বেশের মধ্যে রহিল তাঁহার নীল সাড়ীখানি। তাহাই লইয়া নিকুঞ্জে কৃষ্ণের সহিত মিলিলেন। গোবিন্দদাস ইহা বলিতেছেন।

৩৫৭

পঠমঞ্জরী

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।[১]
কত শত কোটি শবদে জিউ কাঁপ[২]॥
তহিঁ দিঠি জারত[৩] বিজুরিক জালা।
ইথে জনি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলি বনমালি।
অন্তর জরা পন্থ নেহারি॥[৪]
ভ্রমই ভুজঙ্গম নিশি আন্ধিয়ারা[৫]।
তহি বরিখত অবিরত জলধারা[৬]॥
পাতর মা ভেল আঁতর বারি।[৭]
কৈছে পঙারব সো সুকুমারি॥
শুনি শুনি আকুল চলল মুরারি।
মীলল আধ পথে[৮] সো বর নারি॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরীখত মনমথ মন্দ[৯]॥

সা. প. (১)—১৮৫, ক. বি ৭১ তরু ৯৯১, কী ১৮৪
এবং ৭৮, বৃ ৩

পাঠান্তর—কী (১) ঝাঁপি (২) কাঁপি (৩) জারু (৪) জর জর অন্তরে পন্থ নেহারি—কী। কীর্ত্তনানন্দে 'ঐছন' ইত্যাদি দুই পংক্তির পূর্বে 'ভ্রমই' ইত্যাদি দুই পংক্তি পাওয়া যায়। (৫) আন্ধিয়ার—তরু (৬) জলধার—তরু (৭) আতর মা ভেল পাতর বারি—কী (৮) পন্থে—তরু (৯) চন্দ—কী।

শব্দার্থ—পাতর—প্রান্তর, মাঠ। আঁতর—মধ্যে, মাঝে মাঝে।

ব্যাখ্যা—দুর্দ্দিনে বর্ষার রাত্রিতে অভিসারে বাহির হইতে নিসেধ করিয়া সখী বলিতেছেন, আকাশ ভরিয়া

নূতন মেঘ সব কিছু ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কড় কড়, হড় হড় প্রভৃতি নানা রকম মেঘের শব্দে প্রাণ কাঁপিতেছে। তার উপর আবার বিদ্যুতের জালায় চোখে জালা ধরিতেছে। এই রাত্রে যেন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইও না। আঁধার রাত্রি, সাপেরা চলাফেরা করিতেছে; তাহার উপর অবিরত জলধারা বর্ষিত হইতেছে। এ সময়ে কুঞ্জের মধ্যে একলা বসিয়া বনমালী জরজর অন্তরে (রাধার আসিতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া) পথপানে চাহিয়া আছেন। মাঠের মাঝে মাঝে জল জমিয়াছে। সেই সুকুমারী উহা কেমন করিয়া পার হইবে? এই কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মুরারি আকুল হইলেন। তিনি আর হৃদয়ের ব্যাকুলতা সম্বরণ করিতে না পারিয়া পথে বাহির হইলেন। অর্দ্ধেক পথে সুন্দরীর সহিত দেখা হইল। গোবিন্দদাসের মনে ধাঁধা লাগিতেছে--এত বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া কি সেই দুষ্ট মন্মথ প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিতেছে?

৩৬০

জয়জয়ন্তী

মেঘ-যামিনি চলল[1] কামিনি
পহিরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক কুসুম-সায়ক
ছোড়ি মঞ্জির লোল[2] রে॥
গুরুয়া কুচভরে চলিতে[3] উলট পদ
পীন জঘনক ভার রে।
হেরি দামিনি ফটিক-তরু জানি
চমকি ধরু নিরধার রে॥
দেখি ফণি-মণি দীপ জলু জানি
বাম কর দেই ঝাঁপি রে।
জাগিয়া[4] যুবতী সোই[5] ফণি-পতি
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণ বল্লভ ভেটব[6] তুলহ
পূরব[7] মনমথ আশ রে।
ঐছন পাই গেহ সফল করু দেহ
বদত গোবিন্দ দাস রে॥[8]

ক. বি. ৭৯ তরু ৯৯৩, কী ১৮৩, সমু: ...

পাঠান্তর—(১) চললি—তরু (২) বোল—সমু: (৩) চল—তরু (৪) জানি—তরু (৫) এহি—তরু; কী-তে—জানিয়া যুবতী বিষম তাহি পতি সঘনে তনু উঠে কাঁপ রে (৬) ভেটল—তরু (৭) পূরল—তরু (৮) ঐছন যছু দেহ সফল তছু দেহ ভণহ গোবিন্দদাস রে॥—কী

শব্দার্থ—লোল—চঞ্চল। নিরধার—জলধারাকে।

ব্যাখ্যা—মেঘলা রাত্রিতে নীল সাড়ী পরিয়া কামিনী অভিসারে বাহির হইল। তাহার সঙ্গে মদন পথ দেখাইয়া চলিল। নিঃশব্দে যাইতে পারিবে ভাবিয়া সে চঞ্চল নূপুর ত্যাগ করিল। পীন জঘন ও গুরু কুচভারে তাহার বাধা হইতে লাগিল, পা যেন সামনে না যাইয়া পিছনে যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে সে ভাবিল বুঝি স্ফটিকের বৃক্ষ; ঐরূপ ভাবিয়া সে চমকিত হইয়া ভয়ে জলধারাকে ধরিতে গেল। সাপের মাথায় যে মণি জ্বলিতেছে তাহাকে প্রজ্বলিত দীপ মনে করিল এবং তাহার আলোতে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলিবে আশঙ্কায় সে বামকরে তাহা ঢাকিতে গেল। পরে যুবতী সাপের মাথায় হাত দিয়াছে বুঝিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুর্লভ রত্নস্বরূপ প্রাণবল্লভের সঙ্গে দেখা হইবে; মন্মথের আশা পূর্ণ হইবে; এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কুঞ্জগৃহে উপস্থিত হইল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—এখন তোমার দেহ সফল কর।

৩৬১

সিন্ধুড়া

গগনহি নিমগন দিনমণি-কাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি॥

ঐছন জলদ কয়ল আন্ধিয়ার।
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনি হরি-অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার[১]॥
• চৌদিশে অথির পবন ভরু[২] দোল।
জগভরি শীকরনিকর হিলোল॥
চলইতে গোরি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥ •
যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরিপাশ।
দূরহি দূরে রহু গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—১৮৭, ক. বি. ৭৯ তরু ৯৯৪, সমুদ্র ২৬৬

পাঠান্তর—(১) আরতি বিথার—তরু (২) করু—তরু।

শব্দার্থ—নিরঙ্কুশ—অনিবার্য্য। শীকরনিকর—জলকণাসমূহ।

ব্যাখ্যা—বর্ষাকালের মেঘলা দিনে শ্রীরাধিকার দিবাভিসার বর্ণিত হইতেছে। সূর্য্যের রশ্মি (কান্তি) আকাশেই নিমগ্ন হইয়াছে। দিন কি রাত বুঝা যাইতেছে না। মেঘে চারিদিক্ এমন আঁধার করিয়াছে যে, কাছের লোককেও দেখা যাইতেছে না। এমন সময়ে গজগামিনী ধীরে ধীরে হরি-অভিসারে চলিল। তাহাকে যাইতেই হইবে (নিরঙ্কুশ); মিলনের জন্য তাহার নিরতিশয় আর্ত্তি। চারিদিকে ঝড় বহিতেছে, পৃথিবীময় যেন জলের ছাট বহিয়া যাইতেছে। গৌরী নগরের পথ দিয়া চলিতেছে; ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ হইল। সুন্দরী যখন হরির নিকটে পৌছিল, তখন গোবিন্দদাস একটু দূরে সেবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

৩৬২

ভূপালী

হরি রহু কাননে কামিনি লাগি।
জাগরে জর-জর মনসিজ আগি
দারুণ গুরুজন-নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল পরাত॥
আজি ভেল ভালে কুঝটি-আন্ধিয়ার
ঐছে সময়ে ধনি চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনি চলু আন ছলে মাঘ-সিনান॥
যব দুহুঁ মীলল অন অন পন্থ।
দরশনে মীটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহুঁ হরখে তরখে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব।
ভাঙ্গল গঠই মদন-পরতাব॥

সা. প. (১)—১৭৯, ক. বি. ৭১ ও ৭৭ রসমঞ্জরী ৫, সমুদ্র ২৬৪ তরু ৯৯৬

শব্দার্থ—জাগরে—অনিদ্রায়। মনসিজ আগি—মদনাগ্নি। পরাত—প্রভাত। কুঝটি-আন্ধিয়ার—কুয়াসা-জনিত অন্ধকার। বিঘটি—ব্যর্থ। অবইতে—আসিবার সময়। হরখে—হর্ষে। তরখে—ত্রাসে। বিঘটি—বিচ্ছিন্ন। কি ঘটল চকোরক জোর—চকোর-দম্পতীর কি মিলন হইল?

ব্যাখ্যা—মাঘমাসের কুয়াসাময় অন্ধকার সকালে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণিত হইতেছে। সারা রাত ধরিয়া হরি কামিনীর জন্য কাননে মদনাগ্নিতে জরজর হইয়া জাগিয়া কাটাইলেন। শ্রীরাধার গুরুজনদের দারুণ নয়ন নিপাত যাউক (তাঁহারা রাধাকে সারা রাত চোখে চোখে রাখিলেন), তাই সে হরির সহিত মিলিত হইতে পারিল না। এদিকে প্রভাত হইয়া গেল। ভাগ্যবশে আজ সকালে ভীষণ কুয়াসা ও অন্ধকার হইল। এই সময়ে সুন্দরী মাঘস্নান করিবার ছলে অভিসারে চলিলেন। কানাই এদিকে মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল বলিয়া কুঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় পথে পরস্পরের দেখা হইল; দর্শনে দারুণ বিরহজ্বালা মিটিল। তখন উভয়ে উভয়কে আনন্দে অথচ অপরে পাছে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। চক্রবাক-দম্পতী রাত্রিকালে

বিচ্ছিন্ন থাকিয়া কি দিনের বেলায় সম্মিলিত হইল? গোবিন্দদাস এই দুর্ল্লভ রস গান করিতেছেন—মদনের যে প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল তাহা আবার গঠিত হইল।

৩৬৩

চলু গজ-গামিনি হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্কপিছল পথ গুরুয়া নিতম্ব।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব॥
বিজুরি-জোতি দরশায়ল দেহ।
উঠইতে চাহে জলধারক থেহ॥
ঐছনে মীলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল আশ॥

সা. প (১) ১৮৪ তরু ৯৯৯

শব্দার্থ—গমন নিরঙ্কুশ—যাইতেই হইবে, তাহাতে কোন বাধা মানিবে না। আরতি বিথার—আর্ত্তি বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিল। উঠইতে চাহে জলধারক থেহ—জলধারা অবলম্বন করিয়া উঠিতে চাহে।

৩৬৪

কড়খা ধানশী

হরি অভিসারে চলল বর সুন্দরী
শীতল বৃন্দাবন মাঝ।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে চলই না পারই
যৈছে চলয়ে হংস-রাজ॥
একে সে তরুণ ইন্দু মলয়জ বিন্দু বিন্দু
কস্তুরী তিলক তার মাঝে।
পিঠে দোলে হেম ঝাঁপা রঙ্গিয়া পাটের খোপা
নাসায় মুকুতা ভাল সাজে॥
চৌদিগে রমণী শোভে নূপুর কিঙ্কিণী বাজে
সভে চলে মদনতরঙ্গে।
যে দিগে পয়ান করে মদন পলায় ডরে
সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥
নবযৌবনী ধনি জগ জিনি লাবণি
কুঞ্জ বিজই ধনি রাধে।
গোবিন্দদাস চিতে শ্যামরূপ জাগয়ে
রঙ্গে সাজল মন-সাধে॥

বরাহ ৭খ

৩৬৫

সুহই

আজু কৈছে তেজলি গেহ।
কো জানে[১] কৈছন তোহারি সনেহ[২]॥
গুরুজন ভয়ে কি না কাঁপ।
তুহুঁ অনুরাগ[৩] সবহুঁ দিঠি ঝাঁপ॥
তুহুঁ[৪] কৈছে হেরলি রাতি।
মরমহি উয়ল মনমথ-বাতি॥
দূতর পন্থ সঞ্চার।
চড়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এত দূর।
আগহি আগে কুসুম-শর শূর॥
আপে করই দুহুঁ কোর।
অবহি নাগর[৫] তনু তনু জোর॥
রাধা মাধব-ভাষ।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—১৮৬, ক. বি. ৭২ এবং ৮১. বৃ ৩ তরু ১০০০, কী ১০৪ সমুদ্র ১৪৭

পাঠান্তর—তরু—(১) কে জানে (২) সিনেহ (৩) ঘন আন্ধিয়ারে (৪) কুহূ (৫) মীলল দুহুঁজন।

শব্দার্থ—সনেহ—স্নেহ, প্রেম। মরমহি উয়ল মনমথ-বাতি—আঁধারে পথ দেখার ভাবনা কি? মর্ম্মের ভিতরে

মন্মথ যে বাতি জ্বালিয়াছে। দূতর পন্থ সঞ্চার—যে পথে সহজে যাওয়া যায় না সেই পথ দিয়া চলিতেছে। আগহি আগে কুসুম-শর শূর—আগে আগে বীর মদন চলিয়াছেন।

৩৬৬

কেদার

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি
তিমির-পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচন মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সা. প. (১)—১৭০ তরু ১০ সমুদ্র ১৯৯
ব. বি. ৬৭ এবং ৬৮ কী ১৯২

ব্যাখ্যা—বর্ষার অন্ধকার রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে কেমন করিয়া অভিসার করিতে হইবে তাহা শ্রীরাধা বাড়ীতে বসিয়া অভ্যাস করেন। এই কথা সখী মাধবকে জানাইতেছেন। শ্রীরাধা গৃহের প্রাঙ্গণে কণ্টক রোপণ করিয়া, নিঃশব্দে যাহাতে যাওয়া যায় সেইজন্য কাপড় দিয়া নূপুর বাঁধিয়া, কলসীর জল ঢালিয়া পিছল করিয়া, অঙ্গুল টিপিয়া টিপিয়া চলা অভ্যাস করেন। সুন্দরী বাড়ীতে রাত্রি জাগিয়া দুর্গম পথে চলার অভ্যাস করিতেছেন। আঁধারে চলা অভ্যাস করার জন্য হাত দিয়া চোখ টিপিয়া ধরিয়া চলেন। পথে সাপের মাথায় মণি জ্বলিলে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে বলিয়া নিজের হাতের কঙ্কণ মূল্যস্বরূপ দিয়া সাপুড়ে (ভুজগ-গুরু)-দের নিকট সাপের মুখ বন্ধন করার কৌশল শিক্ষা করেন। গুরুজনের বাক্যে বধির সম ব্যবহার করিতেছেন—এক কথা শুনিয়া অন্য কথার জবাব দিতেছেন। পরিজনদের বচনে মুগ্ধার ন্যায় (যেন কিছুই না বুঝিয়া বোকার মত) হাসিতেছেন। গোবিন্দদাস এইসব ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া প্রমাণ দিতেছেন।

মন্তব্য—এই অপূর্ব্ব পদটি যে কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের (৫১৯) নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বন করিয়া লেখা তাহা ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় "শ্রীরাধার ক্রম-বিকাশ" গ্রন্থে দেখাইয়াছেন—মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধ-তমসে নিঃশব্দসংচারকং গন্তব্যা দয়িতস্য মেঽদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্। আজানূদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং কৃচ্ছ্রাল্লব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি॥ অর্থাৎ—"পঙ্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতরে নিঃশব্দ সঞ্চরণে আজ আমাকে দয়িতের বাসস্থানে যাইতে হইবে—এইরূপ স্থির করিয়া এক মুগ্ধা রমণী নূপুর জানু পর্য্যন্ত উঠাইয়া লইয়া, নয়নযুগল করতলে ভাল করিয়া ঢাকিয়া অতিকষ্টে পদস্থিতি লাভ করিয়া নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস করিতেছে।" এই শ্লোকে, কিন্তু, কণ্টক গাড়ার কথা, কঙ্কণ ঘুষ দিয়া সাপের মুখ বাঁধা শেখার কথা এবং গৃহে গুরুজন পরিজনদের সহিত অনুরাগিণীর ব্যবহারের কোন কথা নাই। ঐ ভাবগুলি গোবিন্দদাসের মৌলিকতার নিদর্শন।

৩৬৭

তথা রাগ

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ॥

শুন মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসার রভসে বর নাগরি
জীবই বহু পুণ ভাগ॥
যো পদতল থল-কমল-সুকোমল
ধরণি-পরশে উপচঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আয়ত যায়ত নিশঙ্ক॥
মন্দির মাঝ সাঁঝে নাহি তেজই
দেহলি মানয়ে দূর।
অব কুহু যামিনি চলয়ে একাকিনি
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

সা. প. (১) ১৮২ সমুদ্র ১৪২, কী ১৯০
ক. বি. ৭১, বৃ ৩ সং ৩৬৭, তরু ১০০২

পাঠান্তর—কীর্ত্তনানন্দে আরম্ভ—মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ। সংকীর্ত্তনানন্দে আরম্ভ—শুন মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।

শব্দার্থ—ভীতক—দেওয়ালের। চীত—চিত্রিত, অঙ্কিত। কর দেই—হাত দিয়া। পুণ ভাগ—পুণ্যের ভাগ্য। উপচঙ্ক—জড়সড়। বাট—পথ। দেহলি—দেউড়ি ("দেহড়ীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ"—রাধামোহন)।

ব্যাখ্যা—যে সুন্দরী সাধারণতঃ দেওয়ালে আঁকা সাপের ছবি দেখিলেও চমকিত হইয়া ঘন ঘন কম্পিত হয়, আজ সে আঁধারে নিজের দেহ লুকাইয়া অভিসারে চলিয়াছে। পথে সাপের মণি জ্বলিতেছে দেখিয়া তাহা হাত দিয়া ঢাকিতেছে; পাছে ঐ মণির আলোতে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলে। মাধব! শুন, তোমার প্রতি তাহার অনুরাগের কথা কি বলিব? সেই নাগরীশ্রেষ্ঠা তোমার অভিসারের রসাবেশে এমন কাজ করিয়াও যে প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাহা নিতান্ত পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফল। যে নারী স্থলকমলরূপ পদতল দিয়া সুকোমল ধরণীর স্পর্শেও জড়সড় হয়, এখন সে কণ্টকময় সঙ্কটপূর্ণ পথে নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছে। যে বাড়ীতে সন্ধ্যার পর দেউড়িতে যাইতেও দূরযাত্রা মনে করে, আজ সে অমাবস্যার রাত্রিকালে একাকিনী বনে আসিতেছে। গোবিন্দদাস ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। ("অহো অস্যা অনুপমপ্রীতিঃ জীবনরক্ষণমপি নানুসন্ধত্ত ইতি ভাবঃ"—রাধামোহন। আহা! ইহার অতুলনীয় প্রীতি নিজের জীবনরক্ষা যাহাতে হয় তাহারও খোঁজ করে না)। তুলনীয়ঃ বিদ্যাপতি ৩৩২—

দেখি ভবনভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফণি-মণি
বিহুসি আইলি তুঅ পাসে॥
নিঅ পরিহরি সঁতরি বিথম নরি
আগরি মহাকুল গারী।
তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু ন শুনল বর নারী॥

৩৬৮

গান্ধার

যব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখে জলদ অনিবার॥
কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥
কি কহব মাধব পুণ-ফল তোরি।
এতহুঁ দূর তরি তোহে মিলু গোরি॥
ঝলকত বিজুরি নয়ন ভরু চঙ্ক।
চলতহি থলত[১] সঘন মহি পঙ্ক॥
উঠইতে ফণি-মণি উজর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥
ঐছনে সোঁপল[২] তোহে নিজ দেহ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুনেহ॥
এতদিনে প্রেমক পরিচয় ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল॥

ক. বি ৭১, বৃ ৩ সমুদ্র ১৪৭, তরু ১০০৩
কী ১৮৫

পাঠান্তর—কীর্ত্তনানন্দে আরম্ভ—কি কহব মাধব পুণ ফল তোরি। এতহু দুতর পথে তোহে মিলু গোরী॥

(১) চলইতে খুলই—তরু (২) সোঁপলু—তরু।

শব্দার্থ—দিশার—দিগ্‌দর্শক। চঙ্ক—ভয়।

ব্যাখ্যা—সুন্দরী গৃহ হইতে যখন বাহির হইল তখন মেঘ হইতে অনবরত ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। চারদিকে আঁধার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—তাহাকে যেন হাত দিয়াও ঠেলা যায় না। এমন অবস্থায় দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু মদন দিগ্‌দর্শক হইয়া পথ দেখাইল। মাধব! তোমার পুণ্যফলের কথা কি বলিব! এতদূর আসিয়া সুন্দরী তোমার সহিত মিলিত হইল (কত ভাগ্য করিলে এমন অনুরাগবতীর সহিত প্রেম হয়)। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ভয়ে চোখ বুঁজিতে হয়। পথে চলিতে চলিতে ঘন কাদায় পা পিছলাইয়া যায়। আর সে উজ্জ্বল মণি যুক্ত সাপকে কনকদণ্ড মনে করিয়া কত বার তাহা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় (ভুল একবার নহে, বার বার হইয়াছে; অভিসারিকার দেহাভিনিবেশ লোপ পাইয়াছে)। এইরূপে (আমাদের সখী) তোমাকে নিজদেহ সমর্পণ করিল। অপূর্ব্ব তোমার প্রতি তাহার গভীর প্রেম। এতদিনে বুঝা গেল সে তোমাকে কত বেশী ভালবাসে। গোবিন্দদাসের মনের ভ্রম দূর হইল।

৩৬৯

বরাড়ী

মাথহিঁ তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার।
ননিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু
তবহি কয়লি[১] অভিসার॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
কানু-পরশ রসে পরবশ রসবতি
বিছুরল সবহুঁ বিচার॥
গুরুজন-নয়ন-পাশগণ-বারণ
মারুত-মণ্ডল-ধূলি।
তাঁহা পয় মেলি চলল বর নাগরি[২]
পন্থহি গেও সব ভূলি॥
কত কত বিঘনি[৩] জিতলি অনুরাগিণি
সাধত[৪] মনসিজ-মন্ত্র।
গোবিন্দদাস কহই অব সমুঝউ
হরি সঞে রসময় তন্ত্র॥

সা. প. (১)—১৭৭, ক. বি. ৬৭ সমুদ্র ২৬৯, তরু ১০
বৃ ২

পাঠান্তর—তরু (১) দিনহি কয়ল (২) তা পয়ে মেলি চললি বররঙ্গিণি (৩) যত যত বিঘনি (৪) সাধলি।

ব্যাখ্যা—মাথার উপর সূর্য্য; পায়ের তলায় পথের বালু উত্তপ্ত; রৌদ্র যেন আগুনের ঝলক। শ্রীরাধার দেহ যেন ননীর পুতুল, চরণ কমলের মতন। তবুও সে এই আবেষ্টনীর মধ্যে অভিসার করিল। হরি হরি প্রেমের কি দুর্জ্জয় গতি। কানাইয়ের স্পর্শরস লাভ করিবার আশায় যে পরবশ হইয়াছে এমন রসবতী সব বিচারবুদ্ধি ভুলিয়া গেলেন। গুরুজনেরা তাঁহাকে নিজেদের নানারূপ পাশ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঘূর্ণি হাওয়ার ধূলা উড়িয়া তাঁহাদের চোখে পড়ায় শ্রীরাধা বাহিরে যাইবার সুযোগ পাইলেন (গুরুজনদের নয়নরূপ পাশ নিবারণ করা হইল); সেই ঘূর্ণাবর্ত্তের সহিত মিলিয়া বররঙ্গিণী অভিসারে চলিলেন; ঘূর্ণি হাওয়ায় পথও ভুল হইয়া গেল। কিন্তু অবশেষে অনুরাগিণী যত কিছু বিঘ্ন সব জয় করিলেন এবং মন্মথের মন্ত্র সাধন করিলেন। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—এখন শ্রীরাধা হরির সহিত রসময়তন্ত্র বুঝিয়া লউন। তুলনীয়: বিদ্যাপতি—তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল।

৩৭০

কেদার

মণিময় নূপুর[১] যতনে আনি ধনি
সো পহিরলি নিজ[২] হাতে[৩]
কিঙ্কিণি গীম-হার বলি পহিরল
হার সাজায়লি মাথে[৪]॥

সখি[৫] অপরূপ পেখলু আজ।
হরি অভিসারে ভরম-ভরে সুন্দরি
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥
ঘন আন্ধিয়ার রজনি জনি কাজর
গরজত বরিখত মেহ।
বিষধর ভরল দুতর পথ পাঁতর
একলি চললি তেজি গেহ ॥
চড়ল[৬] মনোরথে দোসর মনমথ
পথ[৭] বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস কহ ইহ নব নাগরি[৮]
ঐছনে ভেটল কান ॥

সা. প. (১) ১৭২, সা. প. (২) ৮৬, ক. বি. ৬৯ এবং ৭৯ তরু ১০০৮, কী ১৮৫
সমুদ্র ১৪৫
পু ১

পাঠান্তর—কীর্ত্তনানন্দে আরম্ভ—সজনি অপরূপ পেখহু আজ। নব অনুরাগ ভরমে ভরে সুন্দরী॥ সা. প. আরম্ভ—মণিময় মঞ্জির যতনে আনি। তরু—(১) মঞ্জির (২) দুই (৩) হাত (৪) মাথ (৫) সুন্দরি (৬) চড়লি (৭) পন্থ (৮) কহই ব্রজনাগর।

ব্যাখ্যা—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯) যেমন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপীরা "ব্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ" হইয়া অভিসারে বাহির হইয়াছিলেন, তেমনি শ্রীরাধা মিলনের জন্য আকুল হইয়া পায়ের মণিময় নূপুর যত্ন করিয়া আনিয়া দুই হাতে পরিলেন। কিঙ্কিণীকে গলার হার করিয়া পরিলেন, আর হার দিয়া মাথা সাজাইলেন। আজ অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিলাম। হরি-অভিসারের ব্যগ্রতায় সুন্দরী আজ সাজ-সজ্জা সব কিছু ভুলিয়া গেল। রাত্রির ঘন অন্ধকার যেন কাজলের মতন, তাহার উপর আবার মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। দুস্তর পথ ও প্রান্তর বিষধর সর্পে ভরা। তার মধ্যে একলা বাড়ী ছাড়িয়া সুন্দরী চলিল। সে নিজের মনরূপ রথে চড়িল; সঙ্গে আছে তার মন্মথ; কোন্‌টা পথ কোন্‌টা বিপথ কিছুই সে মানে না। গোবিন্দদাস বলেন, এইরূপে নবনাগরী কানাইয়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

তুলনীয় : বংশীবদনের—

করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়
গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার ॥

৩৭১

ভূপাল

গুরু দুরু বঞ্চউ উজোর চন্দ।
দুরজন-নয়ন পদহি পদ ফন্দ ॥
ঐছে অতি দুরতর পন্থ সঞ্চার।
ততহিঁ কলাবতি চলু অভিসার
[১]কি কহব মাধব প্রেমক রীত
তুয়া অনুরাগিণি ত্রিভুবন জীত ॥
যাঁহা ধনি বাধসে ভাঙ ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ ॥

ক. বি. ৬৮, ৭৭ এবং ৮১ সমুদ্র ১৩৭, তরু ১০১৪, কী ২০
সা. প. (১)—১৮১. বৃ ৩ রসমঞ্জরী ৭

পাঠান্তর—রসমঞ্জরী ও কীর্ত্তনানন্দে আরম্ভ—কি কহব মাধব প্রেমক রীত। (১) রসমঞ্জরী ও কীর্ত্তনানন্দে চতুর্থ চরণের পর—

প্রতি ভূজ ভুজগ বন্ধন করে ফারি।
চরণক ঘাতে কুলাচল ডারি ॥
তাহা কি করব লঘু মন্দির কপাট।
ভয়ে মরিয়াদ সিন্ধু দিই বাট ॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পদরসসার ও পদরত্নাকরের পুথিতেও ঐ পংক্তি চারিটি আছে।

ব্যাখ্যা—জ্যোৎস্নাভিসারের বিপদ্ অনেক। উজ্জ্বল চন্দ্রের জন্য গুরুজনকে বঞ্চনা করা কষ্টকর। দুর্জ্জনের চোখ যেন পদে পদে ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে। ঐরকম কঠিন পথে সঞ্চরণ করিয়া কৌশলবতী রাধিকা অভিসারে চলিলেন। মাধব! প্রেমের রীতির কথা কি বলিব!

তোমার প্রতি অনুরাগিণী ত্রিভুবন জয় করিতে পারে। যেখানে সুন্দরী ধাধসে অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে ভ্রূ-কম্পন করেন, সেখান হইতে কত শত মদন ভয়ে পলায়ন করে। সেই সুন্দরী তোমার সাথে বিনা বাধায় কুঞ্জে মিলিল। গোবিন্দদাস বলেন, সব সাধ পুরিল।

৩৭২

কল্যাণী

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণি
সাজলি শ্যাম-দরশ-রস-লোভে।
কোই রবাব মুরজ সরমণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥
ভালে বনি আওয়ে বৃষভানুতনি।
চরণ-কমল-তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জির-রঞ্জিত মধুর-ধনি॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর
নীল বসন মণি-কিঙ্কিণি বোলে।
গজ-অরি-মাঝরি উপরে কনয়া-গিরি
বীচহি সুরধুনি মুকতা-হিলোলে॥
রবি-মণ্ডল ছবি জিনি মণি-কুণ্ডল
সুন্দর সিন্দুর ভালিরে ভালে।
গোবিন্দদাস কহ ভূলল অলিকুল
বেড়ল কবরিক মালতী-মালে॥

ক. বি. ৭৭ তরু ১০২৩

শব্দার্থ—রবাব—একপ্রকারের বীণাযন্ত্র। মুরজ—মৃদঙ্গ অথবা পাখোয়াজ। সরমণ্ডল—অন্য এক রকমের বাদ্য। উপাঙ্গ—এক রকমের বাদ্যযন্ত্র। বনি আওয়ে—সাজিয়া আসিল। গজ-অরি-মাঝরি—গজের অরি সিংহ; তাহার মত মাঝা। উপরে কনয়া-গিরি—উপরে কনক পর্ব্বত তুল্য কুচযুগ। বীচহি সুরধুনি মুকতা হিলোল—কুচযুগের মাঝখানে মুক্তার হার দেখিয়া মনে হয় দুই পাহাড়ের মাঝখানে গঙ্গা।

৩৭৩

শঙ্করাভরণ

এ ধনি পদুমিনি পড়ল অকাজ।
জনি ভেটহ হরি কুঞ্জক[১] রাজ॥
তুহুঁ গজ-গামিনি মতি অতি ভোর।
উচ কুচ-কুম্ভ-গরবে নাহি ওর॥
যৌবন-গরবে না হেরলি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি-ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরি সঙ্গ॥
সো খর-নখর-পরশ যব হোতি।
এ কুচ-কুম্ভে না রাখব মোতি॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মুরছি পড়বি তঁহি[২] ধরণি নিপাত॥
গোবিন্দদাস যবহু[৩] সোঙরাব।
অধর-সুধারসে পুনহি জীয়াব[৪]॥

সা. প (১)—১০৭, রাধা ১১৬ তরু ১০৪১, কী
ক. বি ৭৩ পৃ, ন্‌ ১৯ ক্ষণদা ২২৭

পাঠান্তর—ক্ষণদা—(১) কুঞ্জকো (২) তব (৩) তবহিঁ (৪) অধর-সুধা দেই তব হি জিয়াব—তরু।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা গজগামিনী বলিয়া তাঁহাকে গজ ভাবিয়া হরি (সিংহ) তাঁহাকে আক্রমণ করিবে এই জন্য সখী বলিতেছেন—ওগো সুন্দরী পদ্মিনি! বড়ই বিপদ্ দেখিতেছি। কুঞ্জের রাজা হরির (সিংহের) সহিত যেন দেখা করিও না। তুমি একে গজগামিনী, তাহাতে ভোলা-বুদ্ধি। উচ্চ কুচকুম্ভের জন্য গর্ব্বের তোমার সীমা নাই। যৌবনের গর্ব্বে একেবারে পথ চোখে দেখিতে পাও না; তোমার দেহের পরিমলে দিগন্ত সুবাসিত হয়; সুতরাং হরি (সিংহ) সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, কুম্ভযুক্ত হস্তী আসিতেছে। সিংহ তোমার প্রতি রাগিয়া রক্তচক্ষুতে তাকাইবে (অথবা হরি যখন অনুরাগভরে তোমার পানে অরুণদৃষ্টিতে চাহিবে) তখন ভয়ে তোমার সব সহচরী পলাইবে—কাহাকেও নিকটে দেখিতে পাইবে না। সেই হরি (সিংহ) তাহার খর নখরের স্পর্শে তোমার কুচ-

কুম্ভের মুক্তা (মোতি) রাখিবে না (সিংহপক্ষে—গজের কুম্ভ বিদীর্ণ করিয়া মুক্তা বাহির করিয়া লইবে)। সে যখন তোমার গণ্ডে দন্তাঘাত করিবে তখন তুমি মাটীতে মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইবে। কিন্তু কবি বলিতেছেন, ভয় নাই—যদি এরূপ মরণতুল্য অবস্থাই ঘটে তাহা হইলে গোবিন্দদাস তোমাকে একটা মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের কথা মনে করাইয়া দিতেছেন—সেটা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধারস ; উহা তোমাকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবে।

৩৭৪

ধানশী

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা কত না কহয়ে[১] হে
যদি হয় বয়ান লাখে লাখ ॥
মন্দির তেজি যব পদচারি আয়লু[২]
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারই[৩]
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ ॥
একে কুলকামিনী তাহে কুহু-যামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে খরতর[৪]
হাম রহব[৫] কোন পুর ॥
একে পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেলা।
তুয়া মুখ দরশনে সব সুখ পায়লু[৬]
চির দুখ সব[৭] দূরে গেলা ॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে[৮] প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
[৯]পন্থক দুখ তৃণ- হুঁ করি না গনলুঁ
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

তরু ৯৭৯, কী ১৮৫

পাঠান্তর—তরু (১) কহিব (২) আয়লুঁ (৩) পারিয়ে (৪) ঝর ঝর (৫) যাওব (৬) তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ (৭) অব (৮) অবধারণে—কী (৯) যৈছন আয়লু তৈছনে দেখলু—কী।

মন্তব্য— তুলনীয় :

গগনে গরজে ঘন—বিদ্যাপতি

৩৭৫

কামোদ

শ্যাম-অভিসারে চললি সুন্দরি ধনি
নব নব রঙ্গিণি সাথে।
বাম-শ্রবণ-মূলে শতদল পঙ্কজ
কামজয়-ফুলধনু হাথে ॥
ভালহি সিন্দূর ভানু-কিরণ জনু
তহিঁ চারু চন্দন-বিন্দু।
মুখ হেরি লাজসে সায়রে লুকায়ল
দিনে দিনে খীণ ভেল ইন্দু ॥
করি-রদ-বিরচিত চারু ভূষণ করে
মদন জিনিয়া ধনি সাজ।
চরণহি নূপুর মুখর মনোহর
রতি-জয়-বাজন বাজ ॥
ললিতাদি সখি মিলি মঙ্গল-হুলাহুলি
শ্যাম-দরশ-রস-আশে।
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ চিত পুলকিত
বলিহারি গোবিন্দদাসে ॥

অ ৮০

শব্দার্থ—কামজয়-ফুলধনু হাথে—শ্রীরাধার হাতে এমন এক ফুলধনু আছে যাহা দিয়া কামকে জয় করা যায়। করি-রদ-বিরচিত—গজদন্তনির্ম্মিত।

৩৭৬

সজনি ! আজু কত অপরূপ রঙ্গ।
রমণিক বেশ ধরি রসিক নাগর বর
যায়ত দূতীক সঙ্গ ॥

আগুপদ বাম বামা-গতি চললি
বামে পেখলুঁ শ্যাম।
বামে ভুজে ঘন বসন উড়ায়ত
বাম কুন্তলে অনুপাম॥
পট্টাম্বর পরি অভিনব নাগরি
তৈখনে করল পয়ান।
সীঁথারি কাম সিন্দুর পরিহরি
লখই না পারই আন॥
মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোভল
শঙ্খ শোভে তার মাঝে।
এমন চতুর বর দেখি নাহি নাগর
এ মহিমণ্ডল মাঝে॥
পদতলে অরুণ মুই দেখিলুঁ
তেঁ করিল অনুমান।
গোবিন্দদাস কহে চতুর শিরোমণি
রাধা-মন্দিরে করল পয়ান॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ৫৬) হইতে : সুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৬ ৩ে প্রকাশিত।

৩৭৭

রামকিরি রাগ

কি কহব রে সখি রাইক সোহাগি।
যাকর দেহলি বদরি কোরে হরি
রজনি পোহায়লি জাগি॥
চাতক সম হরি সঙ্কেত রবইতে[১]
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝনকিতে গুরুজন জাগল
পরি গেও দারুণ বাধা॥
জরতী কহই[২] ধনি কো বাহিরাওত
ভীত পুতলি সম দেহা।
লোরে পাখাওল[৩] পীন পয়োধর
মৃগমদ কুঙ্কুম রেহা॥
বিঘটি মনোরথ আন চলত হরি
ইহ দুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
কুসুমহার অরু[৪] মুকুলিত সরসিজ
গোবিন্দদাস রহু[৫] সাখি॥

সা. প. (২)—৮২ রসমঞ্জরী (ভণিতাহীন)
ক. বি. ৬২৯, ৬৪০ সমুদ্র ২৭০, তরু ৭১৬

পাঠান্তর—(১) কোকিল সম হরি সঙ্কেত রবইতে—সা. প. পুথির আরম্ভ (২) ননদিনি বলে—তরু (৩) মিটায়ল—তরু (৪) কুসুমিত চারু উরে—ক. বি. (৫) এক—তরু।

ব্যাখ্যা—রাইয়ের প্রেম ধন্য! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহার দেউড়ির কুলগাছে (অথবা "বদরি কোরে" বাদলার মধ্যে) সারারাত অপেক্ষা করিয়া কাটাইলেন! হরি চাতকের মতন শব্দ করিলে, রাধা দরজা খুলিতে গেলেন; কিন্তু সে সময়ে কঙ্কণের শব্দ হওয়ায় গুরুজন জাগিয়া উঠিলেন—ভীষণ বাধা উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা (শাশুড়ী) বলিলেন—"কে যায় বাহিরে?" ইহা শুনিয়া রাধা ভয়ে একেবারে পুতুলের মতন হইয়া গেলেন অথবা দেওয়ালে আঁকা পুতুলের মতন হইয়া গেলেন। চোখের জলে তাহার পীন পয়োধরের উপরকার মৃগমদ ও কুঙ্কুমের রেখা ধুইয়া গেল। মনোরথ ব্যর্থ হইল দেখিয়া হরি একটী ফুলের হার আর মুকুলিত কমল সঙ্কেতরূপে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। (ফুলের হার ছাড়িয়া যাওয়ায় রাধা বুঝিতে পারিবেন যে, উহাতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তাপ-বৃদ্ধিই পাইয়াছে। আর মুকুলিত পদ্ম রাখার অর্থ এই যে, কাল এই পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে; সুতরাং তিনি কাল আবার সঙ্কেতস্থানে আসিবেন।) গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী রহিলেন।

মন্তব্য—পদ্যাবলী (২০৫) এবং উজ্জ্বলনীলমণিধৃত হর নামক প্রাচীন কবির "সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদি-নিনদম্" ইত্যাদি শ্লোকের ভাব লইয়া এই পদটী লিখিত হইয়াছে। শ্লোকটীর ভাবার্থ এই প্রকার—কোকিলাদির নিনদচ্ছলে কংসরিপু (কৃষ্ণ) সঙ্কেত করিলে শ্রীরাধার বারংবার দ্বার খুলিতে যাইবার সময় শঙ্খ ও বলয়ের

শব্দ হইতেছিল; উহা শুনিয়া 'কে ও, কে দরজা খুলিতেছে' জরতীর এই প্রগল্‌ভ বাক্য বাহির হইলে শ্রীকৃষ্ণ ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীরাধার প্রাঙ্গণকোণস্থ কুলগাছের তলায় রাত্রি প্রভাত করিয়াছিলেন।

৩৭৮

ভাটিয়ারি

সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন কিরণ বরণ নহে সমতুল
বচন কহয়ে পিকবাণী॥
করপদথল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রুণুঝুণু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জীতল মনোরথ-রাজ॥

বরাহনগর ৬

শব্দার্থ—দশনক জ্যোতি ইত্যাদি—দন্তের জ্যোতি মতিকে হারাইয়া দেয়। হসইতে খসে মণি—শ্রীরাধা যখন হাস্য করেন তখন মনে হয় যেন মণিমুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছে। জীতল মনোরথ-রাজ—মনরূপ রথে যে রাজা বসিয়া আছেন শ্রীরাধা সেই শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিলেন।

৩৭৯

রাকা নিশাকর কিরণ নিহারি।
যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম সারি
চন্দচন্দন লেপিত সব অঙ্গ।
সিত কুসুমাবলী হাস নব রঙ্গ॥
অব নব রঙ্গিণী করত অভিসার।
কুচযুগে সোহই মুকুতার হার॥
অভরণ সুবরণ শশিমণি সাজ।
পদগতি মন্থর জিনি হংসরাজ॥
মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাশ।
গোবিন্দদাস কহে মিলল শ্যামপাশ॥

রসমঞ্জরী পৃঃ ২

ব্যাখ্যা—এটী শুক্লাভিসারের পদ। শ্রীরাধা জ্যোৎস্নার রাত্রিতে সাদা চন্দনে দেহ লিপ্ত করিয়াছেন, তাহার উপর সাদা ফুলের সাজ পরিয়াছেন, সাদা মুক্তার মালা প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে না পায়।

মন্তব্য—বিদ্যাপতির শুক্লাভিসারের একটী পদের (১০১ মিত্র-মজুমদার সংস্করণ) অনুসরণে এটী লিখিত হইয়াছে।

৩৮০

কুন্দ কুসুমে ভরি কবরিক ভার।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
চান্দনি রজনি উজোরলি গোরি।
হরি-অভিসার-রভস রসে ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই।
ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুলই।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রস মহাপুরই॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুল-কণ্টক কি করিয়ে পার॥
সুরত-শিঙ্গার কিরিতি সম ভাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—১৭৫ ক্ষণদা ২৬৮, সমুদ্র ১৩৬
বৃ ১, ক. বি ৭২ এবং ৭৯ কী ২১০, তরু ৩০৫

ব্যাখ্যা—এটীও শুক্লাভিসারের পদ। জ্যোৎস্নারাত্রি [illegible] রাধা শুভ্র কুন্দকুসুমে খোঁপা ভরিয়া লইলেন, [illegible] মাথার কালো চুলও সাদা ফুলে আচ্ছন্ন হয়। বুকে [illegible] তির হার। চন্দন ও সুন্দর কর্পূরে অঙ্গ লেপন [illegible]; তাহাতে মনে হইল যেন প্রতি অঙ্গেই অনঙ্গ [illegible] চাদনি রাতে হরির অভিসারের আনন্দে মত্তা [illegible] উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল। তাঁহার বস্ত্রও ধবল, [illegible] শুভ্র; দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহার দেহ শুভ্র [illegible] ের সঙ্গে মিশিয়া চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া [illegible] কথা দূরে থাকুক, তাঁহার পরিজনদেরও ধাঁধা [illegible] —একি রাংয়ের পুতুলকে পারদের মধ্যে ডুবাইয়া [illegible] হইয়াছে! অনিবার্য তাঁহার গতি; তাঁহার অভিলাষ [illegible]। গুরুজনরূপ কণ্টক কি তাহাকে বাধা দিতে [illegible] গোবিন্দদাস বলেন, রাধা সম্ভোগসজ্জায় শ্বেত-[illegible]শির তুল্য কান্তি লইয়া নিকুঞ্জে উপস্থিত

৩৮১

সুন্দরি তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
সবহুঁ তিরিথ ফল স্বামি-সুমঙ্গল
ভানুক কুণ্ডে সিনান॥
ঐছন বচন কহল যব সো সখি
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার সুকর্পূর চন্দন
লেওল ভানুক লাগি॥
সবহুঁ সখি মেলি দেই হুলাহুলি
চলতহিঁ পন্থক মাঝ।
সো বর-সুন্দরি করি পথচাতুরি
মিলায়ল নাগর-রাজ॥
রাইক বদন-চান্দ হেরি মাধব
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে দুহুঁ আরতি নব নব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

তরু ১১০৬

শব্দার্থ—স্বামি-সুমঙ্গল—ভানুর কুণ্ডে স্নান করিলে স্বামীর মঙ্গল হইবে।

৩৮২

ধানশী

সবহুঁ বধূজন চলু বৃন্দাবন
গৌরি আরাধন লাগি।
ঐছন মগধ বচন রচন করি[১]
গুরুজন অনুমতি মাগি॥
হরি হরি কাহাঁ শীখলি পরকার।
জগজন বঞ্চি মীছ বচনামৃতে[২]
দিনহিঁ চলল[৩] অভিসার॥
বেশ বনাওতি[৪] ননদী শুনাওতি[৫]
চতুরি সখীসঞে বাত।
আজু মু গৌরি আরাধি মনোরথ পুরব[৬]
পশুপতি-নন্দন হাত॥
বাসিত কুসুম কর্পূরিত তাম্বুল
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস পন্থ দরশাওব
জাহা নাহিঁ কণ্টক আচোর॥

সা. প. (১)—১৭৮, বৃ ২ সমুদ্র ২৭২, তরু ৭৪৪
কী ৩২১, সং ২১৩

পাঠান্তর—ক. বি. পুঁথিতে প্রথম দুই কলি নাই। উহাতে আরম্ভ 'হরি হরি কাঁহা শীখল পরকার।' (১) ঐছন বচন ধরণ ধরে সুন্দরি—সং (২) গুরুজন বাঁচি মিছই বচনামৃতে—তরু (৩) কয়ল—সং (৪) বনাওত—সং (৫) শুনাওত—তরু (৬) আজু গৌরি আরাধি মনমথ পূরব—পদরসাগর।

শব্দার্থ—হরি হরি কাঁহা শীখলি পরকার—সখী রাধাকে বলিতেছেন, হরি হরি, কোথায় এমন চাতুরি করা শিখিলে? সব লোককে মিছা মিষ্টি কথায় বঞ্চনা করিয়া দিনের বেলাতেই অভিসারে চলিল। বেশ বনাওতি ইত্যাদি—বেশ করিতে করিতে ননদকে শুনাইয়া শুনাইয়া চতুরা সখীকে বলিলেন, আজ আমি গৌরী আরাধনা করিয়া নিজের মনোরথ পূর্ণ করিব, পশুপতি-নন্দনের (এক অর্থে গণেশ, অন্য অর্থে কৃষ্ণ) হাতও ভরিয়া দিব।

৩৮৩

তুড়ী

দিনমণি কিরণ- মলিন মুখ-মণ্ডল
ঘামে তিলক বহি গেল।
কোমল চরণ তপত পথ-বালুক
আতপ-দহন সম ভেল॥
হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে আগোরি গোরি মুখ মোছত
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
কর্পূর তাম্বুল অধরহি দেয়ল
চন্দন লেপই অঙ্গ।
শ্যামর-অঙ্গ- পরশে নব নাগরি
বাঢ়ল প্রেমতরঙ্গ॥
কুঞ্জ কুটির ঘর সেজ মনোহর
মধুকর শ্রুতিধর ভাষে।
গোরি শ্যাম দুহুঁ করত কুতুহলি
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

ক. বি. ৮০ অ ৭৯

শব্দার্থ—গ্রীষ্মকালে দিবাভিসার। তিলক বহি গেল—তিলক মুছিয়া গেল। আতপ-দহন সম ভেল—বালুও যেন রৌদ্রের মতন পুড়াইতে লাগিল। মধুকর শ্রুতিধর ভাষে—ভ্রমর ও শ্রুতিধর (যে একবার শুনিয়াই আবৃত্তি করিতে পারে) শুকপক্ষীর গুঞ্জনকাকলীতে।

৩৮৪

পবন পরশে চলিত মৃদু পল্লব
শুনইতে বল্লববালা সচকিত নয়নে
সঘনে ধনি নিরখয়ে।
জানলু আওল কালা।
মাধব সমঝলুঁ তুয়া চতুরাই।
তমালকরূপী আপন তনু ঝাঁপসি
রহত মোহে ছাপাই॥
বিলম্ব হেরি ফেরি সব কানন
পুন অনুমানত চিতে।
তোরল পন্থ অন্ত নাহি পায়ই
না বুঝলুঁ নাগর-রীতে॥
নূপুর-বলিত-কলিত বর মাধুরা
শুনইতে শ্রবণে উল্লাস।
আগুসরি রাই কানু অবলোকই
গাবই গোবিন্দদাস॥

রসমঞ্জরী ১৩

ব্যাখ্যা—মৃদু পবন-হিল্লোলে লতার পল্লব সঞ্চালিত হইলে শ্রীরাধা সচকিত হইয়া ভাবিলেন এই বুঝি তাঁহার দয়িত আসিলেন; তাই বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন—তুমি আসিলে আমি জানিলাম। মাধব তোমার চালাকি বুঝিলাম। তুমি তমালের মত নিজের দেহ ঢাকিয়া আমার কাছ হইতে লুকাইয়া রহিয়াছ। কিন্তু অনেকক্ষণ হইয়া গেল তবুও কানাই আত্মপ্রকাশ করিলেন না দেখিয়া সমস্ত কানন ঘুরিয়া ভাবিতে লাগিলেন—এত পথ ভাঙ্গিয়া আসিলাম অথচ তাহার দেখা নাই; তার কেমন নাগরপানা বুঝি না। এই রকম ভাবিতে ভাবিতে নূপুরের মধুর ধ্বনি

...তেই খুসীতে তাঁহার মন ভরিয়া গেল। রাধা অগ্রসর ... কানাইকে দেখিতে পাইলেন—ইহা গোবিন্দদাস ... করিতেছেন।

৩৮৫

চল চল বৃন্দাবনে শ্যাম দেখি গিয়া।
সব দুখ পাশরিব চাঁদ মুখ চাঞা॥
যব ধনি সাজই ভেটইতে শ্যাম।
জগত মোহিনী ধনি অতি অনুপাম॥
নীলমণি চুড়ি হাতে কনয়া কঙ্কণ।
শ্যাম অনুরাগে ধনি করিলা গমন॥
কৃষ্ণ দরশনে যায় সখীগণ সঙ্গে।
মন অতি উলসিত প্রেমের তরঙ্গে॥
ললিতার হাতে হাত দিয়া বিনোদিনী।
নবযৌবনী ধনি কানু-মনমোহিনী॥
নীলবসন অঙ্গে ধনির করে ঝলমল।
নব অনুরাগ ভরে করে টলমল॥
বৃন্দাবনে আসি রাই চারিপানে চায়।
মাধবীতরুর তলে দেখে শ্যামরায়॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে ঢরকত লোর॥
আদরে আগুসরি রাই লেই শ্যাম।
সখীগণ হেরই অতি অনুপাম॥
করে ধরি রাই লয়্যা বসাইলা বামে।
নিজ পীত বাসে মুছে রাই মুখ-ঘামে॥
পন্থ কি দুখ পুছত বর কান।
আনন্দে নিমগন কিছুই না জান॥
শ্যামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
গোবিন্দদাস মাগে চরণমাধুরী॥

পদামৃতমাধুরী ২।২৭

৩৮৬

দশমল্লার

দূতিক বচন শুনি ধনি অনুরাগিণী
ভেটইতে নাগর কান।
সখিগণ সঙ্গে চললি বররঙ্গিণী
গুরুজন কোই নাহি জান॥
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি
অঞ্জন শোভন তায়।
নবযৌবন ভরে গতি অতি মন্থরে
হংসগমনে চলি যায়॥
যমুনাক তীরে তুরিত ধনি আয়লি
যাহা বৈঠলি বরনাহ।
দুহুঁ দুহা দরশনে অনিমিখ লোচনে
গোবিন্দদাস বলি যাহ॥

পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুথি

শব্দার্থ—শোভন—সুন্দর। তুরিত—শীঘ্র। বরনাহ—শ্রেষ্ঠ দয়িত। বলি যাহ—বলিহারি দেয়।

৩৮৭

তথা রাগ

কাননে সবহুঁ কুসুম পরকাশ।
শারি শুক পিককুল-মধুরিম-ভাষ॥
মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ।
শুনইতে কাতর[১] ভেল উনমাদ॥
দেখ দেখ নাগররাজ।
চললহি সঙ্কেত-কুঞ্জক মাঝ॥
কিশলয়-পুঞ্জহি সেজবর কেল।
তঁহি পর বৈঠি[২] পুন তরখিত ভেল
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহুঁ না সুন্দরি করল পয়ান॥

অন্তরে মদন কয়ল পরকাশ।
চৌদিশে হেরই গোবিন্দদাস॥

সমুদ্র ৪৫৯, তরু ১০৫১, কী ৩১৩

মন্তব্য—১০৫ সংখ্যক পদের সহিত এই পদের অনেকাংশে মিল আছে।

পাঠান্তর—(১) তাকর—সমুদ্র (২) তিল একু বৈঠি—সমুদ্র।

শব্দার্থ—কিশলয় পুঞ্জহি সেজবর কেল—নবীন পল্লব দিয়া সুন্দর শয্যা রচনা করিল। তরখিত ভেল—ভীত হইল (শ্রীরাধার কোন বিপদ্ ঘটিল ভাবিয়া)

৩৮৮

মঞ্জুর

নবযৌবনি ধনি চলু অভিসার।
নবনব রঙ্গিণি রসের পসার॥
নীলবসন রাধার শ্রীঅঙ্গে সাজে।
কনক কিঙ্কিণি ঘন ঘন বাজে॥
চরণেতে নূপুর বাজয়ে রনুঝনু।
মদন বিবাদি হাতে ফুলধনু॥
বৃন্দাবনে ভেটল শ্যামের রায়।
নব নব কোকিল পঞ্চম গায়॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
গোবিন্দদাসের সুখের নাহি ওর॥

বরাহনগর ৬।৮৭

৩৮৯

বৃষভানুনন্দিনী নব অনুরাগিণী
তুরিতে করত অভিসার।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী
মন্দির হোই বাহার॥
চলইতে চরণে নূপুর তহি বেলিত
সুমধুর মধুর রসাল।
হংসগমনে ধনি আওল বিনোদিনী
সখীগণ করি লেই সাথ॥
রসিক নাগর বর বিদগধ শেখর
তুরিতে মিলাল ধনিপাশ।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত লোচনে
নিরখই গোবিন্দদাস॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুঁথি। মাধুরী ৩।৪৫১

৩৯০

বেহাগ

জয় জয় বিজই কুঞ্জে কুঞ্জরবর-গমনী।
প্রেমতরঙ্গে ভরল অঙ্গ
সঙ্গে বরজ-রমণী॥
গগন মণ্ডল অতি নিরমল
শরদ সুখদ যামিনী।
নীলবসন রতন ভূষণ
ঝলকত ঘন দামিনী॥
ছমিকি ছমিকি রবাব পাখোয়াজ
ঠাম ঠমকি চলনি।
তানা নানা সুললিত বীণা
গান করত সজনী॥
যন্ত্র তন্ত্র তালমান
ধনি ধনি নবযৌবনী।
রুনু রুনু রুনু ঝুনু নু নু নু
বাজত নূপুর কিঙ্কিণী॥
মিলল শ্যাম নিকুঞ্জধাম
অনুপাম সুখশোহিনী।
গোবিন্দদাসের সুখের নাহি ওর
হেরি শ্যাম-মনমোহিনী॥

বরাহ ৭ (গ)—৫২

শব্দার্থ—বিজই—গমন করে। কুঞ্জরবর-গমনী—গজগামিনী। কুঞ্জরবর—হস্তিশ্রেষ্ঠ। শোহিনী—শোভিনী।

বনবিহারাদি লীলা

৩৯১

সুহই

ভ্রমই গহনবনে গৌরকিশোর।
গদাধর সঙ্গে আজি আনন্দে বিভোর॥
হেরত তরু তরু মৃদু মৃদু ভাষ।
বনশোভা কহইতে মনহি উল্লাস॥
কত কত কৌতুক করয়ে দুহুঁ মেলি।
গৌর গদাধর কহত রসকেলি॥
কত কত উপজল ভাব-তরঙ্গ।
গোবিন্দদাস তঁহি দেখত রঙ্গ॥

৭ (খ)—১১৯

৩৯২

বসন্ত রাগ

তরু তরু নব নব কিশলয় লাগি।
সুকুসুম ভরে কত অবনত শাখী॥
তহি শুক শারীক পিকু নিকু বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
সব ঋতু সঙ্গে বসত ঋতুরাজ॥
বিকসিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরুলম্ব॥
কাহা কাহা সারস হংস নিসান।
কাহা কাহা দাদুরী উনমত গান॥
কাহা কাহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাহা কাহা উনমত নাচয়ে ময়ুর॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাতি।
চৌদিশে বেঢ়ল কুসুমক পাতি॥

গীতচন্দ্রোদয় ২৫৩
তরু ১৪৮৯

শব্দার্থ—পিকু নিকু—সুন্দর কোকিল। (নিকু=নীক—সুন্দর)। নিসান—নিঃস্বন, শব্দ। দাদুরী—ভেকী, ব্যাঙ্‌।

৩৯৩

বিজন বনে বনে[১] ভ্রমই দুহু।
দোহার কান্ধে শোভে দোহার বাহু॥
দোহার রূপে নয়ন ভুলে।
•কনকলতিকা রাই তমালের কোলে॥
দীপসমীপে যেন ইন্দ্রনীলমণি।
জলদে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥•
বদনে বদন মেলি মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া কানাই কত ধন মাগে॥
কষিত কনয় যেন কুন্দন হেম[২]।
তুলনা দিবারে নাহি দোঁহাকার প্রেম[৩]॥
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রসসুধা।
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥

কী ২১৬, তরু ৬৪৯

পাঠান্তর—'তরু'তে আরম্ভ—ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে। তরু—(১) বীজই বনে বনে (২) কষিতে কষিল নহে কুন্দন হেম (৩) দোঁহাকার প্রেমের পরে—বদনে বদন দিতে মদন জাগে। আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥

শব্দার্থ—রাইকে কনকলতিকা, প্রদীপ ও সৌদামিনীর সহিত, শ্রীকৃষ্ণকে তমাল, ইন্দ্রনীলমণি ও জলদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কষিত কনয়—কষ্টিপাথরে কষা বিশুদ্ধ সুবর্ণ। কুন্দন হেম—উজ্জ্বল স্বর্ণ। চান্দ উপরে চান্দ—চাঁদের উপরে চাঁদ—একের বদনচন্দ্রের উপর অপরের মুখচন্দ্র।

৩৯৪

পঠমঞ্জরী

কুসুমে ভরল নব পল্লব দোল।
মধু পিবি মধুকর মধুকরী ভোর॥
তাহে কুহু কোকিল পঞ্চম গায়।
দোঁহার আরতি মৃদু চন্দন বায়॥
পুনমিক রাতি মোহন ঋতুরাজ।
বৈদগধি বিদগধ মীলল সুসাজ॥
নাহ নীলমনি বরণ সুঠান।
রাই কাঞ্চন মুকুর দশবাণ॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে ভৈ গেল ভোর।
রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোর॥
আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস।
ও রস বলিহারি গোবিন্দদাস॥

সং ১৭২

শব্দার্থ—দোল—দুলিতেছে। নাহ—নাথ। মুকুর-দর্পণ।

৩৯৫

বসন্ত

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন-অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ভাল।
সারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তহি সব রঙ্গিনি মেলি এক সঙ্গে
ভেটল নাগরি নাগর রঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিনি জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি না জান॥

তরু ১৪২৮

৩৯৬

তুড়ি

ডুহুঁকর অচেতন দেখি বনদেবী।
চেতন করাওল সমীরণ সেবি॥
কহতহি শুন শুন যুগল কিশোর।
ঋতুরাজ যো কিছু কহলহি থোর॥
আজু দিনহিঁ তুহুঁ সখিগণ মেলি।
সকল করহ মোহে করি রসকেলি॥
শুনইতে আনন্দ সব জন গেল।
দাস গোবিন্দদাস সঙ্গহি লেল॥

সমুদ ৪৩৭

শব্দার্থ—সমীরণ সেবি—বাতাস করা রূপ সেবার দ্বারা। মোহে—আমাকে। দাস গোবিন্দদাস সঙ্গহি লেল—সব সখীরা রসকেলির সময় আসন্ন জানিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মঞ্জরীভাবাপন্ন গোবিন্দদাস দাস করিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন।

৩৯৭

ধানশী

কেলি অবশেষে ও৷বরনাহ।
সখি সঞে কেলি-কুণ্ডে অবগাহ॥
তাহাঁ বিরচল অপরূপ জল-কেলি
সখিগণ সঙ্গে নাগরি একু-মেলি॥
দৌরথে যৈছে যুঝত দউ বীর।
তৈছন সিঞ্চিত দুহুঁক শরীর॥

গোবিন্দদাস পহু কুণ্ডক বাহ।
অবসরে রাই কর জল-অতিবাহ॥

অ ১১৮

শব্দার্থ—দোরথে—দ্বিরথযুদ্ধে। দউ—দুই।

৩৯৮

শ্যামল সুন্দর রূপ অমিয়া রসের কূপ
হেরি রাধা পড়ল বিভোর।
সম্বিত হইয়া বোলে নিজ চিত্ত কুতূহলে
সাধু প্রাণ রহি গেল মোর॥
শিখণ্ড শিখর কৃষ্ণ রাধারূপে সতৃষ্ণ
উলটি ফিরাইতে নারে আঁখি।
মধুর মধুর প্রীত কিবা হুই উপনীত
সেই সে পিরিতি তার সাখি॥
হেনই সময়ে আসি জটিলা কর্কশভাষী
বধূ লইয়া চলিলেন সাথ।
রাই চলে ফিরি ফিরি সো মুখ নিরখই
ভালহি দেয়ল হাত॥
দরশনে না পূরল কাম।
যো মুখ দরশনে নিমিখ ঘন নিন্দই
তাহে কি সহয়ে ঘটি যাম॥
গুরুজনে ছল করি কণ্ঠমণি মালা ছিঁড়ি
বিচিনই অন্তর-তিয়াস।
একদিঠি গুরুজনে আর দিঠি শ্যামপানে
কি কহব গোবিন্দদাস॥

পদামৃতমাধুরী ১।২৫১

৩৯৯

কালিয় গঞ্জন কান কুটীল হাস
কালিন্দি কুল নিশি রাস।
হরিচন্দনী ধনী কোনহি গাছসে কুসুম কয়লি সব নাশ
সুন্দরি কাহে আয়লি বনমাহ।
চন্দনসৌরভে মঝু কর যুগবর প্রবেশব তুয়া হিয়া ছাহ॥
নখর বিষ দংশি তুহে দগধব বিষজ্বালে হরবি গেঞান।
দশন দ্বিষোড়শ ভুজগ ধরি দংশব মুরছি পড়বি মহিঠাম॥
তুয়া সহচরি সব দূরহি ভাগব অহিগণ গরজন শুনি।
গোবিন্দদাস কহে সামাল গড়ুড়িরাজ সাজ কয়ল গরবিনি॥

ক. বি. ২৯৮৪

৪০০

কামোদ মল্লার

ভানু-নন্দিনি নন্দ-নন্দন
রতন মন্দির মাহ রে।
কেলি কুণ্ডক তীর শোভিত
কল্পতরু-দ্রুম-ছাহ রে॥
নীপ তরুবর পলব ফুল-ভরে
পরশি রহু সব নীর রে।
ফুল্ল মালতি কমল-মাধুরি
বহই মন্দ সমীর রে॥
গায়ত অলিকুল সারি শুক পিক
সতত নাচত মোর রে।
রাই কানু দুহুঁ দ্যুত খেলত
হার রাখত হোর রে॥
চৌদিগে বেঢ়ল সবহুঁ সখিগণ
বসন ভূষণ-সাজ রে।
যৈছে জলধরে উদিত সুধাকর
শোভিত উডুগণ মাঝ রে॥
রাই যব ধরি জিতল নাগর
পঞ্চদশ ডাকে দান রে।
কতহুঁ রতি-পতি উদিত ভৈ গেল
হেরি আকুল কান রে॥

শ্যাম চঞ্চল চুম্ব করইতে
করহি বারত গোরি রে।
রোখে লোচন কমল কানু-মন
ভৃঙ্গ কয়লহি চোরি রে ॥
রাই জীতল হঠহিঁ মাধব
ধয়ল রাইক হার রে।
রোখে ধনি পুন হার ধরইতে
টুটল দুহুঁ কর মাল রে ॥
মদন কলহে দুহুঁক ভঙ্গিম
হেরি সখিগণ হাস রে।
পুনহিঁ খেলহ মাল ধরি কহ
গাওত গোবিন্দদাস রে ॥

অ ১১৯

শব্দার্থ—কল্পতরু-দ্রুম-ছাহ—কল্পতরুর ছায়ায়। দ্যুত খেলত—পাশা খেলে।

বাসক-সজ্জা

৪০১

অপরূপ রমণী অভিলাষ।
সঙ্কেত কাননে সেজ বিছাআই
কানু মিলন প্রতিআশ ॥
মৃগমদচন্দন গন্ধ অনুলেপন
বিকসিত চম্পক দাম।
খপুর কপূর সম্পূট ভার রাখই
পূরব মনমথ কাম ॥
মঙ্গল কলস পাশে ধরি রাখল
রাখল রম্ভা রম্ভা ঠামে ঠাম।
রতন পদীপ নীপতলে জারল
চামর বীজ অনুপাম ॥
কনক দরপন-রতন পরিভাজন।
নিরমঞ্চন অভিলাষ।
সম্বাদ পাই মিলল বর নাগরী
কহলহিঁ গোবিন্দদাস ॥

রসমঞ্জরী ১৫

শব্দার্থ—কানু মিলন প্রতিআশ—কানুর সহিত মিলনের প্রত্যাশায়। খপুর—সুপারি। সম্পূট—ডিবা। ঠামে ঠাম—স্থানে স্থানে। জারল—জ্বালিয়া রাখিল। চামর বীজ অনুপাম—অতুলনীয় চামররূপ বীজন (পাখা)।

৪০২

ধানশী

কনক মুকুরে আপন মুখ হেরি।
সহচরি আগে কহই বেরি বেরি ॥
রিঝায়ব নাগর করি অনুমান।
বিলসব কুঞ্জে আজু কুসুম-শয়ান ॥
উচ কুচ হেরই নয়ন সুবঙ্ক।
উর পর লেপব চন্দনপঙ্ক ॥
আয়ব কন্ত পূরব অভিলাষ।
পুন পুন নিবেদয়ে গোবিন্দদাস ॥

অ ৮১

শব্দার্থ—কনক মুকুরে—সোনার দর্পণে। রিঝায়ব—হৃষ্ট হইবে। উর পর—বুকের উপর।

৪০৩

ধানশী

কুসুম সেজ পুন সাজই
জারই জারল বাতি।
বাসিত খপুরে কপূরে পুন বাসই
ভৈগেল মদন-ভরাতি ॥

আজু রাই[১] সাজলি বাসক-সেজ।
মনমথ লাখ মনোরথে ধায়ল[২]
অঙ্গে অনঙ্গ নাহি তেজ[৩]॥
ঘন ঘন অভরণ অঙ্গে চড়ায়ই
খেনে খেনে তেজই তাই[৪]।
সচকিত নয়নে[৫] চমকি খেনে[৬] উঠয়ি
হেরই নিজ-তনু-ছাই[৭]॥
কাতর বচনে সম্ভাষই সহচরি
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দদাস ক- হই অব শূনিয়ে
সঙ্কেত-মুরলি নিসান॥

(১)-১৮৮, ক. বি.
পুঁথি ২৯, নৃ ২৬
তরু ৩৫৭, সং ৩৬১, ক্ষণদা ১৯।৮
সমুদ্র ১৫১

পাঠান্তর—(১) ধনী—ক্ষণদা (২) মনোরথ ধাবই—দা ও তরু (৩) অঙ্গে অঙ্গে নাহি তেজ—ক্ষণদা ছায়—ক্ষ (৫) বিলোকনে—তরু (৬) ঘন—তরু ছায়—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—প্রতীক্ষার অধীরতায় শ্রীরাধা সুসজ্জিত শয্যা পুনরায় সাজাইতে লাগিলেন; জ্বালানো বাতি আবার জ্বালিতে লাগিলেন। সুবাসিত সুপারি আবার র দ্বারা সুগন্ধ করিলেন। তাঁহার মদনবেগ জনিত (ভরাঁতি) হইতে লাগিল। আজ রাধা বাসক-র জন্য সাজিলেন। লক্ষ লক্ষ মন্মথ মনোরথে ধাবিত হইল; তথাপি অনঙ্গ কোন অঙ্গ ছাড়িল না। বার অলঙ্কার পরিতেছেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে উহা গ করিতেছেন। নিজের দেহের ছায়া দেখিয়াও চকিত হইতেছেন। কাতরভাবে সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কানাই দেরি করিতেছেন কেন? গোবিন্দদাস শ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, শোন মুরলীর ধ্বনির দ্বারা তিনি সঙ্কেত করিতেছেন।

৪০৪

ধানশী

বাসিত বারি ক- পূরিত তাম্বুল
কুসুমিত মদন-শয়ান।
উজোর দীপ স- মীপহি জারহ
বিরচহ চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যায়ে আনন্দ।
ঋতু-পতি-রাতি অবহুঁ নব নাগর
মিলবহুঁ শ্যামর চন্দ॥
কুসুমিত মৌলির- সালক পরিমলে
ভ্রমর ভ্রমরি রহু ভোর।
মদন-মদালসে[১] সগরিহ যামিনি
সুখে বঞ্চব হরি-কোর॥
বিহিপায়ে লাগি মাগি নিব একু বর[২]
চেতন রহু মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস কহই হরি-পরশহি
সো পুন হোত সন্দেহ॥

সা. প. (১)—১৮৯
ক. বি. ১৪০
নৃ ২৬, গো ৩০
ক্ষণদা ২৩।৮, সমুদ্র ১৫০
তরু ৩০৮

পাঠান্তর—(১) মদন-মনোরথে—ক্ষ ও তরু (২) এহি একু বর—ক্ষ।

শব্দার্থ—বাসিত—সুবাসিত। কর্পূরিত তাম্বুল—কর্পূর দেওয়া পান। কুসুমিত মদন-শয়ান—মদনোৎসবের জন্য রচিত পুষ্পের দ্বারা আকীর্ণ শয্যা। বিরচহ চারু বিতান—সুন্দর চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) টাঙ্গাইয়া দাও। সখি হে কহই না যায়ে আনন্দ—শ্রীরাধার মনে কত আনন্দ যে আজ তাঁহার দয়িতের সহিত পরিপূর্ণ মিলন ঘটিবে। এত আনন্দ নৈরাশ্যে পরিণত হইবে ইহাই বাসকসজ্জার মর্মান্তিক দুঃখ (tragedy)। সগরিহ যামিনী—সারা-রাত। বিহিপায়ে লাগি ইত্যাদি—আমার শুধু ভয় হইতেছে প্রিয়তমের দেখা পাওয়া মাত্র আমি আনন্দে জ্ঞান না হারাই; তাই আমি বিধাতার নিকট এই বর প্রার্থনা করিব যে, আমার দেহে সে সময়ে যেন চেতনা থাকে।

কিন্তু গোবিন্দদাসের মনে এ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। হরির স্পর্শ লাভ করিলে আর শ্রীরাধার পক্ষে চেতনা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কি?

৪০৫

তথা রাগ

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ-পাত শত
আর কত বিঘিনি বিথার।
কুলবতি-গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে কয়লুঁ অভিসার॥
সজনি কী ফল পাপ পরাণ।
যামিনি আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মীলল কান॥
যতয়ে মনোরথ তত[১] ভেল অনরথ
কানু-পিরিতি অভিলাষে।
না জানিয়ে কোন কলাবতি বান্ধল
ভাঙু-ভুজঙ্গিনি-পাশে॥
দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন-গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে দুহুঁ সংশয়
নিরসব রসিক মুরারি।

সা. প. (১)—১৯৮ রসমঞ্জরী ১৮, সমুদ্র ১৬১
ক. বি. ১৪৩ তরু ৩৪৬, সং ৩৬৩

পাঠান্তর—রসমঞ্জরীতে আরম্ভ—হরি হরি কী ভেল পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক বহি যাওত। ভুজগে ভরল পথ ইত্যাদি। (১) সব—তরু।

ব্যাখ্যা—বর্ষাকালে সঙ্কেতস্থানে শ্রীরাধা প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন—হায়! আজ এই ঘোরতর বর্ষার রাত্রিতে কত শত বজ্রপাত হইতেছে, পথে কত সাপ, আরও কত রকমের বিপদ মাথায় করিয়া আমি কুঞ্জে অভিসার করিলাম; কিন্তু তিনি কোথায়? সখি! আর পাপ পরাণ রাখিয়া কি ফল? রাত্রির অধিক অংশ কাটিয়া গেল, এখনও তো কানু আসিলেন না। মনের আমার যত কিছু বাসনা ছিল, সব বৃথা হইল! আমার মনে দুইটী সংশয় জাগিতেছে, হয়তো কোন কলাবতী কামিনী তাহার ভ্রূরূপ ভুজঙ্গিনী-পাশে কানুকে বাঁধিয়া তাহার উপর দারুণ ফুলশর মারিছে, অথবা ঘরে গুরুজনের গালির ভয়ে তিনি আসিতে পারিলেন না। গোবিন্দদাস বলেন—না, না, শীঘ্র রসিক মুরারি আসিয়া তোমার দুই সংশয়ই যে ভ্রান্ত তাহা প্রমাণ করিবেন।

৪০৬

গান্ধার

সজনী করহ পয়ান।
পন্থ মিলব তুয়া কান॥
অনুকূল হোয়ে বিধাতা।
তবহি জিয়ব ধনি রাধা॥
সেজ সফল তুহুঁ জান।
যেহি খনে করব শয়ান॥
যৌবন মন অভিলাষ।
পূরব সুরত-বিলাস॥
আনন্দ-লোরে ভরু আঁখি।
পুলকে পূরব তনু সাখি॥
গোবিন্দদাস অনুতাপে।
ধনি জনি করয়ে বিলাপে॥

অ ৮৩, রসমঞ্জরী ১১

ব্যাখ্যা—সখি, আর যে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তুমি যাও, দেখিয়া আইস কানুর কি হইয়াছে। হয়তো তোমাকে সবটা পথ যাইতেও হইবে না। পথেই কানুর সঙ্গে তোমার দেখা হইবে। বিধাতা যেন অনুকূল হন! সত্য সত্যই কানু যেন আমার কুঞ্জের অভিমুখে আসিতে থাকেন। তাহা হইলেই রাধা বাঁচিবে। কানাই আসিয়া যখন আমার শয্যায় শয়ন করিবে তখনই আমার শয্যা রচনা করা সফল হইবে—যৌবনের মনোভিলাষ সুরত-বিলাসের দ্বারা পূর্ণ হইবে। আনন্দ

আঁখি ভরিয়া যাইবে। দেহের পুলক মনের আনন্দের সূচক হইবে। গোবিন্দদাসের মনে অনুতাপ হইতেছে, হায় হায়! শ্রীকৃষ্ণ যদি না আসেন তাহা হইলে সুন্দরী যে বিলাপ করিতে থাকিবে। তাহাকে যেন বিলাপ করিতে না হয়।

৪০৭

গুর্জ্জরী

ঘন ঘন নীপ সমীপহিঁ শুনিয়ে
সঙ্কেত-মুরলী-নিসান।
রহি রহি বাম পয়োধর ফুরই[১]
তেঁই বুঝি মিলব কান॥
দেখ সখি! পাপ চতুর্থীকো চাঁদ।
হরি-অভিসার এহি বিলম্বায়ত
পাতি কিরণময় ফাঁদ॥
মনহিঁ মনোরথ চঢ়ল মনোভব[২]
ধৈরজ ধরন না যাত।
মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে
অভরণ দূর করু গাত॥
ধরণী-শয়নে একু মোহে শোহাওত
কুসুম-শয়নে জীউ কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ গহন-প্রেম-গহ
দহনে দেওয়াওই ঝাঁপ॥

সা. প. (১) ১৯১, ক. বি. ৭৭ ক্ষণদা ১৯।৯, সমুদ্র ১৫১
তরু ১৪০, বৃ ২৭, গো ৩০

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) পন্দই (২) মনমথ।

শব্দার্থ—নিসান—শব্দ। শোহাওত—শোভা পায়।

ব্যাখ্যা—প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন, এই তো বার বার শুনিতে পাইতেছি কদম্বগাছের কাছে মুরলী সঙ্কেতধ্বনি করিয়া বাজিতেছে। (সত্যই কি বাজিতেছে? না, তাঁহার মনে হইতেছে মাত্র?)। থাকিয়া থাকিয়া আমার বাম কুচ স্পন্দিত হইতেছে। এতো শুভ সূচনা। তাহা হইলে বুঝি কানু আসিবেন। সখি, ঐ দেখ, চতুর্থীর চাঁদ আকাশ আলো করিয়া রাখিয়াছে। এই বুঝি নিজের কিরণজাল বিস্তার করিয়া হরির আগমনে বিলম্ব ঘটাইতেছে (চাঁদের আলোতে আসিলে পাছে লোকে তাহাকে দেখিয়া ফেলে)। মনই যাহার রথ সেই কাম আমার মনে চড়িয়া বসিয়াছে; আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মণিহারও এখন ভার বলিয়া মনে হইতেছে; গা হইতে সব অলঙ্কার দূর করিয়া ফেল। এখন ভূমিশয্যাই আমার শোভা পায়; কুসুমশয্যায় প্রাণ কাঁপিতেছে। গোবিন্দদাস বলেন, গভীর প্রেমরূপ গ্রহ তোমাকে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াইবে দেখিতেছি।

৪০৮

কামোদ

কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়লুঁ
সঙ্কেত-কেলি-নিকুঞ্জ।
মাধবি-পরিমলে ভরি তনু জারই[১]
ফুকরই মধুকর-পুঞ্জ॥
শুন সহচরি অবহুঁ না মিলল কান[২]।
নীলজ চীত পিরিতি অনুরোধই[৩]
তে নাহি যাত পরাণ॥
কানুক বচন- অমিয়া-রস-সেচনে
বেচলুঁ তনু মন জাতি।
নিজ-কুল-দূষণ ভূষণ করি মানলুঁ
তেঞি ভেল[৪] ঐছন শাতি॥
হিমকর-কিরণে গমন অবরোধল[৫]
কী ফল চলবহুঁ গেহ[৬]।
গোবিন্দদাস কহ যাই সাত জানউ
কানু কি তেজল না নেহ[৭]॥

সা. প. (১)—১৯৪ ক্ষণদা ৮।১১, সমুদ্র ১৬০
তরু ৩৬১, স ৩৬৪

পাঠান্তর—(১) জারল—ক্ষ (২) শুন সজনি আজু না মিলাব দারুণ কান—ক্ষ; সজনি না মিলল দারুণ কান—তরু (৩) নিলাজ চিত পিরীতি অনুরোধত—ক্ষ (৪) তে

ভেল—ক্ষ (৫) অনুরোধল—তরু (৬) মন্দির চলত সন্দেহ—ক্ষ (৭) গোবিন্দদাস কহই শুন সুন্দরি, কানুকো ঐছন লেহ—ক্ষ

শব্দার্থ—কানুক সন্দেশে ইত্যাদি—কানাই খবর পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া বেশ করিয়া সঙ্কেতস্থান যে কেলি-নিকুঞ্জ সেখানে আসিলাম। কিন্তু কানাই না আসায় মধুকরসমূহের গুঞ্জন ও মাধবীর সুগন্ধে একটুও আনন্দ পাইতেছি না; দেহ যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। সখি! কানাই বড় ভীষণ লোক, তিনি কথা দিয়া কথা রাখিলেন না; এখনও আসিয়া মিলিত হইলেন না। আমার নির্ল্লজ্জ হৃদয় এমন লোকের প্রেমের প্রত্যাশা করে। সেই আশাতেই প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। কানুর ব্যবহার তো এই, কিন্তু কথা ভারি মিষ্টি। সেই অমিয়া-মাখানো কথায় ভুলিয়া আমার তনু মন জাতি সব কিছু তাহার পায়ে বিকাইয়া দিলাম। নিজের কুলের কলঙ্ককে আমার অঙ্গের ভূষণ করিলাম। তাই এখন এইরূপ শাস্তি পাইতেছি। বোধ হয় চাঁদের কিরণ উজ্জ্বল থাকায় কানাই আসিতে পারিতেছেন না। কে জানে কি হইল তার? যাক্, আর অপেক্ষা করিয়া কি হইবে? আমি বাড়ী ফিরিয়া যাই। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—না, না, ফিরিয়া যাইও না; দূতী পাঠাইয়া সত্য জানিয়া লও কানু প্রেম ত্যাগ করিল না কি? (হিমকরকিরণেন তস্যাগমনং রুদ্ধম্ অত্রাবস্থানস্য কিং ফলং গৃহং গচ্ছাম ইত্যর্থেন যদ্যপি বিপ্রলব্ধাবস্থাং সূচয়তি তথাপি পুনর্দূতীপ্রেষণ-কথনেন তদবস্থা [উৎকণ্ঠাবস্থা] স্পষ্টীকৃতা—রাধামোহন। দূতীপাঠানোতে বুঝা যাইতেছে যে, এই পদ বিপ্রলব্ধা অবস্থার নহে; উৎকণ্ঠিতা অবস্থার)।

৪০৯

তথা রাগ

কতহুঁ প্রেমধন হিয় মাহা সাঁচি।
পরিজন[১]-নয়ন-পহরি কত বাঁচি॥
হাম রহু সঙ্কেতে অনত রহু কান।
একলি কুঞ্জে কুসুম-শর হান॥
এ সখি হৃদয়ে জ্বলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥
কুলবতি-চরিত পিরিতি লাগি খোই
হাহা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন লয় লাগি।
টুটত রজনি বাঢ়ত অনুরাগি[২]॥
অবহুঁ না মীলল শ্যামর-কাঁতি।
গোবিন্দদাস-পহুঁ দীগ-ভরাতি॥

সা. প. (১)—১৯৩ সমুদ্র ১৫৭, তরু ৩৬২

পাঠান্তর—(১) দুরজন—তরু (২) অনুরাগি—সমুদ্র

শব্দার্থ—সাঁচি—সঞ্চয় করিয়া। বাঁচি—বঞ্চনা করিয়া। অনত—অন্যত্র। আগি—আগুন। খোই—খোয়াইলাম।

ব্যাখ্যা—হৃদয়ের মধ্যে কত প্রেমধন সঞ্চিত করিয়া পরিজনদের নয়নরূপ পাহারাকে বঞ্চনা করিয়া আমি সঙ্কেত-স্থানে আসিলাম; কিন্তু কানাই রহিলেন অন্যত্র। আমাকে একলা পাইয়া কুসুম-শর যে মদন সে আমাকে পীড়ন করিতেছে। সখি! আমার অন্তরের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে। এ কঠিন প্রাণ আছে কি জন্য? যাহার জন্য মনে মনে গোপনে মনোরথ অর্থাৎ অভিলাষ তৈয়ারি করিলাম, সে তাহাতে চড়িল না। কুলবতীর যে সচ্চরিত্রতা তাহা আমি পিরিতের জন্য খোয়াইলাম। এখন হায় হরি! হায় হরি! করিয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষু লয় পাইতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। আমার অনুরাগ অথবা অনুরাগ-জনিত উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে। এখন পর্য্যন্ত শ্যাম আসিলেন না। গোবিন্দদাসের প্রভুর দিগ্‌ভ্রম হইল না তো? তিনি আঁধারে পথ ভুলিয়া গেলেন না তো?

৪১০

সুহই

মধু-ঋতু রজনি উজোরল হিমকর
মলয়-সমীরণ মন্দ।
কানু-আশোয়াসে চপল মনোভবে
মনহি বিথারল ধন্দ॥
সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দি-কূলে অবহুঁ বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ॥
কিশলয়-দহন- শেজ অব সাজহ
আহুতি চন্দন-পঙ্কা।
দ্বিজ-কুল-নাদ- মন্ত্রে তনু জারব
তুরে যাউ প্রেম-কলঙ্কা॥
চীত-রতন মঝু কানু পাশে রহু
অবহুঁ না মীলল যোই।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
আপহিঁ মীলব সোই॥

প. (১)—১৯৫ ক্ষণদা ১৯।১০ তরু ৩১৩
বি ১৪৩ সং ৩৬৯

পাঠান্তর—ক. বি. পুথি ও সংকীর্ত্তনামৃতে আরম্ভ—ঋতুপতিরতি রজনী উজোরল।

ব্যাখ্যা—বসন্তকালের রাত্রি, উজ্জ্বল চন্দ্রালোক, মৃদুমন্দ মলয় সমীর বহিতেছে। একে বাহিরে এত সব উদ্দীপনার সামগ্রী; তাহার উপর আবার কানুর আশ্বাস-বাণীতে চঞ্চল মদন মনে মনে ধাঁধার সৃষ্টি করিল (মনে হইল সত্যই সে আসিবে)। সখি! আর যেন কানুকে খবর পাঠাইও না। আমার প্রাণ তো দগ্ধ হইয়াছেই; যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাও যমুনার তীরে বিরহের আগুনে পোড়াইয়া ফেলিব। কিশলয়-শয্যারূপ আগুনের চিতা সাজাও (কিশলয়-শয্যায় শুইয়া শ্রীমতীর মনে হয় যেন চিতাগ্নিতে শুইয়াছি); তাহাতে চন্দনপঙ্ক আহুতি দাও; আর দ্বিজকুল অর্থাৎ পক্ষীদের শব্দমন্ত্রে অর্থাৎ নিনাদের মধ্যে (ব্রাহ্মণদের বেদমন্ত্রের ধ্বনির মধ্যে—এই ধ্বনি) আমি দেহ পোড়াইয়া ফেলিব। তাহা হইলে আমার প্রেমের কলঙ্ক বিদূরিত হইবে। আমার চিত্তরূপ রত্ন কানুর কাছে গচ্ছিত রাখিয়া যাইব; কিন্তু এখনও যে সে আসিল না। গোবিন্দদাস বলেন, অমন দারুণ কর্ম্ম হইতে বিরত হও। তিনি নিজেই আসিবেন।

৪১১

ভূপালী

দেখ সখি অটমীক রাতি।
আধ রজনী বহি যাতি॥
দশ দিশ অরুণিম ভেল
অব হরি না মিলল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কাহে বনায়লু বেশ।
বিঘটন কানুকো সন্দেশ॥
কাহুকো নহ ইহ গারি।
ধনী জনি হয়ে কুলনারী॥
কৈছনে ধরব পরাণ।
কো এত সহে ফুল-বাণ॥
গোবিন্দদাস যব জান।
অবহি মিলাওব কান॥

সা. প. (১)—১৯৬ রসমঞ্জরী ১৭, ক্ষণদা ৮।১০
ক. বি. ১৪৩ সমুদ্র ১৫৭

ব্যাখ্যা—কৃষ্ণা অষ্টমীর রাত্রিতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্য সঙ্কেত কুঞ্জে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সখীকে বলিলেন—রাত্রির প্রথম অর্দ্ধে অন্ধকার ছিল—অভিসারের সুযোগ-সুবিধা ছিল, কিন্তু অর্দ্ধরাত্রির পর চন্দ্র উদিত হইল; দশদিক্ আলোকিত হইল। এখনও হরি আসিলেন না। তাঁহার কি দোষ? বিধাতাই আমাকে বঞ্চিত করিলেন, কেননা আমার ভাগ্য খারাপ। আমি কেন সাজসজ্জা করিয়াছিলাম?

কানুর সঙ্কেত এই অঘটন ঘটাইল। আমি কাহাকেও

গালি দিব না; কুলনারী হইয়া কেহ যেন ধনী (এখানে পরের প্রতি অনুরাগিণী) না হয়। এত ফুলবাণের আঘাত সহ্য করিয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিব? গোবিন্দদাস যখন জানিতে পারিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কানুর মিলন ঘটাইয়া দিবেন।

৪১২

কামোদ

রমণি-সমাজে তুহারি গুণ ঘোষই
তুহুঁ ধনি মোহিনি বালা।
জগজন-মোহন মোহন করলি যে
সাজলি যৌবন-ডালা॥
সজনি অপরূপ বাসর-পসার।
বাসর-গেহ আজু লেহ বঢ়ায়ই
পূজবি নন্দ-কুমার॥
ঘন পুন জঘন আসন নিরমাওল
হিয় মাহ সেজ বিছাই।
সরসহি চন্দনে কমল যে সঙ্কুল
নাগর শ্যাম অবগাই॥
পরিমলে লুবধ ভ্রমর জনি ধাওত
ঐছন আকুল কান।
অধরক মধুপানে অবহি মাতায়বি
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

অ ৮২

শব্দার্থ—জগজন মোহন, মোহন করলি যে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ জগতকে মোহিত করেন, তাঁহাকে শ্রীরাধা মোহিত করিয়াছেন।

৪১৩

কেদার

কুঞ্জে কুসুম হেরি পন্থ নেহারই
সহচরি মেলি আনন্দে।
নিশি-দিশি রতন- প্রদিপ কত জারত
ঝলমল করতহি ছন্দে॥
সুন্দরি শেজ বিছায়লি রঙ্গে।
আয়ব মদন- বিনদ রস-গাহক
বিলসব বিনদিনি সঙ্গে॥
মৃগমদ চন্দন তনু পরিলেপব
গন্ধ মহোৎসব কুঞ্জে।
কোকিল ভ্রমর মনোহর গাওই
মুরছিত রতি-পতি-পুঞ্জে॥
কাতর-নয়নে সম্ভাষই সহচরি
কাহে বিলমায়ত কান।
গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে
সঙ্কেত-মুরলি নিসান॥

অ ৮৪

শব্দার্থ—প্রদিপ কত জারত ইত্যাদি—কত প্রদীপ জ্বালিল। মদন-বিনদ রস-গাহক—মদনকে যিনি মোহিত করিয়াছেন, সেই মদনমোহন তোমার রসের গ্রাহক হইয়া আসিবেন। মুরছিত রতি-পতি-পুঞ্জে—কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতির ঝঙ্কার এত সুন্দর যে, কেবল একজন নহে, কিন্তু দলে দলে মদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কাহে বিলমায়ত কান—কানু কেন বিলম্ব করিতেছে।

৪১৪

ধানশী

পরিজন-সকল মন্দির তেজি গেলহি
চান্দ-গহন দিন লাগি।
একলি মন্দিরে রহ বর-নাগরি
নিন্দ-ভরে যামিনি জাগি॥
বিদগধ মাধব রসিক সুজান।
রাইক পিরিতি বিনতি নাহি জানসি
অবিলম্বে করহ পয়াণ॥

মঙ্গল-কলস ঠাম ঠাম পূরল
চূত পল্লব ধরু তায়।
সহচরি মেলি রঙ্গ রস কৌতুক
আনন্দে ওর না পায়॥
অভরণ বসন অঙ্গে সব শোহন
হেরইতে রতি-পতি ভুলে।
গোবিন্দদাস কহই বর-নাগরি
বিহি তুহে ভেল অনুকূলে॥

অ ৮৬, রসমঞ্জরী ১৪

শব্দার্থ—চান্দ-গহন দিন লাগি—চন্দ্রগ্রহণের দিন বলিয়া বাড়ীর সকলেই বাহিরে গিয়াছেন। রাইক পিরিতি মিনতি নাহি জানসি—সখী মাধবকে যাইয়া বলিতেছেন যে, রাইয়ের প্রেম ও তাহার মিনতি বা প্রার্থনা কি তুমি জান না?

৪১৫

শ্রী গান্ধার

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ।
মলয়-সমীরণ কুসুম সুগন্ধ॥
যামিনি আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দন্দ।
আপন মনহিঁ মনোভব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহে মান।
তাকর বশ ভেল কঠিন পরান॥
যাকর বচনে নাহিক বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৭৭ এবং ১৪১ তরু ৩১৪

শব্দার্থ—যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল—আমার মনের সমস্ত বাসনা বিফল হইল। মনোভব মন্দ ইত্যাদি—দুষ্ট মন্মথ মনকে বিবশ করিয়াছে; তাই হরির মুখ দেখিলে আর মান করা সম্ভব হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগীতে (১০।৩০।৬) শ্রীকৃষ্ণের স্মিতহাস্যকে "মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ" বলা হইয়াছে। যাকর বচনে নাহিক বিশোয়াস ইত্যাদি—গোবিন্দদাস দূতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ আনিয়া দিতে পারেন বটে, কিন্তু যাহার কথায় বিশ্বাস করা যায় না, তাহার খবর লইয়া কি দরকার?

৪১৬

কেদার

উজোর শশধর দীপক জারল[১]
অলি-কুল ঘাঘর রোল।
হনইতে হরিণী নয়নে দরশাওই
ওহি ওহি পিক-বোল॥
শুন মাধব মনমথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনী ফুল-শরে জর জর
পন্থ নেহারই তেরা॥
তুহুঁ অতি মন্থর চলবি দুরন্তর
মধু-যামিনী অতি ছোটী।
ও ঘর বাহির করত নিরন্তর
নিমিখ মানয়ে যুগ-কোটি॥
আশা-পাশ গলে লেই বৈঠলি
প্রেম-কলপতরু-ছায়।
না জানি কি ধরল গরল-ফল
পারই গোবিন্দদাস রস গায়॥

সা. প. (১)—২০২ ক্ষণদা ১৯।১৩, সমুদ্র ১৫২
ক. বি. ১৪১

পাঠান্তর—(১) দীপ পজারল—সমুদ্র (পজারল—প্রজ্বালিতঃ—রাধামোহন)।

ব্যাখ্যা—হনইতে হরিণী নয়নে—হরিণীর নয়নের মতন যাহার চক্ষু এমন নায়িকাকে মারিবার জন্য নায়ক চোখের দেখা দিয়াছিল আর এখন কোকিলেরা ওহি ওহি শব্দ করিতেছে। মনমথ ফিরত অহেরা—অদৃশ্যভাবে মন্মথ চলাফিরা করিতেছে। তুহুঁ অতি মন্থর ইত্যাদি—তুমি বড়

আস্তে চল ; অনেক দূর যাইতে হইবে ; অথচ বসন্তকালের রাত্রি খুব ছোট।

৪১৭

সুহই

কপটকো কন্দ সো যদুনন্দন
হামারি গুপত রতিকান্ত।
অবইতে যামিনী কো গজগামিনী
আগে আগোরল পন্থ ॥
সজনি! কাহে বনায়লুঁ বেশ।
কুসুমকো শেজ সাজি নিশি জাগরি
অরুণ উদয় অবশেষ ॥
কত কত মরম বেয়াধি সমাধব
ধরণী-শয়ন করি সেবা।
চঢ়ল মনোরথ ঐছে না ছোড়ত
নিকরুণ মনমথ-দেবা ॥
ফুল-শরে জীব রহত কি যাওত
পড়ি রহু প্রেমকো পঙ্কা।
গোবিন্দদাস কহ কানুকো পিরীতি নহ
কেবল যুবতী-কলঙ্কা ॥

সা. প. (১)—১৯৯ ক্ষণদা ২৩।১০, সং ৩৭০
ক. বি. ১৪৩

ব্যাখ্যা—কপটকো কন্দ—কপটের মূল। গুপত রতিকান্ত—গুপ্ত প্রেমিক। অবইতে যামিনী—রাত্রিকালে আমার কুঞ্জে আসিবার সময় কোন গজগামিনী বোধ হয় আগেই তাহাকে পথে আগুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। কত কত মরম বেয়াধি সমাধব ইত্যাদি—মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া আর কত কত মর্ম্মব্যাধি সামলাইব? যে মনোবাঞ্ছা মনে জাগে, সে সহজে ছাড়ে না; কারণ মন্মথদেবের মনে করুণা নাই। গোবিন্দদাস কহ ইত্যাদি—কবি বলিতেছেন যে, কানুর এ তো প্রেম নহে, কেবল যুবতীদের নামে কলঙ্ক দেওয়া মাত্র। তাহাদের প্রেমের প্রতিদানে তিনি প্রেম দেন না দেখিতেছি।

৪১৮

ধানশী

উজোর রাতি শেজ নব-কিশলয়
বাসিত তাম্বূল বারি।
এহি উপচারে আজু হরি ভেটব
ঐছন মরম হামারি ॥
শুন সহচরি কি ফল বেশ-বনানি।
কানু-পরশমণি পরশ-রস বাধত
অভরণ সৌতিনী মানি ॥
দূরে মণি-কুণ্ডল দূরহুঁ মণি-কঙ্কণ
দূরহুঁ নূপুর ইহ রাখি।
মৃগমদ সিন্দূর লোচন-কাজর
পদ-যাবক রতি-সাখি ॥
সো তনু-পরশে পুলক জনু বাধত
ইথি লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি! ধনি ধনি
কানু-মরম তুহুঁ জান ॥

সা. প. (১)—১৭৬ ক্ষণদা ২৩।৯, সমুদ ১৫০
ক. বি. ১৪০ তরু ৩০৯, সং ১৯৪
গো ৩০, বৃ ২৭

ব্যাখ্যা—কানু-পরশমণি ইত্যাদি—শ্রীরাধা উজ্জ্বল চাঁদনি রাত্রিতে নবকিশলয়ের শয্যা বিছাইয়া, সুবাসিত পানীয় জল ও তাম্বূল লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি আজ কোন অলঙ্কার পরেন নাই। কেননা, কানু যে স্পর্শমণি, তাহার স্পর্শে সব সোনা হইয়া যাইবে, সুতরাং সোনার গহনা আর পরিয়া কি হইবে? উহাতে তো কেবল কৃষ্ণের স্পর্শলাভে বাধাই জন্মিবে। গহনা কৃষ্ণের আলিঙ্গন পাইবে বলিয়া রাধা উহাকে সতীন মনে করেন।

৪১৯

মাধব তরুতলে রাই।
তুয়া পথ পুন পুন চাই ॥

আঁচরে করয়ে শয়ান।
কত সহে রসের পরাণ॥
কাহে আনাঅলি তায়।
বেদন বুঝয়ে না জায়॥
গোবিন্দদাস অব ভাস।
অব চলু রাইক পাশ॥

রসমঞ্জরী ২০

শব্দার্থ—আনাঅলি—আনাইলে। ভাস—ভাষ, ...তেছেন।

৪২০

সুহই

তোহারি সংবাদে, জাগি মধু[১] যামিনী, (গৌরী)।
স্বামীক শয়ন সীম সঞে আওল
গুরু দুরজন দিঠি চোরি॥
মাধব চলইতে জনি বিলম্বাহ।
কালিন্দীকূল কুঞ্জে কুলকামিনী
ভামিনী তুয়া পথ চাহ॥
একলি সঙ্কেত নিকেতনে বৈঠলি
করতলে মুখশশী লই।
তোহে বিন্দু ক্ষণহি জনু মানত যুগশত
ঐছন সময় গোই॥
হিয়া অভিলাষ হাস ক্ষণে রোয়ই
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছান।
তুয়া রস পরশ আশে অব জীয়ই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সা. প. (১)—২০০
ক. বি. ১৪৬০

পাঠান্তর—(১) সব—ক. বি.

শব্দার্থ—স্বামীক শয়ন সীম সঞে ইত্যাদি—শ্রীরাধা স্বামীর শয্যাপ্রান্ত হইতে লুকাইয়া আসিল। সে দুর্জন গুরুজনের দৃষ্টি কোনমতে এড়াইয়া আসিয়াছিল।

বিপ্রলব্ধা

৪২১

চাঁদনি রজনি উজাগরি নাগরি
তোহারি পরশ রস সাধে।
গুরুজন পরিজন পাপ ননদগণ[১]
কুঞ্জে গমন করু বাধে॥
এ হরি কত পরবোধব রাই।
কনয় পুতলি তহ[২] ঝামরি ভেল জহু[৩]
প্রেমধূম অবগাহি॥
বিগলিত কবরী সম্বরি নাহি বান্ধই
ধরণি লোটায়ই রোই।
পরবশ দেহ লেহ রস লালসে
জীবন সোঁপলি তোই॥
লাখ আশোয়াস লখই নাহি পারিয়ে
বহত কি নহি নিশাস।
তোহারি নাম গুণ শুনি তনু পুলকই
কি কহব গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—২০৫, অ ৮৮
ক. বি. ২৯৮৭
বৃন্দাবনের পুঁথি ২৫

পাঠান্তর—অ. আরম্ভ—
হরিণ নয়নি ধনি তেজি নিজ মন্দির
তুহারি পরশ-সুখ সাধে।
(১) পহরিগণ (২) তনু (৩) জনু।

শব্দার্থ—কনয় পুতলি তহ ইত্যাদি—শ্রীরাধার গায়ের রং ছিল সোনার মতন; কিন্তু প্রেমরূপ ধূমরাশিতে অবগাহন করিয়া তাহার বর্ণ হইয়াছে ঝামার মতন। প্রেমকে ধূমের সহিত তুলনা করার মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে। লেহ রস লালসে—স্নেহ বা প্রেমরসলালসায়।

৪২২

বিহাগড়া

হরিণ-নয়নি তেজি নিজ মন্দির
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।

তৈখনে চান্দ উদয় ভেল দারুণ
পসারল কিরণক দামা॥
মাধব তোহে কি বোলব আন।
বিষম কুসুম-শরে পাঁজর জর জর
ধনি জনি তেজই পরাণ॥
মোতিম হার ভার হিয়ে জারই
কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক।
সহচরি-কোরে ভোরি তনু মোড়ই
লোরে ধরণি করু পঙ্ক॥
কিশলয় শয়নে থীর নাহি বান্ধই
চন্দন পবনে মুরছাই।
গোবিন্দদাস কহই হরি অভিসরু
যতিখনে জীবই রাই॥

ক. বি. ১৪৫, বৃ ২৬ সমুদ্র ১৬৫, তরু ৩১৯

শব্দার্থ—পসারল—বিস্তৃত করিল। কিরণক দামা—কিরণজাল। ধনি জনি তেজই পরাণ—এমন কর যাহাতে সুন্দরী প্রাণ না হারায়। কর-কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক—ঝঙ্ক মানে জঞ্জাল; হাতের কঙ্কণকে জঞ্জাল মনে করিয়া ফেলিয়া দিতে চায়। চন্দন পবনে মুরছাই—চন্দনে ও পবন-বীজনে অঙ্গ শীতল হয় না; সুন্দরী মূর্চ্ছিতা হয়। যতিখনে জীবই রাই—হে মাধব! যতক্ষণ রাধার জীবন থাকে তার মধ্যে তুমি অভিসারে যাত্রা কর।

৪২৩

গুর্জ্জরী

ঋতু-পতি-রাতি বিরহ-জরে জাগরি
দূতী উপেখলি রামা।
প্রিয়-সহচরি বোলি[১] মোহে পাঠায়লি
অতয়ে আয়লুঁ তুয়া ঠামা॥
শুন মাধব কর জোড়ি কহলম তোয়[২]।
মনমথ-রঙ্গে[৩] তরঙ্গিত লোচন
নিমিখে না হেরবি মোয়॥[৪]
দুর কর আলস আনহি লালস
চাতুরি-বচন-বিভঙ্গ।
বরু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ॥
যাহে শির সোঁপি কোর পর শূতিই
সো যদি করু বিপরীতে।
পিরিতিক রীতি ঐছে তব মিটব
গোবিন্দদাস রহু ভীতে॥

সা. প. (১)—২০১ ক্ষণদা ৮।১৩, তরু ৩২
সমুদ্র ১৬১, রসমঞ্জরী

পাঠান্তর—ক্ষণদা (১) বলি (২) কহিছোঁ মো তো (৩) মনমথ রঙ্গে (৪) তুহুঁ না হেরবি মোয়।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সখীর সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করায় সখী তাঁহাকে বলিতেছেন—বসন্তকালের রাত্রি শ্রীরাধা বিরহজ্বরে জাগিয়া বসিয়া আছেন। তিনি সাধারণ কোন দূতীকে না পাঠাইয়া আমাকে প্রিয় সখী জানিয়া পাঠাইয়াছেন, তাই না তোমার কাছে আসিয়াছি। মাধব! তোমাকে হাত জোড় করিয়া বলিতেছি—কামপূর্ণ চঞ্চল দৃষ্টিতে এক নিমেষের জন্যও আমার প্রতি দৃষ্টি দিও না। তুমি শ্রীরাধার নিকট যাইতে আলস্যবোধ করিতেছ, কিন্তু তাহা পরিহার কর; অন্যের প্রতি লালসা ও চাতুর্য্যপূর্ণ বচনভঙ্গীও ত্যাগ কর। আমি বরং তোমাকে প্রাণ উৎসর্গ করিব, তবুও দেহদান করিব না। আত্মসমর্পণ করিয়া যাহার কোলের উপর লোকে শয়ন করে সে যদি বিপরীত ব্যবহার করে, বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে, তাহা হইলে প্রেমের রীতি ঐভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। এই ব্যাপার দেখিয়া গোবিন্দদাস ভীত হইয়া রহিলেন। তুলনীয় উজ্জ্বলনীলমণি—

দৌত্যেনাস্য সুহৃজ্জনস্য রহসি প্রাপ্তাস্মি তে সন্নিধিং
কিং কন্দর্পধনুর্ভয়ঙ্করমমুং ভ্রূগুচ্ছমুদ্যচ্ছসি।
প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে
ন ত্বেতামসমাপিতপ্রিয়সখীকৃত্যানুবন্ধাং তনুম্॥

পৃঃ ৩৬৪, বহরমপুর স

অর্থাৎ আজ আমি সুহৃজ্জনের দৌত্যকার্য্যে তোমা

কাছে আসিয়াছি, তুমি কেন আমার প্রতি কন্দর্পের ধনুকের মতন ভয়ঙ্কর তোমার ভ্রূগুচ্ছ নিক্ষেপ করিতেছ? হে বৃন্দাবনচন্দ্র! এখন বরং তোমাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে পারি, কিন্তু দেহদান করিতে পারি না, কেননা এই দেহের দ্বারা প্রিয়সখীর কোন কৃত্যই সম্পন্ন করা হয় নাই।

৪২৪

ঋতুপতি-রাতি উজাগর জরজর
দূতিক নিকটে বোলাই।
নিজ করে বেশ বনাই আদর করি সুন্দরি
নাগর নিকট পাঠাই ॥
সহচরি চলি গেও শ্যামরু পাশ।
গলে অম্বর ধরি যুগল কর জোরি
কহত মধুরিম ভাষ ॥
চল চল চতুর শিরোমণি নাগর
অলস পরিহরি দূরে।
রাই তোহারি কুঞ্জে সই লুটত
বসন ভিজায়ই লোরে ॥
রঙ্গশালে একলে বরনাগর
রঙ্গ মগন ভরিপূর।
চঞ্চল চিত করয়ে মন মানস
গদগদ বচন মধুর ॥
দূতিক হাত পাকড় করি লেওল
কেশ ধরল একহাতে।
কত পরকার হাত ছোড়ায়ই
বেশ খণ্ডিত ভেল তাহে ॥
ধস ধস জীবন ধাই চলি আয়লু
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
গোবিন্দদাস অতএ আহ মানিয়ে
দূতিক দেখি বিপরীত ॥

ক. বি. ১৫১২

মন্তব্য—এই পদটির ভণিতা দেখিয়া মনে হয় যে, দূতী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপভুক্ত হইয়াছেন।

৪২৫

ধানশী

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নিরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন সঘন অবলম্বই
গুনি গুনি জিবন নিরাশ ॥
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহুঁ যামিনি জাগি পোহায়ল
কামিনি সঙ্কেত ঠামা ॥
হরি হরি বোলি ধরণি ধরি রোয়ত
বোলত গদ গদ ভাখ।
নীল গগন হেরি তোহারি ভরম ভরে
বিহি সঞে মাগয়ে পাখ ॥
কি করব চন্দ্র চন্দন-ঘন-লেপন
কিশলয় কুসুম-শয়ান।
আন বেয়াধি আন পয়ে ঔষধি
গোবিন্দদাস নাহি জান ॥

সা. প. (১)—২০৪ সমুদ্র ১৬৫, তরু ৬৬৬
ক. বি ১৪৫, বৃ ২৫

ব্যাখ্যা—নীল গগন হেরি ইত্যাদি—সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার অবস্থা জানাইতেছেন যে, সে নীল আকাশের পানে চাহিয়া বর্ণসাদৃশ্যের জন্য মনে করে তোমাকেই বুঝি দেখিতে পাইল; তাই সে তোমার সহিত মিলিত হইবার আশায় (আকাশে উড়িয়া যাইবার জন্য) বিধাতার নিকট পাখা প্রার্থনা করে।

৪২৬

তথা রাগ

উতর না পাই যাই সখি কুঞ্জহি
রাই-নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদগদ
হেরি চমকি ভেল ভীত ॥

সুন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ।
নিশি-পতি-কাঁতি মলিন অব হেরিয়ে
টুটল সব পরবন্ধ॥
এত শুনি রাই পাই মন দুখচয়
চললিহ অব নিজ গেহ।
রজনি উজাগর নাহ পন্থ পর
মীলল ঝামর দেহ॥
দূর সঞে নাগর রাই-বদন হেরি
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ ও নন্দ-নন্দন
ইহ কিয়ে পিরিতিক রীত॥

ক. বি. ১৪১ তরু ১৬৯

শব্দার্থ—নিশি-পতি-কাঁতি—চন্দ্রের মতন কান্তি ছিল শ্রীকৃষ্ণের, কিন্তু এখন তিনি রাধার বিরহে মলিনবর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার সব অনুষ্ঠান বা চেষ্টা (পরবন্ধ) নষ্ট হইয়াছে। রজনি উজাগর ইত্যাদি—শ্রীরাধা মাধবের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার কাছে যাইতেছিলেন, এমন সময় পথের মধ্যে দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন। রাত্রি জাগরণের চিহ্ন তাঁহার চোখেমুখে ও দেহের রং সত্যই ঝামার মতন হইয়াছে।

৪২৭

ধানশী

মন্দির তেজি কানন মাহ পৈঠলুঁ
কানু-বচন প্রতি আশে।
অভরণ বসন যে অঙ্গে চঢ়ায়লুঁ
তাম্বুল-কপুর-সুবাসে॥
সজনী সো মঝু বিপরিত ভেল।
কানু রহল দূরে অনরথ আসি দ্বারে
মনমথ দরশন দেল॥
ফুলশরে জর জর সকল কলেবর
কাতর মহি গড়ি যায়।
পরভৃত বোলে ডোলে সব অন্তর
উঠি বসি রজনি পোহায়॥
শীতল চন্দ গরল সম লাগয়ে
মলয়জ পবন হুতাশ।
লোচন-নীর থীর নহি বান্ধই
কান্দই গোবিন্দদাস॥

অ ৮৯

শব্দার্থ—কানন মাহ পৈঠলুঁ ইত্যাদি—কানুর কথা বিশ্বাস করিয়া আমি নিজের ঘর ছাড়িয়া বনের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। কানু রহল দূরে ইত্যাদি—কিন্তু কানুর পরিবর্ত্তে মন্মথ অনর্থের রূপে দ্বারে আসিয়া দেখা দিল। পরভৃত বোলে ডোলে সব অন্তর—কোকিলের ডাকে বুক কাঁপিতে থাকে (উহা বিচ্ছেদের ব্যথাকে আরও বাড়াইয়া দেয়)।

৪২৮

গান্ধার

রজনি উজোরল চান্দে।
হেরি হেরি ধনি কান্দে॥
পরভৃত লহু লহু নাদ।
শুনইতে বড় পরমাদ॥
বিদগধ রসিক মুরারি।
কাহে আশোয়াসলি নারি॥
ছটপদ ধরণি শয়ান।
কত সহ অবলা-পরাণ॥
নিমিখ কলপ করি মান।
গোবিন্দদাস সব জান॥

অ ৮৭

ব্যাখ্যা—কাহে আশোয়াসলি নারি—মাধব! কেন নারীকে আশ্বাস দিয়াছিলে যে, তুমি কুঞ্জে আসিবে? নিমিখ কলপ করি মান—এক নিমিষের বিরহকেও এক কল্প পরিমিত কাল বলিয়া মনে করে। তুলনীয় শ্রীচৈতন্য-লিখিত "নিমেষেণ যুগায়িতম্।"

৪২৯

ভানু-কিরণ যছু অঙ্গ না পরশই
　অঙ্গন বাহির ন যাতি।
সো আজ যামিনী কুঞ্জে একাকিনী
　তিমিরে পোহায়ল রাতি॥
মাধব কোন করব তোহে রোখ।
যাকর চীত পিরিতি লাগি দগধয়ে
　সোপলি তাকর দোখ॥
তৈছন মধুর প্রেম তুহুঁ ছোড়লি
　বেঁধলি হৃদয় মাহা শেল।
চপল পরাণ তেজব মানিনি
　ইথে কিএ সংশয় ভেল॥
তুহুঁ নব নাগর নাগরিগণ মণ্ডিত
　সুখে করহ অব রাজ।
　গোবিন্দদাস কহই পুন মাধব
　জনি করএ হেন অকাজ॥

ন প (১)—১৫৩
ক দ্বি :৫১৯

শব্দার্থ—তোহে রোখ—তোমার প্রতি রোষ। সোপলি তাকর দোখ—তাহাকে দোষ দিলে। বেঁধলি হৃদয় মাহা শেল—তাহার অন্তরের মধ্যে যেন শেল বিদ্ধ করিলে।

৪৩০

মঙ্গল গুর্জ্জরী

সঙ্কেত লাগি　　রজনি হম জাগরি
　সহচরি-গণ করি সঙ্গ।
না জানিয়ে কাহে　　আজু বিঘটিত হোয়ল
　আন-আন রস-রঙ্গ॥
সজনী নিশিক অবধি বহি গেল।
হরি পরিণাহ　　কাহু পর সাজল
　মোহে দেই দারুণ শেল॥
গুণ-মণি গুণহি　　লুবধ মন বান্ধল
　বিপরিত-সুরত-বিলাস।
উচ-কুচ-কঞ্চুক　　বান্ধি হিয়া ঝাঁপল
　দেই বাহু-যুগ-পাশ॥
দূতিক হাতে　　পাতি লিখি পঠায়লি
　কিশলয় কাজর-লোরে।
গোবিন্দদাস পহু　　অবহু না আওল
　কি পাই রহল তহি ভোরে॥

অ ৮২, রসমঞ্জরী ২২

শব্দার্থ—বিঘটিত হোয়ল—বিনষ্ট হইল। নিশিক অবধি বহি গেল—রাত্রির যতক্ষণের মধ্যে আসার কথা ছিল, ততক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল। হরি পরিণাহ, কাহু পর সাজল—মেঘ যেমন এক জায়গা হইতে সরিয়া অন্য জায়গায় যায়, শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘাড়ম্বরও তেমনি অন্য কোথায় যাইয়া সজ্জিত হইল—তাহাতে আমার বুকে যেন দারুণ শেল বিদ্ধিল। পাতি লিখি পঠায়লি ইত্যাদি—কচিপাতার উপর কাজল আর চোখের জল দিয়া পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম।

৪৩১

কানুর লাগিয়া,　　জাগিয়া পোহাইনু
　এ চারি প্রহর রাতি।
এতদিনে সই　　নিশ্চয় জানিলুঁ
　নিঠুর পুরুষ জাতি॥
যতনে সাজিলুঁ　　ফুলের শেজ
　গন্ধে মহ মহ করে।
অঙ্গ ছটফটি　　সহন না যায়
　দারুণ বিরহজ্বরে॥
মেঘ ডুরু ডুরু　　দাদুরি বোলে
　ঝিঝা ঝিনিঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে　　বিজুরি ছটায়
　হিয়ার পুতুলি দোলে॥

চিতের আগুনি চিতে নিভাইতে
যেমত করে পরাণ।
কানুর এমন চপল চরিত
দাস গোবিন্দ গান ॥

ক. বি. ১৫০০, সা. প.-(১) ১৯৭

৪৩২

দূতিহিত ভাল মন্দ না জানিয়ে
নাহ মগন প্রতিয়াশে।
কেশ বিথারি চরণে পড়ি সাধলু
সবিনয় মধুরিম ভাগে ॥
কৈছে মনরথ কিছুই না জানিয়ে
নিশ্চয় না আয়ল নাহ।
তব হাম কি করব ফিরি চলি আয়লু
মনরথে পূরল দেহ ॥
রাই কহত বাণি কে তব সঙ্গিনি
চঞ্চল সো বরনাহ।
তুয়া পানে চাহিতে আপুনি উপকার
হামারি সমুখ ছাড়ি যাহ ॥
কহিতে কহিতে ধনি লোচন পুন পুন
বুক মুখ ভিজল লোরে।
গোবিন্দদাস কহত পরবোধয়ি
রাই ললিতা করু কোরে ॥

ক. বি. ১৫১৫

৪৩৩

ঘন ঘন দীঘ নিশ্বাস ছোড়ত
চৌদিগে সহচরি ষায়।
শ্যাম শ্যাম করি কোন ফুকারই
মুরছিত ধরণি লোটায় ॥
তেজল মনিময় হার বিভূষণ
বসন ভূষণ করু দূর।
সখি মুখ হেরইতে ছলছল লোচন
কানু কানু করি ঝুর ॥
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
হাহা হরি হরি কহতহি বেরি বেরি
বিলপতি রোদতি রাধা ॥
ললিতা কহত তুহু অবোধিনী হোয়লি
ভৈ গেলি বাউড়ি পারা।
পুন এক সহচরি ভেজি তাহে আনব
ঐছন প্রেমকী ধারা ॥
রাই কহত যদি কহলহি ললিত
তুহু যাই আনহ কান।
ললিতা কহত কথা মঞ্জরি যায়ব
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

ক. বি. ১৫১৬

৪৩৪

ঐছন শুন রূপ মঞ্জরি চলতহি
পন্থহি কর অনুমান।
না জানিয়ে কোন কুঞ্জে হাম পায়ব
না জানিয়ে কী করব কান ॥
হরি হরি বিহি কিয়ে করয়ে নৈরাশ।
ঐছন কহি এক কুঞ্জে প্রবেশল
কানুক দরশন আশ ॥
রসমঞ্জরি রূপে কুঞ্জ আলোকিত
চমকি উঠল তহি শ্যাম।
রাই আয়ল বলি নাগর ধায়ল
দূতি করল পরণাম ॥
রসমঞ্জরি কহে শুন মাধব
হাম নহে তোহারিক রাধা।
গোবিন্দদাস কহত পুনহি পুন
প্রেম করবি তুহু বাধা ॥

ক. বি ১৫১৭

খণ্ডিতা

৪৩৫

শ্রী রাগ

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্॥
বন্দে গিরিবর-ধর-পদ-কমলম্।
কমলা-করকমলাঞ্চিতমমলম্॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ম্।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্॥
অতিলোহিতমতিরোহিত-ভাসম্।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্॥

সা. প. (১)—৪২ তরু ৩৭৭, সমুদ্র ১৬৮

অর্থ—ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নযুক্ত ব্রজবনিতার কুচের কুঙ্কুমে শোভিত, কমলাদেবীর করপদ্মে পূজিত গিরিধরের অমল পদকমলে প্রণাম করি। উহা মঞ্জুল মণি-মঞ্জীরে রমণীয় এবং অচপল কুল-রমণীগণের কমনীয়। ঐ পদযুগল সুলোহিত ও অবিলুপ্ত কান্তিযুক্ত। উহার মধুর ভ্রমর গোবিন্দদাস। রাধামোহন ঠাকুর এই পদটিকে খণ্ডিতার পদ বলিয়া নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

হে গিরিধর, তুমি যে সামান্য মনুষ্য নহ তাহা গর্গ মুনির বাক্য হইতে জানা গিয়াছিল। তারপর আবার গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়াছ। এখন আবার বাঞ্ছিতা নায়িকার কুচগিরি ধারণদ্বারা নূতন মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছ। তোমার মতন দেবতার সঙ্গে আমাদের মতন মানবীর ঘনিষ্ঠতা কি সম্ভব? তাই দূর হইতে তোমার পদকমলে প্রণাম করি। তোমার পদকমল পূর্ব্বে ব্রজ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থিত নায়িকাদের কুচকুঙ্কুমে শোভিত হইত। এখন গোষ্ঠবাসিনী তোমার উপযুক্ত কোন দেবীর কুচকুঙ্কুমে শোভিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ সুবিমল পদযুগ লক্ষ্মীর করকমলদ্বারা অর্চ্চিত হইত। এখন ঐ মঙ্গলা পদযুগ কমলা নাম্নী যূথেশ্বরী কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছে। তোমার প্রিয়তমার পদনূপুর বদল হইয়া তোমার পায়ের শোভা বাড়াইয়াছে। উহা কুলাঙ্গনাদের বাঞ্ছিত হইয়া তাহাদের চাপল্য প্রকাশ করিতেছে। উহা তোমার প্রিয়তমার পদের অলক্তক-যুক্ত হইয়া লালবর্ণ ধারণ করিয়াছে। হে গোবিন্দ, নায়িকার দাসরূপে তুমি তাহাকে তোমার দেহকমলের মধুর ভ্রমরী করিয়া তুলিয়াছ।

৪৩৬

গান্ধার

শুন মাধব কোন কলাবতি সোই।
প্রেম হেম গহি আপন রঙ্গ দেই
এ হেন সাজায়লি তোই॥
নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত
নয়নহিঁ তাম্বুল দাগ।
সিন্দূর-বিন্দু চন্দন-ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক রাগ॥
মদন সোনার ভরি রূপ-লালসে
তাহে দেয়ল নখ-রেহ।
কোন গোঙারি তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ॥
অব রস-লালস কিয়ে দরশায়সি
নীলজ দেহ মৈলান।
গোবিন্দদাস কহ আপন পরশ দেহ
হেম ধরউ নিজ কান॥

সা. প (১)—২১২ তরু—৩৭১

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—নয়নক অঞ্জনে অধর ভেল রঞ্জিত।

শব্দার্থ—প্রেম হেম গহি—প্রেমরূপ স্বর্ণ লইয়া। রঙ্গ—রং। উর পর—বুকের উপর। সোনার—স্বর্ণকার। মৈলান—ম্লান।

ব্যাখ্যা—মাধব অপর নায়িকার সঙ্গে বিলাস করিয়া শ্রীরাধার নিকট আসিলে তিনি মাধবের অধরে কাজলের চিহ্ন, নয়নে তাম্বূলরাগ, কপালে সিন্দুরবিন্দুর ছাপ ও

বক্ষে নখচিহ্ন দেখিয়া বলিতেছেন—শুন মাধব! কোন্ কলাবতী সে, যে তোমার প্রেমরূপ সোনা চুরি করিয়া তাহার নিজের রং দিয়া তোমাকে এমন করিয়া সাজাইল? তুমি তাহার নয়ন চুম্বন করিয়াছিলে, তাই তাহার নয়নের কাজলে তোমার অধর রঞ্জিত হইয়াছে। সেও তার পান-খাওয়া লাল অধর দিয়া তোমার নয়ন চুম্বন করায় তোমার চোখের উপর তাম্বূলের দাগ রহিয়াছে। তোমার কপালে যে চন্দনবিন্দুরূপ চন্দ্র ছিল তাহা ঢাকা পড়িয়াছে তাহার কপালের সিন্দূরবিন্দুর ছাপে। মদনরূপ স্বর্ণকার বোধ হয় তোমার রূপলালসায় মত্ত হইয়া বুকে সুন্দরীর নখের চিহ্ন লাগাইল। স্বর্ণকারেরা যেমন বিভিন্ন ধাতু মিশাইতে পারে, তেমনি যেন মদন স্বর্ণকার প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্ত মিশাইয়া এক করিতে পারে—এই ব্যঞ্জনা। এখন এমন গ্রাম্যা কে আছে যে, তোমার এই ঝামার বরণ দেহ দেখিয়া উহা ছুঁইবে? এখন তুমি তোমার নির্লজ্জ ম্লান দেহ লইয়া আর কি রসলালসা দেখাইতেছ? গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ লইয়া বলিতেছেন, তাহার তো লোহার মত রং হইয়াছে, তুমি স্পর্শমণি, তোমার স্পর্শ দিয়া আবার তাহাকে উজ্জ্বল সোনা করিয়া লও।

কত কত ভুবনে আছয়ে রস নাগরি
তা সম পুণ্যবতি কোই।
পীতাম্বর তব নাম মিটায়ল
নীলাম্বর ধরু সোই॥
সো বর নাগরি রসময় সাগরি
তোহু তাহু রস পরকাশ।
যাঁহা সোই নাগরি তাঁহা অব চল হরি
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১৪৯৬

শব্দার্থ—নিম্বর বপু সিন্দূর মিটায়ল—তোমার নিমের মতন কালো বরণ, এখন সিন্দূর লাগিয়া লাল হইয়াছে। অলিকে পৈঠল ভ্রমরা—কালো ভ্রমরা যেন লাল মৌমাছিতে প্রবেশ করিয়াছে। যো মুখ হেরি খীণ শশধর ইত—যে মুখ দেখিয়া লজ্জায় চন্দ্র ক্ষীণতা পাইয়াছে, মুখ এখন কাজরে মলিন হইয়াছে। নীলাম্বর ধরু সোই—সুন্দরীর নীলাম্বর পরিয়া তুমি আসিয়াছ, তাই তোমার পীতাম্বর নাম ঘুচিয়া নীলাম্বর হইল।

৪৩৭

রজনি উজাগর, লোচনে কাজর
অধরহি ভেল ত সোঙরা।
নিম্বর বপু সিন্দূর মিটায়ল
অলিকে পৈঠল ভ্রমরা॥
মাধব চল চল কপট অনুরাগি।
সো পুণ্যবতি হোয় যতনে আরাধব
যো রহু তুয়া মনে লাগি॥
যো মুখ হেরি খীণ শশধর
সো মুখ কাজরে মলিন।
অরুণ নয়ান কপটে কত রাখবি
প্রতি অঙ্গে রতি-রণচিহ্ন॥

৪৩৮

গান্ধার

আদরে বাদর করি কত বরিখসি[১]
বচন-অমিয়া-রস-ধারা।
ও রস-সাগরে ডুবি মরত জনু
পুণ-ফলে পায়লুঁ পারা॥
মাধব বুঝলুঁ[২] তোহে অবগাহি।
নাগরি লাখ ভরল তুয়া অন্তর
কো পরবেশব তাহি॥
কী ফল ইঙ্গিত নয়ন-তরঙ্গিত
সঙ্গিত মনমথ ফান্দে।
তুহুঁ নাগর গুরু মোহে পড়ায়লি
কপট-প্রেমময় বান্ধে॥

দূর কর লালস রসিক-শিরোমণি
ব্রজ-রমণীগণ-দেবা।
গোবিন্দদাস কতহুঁ গুণ গায়ত[৩]
তুয়া চরণে মঝু সেবা[৪] ॥

ক. প. (১)—১৬৪ ক্ষণদা ২০।৫, সমুদ্র ১৭৩
ক. বি. ১৫০ তরু ৩৭৬

পাঠান্তর—ক্ষণদা (১) কত কত বরিখসি (২) বুঝলুঁ (৩) গাওব (৪) তোহারি চরণে রহু সেবা।

ব্যাখ্যা—মাধব, তোমার এখন কথায় অমৃতরসধারা ঝরিয়া পড়িতেছে; আদর উছলাইয়া উঠিতেছে। তোমার ঐ রসসাগরে বোধ হয় ডুবিয়াই মরিব। কেবল পুণ্যের ফলে পার হইলাম। তোমার অন্তরের মধ্যে অবগাহন করিয়া বুঝিলাম যে, উহা এক আধজন নহে, লাখ নাগরীতে পরিপূর্ণ; কাহার সাধ্য আর সেই হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? এখন আর চোখের ভঙ্গীতে ইঙ্গিত করিয়া অথবা মুরলীর গানরূপ মন্মথের ফাঁদ পাতিয়া লাভ কি? তুমি নাগর গুরু হইয়া আমাকে শিখাইলে কি করিয়া প্রেমের ছলা করিতে হয়। হে ব্রজরমণীদের দেবতা! রসিকদের চূড়ামণি! তুমি আমার প্রতি লালসা ত্যাগ কর। গোবিন্দদাস বলেন তোমার চরণেই আমার সেবা রহুক; তোমারই গুণ গাহিব—শ্রীকৃষ্ণের নহে।

৪৩৯

বিভাষ

ডগমগ অরুণ উজাগরে লোচন
উরে নখ পরতিত রেখা।
রতি-রণে রমণি পরাভব মানই
দেয়ল রতি-জয়-লেখা ॥
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতি-রস ও সুখ সম্পদ
কি ফল তুয়া অনুরাগে ॥
রতি-রসে অলস অবশ দিঠি মন্থর
নিরবধি নিন্দক সেবা।
কোন কলাবতি করি কত আরতি
পূজল মনমথ দেবা ॥
বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দদাস কহ পরশ-তুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই ॥

ক. বি. ১৪৮ তরু ৩৮৩

শব্দার্থ—উজাগরে লোচন—রাত্রি জাগিয়া তোমার চোখ লাল টকটকে হইয়াছে। উরে নখ ইত্যাদি—তোমার বুকে নখের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। উহা দেখিয়া মনে হয় যেন রতিরণে পরাজয় স্বীকার করিয়া কামিনী তোমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছে (আর তুমি সগর্ব্বে তাহা সকলকে দেখাইতেছ)। নিরবধি নিন্দক সেবা—চোখে এখন ঘুম যেন লাগিয়াই আছে। সেইজন্য দৃষ্টি মন্থর ও অবশ; ভাল করিয়া তাকাইতেও পারিতেছ না। কোন্ কলাবতি ইত্যাদি—কোন্ কলাবতী নাগরী কত আর্ত্তি বা ভক্তি করিয়া মন্মথের পূজা করিয়াছিল; তাই সে তোমার মতন কামুক প্রণয়ী পাইয়াছে। এখন আর কতকগুলি চাটুবাক্য রচনা করিয়া আমাকে কি প্রবোধ দিতেছ? তোমার হৃদয়ে সেই নাগরীই নিরবধি বিরাজ করিতেছে। আমার স্থান কোথায়? গোবিন্দদাস শ্রীরাধার পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি স্পর্শের যোগ্য নহ; তোমাকে স্পর্শ করিলে কোন আনন্দ হয় না।

৪৪০

ভূপালী

প্রতি-অঙ্গে রতিচিহ্ন আঁখি ঢুলুঢুল।
খসিল কেশ-বেশ মালতি বকুল ॥
চল চল মাধব তোহে পরণাম।
গোঙাই সকল নিশি আয়লি বিহান ॥
হাম রহল জাগি নিশি একসরিয়া।
চাতুরি না কর চল শতঘরিয়া ॥

চল চল মাধব চল পুনরায়।
দগধ শরীর দগধ কত আর ॥
চল চল মাধব চল নিজ বাস।
অতয়ে নিবেদল গোবিন্দদাস ॥

অ ৯১

শব্দার্থ—একসরিয়া—একা একা। শতঘরিয়া—এক ঘরে নহে, শত ঘরে যে বিহার করিয়া বেড়ায়।

৪৪১

বিভাষ

আকুল চিকুর চারু শিখি-চন্দ্রক
ভালহিঁ সিন্দূর দহনা।
চন্দন-চান্দ মাহা মৃগমদ লাগল
তাহে বেকত তিন-নয়না ॥
মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর-পুণফলে প্রাতরে ভেটলুঁ
দূরহি দূরে রহু সেবা ॥
চন্দন-রেণু- ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম-সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ
মনরথ[১] সঞে জরি গেল ॥
তবহুঁ[২] বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহই পর-অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি ॥

বৃ ২২ রসমঞ্জরী ৩৪, সমুদ্র ১৭
সং ৩৭৮, তরু ৪০৫

পাঠান্তর—রসমঞ্জরীতে আরম্ভ—আজ হহুঁ শঙ্কর দেবা। (১) মনমথ—সং (২) অবহু—সং।

মন্তব্য—এই পদটি সংকীর্ত্তনামৃতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটীর ভাব লইয়া লিখিত—

চূড়াচন্দ্রকমণ্ডিতালিকতটে সিন্দূরমুদ্রাশিখা
তদ্বচ্চন্দনচন্দ্রমধ্যবিলসৎকস্তুরিকা লোচনম্।
তেন ত্র্যম্বক-তব লোকদহনা দগ্ধঃ স মে মন্মথ-
স্তদ্দূরাৎ প্রণমাম্যুমাধবমহো ত্বামপ্যদিগবাসসম্ ॥

অর্থাৎ—তোমার চূড়ায় যে শিখিপুচ্ছ আছে তাহার দ্বারা অলঙ্কৃত ললাটদেশে সিন্দূরের ছাপই হইয়াছে শিখা, সেইরূপ চন্দনরূপ চন্দ্রের মধ্যে শোভা পাইতেছে যে কস্তুরী তাহাই হইয়াছে নয়ন (শিবের তৃতীয় নয়ন); সেইজন্য তোমার মধ্যে দেখিতেছি লোককে দহনকারী ত্র্যম্বকতা। আমার প্রতি অভিলাষ (মন্মথ) তাহাতেই পুড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য দূর হইতেই দিগম্বর না হওয়া উমাধব (উমার স্বামী) তোমাকে আমি প্রণাম করি।

ব্যাখ্যা—তোমার কেশপাশ আকুল (হইয়া জটার মতন দেখাইতেছে), চূড়ার উপর ময়ূরপুচ্ছ (সর্পের আকৃতি বিশিষ্ট শিবের মাথার সাপের মত); ললাটে সিন্দূর (তোমার প্রিয়ার কপালে কপাল লাগায় সিন্দূরের দাগ লাগিয়াছে) অগ্নির মত দেখাইতেছে। ললাটের চন্দনের ফোঁটার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ মৃগমদবিন্দু লাগায় উহা তৃতীয় নয়নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মাধব! এখন তুমি শঙ্করদেব হইয়াছ। রাত্রিজাগরণরূপ পুণ্যের ফলে সকালে আজ আমার শিবঠাকুরের দর্শন মিলিল; অত বড় দেবতাকে কি কাছে আসিতে বলিতে পারি! তাঁহাকে দূর হইতেই আমার প্রণাম জানাইতেছি। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, আমি যদি শিব তাহা হইলে আমার গায়ে ভস্ম কোথায়? তাহার উত্তর এই যে) চন্দনরেণুর দ্বারা তোমার সকল অঙ্গ ধূসর হইয়াছে, উহাই ভস্মের মতন। তোমার দৃষ্টিপাতেই আমার মনের মনসিজ কামদেবের সঙ্গে পুড়িয়া গেল (তুমি অন্য নারীর সম্ভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়া আসায় তোমার সম্বন্ধে আমার যা কিছু অভিলাষ ছিল তাহা পুড়িয়া গেল)। তুমি সব দিক্ দিয়াই শঙ্কর, কেবল দিগম্বর শঙ্করের রীতি লঙ্ঘন করিয়া কাপড় পরিয়া আছ কেন? তাহার উত্তরে গোবিন্দদাস 'লিখি না-লিখি' ভাবিয়া বলিতেছেন—ও কাপড়খানিও তো উহার নিজের নয়; প্রিয়ার বসন পরিয়া আছেন।

তাহা খুব সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে কাপড় বলিয়াই ধরা যায় না।

৪৪২

সুহই

সহজেই গোরি রোখে তিন লোচন
কেশরি জিনি মাঝা খীণ।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে
শৈলসুতাকর চীন॥
সুন্দরি অব তুহুঁ চণ্ডি বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর
দেওবি মোহে আধ অঙ্গ॥
কালিয় কুটিল ভাঙ ভুজঙ্গম[১]
সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে রোখে নাহি সমুঝিয়ে[২]
ইহ নহ শুম্ভ নিশুম্ভ[৩]॥
দহন মনোভবে তোহি জিয়াওবি
ঈষত হাসি-বরদানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডব[৪]
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

।. প. (১)—২০৯ সমুদ্র ১৭১, তরু ৪০৬, সং ৩৭৯
ক. দি. ১৫১, বৃ ২৩

পাঠান্তর—(১) ভাঙু-যুগ ভঙ্গিম—তরু (২) রোখ নাহি সমুঝিয়ে—তরু (৩) হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ—তরু (৪) খণ্ডয়ে—তরু।

মন্তব্য—এই পদটী সংকীর্ত্তনামৃতধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত—

গৌরী কেশরিমধ্যমা ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈঃ
কাঠিন্যাদ্বিদিতাদ্রিরাজতনয়া কালী ভ্রুবোর্ভঙ্গতঃ।
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্যামহং শঙ্করঃ
তস্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্দ্ধাঙ্গমঙ্গীকুরু॥

অর্থাৎ—তুমি গৌরী, সিংহের মতন তোমার কটিদেশ; ক্রোধের দ্বারা আকুল দৃষ্টির জন্য তুমি ত্রিনয়না; কঠোরতার জন্য তুমি পর্ব্বতরাজের কন্যা বলিয়া বিদিতা; ভ্রুকুটীর কুটিলতার জন্য কালী হইয়াছ। তুমি যখন চণ্ডী হইয়াছ, তখন আমি কেন শঙ্কর হইব না? সেইজন্য হে কামিনি, শঙ্কর পশুপতিতে অর্দ্ধশরীর স্বীকার কর।

ব্যাখ্যা—তুমি সহজেই গৌরী, এখন রোষে যেন তোমার তিন চোখ হইয়াছে (দুই চোখ দিয়া লোকে যাহা দেখিতে পায় না এমন সব জিনিষ তুমি রাগিয়া আমার দেহে দেখিতেছ, তাই মনে হয় তোমার একটি তৃতীয় নয়ন হইয়াছে); গৌরীর মতন তুমিও সিংহকে পরাজিত করিয়াছ তোমার ক্ষীণ কটিদেশ দিয়া। গৌরী পাষাণরাজ হিমালয়ের কন্যা, তুমিও বোধ হয় ঐ রকম কিছু হইবে, না হইলে তোমার হৃদয় এমন পাষাণের মতন হইল কি করিয়া? তোমার কথা শুনিয়া মনে হয় তোমার হৃদয় পাষাণ। সুন্দরি! তুমি এখন চণ্ডীর প্রকৃতি ধারণ করিয়াছ। আমাকে যখন তুমি শঙ্কর বলিয়া ঠিক করিয়াছ আর তুমি যখন গৌরী, তাহা হইলে তোমার নিজদাস আমাকে গৌরীর মতন অর্দ্ধ অঙ্গ দিতে হইবে (হরগৌরী যেমন একই তনু হন, আমরাও তাই হইব)। তোমার ভ্রূযুগলের ভঙ্গী কেমন কাল ও কুটিল দেখাইতেছে; উহাদের দম্ভ সম্বরণ কর; অর্থাৎ আমার প্রতি সরল নয়নে তাকাও—আমি তো শুম্ভ নিশুম্ভ নহি যে, আমাকে বধ করিবে—আমি নিতান্তই পশুপতি (শিব অথবা গো-পালক), সুতরাং বোকা মানুষ আমার দোষ দেখিয়া রাগ করা উচিত নহে। তোমার মনের মনোভব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিতেছ, তাহাও পুনরুজ্জীবিত করা কিছু কঠিন নহে। একটু হাসিরূপ বরদানে তাহা জীবনলাভ করিবে। তোমার কৃপা হইলে সব বিপদ্ দূর হয়—গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ।

৪৪৩

বিভাষ

নখ-পদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥

অধরহিঁ কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর ॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া আঁখি অরুণিম কাঁতি ॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ ॥
হামারি রোদন-অভিলাষ।
তুহুঁ ভেল গদগদ ভাষ ॥
সবে নহ তনু তনু সঙ্গ।
হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম-অঙ্গ ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

সা প. (১)—২১০, বৃ ২৩ তরু ৪২৩, সং ৩৮০, সমুদ্র ১৭৪

মন্তব্য—এই পদটী সংকীর্ত্তনামৃতে ধৃত নিম্নলিখিত প্রাচীন কবিতার ভাবানুবাদ—

ত্বৎপীনোরসি পাণিজক্ষতমিতো জাজ্বল্যতে মে মনঃ
ত্বদ্‌বিম্বাধরচুম্বি কজ্জলমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখম্।
যামিন্যাং মম জাগরাত্তব দৃশৌ শোণায়মানে ততো
দেহার্দ্ধং কিমু যাচসে হি ভগবন্নেকৈব যন্নৌ তনুঃ ॥

অর্থাৎ—তোমার পীন বক্ষস্থলে নখক্ষত—এদিকে আমার মন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে; তোমার বিম্বাধরকে চুম্বন করিয়া কজ্জল বর্ত্তমান—এদিকে আমার মুখ কালো হইয়াছে; রাত্রিতে আমি জাগরণ করিলাম বলিয়া তোমার চোখ দুটী লাল হইয়াছে। সেইজন্য হে ভগবন্! তুমি আমার দেহার্দ্ধমাত্র কেন প্রার্থনা করিতেছ? আমাদের দুজনের শরীর তো একই। অন্যরতিচিহ্নদুঃখিতাপ্রকরণে সদুক্তিকর্ণামৃতের একটী শ্লোকেও এই রকম মর্ম্মান্তিক পরিহাসযুক্ত নায়িকার উক্তি দেখা যায়—

হংহো কান্ত রহোগতেন ভবতা যৎ পূর্ব্বমাবেদিতং
নির্ভিন্না তনুরাবয়োরিতি ময়া তজ্জাতমদ্য স্ফুটম্।
কামিন্যা স্মরবেদনাকুলহৃদা বঃ কেলিকালে কৃতঃ
সোঽত্যর্থং কথমন্যথা তুদতি মামেষ ত্বদোষ্ঠব্রণঃ ॥
২।২৪।১

অর্থাৎ—হে কান্ত! তুমি পূর্ব্বে গোপনে আমাকে যে বলিয়াছিলে যে, আমাদের দুইজনের দেহ পৃথক্ নয়, তাহা আজ স্পষ্ট জানিতে পারিলাম। তাহা না হইলে কেলি-সময়ে মদনবেদনায় আকুল হৃদয়ে কামিনী তোমার ঠোঁটে যে ব্রণ করিয়াছে তাহা আমাকে কেন তীব্র দুঃখ দিতেছে?

ব্যাখ্যা—তোমার বুকে নখের চিহ্ন, কিন্তু হৃদয় জ্বলিতেছে আমার। তোমার অধরে কাজলের দাগ, কিন্তু বদন মলিন হইল আমার। আমি রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকিলাম, কিন্তু তোমার চোখদুটী লাল হইল। কানাই, তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গ লাভ করিবার জন্য আর মিনতি করিতেছ কেন? তোমার আমার তো একই প্রাণ। দুঃখে আমার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু বাক্য গদ্‌গদ হইয়াছে তোমার। একটী বিষয়ে কেবল উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখিতেছি এই যে, তনুর সঙ্গে তনুর মিল নাই—আমি গৌরী, তুমি শ্যামবর্ণ। অতএব এখন নিজের বাড়ী চলিয়া যাও, ইহাই গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

৪৪৪

কাঁহ নখ-চিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এহ নব কুঙ্কুম-রেহ।
কাজর-ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
ঘন মৃগমদ-পদ এহ ॥
সুন্দরি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহিঁ তরুণি দিঠি মন্দ ॥
গৌরিক হেরি বৈরি সম মানসি
উর পর যাবক-ভানে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দু-মুখি নিন্দসি
সিন্দূর করি অনুমানে ॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনি
ভৈ গেল অরুণ নয়ান।

তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ক. প. (১)—২১১ তরু ৪২৪, সং ৩৮১
ক দি ১৫১, বৃ ২৩

মন্তব্য—উজ্জ্বলনীলমণিতে ধৃষ্ট নায়কের উদাহরণে পৃঃ ৪৬) নিম্নলিখিত শ্লোকটী ধৃত হইয়াছে। ইহারই ভাব লইয়া এই পদ লেখা—

নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং
ন লাক্ষান্তঃক্রূরে পরিচিনু গিরের্গৈরিকমিদম্।
ধিয়ং ধৎসে চিত্রং বত মৃগমদেঽপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতা স্থিতিরভূৎ॥

অর্থাৎ—শ্যামের শরীরে নখের চিহ্ন নহে, নিবিড় কুঙ্কুমরেখাসমূহ; হে অন্তঃক্রূরা! ইহা লাক্ষা নহে, চিনিয়া লও এটি গিরির গৈরিক। ইহা খুবই বিস্ময়কর মনে হইতেছে যে, তুমি মৃগমদকে অঞ্জন মনে করিতেছ। তুমি তরুণী, তোমার দৃষ্টি কি করিয়া এরূপ বিপরীত স্থিতি লাভ করিল? এক দেখিতে অন্য দেখিলে কি করিয়া?

ব্যাখ্যা—তুমি নখচিহ্ন কোথায় দেখিলে? সুন্দরি! এ যে নবকুঙ্কুমের রেখা। কাজল মনে করিয়া তুমি আমাকে মর্ম্ম-গঞ্জনা দিতেছ, কিন্তু ইহা ঘন মৃগমদের চিহ্নমাত্র। সুন্দরি! আমার মনে ধাঁধা লাগিতেছে। তোমার ভীষণ রাগ হইয়াছে, তাই সব কিছুই আমার দোষ বলিয়া মনে করিতেছ। তুমি তরুণী; দিনের বেলাতেই তোমার চোখের দৃষ্টি খারাপ হইল। গৈরিক দেখিয়া তুমি ভাবিতেছ এ বুঝি বুকে আলতার দাগ—সুতরাং উহাকে শক্র বলিয়া মনে করিতেছ। হে চন্দ্রাননে, তুমি ফাগুয়ার বিন্দুকে সিন্দূর অনুমান করিয়াছ। আর আমার যে চোখ লাল দেখিতেছ তাহার কারণ তোমার খবর লইবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়াছি বলিয়া।

৪৪৫

বরাড়ী

শঙ্কর বরতে আজু পরবেশলোঁ
দারুণ গুরুজন বোল।
অতয়ে সে সরস পরশ বিহি বাধল
কী ফল নয়নহি লোল॥
মাধব তোঁহারি চরণে পরণাম
দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল
কহলহুঁ বিহি ভেল বাম॥
দূর কর হার তোহারি রচিত
অব রহু বেশক সাধ।
শ্রবণহুঁ একু কুসুম যব হেরই
ননদি করত পরমাদ॥
এ মধু মাস আশ হাম বঞ্চিত
জনি কহ কপট বিলাস।
কর সঙ্কেত কতহুঁ সমুঝাওব
কহতহি গোবিন্দদাস॥

সমুদ্র ১৭২

শব্দার্থ—পরবেশলোঁ—প্রবেশ করিলাম, আরম্ভ করিলাম। দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল—দ্বিজগণের পক্ষেও কঠিন যে মৌনব্রত, আমি তাহা লইয়াছি। সমুঝাওব বুঝাইব।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের ধৃষ্ট নায়কোচিত বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেও ধীরত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক মৌন রহিয়া করসঙ্কেতে বলিতেছেন—আজ আমি শঙ্করব্রত আরম্ভ করিয়াছি। গুরুজনেরা ভীষণ বকাবকি করেন। সেইজন্য তোমার সরস স্পর্শে বিধাতা বাধা দিল। সুতরাং নয়নের জল ফেলিয়া কি লাভ? আমি দ্বিজগণের পক্ষেও যে মৌনব্রত পালন করা কঠিন, তাহা লইয়াছি। বলিলাম তো বিধাতা বাম হইয়াছেন। তুমি তোমার রচিত মালা সরাইয়া লও; এখন বেশভূষা করার সাধ দূরে থাকুক। কানে যদি একটি ফুলও দেখিতে পায় তাহা হইলে ননদী প্রমাদ ঘটাইবে। এই বসন্তমাসের আনন্দ হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম। কেননা, আমার এই কঠিন ব্রতদশায় তোমার সঙ্গে কথা বলাও নিষেধ। তুমি যেন ছল করিয়া বিলাসের কথা বলিও না। গোবিন্দদাস বলেন, হাতের সঙ্কেতে আর কত বুঝাইব?

৪৪৬ (ক)

ভূপালী

রজনী গোঙায়লি রতি-সুখ-সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে
সোই চণ্ডি তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু-আধ দেয়ব তাহে যাই সেব ॥
কি কহব যে সব কয়লি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিনি-সমাজ ॥
ভাগল সহচরি না বোলই কোই।
পালটি চলল মুখে আচর গোই ॥
বসন হেরি অঙ্গে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ ॥
গোবিন্দদাস চললি আগুসারি।
আয়ল মন্দিরে কোই লখই না পারি ॥

তরু ৪০৭

৪৪৬ (খ)

শ্রী রাগ

যামিনি জাগি অলস দিঠি-পঙ্কজে
কামিনি-অধরক রাগ।
বান্ধুলি-অরুণ অধরে ভেল কাজর
ভাল পরি অলতক দাগ ॥
মাধব দুর কর কপট সুনেহ।
হাতক কঙ্কণ কিয়ে দরপণে হেরি
চল তুহুঁ তাকর গেহ ॥
সো স্মর-সমর- সুধীর কলাবতি
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর
প্রেম রতন হরি নেল ॥
প্রেমধনহীন পুরুষে অব কো ধনি
জানি করব বিশোয়াস।
গুণবিনু হার সাখি এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দদাস ॥

সং ৩৮২, সমুদ্র ১৭৭ তরু ৪০৯

ব্যাখ্যা—রাত্রি জাগিয়া তোমার নয়ন-কমল অলস হইয়াছে অর্থাৎ ঘুমে ঢুলুঢুলু করিতেছে, তাহার উপর আবার কামিনীর পান খাওয়া ঠোঁটের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। যে অধর ছিল তোমার বাঁধুলি ফুলের মত লাল, তাহা এখন সেই কামিনীর চোখের কাজল লাগিয়া কাল হইয়াছে। কপালে তোমার আলতার দাগ। মাধব! এখন কপটপ্রেমে আর দরকার নাই। হাতের কঙ্কণ কি আবার আয়নায় দেখিতে হয় নাকি? তোমার বেশভূষাতেই সব বুঝা গেল। তুমি তার বাড়ীতেই যাও। সে রতিযুদ্ধে ধীরা ও কৌশলময়ী; সে যুদ্ধে সে বিমুখ হয় না। সে তাহার নখরূপ কৃপাণ তোমার বুকের মধ্যে হানিয়া প্রেমরত্ন চুরি করিয়া লইল। এখন সেই প্রেমধন-হীন পুরুষকে কোন্ সুন্দরী বিশ্বাস করিবে? তোমার বুকে যে বিনা সুতার হার(নখের চিহ্নের মালা) রহিয়াছে, তাহাই সাক্ষী দিতেছে। আর সাক্ষী গোবিন্দদাস।

৪৪৭

ধানশী

জানলুঁ রে হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি রজনি গোঙায়লি
তাহি করহ অনুরাগ ॥
রতি-রণ-পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
তে অনুমানিয়ে বেকত উজাগরি
বিঘটিত ভামিনি-সঙ্গ ॥
মতি অনুরূপ গতি এহ বচন সতি
আজু দেখলুঁ পরতেক।
যো পরবঞ্চক বিহি তাহে বঞ্চউ
দুরজন দেখি না দেখ ॥

তুহুঁ রস-সাগর বিদগধ নাগর
হাম মুগধিনি কুল-নারী।
গোবিন্দদাস কহই তুয়া হরি সঞে
অনুনয় বুঝই না পারি ॥

(১)—২১৩, ক. বি ১৪৮ তরু ৪২৫

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতে শ্রীরাধার কুঞ্জে যে বেশে গিয়াছেন তাহা বিপর্য্যস্ত নহে দেখিয়া শ্রীরাধা ...প করিয়া বলিতেছেন—হরি! তোমার প্রেম খুব ...ছি। যার দেউড়ীতে রাত কাটাইলে তাহাকে ...লবাসা দেখাও, যাও। তুমি যে কেমন রতিরণে ...ত তা তোমার অখণ্ডিত (যাহা কোন প্রকারে ...ল হয় নাই) বেশ দেখিয়া বুঝা যাইতেছে। ঘন অঙ্গ মোড়ামুড়ি দিতেছ; ইহাতে তোমার রাত জাগা ... নায়িকা-সম্ভোগে অসামর্থ্যও বুঝা যাইতেছে। যার ...ন মতি, তার তেমন গতি হয়, এ বচনের সত্যতা ...মার ক্ষেত্রে আজ প্রত্যক্ষ দেখিলাম। যে পরকে বঞ্চনা ..., বিধি তাহাকে বঞ্চিত করেন—ইহা দুর্জ্জনেরা ...ও দেখে না। তুমি হইলে রসের সাগর, রসিক নাগর, ... বোকা-সোকা কুলবধূ। গোবিন্দদাস বলিতেছেন ...হরির সঙ্গে তোমার অনুনয় বুঝা যায় না।

৪৪৮

ধানশী

সখিগণ মেলি বহু ভরছন কেল।
মানিনি শুনি কিছু উতর না দেল ॥
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান ॥
কাঁহে তুহুঁ পুন পুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহুঁ যাহা নিবসয়ে সোয়।
অতয়ে চলহ তুহুঁ যাহা নিজ বাস
ঝুকি কহত বেরি গোবিন্দদাস ॥

তরু ৪২৮

শব্দার্থ—ভরছন—ভৎর্সনা। যাহা নিবসয়ে সোয়—সে যেখানে বাস করে। ঝুকি কহত বেরি—ঝোঁক দিয়া ফের বলিতেছেন।

৪৪৯

ভূপালী

(রসময়ি) না কর পরের বোলে ইহা পরতিত।
না হয় করহ শাস্তি যে হয় উচিত ॥
অন্তর আসিব বলি শুনি ব্রজরাজ।
রোখে রাখল মুঝে মন্দির মাঝ ॥
আমার দ্বিগুণ দুখ তোমার লাগিয়া।
অতয়ে অরুণ আঁখি রজনি জাগিয়া ॥
না জানিয়া না শুনিয়া বোল পরিবাদ।
আপনার মনে জানি নাহি অপরাধ ॥
শপথি করিয়া বলি কর অবধান।
স্বপনেহ তোমা বিনে নাহি জানি আন ॥
নয়ন অরুণ কোপে কাঁপে বর তনু।
কুটিল ভুরুর ভয়ে ভাঁজে ফুল-ধনু ॥
মিনতি করিয়া বলি বিনোদিনীর পায়।
অনুগত জনে উপেখিতে না যুয়ায় ॥
সমুখ সহিতে নারি বিমুখ তোমার।
হাসিয়া সম্ভাষ গোবিন্দদাসে আর ॥

অ ৯২

শব্দার্থ—পরতিত—প্রতীত, বিশ্বাস। অন্তর আসিব বলি শুনি ব্রজরাজ ইত্যাদি—পিতা নন্দ শুনিয়াছিলেন যে, আমি কিছুক্ষণ বাদে আসিব, তাই রাগ করিয়া (রোখে) আমাকে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৪৫০

বিভাষ

এ ধনি জনি কহ কাহুক সন্দেশ।
বেকত তুহারি মুখ কহই সবহুঁ দুখ
কী ফল বচন বিশেষ॥
সো ষটপদসম সবহুঁ কুসুমে রম
হম তাহে এ হেন গঙারি।
জানি তিহ্নিক সুধি আরতি পঠাওলুঁ
তো হেন প্রাণ পিয়ারি॥
এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংশল
লোরে কাজর ঝরি গেল।
জানলুঁ পন্থ ছরম জলে ধোয়ল
অলক তিলক দূরে গেল॥
নীল-নিকুঞ্জ কণ্টক হিয়ে লাগল
ঝামর ভেলহিঁ জোতি।
গোবিন্দদাস ভণ আন করিতে আন
বিহি সঞে কিয়ে নহি হোতি॥

সা. প. (১)—২১৫, বৃ ২৪ অঃ ১০৯

পাঠান্তর—সা প. আরম্ভ—যো ষটপদ সম সবহুঁ কুসুমে রম।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সখীকে পাঠাইয়াছিলেন, সে উপভুক্তা হইয়া আসিলে শ্রীরাধা বলিতেছেন—কানুর খবর যেন বলিও না, তোমার মুখের ভাবেই ব্যক্ত হইতেছে যে, তাহার কত দুঃখ হইয়াছে—আর কথা বলিয়া কি হইবে? সে ভ্রমরের মতন সব ফুলেই রমণ করিয়া বেড়ায়; আমি আবার গ্রাম্যা, তাই আমাকে মনে লাগে না। তাহার মতিগতি জানি বলিয়াই তোমার মতন প্রাণের সখীকে পাঠাইলাম। তারপর তীব্র বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন, আহা! তোমার কত কষ্ট হইয়াছে। অধর ভ্রমরে দংশন করিয়াছে, চোখের জলে কাজল ধুইয়া গিয়াছে, পথের শ্রমে ঘাম বাহির হইয়াছিল, তাই তোমার অলকা-তিলকা বিলুপ্ত হইয়াছে। কদম্বকুঞ্জে বুকে কাঁটা বিঁধিয়াছিল তাই দেহের জ্যোতি ম্লান হইয়াছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, কি করিবে ও বেচারা। এক করিতে যাইয়া অন্য ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণরূপ বিধাতার সঙ্গে পড়িলে কি-ই বা না ঘটিতে পারে?

৪৫১

পঠমঞ্জরী

সবহুঁ আপন ভবনে গেল।
সুবদনি-চিতে চমক ভেল॥
নাসা পরশি রহল ধন্দ।
ইষত হাসয়ে বয়ন-চন্দ॥
সখি হে অপরূপ বর-কান।
কাঁহা গেও মঝু সে হেন মান॥
যে কিছু কয়ল রসিক-রাজ।
কহিতে অবহুঁ বাসিয়ে লাজ॥
বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।
দাস গোবিন্দ ও রস ভান॥

তরু ৪০০

মান

৪৫২

শ্রীরাগ

দূর সঞে নয়নে নয়নে জনি[১] হেরবি
নিয়ড়ে রহবি শির লাই।
পরশিতে নিরসি[২] করহি কর বারবি
যতনে রোখ নিরমাই॥
সুন্দরি অতয়ে শিখায়ব তোয়।
বিনহি মানে ধনি সো[৩] বহুবল্লভ
কবহুঁ আপন বশ হোয়॥

পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি
হসইতে জনি তুহুঁ হাস।
করইতে মিনতি শুনই নাহি শুনবি
কহবি আনহি আন ভাষ॥
পড়ইতে চরণে বারি দিঠি পংকজে
পূজবি সো মুখচন্দ।
গোবিন্দদাস কহ যাক হৃদয়ে রহ
তাহে কি[৪] এতহুঁ পরবন্ধ॥

সা. প. (১)—১৫০ তরু ৫২৭, অ ৯৯
ক. বি. ৭৭ ক্ষণদা ২০।৯

পাঠান্তর—(১) নাহি—তরু (২) শিহরি—ক্ষ (৩) কিয়ে—ক্ষ (৪) সে—ক্ষ।

শব্দার্থ—নিয়ড়ে—নিকটে। শির লাই—মাথা নীচু করিয়া। রোখ নিয়মাই—রোষ নির্ম্মাণ করিয়া, কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া।

ব্যাখ্যা—সখী শ্রীরাধাকে মান করিতে শিখাইতেছেন, কেননা বিনা মানে সেই বহুবল্লভ কখনও বশ হন না (বিনহি মানে ধনি, সো বহুবল্লভ, কবহুঁ আপন বশ হোয়)। শ্রীকৃষ্ণ যখন আসিবেন, তখন যেন দূর হইতে তাহার চোখের উপর চোখ রাখিও না—কেননা, নয়নে নয়নে মিলন হইলে তুমি যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক তাহা প্রকাশ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ যখন কাছে আগাইয়া আসিবেন তখন মাথা নীচু করিয়া থাকিও। শ্রীকৃষ্ণ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে আসিলে তুমি ত্রস্ত হইয়া যত্ন করিয়া ক্রোধ সৃষ্টি করিয়া (কৃত্রিম কোপে) কর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের করকে নিবারণ করিবে অর্থাৎ ঠেলিয়া দিবে। হে গৌরি, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চমকিয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইও। তিনি হাসিলে তুমি যেন হাসিয়া ফেলিও না। তিনি তোমাকে মিনতি জানাইলে তুমি যেন তাহা শুনিয়াও শোন নাই, এমন দেখাইবে। এক কথায় অন্য কথা বলিও। যখন শ্রীকৃষ্ণ তোমার পায়ে পড়িবেন তখন তুমি তোমার নয়নকমল ফিরাইয়া লইয়া তাঁহার মুখচন্দ্রকে পূজা করিও অর্থাৎ পায়ে না পড়া পর্য্যন্ত মান ছাড়িও না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, যে হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, তাহাকে কি এমন করা যায়?

৪৫৩

ধানশী

রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণি লোটাই।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহুঁ বিমুখি ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত তুহুঁ ভালে জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব আপন পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি কানু যব করলহিঁ
তব নাহি হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই চলল তব কান॥

ক. বি. ১৫১ তরু ৪৩০

শব্দার্থ—গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল—গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, শ্রীরাধা নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন। কিন্তু সে আশ্বাস যখন মিথ্যা প্রমাণিত হইল, তখন কানাই কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

৪৫৪

তিরোথা ধানশী

রাই-অনাদর হেরি রসিকবর
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে পথ লখই না পারই
পীত-বাসে মুছই বয়ান॥

হরি হরি নিজ অপরাধ[১] নাহি জান।
সো হেন প্রেম গহি কথি লাগি নিরসল
কাহে কয়ল মুঝে মান ॥
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রসবতি-হৃদয় বিরহজ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ ॥
রাইক সম্বাদ সুধা-রস-সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোর[২] ॥

ক. বি. ১৫২ তরু ৪৩১, সং ৩৮৭

পাঠান্তর—(১) অপমান—সং
(২) নাগর করুণা, শুনি হিয়া কাতর
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥—সং

শব্দার্থ—রাই-অনাদর—রাইয়ের কাছে অনাদর পাইয়া। সো হেন প্রেম গহি, কথি লাগি নিরসল—ঐরূপ প্রেম গ্রহণ করিয়া আবার কেন নিরস্ত হইল (ভালবাসা দিয়া আবার উদাসীন কেন হইল) ? রসবতি-হৃদয় বিরহজ্বরে জারব—রাইয়ের কাছে অনাদর লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিজের জন্য যতটা দুঃখ হইতেছে, তাহার চেয়ে বেশী দুঃখ হইতেছে রাধার জন্য। তাহার হৃদয় যে বিরহজ্বালায় পুড়িয়া যাইবে।

৪৫৫

নন্দ নন্দন[১] রাজভূষণ
শয়ন সুখময় শেজ।
কি খণে তুয়া সনে লেহ কয়লহি[২]
সে সব দূরহি তেজ ॥
শুন বৃষভানু-নন্দিনি রাই।
অবনী-মণ্ডলে[৩] কিরিতি রাখলি
এ তুয়া মান বিথাই[৪] ॥
যে তুহুঁ তাকর বিরস আনন
হেরি মুরছিত ভেল।
কৈছে পামরি বচন ঐছন
নিদয় অন্তর শেল ॥
তোহারি নাগর ধূলি ধূসর
সে নহে লাগই তোয়।
বাম করতলে বদন লম্বিত
ধরণি লিখি লিখি রোয় ॥
যে জন দুহুঁজন বেদন জানয়ে
তাকর অন্তর জান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভণে[৫] ॥

সা. প. (২)—১০৪ অ ৬৬ (পদরসসার)

পাঠান্তর—(১) ব্রজরাজনন্দন—সা. প. (২) লেহ করল হে—অ (৩) অবলা-মণ্ডলে—অ (৪) ভাল মতি সে বিথাই—অ
(৫) যে জন দুহুঁজন বেদন নাহি জানে
তাকর অন্তর জান।
(রায়) রামচন্দর বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভণে ॥

অ ২৮

মন্তব্য—এটি যে মানের পদ তাহা অ-ধৃত পাঠ '(৪) ভাল মতি সে বিথাই' হইতে বুঝা যায় না। সা. প. পুঁথির পাঠ অনেক ভাল, উহাতে চম্পতি নামও উল্লেখযোগ্য।

৪৫৬

শ্রী রাগ

যে জন তুয়া সঞে অঙ্গ সঙ্গহি
শয়নে সপনহি ভোর।
চমকি উঠি ঘন কাঁপি মুরুছল
আধ নাম লেই তোর ॥

মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহুঁ সকরুণে তাহে বোধলি
অবহুঁ ঐছে বিরাগ॥
সে তনু সুন্দর ধূলি-ধূসর
সে মুখ নিরসল ভেল।
সে দুহুঁ লোচনে নীর নিকসই
এ দুখ কোনহি দেল॥
হরিকি রিতি-নতি বিরহে জীবতি
তেজি ওদন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরি ভেলি দূরবি
এ বড় সংশয় মান॥
দেহ তেজবি তাহে উপেখবি
তেজবি ও নব লেহ।
মধত উনমত অতয়ে না মানত
দাস গোবিন্দ থেহ॥

তরু ৪৯০

পাঠান্তর—বৈষ্ণবপদলহরী (৩৫৭ পৃ:) ও বসুমতীর মহাজন-পদাবলীতে (পৃ: ৩৬) 'যে জন' স্থলে 'তেজল' ছাপা হইয়াছে। 'তেজল তুয়া সঞে'র কোন মানে হয় না।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীকৃষ্ণ তোমার অঙ্গসঙ্গ পাইয়া শয়নে ও স্বপনে উন্মত্ত হইয়া থাকে, যে তোমার রাধা নামের 'রা' অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিতে বার বার চমকিয়া উঠে, এমন কি কাঁপিয়া মূর্চ্ছা যায়, তাহার কথা কি তোমার মনে জাগে না ? সে কত করুণ নিবেদন করিয়া তোমাকে বুঝাইল ; তবুও এরূপ বিরাগ রহিয়াছে। সেই সুন্দর দেহ এখন ধূলিতে ধূসর ও মুখ নীরস হইয়াছে, তাহার দুই চোখ দিয়া জল বহিতেছে। এ দুঃখ তাকে কে দিল ? হরির নিয়ম এই যে, সে বিরহকালে অন্নজল ত্যাগ করে, তুমিও তো দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ। তাহাকে যদি তুমি ভালই না বাসিবে, তাহা হইলে তার দুঃখে তোমার অঙ্গ কৃশ হয় কেন—এই সংশয় আমার মনে জাগে। যদি দেহ ত্যাগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কিন্তু কৃষ্ণকেও হারাইবে, এই নবীন প্রেমও হারাইবে। তোমাদের দুইজনের মধ্যে মধ্যস্থ যে কাম সে পাগল, সেইজন্য গোবিন্দদাস স্থৈর্য্য ধরিতে পারিতেছেন না।

৪৫৭

তথা রাগ

চান্দ-বদনি তুহুঁ রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তুহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে
দূরে গেল বিহি-বরণীতে॥
অনুগত-কিঙ্কর দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব॥

তরু ৫০৮

শব্দার্থ—বামা—প্রতিকূল। বিহি-বরণীতে—বিধাতা রচিত। দোখে—দোষে। রোখে—রোষে।

ব্যাখ্যা—তোমার মুখচন্দ্রের সুধাপান করিবার অভিলাষে আমি চকোর হইয়াছি। কিন্তু তুমি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছ ; বিধাতা আমাদের মধ্যে যে প্রেম রচনা করিয়াছিলেন তাহা দূর হইল। তুমি রাগ করিয়াছ তাই অনুগত ভৃত্যের দোষের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছ না। আমার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু যতটা দোষ তুমি মনে করিতেছ ততটা নহে।

৪৫৮

শ্রী রাগ

দুরজন বচন শ্রবণে তুহুঁ ধারলি
কোপহি রোখলি মোয়।

তুয়া বিনে শয়নে সপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয় ॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি করিয়ে তুয়া গোচরে
যাহে তুহুঁ পরতিত মান ॥
কুচ-যুগ কনক মহেশ সম জানিয়ে
তা পর ধরি হাম পাণি।
নহে জনি ধরম- ঘটহি করি পরিখহ
উচিত কহিয়ে এই বাণী ॥
মনমথ-অনল অন্তর মাহা জলতহি
তুহুঁ জনু কাঞ্চন-গোরি।
আনলে হেম সাহসে উঠায়ব
সাঁচি জানব তব মোরি ॥
তোহারি লোমাবলি কাল-ভুজঙ্গিনি
হার তরঙ্গিণি জানি।
গোবিন্দদাস ভণি পরশ করহ ফণি
নাহি জনি ডুবহ পানি ॥

তরু ৫০৯

পাঠান্তর—বৈষ্ণবপদলহরীতে (পৃঃ ৩৫৫) এবং বসুমতীর মহাজনপদাবলীতে (পৃঃ ৩৬) 'দুরজন বচন' পাঠ বিকৃত হইয়া 'গুরুজন বচন' ছাপা হইয়াছে। গুরুজনের বচনে শ্রীকৃষ্ণের উপর রাগ করা অপ্রাসঙ্গিক।

শব্দার্থ—শ্রবণে তুহুঁ ধারলি—দুর্জ্জনের কথা তুমি কানে তুলিলে। কোপহি রোখলি মোয়—আমার প্রতি রাগ করিলে। যাহে তুহুঁ পরতিত মান—যাহাতে তুমি বিশ্বাস কর। নহে জনি ধরম-ঘটহি করি পরিখহ—না হইলে তোমার কুচকে ধর্ম্মঘটরূপে স্থাপন করিয়া আমার পরীক্ষা কর। মনমথ-অনল অন্তর মাহা জলতহি ইত্যাদি—ধর্ম্মঘট পরীক্ষায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তো অগ্নি-পরীক্ষা কর। (জলন্ত আগুনের ভিতর হইতে সোনা তুলিয়া আনিয়াও যদি হাত না পুড়ে তাহা হইলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইত।) আমার বুকের মধ্যে মদনের জলন্ত অনল, আর তুমি হইলে সোনার মতন গৌরী। আমি আমার বুকের আগুনের উপর তোমাকে তুলিয়া ধরিব, তাহা হইলে আমার সত্যতা জানিবে। যদি এসব পরীক্ষাও তোমার পছন্দ না হয়, তাহা হইলে আমি সাপের মাথায় হাত দিয়া কিম্বা গঙ্গার জল ছুঁইয়া পরীক্ষা দিতে রাজী আছি। শ্রীরাধা বলিতে পারেন, সাপ কোথায় পাইব? তাহার উত্তর হইতেছে, এই যে তোমার নাভির নিম্নের লোমাবলীই ভুজঙ্গিনী-তুল্য। আর তোমার গলার হার হইতেছে তরঙ্গিণী গঙ্গা। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, তুমি ঐ ভুজঙ্গিনীই স্পর্শ কর, তাহা না হইলে গঙ্গার জলে পরীক্ষা দিতে গেলে জলে ডুবিয়া যাইতে পার।

৪৫৯

গান্ধার রাগ

মধুর মুরলী শব্দ করসি, নয়নে দরশি প্রেম।
ঈষৎ হাসিতে অমিয় বরষি, বচনে বরষি হেম ॥
ঐছে কুলশীল ধরম গরাসি, হরষি মুগধি-নারী।
তরুণীগণে তরণী তরসি, মদন সায়র বারি ॥
কানু হে বুঝলোঁ চাতুরি তোরি।
সুখলাভ লাভে কো পুন বূড়ব, সো দুখ সাগর ভোরি ॥
কো কহে মালতী, কো কহে মাধবী, ঐছন ভরম সোই।
সো পুন জানলোঁ শাম ভ্রমর, আপন নাহিক কোই ॥
তবহুঁ মালতি করহুঁ পীরিতি, যাকর নিজবশ দেহ।
সহজে পরশ-মুগধ মাধবী, বিফল তাকর নেহ ॥
অতএ আপনা আপনি মুরুছল, সমুঝিয়ে সব কাজ।
মুরছিত মারি কি ফল সাধব, বিজয়ী মদনরাজ ॥
চলহ সুন্দর বিনোদ মন্দির, সুন্দর সুন্দরী পাশ।
তুঁহারি এসব সুন্দর চরিত, গায়ব গোবিন্দদাস ॥

সা প. (১)—১৬৫

শব্দার্থ—বূড়ব—ডুবিবে। ভোরি—পাগলিনী।

ব্যাখ্যা—এটী অহেতুক মানের পদ। শ্রীরাধা বলিতেছেন—তুমি মধুর মুরলীধ্বনি করিয়া, চোখের দৃষ্টিতে প্রেম

দেখাইয়া, ঈষৎ হাসিতে অমিয় বর্ষণ করিয়া, বাক্যে যেন স্বর্ণ বর্ষণ করিয়া সানন্দে মুগ্ধা নারীদের কুলশীল ও ধর্ম্ম গ্রাস কর। তুমি তরুণীদিগকে মদনসাগরের জলে যেন নৌকা করিয়া পার কর। কিন্তু কানু, তোমার সব চাতুরি বুঝিলাম। এখন আর সুখলাভের লোভে পড়িয়া কে ঐ দুঃখরূপ সাগরে পাগলিনী হইয়া ডুবিবে? লোকেদের মধ্যে কেউ বা বলে তুমি মালতীর, কেউ বা বলে মাধবীর; এসব ভুল কথা। আমি ঠিক জানিয়াছি শ্যাম হইতেছেন ভ্রমরতুল্য; তাহার আপন বলিতে কেহ নাই (সে শুধু ফুলে ফুলে মধু খাইয়া বেড়ায়)। মালতীই তাহা হইলে তোমার সঙ্গে প্রেম করুক, কেননা তাহার দেহ নিজের আয়ত্তে; আর মুগ্ধা মাধবীর দেহ সহজেই পরবশ, সুতরাং তাহার প্রেম বিফল (মাধবী প্রেমে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, সেইজন্য তোমার মতন লোকের সঙ্গে প্রেম তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে)। হে জয়যুক্ত মদনরাজ! সে তো সব ব্যাপার বুঝিয়া নিজেই মূর্চ্ছা গিয়াছে; এখন আর মূর্চ্ছিত জনকে মারিয়া কি লাভ?

৪৬০

ভূপালী

তোহারি কোর পর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর॥
কতিহুঁ গেলি বলি মুরুছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরি না বান্ধলি থেহ॥
এ ধনি বিছুরলি সো দিন তোই।
কৈছে রহলি এত মানিনি হোই॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক॥
ফুলপর তুয়া সঞে শূতয়ে যেহ।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেহ॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতি-দাগ।
বিন্ধয়ে মদন-বাণ তহি লাখ॥
কবহুঁ নাহ তুয়া দুখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান॥

তরু ৩১৯

ব্যাখ্যা—সখী রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। (প্রিয়জন কাছে থাকিলেও মনে হয় নাই। এইরূপ ভাবে বিরহে আকুল হওয়ার নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য:

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমিষ্যতে॥
—উজ্জ্বলনীলমণি)।

সুন্দরি! হরি তোমারই কোলের উপর থাকিয়া তোমার নাম লইয়া পাগল হইয়াছিল, কোথায় গেলে বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, তুমিও পাগলিনী হইয়া ধৈর্য্য হারাইয়াছিলে, সেই সব দিনের কথা কি ভুলিয়া গেলে? তোমাকে একতিল সময় না দেখিলে যে যুগ যুগান্ত দেখি নাই মনে করিত; সে এখন বিরহানলে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে। যে তোমার সহিত ফুলশয্যায় শুইত, সে এখন ধূলিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। যাহার দেহে মালতী ফুলের দাগটীও সহ্য হইত না, তাহাকে এখন লক্ষ লক্ষ মদনের বাণ বিন্ধিতেছে। তোমার নাথ কখনও দুঃখকে জানে নাই (আর এখন এত দুঃখ পাইতেছে)। সুতরাং তুমি মান ত্যাগ কর।

৪৬১

জয়জয়ন্তী

তু বিনু সুখময়   শেজ' তেজল
নিন্দ' চন্দন চন্দ।
শুতল ভূতল   ফুয়ল কুন্তল
কাম-চামর-বন্ধ॥
তেজ দারুণ   মান মানিনি
নাহ গাহক তোরি।
তুহুঁ সে মরকত-   মুরতি মানহ
কাঁচ কাঞ্চন-গোরি॥

নীল উতপল দাম-শামর
ধাম ঝামর দেহ।
কুসুম-শর যব বরিখে ঝর ঝর
নয়ন শাঙন মেহ॥
বিরহ মোচন এ তুয়া লোচন
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ॥

সা. প. (১) ১৫৬ তরু ৫৩১, সমুদ্র ১৯৩
বরাহ ৪।৯৯২ (৩৭ পৃঃ)
ক. বি. ১৬২৯

পাঠান্তর—ক বি. (১) শয়ন (২) নিন্দই।

ব্যাখ্যা—তোমার বিরহে কৃষ্ণ সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়াছে; চন্দন ও চাঁদকে উষ্ণ বলিয়া নিন্দা করে; মাটীতে অবিন্যস্ত কেশে শুইয়া থাকে, তাহার চুলগুলিকে মনে হয় যেন কামের চামর। হে মানিনি! তুমি তোমার দুর্জ্জয় মান ত্যাগ কর; নাথ তোমারই গ্রাহক। তুমি নিজে কাঁচা সোনার মতন কঠিন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে মনোমোহন মূর্ত্তি তাহাকে মরকতের ন্যায় কঠিন বলিয়া মনে কর। যাঁহার দেহের কান্তি ছিল নীল উৎপলের মতন শ্যামল, সে এখন ঝামার মত কালো হইয়াছে। তাহার উপর যখন মদন অনিবার শরবর্ষণ করে, তখন তাহার নয়ন দিয়া বর্ষার মেঘের মতন জল পড়ে। তোমার এই নয়নের প্রান্ত দিয়া একবার তাঁহার প্রতি কটাক্ষ কর, তাহা হইলে কানাইয়ের বিরহজ্বালা দূর হইবে গোবিন্দদাস বলিতেছেন, রায় চম্পতির কথা শুন।

৪৬২

কামোদ

কানু উপেখি রাই মহি লেখই
মানিনি অবনত-মাথ।
নিরুপম নারি- বেশ ধরি সো হরি
আয়ল সহচরি সাথ॥
শুন সজনি কী ফল মানিনি-মানে
ঢীট কানাই কতহু-ভঙ্গি জানত
কো করু কত অবধানে॥
শ্যামরি হেরি সখিক রাই পুছত
সো কহ ব্রজ-নব-রামা।
তুয়া সখি হোত যতনে চলি আয়লি
কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
করতহি কোরে পরশ সঞে জানল
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাস॥

ক বি. ১৬৪৫ তরু ৫৩৬, সমুদ ২০০

শব্দার্থ—মহি লেখই—অন্যমনস্ক হইয়া মাটীতে আঁচড় কাটিতে লাগিল। ঢীট কানাই—ধৃষ্ট কানাই। শ্যামরি হেরি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ নারীবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীরাধা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্রজবাসিনীটী কে? সখী উত্তর দিলেন, এ তোমার সহিত সখীত্ব স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিয়া এখানে আসিয়াছে; এই শ্যামাকে আলিঙ্গন দাও। শ্রীরাধা তাঁহাকে কোলে লইয়াই স্পর্শের দ্বারা জানিলেন যে, এ কানুরই ছলনা। গোবিন্দদাস নাকে আঙ্গুল দিয়া হাসিয়া নয়ন সঙ্কুচিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

৪৬৩

বিহাগড়া

প্রেম আগুনি মনহি গুণি গুণি
এদিন যামিনি জাগি।
মদন-পঞ্জর- কুঞ্জে রোয়ই
তোহারি রস-কণ লাগি॥
কিফল মানিনি মান মানসি
কানু জানসি তোরি।

তুহুঁ সে জলধর অঙ্গে শোভিত
যৈছন দামিনি গোরি ॥
নওল কিশলয়- বলয় মলয়জ
পঙ্ক পঙ্কজ-পাত।
নয়নে ছটফট লুটই মহিতলে
তো বিনু দহ দহ গাত ॥
জানহ পুনপুন সো পিয়া পরিখন
সোই পূজে পাঁচ-বাণ।
প্রতাপ আদিত্য ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভণে ॥

সা. প. (১) ৯৯, ক. বি. ১৬৩০ তরু ৫৩৮, ক্ষণদা ৯।৩, সং ৩৮
রাধা ৮৭

পাঠান্তর—পদকল্পতরুর ক গ. চ পুথিতে প্রতাপ আদিত্য স্থলে রায়চম্পতি ও রসগ্রাহক আছে। সংকীর্ত্তনামৃতের পাঠ মূলে দেওয়া হইল। উহাই বিকৃত হইয়া তরুতে দাঁড়াইয়াছে—প্রাত-আদিত ও রস গাহক। সা. প. পুঁথিতে ভণিতা—রস গোবিন্দ ও রস গাহক দাস গোবিন্দ ভণে রে॥ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, শান্তিনিকেতনের শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস সংগৃহীত একটি পুঁথিতে পাঠ আছে—

ও রসগাহক প্রতাপ আদিত্য দাস গোবিন্দ ভণে রে।
বিরহ মোচন ও তুয়া লোচন রোজ হেরব কান রে।
রায় চম্পতি বচন মানিতে দাস গোবিন্দ ভণে ॥
—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৯৬

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রেমরূপ আগুনের কথা স্মরণ করিয়া দিনরাত জাগিয়া আছেন আর কামদেবের পঞ্জর বা কয়েদখানা স্বরূপ কুঞ্জে তোমারই প্রেমের এক-কণা লাভ করিবার জন্য কাঁদিতেছেন (যে কুঞ্জ ছিল পরম আনন্দের নিকেতন, এখন তুমি না থাকায় তোমার স্মৃতিটুকু শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে কয়েদখানার মতন বাঁধিয়া রাখিয়াছে)। হে মানিনি! মান করিয়া কি লাভ? কান্তকে তোমারই বলিয়া জানিও। মেঘের কোলে যেমন দামিনী শোভা পায় তুমিও তেমন শ্যামজলধরের অঙ্গে শোভা পাও। তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ নূতন কিশলয়ের বলয় পরিয়া চন্দনপঙ্ক মাখিয়া ও পদ্মপত্রের শয্যায় শুইয়া ছটফট করিতেছেন, মাটীতে লুটাইতেছেন; তাঁহার গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তুমি জানিয়া শুনিয়াই কেন বারবার সেই প্রিয়কে পরীক্ষা করিতেছ? সে তোমারই জন্য পঞ্চবাণকে পূজা করে। গোবিন্দদাস বলেন, প্রতাপাদিত্য এই রসের গ্রাহক।

৪৬৪

গান্ধার রাগ

কত কত আদরে ভরি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বন কাঁহা নাহি ওর ॥
শুনইতে আন ধনি কিঙ্কিণীরাব।
চপলচীত তুয়া তঁহি পয়ে ধাব ॥
এ হরি কি ফল ঐছন নেহ।
বরু বিরহানলে জারউ দেহ ॥
তৈখনে মঝু মনে লাগল ধন্ধ।
সো পরিরম্ভণ আনহি ছন্দ ॥
কহত ভরমময় মরমক বাণী।
অধরসুধা ভেল কাঁজিক পানি ॥
অব কি হসি হসি পিরীতি নেহারি।
তোহে বিশয়াসব কোন গোঙারি ॥
গোবিন্দদাস কহই সতি গোরি।
মুরলীক সানে না হোত যব ভোরি ॥

সা. প. ১—(১৬০)

ব্যাখ্যা শ্রীরাধার সহিত কেলিবিলাসের সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া সহসা চন্দ্রাবলীর নাম বাহির হইয়াছে। তাহাতেই ক্রুদ্ধা হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—তুমি এদিকে তো আদর করিয়া আলিঙ্গন কর, ঘন চুম্বনের আর শেষ নাই, আর ওদিকে যেই অন্য কোন নারীর কিঙ্কিণীর শব্দ পাইয়াছ, অমনি সেইদিকে দৌড়াও; কেননা তুমি চপল-চিত্ত। হরি! এরকম প্রেমে কি লাভ? এর চেয়ে বিরহের আগুনে জ্বলিয়া মরা ভাল। আজ তোমার

আলিঙ্গনের ধরনই আলাদা দেখিয়া তখনই আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। তারপর তোমার ভ্রমময় মর্ম্মবাণী শুনিয়া তোমার অধরের অমৃত যেন পান্তাভাতের জলের মতন লাগিল। এখন আর হাসিয়া হাসিয়া ভালবাসার চাহনি চাহিতেছ কেন? তোমাকে আর কোন্ মূর্খ নারী বিশ্বাস করিবে? গোবিন্দদাস বলেন, গৌরি! কথাটা সত্য বটে, কিন্তু যখন মুরলীর শব্দ শোন তখন যে পাগলিনী হইয়া উঠ

৪৬৫

ভূপালী

তুহুঁ রহ গরবিনি বাসক গেহ।
সো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহুঁ শূতলি সুখময় পরিযঙ্ক।
সো তরি আওল পাতর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময়-মান।
পুন-ফলে মীলল রসময় কান॥
ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর।
কামিনি কি তেজই কান্তক কোর
ঘনঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোনে এ হেন বর নাহ॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আরাধলি কাম
গোবিন্দদাস দেখব তব সাঁচ।
কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥

সা প. (১)—১৬২; তরু ৫৪৮

শব্দার্থ—ভিগি আওল—ভিজিয়া আসিল। পরিযঙ্ক—পর্য্যঙ্কে, খাটে। তরি আওল—উত্তীর্ণ হইয়া আসিল। বরজত কোনে—কে বর্জন করে?

ব্যাখ্যা—তুমি এদিকে গরবিণী হইয়া বাসগৃহে বসিয়া আছ, ওদিকে সে শ্রাবণের বাদলায় ভিজিয়া আসিয়াছে। তুমি তো মজা করিয়া খাটে শুইয়া আছ, তাহাকে প্রান্তরের পাক ভাঙ্গিয়া আসিতে হইল। এমন অসময়ে কি মান করিতে আছে? সুন্দরি, পুণ্যফলে এই রসময় কানাই মিলিয়াছে। নিশীথরাত্রি, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, এ সময়ে কি কামিনী কান্তের কোল ছাড়ে? আকাশের মাঝে বার বার মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, এ সময়ে এমন শ্রেষ্ঠ নায়ককে কে বর্জ্জন করে? এত বলা সত্ত্বেও যদি শ্রীকৃষ্ণকে আদর করিয়া না লও, তোমার বামতা বা প্রতিকূলতা বজায় রাখ, তাহা হইলে জানি না কোন্ কামিনী কামদেবকে পূজা করার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন? তখন গোবিন্দদাস সত্যই দেখিবেন কাহার অঙ্গনে কে ফের নাচে? তখন তোমাকেই দূতী পাঠাইয়া তাহাকে খোসামোদ করিতে হইবে।

৪৬৬

ধানশী

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ থোরি।
বুঝলম খল-জন-বচনহি ভোরি॥
কীফল মানিনি মান বাঢ়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥
বিচারিতে দোষ-লেশ নাহি তাই।
গুণ গণ ঐছন কাঁহা নাহি পাই॥
গোবিন্দদাস-বচন হিয় লাই।
অভিসর ইথে জনি কর বড়ুয়াই॥

তরু ৫৭৭, সমুদ্র ২০২

শব্দার্থ—বুঝলম খল-জন ইত্যাদি—বুঝিতে পারিতেছি তুমি খলব্যক্তিদের কথায় ভুলিয়াছ। ইথে জনি কর বড়ুয়াই—ইহাতে যেন বড়াই করিও না (আমি অভিসারে গেলে আমার লঘুতা হইবে এরূপ মনে ভাবিও না)।

৪৬৭

তথা রাগ

সখিগণ-বচন না শূনল মানিনি
রোখে চলত নিজবাস।

সো বরনাগর কাতর অন্তর
ছোড়ল তছু আশোয়াশ ॥
হরি হরি সবহুঁ আন-মত ভেল।
মনমথ-অমিয়া সিনায়ব সহচরি
কথায় দহনে দহি গেল ॥
কাতরে কুঞ্জ তেজি সব কলাবতি
মন্দিরে করল পয়ান।
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারয়ে
মানিনি মলিন বয়ান ॥
তাপিনি তপত তৈলে জনু জারিত
বৈঠল মন্দিরে যাই।
জাগিয়া রজনি পোহায়ল সহচরি
গোবিন্দদাস অবগাই ॥

তরু ২০৪০

শব্দার্থ—রোখে চলত নিজবাস—রাগ করিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেল। আশোয়াস—আশ্বাস, এখানে আশা। মনমথ-অমিয়া সিনায়ব ইত্যাদি—সখী রাধাকে মদনের অমৃতে স্নান করাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু কটু আগুনে যেন সব অভিলাষ পুড়িয়া গেল। তাপিনি তপত তৈলে জনু জারিত—শ্রীরাধা তাপযুক্তা হইয়া (পুড়িয়া) যেন গরম তেলে ভাজা হইয়া ঘরে যাইয়া বসিলেন। অবগাই—হৃদয়ঙ্গম করিল।

৪৬৮

প্রাণ-পিয়া-দুখ শুনিঞা শশি-মুখি
পুছই গদ-গদ বোল।
অমল কুবলয় নয়ন যুগলহি
গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥
বেশ বিসাহন সবহু বিছুরল
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুল-ভয় নাহি গৌরব
মনহি জাগল কান ॥
পীন পয়োধর জঘন গুরুতর
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর পন্থ দুরন্তর
বিহিক বিরচন নিন্দ ॥
গঢ়ল মনরথে চঢ়ল সুন্দরি
বিঘিনি বিপদ নাহি মান।
মিলল ভামিনি কুঞ্জ-ধামিনি
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

ক. বি. ১৬৭০ তরু ৫৮০, সমুদ্র ২০৪

ব্যাখ্যা—মানভঙ্গ বর্ণিত হইতেছে। প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দুঃখের কথা শুনিয়া চন্দ্রবদনা শ্রীরাধা গদ্‌গদস্বরে তাঁহার বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নির্ম্মল নীলোৎপলতুল্য নয়নযুগল হইতে ঝরঝর ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি বেশভূষা প্রসাধন প্রভৃতি সব ভুলিয়া মান ত্যাগ পূর্ব্বক চলিলেন। কুলের কলঙ্কের ভয় ছাড়িলেন, নিজের গৌরববোধও ছাড়িলেন—কেননা মনের মধ্যে যে কানাই জাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি যাইতে চান, কিন্তু পীনপয়োধর ও গুরু নিতম্বের ভারে তাহা পারিতেছেন না। মনের ভিতর মিলনের আর্ত্তি অথচ পথ দুস্তর, সুতরাং বিধাতার সৃষ্টিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের মনে মনে তৈয়ারী মনোরথে চড়িলেন—বাধা বিপদ কিছুই মানিলেন না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, সুন্দরী কুঞ্জধামে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

৪৬৯

শ্রী রাগ

বদন না কর মলিন ছান্দ।
বাদে জিয়ায়সি পুনিম চান্দ ॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নিরস না কর দীঘ নিশাস ॥
রাই হে অব তেজহ মান।
চরণে লাগিতহুঁ সাধয়ে কান ॥

চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙ্‌-ভুজঙ্গম রহু অগোর॥
কী ফল মোহে এতহুঁ রোষ।
জগতে বিদিত দাসক দোষ॥
বচন-অমিয়া যে জন জিয়ে।
মান-কুলিশ দরশাও কিয়ে॥
গোবিন্দদাস চিতে এই হাস।
এ জন করয়ে মান অভিলাষ॥

সা. প. (১)—১৫৭ তরু ৫৮২, সমুদ্র ২০৫

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—তুমি মুখের শোভাকে ম্লান করিও না। কেননা, আমার উপর মান করিয়া যদি তুমি ঐরূপ কর, তাহা হইলে তোমার সহিত তুলনায় পূর্ণিমার চাঁদ (যাহা স্বভাবতঃ তোমার সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজিত) জিতিয়া যাইবে। তোমার বাঁধুলিরূপ অধরে মধুর হাসি লাগিয়া থাকে, উহাকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের দ্বারা নীরস করিও না। রাধে! তোমার পায়ে ধরিয়া কানাই সাধিতেছে, তুমি এখন মান ত্যাগ কর। তোমার নয়নযুগল খঞ্জনের মত নাচিয়া বেড়ায়; কিন্তু ভ্রূ রূপ ভুজঙ্গিনী উহাকে আগুলিয়া রাখিয়াছে (ভ্রূকুটী করিলে নয়নের স্বাভাবিক শোভা দেখা যায় না)। আমার উপর এত রাগ করিয়া লাভ কি? এ দাসের দোষ তো সবাই জানে, তুমিও জান, সুতরাং ক্ষমা কর। যে ব্যক্তির জীবনধারণের উপায় হইতেছে তোমার বচনামৃত পান করা তাহাকে মানরূপ বজ্র দেখাও কেন? (কথা বন্ধ করিলেই যে সে মারা যাইবে।) গোবিন্দদাসের মনে এইজন্য হাসি পাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমলীলার বৈচিত্র্য-সাধনের জন্যই শ্রীরাধার মান কামনা করেন।

৪৭০

শ্রী রাগ

সুন্দরি জানলু তুয়া দুরভান।
হরি-উর-মুকুরে হেরি নিজ ছাহরি
তাহে সৌতিনি করি মান॥
কানন-কুঞ্জে কুসুম-শরে জর জর
পন্থ নেহারই তোরি।
ভাগে মিলল পুন কাহে কমল-মুখি
রোখে চললি মুখ মোড়ি॥
কত কত মৃগধিনি ঐছে ভেল বঞ্চিত
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ পুণবতি তোহে ওহি মানাওত
কি কহব তোহারি সোহাগি॥
তো বিনু শূতল শীতল ভূতলে
দুরতর বিরহ-হুতাশে।
তুয়া কর-সরস পরশে রিঝাওহ
তোহে কহ গোবিন্দদাসে॥

সা. প. (১)—১৫৮, ক বি ১৬৬৮ তরু ৫৮৮

পাঠান্তর—সাহিত্য পরিষদের পুঁথিতে "কানন কুঞ্জে কুসুম শরে" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ এবং পঞ্চম চরণে "সুন্দরি জানলু তুয়া দুরভান" ইত্যাদি আছে।

শব্দার্থ দুরভান—ভ্রম, বিপরীত ধারণা। উর-মুকুরে—নির্ম্মল বক্ষস্থলরূপ দর্পণে। নিজ ছাহরি—নিজের ছায়া। মানাওত—মানভঙ্গের জন্য প্রবোধ দেয়। রিঝাওহ—হৃষ্ট কর।

ব্যাখ্যা—হে সুন্দরি! এখন বুঝিলে তো তোমার ভুল? হরির বক্ষরূপ দর্পণে তুমি তোমার নিজের ছায়া দেখিয়া সতীন বলিয়া ভাবিয়াছিলে। (শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও কি বুকে স্থান দিতে পারেন?) তিনি বনের ভিতর কুঞ্জে মদনবাণে জর্জ্জরিত হইয়া তোমার পথপানে চাহিয়া আছেন। যদি ভাগ্যবশে এমন দয়িত পাইলে, তবে হে কমলমুখি! রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইতেছ কেন? কত কত সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু হরি তাহাদের কাহারও প্রতি অনুরক্ত হন নাই, সুতরাং তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। তোমার পুণ্যের জোর আছে তাই শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে মান ভাঙ্গার জন্য সাধিতেছেন। তোমার প্রেমের কি ভাগ্য! তোমার বিরহে শ্রীকৃষ্ণ ভীষণ বিরহ-জ্বালায় মাটীতে শুইয়া আছেন। তুমি তোমার সরস করের

স্পর্শদান করিয়া তাঁহাকে হৃষ্ট কর, ইহাই তোমাকে গোবিন্দদাস বলিতেছেন।

৪৭১

শুন ধনি কহি তুয়া কানে।
জনি করু অরুণ নয়ানে॥
হরি-হিয় অধিক উজোর।
জনু মণিময় সো মুকুর॥
কানু কোরে নহ আন নারী
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥
ইথে যদি তুহুঁ করু আনে।
সবহুঁ হসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নাহ উপেখি॥
দোষ দেখি দূষহ তাই।
গোবিন্দদাস বলি যাই॥

তরু ৫৯৩

শব্দার্থ—জনি করু অরুণ নয়ানে ইত্যাদি—চোখ রাঙ্গা করিও না যেন। হরির বুক অত্যন্ত উজ্জ্বল, যেন মণি দিয়া তৈয়ারী দর্পণ। দোষ দেখি দূষহ তাই—সত্য সত্য যদি কেহ দোষ করে, তবে তাহাকে দোষ দাও। গোবিন্দদাস তোমার বুদ্ধির বলিহারি দিতেছেন।

৪৭২

ভূপালী

রসবতি রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে কয়ল দুহুঁ মান॥
দুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠি।
দুহুঁ চলল বৃন্দাবন পৈঠী[১]॥
কি কহব সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে না করু মদনবিলাস[২]॥
লোচনলোরে ভোরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দুহুঁ পুছইতে দুহুঁ মতি বাম।
দুহুঁ কয়ল নিজ নিজ সখি নাম[৩]॥
ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল।
সহচরি বলি দুহুঁ দুহুঁ করু কোর॥
যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহ পুন[৪] কিয়ে ভেল॥

সা. প. (১)- ১৬১ তরু ৫৯৯, সমুদ্র ২০৭

পাঠান্তর—তরু—(১) চললী যমুনা জলে পৈঠী (২) অদভূত দুহুক বিলাস (৩) দুহুঁ সে কহল নিজ সহচরি নাম (৪) তব।

ব্যাখ্যা—এই পদটী অকারণ মানের। কামের বশে কি কি অদ্ভুত কার্য্য ইঁহারা না করেন? আঁধারের মধ্যে নিকুঞ্জের শেষ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। আঁধারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না; তাই "কে ওখানে" "সুবল নাকি?" "কে, ললিতা"—এইরূপে উভয়েই নিজ নিজ বন্ধুর নাম করিলেন আর সুহৃদ্‌ভ্রমে তাঁহাকে অন্তরের সব কথা বলিলেন; শেষে সেই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। আলিঙ্গন দিবার পর গোবিন্দদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তারপর কি হইল?

৪৭৩

কেদার

ইহ মধু যামিনি মাহ।
কাহে লাগি[১] মান- দহনে তনু দহি দহি
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥
উহ সুপুরুখ-বর[২] বিদগধ-শেখর
এ অবিচল-কুল-বালা।
বিহি ও না জানল মদন ঘটায়ল
জনু জলধরে বিদুমালা॥

চাঁদ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনি মুদিত
চাঁদনি-বিমুখ চকোর।
ঐছন যামিনি কথিহুঁ না পেখিয়ে
কিয়ে বিহি-মতি অতি ভোর॥
দুহুঁ তনু পরশে ক্ষণিক পরশ-রস
জনু জলধরে বিদুমালা।
ঐছন কামিনি ও সুপুরুখ-বর
দুহুঁক দুলহ নব বালা॥
সহচরি-বচন শুনিয়া দুহুঁ হরষিত
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
দুহুঁক অনুভব পুরল মনোরথ
গোবিন্দদাস পরকাশ॥

সমুদ্র ২০৮, তরু ৬০২

পাঠান্তর—তরু—(১) কথি লাগি (২) "উহ সুপুরুখ-বর" ইত্যাদি সমুদ্রে নাই। সমুদ্রে "দুহুঁ মুখ নাহি চাহ"-র পর আছে "চান্দ উদয়ে কিয়ে কুমুদিনী" ইত্যাদি। এই পাঠই সঙ্গত মনে হয়।

শব্দার্থ—চাঁদ উদয়ে কিয়ে ইত্যাদি—চাঁদ উদিত হইলে কি কুমুদিনী চোখ বুঁজিয়া থাকে? চকোর কি কখনও জ্যোৎস্নার প্রতি বিমুখ হয়? দুহুঁ তনু পরশে ইত্যাদি—দুইজনের তনুস্পর্শের ফলে ক্ষণিক স্পর্শের আনন্দ উদ্ভূত হইল, যেন মেঘে বিদ্যুতের মালা প্রকাশিত হইল।

৪৭৪

সুহই

কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর।
সো অব কৈছন ভিন ভিন ঝূর॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম-তরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥
সুন্দরি ঐছন সো করু মান।
পর-বেদন হিয়ে যো নাহি জান॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান
সো সুখে তুহুঁ ধনি ভেলি অগেয়ান॥
ধরণি বিলম্বিত বিরস-বয়ান।
কাহে বাঢ়াহ অকারণ মান॥
শ্যাম-কলেবর ধূলিক সাত।
মলিন বদন ভেল দুবর গাত॥
কমল-নয়ানে নীর ঘন গলই।
তোহার অরুণ দিঠি নিঝরহি ঝরই[১]॥
সো তনু ছট-ফট মদনকি বাণে।
তোহারি মরম-দুখ মরমহি জানে॥
করুণ-নয়নি ঠেঠহ পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস[২]॥

সা. প (২)—১০৪ তরু ৬০৫
ক. বি. ১৬৬৯

পাঠান্তর—সা. প. পুথির শেষ চারি চরণ এইরূপ :—
সো মুখ নিরস না কহ কনি।
ধরণী লম্বিত তুহু বিরস বয়ানি॥
তেজি মান চল সো পহু পাশ।
চরণে লাগি কহে গোবিন্দদাস॥

শব্দার্থ—কোরে রহিতে যো ইত্যাদি—যাহারা পরস্পরের ক্রোড়ে থাকিয়াও দূরে রহিয়াছে মনে করে, তাহারা এখন কেমন ভিন্ন ভিন্ন থাকিয়া কাঁদিতেছে! তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান ইত্যাদি—সুন্দরি! হরি তোমার জন্য যে ধ্যান করেন এই সুখেই তুমি অজ্ঞান হইলে, তাহার দুঃখের কথা ভাবিয়া দেখিলে না? সে মাটীতে লুটাইয়া মুখ ভার করিয়া আছে। কেন অকারণ মান বাড়াইতেছ? শ্যামের দেহ ধূলায় ধূসরিত, তাহার মুখ মলিন, দেহ দুর্ব্বল। তাহার কমলনয়নে অবিরত জল পড়িতেছে, তোমারও অঝোর ধারায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ লাল হইয়াছে।

৪৭৫

নিজ তনু জারি দহন সঞে কাজর
শ্যাম ভ্রমর সম ভেল।

সো মুখ হেরি সদয় তুহুঁ সুন্দরি
নয়ন কমল মাহা কেল ॥
মানিনি না বুঝিয়ে তোহারি বিলাস।
যে দিঠি লাগি হাম পুন জলতহি
দারুণ বিরহ হুতাশ ॥
সখি সঞে কত কহত যব হেরসি
বেরি একু নয়ন তরঙ্গ।
সো কাজর সঞে নিজ তনু পরিখিএ
কো অতি শ্যামর অঙ্গ ॥
রসবতী হৃদয়ে কবহু জনি পরশয়ে
ঐছন বিরহ হুঁতাশ।
কর-অরবিন্দ পরশি বরু পেখত
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—১৫১
বরাহনগর পুঁথি ৪ (৩)—৩৬

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, নিজের দেহ বিরহরূপ আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ ভ্রমরতুল্য হইয়াছে। কাজলের সঙ্গে নিজের দেহ মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, কার বর্ণ বেশী শ্যাম। কিন্তু কৃষ্ণ রাধার আলিঙ্গন চাহিতেছেন না, কেননা তাঁহার হৃদয়ের সন্তাপে শ্রীমতী জ্বলিয়া যাইতে পারেন; তাই কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, আলিঙ্গন না করিয়া এবং করকমলস্পর্শে পরীক্ষা করিয়া দেখ শ্যামের বুকে কতখানি তাপ।

৪৭৬

তথা রাগ

মুঞি জানহুঁ হরি রাইক পরিহরি
স্বপনহুঁ আন না জান।
বিদগধ-বাদে কোই পরিবাদব
তেঞি কিয়ে তেজবি কান ॥
সুন্দরি নাগর নাহ সুজান।
কুন্তল-পিছে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান ॥
যাকর মুরলি আলাপনে কত কত
কুল-রমণীগণ ভোর।
তোহারি-প্রেম-ভরে বাত না নিকসই
ততয়ে কি মানসি থোর ॥
প্রেমক দহন প্রেমপয়ে শীতল
আন হোত নাহি আন।
কিশলয় মলয়জ চন্দনে দগধই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

সা. প. (১)—১৬১ তরু ২০৩৯, সমুদ্র ২০৫, ক্ষণদা ২০।৪

পাঠান্তর—ক্ষণদাতে আরম্ভ—দেখ সখি! নাগর নাহ সুজান। সমুদ্রে আরম্ভ—দেখ সখি নাগর সুজান। এই দুই সঙ্কলনে প্রথম চারি চরণ নাই।

ব্যাখ্যা—আমি বেশ জানি যে, হরি রাই ছাড়া আর কাহারও কথা স্বপ্নেও ভাবেন না। এরকম ক্ষেত্রে কেউ যদি তাঁহাকে রসিক নাগর বলিয়া অপবাদ দেয়, তাহা হইলে কি তুমি কানাইকে ত্যাগ করিবে? হে সুন্দরি! তোমার নাগর সুজন। তিনি তাঁহার মাথার চুল দিয়া তোমার চরণ মুছাইলেন; তবে আর কেন মান করিয়া থাকিতেছ? যাহার মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া কত কুলবতী নারী পাগল হয়, তিনি তোমার প্রেমভরে কথাটি পর্য্যন্ত বলিবার শক্তি হারাইয়াছেন, একি কম কথা? প্রেমাগ্নির জ্বালা প্রেম-জলেই শীতল হয়। অন্য জিনিষ দিলে বিপরীত ফল হয়। তাই কিশলয়, মলয়পবন ও চন্দন-প্রয়োগে জ্বালা বাড়ে; এ কথার সাক্ষী গোবিন্দদাস।

৪৭৭

ভূপালী

তেরছ নয়নে ধনি হেরই বামে।
তহি নহি দেখল নাগর শ্যামে ॥

চমকি উঠই তব চৌদিশে হেরি।
সখিগণ আড়ে নেহারত গোরি॥
যব নহি দেখল নাগর কান।
দূরহি দূরে গেও রোখ সঞে মান॥
তবহি করই ধনি কত অনুবন্ধ।
হিয়পর জাগল সো মুখচন্দ॥
সখিরে পুছই তব কাঁহা মঝু নাহ।
কহইতে বাঢ়য়ে বিরহক দাহ॥
গোবিন্দদাস কহ কৈছন মান।
অবিচারে কাহে উপেখলি কান॥

অ ৯৪

শব্দার্থ—তেরছ নয়নে—বঙ্কিম দৃষ্টিতে। আড়ে—আড়চোখে। রোখ সঞে মান—রোষও দূরে গেল, মানও দূর হইল।

৪৭৮

কামোদ

অন্তরে উথলল প্রেম-তরঙ্গ।
গোই রোই চলু দোতিক সঙ্গ॥
আগুসরি ধরতহি দোতিক পাণি।
মঝু লাগি যতনে কহবি দউ বাণি॥
ধনি যদি রোখে সহবি নিজ গায়।
ইথে লাগি তুহারি ধরত হম পায়॥
এত কহি নাহ দোতি দুহুঁ মেল।
কুঞ্জ-নিয়ড়ে আসি উপনিত ভেল॥
নাগর অঙ্গ-গন্ধ ধনি তহি পাই।
তৃষিত চাতকি জনু চৌদিগে চাই॥
তৈখনে সুমুখে আয়ল যব কান।
নাহ হেরি ধনি বাঢ়ল মান॥
গোবিন্দদাস কহ কি কহব হাম।
আপনে ভাঙ্গহ মানিনি-মান॥

অ ৯৮

শব্দার্থ—গোই রোই চলু—গোপনে কাঁদিয়া চলিল। দউ বাণি—দুটী কথা। ধনি যদি রোখে ইত্যাদি—সেই সুন্দরী যদি রাগ করিয়া দুকথা শুনাইয়া দেয়, তাহা সহ্য করিয়া লইও।

৪৭৯

ধানশী

নাগর পুন যাই পদ ধরি সাধই
তবহুঁ সদয় নহ রাই।
আকুল চিত-মন ছল ছল লোচন
কাতরে সখি মুখ চাই॥
ললিতা ললিত বচনে কত বোলই
শুন বৃষভানু কুমারি।
কোন পরাণে তুহুঁ নাহ উপেখলি
কারণ বুঝই ন পারি॥
বিশাখা কহত নহত ইহ সমুচিত
সো বহু বল্লভ কান।
ফিরি যব যায়ব খোজি ন পায়ব
দগধবি হমার পরাণ॥
তুঙ্গ ভঙ্গি করি কহতহি বেরি বেরি
হম সব নহি তুয়া কাজে।
হিত কহিতে যদি অনহিত মানসি
ঘরে বসি করহ বিরাজ॥
চিত্রা চতুরি মধুর করি বোলই
মানে রহলি তুহুঁ মাতি।
তোহারি নাহ চরণে পড়ি কান্দই
হেরইতে বিদরয়ে ছাতি॥
সুদেবি সমুখে আসি বলে মোরা তুয়া দাসি
শুন রাই কর অবধান।
খেম অপরাধ পাদ ধরি সাধহুঁ
তেজ ধনি দারুণ মান॥
সবহুঁ সখী মিলি করই পুটাঞ্জলি
কর পদ ধরি কত সাধে।

সখিগণ লখে বচন তহি বোলই
তবহুঁ না মানই রাধে ॥
মন-অনুরাগে ভরল বর-নাগর
রোই রোই চলি যাই।
আকুল নাগর অন্তর গর গর
গোবিন্দদাস রস গাই ॥

। ১০২

শব্দার্থ—দগধবি হমার পরাণ—তোমার দয়িত ফিরিয়া গেলে শেষে আমাদের প্রাণ জ্বালাইয়া মারিবে।

সখি! তাহার পক্ষেই মান করা সম্ভব যে ধৈর্য্যরূপ সোনা দিয়া হৃদয়রূপ পাষাণ বাঁধিয়াছে। (অত্যন্ত কঠিনহৃদয়া নারীই হরির উপর মান করিতে পারে।) বিছরত মনে রহু জাগি—ভুলিবার চেষ্টা করিলে আরও বেশী করিয়া মনে পড়ে। নিন্দহুঁ সপনে ইত্যাদি—নিদ্রার মধ্যেও স্বপ্নে সে ছাড়া অন্যকে দেখি না। গোবিন্দদাস বলেন, এতো পরম সৌভাগ্যের কথা।

৪৮০

সুহই

বারত নয়নলোরে পরিপূরিত
যৈখনে সো মুখ চাহ।
দেয়ত ঘুঁঘট পলটি পুন আওত
মান কৈছে নিরবাহ ॥
সজনী হরি সঞে সো করু মান।
যে গুণবতি ধনি ধৈরজ-কাঞ্চনে
বান্ধল হৃদয়-পাষাণ ॥
গুণি গুণি দোখ রোখ যব মানিয়ে
তৈখনে উপজয়ে হাস।
করইতে কঠিন বচন যব সাঁচিয়ে
নিকসই মধুরিম ভাষ ॥
চলইতে অনত চরণ ফিরি আওত
বিছরত মনে রহু জাগি।
নিন্দহুঁ সপনে আনি নহি হেরিয়ে
গোবিন্দদাস কহ ভাগি ॥

অ ১০০

ব্যাখ্যা—বারত নয়ন লোরে ইত্যাদি—যখনই তাহার মুখের দিকে চাওয়া হয় তখন চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া বাধা দেয়। ঘোমটা দিলে চক্ষু পুনরায় ফিরিয়া আসে।

৪৮১

বালা ধানশী

সজল পঙ্কজ-দল পদুমিনি আলী।
পরশিতে তরসি চমকে বনমালী ॥
সো তনু ছটফটি হেরি হিয়-সাধে।
লেপইতে চন্দনে লাখ হয়ে বাধে ॥
শুন শুন সুন্দরি পড়লিহ চরণে।
না জানি কি হয়ে তুয়া বিরহক বেদনে ॥
তিলে কত মুরছি পড়য়ে পহু ভোর।
অনুখণ গলয়ে নয়নে বহু লোর ॥
ফুকরি ফুকরি ঘন রোয়ই শ্যাম।
ঘর ঘর শবদে লেই তুয়া নাম ॥
তাহে বেঢ়ি রোয়ই প্রিয় সখিগণ।
বুঝি আওলুঁ হম তুহারি সদন ॥
তুহুঁ মানিনি অতি করসি উদাস।
কিয়ে সমুঝায়ব গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (২)—১০৪ অ ১০৩, গীতচন্দ্রোদয় ২৪০

ব্যাখ্যা—বনমালী বিরহে এমনই আকুল যে, সজল পদ্মের দল ও পদ্মিনীতুল্য সখীকেও স্পর্শ করিতে ভয়ে চমকিয়া উঠেন। অতি করসি উদাস—অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখাইতেছ।

৪৮২

দেশকার

রাইক সংবাদ কো আনি দেব
এমন ব্যথিত কেহ নাই।
মান ভরমে ভরে হাম চলি আয়নু
প্রাণ রহল তছু ঠাঁই ॥
রাই আপন বিপদ নাহি মানি।
হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়ব
ধনী জনি তেজয়ে পরাণী ॥
গুরুজন গঞ্জন ভঞ্জন লেওল
নিজপতি বিবিধ বিধানে।
হামারি কারণে ধনী এত দুখ সহতহি
তবে করল তু মানে ॥
রাইক গুণগান সোঙরি সোঙরি পুন
তেজব পাপ পরাণ।
গোবিন্দদাস কহে ধৈরয ধর চিতে
রাই সনে মিলব কান ॥

ক. বি. ১৫৫৯

ব্যাখ্যা—ধনী জনি তেজয়ে পরাণী—আমার নিজের দুঃখের কথা গণনা করি না। আমার অদর্শনে রাই কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি। সেই সুন্দরী যেন প্রাণত্যাগ না করে।

৪৮৩

সুন্দরি সঙ্গহি রাখবি কাহ্নে।
হাম অনুগত জন তুয়া পদ সেবিব
সমীপে রহব নিশি দিনে ॥
মৃগমদচন্দন অঙ্গহি লেপব
সীথেঁ দেওব সিন্দুরে।
রতন মঞ্জির চরণে পরাওব
কুঞ্চিত সকুঞ্চিত চীরে ॥
তুয়া পদ পরশে ভাব যব হোয়ব
যতনে নিবারব চীতে।
গোবিন্দদাস কহ কপট সুনাগর
ছোড়হ ঝুটকি বাতে ॥

স ৩৯২

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, হে সুন্দরি! কানাইকে সঙ্গে রাখ। তুয়া পদ পরশে ভাব যব হোয়ব—তোমার চরণ স্পর্শ করিলে আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিবে তোমার সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিবার জন্য, কিন্তু আমি কথা দিতেছি যে, ঐরূপ ভাব মনে জাগিলে আমি তাহা যত্ন করিয়া নিবারণ করিব। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, হে কপট সুনাগর! এসব মিছা কথা বলা ছাড়।

৪৮৪

মুকুট উতারি জটাজুট বান্ধল
পহিরল ফটিক মাল।
চন্দন উতারি ভসম চড়াওল
বাউলবেশ বনাল ॥
পীতধটি ছোড়ি কোপিন পহিরল
শঙ্খ কি কুণ্ডল কানে।
ময়ূরক পুচ্ছ হাত ধরি মাধব
আওল শিঙ্গারব করতহি।
গোরখ জাগাই জটিলা ভীখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথ ঢুলাওত
বুঝল ভীখ নাহি লেল ॥
জটিলা কহত কিএ তুহুঁ মাঙ্গত
যোগী কহত বুঝাই।
তো বধূ হাথ ভীখ হাম লেয়ব্বি
তুরতহিঁ দেহ পাঠাই ॥
পতিবরতা বিনু ভীখ যদি লেয়ব্বি
যোগিবরত ভএ নাশ।

তাকর বচন শ্রবণে তনু পুলকিত
ধাই কহল বধূপাশ ॥
দ্বারে যোগিবর শরির মনোহর
জ্ঞানী বুঝলুঁ অনুমানে।
প্রেম ভকতি করি রতন থারি ভরি
ভীখ দেহ তছু ঠামে ॥
গোধুম চুর্ণ পুর্ণ করি থারহিঁ
রতন কটোরহিঁ ঘিউ।
করে কর জোড়ি লেহ করি ফুকরই
তাহে হেরি থর থর জিউ ॥
যোগী কহত হাম ভীখ নাহিঁ লেয়ঙ্গি
ও মুখ বচন এক চাই।
নন্দ-নন্দন পর যো অভিমানহ
মাফ করহ ঘর যাই ॥
হাসি হাসি মুখ ঝাপল জানল
ভেখধারি নটরাজ।
গোবিন্দদাস কহ রসিক শিরোমণি
সাধল মানস কাজ ॥

সা. প. (২)—১৪১ সং ৪০৭
নবাহ ৬ (১০২৬)—২ রুক ৩৯৮
ক বি. ১৫৩

পাঠান্তর—প্রথম চারি চরণ সা. প. পুথি হইতে গৃহীত। তরুতে আরম্ভ—গোরখ জাগাই, শিঙ্গারব করতহিঁ।

শব্দার্থ—গোরখ—গোরক্ষকদিগকে। জাগাই—জাগাইয়া। পতিবরতা—পতিব্রতা।

৪৮৫

ললিতা ললিত বচনে রহ কহলহি
শুন বৃষভানু-কুমারি।
এ হেন সম্বাদ বাম পদে কাহে ঠেলসি
পুন নাহি পায়বি ফেরি ॥
হাম তুয়া সঙ্গিনি রঙ্গিনি রসিকিনি
সে সব সময়ক সাথি।
অব তুয়া রীত চিত নাহি সমুঝিয়ে
না বুঝিয়ে বচনক ভাঁতি ॥
কি কহব কি তোহে ককিলে কী হোয়ব
বাত না রাখবি মোর।
ব্রজকুল চাঁদ চরণে ধরি লোটত
এ কিয়ে দুরমতি তোর ॥
করে ধরি কত শত নীত বুঝায়লু
তবহু সদয় নাহি ভেল।
হই অবনতমুখী নখে মহি লেখই
গোবিন্দদাস চিত শেল ॥

ক. বি. ১৬১৫

শব্দার্থ—রহ কহলহি—গোপনে বলিল। ককিলে কী হোয়ব—কি করিলে কি হইবে। নীত বুঝায়লু—নীতি কথা বুঝাইলাম।

৪৮৬

গলে অম্বর ধরি জোরি যুগল কর
বিশাখা সখি পুন কহই।
হাম সব কহে তুয়া অনুগা কহইয়ে
মিছাই নিকটে তব রহই ॥
মানিনি মান সমাপি সদয় হও
হেরহ নাহ-বয়ান।
খেনে দোষ বাত কত কও হোয়ত
জারেত সব দিন না রহে সমান ॥
পুন অবধি ল রাই।
যে কয়লি সে কয়লি অব ঝুট নাহি সাজই
করে ধরি লাখ বুঝাই ॥
এত শুনি রাই বদন ফেরি বৈঠল
বিশাখার বচন উপেখি।
নাস অঙ্গুলি করি সব সখি রহতহি
গোবিন্দদাস দূরে দেখি ॥

ক. বি. ১৬১৮

শব্দার্থ—গলে অম্বর ধরি—গলবস্ত্র হইয়া। নাস অঙ্গুলি করি—নাসিকার উপর অঙ্গুলি দিয়া। আমরা এখন অবাক্ হওয়া অর্থে গালে হাত দেওয়া বলি, গোবিন্দদাস বহুস্থানে ঐ অর্থে 'নাকে হাত দেওয়া' প্রয়োগ করিয়াছেন।

৪৮৭

চিত্রা চতুরি চরণে ধরি রোওত
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান।
গদ গদ ভাস প্রকাশি কত কহতহি
রাই রহু মুদিত নয়ান॥
হরি হরি বজর সমান হিয়া রাধা।
এ সুখ সম্পদ বিধি দেই লেওল
মিটল পিরিতক সাধা॥
সখি সব কাতরি উমরি ঝুমরি
কত রোওত লুঠত পদ আগে।
কত কত বচন রচন কাহ কেবল
মান সমাধি ভিখ মাগে॥
এতহি বিনয়ে ধনি নয়ান না হেরই
নাগরি চরণে পড়িয়াছা।
সখিগণ আদন রোল গোল ভেল
গোবিন্দদাস কান্দে পাছা॥

ক. বি. ১৬১৯

শব্দার্থ—চিত্রা চতুরি—সুচতুরা চিত্রা। বজর সমান—বজ্রতুল্য। মান সমাধি ভিখ মাগে—সখীরা রাধার কাছে মান শেষ করা রূপ ভিক্ষা চাহিল।

৪৮৮

চম্পকলতি অতি ধূলহি ধূসর
রাই চরণ ধরি মাথে।
লহু লহু বচনে কতহু করু কাকুতি
রাই সদয় নহ তাথে॥
হরি হরি দারুণ মানিনি মান।
সখিগণ বচন শ্রবণে নাহি শুনত
কিয়ে ইহ কঠিন পরাণ॥
রহি রহি রাই হুহুঙ্কত করতহি
ঘন ঘন দীঘ নিশাস।
বুঝল রাই সঙ্গ নাহি হোয়ত
সখি সব ছোড়ল আশ॥
অনুক্ষণে রাই বনে বনে
হেরি নয়ন পুন মুদই।
চম্পকলতি অতি দূরহি বৈঠল
গোবিন্দদাস রস বদই॥

ক. বি. ১৬২০

শব্দার্থ—চম্পকলতি—চম্পকলতা নামে অষ্টসখীর মধ্যে একজন। লহু লহু বচনে—মৃদু বচনে।

৪৮৯

রঙ্গদেবি সখি রঙ্গ ভঙ্গি করি
কহে কত বচন রসাল।
আহা মরি হরি পদতলে পড়ি রহু
মঝু মনে বাজত শাল॥
সুন্দরি তোহে উপদেশ কোই।
সে হেন প্রেম কাহে অবহেলে খোয়সি
বলি চরণে পড়ি রোই॥
এক বেরি হৃদয় সদয় তুহু হোয়ত
মনে করি তেজিয়ে মান।
পুন পহু গরবে গোঁয়ার মতি উলটই
মান ভেল মেরু সমান॥
ক্ষেণে এক রাইক রোখ নাহি টুটত
দগধল সহচরি বৃন্দে।
রঙ্গদেবি কঙ্কণ শিরপরি মারত
কি কহব দাস গোবিন্দে॥

ক. বি. ১৬২১

শব্দার্থ—পুন পহু গরবে গোঁয়ার মতি—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোঁয়ার, তিনি গর্ব্ববশে মত বদলাইতে পারেন। মান ভেল মেরু সমান—তোমার মান সুমেরু পর্বতের মতন উচ্চ ও অলঙ্ঘনীয় হইল।

৪৯০

সুদেবি সুমতি অতি রাই সোহাগিনি
বৈঠল নিকটহি যাই।
দহু দহু ক্ষিতিসহ কহি বচনামৃত
হাসি হাসাইতে রাই॥
হরি হরি রাধা সহজই বামা।
অহনিশি প্রেম কুটীল গতি যাকর
কি করব সহচরি নামা॥
কত পরকার করি রাই মানাইতে
সো জনু কো কাহু কহই।
প্রেম অমিয়া রস অবধি এই জানল
কো ধনি ইহ দুখ সহই॥
সব পুর নাগরি তুঙ্গ আদি করি
সখিগণে লাগল ধন্দ।
সুদেবি সোহাগ অতি দূরহি দূরে গেও
গোবিন্দদাস অতি মন্দ॥

ক. বি. ১৬২২

শব্দার্থ—সব পুর নাগরি তুঙ্গ আদি করি—তুঙ্গবিদ্যা প্রভৃতি সব নগরের নাগরী। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রমভক্তিচন্দ্রিকায় অষ্টসখীর নাম—

রাধিকার সখী যত তাহা বা কহিব কত
মুখ্য সখী করিব গণন।
ললিতা বিশাখা তথা চিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা এই অষ্ট সখী লেখা
এবে কহি নর্ম্মসখীগণ॥

৪৯১

তুঙ্গবচন প্রকাশি তুঙ্গ দেবি
সহি সহি রহি নাহি পারি।
ঝোকি রোখি কত কহই বচন কট
পুন পুন রাই নেহারি॥
সুন্দরি কি তুহু নাগর আগে।
ব্রজকুল-নন্দন পদতলে লোটত
মান অধন ধন মাগে॥
হাম সব সহচরি তনু মন দগধিলি
তুহু অতি মুগধিনি বালা।
সাধের বন্ধুয়া তোর কত দুখ পাওত
জারত বিরহক জ্বালা॥
কি ধন লাগি তুহু নাগর উপেখলি
হাম সবে দেউলি পিঠ।
আপন গুনাগুন কছু নাহি জানসি
বোলসি নাগর ঢিঠ॥
এতহু বড়ক বোল শুনি বর নাগরি
না হেরল নাগর পানে।
জানিলু তুহু সে মুগধি গোয়ালিনি
গোবিন্দদাস পরমানে॥

ক. বি. ১৬২৩

শব্দার্থ—তুঙ্গবচন—উচ্চশব্দ। মান অধন ধন মাগে—মানরূপ অধনকে ধন বলিয়া তাহা ভিক্ষা চাহিতেছে। নাগর ঢিঠ—ধৃষ্ট নাগর।

৪৯২

অবশেষে ইন্দুরেখি ধীরে ধীরে যাই
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
কি কহব কহিতে বচন না স্ফুরই
রহু জনু ভীত চকিত॥
শ্রীরাধে চাহ হাস খেলিয়ে বয়ান।
মান রতন লেই পর মহা বিরমহ
নাহ তুয়া করল পয়ান॥

শুন সব সহচরি ললিতাদি করি
গলহি অম্বর ধরি সাধে।
কত কত লাখ লাখ বচনে সব সাধিল
তবহু সদয় নহি রাধে॥
নীরব সখিগণ বাক রোধ ভেল
নাগর গনল নৈরাশ।
সো পথে রোই রোই চলল বর নাগর
দেখত গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১৬২৪

শব্দার্থ—ইন্দুরেখি—ইন্দুরেখা।

৪৯৩

সুহই

উপেখল রাই জানি বর নাগর
মনদুখে করল পয়ান।
ছিয়ে ছিয়ে নিলজ্জ পরাণ নহি রাখব
মনহি কয়ল অনুমান॥
হেনই সময়ে সব সহচরি-মণ্ডলি
ধাই আয়ল তছু পাশ।
রহ রহ কাহে বিমুখ ভই যায়ব
হম সব পুরায়ব আশ॥
শুন শুন ব্রজ-যুবরাজ।
তুহুঁ লম্পটপন কবহুঁ ন ছোড়বি
দগধবে রমনি-সমাজ॥
তুহারি চরণ ধরি সাধলুঁ কত বেরি
বৈরিক সঙ্গ তুহুঁ ছোড়।
চন্দ্রাবলি-মুখ-সুধা পায় মাতলি
বচন না শূনলি মোর॥
উৎকট শপথি করহ সখি-মণ্ডলি
পুন হেন না করবি আর।
রাই হমারি তুহে অনুকূল হোয়ব
এথির বচন কহি সার॥

পুন যাই পদ-তল ধরি কত সাধহ
হম সব কহব বুঝাই।
তৈখনে দন্দক বন্ধ সব মীটব
গোবিন্দদাস রস গাই॥

ক. বি. ১৬১৪ অ ১০১

৪৯৪

রাই করল যব গাঢ়ই মান।
দূরহি বৈঠল নাগর কান॥
কর-রেখা দেখি বন্ধু অবনত মাথ।
দূতিক সম্বোধি কহতহি বাত॥
কর-রেখা দেখি হাম করিনু বিচারি।
মঝু পরমায়ু আছে দিন দুই চারি॥
এতেক বচন শুনি কহে বিনোদিনী।
কি কথা কহিলে ওহে শ্যাম গুনমনি॥
যে কথা কহিলে বন্ধু না কহিও আর।
মঝু পরমায়ু আধ তুঝে দিনু দান॥
গোবিন্দদাস করিয়া বড়াই।
রাধাকৃষ্ণ সম প্রেম কভু দেখি নাই॥

ক বি. ১৬৭৭

মন্তব্য—রাধার মানভঙ্গ-চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের শেষ অস্ত্র হইল নিজের হস্তরেখা বিচার করিয়া বলা যে, আমার আর অল্পই আয়ু আছে। সেই অস্ত্রপ্রয়োগ ও তাহার ফল এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

৪৯৫

ধানশী

মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল।
কতহু যতনে কত পরকারে বুঝাওনু
তবহি উত্তর নাহি দেল॥
তোহারি পরসঙ্গ শুনায় যদি সুন্দরি
শ্রবণ মুদয়ে তুহুঁ পানি।

তোহারি পিরিতি কিরিতি করি মানই
সো অবলা পন্থ জানি ॥
তোহারি·· তাম্বুল ধরল
মুহ রাইক আগে।
কোপে কমলমুখি পালটি না হেরই
রহই বিমুখ বিরাগে ॥
যে বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কোন মিটায়ব মান।
গোবিন্দদাস কহ অনুমানে বুঝহ
আগে পধারহ কান ॥

ক. বি ১৬৯১

শব্দার্থ—স্বাধীনা—কাহারও কথা যে মানে না। শ্রবণ মুদয়ে দুহুঁ পাণি—কথা বলিলে হাত দিয়া কান বন্ধ করে, যাহাতে কথা শুনিতে না হয়।

৪৯৬

ধানশ্রী

শ্যামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দুর-চিহ্ন কিয়ে আরকত সাঁজ ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখপদ কিয়ে নব শশিক সঞ্চার ॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কানু।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভাণ ॥
পুন অনুমানি হাম ভেল ভোর।
ঢীট কানাই কয়ল মোহে কোর ॥
তবহিঁ যতন করি করইতে মান।
হাস-কুমুদে সবহুঁ ভেল আন ॥
মানিনি-মান-গরব ভেল চূর।
নাগর আপন মনোরথ পূর ॥
তবহিঁ কি জানব সো দিন রাতি।
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি ॥

সা. প. (১)—২১৪ তক ৩৮: এবং ৬১১, সং ৩৭৫
বৃ ২৪ রসমঞ্জরী ৩৭

শব্দার্থ—শাতি—শাস্তি। কোথাও কোথাও ঐ শব্দ 'সাঁখি' লেখা হইয়াছে। রাতির সহিত 'শাতি'ই বেশ মেলে।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দেহে গত রজনীতে শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ নায়িকার সহিত (চন্দ্রাবলীর সহিত) বিহারের চিহ্নসমূহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শ্রীরাধা বলিতেছেন—সামনে একি শ্যামতনু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছি, না অন্ধকার বিরাজ করিতেছে? একি সিন্দুরের দাগ, না প্রদোষের রক্তাভ শোভা? তাহার গলায় একি ছিন্ন হার দেখিতেছি, না তরল তারা (যাহা স্থানচ্যুত হইয়াছে)? একি নখচিহ্ন না নবশশিকলার উদয়? এইরূপ নানা দোষের আকর (অথবা দোষা, রজনী করে যে অর্থাৎ অন্ধকার) কৃষ্ণকে দেখিয়া সকালকে মনে হইতেছে রাত্রি। ফের ভাল করিয়া দেখিয়া মনে হইল কৃষ্ণ বটে, এবং আমি অচেতন হইলাম। ধৃষ্ট কানাই এই অবসরে আমাকে আলিঙ্গন করিল। তখনও আমি মান করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহার হাস্যকুমুদে সব ভুল হইয়া গেল। আমার মানিনীর মানগর্ব চূর্ণ হইল। নাগর আপনার মনের অভিলাষ চরিতার্থ করিলেন। তখন আমি সম্ভোগ-রসে অচেতন হইলাম; তাই দিন কি রাত্রি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, ইহাই তোমার উচিত শাস্তি।

কলহান্তরিতা

৪৯৭

শ্যাম উপেখি রাই ক্ষিতি লেখত
অধোমুখে রোয়ত তাঁহি।
রাইক পাশ দূতী চলি আয়ত
হেরত পুন পুন চাহি ॥
দূতি কহত তব কহ কহ রে সখি
অব কাহে রোয়ত রাই।
হাম বড় দুখিনি তুয়া মুখ চাহত
তুয়া বিনু আর কোই নাই ॥

কহি এক অকপট মানে ভরল হাম
কত রূপে সাধল নাহ।
হাম নাহি পালটি নেহারলু সো মুখ
রোখে বিমুখ ভৈ গেহ॥
পিয়া দরশন বিনু অব জিউ নাহি রহে
নিরবধি মঝু মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব আনি মিলায়ব
তবহি মনোরথ পুর॥

ক. বি. ১৭১৫

মন্তব্য—ইহার ভণিতাটী লক্ষ্য করিবার মতন। গোবিন্দদাস যদি দূতীরূপে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া মিলন সংঘটন করান, তবেই মনোরথ পূর্ণ হইবে। ৫০৬ পদের ভণিতাও দ্রষ্টব্য।

৪৯৮
ললিত বিভাস

কানু উপেখি ধনি ভাবই একাকিনি
বিরলহি মন্দিরে বসি।
নয়নক নীর অবিরত গলতহি
বদন-কমল যায় ভাসি॥
হেট বয়ানে রসবতী।
পিয়াক গুণ যত চীতহি ভাবত
নখে করি লিখতহি ক্ষিতি॥
বিরস বদন করি আছয়ে সুন্দরী
সখিগণ মীলল পাশ।
নাহ বিমুখ হেরি কান্দয়ে ফুকরি
কহতহি গোবিন্দদাস॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি

৪৯৯
তিরোতিয়া সুহই

সজল নয়নে রয়নি জাগি।
সেবলোঁ চরণ হৃদয়ে লাগি॥
দারুণ মদন যে দুঃখ দেল।
মুরছি চেতন রতন লেল॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ সে জান।
যৈছন সেবক নাগর কান॥
খলক বচনরচনে রাই।
নিঠুর হৃদয়ে ভৈ গেল তাই॥
তুহুঁ সে যতেক কহলি হিতে।
অহিত অহিত কয়লি চিতে॥
অতয়ে সে ধিক্ মরম জানি।
বিজন আওলোঁ মরণ মানি॥
কাম সাগরে মরব হামে।
জপত জপত বেকত নামে॥
যৈছনে পায়ব সো পদ রাতা।
তৈছন যতনে সেবব ধাতা॥
যৈছনে পূরব মন উলাস।
করব তৈছন গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১৭৪৩ সমুদ্র ১৮৯, অ ৯৫

ব্যাখ্যা—সজল নয়নে রয়নি জাগি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ সারারাত্রি জাগিয়া সজল নয়নে আমার চরণ দুখানি বুকে ধরিয়া কত সেবা করিলেন ও সাধিলেন। দারুণ মদন বড়ই দুঃখ দিল, আমাকে মূর্চ্ছিত করিয়া আমার চেতনরূপ রত্ন হরণ করিল। তুহুঁ সে যতেক কহলি হিতে—তুমি হিতকথা অনেক বলিলে কিন্তু মনে করিলাম যে, উ বুঝি অহিত ও অমঙ্গলকর। কাম-সাগরে মরব হামে—শ্রীকৃষ্ণের যে নাম জগতে ব্যক্ত সেই নাম জপিতে জপিতে আমি কামসাগরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

৫০০
ধানশী

যব তোহে কহলুঁ বেরি বেরি।
রোখে রাতুল দিঠি রহু মুখে হেরি॥
পায়লি সরবস তুহুঁ করি মান।
বিনি দোখে উপেখলি নাগর কান॥

অমিয়-বিরিখ তুহুঁ না চিনলি রাই।
পরিহরি পীযূষ পিয়লি বিখতাই ॥
বিহি চির-পুণ্যে পরশ আনি দেল।
হেলে রতন-মণি চরণহি ঠেল ॥
দোসরি কহলিহ করকশ ভাষ।
কৈছে মিলায়ব গোবিন্দদাস ॥

অ ৯৬

শব্দার্থ—তোহে—তোমাকে। রোখে—রোষে, রাগ করিয়া। রাতুল দিঠি—রক্তদৃষ্টি। সরবস—সর্ব্বস্ব। অমিয়-বিরিখ—অমৃতবৃক্ষ। করকশ ভাষ—কর্কশ কথা।

৫০১

ধানশী

রাইক মনে বিরহ জানি সো সখি
চললহি শ্যামর আগে।
দূরহিঁ তাকর বদন হেরি নাগর
মানল আপন সোহাগে ॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
আদর বিনহি সোই বহুবল্লভ
তাকর নিকটে উপনীত ॥
সোই কহত তুহুঁ কৈছন পীরিতি
রীতি বুঝয়ে নাহি পারি।
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আওলি ছারি ॥
আপনক দোষ জানসি যদি মনমাহা
কাহে বাঢ়াওলি বাত।
গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আপে চলহ মঝু সাথ ॥

সমুদ্র ১৯৪, তরু ৪৪৪

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—রাইক বিনয় বচন শুনি সো সখি।

শব্দার্থ—সোহাগে—সৌভাগ্যে। তোহে রোখল—তোমার প্রতি ক্রোধ দেখাইল। মনমাহা—মনের ভিতর। কাহে বাঢ়াওলি বাত—কেন কথা বাড়াইলে?

মন্তব্য—পদামৃতমাধুরীতে (২।২২৬) 'সোই কহত তুহুঁ কৈছন পিরিতি' স্থলে 'দূতী কহত তুয়া কৈছন পিরিতি' আছে এবং তাহার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত অংশ আছে—

চটপটি ধূলি ঝাড়ি নাগর বৈঠল হরি
দূতী আন পথে গেল।
দূতী দূতী করি বহুত ফুকারই
শুনি দূতী উত্তর না দেল ॥
পুনহি ফুকারত কান।
দূতী কহত পুন মোহে কোন বোলাওত
নাগর কহতহি হাম ॥
ইহ কাহে বৈঠলি মোহে বোলায়লি
তুরিতে কহত তুহুঁ মোয়।
শ্যামা সখি মোহে ঐ বোলায়ত
পুন আসি মীলব তোয় ॥
ক্ষণ রহ রহ বলি পন্থ অগোরই
বহুত মিনতি করি তাই।
আগু কি বাত তুহুঁ কি না জানসি
মোহে উপেখল রাই ॥

৫০২

তিরোতিয়া ধানশী

সো দেখি বচনে নাগররাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল তছু আশোয়াস।
মনমাহা হোয়ল অধিক উল্লাস ॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঙ্গে হরি করল পয়ান ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছন পায়ল কুঞ্জক ওর ॥

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদন হি ভোর।
কানু কয়ল কোরে মোছই লোর॥
মান জনিত দুখ সব দূরে গেল।
গোবিন্দদাস হেরি আনন্দ ভেল॥

সমুদ্র ১৯৫, তরু ৪৪৫

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—দূতিক বচন শুনি নাগর

ব্যাখ্যা—ইঙ্গিতে বুঝল তছু আশোয়াস—সখীর কথার ভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাহার আশ্বাসের আভাস পাইলেন। রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া শ্রীরাধার মনের মন্মথ-সমুদ্র যেন উছলিয়া উঠিল। আর তাঁহাকে দেখিয়াই এবার মান ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি কাঁদিয়া পাগল হইলেন। কোন কথাবার্ত্তার আর প্রয়োজন হইল না। শ্রীকৃষ্ণ যে ফিরিয়া আসিয়াছেন সেইটাই মানভাঙ্গার পক্ষে যথেষ্ট হইল। শ্রীরাধার ক্রন্দন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কোলে করিয়া নয়নজল মুছাইতে লাগিলেন।

৫০৩

সুহই

আন্ধল প্রেমে পহিলে নাহি হেরলুঁ
সো বহু-বল্লভ কান।
আদর-সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥
সজনী তোহে কহি মরমক দাহ।
কানুক দোখে যো ধনি রোখই
সো তাপিনি জগ মাহ॥
যো হাম মান বহুত করি সাধলোঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর দরশ না দেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই সতি ভামিনি
ঐছন কানুক নেহ॥

সা. প (১)—২১৭ তরু ৪৩৩, সমুদ্র ১৮৩
ক. বি. ১৭০২, গো ৩১ সং ৪১৫

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ করিয়াছি এই গৌরবে অন্ধ হইয়া আমি প্রথমে দেখি নাই যে, কানাই বহু-বল্লভ। তাই আরও আদর পাইবার আশায় তাঁহার সহিত কলহ করিয়াছি, এখন দিনরাত্রি যে প্রাণ জলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। সখি! তোমাকে আমার অন্তরের জ্বালার কথা বলি, শোন। কানাইয়ের দোষ দেখিয়া যে সুন্দরী রাগ করে সে জগতের মধ্যে সন্তপ্তা। আমি কানাইয়ের মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া মানকেই বড় বলিয়া মনে করিলাম। এখন তাহার প্রতিফল পাইতেছি। এখন আমি মন্মথশরে জরজর হইতেছি। কিন্তু তাহার দর্শন পাইতেছি না। এখন শুধু যে আমার মান দূর হইল তাহা নহে, তাহার সহিত আমার ধৈর্য্য (প্রতীক্ষা করার ক্ষমতা) ও লজ্জাও পলায়ন করিল। গোবিন্দদাস বলেন, হে সুন্দরি! ঠিকই বলিয়াছ। কানুর প্রেম ঐরকমই।

৫০৪

তথা রাগ

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়াওই
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি অতয়ে মানিয়ে নিজ দোখ।
মান-দগধ জিউ অবহু না নিকসয়ে
কানু সঞে কি করব রোখ॥
যো মঝু চরণ- পরশ-রস-লালসে
লাখ মিনতি মুঝে কেল।

তাকর দরশন বিনে তনু জরজর
পরশ পরশ-সম ভেল ॥
সহচরি মেলি লাখ সমুঝাওলি[১]
সো নাহি শুনলোঁ হাম[২] ।
গোবিন্দদাস কহ সরস বচনামৃতে
অব বাহুড়ায়ব[৩] কান ॥

সা. প. (১)—২১৯ তরু ৪৩৪, সমুদ্র ১৮৬
ক. বি. ১৭১৬, গো ৩১ সং ৪১৬

পাঠান্তর—তরু—(১) সহচরি মুঝে লাখ সমুঝাওল (২) তাহে না রোপলুঁ কান (৩) পুন বাহুড়ায়ব।

ভাবার্থ—কেহ যেন কুলবতী হইয়া পরপুরুষকে নয়নে না দেখে ; দেখিলেও যেন কৃষ্ণকে না দেখে। কান্তকে যদি দেখিয়াও ফেলে, তাহার সহিত যেন প্রেম না করে। আর নিতান্তই যদি প্রেম করে, তাহা হইলে মান যেন না করে। সখি, আমি নিজের দোষ স্বীকার করিতেছি। মানসন্তপ্ত প্রাণ আমার এখনও বাহির হইতেছে না। কানুর উপর কি রাগ করা যায় ? যে আমার চরণ স্পর্শ করিবার লালসায় লাখ মিনতি জানাইল, এখন তাহার দর্শন বিনা আমার দেহ জরজর হইল। স্পর্শমণির স্পর্শ-লাভের ন্যায় তাহার সঙ্গও দুষ্প্রাপ্য হইল। তোমরা সখীরা মিলিয়া কত রকমে আমাকে বুঝাইলে। সে সব আমি শুনিলাম না। গোবিন্দদাস আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, এখন সরস কথায় আমি কানাইকে এখনই ফিরাইয়া আনিব।

৫০৫

শ্রী রাগ

শুনইতে কানু মুরলি-রব-মাধুরি
শ্রবণে নিবারলোঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলো
তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়াওবি
জনম গোঙায়বি রোয় ॥
বিনু গুন পরখি পরক রূপ-লালসে
সে কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি
জিবইতে ভেল সন্দেহা ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস আশে।
সে অব নয়ন- নীর দেই সীচহ
কহতহি গোবিন্দদাসে ॥

সা প. (১)—২২৭, গো তরু ৪৩৫, সং ৪১৫
সমুদ্র ১৮৬

—অমরুশতক

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার কোন মুখরা সখী শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমের অযোগ্য তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন—সখি! যখন তুমি মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া তাহার মাধুর্যে আকৃষ্ট হইতেছিলে তখনই তোমার কান বন্ধ করার চেষ্টা আমি করিয়াছিলাম। তার পর যখন তুমি তাহার রূপ দেখিতে ব্যাপৃত হইলে আমি তোমার নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছিলাম। তাহাতে তুমি পাগলিনী হইয়া মোহবশে আমার উপর রাগ করিলে। হে সুন্দরি, তখনই তো বলিয়াছিলাম যে, ভুল করিয়া তাহার সহিত প্রেম করিতে অগ্রসর হইলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণ পরীক্ষা না করিয়া সেই একেবারে পর ব্যক্তির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কেন দেহ সমর্পণ করিলে ? তোমার এই অপরূপ রূপ-লাবণ্য দিনে দিনে খোয়াইতেছ। এখন বাঁচাই সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। তুমি শ্যামরূপ জলধরের জল পাইবে এই আশায় হৃদয়ে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছিলে। এখন নয়নজলে তাহা সিঞ্চন কর। হয়তো তাহাতে উহা সঞ্জীবিত হইতে পারে—গোবিন্দদাস ইহা বলিতেছেন।

৫০৬

সুহই

চরণে লাগি হরি হার পিন্ধায়ল
যতনে গাঁথি নিজ হাথ[১] ।

সো নাহি পহিরলুঁ দূরহি ডারলুঁ
মানিনি অবনত-মাথ ॥
সজনি কাহে মঝু দুরমতি ভেল[২]।
দগধ মান মঝু বিদগধ মাধব[৩]
রোখে বিমুখ ভৈ গেল ॥
গিরি-ধর নাহ[৪] বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি।
হাতক লছিমি চরণ পর ডারলুঁ
অব কি করব পরকারি ॥
সো বহু-বল্লভ সহজই দুল্লভ
দরশ লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব
তবহিঁ মনোরথ পূর ॥

সা. প.—(১) ২১৮, ক. বি. ১৭০৬ তরু ৪৩৬, সং ৪১৮, সমুদ্র ১৮৪
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৪২

পাঠান্তর—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে (১) চরণে ধরিয়া হরি, হার পরায়লি, গাথি আপন নিজ হাত (২) সখি হে, বিধি মোরে নিদারুণ ভেল (৩) বিমুখল মাধব (৪) গিরিধর মাধব।

ব্যাখ্যা—অনুতপ্তা শ্রীরাধা বলিতেছেন যে, অনেক যত্ন করিয়া মালা গাঁথিয়া হরি আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়া গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মানিনী হইয়া মুখ নীচু করিয়াই (একবারও তাঁহার মুখের দিকে কিম্বা মালার প্রতি না চাহিয়া) সে মালা না পরিয়া, দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলাম। সখি! আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হইল? আমার পোড়া মানের জ্বালায় বিশেষ করিয়া দগ্ধ হইয়া (অথবা বিদগ্ধ=রসিক) মাধব ক্রোধে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গেল। অমন যে গোবর্দ্ধনধারী বীর নাথ আমার, তিনি হাতে ধরিয়া কত সাধিলেন; আমি একবার ফিরিয়াও তাকাইলাম না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম, এখন কি করি? তিনি কত জনের বল্লভ; তাঁহাকে পাওয়া বড় সহজ কথা নহে; কিন্তু তাঁহাকে না দেখিয়া যে আমার মন কাঁদিতেছে। গোবিন্দদাস (গোবিন্দের দাস) যখন যত্ন করিয়া মিলন ঘটাইবেন তখনই মনের বাসনা পূর্ণ হইবে। স্বয়ং শ্রীরাধাকেও গোবিন্দের দাস অর্থাৎ ভক্তের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয়; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তেরই অধীন।

৫০৭

সুহই

যাকর চরণ- নখর-রুচি হেরইতে
মুরুছিত কত কোটি কাম।
সো মঝু পদ-তলে ধূলি লোটায়ল
পালটি না হেরলোঁ হাম ॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজ-কুল-নন্দন চান্দ উপেখলুঁ
দারুন মানকি লাগি ॥
কাতর দীঠে মীঠ বচনামৃতে
কতরূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ- সীম নাহি আনলোঁ
অব হিয়ে তুষ-দহ-দাহ ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাঁহা রহু কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝূর।
গোবিন্দদাস কহ শুন বর নাগরি
সো পহুঁ তোহারি অদূর ॥

তরু ৪৫৩, সং ৪১৯, সমুদ্র ১৮৩

ব্যাখ্যা—যাঁহার শ্রীচরণের নখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কত কোটি সংখ্যক মদন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তিনি আমার পায়ের তলায় মাটীতে পড়িয়া লুটাইলেন; আমি ফিরিয়াও দেখিলাম না। সখি! আমার অভাগ্যের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? দুর্জ্জয় মানের জন্য আমি ব্রজকুল-নন্দনরূপ চন্দ্রকে উপেক্ষা করিলাম। করুণ নয়নে আমার পানে চাহিয়া চাহিয়া অমৃতের মতন মিষ্ট বচনে নাথ আমাকে কতই না সাধিলেন। সে সব কথা আমি কানের কোণাতেই স্থান দিলাম না। এখন যেন তুষের আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া মরিতেছি। সেই রসিক দয়িত

আমার কোথায় রহিলেন, কি করিতেছেন, তাহাই মনে করিয়া করিয়া আমার মন কাঁদিতেছে। গোবিন্দদাস আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, হে নাগরীশ্রেষ্ঠা শুন, সে প্রভু তোমার নিকট হইতে দূরে নাই।

৫০৮

কানু উপেখলুঁ মোয়।
অব তনু ঘন ঘন রোয়॥
(মোর দুখ কেহ নাহি জানে।)
সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাঁহা আদর ভঙ্গ।
সহই না পারিয়ে মদন-তরঙ্গ[১]॥
এ সখি[২] কাহে উপেখলোঁ কান।
না জানিয়ে দগধি চলল মোহে মান॥
সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
সহজই[৩] সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝি করবি চতুরাই॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায়ে সোঁপলু পরাণ॥
অব বিরহে সখি সো পরবন্ধ।
কানুক যে হোয়ে নিরবন্ধ॥
জিবইতে ঐছে মিলয়ে কান।
গোবিন্দদাস কহে তোহারি[৪] গুণ গান॥

সা. প.—(১) ২২১, ক. বি. ১৭১৮ রসমঞ্জরী ৬৯, সমুদ্র ১৮৮
তরু ৪৪৩, সং ৪২০

পাঠান্তর—এই পদের প্রথমে লিখিত তিন চরণ রসমঞ্জরীতে পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থে 'সো বহুবল্লভ সহজহি ভোর' হইতে আরম্ভ। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ চরণ কেবলমাত্র রসমঞ্জরীতে আছে।

তরু—(১) বিরহ-তরঙ্গ (২) সখি হে (৩) তরুতে 'সহজই সুচতুর' ইত্যাদি দুই চরণ নাই (৪) তব তুয়া।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ বহু নারীর বল্লভ, সেইজন্য সহজেই সে বিশেষ কোন নারীর কথা ভুলিয়া যায়; তাই আমার এ বেদনার কথা কি করিয়া জানিবে? আমার ইচ্ছা হইতেছে তাহার কাছে যাই, কিন্তু গেলে পাছে আমার আদর বা গৌরব হানি হয় তাই যাইতে পারিতেছি না। সখি! কানুকে কেন উপেক্ষা করিলাম? তখন তো বুঝি নাই যে, মান আমাকে পুড়াইয়া মারিবে! আমার সখীদের মধ্যে তুমি চতুরা, সুতরাং তোমাকে আর চাতুরির কথা কি শিখাইব! সেই গোপ কানাই ভীষণ চালাক; সুতরাং বুঝিয়া সুজিয়া সুযোগমতন চাতুরি প্রয়োগ করিও। আমার যে এত কাতরতা হইয়াছে তাহা সে যেন জানিতে না পারে। এইজন্য তোমার পায়ে প্রাণ সমর্পণ করিলাম। এখন এমন উপায় কর যাহাতে কানুকে পাইতে পারি। আমি মরিবার পূর্ব্বে যদি কানুর সঙ্গে মিলন ঘটাইতে পার, তবে গোবিন্দদাস তোমার গুণগান করিবে।

৫০৯

সুন্দরি কত সমুঝাওব তোয়।
পায়লি রতন যতন করি তেজলি
অব পুন সাধসি মোয়॥
কত কত গোপ- সুনাগরি পরিহরি
যব তুয়া মন্দিরে কান।
তব তুহুঁ মান পরম ধন পায়লি
না হেরলি কমল-বয়ান॥
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন কলাবতি-মন্দিরে
অব রহু নাগর-রাজ॥
যাহে বিনু পল এক রহই না পারহ
তাহে কি এমন বেবহার।

গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি
পুন হেন না করবি আর ॥

ক. বি. ১৭১৯ তরু ৪৭২, সং ৪২২

শব্দার্থ—পায়লি রতন—প্রাপ্ত রত্ন। না জানিয়ে কোন কলাবতি-মন্দিরে—শ্রীকৃষ্ণ বহু-বল্লভ। তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া না জানি কোন্ কলাচাতুর্য্যসম্পন্না নাগরীর গৃহে সেই নাগরশ্রেষ্ঠ এখন গিয়াছে।

৫১০

ধানশী

কহল মো খল-জন দোখল কান।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান ॥
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ ॥
মানিনি তোহে সমুঝাওব কোই।
অব রহ নিরজনে বন মাহা রোই
সহচরি লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান-ভুজঙ্গ ॥
কোন কুমতি দরশায়লি এহ।
জানলোঁ গরলে ভরল তুয়া দেহ ॥
মদন-কুমন্ত্রে অথির ভেল সোই।
চললহি দংশি লখই নাহি কোই ॥
ইথে বিমু নাগ-দমন-রসপান।
গোবিন্দদাস মণি-মন্ত্র না জান ॥

সা. প. (১) ২২২ সমুদ্র ১৮৫, তরু ৪৩৭, সং ৪১২
ক. বি. ১৭০৭

মন্তব্য—বসুমতী সংস্করণে (১৩৫ সংখ্যক পদ, পৃঃ ৩২) প্রথম চরণের পাঠোদ্ধার না করিতে পারায় ছাপা হইয়াছে—কোমল মাখন জনু দেখল কান। পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে পাঠ আছে—কহলম খলজন, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের পুথিতে পাঠ—কহল মো খলজন।

ব্যাখ্যা—কহল মো খলজন ইত্যাদি—আমি বলিলাম, দুষ্ট লোকেরা কানাইকে দোষ দিল। তুমি সত্য বিচার না করিয়া তাহার প্রতি অভিমান করিলে। হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ মান-ভুজঙ্গ—সখীদের সব কথা অগ্রাহ্য করিয়া তুমি শুধু মানরূপ সর্পকে হৃদয়ে ধারণ করিলে। সেই সর্পের দংশনে এখন জরজর হইয়াছ। জানলোঁ গরলে ভরল তুয়া দেহ ইত্যাদি—মানসর্পের দংশনে অস্থির হইয়া তুমি মদন সাপুড়ের কাছে গিয়াছিলে বিষ ঝাড়াইতে; কিন্তু সে শুধু কুমন্ত্রই জানে; তাহার প্রয়োগে তুমি আরও অস্থির হইয়া উঠিয়াছ। সকলের অলক্ষ্যে সর্প দংশন করিয়াই চলিয়াছে। কবি বলিতেছেন যে, ইহার প্রতীকার কোন ঔষধ বা মন্ত্রের দ্বারা হইবে না; যিনি কালিয়-নাগকে দমন করিয়াছেন, তাঁহার অধরসুধাপানই এ বিষের একমাত্র ঔষধ। নাগদমন রসপানের বাহ্য অর্থ—নাগদানার রস পান করিলে বিষদোষ নষ্ট হয়।

৫১১

ধানশী

দূতিক বাণী শুনি ধনি উলসিত
ডুবই মদন-তরঙ্গে।
মুচুকাই হাসি কহই তহি গদগদ
তুহুঁ সব জানসি রঙ্গে ॥
সো বর-নাগর শ্যাম।
বিদগধ রসিক-শিরোমণি-মুকুটহি
ঐছন নহ তছু কাম ॥
ভেটবি শ্যাম-ধাম রণ-পণ্ডিত
তুহে কি শিখাওব নীতে।
রতি-বিপরীত-রীত যদি দেখবি
সমুঝবি আপন চীতে ॥
চল চল দূতি আগে তুহুঁ অনুসর
কুঞ্জহি কাহুক পাশ।
করই শিঙ্গার চলহ বর নাগরি
ভনতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

তরু ১০৪

৫১২

বালা ধানশী

একে তুহুঁ নাগরি সব গুণে আগরি
বৈঠসি চতুরি-সমাজ।
আপনক বাত আপনাহি সমুঝসি
হঠে নঠ কৈলি সব কাজ॥
মানিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি বাত দুই পুছিয়ে
বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥
অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি
পিরিতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পীরিতি ভাঙ্গিতে যো উপদেশল
তাকর মুখে দেই আগি॥
যো তুয়া চরণ পরশি মহি লূঠল
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক চরিত কহি ঝূরসি
গোবিন্দদাস কহ কূর॥

ক. বি. ১৭২৩ তরু ৪৫৪

শব্দার্থ—সব গুণে আগরি—সকল গুণে অগ্রগণ্যা। হঠে নঠ কৈলি সব কাজ—হঠকারিতা করিয়া সব কাজ নষ্ট করিলে। নাহক—নাথের প্রতি। রোখ—রোষ। অব কাহে তাক চরিত কহি ঝূরসি—তাহার শীলব্যবহারাদি স্মরণ করিয়া এখন কাঁদিতেছ কেন?

৫১৩

সো মুখ-চান্দ নয়নে নাহি হেরলোঁ
নয়ন-দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল শ্রবণে না শুনলোঁ
মধুকর-ধনি ভেল দন্দ॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লুঁ মান।
প্রেমভঙ্গভয়ে অব জিউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান॥
সো কর-কিশলয়- পরশ উপেখলুঁ
অব কিশলয়ে তনু ফোর।
নব নব নেহ- সুধা-রস-নিরসনে
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কর-বিরচিত হার উপেখলুঁ
হার ভুজঙ্গম ভেল।
গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরগহ
যো ঐছন মতি দেল॥

সা. প. (১)—১২০ তরু ৪৫৫, সমুদ্র ১৮৪
ক. বি ১৬৭৮, গো ৩৬ রসমঞ্জরী ৩৮

পাঠান্তর—রসমঞ্জরীতে আরম্ভ—

কানু সাধলি বেরি বেরি।
সো রূপ নয়নে না হেরি॥
না হেরিলুঁ সো মুখচন্দ্র।
তনু দহে চন্দন চন্দ্র॥

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, মানবশে শ্রীকৃষ্ণের সেই মুখচন্দ্র নয়নে দেখি নাই; তাই আজ চন্দ্র দেখিলে চোখ জ্বলিয়া যাইতেছে। তাঁহার মধুর বাণী কানে তুলি নাই, তাই আজ ভ্রমরগুঞ্জনে আমার সন্তাপ হইতেছে। সখী কেন মান করিয়াছিলাম? প্রেম পাছে ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে এখন প্রাণ কাতর হইয়াছে। তুমি যাইয়া কানাইকে বুঝাও। তাহার সেই কর-পল্লবের স্পর্শ উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তাই আজ কিশলয়-শয্যায় শয়ন করিলে সেই সুকোমল পল্লবও আমার অঙ্গকে বিদ্ধ করিতেছে। আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদিন নবীন হয় এমন যে প্রেমরূপ সুধা অগ্রাহ্য করিয়াছি। তাই এখন বিরহের বিষে দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে। তাহার হাতের তৈয়ারী হার উপেক্ষা করিলাম, তাই আমার গলার হার এখন ভুজঙ্গের মতন আমাকে দংশন করিতেছে। কবি বলিতেছেন, যে তোমাকে এরূপ করিতে যুক্তি দিয়াছিল সে তোমার দুষ্ট গ্রহ (অথবা তাহার আগ্রহ দুষ্ট ছিল)।

৫১৪

ধানশী

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়।
মরমক বেদন জানসি মোয়॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি যৈছে না হোয় লাজ॥
সখিগণ মাঝে চতুরি তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি॥
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ।
কানুক যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ॥
জীবন রহিতে নাহ যদি পাব।
গোবিন্দদাস তব তুয়া যশ গাব॥

ক. বি. ১৭২১ তরু ৪৫৭

শব্দার্থ—আদর রাখি মিলায়বি আনি—আমার গৌরব বজায় রাখিয়া তাহাকে আনিয়া মিলন ঘটাইবে।

৫১৫

গোপ গোঙারসি বনে বনে ফিরসি
ভূষণ করসি বনফুল।
তুহুঁ কিয়ে জানবি প্রেম সুধানিধি
মন-মহাধন-মূল॥
মাধব এ কিয়ে সাহস তোহারি।
সো অপরাধ জানি তোহে রোখল
তুহুঁ কাহে আওলি ছোড়ি॥
যদি কহ চাটুবচন কহি শত বেরি
চরণে লোটায়লুঁ হাম।
তবহুঁ ত সুন্দরী মঝু মুখ না হেরল
অতয়ে করল অছু কাম॥
একে নব নাগরী রজনী উজাগরি
দংশল মান-ভুজঙ্গে।
অবনত আননে বৈঠল তব ধনি
গরবিনী মান-তরঙ্গে॥
অতয়ে সে অনুনয় বচন না শুনল
না হেরল তোহারি বয়ান।
গোবিন্দদাস ইথে তোহে কিয়ে দোষব
পিরিতিক রীত নাহি জান॥

বরাহ ৭. গ ২৪০

মন্তব্য—সখী মাধবকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন

৫১৬

শ্রীগান্ধার

শুন বহু-বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান॥
পামর পিরিত উপেখি।
আওল কুলবতি দেখি॥
তোহারি রসিক-পন জানি।
কহইতে আওল বাণী॥
দেখি তোর এসব কাজ।
হাসব যুবতি-সমাজ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে॥
সো পদ-পঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক্ ধিক্ তোহারি চরিতে[১]॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
যাক হৃদয়ে এত সাধে॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে ভৈগেল ধন্দ॥

ক. বি. ১৭৪২ তরু ৪৫৯, রসমঞ্জরী ১৭, সমুদ্র ১৮৯

পাঠান্তর—তরু (১) পিরীতে।

ব্যাখ্যা—সখী মাধবের কাছে যাইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন—তুমি বহু নায়িকার বল্লভ, সুতরাং

বড় ভাল রসিক সুজন তুমি। তুমি আমার সখীকে কুলবতী দেখিয়া তাহার সহিত প্রেম করিয়া ফের পামরের মতন তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছ ; তাহাতেই তোমার বিদগ্ধতা বুঝা গিয়াছে। সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। তোমার এইরূপ কাজ দেখিয়া যুবতি-সমাজ হাসিবে। যাহার পদকমল স্পর্শ করিবার জন্য কত বাসনা কর, তাহা ছাড়িয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলে কেমন করিয়া ? তোমাকে এমন ব্যবহার বা নীতি কে শিখাইল ? ধিক্ ধিক্ তোমার ব্যবহারে ? আর সেই রাধাকেও ধিক্ যে তোমার মত বেরসিকের সঙ্গে প্রেম করিতে সাধ করে। সখীর এইসব চাতুরীপূর্ণ কথা গোবিন্দদাস বুঝিতে পারিলেন না। কেননা, তাঁহার বুদ্ধি কম, সেইজন্য ধাঁধায় পড়িয়া গেলেন।

৫১৭

ধানশী

তুহুঁ কিনা জানসি বালা।

বিনি অপরাধে কাহে তুহুঁ রোখলি
তেজলি মণিময় মালা॥

আপনক দোষ আপে নাহি সমুঝলি
কাহে বাঢ়ায়লি বাত।

গোবিন্দদাস তোহারি লাগি মাধব
আপ চলহ মঝু সাথ॥

মাধুরী ২।২৩২

৫১৮

শ্রী রাগ

পরশ দেহ থেহ নাহি বান্ধে।
নীলজ জিউ নেহ লাগি কান্দে॥
শঠ সনে হঠ না করয়ে কেহ আন।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুতি উপহাসব যুবতি-সমাজ॥
পরজন কীয়ে পিরিতি-অনুরোধ।
দুরজন কীয়ে সুজন পরবোধ॥
কুলবতী-বল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরমান॥

ক. তরু ৪৬৮

ব্যাখ্যা- শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, এই দেহ আমার বশে নাই, তাই ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণ নির্লজ্জ তাই প্রেমের জন্য কাঁদিতেছে। শঠের উপর ক্রোধ করিয়া কেহ আর সে ক্রোধ ত্যাগ করে না, তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহে না। তাই বলিতেছি, আমার প্রাণ যাক সেও ভাল, তবু মান বজায় থাকুক। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে স্থির থাকিতে পারিতেছি কই ? আমার কথা শুনিয়া যুবতী-সমাজ আমাকে উপহাস করিবে। সে পরপুরুষ, সে কি প্রেমের অনুরোধ রক্ষা করিবে ? দুর্জ্জনকে কি সুজন হইতে বলিলেই সুজন হয় ? শ্রীকৃষ্ণ কুলবতীদের প্রিয় নাগর—গোবিন্দদাস ইহার প্রমাণ।

৫১৯

শ্রীগান্ধার

রোখে দোখলুঁ পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে॥
রজনি প্রভাতে পুরুব পরকাশ।
যামিনি জাগি আয়ল মঝু পাশ॥
শীতল তুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধি হাম উপেখলুঁ তায়॥
কত রূপে বচন কহল সব মীঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়লুঁ পীঠ॥
পালটি হেরি হেরে পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল॥

তরু ৪৬৯

শব্দার্থ—রোখে দোখলুঁ—রাগ করিয়া দোষ দিলাম। দুলহ—দুর্ল্লভ।

৫২০

হরি যব হরিখে বরিখে রস-বাদর
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি আকুল সো হরি
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি কীয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি-জলে তোহে কত সাধন
পালটি না হেরলি কান॥
যছু গুণে গুণিগণ ঝুরয়ে রাতিদিন
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনি অপরাধে তাহে উপেখলি
জনম গোঙায়বি রোই॥
তাকর বচন শ্রবণে নাহি শূনলি
রোখে চলল যব নাহ।
অব কাতর দিবে মঝু মুখ হেরসি
পাই মনোভব-দাহ॥
বিহি তোহে বাম মান-ধনে বঞ্চল
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দদাস কহই চিতে মানই
ইহ বড় দারুণ শেল॥

ক. বি. ১৬৯০ তরু ৪৭০

শব্দার্থ—হরিখে বরিখে রস-বাদর—সহর্ষে প্রেমরস বর্ষার জলধারার মতন বর্ষণ করিলেন। দিঠি-জলে—নয়নের জলে। মনোভব-দাহ—মদনজ্বালা।

৫২১ ক

সুহই

সুন্দরি ঐছে বিদগধ মন লেই।
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধব
সখিগণে অপযশ দেই॥
সহচরি মেলি চরণ ধরি সাধলু
রহলি যৌবন-মদে মাতি।
কুটিল নেহারি গারি মুখে দেয়লি
পুন দগধসি নিজ সাথি॥
হাম তুয়া লাগি আগি যদি পৈঠব
তবহু নহব অব হীতে।
হৃদয় বিদারি তোহে দরশায়ব
তবহু নহব পরতীতে॥
অলখিতে উপেখলি রসবতি আপন
সহচরি বচন উপেখি।
গোবিন্দদাস কহ নিজ নীকটে রহ
রাখব অনুজন দেখি॥

অ ৯৭

শব্দার্থ—তবহু নবহ অব হীতে—তাহা হইলেও এখন কিছু উপকার হইবে না।

৫২১ খ

সুবলে নাগর কহিছে কথা।
বিশাখা সুন্দরী আইল তথা॥
কি কথা কহিছ সুবল সনে।
কহিতে কহিতে কাঁদিছ কেনে॥
বলি শুন ওহে নাগররাজ।
আমারে কহ না মনের কাজ॥
মনের মরম কহিবে যবে।
বেঁদন বাঁটিয়া লইব তবে॥
দূতীমুখে শুনি হরষ প্রাণ।
দাস গোবিন্দ কহিছে জান॥

পদামৃতমাধুরী ১।২২৪

৫২২

কানু প্রবোধ করি চতুর সহচরি
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।

মণিময় আভরণ রতন ভূষণ
সঘনে বাহু ফিরায় ॥
রতন মন্দির মাহ প্রবেশিল সহচরি
ভেটল রাইক পাশ।
কত না চাতুরি বচন মাধুরি
তাহে মিলাইয়া হাস ॥
শুন শুন বিনোদিনী রাধে।
সো বর নাগর তুয়া লাগি আগর
হেরল বহু পরমাদে ॥
বহু যতন করি মোহে পাঠায়ল
তে নহু অবহু উবার।
গোবিন্দদাস কহ কানু বড় আতুর
ধনি তহু করি অভিসার ॥

ক. বি. ৫৩০

শব্দার্থ—আগর অর্থে পরিপূর্ণ, কিন্তু তুয়া লাগি আগর—আগাইয়া আসিতে উৎসুক। তে নহু অবহু উবার—উবার অর্থে ফিরিয়া যাওয়া। তাহা না হইলে এখনি ফিরিয়া যাইব।

৫২৩

অবহু সখিগণ বুঝি কহতহি
শুন বর গোপ-গোঞারি।
মান ভরমে কাহে চাঁদ উপেখলি
না শুনি বাত হামারি ॥
মানিনি কাহে উপেখসি কান।
অব কাহে তছু লাগি ফুলি ফুলি রোদসি
কো জানে কৈছন মান ॥
তসরিয়া কীট আপন গ্রহ পাতিয়ে
যৈছনে মরতহি সোই।
তৈছন মান তুহারি ভেল সুন্দরি
সুধি বোধি সব খোই ॥
নিরসল মান মান হৃদয়ে ধরি
কাহু কয়লি অছু কাজ
গোবিন্দদাস কহে ও বহুবল্লভ
দুল্লভ বরজ সমাজ ॥

ক. বি ২৪০০

শব্দার্থ—সুধি বোধি সব খোই—বুদ্ধিশুদ্ধি সব খোয়াইয়া।

৫২৪

সখি লই সদনে রাইক দরশনে
চলল সুনাগর কান।
সো ধনি দরশ পরশ রস লালসে
হৃদয়ে করত অনুমান ॥
তেজল মউরচন্দ্র লব বরিহ ভালে
তিলক নাহি সাজ।
উরে নাহি হার মণিময় অভরণ
আওত বিদগধ রাজ ॥
বিগলিত বসন ঘন পহিরণ
জলধর বিজুরিক আভা।
কনক মঞ্জির চরণে নাহি পহিরণ
শূন্য চরণে কিয়ে শোভা ॥
সো পদ লক্ষমণি তিমিরে গরাসল
দশ দিশ ভেল পরকাশ।
রাইক মন্দিরে প্রবেশল মাধব
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৭৪৫

ব্যাখ্যা—সো পদ লক্ষমণি তিমিরে গরাসল—সেই শূন্য নূপুরবিহীন পদতলের আভা যেন লক্ষমণির মতন এবং তাহা অন্ধকারকে গ্রাস করিল অর্থাৎ বিদূরিত করিল।

৫২৫

রাই কহে বাণী আমি অভাগিনী
কত না দিয়াছি দুখ।

আহা মরি মরি এসো প্রাণ-হরি
শুকায়েছে চাঁদ মুখ ॥
আমার লাগিয়া এত দুখ পাইলে
তুমি সে পরাণ পিয়া।
না জানি বিধাতা আমারে গঢ়ল
কুলিশ পাষাণ দিয়া ॥
ক্ষম মোর দোষ না হইও বিরস
সহজ অবলা আমি।
আমার বচনে না হবে মোচন
রসিক নাগর তুমি ॥
শুনিয়া রাধার কাতর বচন
রসিক নাগর শ্যাম।
গোবিন্দদাসের সুখের নাহিক ওর
বৈঠল শ্যামের বাম ॥

পদামৃতমাধুরী ২।২৫৫

মন্তব্য—পদটি গোবিন্দদাস কবিরাজের কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

৫২৬

দূতি কহে শুন শুন নাগর শ্যাম।
তুয়া লাগি কত রূপে সাধিনু হাম ॥
তুয়া দেখি সুন্দরি যদি করে রোষ।
অপরাধ মানবি মানবি দোষ ॥
এত শুনি সহচরি সঙ্গে চলু কান।
হেরি ধনি কয়ল হেট বয়ান ॥
কানুক হেরি ধনি দূতিক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল অঙ্গ ॥
মান জনিত দুখ সব দূর গেল।
গোবিন্দদাস মনে আনন্দ ভেল ॥

ক. বি. ২৯৮০

৫২৭

মাধব এক নিবেদন তোয়।
মান-বিরহ-জরে তুহে অতি দগধল
মাফ করব সব মোয় ॥
তুহুঁ যদি লাখ গোপি সঞে বিহরসি
পায়সি বহুত আনন্দ।
সো মুঝে কোটি কোটি সুখ-সম্পদ
তিল-আধ না ভাবিয়ে মন্দ ॥
অকপটে এক বাত মুঝে কহবি তু
না করবি চীতক ভীত।
চন্দ্রাবলি তুহে কতহু সমাদরে
কৈছন প্রেম পিরীত ॥
সো যদি তুহারি গীম প্রেমভুজ দেই
বান্ধি রাখত পুন গেহ।
গোবিন্দদাস কহে তাকর পদ-তলে
দাসি করই মুঝে লেহ ॥

ক. বি. ২০৪০ অ ১০৬

ব্যাখ্যা—অকপটে এক বাত মুঝে কহবি তু ইত্যাদি—তুমি ছল না করিয়া আমাকে একটি কথা বল, মনে ভয় করিও না। চন্দ্রাবলী তোমাকে কিরকম আদর করে? তাহার প্রেম ভালবাসা কি ধরনের? সে যদি প্রেমের সঙ্গে তোমার গলায় হাত দিয়া ঘরে বান্ধিয়া রাখে তাহা হইলে কি হইবে? গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, তাহা হইলে আমাকে তাহার পদতলে দাসী করিয়া লইও। চন্দ্রাবলী কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মাধবকে লইয়া যাইবেন না—ইহাই ইঙ্গিত।

৫২৮

সহচরি বদন চাহি ধনি আকুল
কহতহি কাতর বাণী।
অলপহি দোষে উপেখিনু মাধব
জীবন করত কিয়ে জানি ॥
সখি হে হাম হে আগেয়ানি।

পায়ল প্রেম-পরশমণি নাগর
তেজল গুণ নাহি জানি ॥
তুহু চতুরাই ধাই সব আয়লি
কে না সমুঝলি কাজ।
বেদন জানি যতনে সব থায়লি
সঘনে বাজায়লি সাজ ॥
তব কাহে ঐছে রতনধন তেজব
দারুণ করব বিবাদ।
গোবিন্দদাস কহ তেজ ধনি কুলবতি
রাখবি কুল মরিয়াদ ॥

ক বি. ১৭৫২

ব্যাখ্যা—তব কাহে ঐছে রতনধন তেজব—শ্রীরাধা এইবার মানের জন্য অনুতপ্ত হইয়া সখীকে বলিতেছেন তবে কেন এই রত্ন, এই ধন ত্যাগ করিব? কেনই বা দারুণ বিবাদ করিব? গোবিন্দদাস উপহাস করিয়া বলিতেছেন—কেনই বা কৃষ্ণকে ছাড়িবে না? তুমি হইতেছ কুলবতী, কুলমর্য্যাদা রক্ষা করাই তো তোমার কর্ত্তব্য।

৫২৯

ভাটিয়ারি

চললি রাজপথে রাই সুনাগরি
লাসবেশ করি অঙ্গে।
স্বর্ণ ঘটি করি গাবিঘৃত ভরি
প্রাণ সখিগণ সঙ্গে[১] ॥
বেনন পাটের জাল বান্ধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতী-মালে।
সিঁথায় সিন্দুর লোচনে কাজর
অলক তিলক ভালে ॥
মণিময় অভরণ শ্রবণে কুণ্ডল
গীমে সুরেশ্বরী হার।
রূপ নিরুপম বিচিত্র কাঁচুলি
পীন পয়োধর ভার ॥
চরণ-কমলে রাতুল আলতা
মোহন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে ও রূপ যৌবনে
জিতবি নিকুঞ্জরাজে ॥

সা. প. (১)—২৮৪ তরু ১৩৩৩, সমুদ্র ২৫৫

পাঠান্তর—তরু (১) ঘৃত দধি দুগ্ধে সাজাইয়া পসরা, প্রিয় সহচরি করি সঙ্গে।

শব্দার্থ—লাসবেশ—লাস্যময় বেশ।

দানলীলা

৫৩০

এই বৃন্দাবন পথে, নিতি নিতি করি গতাগতে।
যদি হাতে করি লৈয়ে সোনা, তুমি কে না বোলে
এক জনা।
তুমি দেখি পুছহ বড়াই, কিসের দান চাহেন কানাই।
সঙ্গে সব ঘৃতের পসার, তাহে কেন এতেক জঞ্জাল।
তুমি ত বরজ যুবরাজ, তুমি কেনে করিবে অকাজ।
দূর কর হাস পরিহাস, কহতহি গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—২৮৫ সমুদ্র ২৫৯, তরু ১৩৩৯

৫৩১

শ্রী রাগ

শুন শুন শুন, সুজন কানাই, তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান, গোরস জানিয়ে, বেশের দান নাহি
শুনি ॥
সীথের সিন্দুর, নয়নে কাজর, রঙ্গন আলতা পায়।
একি বিকির ধন, নারীর বেশন, তাহে কার কিবা দায় ॥
মণি অভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী, কোন জন নাহি পরে।
যদি দানের হেন গতি, তুমি ত গোকুলপতি, দান
সাধিহ ঘরে ঘরে ॥

আমরা চলিতে, না জানি চাহিতে, সে কেনে তোমারে
বাজে।
গোবিন্দদাস কহে, কেমনে জানিবে, পরের মনের কাজে॥

সা. প. (১)—২৮৭ সং ২৫২

৫৩২

সুহই

ত্রিভুবন-বিজয়ি মদন মহারাজ।
বৈঠল বৃন্দাবনে নিকুঞ্জক মাঝ॥
গোরস আওত রসবতি ঠাম।
সৃজিল বিপিন-পথে সরবস দান॥
তোহে কহোঁ গোপিনি আয়ানের রাণি।
কেমনে জানিবা দান সহজে আয়ানি॥
তুহুঁ গজ-গামিনি হরি জিনি মাঝ।
নব যৌবন-মদে নাহি দেহ রাজ॥
মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ।
আপনে আপন কথা কহিতেহ লাজ॥
কেবল গোরস-দানে কেনে দেহ ভঙ্গ।
বিচারে চাহিয়ে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥
এসব দানের কথা জানয়ে বড়াই।
গোবিন্দদাস কহ চপল কানাই॥

সা. প. (১)—২৮৬ তরু ১৩৯৩
ক. বি. ২৫ এবং পদসংখ্যা ২১৭৪

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বয়ং ত্রিভুবনবিজয়ী মদন মহারাজ। কেমনে জানিবা দান সহজে আয়ানি—স্বভাবতঃ জ্ঞানহীনা তুমি কেমন করিয়া দানের কথা জানিবে। হরি জিনি মাঝ—সিংহের মাজাকে জয় করিয়াছে এমন মাজা অর্থাৎ ক্ষীণ মাজা। নাহি দেহ রাজ—রাজাকে দেয় কর দাও না। মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ—আমি গিরিকে ধারণ করিয়াছি জানিয়া রাজা আমাকে শুল্ক উসুল করার কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন।

৫৩৩

ভাটিয়ারি

এই মনে বনে দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া রাজকুমারী সঙ্গে
কিসের রভস-রঙ্গ॥
এখন আর নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে।
গুরুবর আগে করিব গোচরে
তখন জানিবা পাছে॥
ছুঁইও না ছুঁইয়ো না নিলজ কানাই
আমরা পরের নারী।
পর-পুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি॥
গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কনক ধূমে।
কাম-সাগরে কামনা করহ
বেণী-বদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করহ সাত।
তভু হয়ে নহে তোমার শকতি
রাই-অঙ্গে দিতে হাত॥
গোবিন্দদাসের বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যেই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ॥

তরু ১৩৪১

৫৩৪

ধানশী

তোহারি হৃদয় বেণি-বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ-গিরি জোর।

সুন্দর বদন-ছবি কনক-ধূম পিবি
তহিঁ তপত মন মোর॥
সুন্দরি তুহুঁক নিয়ড় অব ছোড়ি।
গোরি-আরাধনে কাঁহা চলি যাওব
তুহুঁ তিরিথময় গোরি॥
মৃগমদ-বিন্দু সিন্দুর পরশল
এহি সুরজ-গ্রহ জানি।
তুয়া পদ-নখ-দ্বিজ- রাজহি সোঁপল
সুন্দরি সহস্র পরাণি॥
কামসাগরে হাম সহজই নিমগন
কাম পূরবি তুহুঁ রাই।
শ্যামর বলি অব চরণে নাহি ঠেলবি
গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

সা. প. (১)—২৯০ তরু ১৩৪২, সং
ক. বি. ২৯ সমুদ্র ২৬১

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বপদে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন যে, যদি তুমি পর্ব্বতে যাইয়া গৌরীকে আরাধনা কর, অথবা ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে থাকিয়া কনকবর্ণ ধূম যাহা অগ্নির শিখা হইতে বাহির হয়, তাহা পান কর অথবা কাম-সাগরে কিম্বা ত্রিবেণী বা বদরিকাশ্রমে যাইয়া তপস্যা করিয়া কামনা কর, অথবা সূর্য্যগ্রহণের সময় ব্রাহ্মণকে সহস্র সুন্দরী দান কর, তাহা হইলেও রাধার অঙ্গে হাত দিতে পারিবে না। তাহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তোমার বুকেই তো ত্রিবেণী ও বদরিকাশ্রম (তিনসারি হার ত্রিবেণীর মত দেখাইতেছে আর তোমার উন্নত কুচগিরিযুগই বদরিকাশ্রম গঠন করিয়াছে)। তোমার এই সুন্দর বদনের আভাতেই কনক ধূম, তাহাই পান করিয়া আমার মন উত্তপ্ত হইয়াছে। হে সুন্দরি! গৌরী আরাধনা করিবার জন্য তোমার সান্নিধ্য ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তুমিই সর্ব্বতীর্থময়ী গৌরী। তোমার কপালের সিন্দূরবিন্দু হইতেছে সূর্য্য, আর তাহাতে কস্তুরীর বিন্দু দেওয়ার মানে হইতেছে সূর্য্যের গ্রহণ লাগিয়াছে। আর ব্রাহ্মণকে সহস্র সুন্দরী দানের কথা বলিতেছ? তোমার পায়ের নখরূপ দ্বিজরাজের (চন্দ্রের অন্যার্থে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) কাছে আমি সহস্রবার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তাহাতেই সহস্র সুন্দরী দানের ফল হইবে। কামসাগরে তো আমি স্বভাবতঃই নিমগ্ন; তুমি কামনা পূর্ণ করিবে। হে রাধা! অন্ততঃ গোবিন্দদাসের মুখ চাহিয়া শ্যামকে কালো বলিয়া পায়ে ঠেলিও না।

৫৩৫

সুহই

কি করব গোরস দান।
আপনে দিল সমাধান॥
অধরে অমিয়া-রস তোর।
যৌবন যোধ আগোর॥
তোহে কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না কর বাদে॥
কুচ কনকাচল পারে।
শোভে তাথ মোতিম-হারে॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশে।
বেণি ভুজঙ্গিনি পাশে॥
ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
শর শর নয়ন-তরঙ্গ॥
অতয়ে বুঝিয়ে রণ-আশ।
কহতহি গোবিন্দদাস॥

সা প (১)—২৮৯ তরু ১৩৮০
ক বি. ২৮

ব্যাখ্যা—রাধে! তুমি শুল্কস্বরূপ দুধ দিতে চাহিতেছ। তোমার অধরে আছে অমৃতরস, যৌবনরূপ যোদ্ধা উহা রক্ষা করিতেছে। সুন্দরি রাধে! হরির সহিত বিবাদ করিও না। তোমার কুচরূপ কনক পর্ব্বতের উপরে মোতির হার শোভা পাইতেছে। তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছ দেখিতেছি। বেণীরূপ ভুজঙ্গিনীর পাশে তোমার কানে কুণ্ডলরূপ চক্র। ভ্রূ দেখিয়া মনে হয় যেন ধনুকে জ্যা আরোপণ করা হইয়াছে; আর নয়নের

কটাক্ষে তীক্ষ্ণ শর। সুতরাং তুমি যুদ্ধই আশা করিয়া আসিয়াছ।

৫৩৬
বরাড়ী

এ গজগামিনি তো বড়ি সিয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর দান ॥
চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার।
বরনে চোরায়সি কুঙ্কম-ভার ॥
কনক কলস ঘন রস ভরি তাহি।
হৃদয়ে চোরাওসি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
তেঁই অতি মন্থর চরণ সঞ্চার।
কোন তেজব এত বিনহিঁ বিচার ॥
সুবল তুহুঁ গোরস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান ॥
শাহা বৈঠল মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥

সা. প. (১)- -২৮৮ সমুদ্র ২৫৮. তরু ১৩৭১
সং ২৬১

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—চিকুরে চোরায়সি ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে চুরির দায়ে ফেলিয়াছেন। রাধা চিকুর ছলে চামর, দন্ত ছলে মতির পংক্তি, অধর ছলে লাল প্রবাল, বর্ণ ছলে কুঙ্কুমের ভার, কুচ রূপ কনক কলসে ঘন রস ভরিয়া আঁচল চাপা দিয়া চুরি করিয়া চুঙ্গি (octroi duty) ফাঁকি দিয়া যাইতেছেন। সুতরাং তাঁহার বিচার করিতে হইবে।

৫৩৭
সুরট

"বিনোদিনী না কর চাতুরীপনা।
ভাঁড়িয়া আমারে হিয়ার মাঝারে
লইয়া যাইছ সোনা ॥
নিবেদন করি শুনল সুন্দরি
সহজে তোমরা ধনি।
দধি ঘৃত দেখি যাহ বিলাইয়া
তবে সে মহিমা জানি ॥"
"গোয়ালা-ধরম রাখিতে গোধন
ফিরহ গহন বনে।
পথে লাগি পায়্যা পর নারী লয়্যা
সাধ করিয়াছ মনে ॥
নাগর নাগরী রসের চাতুরী
শুনি সখীগণ হাসে।
অন্তগা হইতে সাধ লাগে চিতে
কহয়ে গোবিন্দদাসে ॥"

অ ১১২

৫৩৮

মোহন বিজয়ী বনে দূরে গেও সখিগণে
একলা রহিল ধনি রাই।
দুটি আঁখি ছল ছল রাইয়ের চরণতল
কানু আসি পড়িল লোটাই ॥
ধনি জনম সফল ভেল মোর।
তুয়া হেন রসনিধি মিলাইল বিধি আজি
সুখের কিবা দিব ওর ॥
শুন শুন প্রেমময়ি আমি যে তোমার হই
জনমে জনমে নিজ দাস।
পাতি এই বসনখানি ইথে বৈস বিনোদিনী
সুখে করি পহুরে বাতাস ॥
কত রবির কিরণ দিছে চলিতে থকিয়া গেছে
সুখের মঞ্জরি দুটি পা।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াও কমলমুখি
চন্দনে চর্চ্চিত করু গা ॥
আনিয়া যমুনার জল ধোয়ায় চরণতল
মুছে পীত ধড়ার আচরে।

চড়া ভাঙ্গি ফুল নিল রাইয়ের চরণে দিল
বেদমন্ত্রে করিল আরতি।
গোবিন্দদাস কয় কত দিব পরিচয়
বলিহারি দোঁহার পিরিতি॥

প. বি. ১৮৮

শব্দার্থ—সুখে করি পহুরে বাতাস—তুমি আমার প্রভু, তোমাকে বাতাস করি।

৫৩৯

ভূপালী

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলারস দানছলে॥
দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে বৈঠল রাই॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি দোঁহার বয়নে বয়ন।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলন॥
দোঁহার অধর-মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন-রস দান॥
মীলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ২৬ পৃ. তরু ১৩৬৭

শব্দার্থ—নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন-রস দান—রাই শেষ পর্যন্ত দান (চুঙ্গি বা octroi duty) দিলেন—কি দিয়া? না, নিজের অঙ্গের ঘন প্রেমরস দিয়া।

নৌকাখণ্ড

৫৪০

সখাগণ সঙ্গ ছাড়ি নন্দ-নন্দন
চললহি নাগর-রাজ।
ভাবিনি মনোরথে চলল বিপিন পথে
সাধিতে মনোরথ কাজ॥
চতুর শিরোমণি কান।
হেরি যমুনাজল মনমথ উথলল
পূরল মুরলি নিশান॥
স্বজিল তরণীখানি প্রবাল মুকুতা আনি
মাঝে মাঝে হিরার গাথনি।
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাচূড়া রজত কাঞ্চনে মোড়া
কেরোয়ালে রজত কিঙ্কিণী॥
তপন-তনয়া-নীরে তরণী লইয়া ফিরে
বিদগধ নাগর-রাজ।
গোবিন্দদাস ভনে কি আনন্দ হইল মনে
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি

৫৪১

ধানশী

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয় নিরবন্ধ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনহি ঢার।
ফারলো কাঁচুলি ভারলো হার॥
কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর।
ইতিপনে তবহু না পাওল তীর॥
হাম নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহু জীউ তেজই কেহু হরি বোল॥
এতদিনে কুলবতী-কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নাবে দূর ভেয়ো লাজ॥
উঠত কূলে পাব যেই তহুঁ মাগ।
কাহুঁ সঞে খোজি ধরব তুয়া আগ॥
গোবিন্দদাস কহ সময় কুকাজ।
নাবিকরতন নাবক মাঝ॥

সা. প. (১) ২৯১ পদ সমুদ্র ২৬৭, তরু ১৪২২

মন্তব্য—পদ্যাবলীর নিম্নোদ্ধৃত ২৭৪ শ্লোকের ভাব লইয়া 'তুয়া বোলে গোরস' ইত্যাদি অংশ লেখা।

বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো হারোপি বারিণিময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
কুলং দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দ্ কুলং কলিন্দ দুহিতুর্ন-তথাপ্যদূরম্॥

কর অবসর নাহি ইত্যাদি অংশ পদ্যাবলীর নিম্নোদ্ধৃত ২৭৬ সংখ্যক মনোহরকৃত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত:—

পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যত স্তদপি তে পরিহাসবাণী।

ব্যাখ্যা—হৃদয় নিরবন্ধ—মনোগত অভিপ্রায়। তুয়া বোলে গোরস যমুনহি ঢার ইত্যাদি—তুমি বলিলে যে নৌকার ভার কমানো দরকার, তাই দুধ যমুনায় ঢালিলাম। কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, এমন কি হার পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলাম। নৌকায় জল উঠিয়াছে তাহা ছেঁচিতে ছেঁচিতে আমার হাতের একটুও ফুরসৎ নাই। (অথবা তোমার হাত অন্য কাজে ব্যাপৃত তাই জল ছেঁচিবার অবসর নাই) তবু এতক্ষণেও তীরে পৌছানো গেল না। আমি ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছি, আর তুমি হাসিয়া উতলা হইতেছ। কেউ বা মরে, কেউ বা হরিবোল বলে। এতদিনে কুলবতীর কুলে বজ্র পড়িল. এই নৌকায় চড়িয়া লজ্জা দূরে গেল। এখন ভালোয় ভালোয় তীরে পৌছাইয়া দাও, তাহা হইলে যাহা চাও তাহাই পাইবে। কাহারও কাছ হইতে খুঁজিয়া আনিয়া তোমার সামনে ধরিব। তুমি সুরত চাহিতেছ, উহা তো আমার কাছে নাই, কাহারও কাছ হইতে খোঁজ করিয়া আনিয়া তোমাকে দিব। গোবিন্দদাস বলেন যে নৌকার মধ্যে নাবিকশ্রেষ্ঠ এ সময়ে কুকাজ করিলেন।

৫৪২

শ্রী রাগ

যব লহু লহু হাসি মরমে মরম পশি
নায়ে চঢ়াওই তুহি।
তৈখনে মঝু মন ভৈলহি অনছন
বেকত ধয়ল ফল সোই॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জবিনোদ।
ইহ নাবিক অতি চপল
চপলমতি অব জিউতে উ পরবোধ॥
গগনহি সঘন বিজুরি ঝল ঝলকত
দিনহিঁ ভেল আঁধিয়ার।
খরতর পবনে তরণি ঘন ঘূরত
পৈঠত জল অনিবার॥
দুরুজন পাণি পড়ল জিউ সঙ্কট
ইথি জনি করহ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে আজু সব সখী জীয়ত
গোবিন্দদাস কহ সার॥

সা. প. (১) ২৯২ পদ সমুদ্র ২৬৭, তরু ১৪১২
ক. বি. ২৭৬২

ব্যাখ্যা—তৈখনে মঝু মন ভৈলহি অনছন—তুমি যখন অত খোসামোদ করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিয়া, নৌকায় চড়াইলেই তখন আমার মনে চাঞ্চল্য হইয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম তোমার মতলব ভাল নয়; এখন দেখিতেছি আমার আশঙ্কা বৃথা নহে। এখন সব ব্যক্ত হইল। এই কথার উত্তরে সখী বলিতেছেন—রাধে, হরির সহিত কুঞ্জবিনোদ বা নিধুবন স্বীকার করিয়া লও।

দোল ও ঝুলন

৫৪৩

লীলাছলে কেন কাঞ্চন গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেবকুমারি নাগরিগণ সঙ্গ।
পুলক কদম্ব করম্বিত অঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত গৌরতনু।
প্রেম সুধাসিন্ধু অরতি জনু॥

ফাগু অরুণ তহ অরুণহি চীর।
অরুণ নয়ানে ঝরু অরুণক নীর॥
কণ্ঠে হি ললিত অরুণিম মাল।
অরুণ ভকত সব গায় রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ন ঢুলায়ত প্রেমতরঙ্গ॥
হেরি প্রিয় গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি বুঝল গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—১৭

৫৪৪

তথা রাগ

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিনি সঙ্গিনি বাম॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম
ফাগু-রঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ
যুবতি-যূথ শত গায়ত ঝুমরি॥
কেহু অম্বর ধর কেহু হার হর
কেহুঁ তনু পরশিয়া রহল বিভোরি।
কেহু লেই মুরলি কেহু লেই মুদরি
দূরহিঁ দূরে রহি গাওত হোরি॥
ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ পাখাওজ
করতল-তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস-পহু নটবর-শেখর
নাচত গাওত তাল ধরি॥

সা. প. (১) ২৮১, ক. বি. ১৩৪ এবং ১৩৭ সমুদ্র ৪৪০, তরু ১৪১৪

শব্দার্থ—ঋতুপতি বিহরই—বসন্তকালে বিহার করিতেছেন। গায়ত ঝুমরি—ঝুমুর গান করিতেছে।

৫৪৫

তথা রাগ

খেলত ফাগু বৃন্দাবন-চান্দ।
ঋতুপতি মনমথ-মনমথ ছান্দ॥
সুন্দরিগণ কর মণ্ডলি মাঝ।
রঙ্গিনি প্রেম-তরঙ্গিনি সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরি-নয়নে।
অবসরে নাগর চুম্বয়ে বয়নে॥
চকিতে চন্দ্রমুখি সহচরি-গহনে।
যাই ধরল গিরিধারিক বসনে॥
তরল-নয়নি তুরিতে এক যাই।
করে সঞে কাঢ়ি মুরলি লেই ধাই॥
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণিহ ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সভে এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥

ক. বি. ১৭০১ তরু ১৪১৬

শব্দার্থ—মনমথ-মনমথ ছান্দ—মন্মথের মন মন্থন করে এমন রূপ। করে সঞে কাঢ়ি মুরলি লেই ধাই—একজন তরল-নয়নী শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে মুরলী কাড়িয়া লইয়া দৌড় দিলেন। অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ ইত্যাদি—ফাগুয়ার রংয়ে জল লাল হইল, পদ্ম (ব্যঞ্জনার্থে নয়নপদ্ম) লাল হইল; গোবিন্দদাসের হৃদয়ও আরক্ত হইল।

৫৪৬

তথা রাগ

নটবর ভঙ্গী ফাগু-রঙ্গী
নাগর অভিনব নাগরি সঙ্গ।
ঋতুপতি গীত চীত উমতায়ল
হেরি বদন বৃন্দাবন-রঙ্গ॥

ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধা-রমণ রমণি-মন-চোর ॥
সুন্দরি-বৃন্দ- করে কর মণ্ডিত
মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ।
নাচত নাগরিগণ ঘন পরিরম্ভণ
চুম্বন-লুবধল নটবর-রাজ ॥
কানু-পরশ-রসে অবশ রমণিগণ
অঙ্গে অঙ্গে মিলি কাঁপি রহু।
পূরল সবহুঁ মনোরথ মনভব
মোহন গোবিন্দদাস পহু ॥

সা. প. (১) ২৮২, ক. বি. ১৩৭ পৃঃ তরু ১৪৬৭, সমুদ্র ৮৪০

শব্দার্থ—মোহন গোবিন্দদাস পহু—গোবিন্দদাসের প্রভু মদনেরও মনকে মোহিত করেন।

৫৪৭

বসন্ত

ফাগু খেলত বর-নাগর-রায়।
রাধা রঙ্গিনি বহুবিধ গায় ॥
হাসি হাসি সুন্দরি মনমথ-রঙ্গে।
ফাগু লেই ডারয়ে নাগর-অঙ্গে ॥
রসে ধসধসতনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি ॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহুঁ গোরি ॥
ফাগু দেওল হরি লোচন-ওর।
মুন্দল ধনি দুহুঁ লোচন-কোর ॥
অধরহি চুম্বন করু তব কান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান ॥

ক. বি. ১৩৪ পৃঃ তরু ১৪৭০

শব্দার্থ—মুন্দল ধনি দুহুঁ লোচন-কোর—সুন্দরী লোচনরূপ দুইটি পদ্মকলি (কোর=কোরক, কলিকা) মুদ্রিত বা বন্ধ করিলেন।

৫৪৮

শ্রী রাগ

শ্যাম নাগর মনোহর রস গাগরি গোরি।
নবজলধর জনু উজোর কত থির বিজুরি ॥
ফাগুয়া খেলত কাননে বর রসিক মুরারি।
সঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিনি নব রঙ্গিনি নারি ॥
কানুক হৃদয় হার হরি পুন রতিরসে ভোর।
উচ কুচ কঞ্চুক লুঞ্চয়ে পুন হাসি দেই কোর
গোবিন্দদাস পহু রসিক মুরারি।
কত কত লীলা করত বিথারি ॥

সা. প. (১) ২৮৩, ক. বি. ১৩০২

৫৪৯

মালব শ্রীরাগ

নব ঘন কানন[১] শোভিত কুঞ্জ।
বিকশিত কুসুমে শোভা অতি পুঞ্জ[২] ॥
নওল পল্লব[৩]-শোভিত ডাল।
শারি শুক পিক তহি বোলত রসাল[৪]।
তহি পলি অপরূপ রতন-হিণ্ডোর।
তহি পর বৈঠল[৬] কিশোরি কিশোর ॥
ব্রজরমণীগণ দেত[৭] ঝকোর।
গীরত জনি ধনি করতহি কোর ॥
কত কত উপজত[৮] রস-পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস দেখত তহি রঙ্গ ॥

সা. প. ১৮২. ৭ম পত্র সং ৩৪৮, তরু ১৫
ক. বি. ৩০১

পাঠান্তর—(১) বনঘন কানন—সং। তরু—
(২) নব ঘন কানন শোভিল পুঞ্জ।
বিকশিত কুসুমে সুশোভিত কুঞ্জ ॥
(৩) নব নব পল্লবে (৪) গাওয়ে রসাল (৫) তহিঁ (৬) বৈঠলি (৭) দেওত (৮) উপজল।

শব্দার্থ—দেত ঝকোর—ঝাঁকি বা নাড়া দিল, দুলাইয়া

দিল। গীরত জনি ধনি করতহিঁ কোর—সুন্দরী পাছে পড়িয়া যান ভয়ে কৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন।

৫৫০

অভিনব রঙ্গিনি সঙ্গে বিনোদিনী
ঝুলত নটবর রায়।
কনকে রচিত মণি মরকত
সুখদ সেজ ঝোলনায়॥
ধনি মুখ শরদ সুধাকর
নিরমল নাগর নয়ন-চকোর।
ঐ পুন নিরখি নিরখি বর সুন্দর
আনন্দে তনু মন ভোর॥
শীতল চন্দন দুহু অঙ্গে লেপল
দুহু গলে শোভে ফুল মাল।
সৌরভে উনমত সঙ্গহি ফিরত
গুঞ্জত মধুপ রসাল॥
কোই কুলবতি অতি কৌশলমতি
ধরি তহিঁ ঝুলন ডোর।
আবেশে সুমধুর মধুর ঝোলায়ত
রসময় নন্দ কিশোর॥
কোই সুনায়রি সুমধুর গায়ত
কোই বাজায়ত যন্ত্র।
বিদগধ রঙ্গিনি প্রেমতরঙ্গিণী
বিরচহ রসগর তন্ত্র॥
নীল শ্বেত কুসুম জাতি যূথি মল্লিকা
কোই বরিখে দোঁহ গায়।
আনন্দ নিমগন শিখী কর নর্ত্তন
কোই কোই পঞ্চম গায়॥
দুহুঁ রূপ নিরখি হরখি সব সখিগণ
দিন রজনী নাহি জ্ঞান।
ভুলল সবহু তরুণি মন
ঐছন গোবিন্দদাস রস গান॥

ক. বি. ১৩৭৪

রাসলীলা

৫৫১

সুহই

মুরলী অতি সুমধুর তান।
দরবহি দারু মুঞ্জরে নব পল্লব
যমুনা বহত উজান॥
ধ্বনি শুনি ধরণী ধরণীধর পুলকিত
শিলা গলি বহতহি নীর।
নীর তেজি মীনকুল উখাড়িয়া পড়ত
কোই নাহি হোয়ত থীর॥
বৎস তেজি দুগ্ধপান ঊর্দ্ধমুখে ধায়ত
কানন তেজি মৃগী ধায়॥
গোবিন্দদাস ভনে জগত ভুলল গানে
মধুর মুরলীধর বালাই যাই॥

শব্দার্থ—দরবহি দারু—কাঠও দ্রব হয়। ধরণীধর পুলকিত—পর্ব্বতও আনন্দিত।

৫৫২

শুনিঞা মধুর মুরলীতান
সতিল নতিল রসের প্রাণ
অন্তরে ভেদল মদন-বাণ
চলল নিকুঞ্জ মাঝে রে।
অঙ্গে পহিরল জলদ-বাস
বিধির অবধি লাস বিলাস
মধুর মধুর কোমল হাস
কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে রে॥
চাঁচর চিকুরে কবরী সাজ
রতন-জড়িত খোপার সাজ
কুন্দ কনয় মাঝহিঁ মাঝ
মল্লিকা মালতী ঘেরিঞা।

জিনি সরোরুহ চরণ দ্বন্দ্ব
নখমনি তাহে বিধুকে নিন্দ
রসের আবেশে গমন মন্দ
মদন কান্দয়ে হেরিঞা ॥
রচিঞা মঙ্গলকেলি সুসাজ
চৌদিগে বেঢ়িঞা নাগরি রাজ
প্রবেশ করল নিকুঞ্জ মাঝ
মিলল তহিঁ শ্যামরায় রে।
নয়নে নয়নে মীলল কানু
উপজল কত রসের বান
ও রসসাগরে গোবিন্দ ডুবল
কি দিব উপমা তায় রে ॥

সজনীকান্ত দাসের পুথি পৃঃ ৩৫ সং ৩২৯

শব্দার্থ—সহিল নহিল—সহিতে পারিল না। পহিরল জলদ-বাস—মেঘবর্ণের সাড়ী পরিল। বিধির অবধি লাস বিলাস—লাস্যবিলাস যতদূর বিধাতা করিতে পারেন তত-দূর করিল।

মন্তব্য—এই পদটী পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া ডাঃ সুকুমার সেন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৬ খণ্ডে উদ্ধৃত করেন। কিন্তু সংকীর্ত্তনামৃতের ৩২৯ সংখ্যক পদ এইটী।

৫৫৩

ধানশী

কি যে শুনি সুধাময় মুরলীর রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব ॥
করে তুলি পরে কেহ পদ-অভরণ।
কেহ পরে নিজ আধ নয়নে অঞ্জন ॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননেতে ধায়।
পয়-পানে শিশু ছাড়ি সেহ গোপী যায় ॥
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল ॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেহি রামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা ॥

ক. বি. ৮৪ পৃঃ অ ১১৪

শব্দার্থ—না সম্বরে অম্বর—কাপড় সামলাইতে পারে না। করে তুলি পরে কেহ পদ-অভরণ—পায়ের অলঙ্কার হাতে পরিল।

৫৫৪

মায়ূর

নব যৌবনি ধনি জগ জিনি লাবণি
মোহিনি বেশ বনাওলি তাহি।
মনমথ চীত ভীত নাহি মানই[১]
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই ॥
মিললি[২] নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
যুবতি যূথ মেলি[৩] গাওত বাওত
চলত চিত্র-পদ বিদগধ রমণী ॥
হেরই[৪] শ্যাম সুরত-রণ-পণ্ডিত
হাসি মদন মদে মাতলি বালা।
রতি-রণ-বীর বীর সহচরি মেলি
বরিখই বিষম নয়ন শর জালা[৫] ॥
নয়নে নয়নে কণে ভুজ ভুজ বন্ধান[৬]
তনু তনু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহই অব না বুঝিয়ে
বাজত কিঙ্কিণি কোন তরঙ্গ ॥

সা. প. (১) ১০৯, ক. বি. ২৫২৮ তরু ১০৬৫, কী ২১১, ক্ষণদা ১৭।৭, সমুদ্র ২২৭

পাঠান্তর—(১) মানত—ক্ষ (২) চললি—তরু (৩) যুবতি-যূত-শত—ক্ষ (৪) হেরইতে—ক্ষ (৫) বরিখয়ে নয়ন-কুসুম-শর জালা—তরু (৬) ভুজে ভুজে বন্ধনে—ক্ষ; ভুজে ভুজে সন্ধান—তরু।

৫৫৫

কামড়া

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যূথি
মত্ত-মধুকর-ভোরণী।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত-চোরণি॥
শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।
বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ
একু নয়নে কাজর রেহ
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর[১] একু
একু কুণ্ডল দোলনি[২]॥
শিথিল-ছন্দ নীবিক বন্ধ[৩]
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি।
ততহিঁ[৪] বেলি সখিনি মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দ
গোবিন্দদাস গাওনি॥

সা. প. (১) ১১৫, ক. বি. ৮০ পৃঃ তরু ১২৫৫, কী ২২০, সং ২৭৮, গো ২৮, বৃ ২১ ক্ষণদা ২৯।৪, সমুদ্র ২২১

পাঠান্তর—(১) কঙ্কণ—তরু (২) ডোলনি—তরু (৩) নীবিকো বন্ধ—ক্ষ (৪) এতহু—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—শুনত গোপি প্রেম রোপি ইত্যাদি—মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া গোপীগণ প্রেম স্থাপন করিয়া, মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া যেখানে সেই মুরলী অস্ফুট মধুর শব্দে আহ্বান করিতেছিল, সেইখানে চলিলেন। বিছুরি গেহ নিজহুঁ দেহ ইত্যাদি—তাঁহারা ঘর ভুলিলেন, নিজের দেহও ভুলিলেন, বেশভূষা করিতে ভুলিলেন। এক নয়নে কাজলের রেখা অঙ্কন করিলেন, অন্য নয়ন খালি রহিল। বাহুতে একখানি নূপুর পরিলেন আর এক কানে একটি কুণ্ডল দুলিতে লাগিল। নীবির বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। কেহু কাহুকো পথ না হেরি—"আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ"—ভাঃ ১০।২৯।৪। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য মন এমন ব্যাকুল যে পথে যাইবার সময় আর কিছুই চোখে পড়ে নাই—সমস্ত মন শ্রীকৃষ্ণেই নিমগ্ন।

৫৫৬

মল্লার

বিপিনে মিলল গোপ-নারি
হেরি হসত মুরলিধারি
নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেম-সিন্ধু-গাহনি[১]।
পুছত সবক গমন-খেম
কহত কীয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি॥
হেরি ঐছন রজনি ঘোর[২]
তেজে তরুণি পতিক কোর
কৈছে পাওলি[৩] কানন ওর
কহত থোর কাহিনী[৪]।
গলিত-ললিত কবরি-বন্ধ
কাহে ধাওত যুবতিবৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দন্দ
বেঢ়ল বিশিখবাহিনী[৫]॥
কিয়ে শরদ চান্দনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম-পাঁতি
হেরত শ্যাম ভ্রমর-ভাতি
বুঝি আওলি সাহনি[৬]।

এতহুঁ কহত না কহ কোই
রাখত কাহে মনহি গোই
ইহহি আন নহই কোই[৭]
গোবিন্দদাস গাহনি ॥

সা. প. (১) ১১৬ পদ
ক. বি. ৮৪ পৃঃ
বৃ ২১, গো। ২৯

ক্ষণদা ২৯।৫, তরু ১২৩৬,
সং ২৭৯, কী ২২০

পাঠান্তর—ক্ষণদা—(১) মদন-সিন্ধু-গহনী (২) হেরত ঐছন রজনী ঘোর (৩) আওলি (৪) থোর নহত কাহিনী —তরু (৫) বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী—তরু (৬) বুঝিয়ে আয়ল সাহিনী—ক্ষ (৭) ইহহিঁ আন কোই না হই—ক্ষ।

ব্যাখ্যা—রাসে সমাগতা গোপীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ছল করিয়া উদাসীনতা দেখাইতেছেন। গোপ-নারীরা (গোপ-দিগের পরিণীতা স্ত্রীগণ) বিপিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে মুরলীধারী হাসিয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সেই জিজ্ঞাসা যেন গোপীদের প্রেমসিন্ধুতে অবগাহনতুল্য (গোপীদের ভালবাসা কতটা গভীর তাহা বুঝিবার জন্য এই অবগাহন-রূপ জিজ্ঞাসা করা)। শ্রীকৃষ্ণ যেন গোপীরা কেন আসিয়াছেন কিছুই জানেন না, এমন কি তাহাদের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা আছে তাহাও স্বীকার না করিয়া সাধারণ ভদ্রতাসূচক কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমাদের এখানে আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই তো? তোমাদের কি প্রীতিসূচক কার্য্য করিব বল (What can I do for you?)। ব্রজের সকলের কুশল তো? এ সব প্রশ্ন শুনিয়া তোমরা কুটিল দৃষ্টিতে চাহিতেছ কেন? (এই চরণ কয়টী ভাগবতের প্রায় অবিকল অনুবাদ—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্॥ ১০।২৯।১৭

গোপীদের কুটিল দৃষ্টিতে তাকানো গোবিন্দদাসের মৌলিক)।

এমন ঘোর রজনীতে তোমাদের মতন তরুণীরা পতির কোল ছাড়িয়া কিরূপে বনের প্রান্তে আসিলে? এ তো কম কথা নহে। নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে! তোমাদের সুন্দর কবরীর বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে। যুবতী তোমরা দৌড়াইতেছ কেন? গৃহে কি ঝগড়া হইয়াছে? না, ধনুর্ব্বাণ লইয়া কোন দস্যুদল ঘর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। (বিশিখবাহিনী—ক্ষণদার পাঠ অর্থাৎ বাণ লইয়া বাহিনী। তরুর পাঠ—"বেঢ়ল বিপথ-বাহিনী"। উহার অর্থ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় করিয়াছেন—"বিপথগামিনী অর্থাৎ কুলটা স্ত্রীগণ কি তোমাদিগকে বেষ্টিত করিয়াছে?" ইহাতে অর্থ ও পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক বজায় থাকে না, তাই ক্ষণদার পাঠই ভাল বলিয়া মনে হয়। সাহিত্যপরিষদের ১১৮৩ সাল বা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ১০৩ সংখ্যক পুথিতেও "বিশিখ বাহিনী" পাঠ আছে।) কিম্বা আপদ্ বিপদ্ কিছুই হয় নাই। শরৎকালের চাঁদনি রাত্রি, ফুলে ফুলে কুঞ্জ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শ্যামভ্রমর (শ্যামরূপ ভ্রমর কি?) শোভা পাইতেছে (ভাতি)। তাহাই দেখিতে বুঝি স্বাধীনা (সাহনি) হইয়া আসিয়াছ? এত কথা বলিতেছি তবুও কেউ তোমরা কিছু জবাব দিতেছ না কেন? মনে কথা গোপন রাখিতেছ কেন? এখানে অন্য কেউ নাই —স্বচ্ছন্দে বলিতে পার। গোবিন্দদাস এই গান করিতেছেন।

৫৫৭

ধানশী

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ-করনি।
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণি॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ-বচন-বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর-চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুল-শিল মুরলিক সানে।
কিঙ্করিগণ জনু কেশ ধরি আনে॥

অব কহ কপটে ধরমযুত বোল।
ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল॥
তোহে সোঁপিত জিউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাঁহা যাব॥
এতহুঁ কহল ব্রজ-যৌবত মেল।
শুনি নন্দ-নন্দন হরষিত ভেল॥
করি পরসাদ তহিঁ করয়ে বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৮৭ তরু ১২৫৭

ব্যাখ্যা—যাহার মুরলীর কলধ্বনির ব্যাকুল আহ্বানে ঘর ছাড়িয়া গোপীরা আসিয়াছেন, তাঁহার এরূপ উদাসীনের মতন কথা শুনিয়া গোপীরা আর চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তাঁহাদের মনের সকল অভিলাষ বোধ হয় ছিন্নভিন্ন হইল। মুখে কিছুই বলিতে না পারিয়া তাঁহারা হেঁটমুখে পায়ের নখ দিয়া মাটিতে আঁচড় কাটিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা ব্যাকুল মনের ভাব আর লুকাইতে না পারিয়া গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে কপটদের শিরোমণি শ্যামচন্দ্র, তোমার এই নিষ্ঠুর বচন-রূপ তীক্ষ্ণ শর আর সহ্য হয় না। তুমি কেমন করিয়া এই রকম কথা (ইহ অনুবন্ধ) বলিতে পারিলে? তুমি মুরলীর শব্দে আমাদের কুলশীল ভাঙ্গিলে; ক্রীতদাসীদিগকে যেমন করিয়া কেশে ধরিয়া টানিয়া আনে, তেমনি করিয়া আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছ। আর এখন কিনা ছল করিয়া ধর্ম্মের কথা শুনাইতেছ! তুমি যে কেমন ধার্ম্মিক তাহা তো আমাদের অজানা নাই। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি কখনও কুমারীদের বস্ত্র হরণ করে? তোমাকেই আমাদের প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। তোমার প্রেমমধু আমরা নিশ্চয়ই পাইব। তোমার শ্রীচরণ ছাড়িয়া আমরা এখন কোথায় যাইব?

যখন ব্রজযুবতীরা মিলিয়া এইসব কথা বলিলেন, তখন নন্দনন্দন খুব আনন্দিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া সেখানেই বিলাস আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দদাস আনন্দের সহিত উহা দেখিতে লাগিলেন।

মন্তব্য—

তুলনীয়—কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্য-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্ম্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তুষ্ণীম্॥

ভাঃ ১০।২৯।২৯

কিঙ্করিগণ জনু কেশ ধরি আনে—এটি যে মধ্যযুগের প্রথা ছিল তাহা আমার পুত্র ডক্টর শ্রীভক্তপ্রসাদ মজুমদার তাঁহার 'Socio-Economic History of Northern India' 1030-1194 নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৮) ত্রয়োদশ শতাব্দীর দাসী-বিক্রয়ের দলিল হইতে দেখাইয়াছে। ঐ দলিলে একটি সর্ত্ত হইতেছে যে, দাসী যদি পলায়ন করে তাহা হইলে তাহাকে চুলে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিবার ক্ষমতা ক্রেতার থাকিবে।

৫৫৮

বেলোয়ার রাগ

বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ
করতল তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্রগতি সবহু কলাবতি
করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি।
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারি।
জলদ পুঞ্জে জনু তড়িত লতাবলি
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥
নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল
শ্রম জল ঢল ঢল বদনহি চন্দ।
রস ভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরিক বন্ধ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস পরশ রস লালসে
রহই তনু তনু লাই।

গোবিন্দদাস পহু মুরতি মনোভব
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই ॥

সা. প. (১)—১১ ক্ষণদা ৩০।৯, সমুদ্র ২২৪
ক. বি. ১২৬৬, ২৫৮৫, ২৬০০ তরু ১২৬৬, সং ২৪৪, কী ২২১
গো ২৮

শব্দার্থ—নটন হিলোল লোল মণিকুণ্ডল—নৃত্যের হিল্লোলে কুণ্ডল দুলিতেছে। মুরতি মনোভব—মূর্ত্তিমান কামদেব।

৫৫৯

মিশ্র বেহাগ

রাধাশ্যাম নাচে ধনু অঙ্ক পাতিয়া।
জলধর শ্যাম একি অনুপাম
থির বিজুরি বামে রাখিয়া ॥
যুগু যুগু যুগুতা অঙ্গ-ভঙ্গে চলে পা
নখমণি ঝলমলিয়া।
মঞ্জীর মূক এ বড়ি কৌতুক
কিঙ্কিণী কিনিকিনিয়া ॥
নাচে যদুবীর শির করি থির
কুণ্ডল মৃদু দোলনিয়া।
মাধব গানে সুরকুল বাখানে
মুনি জনার মন মোহনিয়া ॥
অংসে অংসে দুহুঁ বিনিহিত বাহু
হাস দামিনি দমনিয়া।
অঙ্গ-ভঙ্গি করি নাচে রাসবিহারী
গোবিন্দদাস হেরি মাতিয়া ॥

মাধুরী ৩।৫৩৭

শব্দার্থ—মঞ্জীর মূক—পায়ের নূপুরে একটুও শব্দ হইতেছে না। অংসে অংসে—কাঁধে কাঁধে। হাস দামিনি দমনিয়া—তাঁহাদের হাসির ঝলক বিদ্যুতকেও হারাইয়া দেয়।

৫৬০

বরাড়ি

শরদ সুখদ নিশি রাস পরিচ্ছেদ।
মধুর মধুর তাহে গায় নটষাদ ॥
বলয়া নূপুরধ্বনি বাজয়ে অধিক।
শশধর উজ্জ্বল প্রকাশ দশ দিগ ॥
নাচে সব ব্রজবধূ অতি উল্লসিত।
মিলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল সহিত
প্রতি যূথে মণ্ডিত কুণ্ডল উৎপল।
উচ্চ পয়োধর ভার গলিত অঞ্চল ॥
নিপতিত কবরি জড়িত ফুলদাম।
গোবিন্দদাস কহে অতি অনুপাম ॥

ক. বি. ২৫২৬

৫৬১

বেলাবলি

সারি সারি মনোহারী নব ব্রজবালা ॥ ধ্রু ॥
বেঢ়ল গৌরাঙ্গী সব যশোদানন্দন।
বিদ্যুতের মালা যৈছে মেঘ সন্নিধান ॥
শ্রীগোকুল সুধাকর সঙ্গে সুধাময়ী।
প্রেম-জ্যোৎস্না ঝলমল কোটীন্দু-বিজয়ী ॥
বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণীর বোল।
মধ্যে মধ্যে সুমিলিত মুরলী উজোর ॥
রাজহাট মাঝে যে পতাকা শশধরে।
কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে
রাস হাট গোপিকার পসরা যৌবন।
গ্রাহক তাহাতে ভেল মদনমোহন ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈঃস্বরে।
সাধুবাদ দেন কৃষ্ণ আপনে তাহারে ॥
কোন গোপী রাসহাটে শ্রমযুত হইয়া।
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া ॥

তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন।
গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন॥

মাধুরী ৩।৫২২

ব্যাখ্যা—কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে—চৌকীদারেরা যেমন মাঝ রাতে চীৎকার করিয়া লোককে জাগাইয়া দেয়, কোকিলা তেমনি তাহার কাকলীর দ্বারা মদনকে জাগাইল।

৫৬২

ভ্রমর গতিক ধ্বনি ঘন বাজে বাদ্য।
কোকিল কোটাল কুহরে উচ্চ নাট্য
শ্রীমদন মহিপতি পাওল অদান।
উপরেতে উঠাইল পতাকা নির্ম্মাণ॥
মনোহর বৃন্দাবন যমুনার তটে।
শরদ পূর্ণিমা নিশি বসু রাসহাটে॥
এবর বরজ বধূ মিলাইয়া পারা।
নব নব যৌবনি আসিয়া পসারা॥
চুম্ব আলিঙ্গন দানে হৈল আগুয়ারা।
সকলে গাহক মাত্র মদন গোঁয়ারা॥
কারু পয়োধর মধুর বদন।
কাহারু দাড়িম্ববৎ কাহারু শ্রীফল॥
কবরী সরসী রহু চিকুর চামর।
ভুরু যুগ কুটীল কেহ দণ্ড আঁখিম্বর॥
দশন মোতিম হার অধর প্রবাল।
জঘন কনকাসন সুখদ রসাল॥
বিরচিত কুসুম কুটীর বারি বারি।
অন্তরে অতরু সমান সভয়ে তাহারি॥
প্রবেশি প্রেমের হাটে বরজ তরুণি।
হাস পরিহাস সভে করে বিকিকিনি।
বিবিধ বিহঙ্গ মৃগী নিবসে নগরে।
মন্দ মন্দ সমীরণ আমোদে বিহরে॥
ফুর যঁহা ধরয়ে বৈভব অপরূপ।
গোবিন্দদাস কহে বচন স্বরূপ॥

ক. বি. ২৫৯৭

ব্যাখ্যা—শ্রীমদন মহিপতি পাওল অদান—মদন মহারাজা যেন দানহীন (শুল্কহীন) হইলেন; শুল্ক পান নাই; আদায় করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

৫৬৩

কেদার

মৌলি মঞ্জুল গুঞ্জ ফলফুল
কুটিল কুন্তল সোহি।
জঘন চঞ্চল বদন শিথিল
অখিল-জন-মন-মোহি॥
গোপীগণ মাঝ নাগর বিরাজে
নাচয়ে নত্তক বীর।
সঞ্চিত অমৃত মুরলি কী ধ্বত
রঙ্গ বহুত যমুনাক তীর॥
কণ্ঠে নবদাম দোলে অনুপাম
স্বর্ণ মণিময় হার।
কর্ণে ঝলমল মকর কুণ্ডল
রুচির গণ্ড-বিহার॥
শোভা পরিপাটি কটি দেশে ধটি
রুচির কিঙ্কিণি জান।
চরণে মঞ্জির মুঞ্জল বরকর
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ক. বি. ২৭০৩

ব্যাখ্যা—মৌলি মঞ্জুল গুঞ্জ ফলফুল ইত্যাদি—মাথায় গুঞ্জার সুন্দর ফল ও ফুল। উহা কুটীর ও কুন্তল উভয়কেই শোভিত করিল।

৫৬৪

নটবর বেশ কেশপাশ
ভূষণ চঞ্চল চম্পকচুর।

তাহে বেঢ়ি গুঞ্জ পুঞ্জে পুঞ্জে লম্বিত
তাহে বেঢ়ি রঙ্গিণ ফুল ॥
রতি রঙ্গে সম্মিতা ভঙ্গিলা
গোপী সঙ্গে রঙ্গে নৃত্যতি গোপাল।
কিং কিং কিঙ্কিণি কিং কিং মন্দিরা
ছন্দর নিনাদ বিশাল ॥
তাথৈ থৈ ঝুমুকু ঝুমুকু
ঝুমদি ঝনাঝনা দিস্তাথা।
তাধিক তাধিক থৈ থৈ মধুর মৃদুধ্বনি
রঙ্গে ভঙ্গে পড়ে পা ॥
নটুয়া জিনিয়া নটী নটিনী জিনিয়া নট
বিবিধ সুছন্দ গীতশালী।
গোবিন্দদাস গান পুরন্দর বাখানে
ভাল রে ভাল রে ভালি ॥

ক. বি. ২৬০৪

৫৬৫

মরুজ উপাঙ্গ বীণা বেণু মাধুরি
পূরই রাস-বিলাসিনি।
অঙ্গ ভঙ্গ রব কিঙ্কণ কটিতটে
রনুঝনু কিঙ্কিণি ধ্বনি ॥
তাধিনি তাধিনি ধিনতা বাজে মৃদঙ্গ
নত্তক গোকুল রায়।
করতলে তাল মিলিত মধুর
সুস্বর ধনী রস গায় ॥
অংস বিলোলা অংস বিরাজিত
উড়ই শিখিপুচ্ছ চূড়।
গোবিন্দদাস কহে অপরূপ
গোপী সঙ্গে বেদ-নিগূঢ় ॥

ক. বি. ২৬০৫

শব্দার্থ—পূরই—পূর্ণ করিল। অংস বিলোলা অংস বিরাজিত—শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল স্কন্ধের উপর শ্রীরাধার স্কন্ধ রহিয়াছে। বেদ-নিগূঢ়—এই লীলা বেদেও প্রকাশিত হয় নাই।

৫৬৬

রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রঞ্জিত
কঙ্কণ কবরি শোহন।
ঈষদ সুহাস মধুর পরকাশ
ভ্রূভঙ্গ বিলাস মোহন ॥
কুসুম কাননে গোপবধূগণ
বেঢ়িয়া গায় গোপালে।
যেন মনোহর বিজুরি নিকরে
শোভে মেঘমণ্ডলে ॥
ভাল তনু মাঝ কিঙ্কিণি বিরাজ
অচল কুচ আঁচল।
কর্ণে ঝলমল মকর কুণ্ডল
রুচির গণ্ড বিশাল ॥
কবরি সুন্দর গন্ধ ফুলভর
বান্ধল সুছন্দ ছন্দে।
গোবিন্দ রচিত রসিক মনোরথ
প্রেম দেই প্রেমানন্দে ॥

ক. বি. ২৬০৬

শব্দার্থ—রচনে মণ্ডিত মঞ্জির রঞ্জিত—নূপুর রং করিয়া শোভাযুক্ত হইয়াছে।

৫৬৭

দুই দুই গোপিনি অন্তরে কৃষ্ণকেলি।
দুই দুই কৃষ্ণ মাঝ গোরি গোরি মেলি
অপরূপ রভস রসাল ফুলবনে।
শত শত রমণি রময়ে একজনে ॥
কনক চম্পক সঙ্গে মরকত মণি।
বিশাল মৃণাল যেন বিরল গাঁথনি॥

সুরতরু বেড়িয়া মণ্ডলি দুহুঁ ফেরি।
তার মাঝে থাকি কৃষ্ণ পূরয়ে বাঁশরি॥
উচ্চৈঃস্বরে গায় গীত বরজ নাগরি।
কুবলয় বেড়ি যেন গুঞ্জরে ভ্রমরি॥
ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবালা।
মেঘগণ ঘেরি যেন খেলিছে চপলা॥
রক্তকণ্ঠ সুমাধুর্য্য সকল ভূষিত।
দেখিয়া পরমানন্দ পরম পিরিত॥
কেহ শ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণের অঙ্গে ভুজ দিয়ে
মুকত কবরি ভরে রহে দাণ্ডাইয়ে॥
কেহ বা চন্দন বাহু আঘ্রাণের ছলে।
মনোরঙ্গে ঘন চুম্ব প্রদানে গোপালে॥
সখি গণ্ডে গণ্ড দিয়া নন্দের নন্দন।
গোবিন্দদাস কহে রসিক সুজন॥

ক. বি. ২৬০৭

পরম মোহিত চন্দ্র দেখিয়া নয়ানে।
বিস্ময় হৃদয় হৈয়া রহিলা গগনে॥
তবে হরি শ্রমযুক্ত হেরি নারিগণ।
নিজ করে ধরি মুখ করেন মার্জ্জন॥
কর পরশনে গোপী পাইল পিরিত।
অনুগত হরি বুঝি হৈল হরষিত॥
শ্রম বিমোচন হেতু নন্দের কুমার।
চলিলা অবলা সঙ্গে যমুনা বিহার॥
কুঙ্কুম রঞ্জিত রহে গন্ধ দশদিগ।
মত্ত মধুকর সব বেষ্টিত চৌদিগ॥
সবে এক গোপাল সমূহ গোপনারি।
একমেলি হয়ে ধায় নানা রঙ্গ করি।
গোবিন্দদাস কহে শুনহ নগোরি॥

ক. বি. ২৬০৮

৫৬৮

কোন সখী নৃত্যগীতে শ্রান্তিযুক্ত হয়া।
কুচ ভার কর পদ আর পায় লয়া॥
কপাল কুণ্ডল স্বর্ণে শ্বেত উৎপল।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল নিজ অঙ্গ জল॥
এইরূপে গোয়ালিনী লৈয়া বনমালী।
মোহিয়া আপন রঙ্গে করে নানা কেলি
যেন সীধু পরিহাস লৈয়া নিজ ছায়া।
তেন নিজ রঙ্গেতে রঙ্গিণী ব্রজমায়া॥
শত শত গোপনারী মাঝে এক কানু।
তুষিয়া প্রেমের রসে হৈয়া তত তনু॥
আয়াস আলিস হৈল যতেক গোপিনী।
কবরি খসিয়ে পুষ্প পড়িছে ধরণী॥
অবিরত ক্ষিতি নিপতিত তরুলতা।
যতেক করয়ে কেলি কি কহিব কথা॥
দেখিয়ে সে সব কেলি অমর নাগরি।
কামে অচেতন হয়ে সভে পড়ে ঢলি॥

৫৬৯

বিহাগড়া

নাগর টেরে টেরে হেরই রাই বয়ান॥ ধ্রু॥
যূথে যূথে গোপী লইয়া যশোদা-নন্দন।
রাসক্রীড়া বৃন্দাবনে কৈলা আরম্ভন॥
হস্তক বন্ধনে গোপী করিয়া মণ্ডলী।
মধ্যে মধ্যে যশোদা-নন্দন বনমালী॥
যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর।
দুই দুই নাগরী মধ্যে এক এক নাগর॥
গোপিকার কাঁধে বাহু হেলি কুতুহলে।
আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে॥
যূথে যূথে রমণী বিহরে বনমালী।
রাসরস মহোৎসবে গোপীর মণ্ডলী॥
হেমমণি আভরণ যত রূপবতী।
মধ্যে মধ্যে মরকত শ্যাম যদুপতি॥
কিবা সে মণ্ডলী শোভা গোপিনী গোপাল।
মরকত গাঁথা জনু হেমমণি-মাল॥

কোন গোপী নাচে গায় করে ধরে তাল
মধ্যে মধ্যে নৃত্য করে যশোদা গোপাল।
অন্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়া বিমানে।
রাসলীলা দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে ॥
ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে রঙ্গে রসিক মুরারী।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গীত গায় উচ্চস্বরে।
পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করিয়ে সাদরে ॥
অঙ্গভঙ্গ মন্দহাস্য অঙ্গ বিলোকনে।
নৃত্য গীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে ॥
শ্যাম নটবর সঙ্গে কলাবতীর ঘটা।
নব জলধরে জনু বিদ্যুতের ছটা ॥
বলয়া নূপুর মণি বাজয়ে কিঙ্কিণী।
রাসরসে রতি-রণে কি মধুর শুনি ॥
করয়ে নর্ত্তক রসে হরিষে মুরারি।
গোবিন্দ সহিতে নাচে গোপের সুন্দরী ॥
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চস্বরে।
সাধুবাদ দেন তারে শ্যাম নটবরে ॥
কোন গোপী রাসরসে শ্রমযুত হৈয়া।
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া ॥
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন।
গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন ॥

মাধুরী ৩। ৫৪৬

৫৭০

তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী করি।
শ্যামের বামে দাঁড়াইল নবীন কিশোরী ॥
দুহুঁ অঙ্গ পরশিতে দুহুঁ ভেল ভোর।
আজুক আনন্দ কো করু ওর ॥
নব রঙ্গিণী রাধা রসময় শ্যাম।
চৌদিকে গোপিনী সব অতি অনুপাম ॥
অপরূপ রাধা কানু বিলাস।
আনন্দে নিরখই গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ৩।৫১৭

৫৭১

রাধাশ্যাম দুহুঁ রে বিহরে কুঞ্জবনে।
দুই চন্দ্র এক ঠাম বয়ানে বয়ানে ॥
কাজরে মিশেছে রাই নব গোরোচনা।
নীলমণির অন্তরে পশিছে কাঁচা সোনা ॥
নব কুবলয় জিনি নাগর শ্যাম।
কষিত কাঞ্চন জিনি রাই অনুপাম ॥
বিনোদিয়া নাগরের নাগরী রহু কোলে।
কাল জলে সোনার কমল যেন হেলে ॥
সোনার বরন রাই কালিয়া নাগর।
সোনার কমলে যেন পশেছে ভ্রমর ॥
রাধা শ্যামর রূপে কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা ॥
গোবিন্দদাস দোঁহা দেখিয়া বিভোর।
সোনায় সোহাগা যেন মিশায়েছে জোর

ক. বি ৮৪১

৫৭২

এ রাসমণ্ডল মাঝে যুগলকিশোর।
নাচত দোঁহে সুখের নাহি ওর ॥
ভাব ভরে তরু সব লম্বিত হইয়া।
দোঁহার চরণতলে পড়ে লোটাইয়া ॥
তা দেখি ময়ূর সব নাচে ফিরি ফিরি।
জয় রাধাশ্যাম বলি নাচে দুই শারী ॥
জয় রে জয় রে জয় বৃষভানুকন্যা।
ডালে বসি ডাকে শিখি প্রেমে বহে বন্যা ॥
চাঁদ জিনি চকোর চকোর জিনি শশি।
অপরূপ দুহুঁ চাঁদ যেন মিশি ॥

দোঁহ অঙ্গ ফেরাফিরি হেরাহেরি বাহু।
শরদ পূর্ণিমার চাঁদ গরাসিল রাহু॥
বৃন্দাবনে সুখের হিল্লোল বহি যায়।
গোবিন্দদাস হেরি ওর নাহি পায়॥

ক. বি. ৮৫৭

৫৭৩

রাধাশ্যাম নিকুঞ্জ মন্দির মাঝ।
চৌদিকে ব্রজবধূ মঙ্গল গায়ত তেজি কুলভয় লাজ॥
শরদ যামিনী, সুন্দর কামিনি, চঞ্চল লোচনে চায়।
মদন-ভুজঙ্গমে রাই রে দংশল, ঢলি পড়িছে শ্যাম গায়॥
কানু ধন্বন্তরি, রাই কোরে ধরি, ঔখদ চুম্বন দান।
নাগর নাগরি যো রসে আগরি, দুহি দুহু একই পরাণ॥
স্বর্গে বিদ্যাধরি, করজোড় করি, করতহি পুষ্পকি রাস।
নানা যন্ত্র মেলি, বাজত মুরলি, কহতহি গোবিন্দদাস॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি হইতে (পৃঃ ২৫) ডাঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬ খণ্ডে প্রকাশিত।

৫৭৪

কামোদ

কাঞ্চন-মণিগণে জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল-সাজ।
মাঝহি মাঝ মহা মরকত মণি
শ্যামর নটবর রাজ॥
বৃন্দাবনে অপরূপ রাস-বিহার।
থীর বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর
বরিখয়ে রস অনিবার॥
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহুঁ কত কত চান্দ।
কনকলতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধ॥
কত কত পদুমিনি পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতি-ভাষ।
মধুকর মেলি কত পদুমিনি গাওত
মগধল গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ২৫৮৪
প্র. ২০, গো. ২৭

ক্ষণদা ৩০।৪. সং ২৮৭, কী ২০১
তরু ১২৫৮, সমুদ্র ২২৪

ব্যাখ্যা—ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে কাঞ্চনমণি, স্থির বিদ্যুৎ, চন্দ্র, কনকলতা ও পদ্মিনীর তুলনা এবং মহামরকত, জলধর, তিমির, তমাল ও মধুকরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করা হইয়াছে।

৫৭৫

কেদার

কালিন্দি-তীর সুধীর সমীরণ
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর
শুক সারিক পিকু-পঞ্চম ভাষ[১]॥
মধুবনে নিধুবন মুগধ মুরারি[২]।
মুগধ গোপবধূ অধিক লাখ সঞে
রঙ্গে বিহরে বৃষভানু-কুমারি॥
নাচত নটিনি গাওয়ে নট-শেখর[৩]
গাওত নটিনি নাচে নট-রাজ।
শ্যাম সঞে গোরি গোরি সঞে শ্যামর[৪]
নব জলধরে জনু বিজুরি বিরাজ॥
হেরি হেরি রাস বিলাস মনোহর[৫]
মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ।
ভূলল গগনে সগণে রজনীকর
চৌদিগে ভ্রমই[৬] দীপধর ছন্দ॥
তারাগণ সঞে তারা-পতি হেরি
লাজে লুকায়ল দিনমণি-কাঁতি।

গোবিন্দদাস পহু জগমনমোহন
বিহরিতে[৭] ভেল কলপসম রাতি ॥

সা. প. (১)—১১২ ক্ষণদা ২৯।৮, কী ২২১
ন্ ২০, গো। ২৮ সমুদ্র ২২৮, স° ২৮৯
তরু ১২৬৮

পাঠান্তর—(১) শারীশুক পিক পঞ্চম ভাষ—ক্ষ (২) নিধুবনে নাচত মুগধ মুরারি—ক্ষ (৩) নাচে রমণী গাওত নট-শেখর—ক্ষ (৪) শ্যামর গোরী গোরী সঞে শামর—ক্ষ (৫) হেরি হেরি অপরূপ রস কলারস—তরু (৬) বেঢ়ল—ক্ষ (৭) ক্ষণদায় 'বিহরিতে'; সমুদ্রে 'বিহরত'।

ব্যাখ্যা—যমুনার তীরে মৃদুমন্দ পবন বহিতেছে; কুন্দ, কুমুদ ও পদ্ম একই সঙ্গে রাত্রিকালে বিকশিত হইয়াছে (পদ্ম কখনও রাত্রে ফুটে না, কিন্তু যোগমায়ার কৃপায় এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছে); ময়ূর ও ভ্রমর মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে; শুক, সারী ও কোকিল পঞ্চম তানে গান করিতেছে। মথুরামণ্ডলস্থ মধুবনের নিকট নিধুবনে মুগ্ধ মুরারি বিলাস করিতেছেন। লক্ষের অধিক মুগ্ধ গোপবধূর সঙ্গে বৃষভানুকুমারী শ্রীরাধা রঙ্গে বিহার করিতেছেন। নৃত্যপরা শ্রীরাধা নাচিতেছেন, নট-শেখর শ্রীকৃষ্ণ গান করিতেছেন আবার নর্ত্তকী রাধা গান করিতেছেন, নটরাজ শ্যাম নাচিতেছেন। শ্যামের সঙ্গে গৌরী, গৌরীর সঙ্গে শ্যাম যেন নবীন মেঘে বিদ্যুৎ শোভা পাইতেছে। এই অপূর্ব্ব রাস-কলার রস দেখিয়া দেখিয়া মন্মথের মনমথনকারী শ্রীকৃষ্ণ যেন ধাঁধার ন্যায় মনে হইতে লাগিল (কামের পক্ষে অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝা অসম্ভব হইল)। আকাশে চন্দ্র (রজনীকর) তারাগণের সহিত এই রাস-লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দীপধরের (মশালচির) মতন রাসস্থলীর চারিদিকে আলো করিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তারাদের সঙ্গে তারাপতিকে দেখিয়া (অন্যার্থে গোপীরূপ তারাগণের সহিত কৃষ্ণরূপ চন্দ্রকে দেখিয়া) সৌন্দর্য্যে পরাভূত হইবার লজ্জায় সূর্য্য মুখ লুকাইয়া থাকিলেন। গোবিন্দদাসের প্রভু সকল জগতের মন মুগ্ধ করেন, তিনি বিহার করিতেছেন দেখিয়া রাত্রি কল্পকাল স্থায়ী হইল।

মন্তব্য—রাসলীলা দেখিয়া চন্দ্রের বিস্মিত হওয়ার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥
১০।৩৩।১৮

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

দেখিয়া গোপাল-কেলি বিবুধবনিতা।
মুরছি পড়ল রথে, কামে বিমোহিতা ॥
নিজগণ সহিত মোহিত শশধর।
স্থির-সিদ্ধ বিমোহিত হৈল নিরন্তর ॥

রসালস ও কুঞ্জভঙ্গ

৫৭৬

কেদার

রজনি উজাগরি নাগর নাগরি
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিশয় রসভরে শ্যাম নাগরের কোরে
অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে ॥
দেখ সখি অপরূপ ছান্দে।
শ্যাম নাগর-কোরে[১] শুতিয়া রহল ধনি
কানু নেহারে মুখ-চান্দে ॥
কুটিল কুন্তল সব শ্রীমুখ বেঢ়িল গো
সিন্দূর তিলক মোছে ঘামে।
ফুয়ল কবরি আধ বেনন পাটের জাদ
বীড় খসল কর বামে ॥
নীল বসন ভিগি অঙ্গে লাগিয়াছে গো
শ্রী অঙ্গ দেখিতে উদাস।

যৈছে চান্দের কলা মেঘে ঝাপিয়াছে গো
নিরখই গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১)—১২৭, বৃ ২২ কী ২২৯, তরু ১৫০৯
সমুদ্র ৩৩৬

শব্দার্থ—রহল নিঝুমে—চুপ করিয়া রহিল। ফুয়ল কবরি আধ—অর্দ্ধেক খোঁপা খুলিয়া গিয়াছে। বেনন পাটের জাদ—বোনা পট্টবস্ত্র বা রেশমী কাপড়ের খোঁপা (বেণীর আগে ঝুলাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)। বীড় খসল কর বামে—নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বামহাতে যে পানের খিলি ছিল তাহা খসিয়া গেল। উদাস—উন্মুক্ত।

অর্থ একেবারে বদলাইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সহচরীর সঙ্গেই শয়ন করিলেন বুঝায়।

ব্যাখ্যা—সজনি শুতি রহু নীলজ কান—এক সখী অপর সখীকে বলিতেছেন, যে রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিল, এখনও নির্লজ্জ কানাই শুইয়া রহিল। মণিময় মুদরি মোহন মুরলী ইত্যাদি—শ্যাম ঘুমাইয়া আছে, এই অবসরে এসো আমরা তাহার মণির অঙ্গুরি ও মোহন মুরলী চুরি করিয়া লইয়া যাই। কৃষ্ণ কিন্তু নিদ্রার মধ্যেই এই যুক্তি শুনিতে পাইলেন। তিনি রাধাকে কোলের মধ্যে আগুলাইয়া ধরিলেন; তাহাতে চতুরদের প্রধান গোবিন্দদাসের প্রভু সখীদের চৌর্য্যে বাধা দিলেন।

৫৭৭

বিভাষ

রজনি উজাগরি[১] নাগর নাগরি
শূতল কিশলয় সেজে।
রতি-রস-আলসে অবশ কলেবর
দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে ॥
শুন সজনি শুতি রহু নীলজ কান।
রাই জাগাই লেই চলু মন্দির
জানাহি হোত বিহান ॥
রাইক কবরি বান্ধি পুন সম্বরি
পিঞ্ছ মুকুট গড়ি জাউ।
মণিময় মুদরি মোহন মুরলী
এ দুহুঁ যতনে চোরাউ ॥
ঘুমল কান্থ যুগতি শুনি ঐছন
রাইক কোরে আগোর[২]।
গোবিন্দদাস পহুঁ চতুর শিরোমণি
নিরসল সহচরি-চোর[৩] ॥

সং ৫০

পাঠান্তর—লহরী (৩০৭)—(১) রজনী জনিত জাগরি (২) আগোরি (৩) নিরসল সহচরী কোরি। এই পাঠান্তরে

৫৭৮

ললিত

দেখ সখি গোরি শুতল শ্যাম-কোর।
লাগল নীল রতন[১] কিয়ে কাঞ্চন
কুবল চম্পক জোর ॥
গোরি সুনাগরি অধরে অধর ধরি
ঘুমায়ল বিদগধ চোর।
কনয়-কমলে অলি মাতি রহল জনু
হিমকর শ্যাম চকোর ॥
পীন পয়োধর তুঙ্গ মনোহর
রাতুল করযুগ সাজ।
উলটি কমল বিকচ কিয়ে ঝাঁপল
কনয় ধরাধর-রাজ ॥
নাগরি গুরু উরু নাগর বেড়ল
নাগরি-ভুজ বেঢ়ি অঙ্গ।
জলদে বিজুরি জনু বেড়ল দুহুঁ তনু
গোবিন্দদাস কহ রঙ্গ ॥

ক. বি. ১০:১ তরু ১৫১০, কী ২২৯
সমুদ্র ৪৭৭

পাঠান্তর—ক. বি. আরম্ভ—গোরি শুতল শ্যামর কোর। (১) নাগর নীল রতন—তরু।

ব্যাখ্যা—লাগল নীলরতন কিয়ে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে ইন্দ্রনীলমণি ও কুবলয় (নীলোৎপল) আর শ্রীরাধাকে কাঞ্চন ও চম্পকের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরাধা যেন কমল আর শ্রীকৃষ্ণ অলি। শ্রীকৃষ্ণ চকোর আর শ্রীরাধা চন্দ্র।

৫৭৯

কেদার

রতি-রস-ছরমে শ্যাম হিয়ে শূতলি
শরদ-ইন্দু-মুখি বালা।
মরকত-মদনে কোই জনু পূজল
দেই নব চম্পক-মালা॥
শ্যাম-বয়ন পর বয়ন বিরাজই
উরপর কুচযুগ সাজে।
কনক-কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল
মদন-মহোদধি মাঝে॥
জোড়ল তনুমন ভুজে ভুজে বন্ধন
অধরহিঁ অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে হেম নীলমণি জনু
বান্ধুলি-যুগ একটান॥
ঘন সৌদামিনী[১] দুকুলে দুকুল জনু
দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণে বেঢ়ি চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৭০, ১০৪ পৃ. তরু ৩০২

পাঠান্তর—(১) ঘন সঞে দামিনি—তরু।

ব্যাখ্যা—মরকত-মদনে কোই জনু পূজল—শ্রীকৃষ্ণের বুকের উপর শ্রীরাধা শুইয়া আছেন, মনে হইতেছে যেন কেহ নব চম্পকের মালা দিয়া মরকতমণি-নির্ম্মিত মদন-দেবকে পূজা করিয়াছে।

৫৮০

বিভাষ

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।
পাখীগণে কহে সম্বোধিয়া॥
হোর দেখ নিশি বহি গেল।
দশ দিশ অরুণিত ভেল॥
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাওহ শ্রীরাধা শ্যামেরে॥
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।
রাই-শ্যামে কহে সম্বোধিয়া॥
ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন॥
সুবদনি কর অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান॥
জাগো জাগো যুগলকিশোর।
অরুণ-কিরণ হেরি ঘোর॥
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।
আর তো রহিতে না যুয়ায়॥
সখীগণ শুনি চমকিত।
গোবিন্দদাস-চিত ভীত॥

ক. বি. ১০৫ পৃঃ তা ১১৫

ব্যাখ্যা—গোবিন্দদাস-চিত ভীত—প্রভাত হইতেছে জানিয়া গোবিন্দদাসের চিত্ত ভীত হইল; কেননা, এখনই যুগলকিশোরের সুখ-বিলাস ব্যাহত হইবে এবং গৃহে ফিরিবার সময়ে শ্রীরাধাকে লোকে দেখিয়া ফেলিতে পারে।

৫৮১

বিভাষ

জাগি শ্যাম-কোরে বৈঠলি নারি।
ঘুম-আবেশে[১] কভু চমকি উঠয়ে ধনি
পুন ঘুমত পুন সারি॥

চান্দ মলিন মুখ- চান্দ নেহারই
ঘুমে মুদিত দেখি আখি।
বিপুল পয়োধর হেরি[২] কমলবর
বিকসল[৩] নিজ নিজ সাখি॥
জনু অলি কঞ্জে দৈবে নিশি বঞ্চল
চঞ্চল গমনক সাধে।
উঠত চাহি হেরি পুন মুখশশি[৪]
কিরণহি নিরগম বাধে[৫]॥
অঙ্গ মোড়ি কভু জিম্ভত[৬] সুন্দরি
চুটকত অঙ্গ-বিজোরি[৭]।
গোবিন্দদাস দাস তহি[৮] কহিতহি
করহি নিবারত গোরি[৯]॥

কী ২০১, অ ১১৬

পাঠান্তর—কীর্ত্তনানন্দে (১) ঘুমি টরত (২) হরি (৩) বিকচল (৪) হেরি বদনশশি (৫) সঙ্কীরণ নিরগম বাধে (৬) জৃম্ভিত (৭) আঙ্গুরি জোরি (৮) গোবিন্দদাস তহি (৯) কিরণি করত গোরী।

ব্যাখ্যা—চান্দ মলিন মুখচান্দ ইত্যাদি—শ্রীরাধা জাগিয়া উঠিয়া আবার ঘুমাইলেন; রাত্রি শেষ হওয়ায় চাঁদ মলিন হইয়াছে, তাহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার ভাল লাগিল না, তাই শ্যামচাঁদের মুখের পানে চাহিলেন।

৫৮২

শুন শুন নাগর কান।
তুরিতে বেশ বনাহ যতন করি
যামিনী ভেল অবসান॥
শারী শুক কোকিল কপোত ঘন কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক জাগি যব বৈঠব
তবহি পরব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহ কি না জানহ রীত।
গোবিন্দদাস কহ উঠি চল সুন্দরী
বিঘটন কানুক পীরিত॥

কী ২৩৩

ব্যাখ্যা—প্রত্যূষে কুঞ্জমধ্যে স্বাধীনভর্তৃকা রাধার উক্তি। তবহি পরব পরমাদ—নগরের লোকে জাগিয়া গেলে বড়ই বিপদ্ ঘটিবে; তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া গঞ্জনা দিবে।

৫৮৩

ললিত গড়া

মণি-মঞ্জির ধনি চরণে পরাওল
উরপর দেওল হার।
তাম্বূল সাজি বদন পুরি দেওল
নিউছএ তনু আপনার॥
এত রূপে সাজি বদন নেহারই
পদে পড়ি বারহি বার।
ঢর ঢর লোর ঢরকি বহে লোচনে
নিজ তনু নহে আপনার॥
বিনোদিনী কোরে আগোরল কানু।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব
যামিনী ভেল অবসান॥
কানুক চীত থীর করি সুন্দরি
কুঞ্জহি গমন কএল।
বসনহি ঝাপি বারি মণি-মঞ্জির
নিজ মন্দির চলি গেল॥
রতন শেজ পর বৈঠল রসবতি
ফুকরই সখীগণ চাই।
রজনী পোহাওল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি জাই॥

বরাহ ১—(৫) সং ২৯২, ৩২৮

শব্দার্থ—বারি মণি-মঞ্জির—মণিখচিত নূপুর যাহাতে শব্দ না করে সেজন্য উহাকে কাপড়ে বাঁধিয়া ঢাকিয়া ফেলিলেন।

রসোদ্গার

৫৮৪

বিভাষ

চৌদিশ[১] চকিত নয়নে ঘন হেরসি[২]
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই না পারিয়ে
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
শুন সুন্দরী কি ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত প্রেম-ধন
জানলো তুহুঁ পয়ে সাঁচি[৩]॥
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই
প্রতি-অঙ্গ-ভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই
এতদিনে পেখলুঁ আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি[৪]
জীতল কি মনমথ রাজ।
গোবিন্দদাস কহই অব বিরমহ[৫]
মৌনহিঁ সমুঝল কাজ॥

বৃ ১৬, গো ২৩, রাধা ১০১ গীতচন্দ্রোদয় ২৭২, সমুদ্র ৭৪
তরু ২২৭, সং ২৯৪, কী ২৪৪

পাঠান্তর—(১) চৌদিকে—তরু (২) চাহসি—গী (৩) জানলু হিয় মাহা সাঁচি—গী ও তরু (৪) পন্থ নেহারসি —গী (৫) কহই ধনি বিরমহ—গী ও তরু।

শব্দার্থ—বাঁচি—বঞ্চনা করিয়া। সাঁচি—সঞ্চয় করিয়া। বদন মাহা—মুখের মধ্যে, মুখের উপর।

ব্যাখ্যা—প্রভাতে নিকুঞ্জ হইতে শ্রীরাধা ফিরিবার পর তাঁহার সখী বলিতেছেন—তুমি বারবার চারিদিকে চকিত দৃষ্টিতে দেখিতেছ (কেহ তোমার ক্রিয়াকলাপ বুঝিয়া ফেলিল কিনা দেখিবার জন্য); আবৃত অঙ্গ ফের আবৃত করিতেছ; তোমার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীও বুঝিতে পারিতেছি না; কোথায় এইরকম ঢং শিখিলে? সুন্দরি! শোন, আমরা তোমার আপন জন, আমাদের সহিত বঞ্চনা করিয়া লাভ কি? আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, তুমি শ্যামরূপ সুনাগরের প্রেমধনকে গুপ্ত-ভাবে হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। তোমার হাসিই মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া দিতেছে; তোমার প্রতি অঙ্গের ভঙ্গীই সব ঘটনার সাক্ষী দিতেছে। এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, আঁচলের গাঁঠিতে সোনা থাকিলে মুখের চেহারাতেই বুঝা যায়; আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। তুমি বাসনার প্রাবল্যে অন্যমনস্কতা-হেতু পথ দেখিতে পাও না (অথবা নেহারসি পাঠে—প্রবল বাসনা মনের মধ্যে রাখিয়া পথ পানে চাহিয়া আছ)—তোমাকে কি মন্মথের রাজা যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি জয় করিলেন? গোবিন্দদাস সখীকে আর ঘাটাইতে নিষেধ করিতেছেন, কেননা শ্রীরাধার মৌনের দ্বারাই সব ব্যাপার বুঝা যাইতেছে।

৫৮৫

শ্রী গান্ধার

দরশনে লোর নয়নযুগ ঝাঁপি।
করইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥
এ সখি অপরূপ সো পরসঙ্গ[১]।
নামহিঁ যাক অবশ করু অঙ্গ॥
চেতন না রহ চুম্বন-বৈরি।
কো জানে কৈছে রভস-রস-কেলি॥
সো ধনি মানি সুরত-অধিদেবী।
তাকর চরণ-কমল পায় সেবি॥
কামুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভবি আপ পরহুঁ সমুঝাব॥
তবহুঁ জগত ভরি অকিরিতি এহ।
রাধামাধব অবিচল লেহ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দদাস কহে না ভাঙ্গে বিবাদ

সা. প. (১) পদ ১৩৫ সং ৩০১, কী ২০২, ২৪৫
ক. বি. ১১৩ সমুদ্র ৪১৫, তরু ২৩৩
গো ২৪, রাধা ১০৪

পাঠান্তর—(১) মূলে সা. প. পুথির পাঠ দেওয়া হইয়াছে। তরুতে এই স্থানে পাঠ 'দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ'।

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিতেই আনন্দাশ্রুতে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল। তিনি যখন আলিঙ্গন করিলেন তখন দুই বাহু কাঁপিতে লাগিল। সখি এ প্রসঙ্গ আর তুলিও না। তাহার নাম করিতেই সকল অঙ্গ অবশ হইয়া যায়; চুম্বনের সময় চেতনা হারাই; সুতরাং কেলিবিলাস কেমন হইল কেমন করিয়া বলিব। যে রমণী কাহ্নুর স্পর্শে যে সব অনুভাবের উদয় হয় তাহা নিজে অনুভব করিয়া অপরকে বুঝাইয়া বলিতে পারে সে নিশ্চয়ই স্বয়ং সুরত-অধিদেবী; তাঁহার চরণকমলের পূজা করি (ব্যঞ্জনা এই যে, সে রমণী মোটেই রসজ্ঞা প্রেমিকা নহে, কেননা যে কাহ্নুকে সত্যই ভালবাসে সে কি তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া চেতনা বজায় রাখিতে পারে? কাব্য-প্রকাশে এই ভাবের একটা শ্লোক আছে; যথা—

ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেঽপি
বিশ্রব্ধ-চাটুক-শতানি রতান্তরেষু।
নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি॥)

আমি এমন অকৃতার্থা, তবুও জগৎ ভরিয়া অকীর্তি এই যে, রাধা ও মাধবের মধ্যে অবিচল প্রেম। (কোথায় আমার প্রেম?) গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, এই নিন্দা সত্য কি মিথ্যা সে বিবাদ এখনও ভাঙ্গে নাই, অর্থাৎ তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই।

মন্তব্য—সদুক্তিকর্ণামৃতের (২।১৩২।১) নিম্নলিখিত শ্লোকের ভাব তুলনীয়:

আনন্দোদ্গমবাষ্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং
বাহূ সীদত এব কম্প্রবিধুরৌ শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে।
বাণী সম্ভ্রমগদ্গদাক্ষরপদা সংক্ষোভলোলং মনঃ
সত্যং বল্লভসঙ্গমোঽপি সুচিরাজ্জাতো বিয়োগায়তে॥

পদটি পদ্যাবলীতেও ধৃত হইয়াছে।

ইহার ভাবার্থ—আনন্দের আতিশয্যে উদ্গত বাষ্প-সমূহে নয়ন আবৃত হওয়ায় দেখিতে পাইতেছি না; কম্পান্বিত বাহুদ্বয় ক্লিষ্ট হওয়ায় কণ্ঠালিঙ্গন করিতে পারিতেছি না; সম্ভ্রমবশতঃ বাণী গদ্গদ হইতেছে; আর মন ক্ষোভযুক্ত হওয়ায় অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে। বহু-দিনের পর বল্লভের সহিত মিলন ঘটিলেও উহা বিয়োগের ন্যায় মনে হইতে লাগিল

৩৮৬

বরাড়ী

যাহা দরশনে তনু পুলকহি ভরই।
যাহা কর করষণে ট্টত বলই॥
যাহা পরিরম্ভণে অম্বর গলই।
যাহা ঘন চুম্বনে বদন না টলই॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব হোয়ে ঐছন মনোভব-কেলি॥
যাহা কিঙ্কিণি মণি-কঙ্কণ বোলই।
যাহা নখ-বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥
যাহা মণি-নূপুর তরলিত কলই।
যাহা ঘন চন্দন শ্রমজলে গলই॥
যাহা নাহি ঐছন রস নিরবহই।
তাঁহা পরিবাদ গোবিন্দদাস কহই।

সা. প. (১)-১১ কী ২৪৫
সু ১৭, গো ২৩ তরু ২৩৫

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন যে, হরির সঙ্গে মন্মথ-কেলি বলিয়া তখনই মানিব যখন দর্শনমাত্রই অঙ্গ পুলকে ভরিয়া উঠিবে, যখন হাত দিয়া টানিতেই বলয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, যখন আলিঙ্গন দিবামাত্র বস্ত্র স্খলিত হইবে এবং ঘনচুম্বনে বদন একটুও নড়িবে না। বিলাসের সময় কিঙ্কিণী ও কঙ্কণ শব্দ করিতে থাকিবে; দুইজনের দেহই নখের আঁচড়ে দলিত হইবে; মণিময় নূপুর যেন আনন্দে বাজিতে থাকিবে (তরলিত হইয়া কলধ্বনি করিবে) এবং শ্রমজলে ঘন চন্দন-লেপন মুছিয়া যাইবে। গোবিন্দদাস বলেন, যেখানে এরূপ রসকেলি না হয়, সেখানে শুধু কেলিনামের কলঙ্ক ঘটে

৫৮৭

ধানশী

যব হরি-পানি[১] পরশে ঘন কাঁপসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘনঘন মণিময় অভরণ
বেশ পসায়নি রঙ্গ[২] ॥
এ ধনি, অবহু না সমুঝসি কাজ[৩]।
যাহা বিনু জাগরে নিদহুঁ না জীবসি
তাহে কিয়ে এত[৪] ভয় লাজ ॥
করইতে কোরে জোরি তনু-বল্লরি
নহি নহি বোলসি থোর।
চুম্বন বেরি জনি মুখ মোড়বি
জনু বিধু-লুবধ চকোর ॥
যব হোয়ে নাহ- রতন রত-আরত
বারত জনি অভিলাস।
গোবিন্দদাস কহ নাহ বহু-বল্লভ
কৈছে রহত নিজ পাশ[৫] ॥

সা. প. (১)- ১৪৩ তরু ২৩৩
সা. প. (২)--৭৬
রাধা ১১১,
বরাহ [৪ (৩)]—৩৫

পাঠান্তর—সা. প. ও বরাহ পুথিতে—(১) ধরি সখি পানি (২) বেশ পসারল অঙ্গ (৩) সুন্দরি অব হাম সমুঝলোঁ কাজ (৪) হেন (৫) সা প. পুথিতে রহত নিজদাস।

ব্যাখ্যা—যখন হরির করস্পর্শে ঘন ঘন কাঁপিয়া আবৃত দেহ ফের বেশ করিয়া ঢাকিতেছ তখন আর মণিময় অলঙ্কার, বেশ প্রভৃতি প্রসাধন কাহার জন্য করিয়াছ? (দয়িত যদি নাই দেখিল তো বেশভূষায় ফল কি?) সুন্দরি! এখনও কাজ বুঝিলে না। যাহাকে না পাইলে কি নিদ্রায় কি জাগরণে সোয়াস্তি পাও না, তাঁহাকে এত ভয়, এত লজ্জা কেন? তোমার তনুলতা জোর করিয়া আলিঙ্গন করিলে একটু আধটু 'না, না' বল; কিন্তু দেখিও চুম্বনকালে যেন মুখ ফিরাইয়া লইও না। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতি লুব্ধ চকোরের ন্যায় হইয়াছেন। যখন দয়িতরত্ন সুরত ব্যাপারে রত হইবেন, তখন যেন তাঁহার অভিলাষে বাধা দিও না। গোবিন্দদাস বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তাঁহাকে বাধা দিলে, তিনি তোমার কাছে কিরূপে থাকিবেন?

৫৮৮

সুহই

বেনন সঞে সব বসন উতারলুঁ
লাজে লাজায়লি গোরি।
করে কুচ ঝাঁপিতে বিহসি বয়ন ধনি
অঙ্গ করল কত মোড়ি ॥
নিবি-বন্ধ খসইতে করে কর ধরু ধনি
পুন বেকত কুচ জোরি।
দুয় সমাধানে বিকল ভেল শশি-মুখি
তব হাম কোরে আগোরি ॥
এত কহি বিষাদ ভাবি রহুঁ মাধব
রাই প্রেমে ভেল ভোর।
ভনয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর ॥

ক. বি. ২৬১৩ তরু ২৬১

শব্দার্থ—বেনন—বিনান কেশ, বাঁধা চুল। বিহসি—একটু হাসিয়া।

৫৮৯

ধানশী

এ সখি শ্যাম-সিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোর ॥
ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন।
নিমগন কতহু রমণী মনমীন ॥
শ্রবণে মকর গীম[১] কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ ॥

যছু মুখ-চান্দ সুধাময় হাস।
গরলহি ভরল নয়ন পরকাশ ॥
অধর পঙার দশন মণি মোতি।
রোচন তিলক মৈলানক[২] জ্যোতি ॥
সুর-তরু-কুসুম-সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ পিঙ্গ ধনু ভাস ॥
গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥

রাধা ১০৭, গো ২৪ তরু ৭০৪, কী ২৪৭
সা. প. (১)—১৩৯

পাঠান্তর—সা. প. ও তরুতে আরম্ভ—ঘন রসময় তনু ইত্যাদি। তরুতে পাঠান্তর—(১) গিমে (২) মৈনাকক।

ব্যাখ্যা—পদটীতে শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। হে সখি! তুমি শ্যামরূপ সমুদ্রকে চুরি করিয়া কিরূপে তোমার কুচরূপ স্বর্ণ কটোরায় রাখিলে? (অন্যান্য গোপীদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিজের বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলে)। শ্রীকৃষ্ণের তনু ঘনীভূত রসের দ্বারা গঠিত, তাঁহার হৃদয় গভীর। (অপরপক্ষে ঘন অর্থে মেঘ, মেঘ হইতে যে জল পাওয়া যায় তাহাতে পূর্ণ এবং অগাধ)। তাহাতে কত রমণীর হৃদয়রূপ মৎস্যগণ নিমগ্ন রহিয়াছে। তাঁহার কর্ণে মকর, গ্রীবাতে শঙ্খ (এসব জিনিষ সমুদ্রে পাওয়া যায়), অন্তরের মধ্যে লক্ষ্মী ও মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তভ (সমুদ্রে লক্ষ্মী ও রত্নরাজী থাকে)। তাঁহার মুখই চন্দ্র, হাস্যই সুধা, অধর প্রবাল ও দন্ত মণিমুক্তা। আর গোরোচনা তিলক যেন ম্লানজ্যোতি (অথবা পাঠান্তরে মৈনাকের জ্যোতিঃর ন্যায়), তাঁহার বাসস্থলে কল্পতরুর পুষ্পের সুগন্ধ, আর চূড়া ইন্দ্রধনুর মত দেখিতে।

৩৭০

ধানশী

সুন্দরী ভালে তুহুঁ হরিণি-নয়ানি।
সো চঞ্চল হরি হিয় পঞ্জর ভরি
কৈছনে ধয়লি সেয়ানি ॥
যো গিরি-গোচর বিপিনহি সঞ্চরু
কৃশ-কটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ ॥
কত বরদন্তি করহি কর বারই
দশনহি গণ্ড বিদারি।
বল কয়ে খরতর নখর শিখর সঞে
মোতিম বনহি বিথারি ॥
অধর সুধা দেই পুনহি জীয়ায়ই
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দদাস ভন তাক শয়ন পুন
অহনিশি কিশলয় সেজ ॥

সা. প. (১)—১৪০ কী ২৪৮, তরু ৭০৬

পাঠান্তর—সা. প. ও তরুতে আরম্ভ—যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু।

শব্দার্থ—হরি—শ্রীকৃষ্ণ, সিংহ। এই পদটীতে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে সিংহের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। চন্দ্রক চারু—সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ, অন্যার্থে চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন। শটা—কুঞ্চিত কেশ, অন্যার্থে সিংহের কেশর। বরদন্তি—যাহার সুন্দর দাঁত আছে এমন সুন্দরী অথবা সিংহপক্ষে শ্রেষ্ঠ হস্তী।

ব্যাখ্যা—সুন্দরি! তুমি তো ভাল হরিণ-নয়না; তুমি এমন চতুরা যে সেই চঞ্চল হরিকে হৃদয়রূপ পঞ্জরে ধরিয়া রাখিয়াছ; কেমন করিয়া এরূপ করিলে? হরিণী হইয়া সিংহকে ধরিয়া রাখিলে কিরূপে? যে হরি গোবর্দ্ধন গিরির গোচরভূমিতে ও কাননে তাঁহার কৃশ কটি লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, আর ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকৃতি সুন্দর চূড়া যাহার কুঞ্চিত কেশে শোভা পায় ও অরুণ ও বঙ্কিম দৃষ্টিতে যিনি নিরীক্ষণ করেন (সিংহপক্ষে যে শিকারের খোঁজে গিরি ও গোচারণভূমিতে ও বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, যাহার কটিদেশ সরু, মাথার ঝুঁটি চন্দ্রকের ন্যায় চারু ও যাহার রক্তিম দৃষ্টি) তাঁহাকে তুমি ধরিয়া রাখিয়াছ! হাত দিয়া (বা শুণ্ড দিয়া) নিবারণ করা সত্বেও তিনি

কত সুদতীর (অথবা শ্রেষ্ঠ হস্তীর) গণ্ড দন্ত দ্বারা বিদারণ করিয়াছেন এবং জোর করিয়া তীক্ষ্ণ নখাগ্র দিয়া মুক্তা-রাজি (সুরতযুদ্ধে বুকের মুক্তা অথবা সিংহপক্ষে হাতীর মাথার গজমুক্তা) বনে ছড়াইয়া দিয়াছেন। সেই হরিকে (বা সিংহকে) তুমি অধরসুধা দিয়া পুনরায় জীবিত করিয়াছিলে। কিন্তু তিনি ফের আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া দিয়াছ। গোবিন্দদাস বলেন সেইজন্যই তো হরি এখন দিবারাত্রি কিশলয়-শয্যায় শুইয়া থাকেন।

মন্তব্য—শ্রীকৃষ্ণকে ছয়টী কারণে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে: (১) তিনি গিরিতে থাকেন (২) বিপিনে সঞ্চরণ করেন (৩) তাঁহার কটিদেশ কৃশ (৪) তাঁহার মাথায় শটা (ময়ূরপুচ্ছ) (৫) তাঁহার দৃষ্টি অরুণ ও কুটিল (৬) সিংহের ন্যায় তিনিও দন্তদ্বারা গণ্ডদেশ বিদীর্ণ করেন।

৫৯১

শ্রী গান্ধার

কাজর ভ্রমর তিমির জনু তনু-রুচি
নিবসই কুঞ্জ কুটীর।
বাঁশি-নিশাসে মধুর বিষ উগরই
গতি অতি কুটিল সুধীর॥
শুন সজনী কানু সে বরজ-ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয়-চন্দন-রুহে লাগল
ভাগল ধরম-বিহঙ্গ॥
লোচন-কোণে পড়ত যব নাগরি
রহই না পারই থীর।
কুঞ্চিত অরুণ অধরে ধরি পীবই
কুলবতি-বরত-সমীর॥
এক অপরূপ নয়ন-বিষ তাকর
মেটই দশনক দংশে।
ও বিষ-ঔষধ বিষ অবধারল
গেবিন্দদাস পরশংসে॥

সা. প. (১)—১৪১, রাধা ১৯০ কী ২৫৮, তরু ৭০৮, সমুদ্র ৭৫ গো ২৫

পাঠান্তর -সা. প. আরম্ভ—কাজর তিমির ভরম জনু।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগর্ভ নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, সে কৃষ্ণসর্প; তাহার গায়ের রংয়ের সহিত তুলনা দেওয়া যায় কাজলের, ভ্রমরের অথবা অন্ধকারের। সে কুঞ্জকুটীরে থাকে। সাপের মতন তাহার গতি অতিশয় কুটিল অথচ সুধীর। বাঁশীর নিঃশ্বাসে সে মধুর বিষ বমন করে। সখি, সেই কানু যে ব্রজের ভুজঙ্গ (সর্প, অন্য অর্থে লম্পট); সর্প যেমন চন্দনবৃক্ষে থাকিতে ভালবাসে, সে তেমনি আমার হৃদয়রূপ চন্দনবৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার ভয়ে ধর্ম্মরূপ পক্ষী উড়িয়া গেল। সে তাহার নয়নের কোণ দিয়া যে নাগরীর প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে আর স্থির থাকিতে পারে না। কানু কুলবতীর বঙ্কিম লাল অধর ধরিয়া তাহার ব্রতরূপ বাতাস পান করে (সাপ বায়ুভুক্ এই কারণে এখানে অধরের সুধা না বলিয়া উহার বাতাস বলা হইয়াছে)। কিন্তু তাহার নয়নের দৃষ্টিতে যে বিষ আছে তাহার এক অদ্ভুত ঔষধ আছে। দাঁত দিয়া কামড়াইলে ঐ বিষের জ্বালা দূর হয়। গোবিন্দদাস প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে, এ তো বিষে বিষক্ষয় হয় দেখিতেছি। (অবধারল—জানিতেছি।)

৫৯২

বিভাষ

নবঘন-কিরণ-বরণ নব নাগর
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ন-কোণে মদন জাগায়ল
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥

সজনি কি কহব রজনি-আনন্দ।
স্বপন বিলোকন কিয়ে ভেল দরশন
মঝু মনে লাগল ধন্দ॥
উরপর কমল-পাণি অবলম্বনে
দূরে করল আনো আন।
নিবিহক বন্ধ-বিমোচন নাগর
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন কুসুম-শর হানল
জর জর জীবন মোর।
গোবিন্দদাস কহ গৌরি আরাধন
বিফল কি যাইবে তোর?

রাধা ৯৯ কী ২৫৯, তরু ৬৯৫

ব্যাখ্যা—নূতন মেঘদ্যুতির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট নবীন নাগর আমার ঘরে আসিল। চঞ্চল নয়নকোণের দৃষ্টিতে ও মৃদুমন্দ হাসিতে আমার মনে মদন জাগাইল। আমি বিভোর হইলাম। সখি! রাত্রির আনন্দের কথা কি বলিব? সে কি সত্যই ঘটিল না স্বপ্ন দেখিলাম এই ধাঁধা আমার মনে জাগিল। তিনি বুকের উপর তাহার পদ্মহস্ত রাখিয়া এক জায়গার জিনিষ অন্য জায়গায় রাখিলেন। (কাঁচুলি দূরে ফেলিয়া দিলেন।) নাগর যখন নীবির বন্ধন খুলিলেন তখন আমার জীবন মদনের কুসুমশরবর্ষণের ফলে জরজর হইল; সুতরাং তখন তিনি কি করিলেন কিছুই জানিতে পারিলাম না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন তোমার গৌরী-আরাধনা কি বৃথাই যাইবে? (তোমার বলিতে রাধার ইহাই স্পষ্ট অর্থ; কিন্তু ব্যঞ্জনায় কৃষ্ণকেও বুঝায়—কৃষ্ণের গৌরাঙ্গী রাধাকে আরাধনা করা কি ব্যর্থ হইবে?)

৫৯৩

কৌ. রাগিণী

বেণুক ফুকে বুকে মদনানল
কুল-ইন্ধন মাহা জারি।
দরশ পানি দুহুঁ পরশে সোহাগল
শ্রম জল জোরণ বারি॥
সজনী কানু সে ছৈল সোনার।
মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম মণি
জোরি পিন্ধায়ল হার॥
নব অনুরাগ রঙ্গে পুন রঞ্জল
মূল না জানই কোই।
গুরুজন-নয়ন-চোর পয়ে ছাপিয়ে
প্রাণ লাখ সম গোই॥
যো রস আগরি বিদগধ নাগরি
হেরতঁ তাকর সাধ।
গোবিন্দদাস কহই আনে হেরিলে
জানি হোয়ে পরমাদ॥

সা. প. (১)—১; সং ৩০৩, তরু ৭০৭, সমুদ্র ৪১৬
বৃ ৭৭, রাধা ১০;
গো ২৩

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে ছলনাময় স্বর্ণকাররূপে বর্ণনা করিয়া এইরূপ বলিতেছেন। বেণুর (বংশীর অথবা স্যাকরার বাঁশের চোঙ্গার) ফুঁ দিয়া বুকের মধ্যে কুল ইন্ধন (কুলই হইয়াছে কাঠ যেখানে অথবা স্বর্ণকারপক্ষে কুলগাছের কাঠ) ধরাইয়া মদনানল প্রজ্জলিত করিল। তাহার করের ও নয়নের সোহাগযুক্ত (আদরময় অথবা স্বর্ণকারের পক্ষে সোহাগাযুক্ত) স্পর্শে আমার স্বেদ বারি নির্গত হইল (স্বর্ণকারপক্ষে পাইনের জল ঢালিল)। সখি! কানু ধূর্ত্ত স্বর্ণকার! সে আমার মনরূপ সোনায় নিজের প্রেমরূপ মণি জুড়িয়া দিয়া আমাকে হার পরাইল (স মনোরত্নং বলাৎকারেণ হৃত্বা স্বপ্রেমমণিনা সংযোজ্য হারং কৃত্বা মম কণ্ঠে পর্য্যধাপয়ৎ। স্বস্য বহুমূল্য-মণিনা মাং বশে কৃতবান্ ইতি। ব্যতিরেকালঙ্কারেণ ছৈল সোনার ইত্যস্যোত্তমতা সূচিতা—রাধামোহন। অর্থাৎ সে জোর করিয়া আমার মনোরত্ন হরণ করিয়া নিজের প্রেমমণির সহিত উহা যুক্ত করিয়া হার বানাইল এবং আমার গলায় পরাইয়া দিল। নিজের বহুমূল্য মণি দিয়া আমাকে বশ করিল। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কার

হইয়াছে এবং স্বর্ণকার যে খুব ভাল কারিগর তাহা বুঝাইতেছে)। সেই হারকে আবার নব অনুরাগের রং দিয়া রাঙ্গাইল। ইহা তখন এমন সুন্দর হইল যে, কেহই উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। আমি গুরুজনদের নয়নরূপ চোরদের নিকট হইতে উহাকে নিজের লক্ষ প্রাণের মতন লুকাইয়া রাখিলাম। যে প্রেমরসে অগ্রগণ্যা রসিকা নাগরী হয় তাহারই ইচ্ছা করে ঐ হার দেখিতে। গোবিন্দদাস বলেন যে, অন্যে উহা দেখিলে বিপদ্ ঘটে।

৫৯৪

ধানশী

পহিলহি কুল তূল সম উয়ল
যাকর বেণুক ফুকে।
ধরম-করম-মতিভরম সরিখ ভেল
নারি গারি সম দুখে॥
সজনী কিয়ে হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু আপনি আপন তনু
কাহে করত অন্তরায়॥
নয়নহি নিন্দউ নিন্দ নাহি হেরই
হানল ফুলশর বাণ।
যত পরমাদ কহই না পারিয়ে
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তরু ৭০৯

শব্দার্থ—সরিখ—সদৃশ। গারি—গালি।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীকে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন। তাহার বেণুর ফুৎকারে আমার কুল প্রথমেই তূলার মতন উড়িয়া গেল; আর ধর্ম্মকর্ম্মে মতিভ্রমের মতন বোধ হইল আর দুঃখের জ্বালায় নারী শব্দটি গালি বলিয়া মনে হইল। বংশীধ্বনি শুনিয়া আমি এমন উতলা হইলাম যে, আমি কুলগৌরবের কথা একটুও চিন্তা করিলাম না; ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি রাখিব কি, ওসব যেন ভ্রান্তি বলিয়া মনে হইল; আমি নারী, তাই স্বাধীনভাবে যাইয়া প্রকাশ্যে তাহার সহিত মিলিতে পারি না, সুতরাং নারী শব্দটাই একটা গালির মতন বোধ হইল। সখি! এখন আমি কি উপায় করিব? সেই কানুকে দেখিবার সময় আমার নিজের দেহই কেন বাধা সৃষ্টি করে? (নয়নে কেন নিমেষ পড়ে? নিমেষহীন চোখে আমি অনন্তকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে পারি না কেন?) নয়নকে নিন্দা করি বলিয়া নয়ন আবার প্রতিশোধ লইবার জন্য নিদ্রাকে দেখে না। (চোখে নিদ্রা নাই, নিদ্রা আসিলে হয়তো স্বপ্নের মধ্যে প্রিয়তমকে দেখিতে পাইতাম)। এ দিকে মদন বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। কত যে আমার বিপদ্ তাহা কেমন করিয়া বুঝাইয়া বলিব? গোবিন্দদাস বলিতেছেন, বলিতে হইবে না, আমি নিজেই তো দেখিতেছি।

৫৯৫

কাহারে কহিব কানুর পিরিতি
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস-ধাধসে ধস ধস হিয়া
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর রসের সাগর
আগর সকল গুণে।
সে সব চরিতি আদর পিরিতি
ঝুরিয়া মরিব মেনে॥
পিরিতি-বোলে কত না ছলে সে
কিনা সে আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া মধুর ভাষিয়া
হাসিয়া মরম বাঁধে॥
সে মোরে কোলেতে করিয়া ভরিয়া
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া বিধু বিড়ম্বিয়া
পরাণ লইল পিয়া॥
কাঁচুয়া ফাঁড়িয়া সে রস লুটিয়া
ভুলিয়া মধুপ জনু।

কমলকোরক ভরমে কি কৈল
গুণেতে ঘুণিত তনু ॥
ও দিঠি চাতুরী মুখের মাধুরী
লহরী কত বা আর।
এ সুখ শুনিতে ঝুরি না মরয়ে
দাস গোবিন্দ ছার ॥

তরু ৬৯০, ৯৩৮

ব্যাখ্যা—কিনা সে আকৃতি সাধে—মনের কি অভিলাষই না পূর্ণ করে। বিধু বিড়ম্বিয়া—তাহার যে মুখ চন্দ্রকে ধিক্কৃত করে তাহার দ্বারা মধুর চুম্বন করিয়া। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'বিড়ম্ব' ধাতুর অর্থ অনুকরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন "চন্দ্রকে অনুকরণ করিয়া মধুর চুম্বন দিয়া"। ইহা কষ্টকল্পিত মনে হয়। কমলকোরক—স্তনযুগল। গুণেতে ঘুণিত তনু—তাঁহার গুণে আমার দেহ ঘুণবিদ্ধ বাঁশের মতন জর্জ্জরিত হইল।

৫৯৬

সুহই

হৃদয়-মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম-প্রহরি রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব চৌর-সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি ॥
সজনী এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু-অনুরাগ-ভুজঙ্গে গরাসল
কুল-দাদুরি মতিমন্দ ॥
আপনক রীত[১] আপে নাহি সমুঝিয়ে
আন কহিতে কহি আন[২]।
ভাবে ভরল তনু[৩] পরিজন বাঁচিতে
গৃহপতি শপথিক ঠাম[৪] ॥
নীন্দউ নীন্দ আন নাহি হেরিয়ে[৫]
না জানিয়ে কিয়ে ভেল আঁখি।
যত পরমাদ কহই নাহি পারিয়ে
গোবিন্দদাস একু সাখী ॥

সা. প. (১)—১৩৮ সং ২৯৬, কী ২৫৮, তরু ৭১০
সমুদ্র ৪১৯

পাঠান্তর—তরু (১) চরিত (২) আন করত হোয় আন (৩) মন (৪) গৃহপতি শপতিক জন (৫) নয়নক নীর গীর নাহি বান্ধই।

ব্যাখ্যা—আমার হৃদয়-মন্দিরে কানু ঘুমাইতেছে; আমার প্রেমরূপ প্রহরী জাগিয়া পাহারা দিতেছে। গুরুজনের গৌরববোধ যেন চোরের মতন দূরে দূরে পলাইয়া রহিয়াছে। সখি! এতদিনে আমার সন্দেহ মিটিল। (ধন্দ—ধাঁধা। রাধামোহন ঠাকুর এখানে দ্বন্দ্ব পাঠ ধরিয়া মানে করিয়াছেন বিবাদ, কিন্তু পরবর্ত্তী চরণে আছে যে সাপে ব্যাং খাইয়া ফেলিল, ইহাতে বিবাদ মেটানোর ইঙ্গিত হয় না।) আমি ভাবিতাম কুল ছাড়িলাম কেন? এখন দেখিতেছি কানুর অনুরাগরূপ ভুজঙ্গ কুলরূপ মন্দমতি ভেকীকে গ্রাস করিয়াছে। আমার নিজের রীতিনীতি ব্যবহার নিজেই বুঝি না। এক কহিতে অন্য কহি। আমার দেহ স্বেদকম্প অশ্রু প্রভৃতি ভাবে পূর্ণ হয়। পরিজনদের বঞ্চনা করিতে কিন্তু গৃহপতির শপথ লই (বলি 'সত্য বলেছি, সোয়ামির মাথা খাই! যদি ইহা না হয়')। নিদ্রাকে নিন্দা করি (কেননা, আমি ঘুমাইয়া পড়িলে প্রেমকে পাহারা দিবে কে)। চোখে কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছু দেখি না; কে জানে আমার চোখে কি দোষ হইয়াছে! আমার যে কত বিপদ্ তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। একমাত্র গোবিন্দদাসই সে-সব দেখিয়াছে, সেই সাক্ষী।

৫৯৭

সিন্ধুড়া

পিয়া কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছনি দিয়ে।

গইড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মোছাঞা
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
কতেক যতনে পাইয়া রতনে
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
কত না আদরে রসের বাদরে
নিমগন কৈল মোরে।
তিলে না দেখিলে নিমিখ তেজিলে
ভাসয়ে নয়ন লোরে ॥
সে হেন নাগর রসের সাগর
গুণের নাহিক সীমা।
দাস গোবিন্দে কহল আনন্দে
তুমি সে জান মহিমা ॥

তরু ৬৮৮

৫৯৮

ধানশী

সজনি আজু নিজ মন্দির মাঝ।
শুতি স্বপনে হরি উরপর পেখলু
শ্যাম সুনায়র-রাজ ॥
পর-পরিহাস হাস-অবলোকনে
ঘন পরিরম্ভণ দিল।
হাম অভাগিনী জাগি মুখ হেরইতে
পুন দরশন নাহি ভেল ॥
উঠি চমকিত তহিঁ চৌদিশে হেরলুঁ
পড়লহু মনমথ-ফান্দে।
কনক কলস দউ কুচ-যুগ হেরলুঁ
না হেরলু সো মুখ-চান্দে ॥
এতহু লাজ-কাজ অব বৈভব
আন ঘরে কভু পাছে হোই।
মদন-দহন-শরে অন্তর দগধই
জীবইতে না জীবই কোই ॥

গোবিন্দদাস কহ মৌনে ধনি অব রহ
আনে কিছু না করিহ ভান।
আজ আনন্দ-ভরে তুয়া নিজ মন্দিরে
স্বরূপে মিলব কান ॥

অ ১২৮

শব্দার্থ—উরপর—বুকের উপর। সুনায়র-রাজ—সুনাগরদের শ্রেষ্ঠ।

৫৯৯

গান্ধার রাগ

সখি জনি কহ পরলাপ।
পিয়া মঝু হিয়া জানে তাপ ॥
কুসুমিত যামুন কুল।
তোরলুঁ মাধবি ফুল ॥
তহিঁ মিলল শঠরায়।
হাম হেরি চললু পলায় ॥
নূপুরধ্বনি অনুসার।
আওল মঞ্জীর ঝাঁকার ॥
আচরে ধরল হামারি।
হঠ সঞে লেওলুঁ কারি ॥
হঠে পরিরম্ভণ দেল।
হামারি অধর রস লেল ॥
ভুজপাশে বান্ধলুঁ লাগি।
গোবিন্দদাস পহুঁ ভাগি ॥

সমুদ্র ৩১০

শব্দার্থ—হঠ সঞে লেওলুঁ কারি—জোর করিয়া কাড়িয়া লইলাম (কাড়ি ইত্যত্র কারি লিখিতং ডকার-রেফয়োরৈক্যাৎ—রাধামোহন)। গোবিন্দদাস পহুঁ ভাগি—গোবিন্দদাসের প্রভু ভাগিলেন, পলায়ন করিলেন (গোবিন্দদাসস্য প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পলায়িতঃ—রাধামোহন)।

ব্যাখ্যা—সখি, আমার কথা যেন প্রলাপ বলিয়া মনে করিও না। আমি দেখিলাম যে, আমার দয়িত আমার হৃদয়ের সন্তাপ জানিতে পারিলেন। কুসুমিত যমুনার কূলে আমি মাধবী ফুল তুলিলাম, সেইখানে শঠচূড়ামণি আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি পলায়ন করিলাম, কিন্তু আমার নূপুরধ্বনির অনুসরণ করিয়া তিনি নিজের মঞ্জীর ঝঙ্কার করিতে করিতে আসিলেন। আমার আঁচল ধরিলেন, আমি জোর করিয়া উহা ছাড়াইয়া লইলাম। তখন তিনি বলপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার অধর চুম্বন করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে ভুজপাশে বাঁধিতে গেলাম। আর গোবিন্দদাসের প্রভু পলায়ন করিলেন।

৬০০

দূতিমুখে শুনইতে নাগর কান।
ঐছন মাধব কয়ল পয়ান॥
রাই রাই করি ঘন চলি জায়।
পীয়ল নূপুর বাজন-পায়॥
যাই নিহারত মন্দির পাশ।
শোয়ত স্বজন না শুনই ভাষ॥
বদরিক ডাল পরে বৈঠল কান।
কোকিল জিনি হরি করতহি গান॥
ঘুমের আলিসে রহু বিদগধ রাই।
চমকি উঠিয়া পুন চৌদিকে চাই॥
মন দিয়া শুনে রাই কোকিলের গান।
অন্তরে জানল আয়ল কান॥
ফেটি কপাট পুন বাহিরে গেল।
গোবিন্দদাস তহিঁ করত রস কেল॥

ক. বি. ৯০৪

শব্দার্থ—পীয়ল—পীতবর্ণের। করত রস কেল—রসকেলি করিল।

৬০০ক

যতনহি রাই লেই চলু মন্দিরে
সখিগণ ধৈরজ লাই।
রস পরথাব কহই করি চাতুরি
কানুক হৃদয় জানাই॥
সুন্দরি তিরোহিত রহি শুন বাত।
অদভুত উনহিক প্রেমরস মাধুরি
কতিহুঁ কহই নাহি যাত॥
রাইক বিরহ অধিক করি মানই
উনহিক সুখ নিজ মান।
কেবল দেহ ভেদ পুন বুঝিয়ে
নহে পুন এক পরাণ॥
আনন্দ বাত উঠায়ত পুনাপুন
পূছত রজনি বিলাস।
গহন গমন দুখ সবহুঁ মিটায়ল
অন্ত কহ গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৫ সমুদ্র ৪১৩, তরু ২৭৭৪, কী ৩০১

শব্দার্থ—পরথাব—প্রস্তাব। তিরোহিত রহি—অন্তরালে থাকিয়া। উনহিক—উঁহাদের। অন্ত কহ—পশ্চাতে কহিতেছেন।

মন্তব্য—সখীদের চরিত্র ঐ ভাবেই উজ্জ্বলনীলমণিতে অঙ্কিত হইয়াছে।

প্রেম-বৈচিত্ত্য

৬০১

সখি কো কহু প্রেমক রঙ্গ।
রাইক কোরে বৈঠ হরি বোলত
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥
আর কিয়ে কনককষিত তনু সৌরভ
দরশ পরশ হব মোয়।

উরপর পাণি হানি ক্ষিতি শূতল
আকুল কণ্ঠ করি রোয় ॥
খেনে কহে অধরে নব বল্লরী
আর কিয়ে মিলব মোয় ।
তাকর প্রেম মগন মঝু মানস
নয়নে রহল রূপ গোই ॥
আর কিয়ে শ্রবণে শুনব বোল
তাকর ও প্রিয় মধুরিম ভাষ ।
নয়নহি বয়নচন্দ কব হেরব
কৌমুদী হাস-বিকাশ ॥
রাইক কোরে কানু যব বিলপই
ব্রজ-বনিতাগণ হাস ।
না বুঝল কত ধন্দ মোহে লাগল
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

তরু ৭৭৩, কী ৩১৭, সং ১৭০

পাঠান্তর তরুতে আরম্ভ "আর কিয়ে কনক কষিত তনু" ইত্যাদি।

ক. বি. ৯৬২র পাঠ—

সজনি হোর দেখ প্রেমতরঙ্গ ।
রাই কোরে বসি শ্যাম জপইছে নিজ নাম
আজু ইহ কি যে ভেল রঙ্গ ॥
দুহুজন ছিল সুখে আরোপিয়া মুখে মুখে
তাহে ভেল এ কোন রীত ।
এ মাধুরী কে বা জানে কি বা আছে মনে মনে
এ কি দেখি অনুপ চরিত ॥
আপনার নাম নিতে পহু ভেল মুরছিত
আপনাকে রাই করি জান ।
ইহা কি প্রেমের গতি কে বুঝিবে এ পিরিতি
তুহু জান তুহার বিধান ॥
কেহ বা যাইবে কানু কাহার ভরসা আছে
ধনি কিয়ে নাদ করে ভাস ।
দেখিয়ে প্রেমের গতি মনে লাগে চমকিতি
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ব্যাখ্যা—সখি, প্রেমের বিচিত্র রঙ্গের কথা কে বলিতে পারে ? রাইয়ের কোলে বসিয়া হরি বিলাপ করিতেছেন —"কবে হবে তাহার সঙ্গে মিলন ? আর কি সেই উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের তনু আমি দেখিতে পাইব ? স্পর্শ করিতে পারিব ? তাহার অঙ্গের সৌরভ আঘ্রাণ করিতে পারিব ?" বুকে করাঘাত করিতে করিতে মাটিতে লুটাইয়া তিনি আকুলকণ্ঠে ক্রন্দন করেন। কখনও বা বলেন, "আমার অধরের সঙ্গে সেই নবলতিকার অধরের মিলন হইবে কি ? তাহার প্রেমে মগ্ন আমার হৃদয়, কিন্তু চোখে আমি তাহার রূপ দেখিতে পাইতেছি না। আর কি তাহার প্রিয় মধুর স্বর কানে শুনিতে পাইব ? নয়নে কবে তাহার মুখচন্দ্র দেখিব—তাহার হাসির জ্যোৎস্না-বিকাশ দেখিব ?" রাইয়ের কোলে থাকিয়া কানু যখন এইরূপ বিলাপ করেন, তখন সখীরা (ব্রজবধূরা) হাসিতে থাকেন। গোবিন্দদাস বলেন—আমি এসব কথা বুঝিলাম না, তাই আমার কাছে ধাঁধার মত লাগিল।

মন্তব্য—শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রেম-বৈচিত্ত্যের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিঃ স্যাৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমিষ্যতে ॥

অর্থাৎ দয়িতের সন্নিকটে থাকিয়াও প্রেমতন্ময়তার জন্য একজন অন্যজনের বিরহে আকুল হওয়ার নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য।

৬০২

সখি কহ তুয়ানন সরস অনুপ ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরনু নিজ মুখ
এ সখি হেরইতে ভেল ধন্দ ।
উদয়ল কানে
মঝু মুখ সো মুখ যবে ভেল সঙ্গ ।
হিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম তরঙ্গ ॥

উপজল কম্প নয়ন ভরু লোর।
পুলকে চমকে চমকে ভেল ভোর॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
কর সঞে আরসি খসল হামারি॥
রহউ পরশ রস অদরশ ভেল।
গোবিন্দদাস শুনি মুরছিত ভেল॥

কী ৩:৮

ব্যাখ্যা—সখীরা বলে যে, আমার মুখ নাকি খুব সরস ও অতুলনীয়; তাই দর্পণে নিজের মুখ দেখিলাম। সখি! আয়নায় তাকাইয়া ধাঁধায় পড়িলাম। আয়নায় কানাইয়ের উদয় হইল; আমার মুখের সঙ্গে সেই মুখের মিলন ঘটিল (কানু যেন আমাকে চুম্বন করিল)। আমার হৃদয়ে যেন প্রেমের তরঙ্গ বহিয়া গেল। চমকিয়া চমকিয়া উঠিলাম। সারা দেহ পুলকে ভরিয়া গেল। হাত বাড়াইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলাম; এমন সময় হাত হইতে দর্পণ পড়িয়া গেল। স্পর্শরস লাভ করা দূরে থাকুক, দেখাও মিলিল না। ইহা শুনিয়া গোবিন্দদাস মূর্চ্ছিত হইল।

৬০৩

কেদার

[১]শ্যামক কোরে যতনে ধনি শুতল
মদন-আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
জনু কাঞ্চন মণি জোড়॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত
কবে মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহিঁ মঝু মীটব[২]
অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ-মাধুরি বঙ্ক নেহারই
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর[৩]।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥

এত কহি সুন্দরি দীঘ নিশাসই
মুরছিত হরল গেয়ান।
যতনহি শ্যাম রাই পরবোধই[৪]
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ক. বি. ৯৭ পৃ:

সমুদ্র ১৮৭, তরু ৭৬৫
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৮৬

পাঠান্তর—(১) সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে আরম্ভ—
শ্যামক কোলে, যতনে ধনি সুতলি,
মদন লালসে তনু ভোর।
ঘন ঘন চুম্বন, নিবিড় আলিঙ্গন,
জনু কাঞ্চনে মণি জোড়॥
(২) মঝু যাওব—সমুদ্র (৩) সো মুখচন্দ্র বঙ্ক নেহারনি শুণ সোঙরিতে মন ঝুর—সমুদ্র (৪) আকুল রাই শ্যাম পরবোধই—তরু।

ব্যাখ্যা—মদনালসে শ্যামের কোলে যত্ন করিয়া সুন্দরী শুইলেন। কিন্তু নিদ্রা গেলেন না (অত্র যৎ শয়নং লিখিতং ন তন্নিদ্রয়া কিন্তু মদনালসেনেতি স্পষ্টমস্তি অন্যথা প্রেমবৈচিত্ত্যমনর্থকং স্যাৎ)। তাঁহাদের ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন দেখিয়া মনে হয় যেন মণি-কাঞ্চনের জোড় লাগিয়াছে। শ্যামের কোলে থাকিয়াই চমকিয়া উঠিয়া সুন্দরী বলিলেন, "কবে আমি কানুকে পাইব? তখনই আমার হৃদয়ের তাপ মিটিবে—আমি অমৃতসাগরে স্নান করিব। আমি দিনরাত সেই মুখের মাধুরি স্মরণ করিতে করিতে মনে মনে কাঁদি। সেই তনুর সরস পরশ যখন পাইব, তখনই আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুন্দরী জ্ঞান হারাইল। শ্যাম যত্ন করিয়া রাধাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস তাহা দেখিলেন।

৬০৪

বিহাগড়া

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥

জানলুঁ রে সখি প্রেম আগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরি নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরি চিত্র-পুতুলি সম চায়॥
ঐছন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দদাস চীত সচকিত॥

ক. বি ৯৭ তরু ৭৬৬

ব্যাখ্যা—এক সখী অন্য সখীকে বলিতেছেন যে, আজ আমি বুঝিলাম যে প্রেম অজ্ঞান; কেননা, শ্যামকে কোলে করিয়া রাধা কাঁদিতেছেন—"হরি হরি, আমার প্রাণনাথ কোথায় গেল?" নাগরীর সে জ্ঞান নাই যে সে নাগরের কোলেই আছে। নাগরও রাধার এইরূপ অপূর্ব্ব প্রেমের পরিচয় পাইয়া মূর্চ্ছা গেলেন; তাই দেখিয়া আবার রাধাও মূর্চ্ছিত হইলেন। উভয়েই বিরহে ব্যাকুল হইলেন, বিরহ-সমুদ্রের কূল পাইলেন না। দারুণ বিরহে তাহাও দেখিলেন না। সখী পটে আঁকা ছবির মত চাহিয়া রহিলেন। ঐরকম ভাবে তাকাইয়া থাকা তো রাধারই রীতি। গোবিন্দদাসের চিত্ত সচকিত হইল।

৬০৫

বিহাগড়া

নাগর সঙ্গে রঙ্গে যব বিলসই
কুঞ্জে শুতলি ভুজ-পাশে।
কাহু কাহু করি রোয়ই সুন্দরি
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
এ সখি আরতি কহনে না যাই।
আঁচলক হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোজি ফিরত আন ঠাঞি॥
কাহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কথি লাগি।
কাতর হোই মহীতলে লুঠই
মদন-দহনে রহু জাগি
রাইক বিরহে কানু ভেল সচকিত
বয়ানে বাণি নাহি ফুর।
প্রিয় সহচরি লেই করে কর বান্ধই
গোবিন্দদাস রহু দূর॥

ক. বি. ৯৭ তরু ৭৭১

ব্যাখ্যা—এ সখি আরতি কহনে না যাই—শ্রীরাধার আর্ত্তির কথা বলা যায় না। অঞ্চলের স্বর্ণ অঞ্চলেই বাঁধা আছে, কিন্তু অন্য জায়গায় খুঁজিয়া ফিরিতেছে। সে বলিতেছে—"কোথা গেল আমার সেই রসিক সুনাগর? আমাকে কেন ত্যাগ করিল?" কাতর হইয়া মাটীতে লুটাইতে লাগিল; মদনের জ্বালায় জাগিয়া রহিল, নিদ্রা যাইতে পারিল না। রাইয়ের বিরহ দেখিয়া কানু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখে কথা বাহির হয় না। তাঁহাদের উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া প্রিয়সখী যাইয়া পরস্পরের হাতের সঙ্গে হাত বাঁধিয়া দিলেন। যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, পরস্পর পরস্পরের কাছে আছেন। গোবিন্দদাস এই অবস্থা দেখিয়া দূরে রহিলেন।

৬০৬

তথা রাগ

রসবতি বৈঠি রসিকবর পাশ।
রোই কহই ধনি বিরহ-হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ জলধি কত পউরব হাম॥
নিকটহি নাহ না হেরই রাই।
সহচরি কত পরবোধই তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥

তরু ৭৬৭

শব্দার্থ—বিরহ জলধি কত পউরব হাম—বিরহ-সমুদ্র আর আমি কত পার হইব।

৬০৭

ধানশী

কত পরকারে তহিঁ পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশি দুখ দুর গেল॥
সহচরি গণ-সব চমকিত ভেল।
সজল-নয়ানে আলিঙ্গন কেল॥
আঁচরে মোছয়ত নয়নক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি দুহু করু কোর॥
কোই সখি দেওত চামরক বায়।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গায়॥

ক. বি. ৯৭ তরু ৭৬৮

ব্যাখ্যা—কত পরকারে তহিঁ পরিচয় দেল—দুইজন দুইজনের যে কাছেই আছেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সখীরা কত প্রকারে তাহা বুঝাইলেন। মুখচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে তবে দুঃখ বিদূরিত হইল।

৬০৮

তথা রাগ

বহুখণে পরিচয় ভেল।
বিরহ-বেদন দূরে গেল॥
দোঁহে দুহুঁ কোরে আগোরি।
সহচরি হেরি বিভোরি॥
অদভূত প্রেম-চরীত।
হেরইতে চমকিত ভীত॥
কোরহি দেখিতে না পায়।
ঐছন না শুনি কোথায়॥
পুন দোঁহে নিবিড় বিলাস।
দুরে গেও বিরহ-হুতাশ॥
গোবিন্দদাসক দাস।
ইহ গুণ আনন্দে ভাষ॥

তরু ৭৭২

শব্দার্থ—গোবিন্দ দাসক দাস—কবি গোবিন্দের দাসের দাস।

৬০৯

ধনি-কোরে বিনোদ নাগর ভুললা।
রোয়ত নীর নয়ন ভরি গেলা॥
কোরে আকুল ভৈ মুরছিত ভেল।
সহচরিগণ কর বয়নহি দেল॥
শাসহীন দেখি সবহু বিভোর।
রোয়ত সব ধনি হরি করি কোর॥
এক সখি যুগতি করল অনুপাম।
কানুক শ্রবণে কহল রাই নাম॥
বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোড়॥
রোই রোই সুবদনি পরিচয় দেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দুর গেল॥
বৈঠল নাগর রাই বাম পাশ।
কী কহব মুগধল গোবিন্দদাস॥

ক, বি ৯৪৩

শব্দার্থ—সহচরিগণ কর বয়নহি দেল—সখীরা শ্যামের চেতনা সম্পাদনের জন্য তাঁহার হাত লইয়া শ্রীরাধার মুখের উপর দিলেন। শাসহীন—শ্বাসহীন, নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। পৈঠল—প্রবেশ করিল। তনু মোড়—অঙ্গ মোড়া দিয়া।

৬১০

সুন্দরি কান্দে দুটী হাত দিয়া মাথে।
গর গর অন্তর লোর ঝর ঝর
হারাইয়া নিজ প্রাণনাথে॥
বেড়ল সখিগণ চতুরিণি ললিতা
বৈঠল নিকটহি যাই।

বসনে মুখানি মুছি মৃদু মৃদু বোলই
কি কর কি কর ধনি রাই ॥
কোরে তোহারি শ্যাম নট-শেখর
দেখহ নয়ান পসারি।
কহিতে কহিতে পাওল চেতন
লহু লহু নয়ান নেহারি ॥
শ্যাম সুনাগর রাইক কর ধরি
তুরিতহি উরপর লাই।
বন্ধু-মুখ নিরখি লাজে ধনি নতমুখি
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

ক. বি ৯৫৭

শব্দার্থ—বলি যাই—বলিহারি দিতেছে।

৬১১

বন্ধুয়া পাইয়া ধনি মাতল গরবিনি
প্রেমে আন্ধুয়া ভেল আঁখি।
আপন ভাব সভাব সব বিছরল
কোরহি দেখি না দেখি ॥
সুন্দরি সহচরি মুখ পানে চায়।
ছলছল লোচনে পুন পুন পুছত
কাঁহা মোর মনমথ রায় ॥
শ্যাম শ্যাম করি দীঘ নিশাসই
বিলাপই বিধুমুখি রাই।
অদ্ভুত প্রীতি রীত না সমুঝিয়ে
অনুভবি ওর না পাই ॥
কোরে থাকিতে বহু দূর সোই
মানই দেখি চরিত বিপরীত।
গোবিন্দদাস কতয়ে অনুমানয়ে
অদভূত দোঁহক পিরিত ॥

ক. বি. ৯৬১

শব্দার্থ—আপন ভাব সভাব সব বিছরল—নিজের ভাব ও স্বভাব সব কিছু ভুলিয়া গেল। অনুভবি ওর না পাই—উভয়ের অনুভব কত দূর তাহার সীমা পাই না।

বিরহ

৬১২

আজু কেনে আরে সখি তনু মোর কাঁপ।
নিরবধি লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥
অকুশলসূচক তব কাহে হেরি।
মনছন কাহে করু বেরি ॥
যব হাম হেরনু গোউর বয়ান।
তৈখনে পুনপুন অরুণ নয়ান ॥
তৈখনে বুঝনু বচন বিশেষ।
গোরা মুঝে ছোড়ি চলব দূরদেশ ॥
তব হাম ছোড়ব জিবনক সাধ।
গোবিন্দদাস কহে বড় পরমাদ ॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি হইতে ডাঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬ খণ্ডে প্রকাশিত। পদটী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর উক্তি মনে হয়।

শব্দার্থ—মনছন কাহে করু বেরি—বারংবার (বেরি) মন কেন বিষণ্ণ (ছন) হইতেছে? গোউর বয়ান—গৌরচন্দ্রের মুখ। অরুণ নয়ান—উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে যাইয়া গৌরাঙ্গের চক্ষু অরুণাভ।

৬১৩

সুহই

না জানিয়ে কো মথুরা সঞে আয়ল
তাহে হেরি কাহে জিউ কাঁপ।
তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥
সখি হে অকুশল শত নাহি মানি।

বিপদক লাখ তৃণহুঁ করি না গণিয়ে
কানু বিচ্ছেদ হোয়ে জানি ॥
কিয়ে ঘর বাহির চীত না রহ থির
জাগরে নিঁদ নাহি ভায় ।
গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গল
কিয়ে সখি করব উপায় ॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জহ
সঘনে রোয়ত শুক সারি ।
গোবিন্দদাস আনি সখি পুছহ
কাহে এত বিঘিনি বিথারি ॥

সা প. (১)—২২৪ তরু ১৬০০, সং ৪৩৫
ক. বি. ১৭৯৩ সমুদ্র ২৭৯

ব্যাখ্যা—মথুরা হইতে কে আসিল জানি না ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল কেন ? তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার দক্ষিণ স্তন কাঁপিতেছে এবং অশ্রুতে নয়নযুগলের দৃষ্টি স্তিমিত হইতেছে। সখি ! কানুর সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ না হয়, তাহা হইলে শত শত অমঙ্গলকে গ্রাহ্য করি না, এবং লাখ বিপদ্‌কে তৃণের মতও মনে করি না। কি ঘরে কি বাহিরে মন স্থির থাকিতেছে না। নিদ্রা বা জাগরণ কিছুতেই রুচি নাই। যে মনোরথ গড়িলাম, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া গেল ; এখন সখি কি উপায় করিব ? যদিও কুঞ্জ ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, তবুও সেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে না, শুকসারী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে ! সখি ! গোবিন্দদাসকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা কর যে কেন এত বিঘ্নরাশি।

৬১৪

কানু বিরস কথি লাগি ।
কিয়ে মোর করম অভাগি ॥
হাম যব গেলু পিয়া পাশ ।
পিয়া দীঘ ছাড়ল নিশাস ॥
হাম পুছল যব বাত ।
শিরে হানল নিজ হাত ॥
তবহিঁ পুছলি বেরি বেরি ।
সজল নয়নে রহু হেরি ॥
তৈখনে বুঝল বিচারি ।
কঠিন জীবন বরনারী ॥
এ দুখ আন কি জান ।
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৫০

ব্যাখ্যা—কথি লাগি কেন ? তৈখনে বুঝল বিচারি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণকে যখন ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি শুধু নিজের শিরে করাঘাত করিলেন। বারবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু ছলছল চোখে তাকাইয়া রহিলেন। তখনই বিচার করিয়া বুঝিলাম যে, বরনারীর জীবন কঠিন। এ দুঃখ অন্যে কি জানে ? গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ—অর্থাৎ গোবিন্দদাস জানে।

৬১৫

ধানশী

ঝাপল উতপত লোরে নয়ান ।
কৈছে করত হিয়া কিছুই না জান ॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি ।
তনু মন দুহুঁ মুঝে দেয়ত সাখী ॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয় ।
বজরক বারণ কর-তলে হোয় ॥
জানলুঁ সখি মৌনকি ওর ।
গিয়া পরদেশ চলব মঝু ছোড় ॥
গমনসময়ে বিরোধ জনি কোয় ।
পিয়াক অমঙ্গল জনি পাছে[১] হোয় ॥
সময় সমাপল কী ফল আর ।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ বিচার[২] ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান ।
পিয়া পরদেশি কাহে রহ প্রাণ ॥

তরু ১৬০১, সমুদ্র ২৭৯
পদরত্নাকর

পাঠান্তর—তরুতে (১) যৈছে (২) নিবার

ব্যাখ্যা—সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, উত্তপ্ত অশ্রু-জলে তোমার চক্ষু যেন প্লাবিত হইয়াছে; তোমার বুকের ভিতর কি হইতেছে কিছুই জানি না। তুমি গোপন রাখার চেষ্টা করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার দেহ ও মন দুই-ই যে আমাকে বলিয়া দিতেছে। তবে আর কেন গোপন করিতেছ? তোমাকে আর কি বলিব? করতল দিয়া কি বজ্রকে বারণ করা যায়? বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে যেমন হাত দিয়া আটকানো যায় না, তেমনি তুমি মৌন থাকিলেও বিপদ্ এড়াইতে পারিবে না। শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন—মৌন থাকার শেষ সীমা আসিয়াছে। সখি! জানিলাম আমাকে ছাড়িয়া প্রিয় পরদেশে যাইবে। তাহার যাইবার সময় কেহ বিরোধ করিও না, বাধা দিও না, কেননা বাধা দিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিতে পারে। সময় শেষ হইল। যতদিন আমাদের ভাগ্যে কানুর সঙ্গলাভ ছিল তাহা শেষ হইল। এখন আর প্রেম করা উচিত হইয়াছিল কিনা এ বিচার করিয়া কি লাভ? গোবিন্দদাস এইজন্য অনুমান করেন যে, প্রিয়তমই যখন প্রবাসে যাইতেছেন তখন আর প্রাণ কেন দেহে থাকে?

মন্তব্য—আমরা পদরত্নাকরে প্রদত্ত পাঠ "প্রেমক সমুচিত অবহু বিচার" গ্রহণ করিলাম। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পাঠ ধরিয়াছেন—"প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার" এবং উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"এখন নিবারণই প্রেমের উপযুক্ত কার্য্য।" কি নিবারণ? প্রেমই কি? শ্রীরাধা কি এই অবস্থায় কখনও বলিতে পারেন যে, আমি প্রেমকে আসিতে দিব না?

৬১৬

সুহই

নাম হি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম
সো আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল
কালি কালিহুঁ সাজ॥
সজনি রজনি পোহাইলে কালি।
রচহ উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালী॥
যোগিনি-চরণ শরণ করি সাধহ
বান্ধহ যামিনি-নাথ।
নখতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে
যৈছে নহত পরভাত॥
কালিন্দি-দেবি সেবি তাহে ভাখহ
সো রাখউ নিজ তাতে।
কীয়ে শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাতে॥

সা. প. (১) ২২৫ তরু ১৬০২, সং
ক. বি. ১৭৭৪ সমুদ্র ২৮০

ব্যাখ্যা—যিনি মথুরা হইতে ব্রজের মাঝে আসিয়াছেন, তিনি শুধু নামেই অক্রূর, সত্য সত্য তাঁহার মত ক্রূর আর নাই। আজ প্রতি ঘরে ঘরে শ্রুতিকটু এই শব্দের ঘোষণা শুনিতেছি যে কাল, কাল কৃষ্ণ যাইবেন, অতএব তৈয়ারী হও। সখি, রাত পোহাইলেই তো 'কাল' হইবে। অতএব এমন কিছু উপায় কর যাতে রাত্রি আর প্রভাত না হয়, বনমালী ঘরেই থাকে। কোন যোগিনীর চরণে শরণ লইয়া তাহাকে অনুরোধ কর যে সে যেন তাহার যোগবলে চন্দ্রকে বাঁধিয়া ফেলে অর্থাৎ তাহার গতি স্তম্ভিত করিয়া দেয়, যাহার ফলে নক্ষত্রগণ সহ চন্দ্র যেন আকাশেই ব্যক্ত থাকেন, রাত্রি যেন প্রভাত না হয়। যমুনা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বল (ভাখহ) যে তিনি যেন তাঁহার পিতা সূর্যকে রক্ষা করেন। গোবিন্দদাস অনুমান করেন তিনি কি সত্বর তাঁহার ভাই যমকে আনিয়া মিলাইবেন? (তাহা হইলে সকল যাতনার পরিসমাপ্তি হইবে। তুলনীয় 'ক্রূরস্ত্বমক্রূর সমাখ্যায়া'—ভাগবত ১০।৩৯।২১। 'কে বলে অক্রূর তোরে, ক্রূর দুরাচার'—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।

৬১৭

শ্রীগান্ধার

যাহে লাগি গুরু গঞ্জনে মন রঞ্জলুঁ
দুরজন কি কি[১] নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতি বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥
সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥
যো মঝু সরস সমাগম-লালসে
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক-কুঞ্জে জাগি নিশি বাদর[২]
পন্থ নেহারই[৩] মোরি॥
যাহে লাগি চলই চরণ বেঢ়ল ফণি
মণি-মঞ্জির করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমানি॥

না. প. (১) ২২৮ সমুদ্র ২৮১; তরু ১৬০৪
ক. বি. ১৭৮৩ সং ৪৩৮, রসমঞ্জরী পৃ: ৫৪

পাঠান্তর—তরুতে (১) কিয়ে (২) বাসর (৩) নেহারত।

ব্যাখ্যা—সখি! যাঁহার জন্য গুরুগঞ্জনাকে শুধু অগ্রাহ্য করিয়াছি তাহা নহে, উহাকে আমি আমার মনোরঞ্জনের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম (গুরু-জনের গালি না খাইলে আর মন খুসী হইত না), যাঁহার জন্য দুর্জ্জনেরা আমার কত কি না কুৎসা করিল, যাঁহার জন্য কুলবতীর বরণীয় ব্রত ছাড়িয়া দিলাম, লজ্জা বিসর্জ্জন দিলাম, সেই হরি ব্রজপুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন শুনিয়াও যে আমার প্রাণ বাহির হইতেছে না, তাহাতে বুঝিতেছি আমার প্রাণ বড় কঠিন। (তিনি আমাকে যে কত ভালবাসিতেন তাহা কি বলিব?) আমার সঙ্গে সরস মিলনের লোভে তিনি তাঁহার মণিময় গৃহ ছাড়িয়া বর্ষার রাত্রে কণ্টকপূর্ণ কুঞ্জে জাগিয়া জাগিয়া আমার পথের পানে চাহিয়া থাকিতেন। (আমারও কি তাঁহার সহিত মিলনের আগ্রহ কম ছিল? তাঁহার সহিত মিলনের জন্য সঙ্কেতকুঞ্জে যাইবার সময় অন্ধকারে) যখন সাপে আমার চরণ বেড়িয়া ধরিত, তখন উহাকে আমি ভাবিতাম বুঝি মণিময় (সাপের মাথাতে মণি ছিল বলিয়া) নূপুর। গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেছেন সেই সব দিনের কথা শ্রীকৃষ্ণ ভুলিয়া যাইবেন এ রকম মনে করিতেছ কেন?

তুলনীয়—

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতী-
-স্তদাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ॥—ভাঃ ১০।৩৯।২২
ভাল নন্দসুত তাঁর ভাল এই রীতি।
নব অনুরাগে গোপীর ত্যজিলে পীরিতি॥
পতি সুত বন্ধু ত্যজি যাহার লাগিয়া।
সে কেমনে যায় গোপ-যুবতী ত্যজিয়া॥
—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

৬১৮

সুহিনী

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট॥
মান-ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ
জানলুঁ কানু চলব পরদেশ॥
পুছইতে কহু গদগদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্দ।
দরদর হৃদয় শিথিল ভুজ-বন্ধ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহু মেলি।
আনহি ভাতি রভস-রস কেলি॥

এতহুঁ কপট কৈছে হিয় মাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই॥

সা. প. (১)—২২৬ রসমঞ্জরী পৃ ৫৪, তরু ১৬০৯
সং ৪৩৭

শব্দার্থ—নিরমদ—নির্ম্মদ, উল্লাসবিহীন।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—কাল আমার সঙ্গে কানুর যখন দেখা হইল, তখন দেখিলাম তাঁহার মুখে চোখে স্ফূর্ত্তি নাই, তিনি মুখ নীচু করিয়া আছেন। আমি ভাবিলাম কোন কারণে তাঁহার বুঝি অভিমান হইয়াছে, তাই হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাকে সাধিতে লাগিলাম। তখন কি জানি যে এই ভীষণ বিপদ্ আসিবে? সখি! এখন আমাকে বিশেষ করিয়া বল আমি কি করিব? কানু তো বিদেশে যাইবেন ইহা নিশ্চিত জানিলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি উত্তর না দিয়া সজল নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট গদগদ স্বরে কি বলিলেন। বলিয়াই নিবিড় আলিঙ্গন করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার বাহুবন্ধন শিথিল হইল, হৃদয় দ্রবীভূত হইল। চুম্বন করিতে যাইয়া শুধু অধরে অধর লাগাইয়া রহিলেন—এক অন্য ধরণের যেন বিলাস-কেলি। এত ছলনা কি করিয়া হৃদয়ে গোপন রাখিবেন? গোবিন্দদাস বলেন যে তিনি আমাকে দেখিয়াও কাঁদিতে লাগিলেন।

৬১৯

গান্ধার

কামিনি করি কোন বিহি নিরমায়ল
তাহে পুন কুল-মরিয়াদ।
তহিঁ পএ[১] হরি সঞে নেহ ঘটায়ল
তাহ বিঘটন পরমাদ॥
সজনি বিহি মোহে[২] কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন জানলুঁ মথুরা
যাওব সুন্দর শ্যাম॥
ও মুখ-চান্দ হাস মধুরাধর
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদুবচন সুধারসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব[৩] নারি॥
যাহে বিনু নিমিখ-আধ কত যুগসম
সো অব আনত যাব।
কঠিন জীবন[৪] অবহু নাহি নিকসয়ে
পুন কিয়ে দরশন পাব॥
কহইতে গোরি লোরে ভরু লোচন
মুরছি পড়ল তহি ভোর।
হাহা প্রাণ-রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর॥

তরু ১৬১৪, সমুদ্র ২৮:

পাঠান্তর—তরুতে (১) তাহে পুন (২) মোরে (৩ বিসরব—সমুদ্র (৪) পরাণ

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীর নিকট আক্ষেপ করিয় বলিতেছেন—কোন্ বিধাতা না জানি আমাকে নারী করিয়া সৃষ্টি করিল? (নারীর ভাগ্যেই তো অশেষ দুঃখ)। তাহার উপর আবার কুল-মর্য্যাদা দিল (সে মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলা আরও কষ্টকর)। শুধু তাহা নহে, হরির সঙ্গে প্রেম ঘটাইল। তাহাতে আবার বিচ্ছেদরূপ বিপদ্ ঘটাইল! (ইহাতে যে দুঃখের আর সীমা পরিসীমা নাই)। সখি! বিধাতা আমার প্রতি কি রকম বিরূপ দেখ! শ্যামসুন্দর আমার বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় যাইবেন! বুঝিতেছি না নারী হইয়া কি করিয়া ওই মুখচন্দ্র, ওই মধুর অধরের হাসি, নয়নের সঙ্গে তাঁহার বঙ্কিম নয়নের মিলন, ওই সুধারসে পরিপূর্ণ মৃদু মধুর বচন কি করিয়া ভুলিয়া থাকিব। যাহাকে ছাড়িয়া আধ নিমেষকাল থাকিতে হইলে কতযুগ বলিয়া মনে হইয়াছে সে এখন অন্যত্র যাইবে। আমার কঠিন প্রাণ এখনও বাহির হইতেছে না। (কি আশায় আছে?) আর কি দর্শন মিলিবে? এই কথা বলিতে বলিতে গৌরীর চোখ জলে ভরিয়া গেল; সে সেখানেই

পাগলিনীর মতন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীভাবাপন্ন গোবিন্দদাস তখন তাঁহার প্রাণের রাধা অচেতন হইলেন দেখিয়া তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া কোলে তুলিয়া লইলেন।

৬২০

প্রাতরে তুহুঁ চলব মথুরাপুর
যবহুঁ শুনল ব্রজ-নারি।
বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচনে
মোছত উতপত বারি॥
মাধব ভালে তুহুঁ ব্রজ অনুরাগি।
অব সব বল্লবি জলু বিরহানলে
কো পুন ইহ বধ-ভাগি॥
গিরিবর-কুঞ্জ কুসুমময় কানন
কালিন্দি কেলি-কদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর
কো কাহে করু অবলম্ব॥
ব্রজপতি লেই অতয়ে চলু আক্রুর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন নহ
আপে চলউ বলরাম॥

সা. প. (১) ২২৭ তরু ১৬১৬, সং ৪৪২, সমুদ্র ২৮৩
ক. বি ১৭৭৯

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন শুনিয়া শেষরাত্রে এক সখী তাঁহার কাছে যাইয়া বলিতেছেন—ব্রজনারীরা যখনই শুনিতে পাইল যে সকাল হইতে না হইতেই তুমি মথুরা নগরীতে চলিয়া যাইবে, তখন বিরহরূপ অগ্নির ধূমে তাঁহাদের চোখে ঘুম নাই। চোখে ধোঁয়া লাগিলে যেমন চোখ দিয়া জল বাহির হয় তেমনি তাহাদের নয়ন শুধু শুধু উত্তপ্ত অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিতেছে; আর তাহারা ক্রমাগত উহা মুছিতেছে। মাধব! তুমি তো খুব ব্রজকে ভালবাস দেখিতেছি! এই যে সব গোপীরা বিরহের অনলে জ্বলিতেছেন, ইঁহাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু ইঁহাদের বধের জন্য দায়ী কে? গোবর্দ্ধনের কুঞ্জ, কুসুমময় কানন, কালিন্দীতীরের কেলিকদম্ব, মন্দির, সিংহদ্বার (গোপুর), নগর, সরোবর এসব এখন কে কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে? (বৃন্দাবনের এসব স্থাবর হইলেও প্রাণবন্ত, অনুভবশীল, সুতরাং ইঁহাদেরও বিরহবোধ তীব্র)। শ্রীদাম-সুদামের সঙ্গে ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত অতয়ে যখন অক্রূর যাইবেনই, তখন গোবিন্দদাস বলিতেছেন—আমাদের কথা তো থাকিল না. দাদা বলরাম আপনি সঙ্গে যাউন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি ছোট ভাইকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন।

৬২১

সাজলী মধুপুর যাওব মুরারি।
এ হেন ধরম তাহে কোনে শিখাওল
তেজিতে অবলা ব্রজনারী॥
সজনী এত কি করএ জানি শ্যাম।
নিমিখ বিচ্ছেদ হলো ধীর নাহি বান্ধএ
সতত জপয়ে মঝু নাম॥
রস-কারাগার তেজি কাহে যাওব
চলইতে ইথে নাহি বাট।
মনহি শিকলি তাহে প্রেম কুলুপ গো
লাগিয়াছে পিরিতি কবাট॥
ইহ মোহ বন্ধন কৈছনে কাটব
মঝু মনে নাহি পাতিয়ায়।
এ তিন ভুবন মাহ না দেখিয়ে হেনজন
সো প্রিয় বাহির করায়॥
ফণি-ভয়-মোচন জননী-সহোদর
সিদ্ধি আর তাকর চরে।
গোবিন্দদাস কহে কালি প্রাতচর
সো হরি নিব মধুপুরে॥

সং ৪৩৯, অ ১২২

পাঠান্তর—পদরসসারে—(১)

কলিমন মোহন জননি সহোদর, তাকর সবহু বিদুর।
এতহি কহিতে যব, রজনি পোহায়ব, গোবিন্দদাস
কহ কূর॥

ব্যাখ্যা—মুরারি মধুপুরে যাইবেন বলিয়া সাজিলেন। এরকম ধর্ম্ম তাহাকে কে শিখাইল? অবলা ব্রজনারী তাঁহাকে ছাড়া জানে না, তাহাদিগকে ত্যাগ করা কি ধর্ম্ম? সখি, শ্যাম এখন কি করিবেন জানি না। তিনি যে আমার সহিত এক নিমেষের ছাড়াছাড়ি হইলে ধৈর্য্য হারাইতেন; তিনি যে সবসময় আমার নাম জপ করিতেন। আমার হৃদয়রূপ রস-কারাগার ছাড়িয়া কেন যাইবেন? যাইবেনই বা কিরূপে? যাওয়ার পথ যে নাই। আমি যে পিরিতি রূপ কপাটে, মনরূপ শিকলি দিয়া প্রেমের তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আমার তো ধারণাই হয় না (পাতিয়ায়—প্রত্যয় হয়) যে আমার এই বন্ধন তিনি কিরূপে কাটিবেন? আমার বুকের ভিতর হইতে আমার দয়িতকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে এমন ক্ষমতা ত্রিভুবনে কাহার আছে?

ফণি-ভয় মোচন ইত্যাদির অর্থ উপলব্ধি করিতে পারা গেল না। পাঠান্তরে 'কলিমন মোহন' বলিতে কি বুঝাইতেছে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণকে কলিমন মোহন বলা যায় না, বলিলেও এই প্রসঙ্গে নিরর্থক হয়।

৬২২

পাহিড়া

হরি হরি কি কহব গৌরচরীত।
অক্রুর অক্রুর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবই পুরব পিরীত॥
কাঁহা মঝু প্রাণ-নাথ চলই যাওই
ডারই শোক কি কূপে।
কো পুন বচন বোলে নাহি ঐছন
সবজন রহল নিচুপে॥
রোই কতক্ষণে বোলই পুন পুন
তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি ভকতগণ-রোয়তে
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

ক. দি. ১৭৯২ তরু ১৬২০

ব্যাখ্যা—এই পদটী ভবন বিরহের গৌরচন্দ্রিকা। হরি হরি! গৌরাঙ্গের চরিত কি বলিব? প্রভু অক্রূর, অক্রূর বলিয়া বার বার ছুটিতেছেন (যেন শ্রীকৃষ্ণকে রথ হইতে নামাইয়া আনিবেন)। তিনি পূর্ব্ব প্রীতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলায় রাধাভাবে ভাবিত হইয়া এরূপ করিতেছেন আর বলিতেছেন—আমাকে শোকের কূপে ফেলিয়া দিয়া কোথায় আমার প্রাণনাথকে লইয়া যাইতেছ? কেহই এ কথার উত্তরে কিছুই বলিলেন না; সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া বারংবার প্রভু বলিতে লাগিলেন—তোমরা কেহই কিছু বলিতেছ না। এইরূপ দেখিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। গোবিন্দদাস এই লীলা বুঝিলেন না।

৬২৩

সুহই

অতমিত যামিনি-কন্ত।
বিফল ভেল মণি মন্ত॥
উদয়াচল বরণারুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপি অক্রূর।
হরি লেই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ গোঙার॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি জনি মাথুর যাত॥
ব্রজপতি দম্পতি চীতে।
কোন কয়ল বিপরীতে॥

তে বুঝি নিকরুণ ধাতা
গোবিন্দদাস দুখদাতা[১]।

না. প. (১)—২২৯ তরু ১৬২৩, সং ৪৫৭,
ক. বি. ১৮০৩ সমুদ্র ২৮৫, রসমঞ্জরী পৃঃ ৫৬

পাঠান্তর—তরু (১) দুখগাথা

শব্দার্থ—যামিনি-কন্ত—নিশাকর, চন্দ্র

ব্যাখ্যা—চন্দ্র অস্ত গেল, প্রভাত হইল। আমরা প্রভাত যাহাতে না হয় তাহার জন্য (গ্রহবৈগুণ্য দূর করার) মণি ধারণ করিয়াছিলাম, মন্ত্র পাঠ করাইতেছিলাম। কিন্তু মণি-মন্ত্র সবই ব্যর্থ হইল। ঐ যে উদয়াচল রক্তবর্ণ হইল, দারুণ (কেননা আজ ঐ সূর্য্য উদয়ের পর বিরহ হইবে) সূর্য্য উদিত হইল। সখি! ঐ দেখ পাপী অক্রূর হরিকে লইয়া মধুপুরে চলিল। ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেছেন। গ্রামবাসী (গোঙার) সব গোপেরা সঙ্গে চলিতেছেন। কই, উঁহারা তো শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে মথুরায় না যান সেজন্য কেহই কিছু বলিতেছেন না। তাঁহারা না বলুন, ব্রজপতি দম্পতী নন্দ ও যশোদা বাধা দিতেছেন না কেন? তাঁহাদের হৃদয়কেও এরকম বিপরীতভাবাপন্ন কে করিল? বোধ হয় বিধাতাই অকরুণ হইয়া এরূপ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের তিনি দুঃখদাতা।

মন্তব্য—ব্রজপতি দম্পতি চীতে ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে॥—১০।৩৯।২৭

হের দেখ রথে কৃষ্ণ চড়িল নিশ্চয়।
এমন দারুণ লোকে বলে দয়াময়॥
যুবা গোপগণ মত্ত করয়ে ত্বরিত।
বৃদ্ধ গোপগণ কেহ না বলে উচিত॥
এতেকে জানিলুঁ আজি বিধি হৈলা বাম।
কি বুদ্ধি করিব কিছু না বুঝি গেয়ান॥
—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

৬২৪

ধানশী

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ।
হোড়ি চলল কৈছে নবিন সনেহ[১]॥
পাপী অক্রুর কিয়ে গুণ জান।
সব মুখ বারি লেই চলু কান॥
এ সখি কানুক জনি মুখ চাহ।
আঁচর গহি বাহুরায়হ নাহ[২]॥
যতিখণে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই।
যতিখণে রথপর কোই না চঢ়ই॥
যতিখণে গোকুলে তিমির না গিরই।
করইতে যতন[৩] দৈবে যব ফিরই॥
এতহুঁ বিপদে জিউ রহয়ে একান্ত।
বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ॥
অতয়ে সে কী ফল দারুণ লাজ
গোবিন্দদাস কহে না সহবে আজ[৪]॥

সা প. (১) ২৩০ সমুদ্র ২৮৫, তরু ১৬২৪
ক. বি. ১৮২১ সং ৪৫৮

পাঠান্তর—তরু (১) কৈছন তেজব নবিন সনেহ (২) রাধামোহন ঠাকুর পাঠ ধরিয়াছেন, 'বহি বারহ'। তিনি টীকায় লিখিয়াছেন—আঁচর গহিগহি বস্ত্রাঞ্চলং গৃহীত্বা নায়কং বারয়। (৩) যদি (৪) না সহে বেয়াজ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন—হরি তো নির্দ্দয় নহেন, তাঁহার রসময় দেহ; তবুও তিনি এই নবীন প্রেম ছাড়িয়া কিরূপে যাইতেছেন? পাপী অক্রূর নিশ্চয়ই কোন মন্ত্রতন্ত্র জানে, তাই সে সকলকে গুন করিয়া যেন সকলের মুখবন্ধ করিয়াছে; কানুর যাওয়াতে তাই কেহই বাধা দিতেছে না। সখি! আমি বলি কি যে তুমি সাহস

কর, কারু মুখের দিকে চাহিও না, সোজা যাইয়া গলায় আঁচল দিয়া কানুকে ফিরাইয়া আন। এই একমাত্র উপায় যাহাতে তাঁহার মথুরায় গমন বারণ করা যাইতে পারে। এই কাজ কতক্ষণের মধ্যে করিতে হইবে বলিতেছি—যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা মঙ্গল পাঠ না করেন, অথবা যতক্ষণে কেহ রথে না চড়ে। আর ততক্ষণের মধ্যে ইহা করিতে হইবে যতক্ষণ কানুর প্রস্থানের জন্য গোকুলকে অন্ধকারে গ্রাস না করে! যত্ন করিয়া দেখ, যদি দৈববলে সে ফেরে এত বিপদের মধ্যেও জীবন রক্ষা পায়। বুঝিতেছি জীবন লজ্জার পথ নিরীক্ষণ করিতেছে অর্থাৎ লোকলজ্জায় প্রাণ যাইতেছে না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—আজ আর তোমার লজ্জা সহ্য করা যাইতেছে না, এ দারুণ লজ্জায় কি ফল? তুমি এই নিদারুণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আন।

৬২৫

শ্রী গান্ধার

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া পিরিতি-পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল-সনেহ॥
চল চল সহচরি অকুর-চরণে ধরি
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা-ক্রন্দন শুনইতে ঐছন
জনি ফিরয়ে বর নাহ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন জ্বলতহিঁ অনুখণ
কো সহুঁ এ হেন সন্তাপ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জিউ করে সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস-বাধ॥

সা. প. (১)—২০১ তরু ১৬২৫, সমুদ্র ২৮৬
ক. বি. ১৮১১

ব্যাখ্যা—কানু তো নিষ্ঠুর নহে, সে যে মধুপুরে চলিয়া যাইবে এ কথায় আমার ঘোরতর সন্দেহ হইতেছে। তাহার মত রসিক প্রিয় যাহার হৃদয় শুধু প্রেমেই ভরা, সে কেন শিথিল-স্নেহ হইবে? সখি! চল চল অক্রূরের চরণে ধরিয়া এক মুহূর্ত্ত হরিকে ঠেকাইয়া রাখ। ঐরূপ করুণ ক্রন্দন শুনিয়া যদি সেই শ্রেষ্ঠ নাথের মন ফিরে। ইহাতে লজ্জা কি? গুরুজন আমাকে ত্যাগ করুন, দুর্জ্জনেরা হাসুক, পাপ পরিজনে আমাদের কি করিতে পারে? কানু বিনা এ জীবন যে প্রতিক্ষণ জ্বলিতেছে। এত দাহ কে সহ্য করিবে? দয়িতের ঐ মুখখানি সম্মুখে ধরিয়া নয়নরূপ অঞ্জলি ভরিয়া তাঁহার রূপসুধা পান করিতে মনে বড় ইচ্ছা হয়। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, যে বিধাতা এমন রসে বাধা সৃষ্টি করে, সে একেবারে করুণাহীন।

মন্তব্য—তুলনীয় শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৩৯।২৮)—

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্॥

ধরিয়া রাখিব, লজ্জা ভয় পরিহরি।
দেখি, বৃদ্ধ-গুরুগণে কি করিতে পারি॥
যাহা বিনে যায় প্রাণ, তিলেক না রয়।
কেন সে করিব গুরুজনে লাজ ভয়॥

৬২৬

শ্রী গান্ধার রাগ

শুনলহুঁ[১] মাথুর চলত মুরারি।
চলতহিঁ পেখলোঁ নয়ন পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহুঁ হেরি।
শূন্য[২] মন্দিরে আয়ল ফেরি॥

দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পিরিতি যায়ত[৩] অব ঘন রোই॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জ-কুটীর।
সো যমুনা-জল মলয়-সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগএ চঙ্ক।
কানু বিনু জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিনে জানলুঁ বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥
তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।
সমতি না আওত গোবিন্দদাস[৪]॥

সা. প. (১)—১৩২ সমুদ্র ২৯৭, তরু ১৬৭৭
সং ৪৫৯

পাঠান্তর—(১) বৈষ্ণবপদলহরী (পৃঃ ৬৬৭) ও বসুমতীর মহাজনপদাবলীতে (পৃঃ ৭২) 'শুনলহুঁ' স্থানে নিরর্থক 'চলবহুঁ' ছাপা হইয়াছে। (২) 'শুনহ'—সমুদ্র (৩) জানায়ত—সমুদ্র (৪) সম্বাদি না যায় গোবিন্দদাস—তরু ও সং।

শব্দার্থ—মোই—আমাতে। অব ঘন রোই—এখন প্রগাঢ় ভাবে রোদন করিয়া। চঙ্ক—ত্রাস, ভয়।

ব্যাখ্যা—শুনিয়াছিলাম মুরারি মথুরায় যাইবেন, যাইবার সময় নয়ন মেলিয়া দেখিলামও। তিনি মুখ ফিরাইয়া আমার পানে যখন চাহিলেন, তখন আমি তাঁহার প্রতি বহুক্ষণ ধরিয়া তাকাইয়া থাকিলাম; অবশেষে আমি শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সখি! দেখ আমার জীবন কত নির্লজ্জ। আমার প্রাণের প্রাণ চলিয়া গেলেন, তবুও জীবন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল না কেন? এ শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোক-দেখানো প্রণয় জানাইতেছে। সেই ফুলে ভরা বন, কুঞ্জকুটীর, সেই যমুনার জল, সেই দক্ষিণ পবন, সেই চন্দ্র যাহা আমাকে কত আনন্দ দিত, এখন সে সব দেখিয়া ভয় লাগে। কানুছাড়া জীবন রাখাই কলঙ্কের বিষয়। চরম সত্য এতদিনে বুঝিলাম যে, প্রেম চঞ্চল অথচ দুরন্ত জীবন স্থির। তার উপর আবার আশার পাশ বা বন্ধন অত্যন্ত দুষ্ট—কেননা, প্রিয় ফিরিয়া আসিবে এই ব্যর্থ আশা প্রাণ ত্যাগ করিতে দেয় না। গোবিন্দদাস কিন্তু শ্রীরাধার এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিবার চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছেন না—সেই সম্মতি কিছুতেই আসিতেছে না।

মন্তব্য—পদামৃতসমুদ্রে ও সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অবলম্বিত ক, খ, গ, চ পুথিতে এবং পদরসসারে 'সমতি না আওত গোবিন্দদাস' পাঠ থাকিলেও রায় মহাশয় 'সম্বাদি না আওত গোবিন্দদাস' পাঠ ধরিয়াছেন। উহার মানে এই যে, গোবিন্দদাস যেন সম্বাদ দিয়া ফিরিয়া আসেন নাই। পদটির পৌর্বাপর্যের সঙ্গে এ কথা খাপ খায় না।

৬২৭

গান্ধার

হৃদয় বিদারত মনমথ-বাণ।
কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম॥
জলু বিরহানল মন মাহা গোই।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোই॥
কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না জীবত কানুক বিচ্ছেদ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব করি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি-নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকরব অলিকুল-গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতি-পরিমল এহ।
কো মানে জীউ রহত এহ দেহ॥
জানইতে কানুক সো অশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)—২৩৩ সমুদ্র ৩০ তরু ১৬৪৩
ক. বি. ১৮৩৪ ও ২৮০৬

ব্যাখ্যা—মন্মথের (রাধামোহন ঠাকুর বলেন মন্মথঃ শ্রীকৃষ্ণো জ্ঞেয়ঃ) বাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু কে জানে কেন দুই স্থানে (দুই ভাগে) বিভক্ত হইতেছে না! মনের মধ্যে গোপনে বিরহের আগুন

জ্বলিতেছে, কিন্তু দেহ আমার কঠিন ; তাই ভস্ম হইতেছে না। কানুর বিচ্ছেদে আমার কি দশা হইয়াছে, সেই মর্ম্মের দুঃখ কাহাকে বুঝাইব ? বুঝাইবই বা কি করিয়া ? এ যে না মরিয়া আছি, না বাঁচিয়া আছি। যে মুখ দেখিবার সময়ে চোখে পলক পড়িলেও কষ্ট হইত, তাহা ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে দেখিতে পাইব বলিয়া প্রবোধ দিতেছ ? এখন এই পুষ্পিত কেলিবিলাসের নিকুঞ্জ দেখিতে বা কোকিলের গান এবং ভ্রমরের গুঞ্জন শুনিতে অথবা মালতীফুলের পরিমল আঘ্রাণ করিতে যাইয়া দেহে প্রাণ রহিবে কিনা কে জানে ? (এইসব উদ্দীপনে মিলনের স্মৃতি মনে জাগিয়া এত কষ্ট দিবে যে প্রাণ বাঁচানোই কষ্টকর হইবে।) শ্রীরাধার অবস্থা কানুকে জানাইবার জন্য গোবিন্দদাস এখনই মথুরায় যাইতেছেন এই আশ্বাস দিতেছেন।

৬২৮

সুহই

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত[১] ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনি
সুখ লব ভৈ গেল নৈরাশা।
সখি হে অব মোহে[২] নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই ॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণি বঞ্চব
মাধবি মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরিতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস-পূর ॥

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) আতজাত (২) সজনী অব মোহে।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'প্রেমক অঙ্কুর জাত আত' পাঠ ধরিয়া তাহার মানে করিয়াছেন—প্রেমের অঙ্কুর জাত মাত্রেই আতপ অর্থাৎ রৌদ্র হইল। রাধামোহন ঠাকুর পাঠ ধরিয়াছেন—'প্রেমক অঙ্কুর আতজাত ভেল' এবং মানে করিয়াছেন যে, আতপ অর্থাৎ অঙ্কুরের নাশক প্রচণ্ড রৌদ্র উঠিল ('প্রেমক অঙ্কুর আতজাত ভেল' ইত্যাদি চরণদ্বয়েন প্রতিপাদিতম্ আত আতপঃ প্রচণ্ড-রৌদ্র ইত্যর্থঃ। প্রেমবিলাপাৎ কণ্ঠরোধেন পকারচ্যুতির্ন দোষঃ—প্রেমবিলাপ করিতে করিতে কণ্ঠরোধ হওয়ায় শ্রীমতী 'আতপ' স্থানে 'আত' বলিয়াছেন, পকারলোপ সেজন্য দোষের নহে।)

ব্যাখ্যা—প্রেমের অঙ্কুর গজাইতে না গজাইতে রৌদ্র হইল অথবা রাধামোহন ঠাকুরের ধৃত পাঠ অনুসারে প্রেমের অঙ্কুর প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে জাত হইল। সেইজন্য তাহার আর দুইটি কচি পাতা হইতে পারিল না। যেন রাত্রিতে প্রতিপদের চন্দ্র উদিত হইয়াই অস্ত গেল ; সুখ-কণার লাভের আশা নৈরাশ্যেই পরিণত হইল। সখি ! এখন মাধব আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছেন, তাই যে সময়ের মধ্যে ফিরিবেন বলিয়াছিলেন (অবধি) তাহা ভুলিয়া গেলেন। কে ভাবিয়াছিল যে, চাঁদ চকোরিণীকে এবং মধুপ (ভ্রমর) সুজন হইয়াও মাধবীকে বঞ্চনা করিবে ? কানুর প্রেমের ধারা অনুভব করিয়া মনে হইতেছে যে, বিধাতার রচনা-কৌশল বোধ হয় ব্যর্থ হইল (তাই শ্যামচন্দ্র রাধা-চকোরীকে বঞ্চনা করিলেন)। আমার এই পাপ প্রাণ আর কিছুই জানে না, শুধু কানু কানু বলিয়া কাঁদিতেই জানে। বিদ্যাপতি বলেন, মাধব নিষ্ঠুর ; গোবিন্দদাস এই রস পূরণ করিলেন।

মন্তব্য—গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কোন্ পদের রস পূরণ করিয়াছেন তাহা নির্দ্ধারণ করা গেল না। নিম্নলিখিত পদাংশের সহিত আলোচ্য পদের কিছু মিল দেখা যায় :

নিঠুর পুরুস পিরীতি।
জীব দএ সম্ভব জুবতী ॥

নিচল নয়ন চকোরা।
ঢরিএ ঢরিএ পল নোরা॥
পথয়ে রহঞো হেরি হেরী।
পিয়া গেল অবধি বিসরী॥

(৫২৬ মিত্র-মজুমদার)

৬২৯

তিরোয়া ধানশী

পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া।
অবহুঁ না আওল কুলিশ-হিয়া॥
নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি।
নয়ন আন্ধায়লু পিয়া-পথ দেখি॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম তরুণি বুঝলু রস-ভাষ।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া-পাশ॥
বিদ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥

তরু ১৬৭১

ব্যাখ্যা—সখি, আমার সেই দয়িত প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। তাহার হৃদয় কিন্তু বজ্রের চেয়েও কঠিন, তাই এখনও সে ফিরিয়া আসিল না। দিন গণিয়া গণিয়া মাটিতে লিখিতে লিখিতে নখ ক্ষয় হইয়া গেল; প্রিয়ের পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ অন্ধ হইয়া গেল। যখন আমি অল্পবয়সী বালা ছিলাম, তখন দয়িত আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তখন আমি কি দোষ, কি গুণ কিছুই বুঝিতাম না। এখন আমি তরুণী হইয়াছি, রসের কথা বুঝিতে শিখিয়াছি—এ কথা যাইয়া প্রিয়ের কাছে বলে এমন লোক দেখিতেছি না। বিদ্যাপতি বলেন, এ কি রকম প্রেম; গোবিন্দদাস বলেন, কৃষ্ণের ঐ রকমই রীতি।

মন্তব্য—তুলনীয়—বিদ্যাপতি(৫০১—মিত্র-মজুমদার):

সৈসব পহু তেজি গেল রে।
জোবন উপগত ভেল রে॥
অব ন জীয়ব বিনু কন্তু রে।
বিরহে জীব ভেল অন্তরে॥

৬৩০

ধানশী

তৈখনে সাজল সখি দুই-চারি।
তুরিতহিঁ ভেটল রসিক মুরারি॥
তুতিকে পুছল ব্রজ-কুশলকি বাত।
কৈছন নন্দ যশোমতি মাত॥
কৈছনে কাননে চরতহি ধেনু।
কৈছনে সখাগণ পুরতহি বেণু॥
কৈছনে আছয়ে ব্রজ-কুল-নারি।
কৈছনে আছয়ে কিশোরী হমারি॥
কৈছনে যমুনা উথলই নীর।
কৈছনে সারিশুক বোলতহি ধীর॥
এই সব পুছইতে গদগদ ভাষ।
মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দদাস॥

অ ১২৬

শব্দার্থ—পুরতহি বেণু—সখারা বেণু বাজান। মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দদাস—শ্রীকৃষ্ণের এইসব প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দেওয়া দূরে থাক গোবিন্দদাস শ্রীমতীর বিরহের গভীরতা স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

৬৩১

সুহই

মধুপুর নারী হাসি কহত ফেরি
গোকুল গোপ গোঙারি।
সপ্তম দ্বার- পার যাঁহা বৈঠত
তাঁহা কাহা যাওবি নারি॥
ব্রজপুর দূতী বাত কহত ফেরি
সোই ভকতি ভগবান্।

ব্রজপুর নাম শ্রবণে যব শুনব
তেজব রাজ-বিছান ॥
হাহা নাগর গোপী-জীবন-ধন
দূতী ডাকত উভরায়।
হৃদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর
তুরিতহি দূতী আগে ধায় ॥
দূতীক বদন হেরি কহতহি বেরি বেরি
তুয়া নাম কহত আমায়।
শুনি ধনি তৈখনে বাত না কহতহি
গোবিন্দদাস বলি যায় ॥

পণ্ডিতবাবাজী মহোদয়ের পুথি

ব্যাখ্যা—মথুরার রাজবাড়ীর সাতমহলের পর মহলে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন। সেখানে তুমি গ্রাম্য নারী যাইবে কিরূপে? সোই ভকতি ভগবান্—সেই কৃষ্ণ হইতেছেন ভক্তের ভগবান্; সুতরাং ব্রজপুরের নাম শুনিলেই তিনি রাজ-শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিবেন।

৬৩১

কেদার

শুনহ নিরদয় হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরী রায়।
বিরহ জরে জরি কনক মঞ্জরী
রহল রূপক ছায়[১] ॥
আওয়ে মধু-ঋতু মধুর যামিনী
কামিনী-চিত-চোর।
কুসুম-সায়ক জিবন-গাহক
তুহুঁ সে মধুপুরে ভোর ॥
অঙ্গ ছটফটি কৈছে মীটব
তপত সহচরি-অঙ্গ।
নয়ন-পঙ্কজ জোরে ঝরঝর
লোরে মহি করু পঙ্ক ॥
এতহি বিরহে আপহি মুরছই
শুনহ নাগর কান।
প্রতাপ আদিত এ রসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান[২] ॥

ক. বি. ৫৩৭ সমুদ্র ৩১৯, তরু ১৭২০
সা. প. (১)—২৭৩

পাঠান্তর—তরুতে আরম্ভ—'আওয়ে মধুঋতু মধুর যামিনি' ইত্যাদি।

(১) 'বিরহ জরে জরি কনয়া মঞ্জরি
রহল রূপক ছাই ॥—তরু
(২) তো বিনু কিশলয় শয়ন বীজন
বিফল ভেল মণি মণ্ড।
দাস গোবিন্দ এ রস গাহক
ভাওয়ে রায় বসন্ত ॥ —তরু ও সমুদ্র

এই ভণিতা পদামৃতসমুদ্রে, রাধামোহন ঠাকুরের টীকায় ও পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। মূলে প্রদত্ত পাঠ ক. বি. পুঁথির ৫৩৭ পদে ও দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত বৈষ্ণবপদলহরীর ৪৪২ সংখ্যক পদে পাওয়া গিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের নাম পদের মধ্যে না থাকিলে, পরবর্ত্তী কালে কোন বৈষ্ণব উহা জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। এইরূপ হইতে পারে যে, প্রথমে গোবিন্দদাস মূলধৃত পাঠ অনুসারে ভণিতা দিয়াছিলেন। তারপর প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কর্ম্মচারীদের রোষ হইতে বাঁচিবার জন্য কবি ভণিতা বদলাইয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা—হে নিষ্ঠুর মাধব, শুন! সেই সুন্দরী রাধা ছিল স্বর্ণমঞ্জরীর তুল্য; এখন বিরহের জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া সে রূপের ভস্মে পরিণত হইয়াছে। বসন্তকাল আসিল, ইহার মধুর রাত্রি কামিনীর মন চুরি করে; আর শ্রীরাধার জীবনের গ্রাহক মদনতুল্য তুমি মধুপুরে ভুলিয়া থাকিলে। তাহার সখীদের অঙ্গও তপ্ত, সুতরাং তাহার অঙ্গের ছটফটি কিরূপে মিটিবে? তাহার নয়নরূপ পঙ্কজ হইতে ঘন অশ্রু বর্ষিত হওয়ায় ভূমি পঙ্কে পরিণত হইয়াছে। হে নাগর কানাই, এ বিরহজ্বালায় অবশেষে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এ রসে প্রতাপাদিত্য ভাসিয়া যান। গোবিন্দদাস তাহা গান করেন।

৬৩৩

সুহই

শুন শুন শ্যামর চন্দ।
প্রেমক ঐছন ছন্দ॥
সো কহুঁ তুয়া গুণ-গাম।
তুহুঁ বিছুরলি তছু নাম॥
নাগরি সঞে১ হসি তোয়।
সো সখি-মুখ হেরি রোয়॥
তোহারি শয়ন পরিয়ঙ্কে।
সো বিলুঠই২ মহি-পঙ্কে॥
তুয়া হিয়ে ফণি-মণি হার।
তছু নিজ জীবন ভার॥
তুহুঁ ঘন কুঙ্কুম লাই।
সো মৃগমদে মুরছাই॥
অতি রসে কো নহ অন্ধ।
গোবিন্দদাস পরবন্ধ॥

ক. বি. ২৪২১ সমুদ্র ৩০৫, তরু ১৬৮২

পাঠান্তর—তরু (১) সনে (২) সোই লুঠত।

ব্যাখ্যা—হে শ্যামচন্দ্র! শুন শুন, প্রেমের এইরূপই রীতি বটে। সে তোমার গুণগ্রাম গাহিতেছে, আর তুমি তাহার নামটিও ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি এখানে নাগরীদের সঙ্গে বসিয়া হাসিতেছ, সে সখীদের মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিতেছে। তুমি এখানে খট্বায় শুইয়া আছ, আর সে মাটীর কাদায় (নয়নজলে কাদা হইয়াছে) লুটাইতেছে। তোমার গলায় সাপের মণিহার, আর তাহার কাছে জীবন দৌর্ব্বল্যবশে হইয়াছে ভারস্বরূপ। তুমি মনের আনন্দে ঘন কুঙ্কুম লেপন করিয়াছ, আর তাহাকে সখীরা শীতল করিবার জন্য মৃগমদ লেপন করিতে গেলে সে মূর্চ্ছা যায়। গোবিন্দদাস চেষ্টা করিতেছেন তোমাকে বুঝাইতে। অতিরসে (সুখবিলাসে) কে অন্ধ না হয়?

৬৩৪

চল চল মাধব মোহে সঙ্গ করি
কুবজিনি সুন্দরি পাশ
তাহা মানা হোয়ে, তোহে লেই যায়ব
অন্তরে না কর তরাস॥
ছি ছি মঝু মুখে লাগল আগি।
সিংহিনি হোই শিবাপদ সেবিব
কিয়ে মোর করম অভাগি॥
বৃন্দা বিপিনে মহেশ্বরি যো দেবি
তাকর সহচরি হাম।
মধুপুর কুল বরাকিনী কুবুজিনি
তাহার সাধব কোন কাম॥
যো ভেল সো ভেল হাম ফিরি যায়ব
তোহে বিদগধ-রাজ।
গোবিন্দদাস কহে ইহ সমুচিত নহে
দোষ পায়ব সখি মাঝ॥

ক. বি. ১৯১১

৬৩৫

বরাড়ী

জঙ্গম হেমলতা সম সো ধনী
তুহুঁ ঘনশ্যাম তমাল।
বিহি ও না জানল প্রেম ঘটাওল
তুহুঁক পরশ রসাল॥
মাধব তোহে সম্বাদল বালা।
তুয়া রস বিহীনে অব তনু জারল
গুরুকুল কণ্টক জালা॥
মরমক বেদন সহই না পারিয়ে
শুতি রহু ধরণী শয়ানে।
লোচন খঞ্জন নীরে নীরঞ্জন
দিন রজনী নাহি জানে॥
সখী পরবোধ নাহি শুনই
অনুখন তোমারি সমাধি।
গোবিন্দদাস কহ কানু কি লাজ নহ
দারুণ বিরহ বেয়াধি॥

ক. বি. ১৫০৩, সা. প. (১)—২০৩

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা সঞ্চারিণী কনকলতিকার তুল্য, আর তুমি নিবিড় কৃষ্ণ তমাল বৃক্ষ। দুইজনের কখন যে প্রেম হইল, তাহা বিধাতাও জানিতে পারিলেন না; দুইজনের স্পর্শ রসময়। মাধব! তোমাকে রাধা খবর পাঠাইয়াছে যে, তোমার প্রেমরস না পাইয়া তাহার তনু শুষ্ক হইয়াছে, দগ্ধ হইয়াছে; তাহার উপর আবার গুরুজনেরা কণ্টকের জ্বালার মতন। সে আর মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। তাহার খঞ্জনতুল্য লোচন রাতদিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, অঞ্জন মুছিয়া যাইতেছে। সে সখীদের প্রবোধও শুনিতেছে না, সব সময়ে তোমারই ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, রাধা যে দারুণ বিরহ-ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, ইহা কি কানুর লজ্জার কথা নহে?

৬৩৬

ধানশী

তোহারি বিচ্ছেদ ভরমে হাম পামরি
না হেরঙ নিজ নাহ।
হামারি বিছেদে তুহুঁ নারি না উপেখসি
কুবজা-রতি অবগাহ॥
মাধব কি কহব তুয়া গুণ-গাম।
পরিহরি দেহ নেহ তুয়া জানই
একলা রতি-পতি কাম॥
পুর-নাগরি সঞে রসিক-শিরোমণি
পূরহ মনমথ-কেলি।
বনচরি-নারি তোহারি গুণ গাওব
পূতনিকা সঞে মেলি॥
রাস-বিলাসে যতহুঁ মত চাপল
সব করু সো অব রাধা।
গোবিন্দদাস কহই তোহে মাধব
এতহু সম্বাদলি রাধা॥

সা. প. (১)—২৩৮, তরু ১৬৮৪
ক. বি. ২৪২২ এবং ২৪৮০

ব্যাখ্যা—দূতী শ্রীরাধার প্রেরিত সম্বাদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছে—আমি পামরী তোমার বিরহে নিজের স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখি না, আর তুমি কিনা আমার বিচ্ছেদে কোন নারীকেই উপেক্ষা কর না, এমন কি কুব্জার রতিরসেও অবগাহন কর। মাধব! তোমার গুণগ্রামের কথা কি বলিব! রতিপতি কামদেব মহাদেবের রোষে দেহত্যাগ করিয়া এখন একমাত্র তোমাকেই স্নেহ জানাইতেছে অর্থাৎ মদনের এখন তুমিই একমাত্র লক্ষ্য (শিকার)। বেশ! রসিক-চূড়ামণি তুমি নগরের নাগরীদের সঙ্গে মন্মথকেলি পূর্ণ কর। আর আমরা বৃন্দাবনের নারীরা পূতনার সঙ্গে মিলিয়া তোমার গুণ গাই। (তুমি যেমন পূতনাকে মারিয়াছ, আমাদিগকেও তেমনি বিরহজ্বালায় মারিয়াছ; নারীবধে তোমার অশেষ আনন্দ)।

৬৩৭

বরাড়ী

মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছ অবধি দিন গণি কত রাখব
ব্রজবধূ জীবন শেল॥
কেহ যমুনাজল কেহ ধরণীতল
কেহ কেহ লুঠই কুঞ্জ।
এতদিনে বিরহ মরণ-পথ পেখলুঁ
তাহে তিরবিধ পুঞ্জ॥
থোর সরোবরে তপত জন আকুল
আকুল সফরী-পরাণ।
জীবন মরণ মরণ ধরু জীবন
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

লহরী ৪৪৪

ব্যাখ্যা—থোর সরোবরে ইত্যাদি—সরোবরে অল্প জল; অথচ তৃষ্ণায় সন্তপ্ত আকুল জনের সংখ্যা অনেক; তাহারা স্বল্পপ্রাণ পুঁটিমাছের মতন; সুতরাং তাহাদের বাঁচিবার আশা কম। তাহাদের জীবন মরণতুল্য হইয়াছে

অর্থাৎ তাহারা জীবন্মৃত হইয়া আছে; মরিলেই যেন সকল জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে বাঁচে। একথা গোবিন্দদাস ভালই জানেন।

৬৩৮

শ্রী গান্ধার

মুরছিত যব রহ নারি।
সো দুখ কহই না পারি॥
যব নামহি তব লেই।
চেতন পাই তব রোই॥
সো কছু শুনহ কান।
হাম কহই কিয়ে জান॥
কহইতে বিদরে পরাণ।
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

ক. বি. ২৪২৩ সমুদ্র ৩০৯, তরঙ্গ ১৬৮৮

ব্যাখ্যা—দূতী কৃষ্ণের নিকট যাইয়া বলিতেছেন যে রাধা যখন মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, তখন সে দুঃখের কথা বলা যায় না। যদি সেই সময় কেহ তোমারনাম লয়, তাহা হইলে সে চেতনা পাইয়া কাঁদিতে থাকে। সেই দুঃখের কথা তুমি কিছু শোন কানাই। কিন্তু আমি কি তাহা বলিতেই পারি? বলিতে গেলে প্রাণ বিদীর্ণ হয়। গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ—এই দুঃখের কথা লিখিতে তাঁহারও প্রাণ যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

৬৩৯

সুহই

মাথুর-দূত করি গরুতহি মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণি॥
এত কহি আওল পড়ি যাঁহা রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদভুত হেরলুঁ প্রিয়সখি-প্রেম।
নিজ সখি-দুখে দুখি সুখে মানে ক্ষেম॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনিবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার॥
চেতন পাইলে যব করয়ে বিলাপ।
আওল বন্ধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
হেরতহি মিলব প্রেম-বশ কান॥

ক. বি. ২৪২৪ সমুদ্র ৩১২, তরঙ্গ ১৬৯১

শব্দার্থ—গরুতহি মানি—গরুত্মান্ অর্থাৎ হংস মনে করিয়া। অনিবার—অনিবার্য।

ব্যাখ্যা—কোন সখী একটি হংসকে মথুরা-দূত মনে করিয়া বলিলেন—যাও তুমি কানুর পায়ে সব কথা বলিও। ইহা বলিয়া যেখানে রাই অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন সেখানে আসিয়া 'কানু কানু' শব্দ করিয়া তাঁহাকে সচেতন করিলেন। শ্রীরাধার প্রতি প্রিয়সখীর অদ্ভুত প্রেম দেখিলাম—তিনি সখীর দুঃখে দুঃখিত এবং তাহার সুখেই কল্যাণ মনে করেন। প্রিয়ের বিরহে তাহার মরণ অনিবার্য মনে করিয়া তিনি নানাপ্রকার উপচারের দ্বারা তাহার জীবন ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। শ্রীরাধা চেতনা লাভ করিয়া যখন বিলাপ করেন তখন 'ঐ বন্ধু আসিতেছে' বলিয়া তাহার সন্তাপ দূর করেন। এইজন্য গোবিন্দদাস অনুমান করেন যে, কানু শীঘ্রই আসিবেন, কেননা তিনি প্রেমের বশ।

৬৪০

কামোদ

তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল দোকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠত
সঘনে উঠিতে নাহি পারে[১]।

সখাগণ ধেনু বেণু নাহি পূরত
বিছুরল নাগর বাজারে[২] ॥
কুসুম ত্যজি অলি ভূমিতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক ময়ূরী নাচত
কোকিল না করু তহি গান[৩] ॥
বিরহিণী বিরহ যে কি কহব মাধব
দশ দিশে বিরহ-হুতাশ।
সোই যমুনাজল অনল[৪] অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ১৮৯৮ অঃ ১২৭

পাঠান্তর—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (১২৭ পদরসসার-এর) আরম্ভ—

শুন মাধব, তুহুঁ সে রহলি মধুপুর

ক. বি পুথি

(১) সাহসে চলই না পার
(২) সখাগণ বেনু ধেনু সব বিসরল
কোই ফিরে নাগর বাজার ॥
(৩) করহি গান (৪) অবহু।

শব্দার্থ—বেণু নাহি পূরত—বেণু বাজায় না। বিছুরল—ভুলিয়া গেল। সোই যমুনাজল অনল অধিক ভেল—গোপ-গোপীদের বিশেষতঃ শ্রীরাধার তপ্ত অশ্রুতে যমুনার জল আগুনের চেয়েও বেশী গরম হইয়াছে।

৬৪১

শর্ব্বরী উজোরল চান্দে।
হেরি ধনি ফুকুরিঞা কান্দে ॥
পরভৃত কুহু কুহু নাদ।
শুনইতে বড় পরমাদ ॥
বিদগধ রসিক মুরারি।
আশোয়াসি কাহে বর নারী ॥
ছটফট ধরণী শয়নে
কত সহে অবলা-পরাণে ॥
নিমিখে কলপ করি মান।
গোবিন্দদাস ইহ জান ॥

রসমঞ্জরী ২৩

শব্দার্থ—শর্ব্বরী—রাত্রি। পরভৃত—কোকিল। নিমিখে কলপ করি মান—এক নিমেষের বিরহকে কল্প-যুগস্থায়ী বলিয়া মনে করে।

৬৪২

বরাড়ী

কতহুঁ যতন করি প্রেম বঢ়াইলুঁ
প্রেম-পরশমণি কান।
সো গুণ-নিধি পহু আনহি দেশে রহু
অব নহি যাত পরাণ ॥
সজনী হরি কিয়ে দারুণ ভেল।
ধাতা কুটিল ঐছে সুখ-সম্পদে
বিপদ লাখ করি দেল ॥
হেরইতে নিমিখ বৈরি করি মানিয়ে
কোরে বিচ্ছেদ করু ভোরে।
লহু লহু বচনে মান করি সাধই
সো অব বিছুরল মোরে ॥
সোঙরিতে যাকর ঐছে পিরিতি রস
কঠিন খীণ মঝু দেহা।
সো সুপুরুখবর কৈছে দূর ভেল
গুনি গুনি সো সব লেহা ॥
তাকর পাশে হামারি ইহ দুরদশা
যৈছে না হোয়ে পরকাশ।
শুনইতে কান প্রাণ জনি তেজয়ে
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

অ ১২৩

ব্যাখ্যা—প্রেম-পরশমণি কান—কানাইকে প্রেমের

স্পর্শমণি মনে করিয়া। অব নাহি যাত পরাণ—এখনও প্রাণ বাহির হইতেছে না। হেরইতে নিমিখ বৈরি করি মানিয়ে—আমাকে দেখিবার সময় নিমেষপাতকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন ; মুহূর্তের কম কালের সেই বিরহ সহ্য হইত না। কোরে বিচ্ছেদ করু ভোরে—প্রেমবৈচিত্ত্য-বশে কোলে থাকিলেও পাগলের মতন বিচ্ছেদ-যাতনা বোধ করিতেন। তাকর পাশে হামারি ইহ দুরদশা ইত্যাদি—শ্রীরাধার মনে হইতেছে যে তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এতই আকুল হন যে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিতেও পারেন। সেই জন্য তিনি সখীদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাহার দুঃখ কেহ যেন মাধবের কাছে প্রকাশ না করে।

৬৪৩

ধানশী

কহিতে কহিতে ধনি মুরছিত ভেল।
ধাই যে সহচরি কোর পর নেল॥
খরতর বহতহি হাহা হুতাশ।
কোই নলিনি-দলে করত বাতাস॥
ঘন ঘন কাঁপই খীণ নিশাস।
সখিগণ অন্তরে পায়ল তরাস॥
রাই জিয়াইতে করু আশোয়াস।
শ্যাম বুঝাইতে চলু গোবিন্দদাস॥

অ ১২৪

ব্যাখ্যা—সখীরা শ্রীরাধাকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য আশ্বাস দিতে লাগিলেন এই বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আসিবেন। গোবিন্দদাস শ্যামকে বুঝাইয়া আনিবার জন্য চলিলেন।

৬৪৪

ধানশী

ধনি কেনে মূদল নয়ান।
দশনহিঁ দশন লাগি অচেতন
মুরছিত হরল গেয়ান॥
সরস সুন্দর বদনমণ্ডল
হেরি ঘিরি ঘন রোয়।
কণ্ঠ ঘর ঘর রসনা জর জর
নিরব ভেলহি সোয়॥
হেরি বিধু-মুখ নয়ন-নিমিখ
পলকে ভেল বিভঙ্গ।
জীবন সংশয় রাই কিশলয়
কালিম বরণ শ্রী অঙ্গ॥
ললিতা আদি সখি নিঝুরে ঝোরয়ে
আর কি জীবন সাধা।
কি সুখ কারণ এ তনু ধারণ
প্রাণ ছোড়বি রাধা॥
হেরি বিপরিত ললিতা শুনায়ত
শ্যাম-নাম বীজমন্ত্র।
শ্রবণ-যুগ ভেদি হৃদয়ে পৈঠল
চেতন রাধিকা-অন্ত॥
কাঁহা গুণধাম শ্যাম মঝু প্রাণ
অচিরে মিলে মঝু পাশ।
রাধা-বল্লভ আনিতে দুর্লভ
সাজল গোবিন্দদাস॥

অ : ১২৫

ব্যাখ্যা—দশনহিঁ দশন—দাঁতে দাঁত লাগিয়া মূর্চ্ছা। চেতন রাধিকা-অন্ত—শ্যাম-নামের বীজমন্ত্র শ্রীরাধার কর্ণ-যুগল ভেদ করিয়া হৃদয়ে পৌঁছাইল এবং রাধিকার অন্তঃ-স্থলে চেতনা সঞ্চার করিল। শ্রীরাধা বলিতে লাগিলেন—কোথায় সেই গুণধাম শ্যাম, আমার প্রাণ, শীঘ্র আমার কাছে এস। রাধার প্রিয়তম সেই দুর্লভকে আনিবার জন্য গোবিন্দদাস সাজিলেন।

৬৪৫

ধানশী

একে বিরহানল দহই কলেবর
তাহে পুন তপনক তাপ।

ঘামি গলয়ে তনু নুনিক পুতলি জনু
হেরি সখি করু পরলাপ ॥
মাধব পেখলুঁ সো বর রমণী।
দিনে দিনে খীণ হীন তনু-অভরণ
গলি গলি মীলত ধরণী ॥
ঋতু বসন্ত অন্ত করি আওল
গিরিষ কাল বলবন্ত।
দারুণ জীবন আশে নাহি যায়ত
হেরত এ তুয়া পন্থ ॥
কত পরবোধি গোঙায়ব সহচরি
চৌঠ মাস বহি গেল।
গোবিন্দদাস কতয়ে সম্বাদব
অগতিগতিক মঝু ভেল ॥

ক. বি. ২৪২৯ তরু ১৭২৪

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধের দেহ একেই তো বরহানলে জলিয়া যাইতেছে, তাহার উপর আবার সূর্য্যের তাপ। ননীর পুত্তলির ন্যায় তিনি ঘামিয়া গলিয়া যাইতেছেন—ইহা দেখিয়া সখীরা কত প্রলাপ (বিলাপ অর্থে) করিতেছেন। মাধব, দেখিলাম সেই নারী-শ্রেষ্ঠা দিনে দিনে ক্ষীণ হইতেছেন, সেইজন্য তাঁহার অঙ্গে আর কোন অলঙ্কারই পরানো যাইতেছে না। তিনি যেন গলিয়া গলিয়া মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছেন। বসন্ত ঋতুর শেষে বলবান্ গ্রীষ্মঋতু আসিল। সে দিনরাত তোমার পথের পানে চাহিয়া থাকে জীবনের দারুণ আশা সেই জন্যই নাশ হইতেছে না। সখীরা আর কত প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে রাখিবেন—চার মাস বহিয়া গেল (অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন)। গোবিন্দদাস বলিতেছেন আমিই বা আর কত সম্বাদ লইয়া যাইব? আমার অবস্থা নিরুপায় হইয়াছে।

৬৪৬

বরাড়ী

করতলে বদন-চাঁদ রহু থীর।
অহনিশি লোচনে ঝরতহি নীর ॥
বিগলিত নিন্দ[১] বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে খিন তনু জীবন নৈরাশ।
এ হরি অবহুঁ অবধি বহি যাই।
বিঘটনে শপতি মরতি জনি রাই ॥
কমলিনি-কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরি মেলি শুতায়লি তাই ॥
শতগুণ মদন-দহন তহিঁ ভেল।
সো তনু-পরশে[২] ভসম ভই গেল ॥
চন্দন পরশে চমকি ধনি উঠই[৩]।
হিমকর-কিরণে মুরছি মহি লুঠই ॥
গোবিন্দদাস কহ নিরদয় কান।
এত পরমাদ তুহুঁ জানি না জান[৪] ॥

সা. প. (১)—২৩৯ তরু ১৭২৭ এবং ১৯১০
ক. বি. ১৮৯৫ সমুদ ৩৩৫

পাঠান্তর—সমুদ্র (১) নীদ (২) অনুতাপে (৩) চন্দন পবনে চমকি ঘন উঠই (৪) গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান। এত পরমাদ তোহে কি জান ॥

মন্তব্য—শ্রীরাধার চিন্তাদিদশা মিলিত ব্যাধিদশার কথা বর্ণনা করা হইতেছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

দোষোদ্রেকবিয়োগাদ্যৈর্ ব্যাধয়ো যে জ্বরাদয়ঃ
ইহ তৎপ্রভবো ভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে।
অত্র স্তম্ভ-শ্লথাঙ্গত্ব-শ্বাসোত্তাপ-ক্লমাদয়ঃ ॥

(দক্ষিণ ৪।৪৪)

অর্থাৎ দোষাতিশয্য এবং বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয় তাহাকে ব্যাধি বলে। কিন্তু এ স্থলে তদুৎপন্ন ভাবকেই ব্যাধি বলা যায়। ব্যাধির লক্ষণ হইতেছে স্তম্ভ (জড়ভাব), অঙ্গশিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ, গ্লানি প্রভৃতি।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার চন্দ্রবদন করতলে ন্যস্ত রহিয়াছে (গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন)। দিবারাত্র চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। নিদ্রা দূর হইয়াছে, নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে। দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ হইতেছে, জীবনে নৈরাশ্য জন্মিয়াছে। হরি! এখন তুমি যে অবধি

নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছিলে, তাহা বহিয়া যাইতেছে। তোমার শপথ লইয়া বলিতেছি তুমি না গেলে রাই মরিয়া যাইবে। তাহাকে এখন সখীরা কমল ও কিশলয়ের শয্যা বিছাইয়া শয়ন করাইতেছে। তাহাতে কিন্তু মদনের জ্বালা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। দেহের স্পর্শে তাহা ভস্ম হইয়া গেল। চন্দন স্পর্শে সুন্দরি চমকিয়া উঠে আর চন্দ্রের কিরণে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে লুটায়। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—হে কানাই, তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর, এত বিপদের কথা তুমি জানিয়াও জানিতেছ না।

৬৪৭

দেশাগ

কাননে কামিনি কোই না যায়।
কালিন্দি-কূল কল্পতরু-ছায়॥
কুঞ্জ-কুটির মাহা কান্দই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনি-নারিগণ নাশল নেহ।
নবিন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবনী-নিন্দিত নব নব বালা।
নাগল বিরহ-হুতাশন জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহি মাহ।
গুরুতর গিরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপ-রমনি অছু ভেল।
গরল-গরাসনে গোবিন্দ গেল॥

ক. বি. ২৪৩০ ও ২৪৭২ তরু ১৭২৮

ব্যাখ্যা—তোমার লীলাবিলাসের স্মৃতি আরও উজ্জ্বল হইয়া অধিকতর সন্তাপ দিবে এই ভয়ে কোন ব্রজগোপী আর কাননে অথবা যমুনার কূলের কল্পতরুর ছায়ায় যায় না। তাহারা কুঞ্জ কুটীরের মধ্যে বসিয়া চুল ছিঁড়িয়া মাথায় করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করে। প্রেম পদ্মিনীতুল্য নারী-দিগকে বধ করিল। একে তাহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত, তাহার উপর আবার নবীন গ্রীষ্মে আরও তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় কেহই বাঁচিবে না। এই সব নবীনা বালার দেহ নবনীত অপেক্ষাও সুকোমল, তাহাদের উপর বিরহরূপ অগ্নির জ্বালা লাগিল। সেইজন্য তাহাদের গাত্র যেন (ঘর্ম্মরূপে) গলিয়া গলিয়া মাটীতে পড়িতেছে। গুরুতর গ্রীষ্মে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইল। গোকুলে গোপ রমণীদের তো এই অবস্থা হইল; তাই গোবিন্দদাস আর নিজের প্রাণরক্ষা করা নিরর্থক ভাবিয়া বিষ ভক্ষণ করিতে গেলেন।

৬৪৮

সুহই

উয়ল নব নব মেহ।
দূরে রহু শ্যামর দেহ॥
তহিঁ ঘন বিজুরি উজোর
হরি রহু নাগরি-কোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল॥
দাদুর উনমত ভাষ।
বিরহিণি জিবন হুতাশ॥
দারুণ পাউখ কাল।
জীবন ভেল জনজাল॥
ঐছন ভেল দুরদিন।
অম্বর রবি-শশি-হীন॥
কো কহে কান্থক পাশ।
চলতহিঁ গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)-২৪১ তরু ১৭৩১, সমুদ্র ৩২২
ক. বি. ১৮৯০

ব্যাখ্যা—বর্ষাকালে আকাশে নব নব মেঘের উদয় হইল; কিন্তু সেই শ্যামলদেহ শ্রীকৃষ্ণ দূরেই রহিয়া গেলেন। এখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে (প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে, কাহারও আশ্রয় চাহিতেছে)। কিন্তু হরি মথুরানাগরীদের কোলে রহিলেন। চাতক পিউ পিউ শব্দ করিতেছে; তাই আমার প্রাণ উতলা হইতেছে।

ভেক অনবরত উন্মত্তের মতন শব্দ করিতেছে; তাহাতে বিরহিণীর জীবন হা হুতাশে ভরিয়া যাইতেছে। দারুণ বর্ষাকাল, জীবন জঞ্জাল-স্বরূপ হইল। আজ এমনি দুর্দ্দিন যে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য কিছুই নাই। ঐ সংবাদ কানুর কাছে কে বলিবে? গোবিন্দদাস যাইতেছেন।

৬৪৯

ধানশী

তুহুঁ বিছুরলি গোরি রহলি মথুরাপুরি
নগরে নাগরি হেরি ভোরি।
গগনে জলদ হেরি মনে মনরথ করি
বিরহ-সাগরে ধনি বোরি॥
শুন কানাই, করুণা-লব তোহে নাই।
তোহারি বিরহে ধনি নিশি দিশি ঝুরই
তুরিতে মিলহ তুহুঁ যাই॥
ধরনি শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি
সহচরি রহত অগোরি।
দিনে দিনে দুবরি কৈছে জিবন ধরি
গোবিন্দদাস-পহুঁ ছোড়ি॥

ক. বি. ২৪৩১ সমুদ্র ৩২৭, তরু ১৭৩৯
সা প. (১)—২৩৭

ব্যাখ্যা—হে মাধব! তুমি মথুরা নগরের নাগরী দেখিয়া উন্মত্ত হইলে; গৌরীকে ভুলিয়া তাই মথুরা-পুরীতেই রহিয়া গেলে। আকাশে মেঘ দেখিয়া সুন্দরীর মনে অভিলাষ জন্মিতেছে, কিন্তু তাহাকে বিরহসাগরে ডুবিতে হইতেছে। শুন কানাই, তোমার মনে করুণার বিন্দুমাত্র নাই। তোমারই বিরহে সুন্দরি দিনরাত কাঁদিতেছে। শীঘ্র তথায় যাইয়া তাহার সহিত মিলিত হও। তাহার সখীরা তাহাকে মাটীতে শোয়াইয়া আগুলাইয়া রাখিয়াছে, তাহারাও অনবরত রোদন করিতেছে। সে দিন দিন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে যে কিরূপে গোবিন্দদাসের প্রভুকে ছাড়িয়া বাঁচিবে তাহাই ভাবনা হয়।

৬৫০

শ্রীরাগ

ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দূর।
অযতনে ধনিক মনোরথ পূর॥
কী ফল অম্বরে হিম ঋতু রাতি।
যাঁহা শুতলি কিশলয়-দল্ল পাতি॥
কী ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ।
নিতি নিতি উদয়ত গগনহি চন্দ॥
কাহে সিনায়ব উতপত বারি।
নয়নহি তাপিত সলিল উভারি॥
ঐছন গনইতে তুয়া গুণ-কোটি।
মানল পৌখলি যামিনি ছোটি॥
সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত-চরীত॥
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সম্বাদ।
তনু জীবন দুহুঁ ধনিক বিবাদ॥

সা. প. (১)—২৫২ তরু ১৭৫২
ক. বি. ২৪৩৪

শব্দার্থ—উভারি—ঢালিতেছে।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা বিরহে কিরূপ বিবশ হইয়াছেন তাহাই মাধবের নিকট সখী বলিতেছেন। মাধব! বেশ ভালই হইল যে তুমি দূরে রহিলে; ইহাতে বিনা যত্নেই সুন্দরীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। আকাশে হিমঋতুর নাকি উদয় হইয়াছে? তাহাতে কি ফল? শীতের রাতেও তাঁহাকে বিরহ জ্বালার উপশমের জন্য কিশলয়-দল পাতিয়া বিছানা করিতে হইয়াছে (তাঁহাকে আর শীত নিবারণের জন্য কোন গরম কাপড় ব্যবহার করিতে হইল না)। শীত নিবারণের জন্য নিকটে অল্প আগুন রাখিয়া কি হইবে। চাঁদই রোজ রোজ আকাশে উঠিতেছেন (চাঁদই যথেষ্ট দগ্ধ করিতে পারেন)। গরম জলে স্নান করানোরই বা দরকার কি? নয়নই তপ্ত জল ঢালিতেছে। পৌষের রাত্রি খুব বড়, কিন্তু তোমার কোটি কোটি গুণ স্মরণ করিতে করিতে

শ্রীরাধার নিকটে উহা অত্যন্ত ছোট বলিয়া মনে হইতেছে। কেবল একমাত্র সূর্য্যের রীতিটী বুঝা যাইতেছে না—উহার স্বভাব শীতল কি গরম? (চন্দ্রের শীতল কিরণই যখন তাঁহার নিকট আগুনের মতন বোধ হয়, তখন সূর্য্যের তাপ নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট অসহ্য মনে হইবে; কিন্তু উহা তিনি নির্ব্বিকারে সহ্য করিতেছেন দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহার দেহ এখন আর শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপে আর্ত্ত হয় না; উহা বৈবশ্যভাব পাইয়াছে)। গোবিন্দদাস মাধবের নিকট এই সব খবর দিয়া বলিতেছেন যে সুন্দরীর দেহের সঙ্গে প্রাণের যেন বিবাদ বাধিয়াছে, দুইজন একসঙ্গে আর সহবাস করিতে চাহিতেছে না।

৬৫১

পাপী শাঙন মাস।
বিরহিনি জিবন নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর রজনি দশ দিশ
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি
হেরি মানস কম্পিয়া॥
পাপ ডাহুকি ডহুকে ডাকই
মউর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিঁদ লোচনে
জাগি সগরিহ রাতিয়া॥

তরু ১৮০৬

শব্দার্থ—ঝলকে দামিনি ইত্যাদি—বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, তাহা দেখিয়া কামিনীর মন প্রতি মুহূর্ত্তে কাঁপিয়া উঠিতেছে। জাগি সগরিহ রাতিয়া—সারা রাত্রি সে জাগিয়া থাকে।

৬৫২

রাতি দিবসে রহু ধন্দ।
ভাদরে বাদর মন্দ॥
মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ
দহই মারুত মন্দ।
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
হামারি লোচন ছন্দ॥
উছল ভূধর পূরল কন্দর
ছুটল নদ নদি সিন্ধুয়া।
হাম সে কুলবতি পরক যুবতি
গমনে জগ ভরি নিন্দুয়া॥

তরু ১৮০৭

ব্যাখ্যা—ধন্দ—স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ বসিয়া থাকে। দহই মারুত মন্দ—মৃদুমন্দ পবন শীতল না করিয়া অঙ্গ দগ্ধ করে। উছল ভূধর পূরল কন্দর—পাহাড়ের ঝর্ণাগুলি হইতে অনবরত জল পড়ায় পাহাড় যেন উছলিয়া পড়িতেছে; তাহার গুহাসমূহ জলে পূর্ণ হইল। গমনে জগভরি নিন্দুয়া—আমি যদি বিরহের জ্বালায় অস্থির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি তাহা হইলে জগৎ ভরিয়া নিন্দা হইবে।

৬৫৩

পাহিড়া-ধানশী

আঘণ মাস রাস রস-সায়র
নায়র মথুরা গেল।
পুর-রঙ্গিনিগণ পূরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল॥
আওল পৌষ তুষার-সমীরণ
হিমকর-হিম অনিবার।
নাগরি-কোয়ে ভোরি রহু নাগর
করব কোন পরকার॥
মাঘে নিদাঘ কউন পতিয়ায়ব
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি-তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু সঘন হুতাশ॥

ফাগুনে গুনিগুনি গুণমণি-গুণগণ
ফাগুয়া-খেলন রঙ্গ।
বিরহ-পয়োধি অবধি নাহি পাইয়ে
দুরতর মদন-তরঙ্গ॥
আওত চৈত চীত কত বারব
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ ফুল-শরে হানই
কাহু রহল দুর দেশ॥
মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান।
দখিন দারুণ পবন নহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ॥
জেঠহি মীঠ কহত সব রঙ্গিনি
চন্দন চান্দনি রাতি।
শীতল পবন মোহে নাহি ভাওত
দারুণ মনমথ-শাতি॥
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি॥
শাঙনে সঘনে গগনে ঘন গরজন
উনমত-দাদুরি-বোল।
চমকিত দামিনি জাগয়ে কামিনি
জীবন কণ্ঠহি লোল॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর নিকরে থীর নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ॥
আশিন মাসে বিকশিত-পদুমিনি
সারস-হংস-নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥
কাতিক মাস নিরাশ কয়ল বিধি
লীলাময় রস-রাস।
নিকরুণ কান কোন পতিয়ায়ব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১)-৭৫, ক. বি. ১৮৫৪ তরু ১৮১৪, সমুদ্র ১৮১৫

ব্যাখ্যা—অগ্রহায়ণ মাসে রসের সাগর-স্বরূপ আমার নাগর মথুরায় গেলেন। তাঁহার গমনে নগরের রঙ্গিণীদের মনোবাসনা পূর্ণ হইল, কিন্তু বৃন্দাবন আজ যথার্থই [illegible] পরিণত হইল। পৌষমাসের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া. চন্দ্রের শীতলতাকে কিছুতেই নিবারণ করা যাইতেছে না, এমন সময়ে নাগরীর কোলে নাগর মত্ত হইয়া রহিল. আমি কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতে না। মাঘ মাসে যে গরম বোধ করিতেছি ইহা কে বিশ্বাস করিবে? রৌদ্র তো ম্লান, কিন্তু সূর্য্যের তাপ যে চন্দ্র চুরি করিয়াছে (চন্দ্র বিরহজ্বালা বৃদ্ধি করিতেছে কানুর বিরহে ভীষণ আগুনের জ্বালা। ফাল্গুন মাসে সেই গুণমণির গুণসমূহ গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে তাঁহার ফাগুয়া খেলার রঙ্গরসের কথা মনে উঠে। তাহাতে মদনের তরঙ্গ এমন প্রবল হয় যে বিরহসাগরের শেষ কোথায় তাহা আর বুঝিতে পারি না। ঋতুরাজ বসন্ত চৈত্র মাস রূপে আবির্ভূত হইল; এখন মনকে কত বুঝাইব? দারুণ মদন ফুলশরের দ্বারা আমাকে আঘাত করিতেছে—(তাহাকে পরাস্ত করিতে পারে এমন) কানাই দূরদেশে রহিয়া গেল। বৈশাখ মাসে বিধি বাদ সাধিল. কোকিলেরা পঞ্চম তানে গান করিতেছে। কিন্তু মলয় সমীর ভাল লাগে না; কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ আর রহে না। আমার সখীরা বলে জ্যৈষ্ঠ মাস বড় মিষ্ট, বিশেষ করিয়া চাঁদনি রাত্রি চন্দন-তুল্য। শীতল পবনে আমার রুচি নাই, উহাকে মন্মথের দারুণ শাস্তি বলিয়া মনে হয়। আষাঢ় মাসে নূতন মেঘের দল দেখিয়া বিরহানল গাঢ় হইয়া উঠে। মেঘের চেহারা দেখিলে চোখ দিয়া দিনরাত জল ঝরে। শ্রাবণ মাসে সশব্দে গগনে মেঘ ডাকে। ভেকীরা পাগলের মতন ডাকিতে থাকে, বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে, কামিনী জাগিয়া রাত্রি কাটায়—তাহার কণ্ঠে জীবন যেন দুলিতে থাকে (ধুক্ ধুক্

[illegible])। ভাদ্র মাসে দারুণ দুর্দ্দিন, সূর্য্য চন্দ্র মেঘে ঢাকা; জলের ঝাপটায় মন স্থির থাকে না, দুষ্ট মদন জ্বালা দেয়। আশ্বিন মাসে পদ্মফুল ফোটে, সারস ও হংস ডাকিতে থাকে; নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণ বাঁচে না। কার্ত্তিক মাসে লীলাময়ের রাসরস হইতে বিধি বঞ্চিত করিল। গোবিন্দদাস বলেন কানাই করুণাহীন। কিন্তু এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

৬৫৪

সুহই

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান।
সো রস-পরশ সপন করি মান॥
এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরিত-চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনইতে জিউ উতরোল॥
পুন উতকণ্ঠিত করইতে কোর।
দূরে রহুঁ পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি কত অনুতাপ।
পর সমুঝায়ত ইহ বড় তাপ॥
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যতএ পিরিতি ততয়ে পরমাদ॥

[illegible]া. প. (১) ২৫০ সমুদ্র ৩৭৩, তরু ১৮৩০
ক. বি. ২৪৩৬

ব্যাখ্যা—সখীগণ শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদের কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিতেছে। সে ঘুমের মধ্যে কত প্রকারে তোমার সঙ্গে আলাপ করে, আনন্দভরে কত রকমে তোমাকে আলিঙ্গন করে। অবশেষে ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিলে তোমাকে কাছে দেখিতে না পাইয়া সেই সরস স্পর্শকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করে। হরি, তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ থাকে তো তাই থাকুক, তাহার মধ্যে আবার (স্বপ্নে) মিলন ঘটাইয়া খেদ বাড়াও কেন! ভ্রমবশে সে তোমাকে অন্তরের কথা বলে, আর উত্তর না পাইয়া উতলা হয়। ফের তোমার আলিঙ্গন পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়; কিন্তু স্পর্শ দূরে থাকুক পাছে (স্বপ্নে) দর্শন হয়, এই ভয়েই চোরের মতন থাকে। এইরূপ প্রত্যহ তাহার কত দুঃখ, কত কষ্ট সব চেয়ে বড় কষ্ট এই যে পরে তাহাকে প্রবোধ দিতে আসে। গোবিন্দদাস বলেন আর সম্বাদ দেওয়া বিফল; যত বেশী প্রেম হয় তত গভীর বিপদ্।

৬৫৫

পঠমঞ্জরী

যব তুহুঁ[১] লায়ল নব নব নেহ।
কেহু না শুনল পরবশ দেহ॥
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহু কেলি॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছনে জীবয়ে দুয় এক রজনি॥
গনইতে দিবস অধিক গণি দেখ[২]।
মেটি শুনায়বি দুয় এক রেখ॥
লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত।
নিজ করে লিখইতে নাহি পরতীত॥
কতয়ে সম্বাদব[৩] পর-মুখে বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি॥
এতহু নিবেদলু তুয়া পায়ে কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

সা. প. (১)—২৪৬ সমুদ্র ৩৬৭, তরু ১৮৩৩
ক. বি. ২৪৫৮

পাঠান্তর—সমুদ্রে (১) তুহুঁ হে (২) গণইতে অধিক দিবস গণি লেখ (৩) তাহে কি সম্বাদব।

লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত।
নিজ কর লিখইতে নাহি পরতীত॥

এই দুই চরণ পদামৃতসমুদ্রে নাই।

রাধামোহন ঠাকুর 'যব তুহুঁ হে লায়ল' বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে 'লায়ল' স্থানে কোথাও কোথাও বাঢ়ায়ল পাঠ দেখা যায় (লায়ল অবৰ্দ্ধয়তাং বাঢ়ায়ল ইতি পাঠঃ ক্বচিদ্‌দৃশ্যতে)। ভণিতার আগের চরণে বোধ হয় রাধামোহন 'দিন দুয়ে মিলব তুয়া পায়ে কান' বা অনুরূপ কোন চরণ পাইয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"দিবসদ্বয়ানন্তরং যদাগমিষ্যামি তত্রায়ং গোবিন্দদাসঃ সাক্ষীত্যাভোগার্থঃ।"

ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণ সখীকে বলিতেছেন—যখন দুইজন নব নব প্রেম স্থাপন করিলাম, তখন কেহই ভাবিয়া দেখি নাই যে দেহ নিজের বশে নয়, পরের বশে। এখন বিধাতা সেই সব মিলন ভাঙ্গিলেন ; এখন কেলিবিলাস দূরে থাকুক, একবার দর্শনলাভও ঘটে না। সখি! তুমি যাইয়া রাইকে প্রবোধ দাও, যেন সে দুই এক রাত্রি অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকে। (আমার ব্রজে ফিরিতে কতদিন বাকী আছে তাহা) গণনা করিতে যাইয়া যদি বেশী দিন বাকি আছে দেখ, তাহা হইলে দুই একটী রেখা মুছিয়া দিয়া শুনাইও। (যত দিন কৃষ্ণ বাহিরে থাকিবার কথা ততগুলি দাগ যেন দেওয়ালে কি মাটির মেজেতে কাটা হইয়াছিল। এক একদিন যায়, আর এক একটি রেখা মুছিয়া ফেলা হয়)। (আমি তাহাকে পত্র লিখিতে চাহি) কিন্তু লিখিতে গেলে মনে যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠে, তাহাতে নিজ হাতে লিখিতে সাহসী হই না (নিজের উপর প্রতীতি বা বিশ্বাস রাখিতে পারি না)। আর পরকে দিয়াই বা কত খবর পাঠান যায়? সে কি বলিতে কি বলিবে এই ভাবিয়া ইহার পূর্ব্বে কোন লোক পাঠাইয়াও খবর দিবার চেষ্টা করি নাই। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে তিনি সাক্ষী আছেন যে, হে রাধে! তোমার পায়ে এই সব কথা কানাই নিবেদন করিলেন।

৬৫৬

শ্রীরাগ

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত পুন পুন পুছত
লোরে নয়ান ভরি গেল॥
সুন্দরি সুপুরুষ বিদগধ সোয়।
কানুক হৃদয় সবহুঁ হাম জানলুঁ
তিলেক না বিছুরই তোয়॥
পীত-নিচোলে নয়নযুগ মোছই
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উরপর পাণি হানি খিতি লুঠই
পুন পুন মুরছিত হোয়॥
তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত
অতয়ে বুঝলুঁ অনুমানে।
মোহে বিছুরল বলি কতহুঁ না রোয়ত
গোবিন্দদাস পরমানে॥

ক. বি. ২৪৩৭ তরু ১৮৪৮

ব্যাখ্যা—সখী আসিয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—একদিন মথুরা যাইবার পথে তাহার সহিত আমার দেখা হইল। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অশ্রুজলে তাহার নয়ন ভরিয়া গেল। হে সুন্দরি! সেই সুপুরুষ বিদগ্ধ ব্যক্তি বা রসিক জন। কানুর মনের কথা আমি সব জানিতে পারিয়াছি, সে তোমাকে একতিলও ভুলিতে পারে নাই। সে তাহার পীতবাসে নয়নদ্বয় মুছিয়া কত ডুকরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বুকে করাঘাত করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বারবার মূর্চ্ছিত হইল। সে তোমার বিহনে রাত্রিদিন কোথা দিয়া যায় জানিতে পারে না—ইহা অনুমানে বুঝিলাম। 'আমাকে রাধা ভুলিয়া গিয়াছে' বলিয়া কত কাঁদিল। গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী।

৬৫৭

মল্লার

কি কহব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গনি গনি দশমী দশাশ্রমী
দুরবল ভেল নিজ দেহা॥

মাধব তুহুঁ যব আওলি মধুপুর
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী
দিন রজনী নাহি জান ॥
অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদ কলাসম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল
হাস শ্বাস ভেল সার ॥
ঐছন বচন শুনল যব মাধব
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেমভরে পন্থ বিপথ না দরশই
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল যব মাধব
তুরিতহি রাইক পাশ।
কানুক হৃদয় নিগড় ভুজ বন্ধন
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৪ ৩৮

ব্যাখ্যা—দশমী দশাশ্রমী—দশমী দশার (মৃত্যুর) আশ্রয় লইয়াছে। অঙ্গুলিক মুদরি ইত্যাদি—রাধার দেহ এরূপ ক্ষীণ হইয়াছে যে অঙ্গুরি এখন কঙ্কণ হইল; হাতের কঙ্কণ গলার হার হইল।

৬৫৮

ধানশী

যামিনি জাগি জাগি জগ-জীবন
জপতহি যদুপতি নাম।
যাম যামযুগ যৈছন জানত
জর জর জীবন মান ॥
ঝূরত গৌর-কিশোর।
ঝাকত ঝীকয়ে ঝর ঝর লোচনে
ঝূরি পূরব-রসে ভোর ॥
চম্পক-গৌর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে চলই নাহি পারই
চকিতহি চেতন চোরাহ ॥
ছলছল নয়ন ছাপি কর্যুগল
ছোড়ল রজনিক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি জগত-জীবন ছদ
না কহ দাস গোবিন্দ ॥

ক. বি. পৃ: ।/০ তরু ১৮৮৭

শব্দার্থ—ঝাকত—হাত পা ছুঁড়িয়া। ঝীকয়ে—দুঃখের কথা বলেন।

ব্যাখ্যা—এই পদটি দশ দশার অন্তর্গত জাগরণ দশার গৌরচন্দ্রিকার পদ। জগতের জীবনস্বরূপ শ্রীচৈতন্য যদুপতি কৃষ্ণের নাম জপিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটান। প্রতি যাম বা প্রহরে জীবনকে জর্জ্জর বলিয়া মনে করেন। গৌরকিশোর কাঁদিতেছেন। তিনি পূর্ব্বলীলার বশে বিভোর হইয়া (রাধাভাবে) হাত পা ছুড়িয়া (ঝাকত) কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃখের কথা বলেন। চম্পকবর্ণের গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেখিয়া চমকিয়া উঠেন, চতুর ভক্তগণ চাহিয়া থাকেন। চলিতে যান, কিন্তু চলিতে পারেন না; সহসা চেতনা হারান। দুই হাতে ছলছল নয়ন ঢাকিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়া ছাড়িলেন। গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে জগতের জীবন শ্রীচৈতন্য নিজের ছলা ছাড়িবেন না।

৬৫৯

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বন-দাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব ॥
কতয়ে আরাধব মাধব।
তোহে বিনু বাধাময়ি ভেল রাধা ॥
কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণি শঙ্কিনি
কুণ্ডল কুণ্ডলি-ভান।

যাবক পাবক কাজর জাগর
মৃগমদ মদ-করি মান ॥
মনমথ মনমথে চঢ়ল মনোরথে
বিষম কুসুম-শর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিখণে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি ॥

সা. প. (১) ২৪৯ সমুদ্র ৩৪১, তরু ১৮৯৩
ক. বি. ২৪৪১

শব্দার্থ—কুঞ্জর—হস্তী। শোকিল—শোককারক। বনদাব—বনের দাবাগ্নি তুল্য। কন্দন—ক্রন্দনজনক। ঝঙ্কন—উদ্বেগজনক। শঙ্কিনি—শঙ্কাদায়িনী। কুণ্ডলি-ভান—সাপের মত মনে হইতেছে। যাবক—আলতা। পাবক—অগ্নি। কাজর জাগর—কাজল জাগরণ-কারক। মৃগমদ মদ করি মান—কস্তুরীকে মদমত্ত হস্তী বলিয়া মনে করে।

ব্যাখ্যা—মাধব তোমার বিহনে বৃন্দাবনের কুঞ্জ বন্য হস্তীর ন্যায়, কোকিল শোকজনক এবং বৃন্দাবন দাবাগ্নি-তুল্য হইল। চন্দ্র এখন মন্দ, দুষ্ট চন্দন ক্রন্দনজনক, দক্ষিণ পবন যেন ধাইয়া মারিতে আসিতেছে। মাধব! তোমাকে আর কত সাধ্যসাধনা করিব? তোমার বিরহে রাধা দুঃখময়ী হইল। তাহার কঙ্কণ এখন উদ্বেগ বৃদ্ধি করে, কিঙ্কিণী শঙ্কা বাড়ায়, কর্ণের কুণ্ডল সর্পের কুণ্ডলী বলিয়া মনে হয়। মন্মথ শ্রীরাধার মন মথন করিয়া তাহার মনরূপ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তাহাকে দারুণ পুষ্পবাণ সন্ধান করিল। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—না জানি গৌরাঙ্গীর এতক্ষণে কি দশা হইয়াছে।

৬৬০

শ্রীগান্ধার

এতদিনে গগনে অখিণ রহু হিমকর
জলদে বিজুরি রহু থীর।
চামরি চমরু নগরে পরবেশউ
মদন ধনুয়া ধরু ফীর ॥

মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে বহুত সিধি সাধলি
অতয়ে উপেখলি রাই ॥
কুমুদিনি-বৃন্দ দিনহিঁ অব হাসউ
বান্ধুলি ধরু নবরঙ্গ।
মোতিম-পাঁতি কাঁতি ধরু উজর
কুঞ্জর চলু গতি-ভঙ্গ ॥
তুয়া অনুরূপ রসিক-বর-নাগরি
কো ধনি মিললি না জানি।
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ না জানহ
কুবজা অব নব রাণী ॥

সা. প. (১)—২৪২ সমুদ্র ৩৪৩, তরু ১৯০৪
ক. বি. ১৯৭৪ এবং ২৪৪৬

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার মুখ চন্দ্রকে, কান্তি বিদ্যুৎকে, কেশরাশি চমরীকে, ভ্রূ মদনধনুকে, নয়ন কুমুদিনীকে, অধর বান্ধুলীপুষ্পকে, দন্তরাজি মুক্তাপংক্তিকে ও গতিভঙ্গী হস্তীকে পরাজিত করিয়াছিল। এখন মাধব, তুমি বিরহের দ্বারা একমাত্র রাধাকে কষ্ট দিলে বটে, কিন্তু ঐ সব বস্তু আনন্দিত হইল। এখন কুমুদিনী দিনের বেলাতেও হাসুক, বাঁধুলি নূতন রঙ্গ প্রকাশ করুক, মুক্তাপংক্তি উজ্জ্বল কান্তি ব্যক্ত করুক, হস্তী গতিভঙ্গী করিয়া চলুক। হে কৃষ্ণ, তুমি যেমন রসিকশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ কোন্ রসিকা সুন্দরী তুমি পাইলে জানি না। গোবিন্দদাস ইহা শুনিয়া বলিতেছেন—জান না কি যে এখন কুব্জা নূতন রাণী!

৬৬১

ধানশী

নীরস-সরসিজ ঝামর-বয়না।
তুয়া গুণ গুণইতে চমকিত-নয়না[১] ॥
খেণে মুখ গোই রোই খেণে হসই।
হিয়া অভিলাষে চলত মহি খসই[২] ॥
এ হরি পেখলুঁ সো গজ-গমনি।
জিবইতে সংশয় কুল-বর রমনি ॥

অনুখণ-মনসিজ মন মাহা হনই[৩]।
হিমকর-কিরণহিঁ থির নাহি মনই॥
খেণে উঠে খেণে বৈসে শুতি রহু ধরণী
বিষ-শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী॥
কত যে বিছায়ব কমল-দল শেজ।
ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ[৪]॥
গোবিন্দদাস কহ শ্যামর চন্দ।
তুরিতে মিলহ ধনি টুটউ দ্বন্দ্ব॥

সা. প. (১)—২৪৩ সমুদ্র ৩১৩, তরু ১৯২১
ক. বি. ২৪৫১ ও ২৮০৭

পাঠান্তর—সমুদ্রে (১) সচকিত নয়না (২) মহি খলই (৩) মন মাহা খলই (৪) জিবন নাহি তেজ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার মুখখানি এখন নীরস পদ্মের মত হইয়াছে, উহার রং হইয়াছে ঝামার মতন। তোমার গুণ স্মরণ করিতে করিতে চমকিয়া তাকায়। কখনও মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে, কখন হাসিতেছে। মনের ইচ্ছামত চলিতে যাইয়া মাটীতে পড়িয়া যাইতেছে। হরি! সেই গজগামিনীকে দেখিলাম; সেই শ্রেষ্ঠ কুলের রমণীর এখন বাঁচাই কঠিন। সর্ব্বদা তাহার মনের মধ্যে মন্মথ আঘাত হানিতেছে। চন্দ্রের কিরণেও সে স্থির থাকিতে পারে না। কখনও উঠে, কখনও বৈসে, কখনও মাটীতে শুইয়া থাকে। হরিণী যেমন বিষাক্ত বাণের আঘাতে কাতর হয়, সেও তেমনি হইয়াছে। আর নলিনীদল দিয়া কত শয্যা বিছাইব? সে বিছানায় শুইয়া শুধু ছটফট করে, জীবন ত্যাগ করে না। গোবিন্দদাস বলিতেছেন, হে শ্যামচন্দ্র, শীঘ্র যাইয়া সুন্দরীর সঙ্গে মিলিত হও, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচুক।

৬৬২

কামোদ

তুয়া পথ জোই রোই দিন-যামিনি
অতি দুবরি ভেল বালা।
কি রসে রিঝায়ব কৈছে নিঝায়ব
বিষম কুসুম-শর-জ্বালা॥
মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ-কলা-সম খীয়ত
তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক॥
চন্দন চন্দ মন্দ মলয়ানিল
নীর-নিষেচিত চীরে।
কুবলয় কুমুদ কমলদল কিশলয়-
শয়নে না বান্ধই থীরে॥
নুনিক পুতলি তনু মহিতলে শুতলি
দারুণ বিরহ-হুতাশে।
জীবন আশে শ্বাস বহ না বহ
পরিখত গোবিন্দদাসে॥

সা. প. (১)—২৪০, ক. বি. ২৪৫৪ সমুদ্র ৩৫০, তরু ১৯৩৪

শব্দার্থ—জোই—তাকাইয়া তাকাইয়া। দুবরি—দুর্ব্বলা। রিঝায়ব—হৃষ্ট করিব। নিঝায়ব—নির্ব্বাপিত করিব। খীয়ত—ক্ষীণ হইতেছে।

ব্যাখ্যা—সেই বালা তোমার পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া দিন রাত্রি কাঁদিতে কাদিতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইল। কি রস দিয়া তাহাকে খুসী করিব, কিরূপে তাহাকে বিষম মদনের শরজ্বালা হইতে বাঁচাইব তাহা জানি না। মাধব তুমি যেন ভাবিও না যে কোন ভয়ের কারণ নাই। ও প্রত্যহ চন্দ্রকলার মতন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে। সে যদি মারা যায় তবে সে কলঙ্ক তোমাতেই লাগিবে। চন্দন, চন্দ্রকিরণ, মৃদু মন্দ মলয় পবন, জলে ভেজা কাপড়, নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্মের দল, কিশলয় দিয়া রচিত শয্যা প্রভৃতি কিছু দিয়াই তাহার স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছি না। দারুণ বিরহাগ্নিতে সন্তপ্ত হইয়া ননীর পুতলির মত তাহার তনু মাটীতে লুটাইয়া থাকিল। গোবিন্দদাস পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন যে তাহার শ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে।

৬৬৩

শ্রী গান্ধার

নিশি দিশি জাগরি মধুপুর-নাগরি
বেশ পসাহল[১] অঙ্গে।
তুহুঁ সুপুরুষবর সময় গোঙায়সি
নব নব রস-পরসঙ্গে॥
মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছই অবধি-দিন গণি কত রাখব
ব্রজবধূ জীবনশেল॥
কোই ধরণিতল কোই যমুনা-জল
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ।
এতদিনে বিরহে মরণ-পথ পেখলুঁ
তোহে তিরি-বধ পুন-পুঞ্জ॥
তপত সরোবরে থোরি সলিল জনু
আকুল সফরি-পরাণ।
জীবন মরণ মরণ বরু জীবন
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

সা. প. (১)—২৩৬ তরু ১৯৩৫, সমুদ্র ৩৫৯
ক. বি. ২৪৫৫

পাঠান্তর—সমুদ্রে (১) পশারল

ব্যাখ্যা—তপোত সরোবরে ইত্যাদি—একটি সরোবরে অল্প জল, তাহা আবার উত্তপ্ত হইয়াছে; তাহাতে পুঁটি মাছের প্রাণ আকুল। সেইরূপ তাহার জীবন হইয়াছে মরণতুল্য, আর জীবন অপেক্ষা মরণ অধিক কাম্য হইয়াছে। গোবিন্দদাসই তাহার প্রমাণ।

৬৬৪

বিরহিণী আকুলি ভূতলে সুতলি
সখিগণ ধরই না পারি।
সহচরি দুখে রোখ ভরি দুরত
বিহি সনে দেত গারি॥
হরি হরি কাহে বাড়ায়লু লেহা।
কানুক লাগি বধ ভাগি হোয়লুঁ
খোয়লুঁ রাইক নেহা॥
তব সহচরি মেলি ভাবনা ভাবই
করতহি এক অনুমান।
রাই শ্রবণ পর শ্যাম শ্যাম করি
করতহিঁ নব রস গান॥
শ্যামনাম শুনি চমকি উঠিল ধনি
সখিগণে দেয়ত কোর।
গোবিন্দদাস চলুঁ রাই বিপতি দেখি
বুঝাইতে শ্যাম কিশোর॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুঁথি হইতে ডাঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকার ৩৬ খণ্ডে প্রকাশিত।

ব্যাখ্যা—রোখ ভরি দুরত—দুরন্ত রোষ করিয়া, খুব রাগিয়া বিধাতাকে গালি দিতে লাগিল। বাড়ায়লু লেহা ইত্যাদি—সখীরা অনুশোচনা করিয়া বলিতেছেন যে আমরা কেন কানুর সঙ্গে রাধার প্রেম সংঘটনে সাহায্য করিলাম! এখন যে বিরহে রাধার প্রাণ যাইতেছে। আমরা তাহার বধভাগী হইলাম। সে মারা গেলে আমরা তাহার ভালবাসা হারাইব।

৬৬৫

পঠমঞ্জরী

তুহুঁ বহু নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব-নাগরি-রস অবগাহ॥
যো খণ মান তো বিনু[১] যুগ-লাখ।
সো কি সহয়ে[২] চির বিরহ-বিপাক॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জিবই রাই॥
কত যে খীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুরি বলয় গলিত দুয় পাণি[৩]॥
নয়ন নিকাজর[৪] ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী[৫]॥

ছটফট শয়নে না রহ সখি-অঙ্ক।
কনক-পুতুলি[৬] লুঠয়ে মহি-পঙ্ক॥
সময় নিরীখত পরিখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥

সা. প. (১) ২৩৪ সমুদ্র ৩৫৮, তরু ১৯৩৬
ক. বি. ১৯০৯ ও ২৪৫৬

পাঠান্তর—সমুদ্রে (১) যো খন মনই তো বিহু (২) সো কি সহত (৩) কঙ্কণ বলয় গলিত দুহুঁ পাণি (৪) নয়ন কি কাজর (৫) পহিরণ ভীগল সারি (৬) নয়নক পুতলি।

ব্যাখ্যা—নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি—অনবরত চোখ দিয়া জল পড়িতেছে বলিয়া চোখের কাজল মুছিয়া গিয়াছে। যে শাড়ী তিনি পরিধান করিয়া থাকেন তাহা নয়নজলে দিবারাত্রই ভিজিয়া থাকে। সময় নিরীখত পরিখত শ্বাস—গোবিন্দদাস কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করেন (কবে তুমি ফিরিবে), আর শ্বাস বহিতেছে কিনা দেখেন। এমন অবস্থায় রাইকে ছাড়িয়া তোমাকে খবর দিতে আসিয়াছেন।

৬৬৬

করুণ কামোদ

কুঞ্জভবনে ধনি তুয়া গুণ গনি গনি
অতিশয় দুবরি ভেল।
দশমিক পহিল দশা হেরি সহচরি
ঘর সঞে বাহির কেল॥
শুন মাধব কি বলব তোয়।
গোকুল-তরুণী নিচয় মরণ জানি
রাই রাই করি রোই॥
তহিঁ এক সুচতুরি তাক শ্রবণ ভরি
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহুখণে সুন্দরি পাই পরাণ ফেরি
গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম॥
নামক অছু গুন না শুনিয়ে ত্রিভুবন
মৃত-জন পুন কহে বাত।
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ॥

তরু ১৯৩৭, সমুদ্র ৩৬৩

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার নবমী দশা বর্ণিত হইতেছে। কুঞ্জভবনে সুন্দরী তোমার গুণ স্মরণ করিয়া অতিশয় দুর্বল হইয়াছে। শ্রীরাধার নবমী দশা দেখিয়া সখী ঘর হইতে বাহির করিল। মাধব! শুন, তোমায় কি বলিব! গোকুলতরুণীরা শ্রীরাধার মরণ নিশ্চয় জানিয়া রাই রাই করিয়া রোদন করিতে লাগিল। সেইখানে এক সুচতুরা শ্রীরাধার কর্ণ ভরিয়া বারবার তোমার নাম বলিতে লাগিল। সুন্দরী বহুক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া গদগদ-স্বরে শ্যাম শ্যাম বলিতে লাগিলেন। নামের এমন গুণ ত্রিভুবনে কোথাও শুনি নাই যে মৃত জন পুনরায় কথা কহে গোবিন্দদাস বলিতেছেন এ সব কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে, আমার সাথে যাইয়া দেখ।

৬৬৭

বরাড়ী

অঙ্গে অনঙ্গ-জর মরমে বিষম-শর
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীঝর
কুচযুগে কাজর-হারা॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দুরদেশ।
ও অবলা চির বিরহ-বেয়াধিনি
দশমি-দশা পরবেশ॥
বিগলিত কম্বু-বলয় কর-কিশলয়
খণহি খণহি খীণ দেহা।
কো জানে কাঁতি তবহি নাহি ছুটত
জনু অবধিক শশি-রেহা॥
তনু মন জোরি গোরি তোঁহে সোঁপল
কনয়-জড়িত মণিরাজ।

গোবিন্দদাস ভণি কনয়া বিহনে মণি
কবহুঁ হৃদয়ে নাহি সাজ ॥

সা. প. (১)—২৩৪ তরু ১৯৩৮, সমুদ্র ৩৫৭
ক. বি. ২৪৫৭ এবং ২৪৪১

পাঠান্তর—সা. প. আরম্ভ—ও অবলা চিরবিরহ বেয়াধিনি পরবেশ।

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধার অঙ্গে মদনজ্বর, মর্ম্মে বিষম শর, কণ্ঠে জীবনজ্বালা (কণ্ঠাগত প্রাণ)। তিনি গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন, চোখ দিয়া অবিরত জল ঝরিতেছে। চোখের কাজল ধুইয়া মুছিয়া কুচযুগের উপর পড়িয়াছে। মাধব, তুমি দূরদেশে মধুপুরে রহিলে। আর ঐ অবলা বিরহ-ব্যাধিতে দশমী দশা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার করপল্লব হইতে শাঁখা খসিয়া পড়িতেছে ; দেহ প্রতিক্ষণে ক্ষীণ হইতেছে। কে জানে কেন তাঁহার কান্তি এখনও লোপ পায় নাই, যেন চাঁদের কলা এখনও অবশেষ আছে। গৌরী দেহ মন তোমাতেই সমর্পণ করিল, যেন কনক-জড়িত মণিরাজ। গোবিন্দদাস বলেন যে স্বর্ণ-বিহনে মণি কখনও হৃদয়ে সাজে না।

৬৬৮

তথা রাগ

যো মুখ নিরিখনে নিমিখ না সহই।
তাহে পরবোধসি আওব কহই ॥
শুন সখি কি বোলব তোয়।
নীলজ প্রাণ সহজে রহু মোয় ॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিল এক জিবইতে লাজ বহু মোর ॥
জনু বড়বানল হৃদি মাহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয় ॥

ক. বি. ১৮৯১ ও ২৮০৮ সমুদ্র ৩৬৮, তরু ১৯৫১

শব্দার্থ—যো মুখ নিরিখনে নিমিখ না সহই—যে মুখ দেখিবার সময় নিমেষ পড়ে বলিয়া অসহ্য বোধ হয়। নীলজ প্রাণ—নির্লজ্জ প্রাণ।

৬৬৯

গান্ধার

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥
যো দরপনে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জোতি হই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি

সা প. (১) ২৪৭ সমুদ্র ৩৬৯, তরু ১৯৫৩
ক. বি. ১৮৩৫ ও ২৮০৯

মন্তব্য—উজ্জ্বলনীলমণি (পৃঃ ৭৯৫)-ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটীর ছায়া লইয়া পদটী রচিত :

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তি স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥

এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিয়া স্পষ্টরূপে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে প্রবিষ্ট হয়। আমি প্রণাম করিয়া মাথা নোয়াইয়া বিধাতার কাছে এই একটি মাত্র বর চাহিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণ যে দীঘিতে স্নান করেন, সেই

দীঘিতে আমার দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল, তাহার প্রাঙ্গণ আকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমন পথে ইহার পৃথিবী এবং তদীয় তালবৃন্তে ইহার বায়ু প্রবেশ করুক।

ব্যাখ্যা—দেহের পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লাগুক শ্রীরাধার এই প্রার্থনা। প্রভু যেখানে তাঁহার অরুণ চরণে চলিয়া যান, সেই সেই স্থানে আমার দেহ যেন ধরণী হয়; যে সরোবরে প্রভু রোজ রোজ স্নান করেন, তাহাতে যেন আমি জল হই। সখি! যখন এইরূপে গোকুলচন্দ্রের প্রাপ্তি হয় তখন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যে দর্পণে প্রভু নিজের মুখ দেখেন, আমার অঙ্গের জ্যোতি যেন তাহাতে মিশিয়া যায়। যে পাখা দিয়া প্রভু হাওয়া খান, তাহাতে আমার অঙ্গ যেন মৃদু বায়ু হয়। যেখানে জলধরশ্যাম প্রভু ভ্রমণ করেন, আমার অঙ্গ যেন সেইখানে আকাশ হয়। গোবিন্দদাস বলেন—হে সোনার গৌরি! সেই মরকতবর্ণ শ্যাম কি তোমাকে ছাড়িবে?

৬৭০

শ্রীগান্ধার

বিরহ অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরি যত কোই না জীয়ত
সবহুঁ করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আওব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥
আপনক ঘাতে রমণিকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামর চন্দ।
জগভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
দোসর কলমষ-বন্ধ॥
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ আশ তব না পুরব
রাধা মাধব সেব॥

তরু ১৯৫৪

ব্যাখ্যা—আপনক ঘাতে রমণিকুল ঘাতবি ইত্যাদি—তুমি নিজে মরিয়া রমণীদের সকলকে মারিবে এবং শ্যামচন্দ্রকেও মারিবে। কলমষ-বন্ধ—পাপরূপ বন্ধন হইবে।

৬৭১

শ্রীরাগ

তরুণ অরুণ সিন্দুর-বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে তা সঞে রোখয়ে
মানিনী বদন ফেরি॥
কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে তো বিনু সাজই
আটহুঁ নায়িকা-সাজ॥
প্রাণ-সহচরী চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোহি।
আঁখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব
কাহে না মিলল মোহি॥
খঞ্জন-ধ্বনি শুনি উমতি ধাবই
তোহারি নূপুর মানি।
হাসি অভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ই
শেজ বিছায়ই জানি॥
নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে
নিবিড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনায়বি মোরি॥
কোকিল-রবে চমকি উঠয়ে
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙারি তোহারি গমন মথুরা
মুরছি পড়ল গোরি॥

নিঝর-নয়নে সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোহারি চরণে এতহুঁ কহিতে
ধাওল গোবিন্দদাস ॥

সা. প. (১) ২৪৮ সমুদ্র ৩৭৪, তরু ১৯৬৩

ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা বিরহে বিবশ হইয়া অষ্টপ্রহরে অষ্টপ্রকারের নায়িকার [যথা—(১) খণ্ডিতা (২) কলহান্তরিতা (৩) উৎকণ্ঠিতা (৪) বিপ্রলব্ধা (৫) বাসকসজ্জা (৬) অভিসারিকা (৭) স্বাধীনভর্ত্তৃকা (৮) প্রোষিতভর্ত্তৃকা] সাজে সাজিতেছেন। প্রথমে সকালে নীল আকাশে অরুণ আভা দেখিয়া ভাবিতেছেন কৃষ্ণের নীল দেহে যেন অন্য নায়িকার সিন্দূর লাগিয়াছে। ইহাই খণ্ডিতার ভাব :

'অন্যের সম্ভোগচিহ্ন করিয়া ধারণ
আসে প্রাতে প্রিয় যার খণ্ডিতা সে জন।'

প্রাণ সহচরীর চরণ ধরিয়া সাধিতেছেন—'তুমি কানাইকে বুঝাইয়া আন'। ইহাই কলহান্তরিতার ভাব। চক্ষু বন্ধ করিয়া বলেন—'এখনও মাধব কেন আমার কাছে আসিলেন না?' ইহাই উৎকণ্ঠিতার ও বিপ্রলব্ধার ভাব। খঞ্জনের শব্দ শুনিয়া মনে করেন বুঝি তোমার নূপুরধ্বনি শুনিলেন। তুমি আসিয়াছ জানিয়া হাসিয়া গায়ে অলঙ্কার পরিলেন এবং শয্যা বিছাইলেন। ইহা বাসকসজ্জার ভাব। ঘন অন্ধকার দেখিয়া নীল সাড়ী বারবার চাহেন। ইহা অভিসারিকার ভাব। তোমার সঙ্গে যেন ঘুমাইয়াছেন এইরূপ ভাবে বলেন—'আমার বেশ প্রস্তুত করিয়া দাও।' ইহাই স্বাধীনভর্ত্তৃকার লক্ষণ। আর কোকিলের শব্দে চমকিয়া উঠেন, তারপর তোমাকে নিকটে না দেখিয়া পাগলিনী হন, তোমার মথুরা যাওয়ার কথা স্মরণ হইতে গৌরী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ইহা প্রোষিতভর্ত্তৃকা বা বিরহের দশা। অবিরলধারায় অশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে সখীগণ দেখিতে থাকেন তাহার শ্বাস পড়িতেছে কিনা। এইসব কথা তোমার চরণে নিবেদন করিবার জন্য গোবিন্দদাস দৌড়াইয়া আসিল।

৬৭২

ধানশী

নাগরি শেষ দশা শুনি নাগর
ছল ছল লোচন-পানী।
অবনত মাথ করহি অবলম্বন
বয়নে না নিকসয়ে বাণী ॥
ধৈরজ ধরি হরি দোতি-বয়ন হেরি
গদ গদ কহে আধ বাত।
দুয় এক দিবস মাঝে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাত ॥
ঐছন আদেশ পাই দোতি আওল
কুঞ্জহি বিরহিনি পাশে।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদ গদ
আওব দুয় এক দিবসে ॥
আওব কানু পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহা
পূরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দদাস কহ ধনি তুহুঁ বিরমহ
কানু না করু প্রেম-বাদে ॥

ক. বি, ১৯৩৯ তরু ১৯৬৭

ব্যাখ্যা—বয়নে না নিকসয়ে বাণী—মুখে কথা সরে না। গোবিন্দদাস কহ ইত্যাদি—গোবিন্দদাস বলিতেছেন—সুন্দরি! তুমি প্রাণত্যাগে বিরত হও; কানু কখনই প্রেমের প্রতিবন্ধকতা করিবেন না।

৬৭৩

সুহই

দূরে কর বিরহিনি দুখ।
নিয়ড়ে হেরবি পিয়ামুখ ॥
অনুকূল করু উদযোগে।
হামে পাঠায়ল আগে ॥
সো চির উলসিত কান।
তুয়া আশে আওল জান ॥

মিছ নহ ইহ আশোয়াস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥

তরু ১৯৬৮, সমুদ্র ৩৭৬

শব্দার্থ—নিয়ড়ে—নিকটে। আশোয়াস—আশ্বাস

৬৭৪

ধানশী

সুখ অব ধারহ চীতহি রাই।
হামারি বচন তুহুঁ পরতিত নাই॥
শুন শুন নিরদয় হৃদয় কান।
তাহে দেখব যদি করহ পয়ান॥
তিল একু না সহে তোহারি বিলম্ব।
রাইক প্রাণ কণ্ঠ অবলম্ব॥
তুয়া এত দুখ শুনি পরবশ কাহ্নু।
তেজি মথুরাপুরি কয়ল পয়ান॥
না পুছল রাজনগরে বহু নারি।
ঐছন প্রেমরস কেবল তোঁহারি॥
মনে গুনি কিয়ে জানি হয়ে পরমাদ।
ধাই আওল হাম কহিতে সম্বাদ॥
ইথি পরতীত কর না ভাবিহ আন।
গোবিন্দদাস পুন তহি পরমাণ॥

সমুদ্র ৩৭৬

ব্যাখ্যা—দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—রাধে! এইবার মনে আনন্দ কর; আমার কথা তো তুমি বিশ্বাস কর না। আমি যাইয়া তাহাকে বলিলাম—হে নিষ্ঠুর কানাই, শুন শুন, যদি রাইকে দেখিতে চাও তো এখনই যাও; তোমার যাওয়ায় আর এক তিল দেরীও সে সহ্য করিতে পারিবে না; রাইয়ের প্রাণ প্রায় গলার কাছে আসিয়াছে। তোমার এত দুঃখ শুনিয়া, তোমারই বশ কানাই মথুরাপুরী ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

৬৭৫

তথা রাগ

মাধব কি কহব ধনিক সন্তাপ।
চীতহিঁ তোহারি এ দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বরনারি।
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি॥
দারুণ দৈব তথহিঁ নাহি গেল[১]।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরি পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচনবাণ।
অঙ্গ অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব যতন করি তোয়।
ভীতক চীত পুতলি ভেল সোয়॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা॥

ক. বি ১৯৬৯ ও ২৮৯৯ তরু ৩১৫
সা. প. (১)—৮৯ ও ২০৭
বরাহ (৪)—৩ পদ ৭৯

পাঠান্তর—সা. প. পুথিতে 'বিরহক বেদনে' ইত্যাদি দিয়া আরম্ভ। (১) দারুণ দৈব হি তহি ন গণেল—সা. প.

শব্দার্থ—দরশ দুরাপ—দর্শন দুর্লভ হইল। নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি—নির্জ্জনে তোমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ—তোমার মুখ আঁকিতে যাইয়া চাঁদ আঁকা হইল। ভীতক চীত পুতলি ভেল সোয়—শ্রীরাধা নিজেই দেওয়ালে আঁকা পুত্তলির মতন হইল।

৬৭৬

মাধব সো অতি সুন্দরি বালা।
অবিরত বারি নয়নে ঝর নিঝর
জনু ঘন শাওন ধারা॥

পুনমিক ইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডল
শোভে ন অব শশিরেহা।
কলেবর কাঁতি কনক জিতি কামিনি
দিনে দিনে কালিম ভেলা॥
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি লিখত
পাণি কপোল অবলম্ব॥
উপবন দেখি মুরছি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখিগণ সঙ্গ॥
কোই নলিনিদলে শেজ বিছাওই
তাহি সুতাওলি রাই।
অঙ্গকি তাপ ভসম ভোই জাওত
উঠত মদন চিতাই॥
চন্দন পরশে ধনি চমকি নিশ্বাসই
চান্দ কি বলে তনু তাপ।
মিছা আশোয়াসে কতহুঁ পরবোধব
নিছনি গোবিন্দদাস॥

রাধাকুণ্ডের পুথি ৭৮
কীর্ত্তনানন্দ পুথি ব ২৯
পত্র ২৭৮

শব্দার্থ—শোভে ন অব শশিরেহা—সেই পূর্ণিমার চাঁদের মতন মুখ এখন প্রতিপদের শশিরেখার মতনও শোভা পায় না।

৬৭৭

শুন মাধব অব নাহি জিয়ত রাধা।
সোঙরি তোহারি গুণ অন্তরে পুন পুন
বাচল মদন কি বাধা॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠল ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত
তেজি শয়ন সুখ রঙ্গ।
ক্ষেণে ক্ষেণে কহে ধনি রমনি-শিরোমণি
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥
রাইক এসব বিরহক বেদন
শুনইতে নন্দকিশোর।
মদন কলারসে অন্তর জর জর
রভসে প্রেমরসে ভোর॥
তবহি কহে হরি শুন শুন সহচরি
ছোড়ত সব অভিমান।
সোই কলাবতি আনি মিলায়বি
এক বেরি রাখবি পরান॥
শ্যামের বচন শুনি ধনি সহচরি
হরি করে ধরা করু সাজ।
গোবিন্দদাস ভণে রাইক দরশনে
সাজল সামর রাজ॥

ক. বি. ৫৬৪

শব্দার্থ—সাজল সামর রাজ—শ্যাম রাজা সাজিলেন, প্রস্তুত হইলেন।

৬৭৮

তোহি রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতি নন্দ অন্ধসম বৈঠহি
সাহসে চলই না পার।
সখাগণ বেণু ধেনু সব বিসরল
বিসরল নগর বাজার॥
কুসুম তেজি অলি ভূতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারি শুক পিক মউরি না নাচত
কোকিলা না করতহি গান॥
বিরহিণি বিরহ কি কহব মাধব
দশদিশ বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনাজল হোয়ল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১৮৯৮

৬৭৯

উদয় করয়ে মেঘ গরজে গভীর।
ডাকয়ে মউর পাখি হিয়া হয় চির॥
মদন সমুখে ধর ফুলশর বাণ।
দুঃখে জরিজরি যাউ এ পাপ পরাণ॥
আও রে বসন্ত ঋতু কর আগুসার।
কোকিল ভোমরা কুঞ্জে কর রে ঝঙ্কার॥
ফুট রে সকল কুঞ্জ-কুসুম সুগন্ধ।
মলয় সমীর বায়ু বহ মন্দ মন্দ॥
আও রে সকল গোপী বেড় চারিভিতে।
গাও রে শ্যামের গুণ মোর কর হিতে॥
এতহু ভসম হয় পিরিতি অনলে।
মরিলে গুণের পিয়া পুন যেন মিলে॥
গোবিন্দদাস কহে দশমী পরবেশ।
পিরিতি অনলে তব তনু রহু শেষ॥

ক. বি. ১৬০৯

শব্দার্থ—হিয়া হয় চির—ময়ূরের ডাকে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

৬৮০

মাধব রাধা পেখলু আই।
আধ যমুনা জল আধ রহল স্থল
কুসুম সেজে শোয়াই॥
কোই কহে বিষধর বিষমে দংশয়ে
কোই কহে ব্যাধি বিকারা।
কোই কহে রমণি স্মরগ্রহ পীড়িত
কোই কহে ভূত বিকারা॥
কোই ঔষধ দেয়ত কোই নাম শুনায়ত
কোই দেখত কর টানি।
কোই যতন করি শ্বাস নিরখয়ে
কোই মুখে সিঞ্চয়ে পানি॥
দশম দশা ভেল কান্তি মলিন হৈল
সখিগণ ছোড়ল পাশ।
শুন শুন মাধব তোহারি চরণ ধরি
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১২২৯

৬৮১

সোঙরি বৃন্দাবন নিধুবন কানন
নাগর করল পয়ান।
কাঁহা মোর রাই রাই করি ফুকরই
শুনি ধনি পায়ল পরাণ॥
নিকটে আসি তব রসিক শিরোমণি
দরশ পরশ রস আশে।
ক্ষিতিতলে পড়ি রহু কাঞ্চন পুতলি
খসি পড়ল পীতবাসে॥
তৈখনে নাগর কোরে আগোরল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ কি হেরিয়ে
নাগর রাই করু কোর॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি মাধুরী ৪।৩৫

৬৮২

শ্রী রাগ

মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরি
আওল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম পশু পাখি কুল পরম বেয়াকুল
পাওল আনন্দ পুঞ্জে॥
বরজ নারিগণ বিরহে অচেতন
পুন কিয়ে পাওল পরাণ।
দাব দগধ জন ছটফট জীবন
যৈছন অমিয়া সিনান॥
দেখ রাধামাধব মেলি।
দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ
চীত পুতলি সম ভেলি॥

কাঁপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচন
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
কহইতে ঘর ঘর থকিত কণ্ঠস্বর
দুহুঁ বিবরণ পুন ভোর ॥
হোই সচেতনে কি কহব নাহি জানে
যৈছন দারিদ হেম।
গোবিন্দদাস কহ অনুপম আর নহ
প্রাণদ যৈছন ক্ষেম ॥

সমুদ্র ৩৮২

ব্যাখ্যা—করি পথ চাতুরি—কেহ যাহাতে তাঁহাকে পথে দেখিতে না পায় এমনভাবে মথুরা হইতে নির্জ্জন কুঞ্জে আসিলেন। বিবরণ—বিবর্ণ। হোই সচেতনে কি কহব—"সচেতনপদোল্লেখাৎ নির্জ্জনপদোপাদানাচ্চ কেলিকরণেচ্ছা সখীনামনুত্র গমনঞ্চ জ্ঞেয়স্"—রাধামোহন ঠাকুর। প্রাণদ যৈছন ক্ষেম—এমন মঙ্গল যাহাতে প্রাণ পাওয়া যায়।

ভাবোল্লাস

৬৮৩

সখি হে হেনদিন হইবে হামারি।
মন্দিরে আয়ব রসিক মুরারি ॥
চাঁচর চিকুরে মোছায়ব পায়।
চামর ধরি হাম করব বায় ॥
তবে সে হামার দুখ হবে অবসান।
তোমারে কহিনু সখি আপন নিদান ॥
হামারি মন্দিরে যব আয়ব কান।
আঁখি ভরি পেখব সো চাঁদবয়ান ॥
চিরদিনে মনরথ পূরব মোর।
করে ধরি বৈঠায়ব আপন কোর ॥
সো কি কহব আনন্দ ওর।
পহিলহি পুছব কুশল মোর ॥
গোবিন্দদাস কহে বিনোদিনী রাই
তুয়া অনুভাবকী বলিহারি যাই ॥

ক. বি. ১৯৯০

৬৮৪

শ্রীরাগ

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণী।
শুভ-সূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতয়ে নিচয়ে পরমাণি[১] ॥
শুন সজনি আজু মোর শুভদিন ভেল।
সুখ সম্পদ বিহি[২] আনি মিলায়ব
ঐছন মতি গতি ভেল ॥
মঙ্গল-কলস পর[৩] দেই নব পল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম ॥
হারিদ দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।
সুবরণ ভাজনহি লাজহিঁ ভরি ভার
রাখহ নয়নসমীপে ॥
নব নব রঙ্গিণি দেউ হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণ-প্রাণ হরি নিজঘর আওব
গোবিন্দদাস মনলোভা ॥

ক. বি. ১৯৮৩ সমুদ্র ৩১৩, তরু ১৭০৪

পাঠান্তর—(১) নিচয় করি মানি—তরু (২) শুভ সম্পদ বিধি—সমুদ্র (৩) মঙ্গল কলস দেই—সমুদ্র।

ব্যাখ্যা—দৈবে কহল শুভবাণী—গণকেরা গুনিয়া বলিয়াছে। গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত—গণকদিগকে বস্ত্রাদি উপহার দাও, যাহাতে তাহারা ক্রিয়াকর্ম্মাদি করিয়া গ্রহশান্তি করিতে পারে এবং তাহার ফলে শ্যাম শীঘ্র ফিরিয়া আসেন। সুবরণ ভাজনহি ইত্যাদি—সোনার বাসনে খই ভরিয়া রাখ।

প্রার্থনা ও মনঃশিক্ষা

৬৮৫

ভজহু রে[১] মন শ্রীনন্দ-নন্দন
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ- জনম সতসঙ্গে
তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ বাত বরিখণ
এ দিন যামিনি জাগি রে।
বিফলে সেবিলুঁ কৃপণ দুরজন
চপল সুখ-লব লাগি রে ॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরি-পদ নিতি[২] রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন দাসি রে।
পুজন সখিজন আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ[৩] রে ॥

সা. প. (১) ৪৮ প্রেমবিলাস, চতুর্দ্দশবিলাস ১১০
১২৮ তরু ৩০৩২
বি. ২০৯৫

পাঠান্তর—(১) রে—সা. প. (২) নীত—তরু (৩) অভিলাষি—তরু।

ব্যাখ্যা—অভয়-চরণারবিন্দ রে—তাহার চরণকমলে আশ্রয় লইলে আর কোন ভয় থাকে না। দুলহ মানুষ-জনম ইত্যাদি—দুর্ল্লভ মানুষ-জন্ম পাইয়াছ; একমাত্র সৎসঙ্গের ফলেই এই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে পার। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, ঝঞ্ঝায় দিনরাত্রি জাগিয়া একবিন্দু চঞ্চল ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় বৃথাই কৃপণ (কৃপার্হ এবং দানে পরাঙ্মুখ) দুর্জ্জনদের সেবা করিলাম। (ভগবানের সেবা করিলে চিরস্থায়ী আনন্দ মিলিতে পারিত এই ব্যঞ্জনা)। এই যে ধন যৌবন পুত্র পরিজন দেখিতেছ ইহাতে কি বিশ্বাস আছে? (কখন আছে, কখন নাই?) জীবন তো পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল। সুতরাং নিত্যই হরিপদ ভজনা কর। গোবিন্দদাস তাই শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনা, পদসেবন, দাস্য, পূজন, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবধা ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন।

৬৮৬

পতিতপাবন প্রভুর চরণ
শরণ লইল যে।
ইহলোক পরলোক
সুখে লীলা পাওল সে ॥
শুন শুন সুজন ভাই
ভাঙ্গল সকল ধন্দ।
মনের আঁধার সব দূরে গেল
ভাবিতে ও রূপচন্দ ॥
ও রূপলাবণি সে দিঠি চাহনি
সে মন্দ-মধুর হাসি।
ও ভুরু ভঙ্গিম অধর রঙ্গিম
উগারয়ে পীযূষরাশি ॥
ও পদ চাঁদে কত না ছান্দে
লীলা উড়ুর গণে।
বিবিধ বিলাসে বিনোদ বিলাসে
গোবিন্দদাস সে জানে ॥

ক. বি. ২১০৯ কী ২৪

শব্দার্থ—উড়ুর গণে—তারাগণে।

৬৮৭

ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণব ঠাকুর।
বৈষ্ণব ভজিলে ভাই পরম আনন্দ পাই
পাপ তাপ সব যায় দূর ॥
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ যে করয়ে প্রাণধন
ইহা যেবা সত্য করি বলে।

আর কিছু নাহি জানে কায় মন বাক্য সনে
অনায়াসে কৃষ্ণ তারে মিলে ॥
বৈষ্ণব সদয় হল্যে কৃষ্ণ পাই কুতূহলে
ইহাতে সন্দেহ যার হয়।
গৃহ পবিত্র যার নামে দরশ পরশ কেবা জানে
তার সাক্ষী ভাগবতে কয় ॥
ইহা জানি সব ছাড়ি পরম আনন্দ করি
ভজ কৃষ্ণ বৈষ্ণব গোসাঞি।
দুষ্কর সংসার বড় চরণে ধরিঞা পড়
এমন দয়াল কেহো নাঞি ॥
দীনহীন দুঃখীজনে দেন কৃষ্ণ প্রেমধনে
দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুর।
গোবিন্দদাসের আশ এই মনে অভিলাষ
কবে হব নাচের কুক্কুর ॥

সং ৪৯০

৬৮৮

ভূপালী

শ্রীপদ-কমল-সুধা-রসপানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণ-গণ করি গানে ॥
শ্রীমুখ-বচন-শ্রবণ-অনুষঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেম-তরঙ্গী ॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপে।
পহুঁক প্রতাপ মন্ত্র করু জাপে ॥
যো কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি
পহুঁক চরণযুগ সারথি করবি ॥
রথ-বাহন করু প্রাণ-তুরঙ্গ।
আশা-পাশ জোরি নহ ভঙ্গ ॥
লীলা-জলধি তীরে চলু ধাই।
প্রেম-তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥
রঙ্গ-তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাসে।
রতি-মণি দেই পূরব অভিলাষে ॥
সো রস-জলধি মাঝে মণি-গেহ।
তহিঁ রহু গোরি সুশ্যামর দেহ ॥
সারথি লেই মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌর-গুণ গায় ॥

সা. প. ১৮৫ পুঁথির দ্বিতীয় পদ তরু ২৭, কী ২৪

ব্যাখ্যা—শ্রীপদ-কমল-সুধারসপানে ইত্যাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদকমলের সুধারস পান করিয়া, শ্রীমূর্তির গুণসমূহ গান করিয়া, শ্রীমুখের বচনে (যেমন শিক্ষাষ্টক গীতা প্রভৃতি) কর্ণ নিবেশ করিয়া ও সেই সকল বিষ অনুভব করিয়া কত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়াছেন। হে মন! অনুতাপ করিতেছ কেন? প্রভুর প্রভাবশালী মন্ত্র জপ কর। সব কিছুর বিচার করিবার পর সাধ্যবস্তুর সাধনারূপ মনোরথে চড়িও। প্রভুর চরণ যুগলকে সারথি কর; প্রাণরূপ অশ্বকে রথের বাহন কর আশাকে রজ্জুরূপে সংযোজন কর। উহা ভঙ্গ হইতে দিও না (নিরাশ হইও না)। লীলাসমুদ্রের পানে ধাইয়া চল. প্রেমতরঙ্গে অবগাহন কর। শ্রীহরির দাস তোমার সঙ্গী হইবেন, তিনি প্রেমতরঙ্গে মসগুল। সেই প্রেমরস-সমুদ্রের মধ্যে মণিময় গৃহ আছে; তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ আছেন। প্রভুর চরণযুগলরূপ সারথি অথবা গুরুরূপ সারথি সেখানে লইয়া যাইবেন। গোবিন্দদাস শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ গাহিতেছেন, কেননা শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাতেই এই ভজনপ্রণালীর প্রচার হইয়াছে।

৬৮৯

নয়ানভূষণ শ্যামদরশন
বদনভূষণ নাম।
করের ভূষণ চরণ-সেবন
শ্রবণভূষণ রাম ॥
উরক ভূষণ সো করপল্লব
কুচ কলসের মাঝ।

অন্তরভূষণ শ্যাম প্রেমমণি
জিনি মনমথরাজ ॥
কণ্ঠের ভূষণ শ্যাম-কলঙ্ক-হার
নাসাভূষণ অঙ্গগন্ধ।
শ্যামপিরিতি ভূষণ প্রতি অঙ্গ
থোর কহয়ে দাস গোবিন্দ

. বি. ৭৪১

৬৯০

কেদার, বেহাগ

নিকুঞ্জ মাঝারে রাই বিনোদিনী
বসিয়া শ্যামের বামে।
চৌদিগে বেড়িয়া সখীগণ মেলি
দাঁড়াইয়া রহল ঠামে ॥
দুহুঁ মুখ চাঁদ হেরিয়া উল্লাস
কত না আনন্দ তায়।
শ্রীরূপ মঞ্জরী বীজনে বীজই
আনন্দে ভাসিয়া যায় ॥
ময়ূরা ময়ূরী দুহুঁ মুখ হেরি
রঙ্গে নাচিছে তায়।
শুক সারী মেলি তরু ডালে বসি
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় ॥
নবীন গান নবীন তান
নব অলিকুল বেড়িয়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী গুণ গুণ করি
আনন্দেতে পড়ে মাতিয়া ॥
নবীন যমুনা নবীন জল
নবীন তরঙ্গ তায়।
নবপ্রেম হেরি দাস গোবিন্দ
প্রেমানন্দে ভাসি যায় ॥

পদামৃতমাধুরী ১।৬০২

৬৯১

সুহই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সভারে যাচিয়া দিল
না লইলুঁ মুঞি দুরাচার ॥
আরে পামর মন বড় শেল রহল মরমে।
হেন সংকীর্ত্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ কল্পতরু ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতিয়া রৈলুঁ
হেন যুগে নিস্তার না হৈল ॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এত মনে করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া ॥
এ হেন গৌরাঙ্গ-গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবমৃত গোবিন্দদাস ॥

তরু ২৯৮৫

ব্যাখ্যা—সব জীব তাপ পাসরিল—শ্রীগুরুর ও বৈষ্ণবের শ্রীচরণ কল্পতরুর মতন, যাহা চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়; সেই তরুর ছায়াতে সকল জীব সন্তাপ ভুলিয়া গেল।

৬৯২

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥

সম শৈল কুল মান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপা গুণহিনি গোপনারী।
তুমি জগরঞ্জন মোহন বংশিধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কি সৌভাগ্যহিনি।
তুমি রসপণ্ডিত রসিকচূড়ামণি॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥

ক.বি. ২০৪১

বিবিধ

৬৯৩

নারীক বেদন যো সব নাহি জানত
সো সব হোয়ত দুখদাতা।
সো সবগণে কি করব সুন্দরি
কভু নাহি শুনিয়ে বারতা॥
যো রঘুনন্দন করি বহু বিক্রম
জনকসুতা উদ্ধারিল।
বিনি দোষে দোষ ঘটাইয়ে সতিজনে
পুনরপি কাননে দিল॥
যোগী পঞ্চানন সাপ তছু ভূষণ
ভূত প্রেত লই খেল।
শিরপর সতিনি কুচনিপঞে ভেটই
শৈল সুতায়ে দুখ দেল॥
যোগীন্দ্র গণপতি হরিগুণে মগনহি
শুক মুনি যাকর মান।
তাকর গান কি করব সুন্দরি
নারীবেদন নাহি জান॥
মহাবল মহাবীর সোই সেনাপতি
ত্রিভুবনে যাকর নাম।
পাণিগ্রহণ ছলে যাক নাম বিঘটল
তাকর কি করিয়ে গান॥
অপর বহু কত বোলবি সুন্দরি
যো সব বোলব হাম।
গোবিন্দদাস কহে আর কাঁহে বোলব
শ্যাম বুঝবি পরিণাম॥

ক. বি. ১৬৩১

৬৯৪

রঙ্গ কথা আলাপনে আছে সব সখিগণে
হেন কালে বাঁশিয়া বাজিল।
বাঁশিরব শুনি কানে চিত না ধৈরয মানে
সখিগণ অবশ হইল॥
কেহ না মানয়ে বাধা আগে বাহিরল রাধা
সে প্রেম বুঝিতে নারে আনে।
প্রিয়মুখ সঙরিতে বিরহে ব্যাকুল হঞা
ধায় সতী অঞ্জন-নয়নে॥
পদ আধ বাড়াইতে কমল ফুটে আচম্বিতে
দেখি সভে হইলা বিস্ময়।
ললিতা বলয়ে রাধে কি দেখি তোর পদযুগে
প্রেমের কমল বুঝি হয়॥
কমল সৌরভ পেয়ে অলি সব অ্যালো ধেয়ে
দিব দিব করিয়ে সঘনে।
চাঁদক ভরম করি চকোর আনল তরি
চন্দ্রসুধা পিব এই স্থানে॥
চকোর ভ্রমরে লাগল দ্বন্দ্ব।
ও বলে কমল ও বলে চন্দ॥
বিহি কৈল তাহে উত্তম কাজ।
সীমা আঁটি দিল ভুরুর মাঝ॥
কাটল সীমা ভাঙ্গল দন্দ।
আধ কমল আধ চন্দ॥
গোবিন্দদাস রচিত ভাষ।
চকোর ভ্রমর পূরল আশ॥

ক. বি. ৬৪৭

৬৯৫

সাঁঝকি সময়ে যব ধনি সুন্দরি
নিরখিতে নাগর কান।
রতন ঝরকা তেজি ও বর নায়রি
মন্দিরে করল পয়ান॥
মন্দির মাঝ রতন পালঙ্ক তহি
শুতলি রসবতী বালা।
শ্যাম জলধর সঙরি সঙরি ধনি
বাঢ়ল মদনকী জ্বালা॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত
তেজি শয়ন সুখ রঙ্গ।
পুন পুন কহে ধনি রমণি-শিরোমণি
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥
রাইক এসব বিরহক বেদন
নিরখিতে সহচরি নারি।
পবনহু-গমন-গতি যাওত
আনিতে রসিক মুরারি॥
কুঞ্জক মাঝ প্রবেশ ভেল সহচরি
মিলল নাগর রায়।
গোবিন্দদাস কহ রাইক বেদন
সহচরি কহত বুঝাই॥

ক. বি. ৭২

৬৯৬

সিনান দোপর সময় জানি। তপ্ত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা। কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে। হেনকালে পিয়া পাতয়ে হাথে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই। পদচিহ্ন তলে লুঠয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে। ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥
গোবিন্দদাসের জীবন হেন। পিরিতি বিষম মানহ কেন॥

তরু ৬৯৩

৬৯৭

কালিন্দি কিনারে নাগর রায়।
আমা পানে চাহি বাঁশরি বায়॥
ক্ষণে ক্ষণে শ্রীদামের কর অবলম্ব।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশি হইয়া ত্রিভঙ্গ
ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা।
সুর মুনি দেবতাগণের মনোলোভা॥
শ্রীদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে।
চাঁদের উদয় যেন তারাগণ-মাঝে॥
সে রূপ নেহারি মোর হরল গেয়ান।
গোবিন্দদাস কহে সব পরমাণ॥

ক. বি. ৬৮

৬৯৮

রাজনন্দিনী তছু দুকুল উজোর।
দুই চারি বচন রাখবি মোর॥
শ্রবণে শুনবি যব মুরলিক তান।
তবু নাহি উঠবি হই অগেয়ান॥
কানুক প্রেম রতন মণিসার।
গোপনে রাখবি নিজ পরচার॥
শাস্কি বচনে রহবি কর জোড়ি।
সতীগুণ বারতা পুছবি বেরি বেরি॥
সাঁঝকি সময়ে হরি গৃহ-মাঝ।
গোবিন্দদাস কহ সমুচিত কাজ॥

ক. বি. ৬৯০

৬৯৯

শীতল তুলহ কর দেয়ল পায়।
মানে মুগধি হাম না পেখনু হায়॥
যামিনি জাগি আয়ল মঝু পাশ।
হাম নাহি হেরনু করলু নৈরাশ॥

পালটি পালটি ফেরি হরি চলি গেল।
গোবিন্দদাস কহে মরমক শেল॥

ক. বি. ১৭১১

৭০০

সুন্দরি সহচরি হাথ ধরি মাথে।
কহয়ে এত আরতি সো যব শুনব
সরবস যাওব রসঘাতে॥
সতিনিক মাঝে যাই তুহুঁ বৈঠবি
যায়বি আন আন কাজে।
কহইতে বাণী ভুল যদি বোলসি
তৈখনে পড়ব হাম লাজে॥
সহচরি মাঝ চতুর তুহ প্রিয়সখি
হাম কি বুঝায়ব তোয়।
হামারি প্রাণ যদি রাখইতে চাহসি
কানু মিলায়ব মোয়॥
ঐছন বচন শুনল যব সহচরি
চললহি শ্যামরু পাশ।
তুয়া আগমন-পথ নিরখি রহলু হাম
কহতহি গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১৭৩২

৭০১

কানু আনিতে সোই সহচরি
চলল বিপিনক পন্থ।
গোঠ গোবর্দ্ধন যমুনা কি কানন
এ সব দুরন্ত একান্ত॥
সহচরি কাঁহা নাহি পাওল কান।
যমুনার তীরে পড়ি রহু মাধব
হৃদয় করত অনুমান॥
চূড়া শিখণ্ড বিভঙ্গিম
মুরলী পড়ি রহু দূরে।
রাই রাই করি বোলত ঘন ঘন
সঘনে নয়ান দুটী ঝুরে॥
গোবিন্দদাস কহে বিষম সংশয়
দেখলু মো বর কান।
রাইক মান রাখিতে সো ধনি
ধরলহি আপনাক ঠাম॥

ক. বি. ১৭৩৮

৭০২

শুন শুন ধনি সুন্দরি রাধে।
হরি যব আয়ব পুরব তুয়া সাধে॥
প্রবোধ বচনে ধরি ধনি আশোয়াস।
তুরিতহি আওল যাঁহা পীতবাস॥
এ হরি রহল জগ ভরি লাজ।
তোহে নহে সমুচিত ঐছন কাজ॥
রূপে গুণে কুলে শীলে কলাবতী নারি
কাঞ্চন কাঁচ বরণ ভেল তারি॥
বুঝই না পারই বয়ানকো বোল।
কণ্ঠ গতাগতি করে হিয়া উতরোল॥
কোই সখি রহে রাই আগোর।
কোই জল সেচই চামর চোর॥
যব তনু তেজব তুয়া অনুরাগে।
গোবিন্দদাস কহে তুয়া বধ ভাগে॥

ক. বি. ৮০৮

৭০৩

পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগি।
মিলন দুহুঁ দুহুঁ গলে গল লাগি।
তহি প্রিয়-সঙ্গিনি পরম রসাল।
দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুলমাল॥

টুটব জনি দুহুঁ পড়লহি ধন্দ।
দৈব বঢ়ায়ল হৃদয় আনন্দ॥
সখিক বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি।
দুহুঁ গলমাল দূতি গলে দেলি॥
রাখিল মরম-সোহাগিনী নাম।
পরসাদ পাই দূতি কয়ল পরণাম॥
ঐছন চিরদিন রহু অঙ্গে অঙ্গ।
রতিপতি জনি কভু না কর বিভঙ্গ
ঐছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ।
গোবিন্দদাস কহু জাগয়ে খেদ॥

ক. বি. ৮১৮

৭০৪

নিকুঞ্জে গুঞ্জই মত্ত মধুকর।
বিকশিত কুসুম সৌরভ মনোহর॥
ভেল মনমথ সিদ্ধি সুভাগ্য নয়ন।
দেখে অপরূপ সব বিরহিণীগণ॥
পবনে চালিত চারু নব নব দল।
পরিসর বিমল শীতল তরুতল॥
কী চারু অঙ্কুর তনু সুরঙ্গ লতিকা।
বিকচ মাধবি জাতি সেউথি মল্লিকা
সরসি প্রসন্না করি কুসুম প্রকাশ।
কহয়ে গোবিন্দদাস বন্ধু দেখি হাস।

ক. বি. ২৫৭১

৭০৫

বৃষভানু-নন্দিনী নন্দ-নন্দন
রতনমন্দির-মাঝ রে।
কেলিকুঞ্জ-তীরে শোভিত কানন-
কল্পদ্রুম ছাহ রে॥
নীপ তরুবরে পল্লব ফুলভরে
পরশি বিহার করে রে।
ফুল্ল মালতি কমল মাধবিক
বহই মন্দ সমীর রে॥
মাতল অলিকুল সারী শুক পিক
নাচত অনুখন মোর রে।
রাই কানু দুঁহে দ্যূত খেলত
হারি রাখত হার রে॥
চৌদিকে বেঢ়ল ললিতা সখিগণ
বসন ভূষণ সাজ রে।
যৈছন জলধরে উদিত সুধাকরে
শোভিত উড়ুগণ মাঝ রে॥
রাই যব ধরি জিতই লাগল
দশ পঞ্চ বলি ডাকই রে।
কতহুঁ রতিপতি উদত ভৈ গেল
হেরি আকুল কান রে॥
শ্যাম চঞ্চল করই চুম্বন
করহি বারত গোরি রে।
রোখ লোচন কমল মানু মন
ভৃঙ্গিক জলচারি রে॥
রাই জিতল হটল মাধব
ধরল রামাকি হার রে।
রোখে রাই পুন হার ধরি রহুঁ
ছিঁড়ি দুহুক মাল রে॥
মদন কলহে দুহুঁ কত ভঙ্গি
করতহি হেরি সখি হাস রে।
পুনহি খেলত হার ধরি রহু
বদত গোবিন্দদাস রে॥

ক. বি. ৯৮৮

৭০৬

চারি চৌগুণ করল একু মেলি।
এক হীন গুণ চন্দ্রক কেলি॥
দেখ সখি দুহুঁক রূপক শোভা।
অরুণকি তিমির অতি লোভা॥

খগপতি দ্বৈত চকোর হি চারি।
চারি খঞ্জন তাঁহি কমল পর ধারি॥
কামধনুক দুহুঁ বড়ই বিরাজ।
নয়ন ইঙ্গিত তহি পর সাজ॥
বিধুকর কাহ্নু নলিনী ভেল রাই।
এক নলিনীপর বিম্ব রহু তাই॥
গোবিন্দদাস কহ বিহি নিরমাণ।
এসব কেলি যত তুহুঁ কিয়ে মান॥

ক. বি. ১৩৭

শব্দার্থ—পদটী যুগল মিলনের। চারি চৌগুণ—ষোল কলায় পূর্ণ চাঁদ। এক হীন গুণ—শুধু কলঙ্ক নাই। খগপতি দ্বৈত—দুইজনের দুইটী নাসা। চকোরহি চারি—উভয়ের দুই দুই অধর। চারি খঞ্জন—উভয়ের দুই দুই চক্ষু। কমল—বদন-কমল।

৭০৭

পন্থ পিছল নিশি কাজর কাঁতি।
প্রাতরে ভৈ গেও দিগভরাতি॥
ফণিমণি দীপ ভরমে দেই ফুক।
কত বেরি লাগে নাগিনীমুখে মুখ॥
চরণে বেঢ়ল তাহে নাহি ছন্ধা।
সুন্দরি অন্তরে নূপুর পরিবন্ধা॥
বরাহ মহিষ মৃগ পালে পলায়।
দেখি অনুরাগিণী রাহু ডরায়॥
ঐছন পাওল কুঞ্জ কি ওর।
গোবিন্দদাস হেরি ভৈ গেল ভোর

ব ৩০—(৮)

৭০৮

কুঞ্জর-বরগামিনী রাই কুঞ্জর-বরগামিনী।
প্রেমতরঙ্গে, ভরল অঙ্গ, সঙ্গে বরব্রজরমণী॥
গগনমণ্ডল, অতি নিরমল, শারদসুখদ যামিনী।
নীল বসন, হাটক বরণ, ঝটকত ঘন দামিনী॥
তানা নানা নানা, সুললিত বীণা, গান করত সজনী।
ঝুমু ঝুমু রনু, ঝনক ঝনন, বোলত নূপুর কিঙ্কিণী॥
যন্ত্র তন্ত্র তালমান, ধনী ধনী নবযৌবনী।
রবাব পাখোয়াজ, বাজত মরুজ, ঠাম ঠমকি চলনি॥
মিলল শ্যাম, নিকুঞ্জ ধাম, অনুপাম সুখমোহিনী।
গোবিন্দদাসক, সুখ নাহি ওর, হেরি শ্যাম-মোহিনী॥

পদরত্নমালা পুঁথি

৭০৯

ধানশী

কি শুনি সুধা মুরলীরব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥
করে তুলি পরে কেহ পদ-আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়।
পয়ঃপানে শিশু ছাড়ি সেহো গোপী যায়॥
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহো তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সে রামা।
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা॥

পদকল্পলতিকা ৩২

৭১০

শ্রী রাগ

মাধব! বিরহে মুরছি নব নারি।
খর শরে জর জর কামিনী কাতর
অনুখন পন্থ নিহারি॥ ধ্রু॥
চন্দন পরশে গরল তনু তাপই
মলয়জ মন্দহু তাপ।

খনে খনে চমকই খনে খনে রোয়ই
সঘনে ছাড়ই নিশ্বাস ॥
খনে খনে কলেবর মলিন অম্বর
অঞ্জনীল ভেল কামে।
গোবিন্দদাস কহে হা হরি হা হরি
জপই তুয়া নিজ নামে ॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯,
পত্র ২৭৮)

৭১১

কামোদ

এ সখি কি কহব করম হামার।
ঝাঁঝাঁ ঝনকে ঝনকে উঠে রজনী
দূর দেশে রহল গোয়ার ॥
দুর দুর দাদুরু গগনে গরজে গুরু
গম্ভীর ঘোর আন্ধিয়ার।
ঝর ঝর ঝাঝরু ঝরকে ঝরকে ঝরু
জলধর চমকে বারবার ॥
ভেক টেবাওই ডাকই চমকই
চমকই বিরহিণী-অঙ্গ।
শিখি সহিতে শিখিনি উনমত নাচত
ডাকত ডাহুক ঢঙ্গ ॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাতিত
বধিত হি পথিক-পরাণ।
গোবিন্দদাস কহে শুন বর যুবতি
অব তোহে মিলব কান ॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯,
পত্র ২৭৩)

৭১২

ধানশী

অসিত পক্ষে শশী যেন দিনে দিনে দেখি
দিন দিপতি ক্ষীণদেহা।
মুকুলিত নয়ন কমলজল বরিখয়ে
হেন তুয়া অপরূপ নেহা ॥
মাধব পুছসি জনি অনুরাগ।
সরোবর শোষে সফরি জনু আকুল
রাই জিবই পুনভাগ ॥ ধ্রু ॥
তৃণাধিক দুবর অঙ্গ ভঙ্গ ভয়ে
সখিগণ না পরশে পাণি।
কমল পনসে পবন নাহি দেওই
উড়ি চলত অনুমানি ॥
পুছইতে উত্তর শকতি নাহি রাইক
শ্বাসে জীবন অনুমানি।
গোবিন্দদাস ভণ পেখি আওলু হেন
অব পুন দৈব সে জানি ॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯,
পত্র ২৭৯)

মন্তব্য—প্রথম চরণটী বলরামদাসের একটী পদের (অ ১৯৩) সঙ্গে মেলে।

৭১৩

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ সুধাকর, প্রভু বিশ্বম্ভর দেব।
জয় পদ্মাবতী-নন্দন, পঙ্গু মঞ্জু, শ্রীবসুজাহ্নবী সেব ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, সীতাপতি সুখদ, শান্তিপুরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, রসময় আনন্দ-কন্দ ॥
জয় মালিনীপতি, সদয় উদয় অতি, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌর ভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সভার ॥
ইহ সব ভুবনে, প্রেমরস সিঞ্চনে, পূরল জগজন আশ।
আপন করম দোষে, কেবল ভেল বঞ্চিত, একলি গোবিন্দদাস ॥

ব ৩০ (ছ)

৭১৪

পতিতপাবন অবতরি।
কলি-ভুজঙ্গম দেখি হরিনাম দিয়া রাখি
আপনে হইলা ধন্বন্তরি ॥

কলিযুগে চৈতন্য অবনী করিল ধন্য
পতিতপাবন যার বানা।
পুরবে রাধার ভাবে গৌর হইলা এবে
নিজরূপে যেন কাঁচা সোনা॥
গদাধর আদি যত মহামহাভাগবত
তারা সব হরিগুণ গায়।
অখিলভুবন-পতি গোলোকে যাহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায়॥
সোঙরি পুরব গুণ মুরুছয়ে পুনপুন
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণকমল কিবা নখচন্দ্র করে শোভা
গোবিন্দদাস দীন বঞ্চিত॥

ব ৪

৭১৫

কেদার

নারী পুরুষ অব জগমন পীড়য়ে
ঐছন মনমথ রিত।
নাগরী নারী প্রতি অঙ্গে বাস করু
বিন্ধি অথির করু চিত॥
এ ধনি কামিনি হৃদয়ে কামরাশি।
কত কত মনোরথ মনমথ-মথন
করল হাম তুহু পুন কাহে তরাসি॥
দশনক দংশে অধর নব পল্লব
কুচ করপরশনে চাপি।
ভুজে ভুজ বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
দৃঢ় পরিরম্ভণ ঝাপি॥
এই উপচারে কুসুমশর মেটব
ঐছন শুনি ধনী হাস।
আন ছলে সখিগণ গমন কয়ল আন
রাই রহল কানু পাশ॥
মনমথ রঙ্গ বচন কহি মাধব ধনি লেই
কোরে আগোর।
তুহু তুহু সরস পরশে তুহু জর জর
গোবিন্দদাস মনভোর॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২১৭)

৭১৬

সুহই

নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয়কার করত নব নব বধূগণ
কনক কুম্ভ ভরি বারি॥
আনন্দ কো করু ওর।
কুলবতী চড়ি অট্টালিকা উপরি
হেরইতে লুবধ চকোর॥
নয়নে নয়নে কতহুঁ রস উপজল
দুহুঁ মন হইল ভোর।
প্রেম রতন ধন দুহুঁ দুহুঁ পায়ল
দুহুঁ মন দুহুঁ করু চোর॥
চলইতে চরণ অথির নন্দ-নন্দন
শীতল পীত পট্টবাস।
নিজ নিজ মন্দিরে চলতহুঁ সবজন
কি কহব গোবিন্দদাস॥

পদকল্পলতিকা ১৩

৭১৭

সুবল লইয়া সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে
বিদগধ রসময় শ্যাম।
রাধাকুণ্ডতটে আসি কুসুমকাননে বসি
শোভা দেখি অতি অনুপাম॥
বৃন্দাদেবী হেন কালে আসিয়া সেখানে মিলে
চম্পক কুসুম করে ধরি।

সুবলেরে সমর্পিল তেঁহ কৃষ্ণ কর্ণে দিল
উদ্দীপন রাধার মাধুরি ॥
প্রেমে চতুর্দ্দিকে ধায় অরুণ লোচনে তায়
পুলকে পূরল প্রতি অঙ্গ ।
ধরি সুবলের করে কহে গদগদ স্বরে
মিলাইয়া দেহ তার সঙ্গ ॥
রাই বিনা বৃন্দারণ্য সব দিগ লাগে শূন্য
মন মোর তাহারে ধেয়ায় ।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সুবল চলিল তথা
গোবিন্দদাসে গুণ গায় ॥

ব ৩০ (ঘ)

৭১৮

রাইক শেষ দশা, শুনি ভগবতী, বৃন্দা সহ উপনীত ।
গুরুজনে বোধি, তাহি ধনি লেওল, কালিন্দীকূল সমীপ ॥
শুনইতে ধাই, আওল মধুমঙ্গল, সঙ্গহি গোকুলবীর ।
চলইতে খলই, নয়ন জল ঢরকই, ঐছনে পাওল কুটীর ॥
কাতর কানুক, মুখ হেরি ভগবতী, গদগদ কহতহি ভাষ ।
বরজসুখাকর, রসিক মুকুটবর, কি কহব গোবিন্দদাস ॥

পদরত্নমালা পুথি

৭১৯

গোরি সুনাগরি অধরে অধর ধরি
ঘুমল বিদগধ চোর ।
কনয়া কমলে মাতি রহল কিয়ে
হিমকরে যৈছে চকোর ॥
দেখ সখি গোরী শুতলি শ্যামকোর ।
লাগল নীলরতন কিয়ে কাঞ্চন
কুবলয়ে চম্পকজোর ॥
অঙ্গ মনোহর পীন পয়োধর
রাতুল করতল সাজে ।
উলটল কমল বিকচ কিয়ে ঝাপল
কনয়া ধরাধর রাজে ॥
নাগরগুরু অরু নাগরী সাজল
সুন্দর ভুজযুগ অঙ্গ ।
জলদে বিহরি জনু বেঢ়ি রহল তনু
গোবিন্দদাসে রহু ধন্দ ॥

ব ২৬ (ক)

৭২০

ধানশী

ঐছন কানুক সে হেন রূপগুণ ।
অতি চঞ্চল চরিত তাহে দুন ॥
জানাইতে ঐছন লাওলো নেহ ।
নিতি বিরহানলে জড়িল দেহ ॥
এ সখি হরি সঞে কি করব দন্দ ।
আপন মনহি মনোভব মন্দ ॥ ধ্রু ॥
ঋতুপতি রাতি উজোর বর চন্দ ।
মলয় সমীরণ কুসুম সুগন্ধ ॥
যামিনি আধ অধিক বহি গেল ।
যতহু মনোরথ অনরথ ভেল ॥
সো মুখ হেরি যে না রহ মান ।
তাকর বশ ভেল কঠিন পরাণ ॥
যাকর বচনে নাহি বিশোয়াস ।
তাহে কি সমবাদব গোবিন্দদাস ॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২২৩)

মন্তব্য—পদকল্পতরুর "ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ" ইত্যাদি ৩১৪ সংখ্যক পদের সহিত এই পদের ৫ হইতে ১৪ পংক্তির মিল আছে। প্রথম চারি পংক্তি নূতন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরসসার পুথিতে এই পদের প্রথম দুই পংক্তি মাত্র পাইয়াছিলেন।

৭২১

বড়ারি

চল চল মাধব তোহে পরণাম।
গোয়াঁই সকল নিশি আওলি বিহান॥
প্রতি অঙ্গে রতিচিহ্ন আঁখি ঢুলু ঢুলু।
খসল কেশবেশ মালতীর ফুল॥
হাম বনচারি বঞ্চব একসরিয়া।
চাতুরি না কর চল শতঘরিয়া॥
পুন চল মাধব কি বলিব আর।
দগধ শরীর দগধ কত বার॥
চল চল মাধব চল নিজ বাস।
অতয়ে নিবেদল গোবিন্দদাস॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২২৯)

মন্তব্য—রসমঞ্জরীতে (৩২) এই পদ ভণিতাহীন অবস্থায় আছে। পদকল্পতরুর ৪১১ সংখ্যক পদের সহিত ইহার অনেক মিল দেখা যায়। কিন্তু উহার ভণিতায় আছে—

বিমুখ ভেল ধনি না কহই আর।
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার॥

৭২২

সুহই

সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুলনন্দন চান্দ উপেখলু দারুণ মানকি লাগি॥
যাকর চরণ মুখ রুচি হেরইতে মুরছই কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে ধরণি লোটাওই পালটি না হেরনু হাম॥
কাতর দিঠি মিঠ বচনামৃতে কত রীতে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণসীমে নাহি শুনলু হিয়া তুষ-দহনকী দাহ॥
কৈছে হৃদয় করি কাঁহা সেবহু হরি দিবস লাগি মন ঝুরা।
গোবিন্দদাস জব মোহে মিলায়োব তব হি মনোরথপূর॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২৫৮)

৭২৩

ধানশী

কানুক বিরহে সুধামুখী জরজর
রহই না পারই থির।
জনু ঘন শাওন বরিখয়ে ঘন ঘন
ঐছন নয়নক নির॥
সুন্দরি কাহে তুহু ভেলি বিভোর।
তুয়া সম্বাদে অবহি মধুযামিনী
কানু মিলাওব কোর॥ ধ্রু॥
কালিন্দীকূলে পরাণ কাহে তেজবি
তাহে সোঁপলি মন দেহ।
সো পুনি পরাণ অধিক করি মানই
শুনতহি মুরছব সেহ॥
ঐছন বচন শুনি পুন আকুল
ঘন ঘন ছাড়ই শ্বাস।
ধনি পরবোধি কানু সঞে মিলল
সহচরি গোবিন্দদাস॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২২৪)

৭২৪

পঠমঞ্জরী

মাধব বিরহ বিয়াধিনি রাই।
মদন পরাভবে জিবইতে সংশয়
অনুরাগিনি তুয়া পথ চাই॥ ধ্রু॥
সকল বিপিন ধনী ভ্রমি ভ্রমি
বৈঠহি তরুতলে রোদতি মন্দা।
পিক সব জানি বৈরিকুল ধাবই
তুরিত কাক কদম্বা॥
আলিঙ্গন নিবারিতে কিশলয়দল রুচি
কীরে দংশল যুগপাণি।

বদন তুলাইতে শিরে বেণি লম্বিত
মউরে ধয়ল ফণি জানি ॥
রিপুগণ ভয়ে ধনি আকুল জীবন
নিরখিতে নাহিক আন।
গোবিন্দদাস কহ কি তোহে সম্বাদব
রাই ভেল বহুত নিদান ॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯, পত্র ২২৬)

৭২৫

শ্রীরাগ

পটাম্বর পরি অব নব নাগরি
যৈছন কয়ল পয়ান।
শিরে সিঁথি করি কামসিন্দূর পরি
লখই না পারই আন ॥
দেখ সখি অদভুত রঙ্গ।
রসিক-শিরোমণি রমণী বেশ ধরি
আওত দূতিক সঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
আগু আগু পদ বাম বাম গতি
মোহিনী চাহনি বামা।
ভানুসুতা মাঝে উপনীত ভেলহি
শ্যাম পেখহু রামা ॥
মণিময় কঙ্কণ দুই ভুজে শোহই
শঙ্খ শোভই দুহু মাঝ।
এ হেন চাতুরি কভু নাহি পেখলু
এ মহীমণ্ডল মাঝ ॥
অরুণ কিরণ শ্যামা পদতলে পেখহু
তেঞি কয়ল অনুমান।
গোবিন্দদাস কহই রাই নিকট
কাঁহু সে কয়ল পয়ান ॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯,
পত্র ২৩৮)

৭২৬

বড়ারি

মাধব! আজু মোর শুভ দিন ভেল।
তুয়া মুখ দরশনে উলসিত লোচনে
দুখ বেদন দূরে গেল ॥
ধনি ধনি ধনি ধনি কতক জনম ধনি
শম্ভু আরাধন কেল।
তেঞি পরসন বিহি আনি মিলাওল
কানু হেন সুপুরুষ দেল ॥
যত রূপ তত গুণ বিদগধি পুনপুন
পুনপুন আপনা বুঝাই।
কানু হেন বল্লভ যাকর নাগর
তাসম পুনবতি নাই ॥
ভাবে আবেশ হইয়া কানুর সমুখে রইয়া
গদ গদ মৃদু মৃদু ভাষ।
কমলার নাথ পহু আজু মোর গৃহে
আনন্দিত গোবিন্দদাস ॥

কীর্ত্তনানন্দ পুথি (ব ২৯,
পত্র ২৯০)

৭২৭

সখী সঙ্গে রূপের কথা কইতেছিল বসি।
হেনকালে বৃন্দাবনে বাজিল শ্যামের বাঁশি ॥
রাধা রাধা রব করি বাজিল বাঁশরি।
শুনিতে পাইল ধ্বনি রাধিকা সুন্দরী ॥
তোর লাজ নাই রে বাঁশী কর অহঙ্কার।
সর্প হয়ে দংশাইলে শ্রবণে আমার ॥
তোরে নিষেধ করি বাঁশী তোরে নিষেধ করি
সহনে না যায় আর শ্রবণে মুরলী ॥
এত বলি সুন্দরী করয়ে রোদন।
গোবিন্দদাসেতে কয় স্থির কর মন ॥

পদরত্নমালা পুথি

৭২৮

নয়ানে হের রে হের যুগল মাধুরি হের রে ॥
নন্দরাজ নন্দন রমে বৃষভানু-নন্দিনী বামে ॥
নর্ম্ম নির্ম্মল যামুনবনে বিলসতি ব্রজাঙ্গনা সনে ॥
প্রফুল্ল পুষ্পপঙ্কজ কিয়ে মত্তভৃঙ্গ মাধুরি পিয়ে ॥
মণিময় মণ্ডপে হেরি নবীন নারী সঙ্গতি করি ॥
ও পদপল্লব করি আশ কহতহি গোবিন্দদাস ॥
উজর কৃষ্ণ রাধিকা তনু সুকাঞ্চনে গোরোচনা জনু ॥

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর পুথি (১২০০ সালে লেখা)

পরিশিষ্ট (ক)

গোবিন্দ আচার্য্যের পদ

৭২৯

সুহই

কলহ করিয়া ছলা আগে পহু চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায় ।
বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষণ্ণ মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায় ॥
নিতাই বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ ।
আঠারনালাতে কাঁদি কাঁদি যান পথে
নিত্যানন্দ অবধূতচন্দ্র ॥
সিংহদ্বারেতে গিয়া মরম বেদন পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায় ।
সভে অতি অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি
নীলাচলবাসীরে শুধায় ॥
জম্বুনদ স্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি
অরুণ চরণ পীতবাস ।
অনুক্ষণ লোচনে প্রেম বারি ঝর ঝর
ধারা বহত দৌ পাশ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সঘনে বোলত
নূতন কিশোর বয়েস ।
গোবিন্দদাস কহে মুই সে দেখলুঁ
সর্ব্বভৌম মন্দিরে প্রবেশ ॥

ক. বি. ১৮৭৫ গৌরপদতরঙ্গিণী
(২য় সংস্করণ) ২৬২

মন্তব্য—ভণিতায় প্রত্যক্ষদর্শীর রচনার ছাপ সুস্পষ্ট

৭৩০

একদিন মহাপ্রভু নবদ্বীপ পুরে ।
সঙ্গে লয়্যা ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করে ॥
সংকীর্ত্তন মাঝে গোরা আধ আধ হাস ।
মনে পড়ে মহাপ্রভুর পুরব বিলাস ॥
ঝুলনা ঝুলিব বলি মনেতে পড়িল ।
সখাগণে গোপীভাবে মনেতে করিল ॥
ঝুলনা ঝুলয়ে গোরা অতি অনুপাম ।
আনন্দে ভক্ত সবে ঝুলনা ঝুলান ॥
হেরি গদাধর মুখ মন্দ মন্দ হাস ।
দূরহি দূর রহু গোবিন্দদাস ॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১৫৭) হইতে ডঃ সুকুমার সেন কর্ত্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় (৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত ।

৭৩১

বিরস বদনে গোরা কেনে আছে বসি ।
নয়নের লোরে মুখ বুক যায় ভাসি ॥
কিসের লাগিয়ে আজু ঘন ঘন কাঁপ ।
দশনে অধর বিম্ব রহি রহি দাপ ॥
সুধামাখা হরিনাম বদনে না স্ফুরে ।
দেখিয়ে তোমার মুখ পরান বিদরে ॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ছাড়য়ে নিশ্বাস
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২৪০২ (ই)

৭৩২

পঠমঞ্জরী

গোলোক ছাড়িয়া পহু কেনে বা অবনী ।
কালা রূপ কেনে হৈল গোরা বরণখানি ॥

হাসবিলাস ছাড়ি কেনে পহু কান্দে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম ফান্দে
খেনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ঘন ঘন।
খেনে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করে কি বিলাপ।
খেনে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
খেনে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধূলায় লোটাঞা কান্দে যত নিজগণ॥
গদাধর কান্দে প্রাণ-নাথ করি কোলে।
রায় রামানন্দ কান্দে প্রবোধে বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কান্দে সোঙরি বিলাস।
না বুঝি না কান্দি মরু গোবিন্দদাস॥

তরু ২২৪৭

৭৩৩

পুলক পূরল অঙ্গ নিজগুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী॥
খেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥
খেনে মালসাট মারে খেনে বলে হরি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দদাস॥

কী ২১৮

৭৩৪

কি হেরিলাম অপরূপ গোরা গুণনিধি।
কতই চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া নিরমিল বিধি॥
উগারই সুধা জনু গোরা মুখের হাসি।
নিরখিতে গোরা রূপ হৃদয়ে রৈল পশি॥
আঁখি পালটিতে কত যুগ হেন মানি।
হিয়ার মাঝে গাঁথি থোবো গোরারূপ খানি॥
মনে অভিলাষ ক্ষমা নাহি হয় মোর।
গোবিন্দদাস বলে মুঞি ভেল ভোর॥

বরাহ ৭ খ

৭৩৫

ভাটিয়ারি

সই রে বলি কি আর কুলধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানিলে মরমে॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমিতে দেখি বাঁশিয়ার বয়ান॥
সই এবে বলি তার কি থির সন্ধান।
তাকিয়া মারিয়াছে বাণ যেখানে পরাণ॥
সই এবে বলি কি রূপ দেখিলুঁ।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিলুঁ॥
সই এবে বলি কি রূপ সাজনি।
যাচিয়া যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥

গীতচন্দ্রোদয় ১৫৩, সমুদ্র ৭৯
তরু ৭৪৯, কী ৭৫

৭৩৬

সুহিনী

রাধাশ্যাম দোঁহে রে বিহরে কুঞ্জবনে।
দুই চন্দ্র একু ঠাম বয়ানে বয়ানে॥
কাজরে মিশেছে রাই নব গোরোচনা।
নীলমণির অন্তরে পশেছে কাঁচা সোনা॥
নব কুবলয় যিনি নাগর শ্যাম।
কষিত কাঞ্চন জিনি রাই অনুপাম॥
বিনোদিয়া নাগরের নাগরি রহু কোলে।
কাল জলে সোনার কমল যেন হেলে॥

সোনার বরণ রাই কালিয়া নাগর।
সোনার কমলে যেন পশেছে ভ্রমর॥
রাধাশ্যামের রূপে কি দিব তুলনা।
কানু মরকত মণি রাই কাঁচা সোনা॥
গোবিন্দদাস দোঁহা দেখিয়া বিভোর।
সোনায় সোহাগা যেন মিলায়েছে জোর

ক. বি. ৮৪১

৭৩৭

রসের হাটে বিকে আইলাম সাজাঞা পসার
গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার॥
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি কান্দিয়া পুহাই॥
অরাজক দেশেরে মদন দুরাচার।
আপন ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার॥
বসন্ত ফুরন্ত কত অনলে পুড়ায়।
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিয়া চমকায়॥
মাতল ভ্রমরা রে রসে মাগে তায়।
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরশায়॥
দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীত গায়॥
তে না বিকে সব গেল বহি গেল কাজ।
যৌবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ॥
ফুলশরে জর জর হিয়া চমকায়।
গোবিন্দদাসের তনু ধরণী লোটায়॥

রসমঞ্জরী ২৫

৭৩৮

চল বৃন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে।
নয়ান সফল হবে শ্যাম দরশনে॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পর চরণে নূপুর।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হইব উছুর
গুরুজন জাগিলে তোমার ভাল নাহি হবে
মণিময় আভরণ পথে পড়া যাবে॥
রবাব খমক বীণা বাজে চারি ভিতে।
তার মাঝে চল রাই ফুলধনু হাতে॥
দুদিকে দুসখির কাঁধে ভুজ আরোপিয়া।
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
গোবিন্দদাস কহে দুহুঁ মন ভোর।
সোনায় সোহাগা যেন মিলন উজোর॥

সা. প. ১৯২

৭৩৯

চল বৃন্দাবনে ধনি চল বৃন্দাবনে।
সে শ্যাম নাগর ছাড়ি রয়েছ কেমনে॥
মন্দ মন্দ সুশীতল পবন না বহ।
স্থকিত যমুনা দুখিতা মনে রহ॥
না ফুটয়ে তরুলতা পীড়িত ভ্রমরি।
পিকু সহ করি গান না নাচয়ে মউরি॥
সব সুখের সুখ তুমি বুঝিলাম বিশেষ।
তোমা বিনে বৃন্দাবনে নাহি সুখের লেশ
গোবিন্দদাস কহে কর অবধান।
তুমি গেলে তোমার শ্যাম পাইবে পরাণ

ক. বি. ৫০৮

৭৪০

ভাটিয়ারি

এত রূপের মানুষ কভু নাহি দেখি।
যে দিকে নয়ন থুই সেই দিক হৈতে মুই
ফিরিয়া আনিতে নারি আঁখি॥
কোন বিধাতা আসি রসের মুরতিখানি
তরুমূলে কৈল নিরমাণ।
বিনি মেঘে ঘন আভা পীত বসন শোভা
অলপ হেলিছে মন্দ বায়।

কিবা সে বিনোদ চূড়া দুস্থতি মালতী বেড়া
মত্ত ময়ূর নাচে তায় ॥
অঙ্গে নানা আভরণ যমুনা তরঙ্গ যেন
চান্দ চলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হৈল রূপে মজিয়া রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে দেখি কত শশী ॥
গলায় কদম্বমালা জিনিয়া মদন-কলা
মন্দ মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী পূরে ইথে কি পরাণ বাঁচে
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ১।১৫৭

৭৪১

কি খেনে হেরিলাম শ্যামরায়।
মল্লিকাকলিকা কানে রহই ত্রিভঙ্গ ঠামে
করে ধরি মুরলী বাজায় ॥
মুরলীতে নখ পাঁতি জিনিয়া চাঁদের জ্যোতি
বাঁশী রন্ধ্রে কত সুধা ঝরে।
গগন হইতে চাঁদ বাঁশীতে নামিয়াছে
মুখ-সুধা লইবার তরে ॥
নবীন নীরদ অঙ্গ আর তাহে রস ঢঙ্গ
প্রেম-চাতুরী করু তায়।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধে বিনোদিনী
ভজ গিয়া সেই শ্যামের পায় ॥

বরাহ ৪ খ ১২৫

৭৪২

জলদবরণ এক যুবা।
যুবতীর জাতি কুল ডুবা ॥
দেখে এলাম যমুনার ঘাটে
রূপে কোটি মদন আঁটে ॥
সেই রূপ আমার হিয়ার মাঝে জাগে।
তা বিনে সকল শূন্য লাগে ॥
দিয়া জাতি কুলের বিদায়।
শরণ লইনু রাঙ্গা পায় ॥
গোবিন্দদাসের চিতে জাগে।
চল রূপ দেখি গিয়া আগে ॥

মাধুরী

৭৪৩

ধানশী

বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া তিলক হইল মুড়া
অবসর নাহি বাঁশী নিতে।
নূপুর বিহনে পায় অমনি চলিয়া যায়
পীত ধড়া পরিতে পরিতে ॥
ননী জিনি সুকোমল দুখানি চরণতল
কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর।
দয়া করি চাতকীরে পিপাসা করিতে দূরে
ধায় যেন নবজলধর ॥
সেই সে রাধার ধাম আসি উপনীত শ্যাম
বিরহিণী জিউ হেন বাসে।
গোবিন্দদাসেতে কয় মৃত তরু মুঞ্জরয়
বসন্ত ঋতু পরকাশে ॥

পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি

৭৪৪

বিভাস রাগ

অবলা কি গুণ জানি ধরে।
রসিক মুকুটমণি নাগর হইয়া গো
এত না আদর কেন করে ॥
মোর অঙ্গরসে লালস হইয়া বৈসে
বন্ধুয়া বোলয়ে জিলুঁ জিলুঁ।

বুঝি অনুগত জনে ভাবিয়া লইনু মনে
বন্ধুরে আপনা দিলুঁ দিলুঁ ॥
আউলাইয়া কুন্তলভার বেশ করে বারে বার
বসন পরায় কুতূহলে।
বসাইয়া আপন কোরে নূপুর পরান মোরে
চরণ পরশে করতলে ॥
বন্ধুয়া বোলয়ে ধনি কালিয়া কস্তুরিখানি
ও রাঙ্গা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর ঘোষণা রহুক মোর
নিগূঢ় প্রেম তার সাখি ॥
বিদগধ শ্যাম রায় বসনে করেন বায়
আপনে যোগান গুয়া পান।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী
তেই তুমি শ্যামের পরাণ ॥

সমুদ্র ৪১৮

মন্তব্য—

'মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে লালসা পাইয়া রসে
প্রাণনাথ বলে জিনু জিনু'

ইত্যাদি পদটী বঙ্গদর্শন ১৩১৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অপ্রকাশিত পদ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ওটী প্রকৃতপক্ষে পদামৃতসমুদ্রের একটী ভাঙ্গাপদ। পদটী স্বাধীনভর্ত্তৃকার বর্ণনা। শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ যে কত আদর করেন, তাঁহার সেবা করিবার জন্য তিনি যে কত ব্যাকুল তাহা এই পদে ব্যক্ত হইয়াছে।

৭৪৫

আস্থ আস্থ বিনোদিনী বস্থ সিংহাসনে।
তুয়া বিনে তিমির দেখিয়ে বৃন্দাবনে ॥
তুয়া নাম জপি আমি সুনিয়ম করি।
তুয়া পুণ্যফলে আমি জগতের হরি ॥
তোমার লাগিঞা আমি বৃন্দাবন করিলাম
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥
চান্দ বিনে অমিয়া পরাণ বিনে তনু।
চিত্রের পুতলী রাই আমি তোমা বিনু ॥
মনেতে রাখিহ রাই রাখিহ মোরে মনে।
দুগাছি নূপুর হব ও রাঙ্গা চরণে ॥
সিংহাসনে বসি দোঁহে দোঁহা মুখ চায়।
গোবিন্দদাস হেরি চামর ঢুলায়।

সং ২৬৩

৭৪৬

ধানশী

সকালে গোধন লঞা গোঠে গেল বিনোদিয়া
দিঞা শিঙ্গা বেণুর নিসান।
গুরুজনা আঙ্গিনাতে না পাল্যাম বাহির হত্যে
না হেরিলাম সো চান্দ বয়ান ॥
সজনি কোন পথে গেল শ্যামরায়।
যেমন করিছে মন প্রাণ করে উচাটন
চান্দ মুখ দেখিলে জুড়ায় ॥
যশোমতি নন্দ ঘোষ তাহারে কি দিব দোষ
গোকুলে গোধন হল্য কাল।
আমাসভার জীবন গোকুলের প্রাণধন
গোঠে গেল মদনগোপাল ॥
চল যাই সেই পথে পসরা লইঞা মাথে
যেখানে আছয়ে শ্যামরায়।
আহা মরি লুনি জিনি সুকোমল তনুখানি
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥

সং ২৪৮

৭৪৭

বড়াই আসিয়া বলে অতি বড় কুতূহলে
শুন ওগো রাজার নন্দিনি।
মথুরার পানে যাই পসরা সাজাও রাই
গোবিন্দ কদম্বতলে দানি ॥

মথুরার পানে দানি রসিক সে শিরোমণি
চল তথা বৃষভানুসুতা।
সঙ্গে লয়্যা প্রিয় সখি মথুরায় চলিলা হাটী
দানছলে ভেটিবারে তথা॥
সিন্দুরে কাজলে বেশ কুসুমে রচিত কেশ
যতনে সাজায়্যা রূপডালি।
মুখানি কনক ইন্দু লাবণ্য রসের সিন্ধু
মন্দ বায় পড়েছে বিজুলি॥
চলে বৃষভানু-কুমারি।
রসিক বড়াই তায় দেখায়্যা শুনায়্যা যায়
নিকট হইল মধুপুরি॥
যাইয়া যমুনা তীরে মিলল কদম্বতলে
যেখানে রসিকশিরোমণি।
দানছলে কাছে আসি কহে কিছু হাসি হাসি
গোবিন্দদাসের এই বাণী॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১৮১) হইতে ডঃ সুকুমার সেন কর্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় (৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত।

৭৪৮

বিভাস

রজনি-প্রভাতে উঠিয়া নাগর
তেজল নাগরী-পাশ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়নযুগল
মুখে মৃদু মৃদু হাস॥
কপাল উপরে সিন্দুরের বিন্দু
অধরে কাজর দেখি।
হিয়ার মাঝারে অলক তিলক
নখ-চিহ্ন তাহে সাখী॥
হিয়ায় দুলিছে বিনা সুত মালা
যুবতি দিয়াছে সাধে।
এ সব ভূষণ অঙ্গেতে করিয়া
ভেটিতে চলিছে রাধে॥
দেখিতে দেখিতে বিনোদ নাগর
মিলল রাইর পাশ।
দেখিয়া জ্বলিছে পরাণ পুড়িছে
কহয়ে গোবিন্দদাস॥

অ ৯০ (পদরসসার)

৭৪৯

চল চল চঞ্চল চলি তাহি যাও।
ও চাঁদ বদন খানি সেখানে দেখাও॥
সে হেন সুন্দরি সঙ্গে কত সুখ পেলে।
এখন আমার কাছে কোন লাজে এলে
যাহারে লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনি।
আনন্দে বিলাস কর যেখানে সে ধনি॥
রাইয়ের নিঠুর বাক্যে হইয়া উদাস।
বিমুখ হইয়া চলু গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ১৬০৯

৭৫০

যেই হইতে শঠ নাগর উঠিয়া চলিল।
মানিনীর মানের কপাট ভাঙ্গি গেল॥
উলটি পালটি কহে সখিগণে ডাকি।
কোথা গেল প্রাণকৃষ্ণ কহ ইন্দুরেখি॥
গোবিন্দদাস কহে কি কার্য্য করিলা।
কি ছার মানের লাগি বন্ধু হারাইলা॥

ক. বি. ১৭০

৭৫১

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আস।
এমতি নিলাজ হাসি সেই খানে হাস॥
বিজহ বিজহ বন্ধু আইলা কোন কাজে।
সেই যে রমণী ধনি তোমাকে সে সাজে॥

মল্লিকা মালতি যূথি নাগেশ্বর গাঁথি।
আসিবা আসিবা বলি পোহাইল রাতি ॥
রজনি বঞ্চিয়া আইলা জ্বালাইতে আগুন।
বিহানে আইলা পোড়া-ঘায়ে দিতে লুন ॥
যাঁহা বসি আছ তাঁহা তুলি ফেলি মাটি।
এখনি উঠিয়া গেলে দিব ছড়া-ঝাঁটি ॥
যেমন নাগরী সঙ্গে পাইয়াছ সুখ।
তাহার লাবণ্যজলে ধোও গিয়া মুখ ॥
হেট-মাথে রহে নাগর নয়নে বহে লোর।
গোবিন্দদাস কহে কি কহব ওর ॥

অ ৯৩ (পদরসসার)

৭৫২

বিভাস

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে
আউলায় অলস ভরে।
সুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে ॥
সখি হের দেখসি যাবা।
নিন্দ যায় ধনি ও চান্দবদনী
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥
জলদ বরণে অধিক শোভিছে
রাইয়ের চরণখানি।
এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক
কোরে নব কামিনী ॥
নাগরের বাহু সিথান হয়্যাছে
বিথার বসন ভূষা।
নিশ্বাসে ঢুলিছে নাসার বেসর
মুখে হাসি আছে মিশা ॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস নাহিক হয়।
ধীরি করি বোল নাহি কর রোল
দাস গোবিন্দ কয় ॥

কী ২২৮

মন্তব্য—পদটী তরুতে জগন্নাথদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

৭৫৩

ধানশী

মুরলী শিখিলে যদি বিনোদিনী রাই।
খানিক নাচহ তুমি মুরলী বাজাই ॥
রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নাগর কাহ্নাই।
নাচিতে নাচিতে যায় দোঁহে এক ঠাঁই ॥
তা দেখি ময়ূরীগণ নাচে ফিরি ফিরি।
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ গায় শুকসারি ॥
ফলফুলে তরুলতা লম্বিত হইয়া।
চরণ পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া ॥
বৃন্দাবনে আনন্দ হিলোল বহি যায়।
গোবিন্দদাস হেরি নয়ন জুড়ায় ॥

মাধুরী ৩।৪৪১

৭৫৪

বরাড়ী

এইত মাধবী-তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
সো পিয়া বিন হিয়া ফাটিয়া না যায় গো
নিলজ পরাণ নাহি যায় ॥
সখি হে বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে ॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।

নব কিশলয় তুলি শেওজ বিছায়ই
রস-পরিপাটীর কারণে ॥
আমারে লইয়া কোরে অনিমিখে মুখ হেরে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সো হেন গুণের পিয়া কোন খানে কিবা মনে
কার সনে পিরিতি বাঢ়ায় ॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কাক মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাঢ়ল বিরহ-বিষাদ ॥

তরু ১৬৭৩
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় পৃঃ ১৬২

৭৫৫

ললিত

মাধব এ তোমার কেমন চরিত।
জাতি কুলশীল দিয়া যে তোমায় সঁপিল হিয়া
তাহে ছাড় এ নহে উচিত ॥
তোমার মুখ কলানিধি রাই কাঁদে নিরবধি
লোরে কলেবর যায় ভাসি।
ক্ষণে ক্ষণে অনুরাগে এমতি নিঃশ্বাস ছাড়ে
নাসার বেশর পড়ে খসি ॥
যে ধনি তোমার লাগি দিবানিশি অনুরাগী
ত্রিভুবনে নাহিক তুলনা।
বুঝিলাম তোমা হেন পিতলে পেতেছে মন
পরিহরি দশবাণ সোনা ॥
কি দোষে ছাড়িলে রাই শুধাইতে এলাম তাই
তবে কি সে প্রেমে দিয়া ডোর।
গোবিন্দদাস কহে তাহে ছাড়া উচিত নহে
শুন ওহে রসিক নাগর ॥

বরাহনগর পুথি ৪খ

৭৫৬

অক্রুরের মূর্ত্তি ধরি দারুণ বিধাতা গো
বধিতে আইল ব্রজপুরি।
রজনি পোহাইলে প্রভাতে উঠিয়া গো
হরিল যে যার মধুপুরি ॥
সখি হে বড় মনে ছিল সাধ।
এই সুখে কানু সঙ্গে জনম গোঁয়াইব
দারুণ বিধাতা কৈল বাদ ॥
যতেক গোপীর বধ সুখেতে করিয়া গো
ইথে কানুর হইবে সুখ।
গোবিন্দদাস কয় এ বড় দারুণ শেল
আর না হেরিব চাঁদমুখ ॥

বরাহনগর পুথি ৪খ

৭৫৭

হরি নাকি যাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুলবাস জীবনে কি আর আশ
বধভাগী হইল অক্রুর ॥
ছাড়িল গোকুলচন্দ পরাণে মরিবে নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে অনুমান করি সবে
সভার আগে মরিবেক রাধা ॥
আর না শুনিব বেণু আর না দেখিব কানু
আর না করিব লাস বেশ।
এমন বেথিত থাকে কানুরে বুঝায়্যা রাখে
বিধি বিনে নাহি উপদেশ ॥
মথুরা নাগরী যত তারা কৈল পয়ব্রত
বরজরমণী যে অনাথ।
গোবিন্দদাস কহ হৃদয়ে এ দুখ সহ
অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ ॥

অ ১২৯ (পদরসসার)

মন্তব্য—১৭৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দের লেখা এক পুঁথিতে চট্টগ্রামের দিয়াদ গ্রামের অধিবাসী কায়স্থ কবি গোবিন্দ-

দাসের কালিকামঙ্গলে বিদ্যার মুখে এই গানটী দেওয়া হইয়াছে—

সজনি সই, প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুরে।
ছাড়িব গোকুলবাস, জীবনের কিবা আশ, বধভাগী
হইল অক্রুর॥
এই সেই বৃন্দাবন, কেলি কৈলা অনুক্ষণ, বসিয়া গাঁথিল
পুষ্পমালা।
যত সখিগণ এই, প্রাণসুন্দর কই, কত না সহিব দেখ জ্বালা॥
আর না দেখিব কানু, আর না শুনিব বেণু, আর না
করিব লাস বেশ।
এমন বেথিত থাকে, বন্ধুরে বুঝাইয়া রাখে, বিধি বিনু
নাহি উপদেশ॥
ছাড়িব গোকুলচন্দ্র, প্রাণে না জীবেক নন্দ, মরিবেক
রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে, সভার আগে
মরিবেক রাধা॥
মথুরার নারী যত, হর আরাধিল কত, জিনিতে কামের
ফুলধনু।
দাস গোবিন্দ বাণী, বন্ধুর গমন শুনি, যমুনায় ছাড়িব
গিয়া তনু॥

কালিকামঙ্গলের কবি যমুনায় তনুত্যাগের কথা লিখিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না; বর্দ্ধমানের মেয়ে বিদ্যার পক্ষেও যমুনায় তনুত্যাগের কথা উঠে না; সম্ভবতঃ গোবিন্দ আচার্য্যের পদ চট্টগ্রামে যাইয়া কিছু রূপ বদলাইয়াছে।

৭৫৮

বঁধুর পিরিতে আমার না পুরিল সাধে।
কোন দেশে গেল পিয়া কোন অপরাধে
মনে সাধ শুনহ বন্ধু হিয়াতে রাখিব।
ছাড়িয়া রহিলে আমি পরাণে মরিব॥
মিনতি করিয়ে বন্ধু দন্তে তৃণ ধরি
শ্যাম বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
সঙরি বন্ধুর গুণ হৃদয় বিদরে।
মনে করি বুক চিরি রাখিব অন্তরে॥
হৃদয়ে রাখিতে চাহি নয়ান মোর কান্দে।
গোবিন্দদাস কহে পিরিতের ফান্দে॥

ক. বি. ১৭৯৯

৭৫৯

কোথা যাও পরাণ রাধার।
মুখ তুলি চাহ একবার॥
কি কহিলে নিকুঞ্জকুটীরে।
দুটী হাত দিয়া রাধার শিরে॥
পাথারে ভাসালে ব্রজবালা।
দাঁড়াইবার নাহি গাছের তলা॥
তোমার সোহাগে মাতিলাম।
গুরু গরবিত না মানিলাম॥
গোবিন্দদাসের ঝোরে প্রাণ।
পুন কিয়ে মিলব কান॥

ক. বি. ১৮০১

৭৬০

অনাথ সমান রাই রহিলা পড়িয়া।
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘন হা কৃষ্ণ বলিয়া॥
উচ্চস্বরে কান্দে রাই বিলাপ করিয়া।
কোথা গেলে অহে শ্যাম অনাথ ছাড়িয়া॥
দেখা দিয়া মোর প্রাণ রাখ একবার।
জনমিয়া হেন কভু না করিব আর॥
গোবিন্দদাসেতে বলে শুন বিনোদিনী।
অন্তরে ভাবিয়া দেখ শ্যাম গুণমণি॥

মন্তব্য—শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃঃ ১২৬) হইতে ডঃ সুকুমার সেন কর্ত্তৃক সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় (৩৬ খণ্ডে) প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট (খ)

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পদ

৭৬১

সুহই রাগ

লাখবান কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা অঙ্গের মু যাউ নিছনি[১] ॥
কি কাজ শারদ কোটি শশী।
জগত করিলে আলো গোরা মুখের হাসি ॥
দেখিয়া রঙ্গি মাধব কাঁতি।
মল্য মল্য অনুরাগে এ বর যুবতি ॥
সুদশন শিখর মুরতি।
মরমে ভরমে জাগে পিরিতি আরতি ॥
ভাউ গঞ্জে মদন ধনুকী।
কুলবতী উনমতি কৈলে দুটি আঁখি ॥
অলকা তিলকা ভালে শোভে।
রঙ্গিনীর মনে রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে ॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানা ফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি ॥
চন্দন-কেশর মাখা তনু।
রঙ্গিনীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে জনু ॥
মদনবিজয়ী দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জিয়ে কামিনী অবলা ॥
রাঙ্গা প্রান্ত পীত পটবাস।
পহিরণ নিতম্বিনি রস-অভিলাষ ॥
অরুণ চরণে নখচান্দ।
পামরি গোবিন্দদাসের চিতবান্ধা ফান্দ ॥

সমুদ্র ৩১, তরু ২৬৭
গীতচন্দ্রোদয় ৬৯

পাঠান্তর—(১) সমুদ্রে—রসে ঢর ঢর অঙ্গ মুঞি যাও নিছনি।

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় এই পদটীকে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন —"ততঃ প্রকারান্তরেণ বিষয়ালম্বনেন তদ্ভাবর্ণনং শ্রীগোবিন্দচক্রবর্ত্তিঠাকুরকৃত 'লাখবান কাঞ্চন জিনি' ইত্যাদিনা করোতি।"

৭৬২

ধানশী

মো মেনে মলুঁ মো মেনে মলুঁ।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আলুঁ ॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখিলুঁ বাটে ॥
হাসিয়া রসিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারঠোরি কি রস-রঙ্গে ॥
থীর বিজুরি করিয়া একে।
সেহো নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে ॥
আঁখির নাচনি ভাঙুর দোলা।
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা ॥
চান্দ মলিন বদন ছান্দে।
দেখিয়া যুবতি ঝুরিয়া কান্দে ॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুঁটা।
যুবতি উমতি কুলের খোঁটা ॥
তাহে তনু সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে ॥

গীতচন্দ্রোদয় ৬৯, সমুদ্র ৩৬
তরু ২৭৭

মন্তব্য—এই পদের টীকায় রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"বক্ষ্যমাণস্ত সখীং প্রতি শ্রীমত্যাঃ প্রত্যুত্তররূপগীত-
শ্লোচিতগৌরচন্দ্রে দাতব্যে তত্র শ্রীগোবিন্দচক্রবর্ত্তি-
ঠকুরকৃতে সাহাজিকগোপীভাবাক্রান্তকতিচিন্নবদ্বীপনাগ-
র্যুক্তিবর্ণনময়ে "মো মেনে মলুঁ ইত্যাদি" গীতদ্বয়ে
সংগ্রহকারেণোদাহ্রিয়েতে।"

গীতচন্দ্রোদয়ে আরম্ভ—

ঢল ঢল কাঁচা কাঞ্চন মণি।
কি ছার চাঁপার কলিকা গণি॥
থির বিজুরি করিয়া একে।
সেহ নহে গোরা অঙ্গের রেখে॥
সই সই মো মেনে মৈলুঁ।
কি খেনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আয়লুঁ॥

৭৬৩

শ্রী রাগ

শচীর কোঁয়র গৌরাঙ্গ সুন্দর
দেখিলুঁ আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত হরিয়া লইল
অরুণ নয়নের বাণে॥
সই সরমে কহিলুঁ তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে
নাগরী না রবে ঘরে॥
রমণী দেখিয়া হাসিয়া হাসিয়া
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে দঢ়াইলুঁ
পরাণ রহিবার নয়॥
কোন কুলবতী যুবতী ইহার
বুঝয়ে রসবিলাস।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
কহয়ে গোবিন্দদাস॥

সমুদ্র ৩৬, তরু ৩৬

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর এই পদের টীকাতে গৌর নাগরীভাবের যৌক্তিকতা বিচার করিয়া লিখিয়াছেন—

"ননু কলিযুগ-পাবনাবতারস্ত তদধর্ম্মক্লিষ্টনিখিলনরনারীণাং সংসারহেতু-শৃঙ্গারাদ্যনর্থ-নিবৃত্তিপূর্ব্বককেবলপ্রেমবিতরণ-কার্য্যস্যানানাপ্রকারেণ তৎকালীনতদ্ধামগতানাং নায়িকা-নাঞ্চ পরনারীপরপুরুষবিষয়কশৃঙ্গারসূচককটাক্ষাদিধার্ষ্ট্যং কথং সম্ভবতি। অত্রোচ্যতে পূর্ব্বাবতারেঽয়মেব বিষয় আলম্বনম্ ইতি জানতীতদাশ্রয়ালম্বনভাববতী কাচিন্নবদ্বীপ-নাগরী শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রকৃতকটাক্ষাদ্যান্ স্বস্মিন্নভিযোগান্মন্য-মানা নিজসখীং প্রতি লালসামেবাবেদয়তি। বস্তুতঃ শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রস্য সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা তৎপ্রেমত এব তে জ্ঞেয়া অস্যাবতারস্য মুখ্যরূপেণাশ্রয়ালম্বনভাবনিদানত্বাৎ। অতো ন দষণম্। তাসাং তু তস্যাশ্রয়ালম্বনভাবাজ্ঞানমপি ন দোষঃ। কিন্তু স্বভাবব্যত্যয়াভাবাৎ গুণ এবেতি সর্ব্ব-সমঞ্জসং বৃত্তম্। এবং সর্ব্বত্রাপি জ্ঞেয়ম্"।

৭৬৪

ধানশী

সরুয়া কাঁকালি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনুসুখ বসন পরে॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে।
যুবতি-জীবন ঘুরিয়া বুলে॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতী-ব্রত নাশিল বাসি॥
লবঙ্গ দুলাল চাঁপার ফুলে।
কি দিয়া বান্ধিল কুন্তল-মূলে॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি॥
কপালে চন্দন-ফোটার ছটা।
রসিয়া-যুবতি কুলের কাঁটা॥
নিতম্ব-মণ্ডলে কাম রহি।
ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি॥

গোবিন্দদাসের মরমে জাগে।
তাহে কোন ছার যৌবন লাগে ॥

গীতচন্দ্রোদয় ৭০, তরু ২১৩০

৭৬৫

ভাটিয়ারি

রসিয়া রমণী যে।
মদন-মোহন গৌরাঙ্গ বদন
দেখিয়া জীয়ে কি সে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ভাঙ ধনুয়া মদন-বাণে
তার কি পরাণ রয় ॥
যে জানে পিরিতি বেথা।
সেহ কি ধৈরজ ধরিতে পারে
শুনিয়া মুখের কথা ॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানুলম্বিত বাহু হেরি কান্দে
পরিসর গোরা-বুক ॥
কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব বিলাস-বসন
পরশ পাবার তরে ॥
গোবিন্দদাসের চিতে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের চরণ-নখর
তাহার মাধুরী পিতে ॥

ক. বি. ২৩২৯ গীতচন্দ্রোদয় ৬৮, তরু ২১৩১

৭৬৬

সুহই রাগ

শুন শুন সই গৌরাঙ্গ চাঁদের কথা।
না কহিলে মরি কহিলে থাকারি
এ বড় মরমে ব্যথা ॥
সুরধুনীতীরে গৌরাঙ্গ সুন্দর
সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধূগণ নিমগন মন
ডুবিল সতীর মতি ॥
ঢল ঢল কাঁচা সোনার বরণ
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদড় কেশে
রহই পরশ আশে ॥
আধ কুন্তল লোটন পীঠে
সোনার কুণ্ডল কানে।
মুখ মনোহর বুক পরিসর
কে না কৈল নিরমাণে ॥
সজল বসন নিতম্ব লম্বন
আই কি হেরিনু যে।
কামের পাট রতির বিলাস
কহি মুরছিল সে ॥
সিংহের শাবক জিনিয়া মাঝা
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস কহই বিষম
কামের কামান ভুরু ॥

গৌরপদতরঙ্গিণী

৭৬৭

ধানশী

গোরারূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে সে রস-ধাধস সুখে
অনিমিখে দেখহোঁ নয়ানে ॥
পরিয়া পাটের জোড় বান্ধিয়া চিকুর-ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখিয়া জিউ করিলু নিছনি ॥
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম চতুঃ সম
সাজিয়া কে দিল ভালে ফোটা।

আছুক আনের কাজ মদন মুগধ ভেল
রহল যুবতীকুলের খোটা॥
প্রাণ সরবস দেহ অবশ সকল সেহ
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ার গৌরাঙ্গ-রূপ- কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া কামনা করিয়া
কাম-সায়রে মরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে তবে সে
দুখের সাগরে তরি॥

তরু ২১৩৪

৭৬৮

তথারাগ

দেখ দেখ নাগর গৌর সুধাকর
জগত-আহ্লাদন-কারী।
নদীয়া-পুরবর রমণী-মণ্ডল
মণ্ডন গুণ-মণি-ধারী॥
সহজেই রসময় সহচর উডুগণ
মাঝে বিরাজিত নাগর-রাজ।
মদন পরাভব বদন-হাস দেখি
বিরসই রঙ্গিণিগণ ভয়লাজ॥
ভকতবৃন্দ-চিত কৈরব কল্পিত
নিশি দিশি উদিত হিয়াক বিলাসে।
রসিয়া-রমণি-চিত রোহিণী-নায়ক
অনুখন পূরল না রহ হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ বিনোদই
বিলসই উলসই ভাবিনি-ভাব।
পদ-পঙ্কজ পর গোবিন্দদাস-চিত
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরি-লাভ॥

তরু ২১৩৫

৭৬৯

কল্যাণী

শারদ কোটী চাঁদ সঞে সুন্দর
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতি পিরিতি-রসে মাতল
ভাগল গুরুজন-গৌরব-লাজ॥
সজনী কিয়ে আজু পেখলুঁ গোরা।
মনমথ-মথন অরুণ নয়নাঞ্চল
চাহনি ভৈ গেলুঁ ভোরা॥
মৃদু মৃদু মধুর মধুর স্মিত-শোভিত
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুল-কামিনি রসের যামিনি
ভেল অনুরাগিণি পরশ-আমোদ॥
কেশরি-শাবক জিনি ভঙ্গুর মাঝ-খিনি
তাহে বিলসে মন-মোহন বাস।
হেরি কুলবতিগণ নিধুবন-গত মন
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ॥
কুটিল সুকেশ কুসুম লোটন
যোটন রসবতি রস-পরিণাম।
গোবিন্দদাস কহে ঐছে বর রসিয়া
নাগর হেরি কহয়ে গুণ-গাম॥

তরু ২১৩৭

৭৭০

ধানশী

যতিখনে গোরা-রূপ আয়লু হেরি।
মাজল মুকুর আনলু তনি বেরি॥
মহি হে সরসহ আনন অনূপ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরিলুঁ নিজ মুখ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরা-মুখ-চন্দ॥

মঝু মুখ সো মুখ যব ভেল সঙ্গ।
কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেলু ভোর।
করইতে আলিঙ্গন বাহু পাসরি।
অবশে আরিশি করে খসল হামারি
বহুত পরশ-রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দদাস শুনি মুরছিত ভেলি॥

তরু ২১৩৮

৭৭১

গৌর নটবর হেরি গত দিবাকর
খেলারস তেজিল রঙ্গে।
তেজি জাহ্নবিকূল নগর মুখে ধাওল
নব নব দ্বিজ শিশু সঙ্গে॥
কিয়ে ধূলিধূসর গৌর কলেবর
সুচারু তিলক ভাল।
আপাদলম্বিত সঘনে ঘন দোলত
হিয়ায় বনি বনমাল॥
হেরত বারি বারি নদিয়া নাগরি
সুরধুনি বারি ভরি কুম্ভে।
গৌর সুধাকর হেরিয়ে জর জর
তেজল গতি অবিলম্বে॥
মন উনমত কোই কোই জায়ত
শ্রীচরণে যৌবন মনভার।
গোবিন্দদাস কহে জীবনে মন মোহে
গৃহে পহু কর আগুসার॥

ক. বি. ২৪০৩

৭৭২

তথা রাগ

বিহির কি রীতি পিরিতি-আরতি
গোরা রূপে উপজিল।
যাহার এ পতি সেই পুণবতী
আনে সে ঝুরিয়া মৈল॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা বদন দেখিয়া
ঘুচাব মনের বেথা॥
সে গোরা গায় ঘাম-কিরণে
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঙ্গণ- কলিকার মালা
নারী-মন-বান্ধা ফান্দে॥
বাহুর বলনি অঙ্গের হেলনি
মন্থর চলনি-ছান্দে।
আছুক আনের কাজ কি মদন
বিনিয়া বিনিয়া কান্দে॥
শ্রবণে সোনার মকর-কুণ্ডল
রঙ্গিণী-পরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস কহয়ে নাগর
হারাই হারাই তিলে॥

তরু ২১৩৯

৭৭৩

সুহই রাগ

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি-পায়ে মাগো মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ-সময়ে পিয়ার না দেখিলুঁ মুখ॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় চরণেত ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণ-হরি॥

তরু ১৯৫৬
সমুদ্র ৩৭১

মন্তব্য—রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন—আভোগে তু শ্রীগোবিন্দচক্রবর্ত্তী তব প্রাণ-বল্লভং হরিম্ আনয়িষ্যামীতি নিশ্চয়েন মৃতির্বারিতা।

৭৭৪

নিন্দু আপন পরভাগ।
ভৈ গেল আশিন মাস॥
মাস গণি গণি আশ গেলহিঁ
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥
সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুণ্ড
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া॥

তরু ১৮০৮

৭৭৫

পাতিয় শমনক লাই।
আওল কাতিক ধাই॥
ধাই ষটপদ লাই পদুমিনি
পাই কিয়ে রস-মাধুরি।
ওহি নিশঙ্কহি সঘনে চুম্বই
কোন বুঝে অছু চাতুরি॥
যবহুঁ পিয়া মঝু নেহ করলহি
মেহ চাতক রীতিয়া।
পিয়াসে দুরহি রোয়ে পাপিনি
ওই রহল কি রীতিয়া॥

তরু ১৮০৯

৭৭৬

কি রিতি করব অব হামে।
আওল আঘণ নামে॥
নাম শুনইতে উছল অন্তরে
সো রস-সায়রে পেশলি।
কৌন বিহি মঝু নাহলে গেও
হাম সে পড়ি রহু একলি॥
শিশির নব নব তরুণ নব নব
তরুণি নবি নবি হোই রি।
নেহ নব নব তেজি দারুণ
দেহ ধরু জনি কোই রি॥

তরু ১৮১০

৭৭৭

কোই করয়ে জনি রোখে।
আওল দারুণ পৌখে॥
পেখৈ দিনমাহা সুরজ-আতপ
পরশে কম্পন হোতিয়া।
রজনি হিমকর দরশে দহ দহ
হেরি সহচরি রোতিয়া॥
কপট কামুক পিরিতি-আগুনি
দরশ কনি জনি হোই রি।
অতয়ে কুল শিল জিবন যৌবন
সখিক সঙ্গহি খোই রি॥

তরু ১৮১১

৭৭৮

খোই কলাবতি মানে।
আওল মাঘ নিদানে॥
নিদানে জীবন রহল সো পুন
মাঘ সমুঝল যাবই।

মদন ধানুকি ফেরি আওল
সবহুঁ মঙ্গল গাবই ॥
রসাল নব নব পল্লব-চাপহিঁ
মুকুল-শরে কত জোই রি।
ভ্রমর কোকিল ফুকরি বোলত
মার বিরহিণি ওই রি ॥

তরু ১৮১২

সংখ্যক রাধার দ্বাদশ মাসিক বিরহের ১২টী গীত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

অত্র চাতুর্মাস্যং বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য ততো মাসদ্বয়ং গোবিন্দদাসকবিরাজঠক্কুরস্য ততোঽবশিষ্টং মাসষট্কং গোবিন্দচক্রবর্ত্তিঠক্কুরস্য বর্ণনম্।

রাধামোহন ঠাকুর-উল্লিখিত গোবিন্দ চক্রবর্তীর ছয়টি কবিতা বর্তমান সংকলনের ৭৭৪—৭৭৯ সংখ্যাযুক্ত।

৭৭৯

ওই দেখহ অনুরাগে।
আওল ফাগুন আগে ॥
আগে মঝু কছু আশ আছিল
নিচয় নাগর আওবে।
বরিখ গেলহি অবধি ভেলহি
পুন কি পামরি পাতবে ॥
সোই নিরমল বদন-মাধুরী
দরশ কথি জনি হোয়।
অতয়ে নিরগুণ জিবন তেজব
মরণ ঔখদ মোয় ॥
মোয় হেরি সখি সব কোই।
চোঠ মাস বহু রোই ॥
রোই ঝর ঝর নিঝর লোচন
বিষম অব দো মাস।
কতিহুঁ অন্তর ততহি রহলিহ
হামারি গোবিন্দদাস ॥
আধ বরিখহি তহি পামরি
দাস গোবিন্দদাসিয়া।
অবহুঁ তব অব কবহুঁ না পাওব
রহল করমক নাশিয়া ॥

তরু ১৮১৩

মন্তব্য—বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর ১৮০২ হইতে ১৮১৩

৭৮০

বিহগড়া

নন্দ-নন্দন সঙ্গে শোহন
নওল গোকুল-কামিনি।
তপন-নন্দিনি তীরে ভালি বনি
ভুবন-মোহন লাবণি ॥
তাতা থৈয়া থৈয়া বাজে পাখাওজ
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণি।
বিলসে গোবিন্দ প্রেম-আনন্দ
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণি ॥
চারু চিত্রিত দুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনি।
দুহুঁ কলেবর ভরল শ্রমজল
মোতি মরকত হেম মণি ॥
উরহিঁ লোলনি বাজত কিঙ্কিণি
নূপুর-ধ্বনি অনুষঙ্গিয়া।
গীম-দোলনি নয়ন-নাচনি
সঙ্গে রসবতি রঙ্গিয়া ॥
রসে মাধব বিবিধ বিলসই
সঙ্গে সঙ্গিনি মাতিয়া।
নীল দরপণ- শ্যাম-মূরতি
হেরত গোবিন্দদাসিয়া ॥

তরু ১২৮০

৭৮১

ঐশান্ত ধানশী

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনু মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাইবে ছাড়িয়া।
হিয়ার ভিতরে প্রাণ দিয়া রাখিতো বেরিয়া
কেমন দারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল ॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥
ঐখানে করিত কেলি রসিয়া নাগর-রাজ।
কে বা নিল কি বা হৈল কে পাড়িল বাজ ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী
এ ছার শরীরে আছে নিলজ পরাণী ॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইত মরিয়া ॥

সমুদ্র ২৯৫, তরু ১৬৫

৭৮২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পুরবে ছিল গোকুলের গোপাল ॥
কেহ কহে জানকী-বল্লভ ছিল রাম।
কেহ বলে নন্দলাল নব-ঘন-শ্যাম ॥
পুরবে কালিয়া ছিল গোপী-প্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা ॥
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী ॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে।
তবু না পাইল রাধা-প্রেমের উদ্দেশে ॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রঙ্গে ভোরা ॥

তরু ২০৮৭

৭৮৩

তথা রাগ

তিল এক শয়নে সপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর ॥
সজনী সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো সুখ করি বিছুরাই ॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোককি কূপে।
মরছিত জনে ঘাত নহে সমুচিত
জগজনে কহব বিরূপে ॥
ভাঙ্গল মান সবহুঁ জন-গঞ্জন
পিরিতি পিরিতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ আপনে দুখ পায়ব
এ বড়ি মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখচান্দ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দি-বিষ-হ্রদ নীরে।
পামরি গোবিন্দ- দাস মরি যায়ব
সাজি আনল তছু তীরে ॥

ক. বি. ১৭২৮ — সমুদ্র ১৮৭, তরু ৪৪০
সং ৪২৩

মন্তব্য—এই পদের ভণিতায় 'পামরি' গোবিন্দদাসের উল্লেখ থাকায় ইহাকে গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদ বলিয়া ধরা হইল। রাধামোহন ঠাকুর 'লাখবাণ কাঞ্চন জিনি' ইত্যাদি পামরি গোবিন্দদাসের পদটি গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'করি বিছুরাই', 'মরমে মঝু সাধা', 'সাজি আনল তছু তীরে' ইত্যাদি শব্দ ভাষার উপর অধিকারের অভাবের নিদর্শন। এই পদের উত্তরটীও গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিতে হয়। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৭৮৪

কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন কানু যব শূনব
জিবনে না বান্ধব থেহা॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী।
অনুচিত মানে দেহ যদি তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥
কানুক চীত রীত হাম জানত
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাহে লাখ গারি দেয়সি
তবহুঁ রহত পথ চাই॥
ঐছন বোল না বোলবি সুন্দরি
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাসক শপতি তোহে শত শত
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥

ক. বি. ১৭২৭ তরু ৪৪১

মন্তব্য—এই পদটীতেও 'জিবনে না বান্ধব থেহা', 'কবহুঁ নহত নিঠুরাই', 'কাহে পরমাদসি এহ' প্রভৃতি ভাষার দৈন্যের পরিচায়ক।

পরিশিষ্ট (গ)

গোবিন্দদাস নামধারী একাধিক অর্ব্বাচীন কবির পদ

৭৮৫

বেহাগ

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে।
চেতন পাইয়া পুত্র দেখিল নয়নে॥
রোহিণীকে বোলাও তুলা তুঙ্গ করবি
হের দেখসিয়া আসি বালকের ছবি॥
এ কথা শুনিয়া নন্দ আনন্দিত মন।
একে একে চলিলেন সুতিকা ভবন॥
কত কোটী চন্দ্রের হইল উদয়ে।
হেরিয়ে বালকের রূপ আনন্দ হৃদয়ে॥
হেরিয়ে অপরূপ আনন্দ উল্লাস।
কৃষ্ণচন্দ্র-জন্ম কহে গোবিন্দদাস॥

বরাহ ৭খ ১৫

৭৮৬

শ্রী রাগ

বৃষভানু-পুরেতে আনন্দ কলরব।
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব॥
ধাইয়া আইল সব ব্রজের রূপসী।
দেখে বৃষভানুসুতা জিনি কত শশী॥
দেখিয়া গোপিকা সব আনন্দে ভরিল।
নাহিক নয়ান দুটী কীর্ত্তিকা দেখিল॥
পায়াছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি।
গোবিন্দদাস কহে নিদারুণ বিধি॥

বরাহ ৭খ ১৬

৭৮৭

ধানশ্রী

কান্দয়ে কীর্ত্তিকা রাণী দুনয়নে বহে পানি
ধূলি পড়ি গড়াগড়ি যায়।
এমনি সুন্দর কন্যা এরূপ জগতে ধন্যা
বিধি চক্ষু নাহি দিল তায়॥
হায় বিধি কি দশা করিলা।
দিয়ে গো রতন নিধি হাত নাহি দিল বিধি
ধন আবরণ না হইলা॥
কান্দি বৃষভানুনারী ভূমে যায় গড়াগড়ি
তেজিল অঙ্গের অলঙ্কার।
কেশপাশ নাহি বান্ধে ভূমে যায় গড়াগড়ি
দু নয়নে বহে পানি-ধার॥
আসি যত সহচরী উঠাইল হাত ধরি
বসাইল আপনার কোলে।
কহয়ে মধুর বাণী আর না কান্দিহ রাণী
ভালো মন্দ কপালের ফলে॥
কন্যা কোলে কয় দেবী ঐ হোক চিরজীবি
বাহু মেলি কন্যা লহ কোলে।
বাঁচিয়া থাকিলে এই শতেক কোঙর সই
আশীষ করত কুতুহলে॥
শোক দুঃখ পরিহরি কন্যা নিল কোলে করি
ছাড়ে রাণী দীরঘ নিশ্বাস।
দাসিগণ সারি সারি সেচই বাসিত বারি
মর্ম্ম জানে গোবিন্দদাস॥

বরাহ ৭খ ১৭

৭৮৮

কামোদ

গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া।
আভীর বালকগণ গায় রামকৃষ্ণগুণ
গোপী রৈল চাঁদমুখ চাঞা॥
আনন্দিত নন্দরাণী সাজাইয়া যদুমণি
নানা আভরণ পীত বাস।

রূপ হেরি ব্রজনারী আঁখির নিমিখ ছাড়ি
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস ॥
সো পদপল্লব বিরিঞ্চির দুর্লভ
যোগীর ধ্যানে অতি দূর।
ভাগ্যবতী নন্দরাণী পাইয়া পরশমণি
পায় ধরি পরায় নূপুর ॥
গোঠে যায় শ্রীহরি চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি
পীঠে দিল পাটকি ডোর।
ধড়ার আচল ভরি খাইতে দিল ক্ষীর ননী
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর ॥
আহীর বালক সঙ্গী কতজন কত রঙ্গী
তার মাঝে শ্যাম নটরায়।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন রোহি চলে ভিন্ন ভিন্ন
গোবিন্দদাস তাঁহা চায় ॥

লহরী ১:৮

৭৮৯

যমুনাক তীরে তরুতল সুশীতল
আসিয়া মিলিল দোন ভাই।
সভে বলে ভাল ভাল কী খেলা খেলিবে বল
আজু খেলা খেলিব এক ঠাঁই ॥
কারু কাছে ভেঁটা কড়ি রাম চাক দাঁড়াগুলি
কেহ কেহ পাঁচনি ফিরায়।
রাম কানাই কুতুহলে দাঁড়াইল দুই দলে
শিশুগণ ধরি ধাওয়া ধাই ॥
সাতলি করিয়া পণ খেলায় রাখালগণ
হারিলে লইব কান্ধে করি।
বংশিবটের তলে রাখিয়ে আসিতে হবে
সভে মিলি এই পণ করি ॥
খেলিতে লাগিল সভে বলাই জিনিল তবে
ডাকিয়া সাতলি বলাই ভাঙ্গে।
সাতলি ভাঙ্গিল বলি ডাকে মহামত্ত করি
মালসাট মারে নিজ অঙ্গে ॥
কেহ ধায় দুরাদুরি কেহ তরু লক্ষ্য করি
পিছে ধায় মত্ত বলাই।
এক শিশু বলে ভাই সাতলি পাতিতে যাই
মার যদি নন্দের দোহাই ॥
দূরে হইতে মারি ফেলি বিষম গেঁড়ুয়ার বাড়ি
ঠাঁই ঠাঁই ফুলিল কানাইয়ের পা।
কান্দিয়া কানাই বলে পড়িয়ে ধরণিতলে
এমন সময় কাছে নাহি মা ॥
বলার ভয়েতে হরি ছিদামের করে ধরি
বলে ভাই চল যাই দূরে।
গোবিন্দদাস কয় এত কি পরাণে সয়
দাদা কেন মারিলেক মোরে ॥

ক. বি. ১০৯

৭৯০

খেলারসে ছিল কৃষ্ণ ছিদামের সনে।
হেন বেলে রাধারে পড়িয়া গেল মনে ॥
ধেনু সঙ্গে নিয়োজিয়া সব সখাগণ।
যমুনার ঘাটে গিয়া দিলা দরশন ॥
ঠাঁই বুঝি বসিলেন কদম্বের তলে।
ঘাটের গলায় মালা দান লবার ছলে ॥
হেন কালে লাস বেশে সাজাইয়া পসরা।
সেই মথুরার বিকে যায় গোপিকারা ॥
হের কে দেখ গো বড়াই কদম্বের তলে।
যে দেখি সে ঘোর ঘটা ভাসাইবে জলে ॥
কেন বা আইলাম বিকে আপন খাইয়া।
ঐ দেখ ডাকে বাঁশি রাধার নাম লইয়া ॥
শ্যামচাঁদের উপরে ধবল চাঁদা মেলা।
তাহারি উপরে শোভে তিমিরের মালা ॥
তাহার উপর মত্ত-মউরপুচ্ছ সাজ।
হেন অদ্ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছ ॥
তাহার উপরে মত্ত মউরের পাখা।
আমা হইতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥

নীল মেঘ উপরে কিবা নব ইন্দ্রধনু।
তড়িত-জড়িত রূপ নবঘন তনু॥
শিরে চূড়া পীত ধড়া বনমালা গলে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ কদম্বের তলে॥
কত কোটি চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের ছটা।
গোবিন্দদাসের মন কেন লাটাপাটা।

ক. বি. ১৯২

৭৯১

সুবল মিলন

দেবি কহে জটিলারে শুনহ বচন।
নিশিতে দেখিছি হাম কঠিন স্বপন॥
শ্যাম বামে বসিয়ে আছয়ে কমলিনী।
ইহার মঙ্গল লাগি আইনু তখনি॥
জটিলা প্রণাম করি কহে দেবি-পায়।
যাহাতে মঙ্গল হয় করহ উপায়॥
দেবি কহে আয়োজন করহ তুরিতে।
দিনমণি পূজি রাধাকুণ্ডের তীরে॥
অরুণপূজার আয়োজন দেওল রাণি।
আঁখি ঠারি সুবলেরে কহে সুবদনি॥
সুবল আইল তবে যমুনাক তীরে।
রায়ের আনন্দ হইল সুবলেরে হেরে॥
আপন আপন বেশ পরি দোঁহ জন।
জল ভরি কুণ্ডে ধনি কয়ল পয়ান।
গোবিন্দদাস করু দুহু গুণ গান॥

ক. বি. ২৭৮

বাঁশিরব লাগি কানে চিত না ধৈরয মানে
অমনি উঠিল রসবতি।
কে যাবে আমার সাথে ফুলধনু লে গো হাতে
ভেটি গিয়ে গোলোকের পতি॥
ললিতা বলেন রাধে সাজাব মনের সাধে
অমনি যাইবি কেন ধনি।
সৈ সে সব রাখি সঙ্গে নাগরে ভেটিব রঙ্গে
যেতে হবে তাও আমরা জানি॥
রাইকে সাজাইছে ভালে লবঙ্গ মল্লিকার মালে
গোরোচনার বিন্দু তাহে দিল।
কপালে সিন্দূরের বিন্দু রবি-কোরে যেন ইন্দু
হেরি সভে বিমুখ তেজিল॥
দোসতি-মুকুতার মালা গাঁথি এক ব্রজবালা
পরাইল শ্রীমতির গলে।
অনুমানে বুঝি হেন বিধুপাশে তারা যেন
উদয় করিল মেঘের কোলে॥
অভিনব কামিনি তনু যেন সৌদামিনি
সৌদামিনি ভূষণে ভূষিত।
নিজ অঙ্গ দরশনে প্রতিবিম্ব বিলোকনে
ধনি ভেল আপনে মোহিত॥
রাই মোর ভূষণ পরে মনোহরের মন হরে
ধৈরজ ধরিতে নারে আনে।
গোবিন্দদাস কয় তুলনা দিবার নয়
চাঁদ যেন নামিয়াছে ভূমে॥

ক. বি. ৬১২, ৭৯২

৭৯২

ললিতা বিশাখা সঙ্গে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে
বসিয়া আছেন বিনোদিনী।
এমন সময়ে আসি বাজিল সঙ্কেত বাঁশি
সভে মাত্র রাধা রাধা ধ্বনি॥

৭৯৩

রাই চল চল আর কেন বিলম্ব
ললিতা লহু লহু বলে।
শ্রীহরি বলি উঠিল ধনি
ধরি সখি-ভুজ-মূলে॥

মণিদরপণ জলভাজন ধূপশক লেল।
সম্পুট করি তাম্বুল পূরি
গুণ চূড়হি দেল॥
চামর বিজন লেই কাদম্বিনি চলি যায়।
সুকমল জিনি রাইপদ আছে
কণ্টক ফুঁকে তায়॥
রূপমঞ্জরি ভুজযুগ মেলি
ভয়ে চলে কাছে কাছে।
কেশরি জিনি মাঝা অতি ক্ষিণি
ভয়ে ভাঙ্গে জনি পাছে॥
লোকালয় যব পরিহরি বনে
পৈঠলি বালা।
গোবিন্দদাস কহে অব সব
সখিনির ভয় ভেলা॥

ক. বি. ৬১৭

৭৯৪

কড়খা ধানশী

ললিতা উল্লাস প্রাণী সুবর্ণের চিরুণী আনি
মনসাধে আঁচরিল চুল।
বিশাখা কবরী বাঁধে করি মনোহর ছাঁদে
সারি সারি দিল নানা ফুল॥
চিত্রা সময় জানি সুবর্ণের সীঁথি আনি
যতনে দেয়ল সীঁথিমূলে।
চম্পকলতিকা ধনি অপূর্ব্ব সিন্দূর আনি
যতনে পরাওল ভালে॥
নানারত্ন কর্ণমূলে রঙ্গদেবী পরাইলে
শোভা অতি কহনে না যায়।
সুদেবী হরিষ হইয়া গজমোতি হার লইয়া
গলে দিয়া নিরখিয়া রয়॥
বাকি আভরণ ছিল তুঙ্গবিদ্যা পরাইল
ইন্দুরেখা পরায় নূপুর।
গোবিন্দদাস অভিলাষি হইতে রাধার দাসী
তবহিঁ মনোরথ পূর॥

মাধুরী ১৪৮৭

৭৯৫

গুরু গরবিত ধনি নাহি করে ভয়।
ভেটিব নাগর শ্যাম দড়াইল নিশ্চয়॥
অভরণ পাড়ি আনি করিল সাজন।
গলায় পরিল বাজু হাতের কঙ্কণ॥
পায়ের নূপুর কেহ তুলি পার করে।
গজমতি হার পরে কটীর উপরে॥
কপালের হিরার পাঁতি পায়ে পরে ভালে।
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা কেহ পরয়ে কপালে॥
কপালে কাজর পরে নয়নে সিন্দুর।
ভুলিল সকল গোপী হইল অথির॥
আর এক গোপবধূ যাইতে না পাইল।
কুজন হইল তার পতি ধরিয়ে রাখিল॥
কৃষ্ণ অনুরাগে গোপী পরাণ তেজিল।
আগে যাই সেই ধনি কৃষ্ণচরণ চাইল॥
গোবিন্দদাস কহে অনুরাগ সার।
নিশ্চয় হইলে মিলে নন্দের কুমার॥

ক. বি ৭৩৭

৭৯৬

নূপুরের রুনু ঝুনু পড়ে গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে কে রাই হেন পারা
ও কে এলে হে ধনী প্রেমময়ী রাধা।
তব দরশনে দূরে গেও মনসিজ বাধা॥
তুমি আমার সরবস দুনয়ানের তারা।
তুয়া বিনা সবদিগ লাগে আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপতপ তুমি ব্রত দান।
তুমি আমার মূলমন্ত্র তুমি হরিনাম॥

তখন আনিয়া যমুনার বারি ধোয়ায় দুই পায়।
পীত বাসে মুছে পদ অনিমিখে চায়॥
তা দেখি ললিতা মুচকি হাঁসে কুন্দলতার আড়ে।
গোবিন্দদাস ভাসে আনন্দ সায়রে॥

ক. বি ৭৮৪

মন্তব্য—পদামৃতমাধুরী ১।৫১২ পৃঃ জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদে

"দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা।
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনে দশদিগ হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপতপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর মন্ত্রতন্ত্র তুমি হরিনাম॥"

ইত্যাদি চরণ মিলে।

৭৯৭

একে সে লোকের কথা সহনে না যায়।
মোর নাম ধরি বাঁশি অবিরত গায়॥
গুরুজনা পরিজনার যখন থাকি কাছে।
মোর নাম ধরি বাঁশি সঘনে গরজে॥
রাধা রাধা বলিয়ে ডাকয়ে বাঁশি সদা।
মা বাপ ছাড়াইল ঘর নাম থুঞে রাধা॥
মন দুখে থাকি আমি মরমে মরিঞা।
আপনা মজাইলাম আমি পিরিতি করিঞা॥
গোবিন্দদাস কহে শুন ধনি রাধা।
শ্যাম যে তোমার তনু তুমি তনু আধা॥

ক. বি. ৮১০

৭৯৮

বুঝিয়া গোপিকা-অঙ্গ দহিছে অনঙ্গে।
রসিক নাগর পাশ প্রেমের তরঙ্গে॥
আঁচরে সুচারু করি সুবেশক লাই।
বয়ানে বয়ানে মিলি নয়ানে মিলাই॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে হৃদয় জুড়াই।
পয়োধর-শিখরেতে নখর বসাই॥
এইরূপে যত গোপী তত রূপ ধরি।
বিহরে অনঙ্গ রঙ্গে রসিক মুরারি॥
এলোথেলো গোপিগণ কবরি খসিল।
জলধর আড়ে যেন শশি লুকাইল॥
অধর মাধুরি পানে বিন্ধিল দশনে।
নারী বিমোচন চির হরল জঘনে॥
শ্রমজল গলিত সকল অঙ্গরাগে।
মুকুতা কবরি ভার কুসুম ভূমি ভাগে॥
মুখরিত মঞ্জির বলয়া বসনে।
হার হরল অঙ্গে নামি সম্বরণে॥
গোপীর বদন চাঁদ চকোর কানাই।
সিন্দুরের বিন্দু কাজরে বানাই॥
বিপরীত সুরতি কুটিল ঘন দিঠি।
লহু লহু সুহাস্য বচন ভেল মিঠি॥
শ্যামল নাগরবর গোয়ালিনি গোরি।
গান শ্রীগোবিন্দদাস মেঘেতে বিজুরি

ক বি. ৮৩১

৭৯৯

ত্রৈলোক্য-আধার কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
কেমনে গোপিকাগণ সহিবে রমণ॥
সহিতে না পারি গোপী মাগে পরিহার।
নিবেদন করি হরি না কর বিহার॥
সহজে রমণকেলি করহ গোঁয়ার।
নাগর-সমাজে বড় হইবে খাঁগার॥
আর মোর সাধ নাই শুনহ লম্পট।
আজি সে বুঝিনু মোর বড়ই সঙ্কট॥
ছাড় ছাড় লম্পট আমার নাহি কাজ।
ভালে ভালে বলিতে কী খাইয়াছ লাজ॥
তুমি মত্ত হস্তী যত আমি ফুল খিনি।
দৃঢ় এই বিহার কত সহে কমলিনি॥

কে বলে দয়াল তোরে নিঠুর মুরারি।
যে বুঝি প্রকার আজি বধ গোপনারি
নিষ্ঠুরতা তেজ হরি রাখ ওহে তনু।
ধীরে ধীরে রমণ সহজ কর কানু॥
নখাঘাতে বিদরে নব পয়োধর।
নিরবধি দহে তনু বিষের সোসর॥
অধর নিরস হৈল ঘন বহে শ্বাস।
কখন না যায় প্রাণ তখন আয়াস॥
কহেন গোবিন্দ প্রাণ যাউক নাহি দুখ
সবে না দেখিব আর তুয়া চাঁদমুখ॥

ক. বি. ৮৩২

৮০০

এতেক বচন যদি গোপীগণ বৈল।
শুনিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল॥
পরিহরি রমণ রসিক-রাজ ধীর।
অমিয়া বচনে সব সেচিল শরীর॥
আপনে কবরি হরি ধরি ধরি বান্ধে।
বসনে বসনে বিগলিত নিবিবন্ধে॥
গাঁথিয়া গাঁথিয়া পুন গজমতি হার।
পুনরপি কণ্ঠে মালা দিল সভাকার॥
এতেক দেখিয়া নন্দ-সুত-অনুগতি।
গোবিন্দদাস কহে সভাকার প্রতি॥

ক. বি. ৮৩৩

৮০১

ফুলের কুণ্ডল ফুলের হার।
ফুলে বান্ধিয়াছে কুন্তলভার॥
ফুলে সাজিয়াছে মুরলিবর।
ফুলের ধনুক ফুলের শর॥
ফুলের ফুলেতে রচিত গেড়ু।
সকল গোপিনী গোপাল খেড়ু॥
হরিষ হইয়ে উনমত অলি।
সঘন সম্মুখে গুঞ্জরে ভেলি॥
কুসুম পরিয়া কবরী পরে।
রঙ্গেতে গোপিকা কাড়াকাড়ি করে
কুসুমে কুটীর নির্ম্মাণ করি।
কুসুম সাজায়ে লুটয়ে পড়ি॥
ফুল তুলি ফুলের করিছে বাণ।
মদনে মাতিল গোবিন্দ গান॥

৮০২

জয় রে জয় বৃষভানু-কন্যা।
ডালে বসি ডাকে সারি প্রেমে বহে বন্যা॥
সারি বলে ওহে শুক তোমার কৃষ্ণ কালো।
আমাদের শ্রীরাধার রূপে জগত করে আলো॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সারি কহে আমার রাইয়ের সঙ্গে যতক্ষণ॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে ধরে গিরি।
সারি বলে আমার রাধা হৃদে ধরে গিরিধারি॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণ সুখ-সিন্ধু-সার।
সারি বলে আমার রাধা প্রেমের ভাণ্ডার॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বামে চূড়া টলে।
সারি বলে আমার রাইয়ের চরণ পাবে বলে॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মুরলির ধ্বনি।
সারি বলে আমার রাইয়ের সুমধুর বাণি॥
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চন্দনের বিন্দু।
সারি বলে আমার রাধার সিন্দূরের বিন্দু॥
সারি শুকের দ্বন্দ্ব শুনি কোকিলা কোকিলি।
উলসিত জয় জয় রাধাকৃষ্ণ বলি॥
তা শুনি আনন্দে ভাসে ভ্রমরা ভ্রমরী।
রাই শ্যাম বেড়ে তারা গুণ গুণ করি॥

তা দেখি মউরী নাচে মউরের সঙ্গে।
গোবিন্দদাস ভাসে প্রেমের তরঙ্গে॥

ক. বি. ৮৪৫

৮০৩

ভাল হইল আইলা গোপী দেখ বনশোভা।
ঘরে যাঞা নিজ নিজ পতি কর সেবা॥
দুরজন চোর যদি হয় নিজ পতি।
তাহা ছাড়ি রমণীর নাহি কোন গতি॥
কানুর এতেক বাণী শুনি সব গোপী।
অধোমুখ হইয়া চরণে লিখে ক্ষিতি॥
খঞ্জননয়নে সুরধুনিধারা বয়।
ধর্ম্ম তোমাতে রহ গোপীগণে কয়॥
করিব অধর-পান মনে মনে রুখে।
পতিব্রতা ধর্ম্মটীকা শিখাও কাহাকে॥
পত্নীর পরম গতি তুমি অভিরাম।
তুমি না থাকিলে পতি অগতি প্রমাণ॥
কত কত পদুমিনি গায়ত মধুকর ধর স্মৃতিভাস।
পদুমিনি গায়ত মুগধল গোবিন্দদাস॥

ক. বি. ৮৬৪

৮০৪

ভালই হইল রাই ভালই হইল।
আমি হইলাম গৌররূপ তুমি হইলে কাল
নিজরূপ দেখি মোর মনে হইল ক্ষোভ।
তোমার স্বরূপ হইতে হইল বড় লোভ॥
বড় মনে সাধ ছিল হব তোমার রূপ।
আপনি করিলে তুমি আপনা স্বরূপ॥
চূড়া বাঁধি দিয়াছি রাই আর না লইব।
তোমার ভাবের মালা গাঁথিয়া পরিব॥
ঋণী আমি তুমি রাই প্রেমের মহাজন।
কলিযুগে শুধিব ঋণ করিয়া কীর্ত্তন॥
রাই কহে তোমার সঙ্গে নবদ্বীপ যাব।
গোবিন্দদাস কহে প্রেমের ধার শুধিব॥

ক. বি. ৯৩৩

৮০৫

রাধাশ্যাম পাশা খেলে অতি মনোহর।
কাঞ্চনের পাটী লয়ে দিল থর থর॥
রাই নিল কাল গুটি গোরি নিল শ্যাম।
কাঞ্চনের পাটী লয়ে খেলে অনুপাম॥
শ্যাম কহে বিনোদিনী আগে কর পণ।
হারিলে হারিবে তুমি যত আলিঙ্গন॥
বিনোদিনী কহে শুন বিদগধ রায়।
এ কথা কহিতে মুখে লাজ নাহি পায়॥
হারিলে লইবে টার কঙ্কণ আমার।
জিনিলে লইব আমি মুরলি তোমার॥
একথা শুনিয়া দৃঢ় প্রমাণ করিয়ে।
ললিতার সাক্ষী রাখে করচা পাড়িয়ে॥
পাশা খেলে ব্রজরাজ দশ দশ বলি।
বিপু বিপু বলি ডাক দিল চন্দ্রাবলি॥
দশ না পড়িল শ্যামের বৈরি হৈল সার।
গোপীগণ মাঝে শ্যাম পাইল বড় লাজ॥
খেলিতে না পারে শ্যাম করিছেন চুরি।
রাধা ও বিশাখা সব দিছে টিটকারি॥
দাস গোবিন্দ কহে শ্যাম না খেলিহ আর
হেন বুঝি যায় পাছে মুরলি তোমার॥

ক. বি. ৯৯১

৮০৬

আপন জানিয়া সুজন দেখিয়া পিরিতি করিয়ে তায়।
পিরিতি রতন করিয়ে যতন তবে সে সমান যায়॥

সই পিরিতি বিষম বড়।
পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পিরিতি দড়॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধুলোভে করে প্রীতি।
মধুপান কর্য়া উড়িয়া পালায়
এমতি তাহার রীতি॥
কুজনে সুজন পিরিতি করিলে
সদাই দুখের ঘর।
আপনার সুখে পিরিতি করয়ে
সে পুন বাসয়ে পর॥
সুজনে সুজনে অখণ্ড পিরিতি
যে জন করয়ে আশ।
তাহার পরাণের নিছনি লইয়া
কহে ত গোবিন্দদাস॥

বরাহনগর পুথি ৬ (৮)

মন্তব্য—বোধ হয় কোন এক চণ্ডীদাসের পদে গোবিন্দদাসের ভণিতা যুক্ত হইয়াছে।

৮০৭

রাইক মানে বিকল মন-মানসে
নিজ মন্দিরে চলি গেল।
যশোমতি কর লহু বেশ নব বিজই
গমনে অনুমতি দেল॥
যমুনাক তীরে এক নীপমূলে
পড়ি রহু নাগর কান।
রাই নিজ মন্দিরে মরম সখি সঞে
এই দুখ করি অনুমান॥
ধিক্ ধিক্ জীবনে হাম গোয়ারিনি
বোধ শোধ নাহি হোয়।
গোবিন্দদাস কহে শুন সতি ভামিনি
যব হরি সাধল তোয়॥

ক. বি. ১৬২৮

৮০৮

কহে বৃন্দা সহচরি শুন ওহে বংশিধারি
যদি তুমি হতে পার নারি।
মুকুট উতারি শিরে বান্ধ কবরি
তবে নারি মিলাইতে পারি॥
চুড়া আপনি নামাও হে
মুকুট উতারি শিরে বান্ধ কবরি
সিন্দুরের বিন্দু পর ভালে।
তেজি মকর-কুণ্ডল কর্ণে পর কর্ণফুল
কুণ্ডল পড়িল ভূতলে॥
দেখতে পেলাম না নারীর মিলনে হরি
বলয়া পরিহরি কঙ্কণ কিঙ্কিণি পরি
বক্ষে পরে বিচিত্র কাঁচলি।
বাহুমূলে বাজুবন্ধ জ্যোতিতে মলিন চন্দ্র
গলে পরে বিচিত্র হাঁসলি॥
তেজ্য করি পীতাম্বর পরিধান রক্তাম্বর
চন্দ্রহার শোভে তছু পরে।
সোনার নূপুর পাতা মল রাঙ্গা পায়ে ঝলমল
কৃতার্থ দাস গোবিন্দ হেরে॥

ক. বি. ১৬৩২

৮০৯

শ্রী রাগ

নারীরূপ ধরি যদি যেতে পার শ্যাম।
তবে সে ভাঙ্গিতে পারে মানিনীর মান॥
নাগর কহত বৃন্দে ক্ষতি কিহে তায়।
নাগরী বেশ তবে বনাহ আমায়॥
নাগরে সাজায়ে দিল নাগরী বেশ।
বেণী বনায়ল চাঁচর কেশ॥
কুণ্ডল খুলি কর্ণে ফুল পরাইল।
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু শোভা ভালে হইল॥

কেশর মৃত্তিকা আনি মাখাইল অঙ্গে।
স্বর্ণচুড়ি হাতে দিল কঙ্কণ সঙ্গে॥
পয়োধর করি দিল কদম্ব-কেশরে।
নীলসাড়ী পরাইল ধড়া করি দূরে॥
চরণে আলতা পাতা নূপুর বাজে।
রাধানামে বিদেশিনী বীণাযন্ত্র সাজে॥
গোবিন্দদাসে কহে যাই বলিহারি।
মনে লাগি বিদেশিনী সাজল মুরারি॥

মাধুরী ২।৫০৪

৮১০

কেশর মৃত্তিকা আনি অঙ্গে মাখাইল।
শ্যাম অঙ্গ ঘুচিয়া অমনি গৌরাঙ্গিণী হইল
বীণাযন্ত্র করে বীণা প্রতি বলে।
উচ্চৈঃস্বরে বাজ বীণা রাধা রাধা বলে॥
যতনে তোমায় করে ধরিয়াছি বীণে।
হারায়েছি রাই যদি পাই তব গুণে॥
রাধা রাধা রাধা বলে হয় বীণাধ্বনি।
নিকুঞ্জ থেকে শুনে রাধা বিনোদিনী॥
কানুর বেণুর মত শ্রবণে শুনি যে।
আকুল হইয়া কয় সখিরে চাহিয়ে॥
বীণা-ধ্বনি শুনি ধনি অধৈর্য্য অন্তরে।
কে বাজায় বীণা উহায় আন সমাদরে॥
অনুমতি পেয়ে তখন ললিতা চলিল।
গোবিন্দদাসের দুখ দূরে গেল॥

ক. বি. ১৬৩৩

৮১১

বালাধানশী

বাম পদ বাড়াইল নারীর স্বভাবে।
দাঁড়াইয়া বৃন্দাদেবী চেয়ে দেখে তবে॥

রাধার নিকটে যান বীণা বগলেতে।
রাধে রাধে বলি গান করিতে করিতে॥
একে তো সুতান তাথে রাধা নাম শুনি।
কর্ণ-তৃষ্ণা ক্ষোভ করে জুড়ায় পরাণি॥
বীণার সুতান শুনি হরে নিল চিত।
দেখি সখি রাই পাশে কহেন তুরিত॥
ললিতা আসিয়া বলেন শুন ওগো রাই।
কি অপূর্ব্ব বীণা এমন শুনি নাই॥
কোথা হইতে বিদেশিনী আইল এক জন।
বীণার সুতান শুনি জুড়াইল মন॥
রাধা বলে আন গিয়ে আমার নিকটে।
বীণাযন্ত্রে গান করে সে কেমন বটে॥
শুনিয়া সোনের কথা ললিতা চলিল।
গোবিন্দদাসের মনে আনন্দ বাড়িল॥

মাধুরী ২।৫০৫

৮১২

তুড়ি

অপূর্ব্ব বীণার গান শুনিয়ে শ্রবণে।
সব পাশরিল রাধা হরিল গেয়ানে॥
অঙ্গের খুলিয়ে দিছে যত আভরণ।
হাসি হাসি বিদেশিনী ফিরাইল বদন॥
কমলিনী বলে ধনি কোন বর চাও।
যাহা চাবে তাহা দিব বদন ফিরাও॥
শুনিয়ে বিদেশিনী ফিরায়ে বদন।
জোড় কর করি তবে কহয়ে বচন॥
নন্দের নন্দনে যত করিয়াছ মান।
ঐ মান রতন ধন মোরে দেহ দান॥
শুনিয়ে বচন মুখে বসন ঝাপিল।
সব দুঃখ দূরে গেল আনন্দ বাড়িল॥
নারী হয়ে দাসী হতে এলে আমার স্থানে।
তোমার উপর আর কখন না করিব মানে॥

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
মিলল তৈখন যুগল কিশোর॥
দাঁড়াল শ্যামের বামে নওলকিশোরী
গোবিন্দদাস বলে যাই বলিহারী॥

মাধুরী ২।৫১০

৮১৩

শ্বেতরক্ত নীলোৎপল আদি পুষ্প যত।
মল্লিকা মালতী যূথি আর পুষ্প কত॥
বনে বনে ফুল তুলি আইলা সহচরি।
কবে অব হার গাঁথি দেহ হে কিশোরি॥
বিনিসূতা বনমালা রাধিকা গাঁথিল।
বিশাখার হস্তে আনি সযতনে দিল॥
আগে গিয়া বনমালা দিহ তার গলে।
মিলিব কুঞ্জেতে নিজ কহিও সঙ্কেত ছলে॥
মালা লইয়া সহচরি করিল পয়ান।
গোবিন্দদাস তছু পদে গান॥

ক. বি. ১৬৭৫

৮১৪

চেন বা না চেন তুমি হইয়াছ ভূস্বামি
নাম বৃন্দে থাকি ব্রজপুরে।
পাঠাইলেন রাই আমারে
খতেক খাতক ধরিবারে
তাই এলাম যমুনার পারে॥
দিয়েছ হে লিখে যত
এই দেখ দস্তখত
স্বহস্তে লেখা শ্যাম তোমার।
তোমার লেখা স্পষ্ট স্পষ্ট
জগতে আছয়ে রাষ্ট্র
কর দৃষ্টি চক্ষে আপনার॥
কর নাকো বরাজোড়
রাইরাজার হুকুম জোর
জোর করি লব বৃন্দাবনে।
তেজিয়া মথুরাধাম
চলহ ওহে শ্যাম
চল এখন রাধার সদনে॥
ভেবো না শ্যাম ভাবনা কি
তোমার তো সকলি বাকী
উস্থল কিছুমাত্র নাই।
গেলেই হবে বন্দোবস্ত
কেনে আর ঋণগ্রস্ত
স্থদের দফা রফা দিবেন রাই॥
তার রাজ্যে কোটাল নাই
খেটে খোলসা হইও ঋণে।
যদি আসলে হয় অস্থিত
করিব স্থিত তোর জন্য ধরিব রাই চরণে॥
রাই রাজার করে ধরি এলে হে যমুনার পার
শ্যাম তোমার নাহিক নিস্তার।
সূর্য্য হয় অস্তগামি শীঘ্র হও অগ্রগামি
পশ্চাদগামি আমি হই তোমার॥
বিলম্বে কি ফলোদয়
ধার করিলে ধার শুধিতে হয়
চিরকাল এই ধার…নিস্তার।
সূর্য্য হয় অস্তগামী
শীঘ্র হও অগ্রগামী
পশ্চাদগামী আমি হই তোমার॥
নত জনের আছে ধারা
দ্বিগুণে খোলসা করা
তোমার ধারা করিব রাধার কানু।
গোবিন্দদাসে কয় এই যুক্তি রসময়
বৃন্দাবনে কর অগ্রসর॥

ক. বি. ১৮৭৯

৮১৫

রাই তনু পিরিতি পসার।
তোহারি স্মরণজলে লুটাইল জগজনে
এত নহে ধরম বিচার॥
কোকিলা লইল বেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ
মুখশোভা নিল শশিকলা।
মৃগ নিল দুটী আঁখি ভুরু নিল খঞ্জন পাখি
মৃদু হাসি লয়েছে চপলা॥
বিম্ব নিল অধর নাসা নিল খগবর
দশন জ্যোতি লয়েছে মুকুতা।
কাঞ্চন লয়েছে বর্ণ গৃধিনি লয়েছে কর্ণ
তোমার রাইয়ের এতেক বিতথা॥
কুচযুগ কনয়া গিরি শ্রীফলে করেছে চুরি
ভুজ নিল পদ্মের মৃণালে।
রামরম্ভা নিল উরু চরণ মাধুরি চারু
রাজহংসে চুরি কৈল ভালে॥
রাইকে ব্রজে একা পাইল সভে মিলে লুটি নিল
শুন শুন নিঠুর মাধাই।
গোবিন্দদাস ভণে ধরি শ্যামের শ্রীচরণে
একবার ব্রজে চল যাই॥

ক. বি. ১৯১১

৮১৬

নিরদয় হে তুমি আর কি ব্রজে যাবে না।
মাছোড় মা ফেলে পাশরিলে বাণি।
নন্দ যশোমতি অন্ধ লোটায় ধরণি॥
মথুরাতে রাজা হৈলে রাজছত্র মাথে।
ছিদাম আদি বেড়ায় কেন্দে শিরে দিয়ে হাথে॥
কি সুখে শয়ন কর রতন পর্য্যাঙ্কে।
বিধুমুখি পড়ে আছে যমুনার পঙ্কে॥
কি সুখে শয়ন কর রতন মন্দিরে।
যমুনা তরঙ্গ বহে রাইয়ের নয়নের নীরে॥
বনে থাক ধেনু রাখ রাখালিয়া মতি।
তুমি কী রাখিতে পার রাধার পিরিতি॥
ধরে তোমায় লয়ে যাব কে রাখিবে দেখি।
গোবিন্দদাস কহে ছল ছল আঁখি॥

ক. বি. ১৯১৩

৮১৭

দূতি তুমি বৃন্দাবনে হও আগুসার।
মাতা পিতায় কহিও কুশল নমস্কার॥
প্রবোধিয়ে কহিও বিশেষ বিবরণ।
ব্রজপুরী তেজ্য হরি নহে কদাচন॥
মিনতি কহিও আমার শ্রীরাধিকার পাশ।
জন্মে জন্মে শ্রীরাধার আমি নিজ দাস॥
অদ্যাপি ব্রজেতে আমি করিয়ে গমন।
শ্রীরাধার দর্শন করিব সম্মিলন॥
এতেক বলি যোই নন্দের নন্দনে।
এ বোল শুনিয়া দূতি এলো বৃন্দাবনে॥
দূতি অনুসরি ব্রজে আইল পীতবাস।
গোবিন্দদাস কহে ভাবের উপাস॥

ক. বি ১৯৪২

৮১৮

পতিতপাবনী ধনি শ্রীরাধা ঠাকুরাণী
বারেক কৃপা করিতে জুয়ায়।
দূরে না ফেলিহ মোরে রাখিহ সখির মেলে
মিছা কাজে এ জনম যায়॥
কি কহিব মহিমা ত্রিভুবনে নাহি সীমা
ব্রজেন্দ্র-নন্দন-মন-মোহিনী।
এতেক মহিমা শুনি স্মরণ লইনু পুনি
ব্রজকুল-উদ্ধার-কারিণী॥
মোর কি এমন হব শ্রীরাধার চরণ পাব
সখি সঙ্গে কুঞ্জে করু বাস।

অন্ধকূপ গৃহ-মাঝে ডুবি রৈনু মিছাকাজে
নিবেদিল গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২০৯৬ পদকল্পলতিকা পৃঃ ৬৬

৮১৯

জয় শচীনন্দন কর অবধান।
ভোজন-মন্দিরে প্রভু করল পয়ান ॥
বসিতে আসন দিল রত্ন সিংহাসনে।
শীতল জলেতে প্রভুর ধোয়াইল চরণে ॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
আনন্দে ভোজন করেন চৈতন্য গোসাঞি ॥
অদ্বৈত ঘরণি আর শান্তিপুর নারি।
উলু উলু জয় দিয়া প্রভু-মুখ হেরি ॥
ছয় গোসাঞি বলিলেন দ্বাদশ গোপালে।
অষ্ট কবিরাজ আর মহান্ত সকলে ॥
শাক শুকতা ভাজি আর লফরা ব্যঞ্জন।
যাহা খায়ে তুষ্ট হইলা শ্রীশচীনন্দন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীকুমার ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি করঙ্গের পানি।
যাহা খেয়ে তুষ্ট হইলা সন্ন্যাসি চূড়ামণি ॥
স্বর্ণ খড়িকা দিয়া করে দন্ত ধাবন।
আচমন করিয়া প্রভু বৈসল সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে ॥
কর্পূর তাম্বুল খেয়ে পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দদাস করে চরণ সেবন ॥

ক. বি. ২০২১

৮২০

ছিদামে লইয়া সঙ্গে বিপিনে বিহার রঙ্গে
আমি তখন দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রৈল তুয়া পথ চেয়ে ॥
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বন্ধু গুণ গাই
ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি।
যখন তোমায় পড়ে মনে চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইলে কেশ নাহি বান্ধি ॥
মানিক নও মুকুতা নও যে গলায় পরিব হে
ফুল হইলে বেশ বনাইতাম।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
দেশে দেশে লইয়া ফিরিতাম ॥
অগুরু চন্দন হতেম তুয়া অঙ্গে
লেপা যেতাম ঘামিলে পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
গোবিন্দদাস কয় যত সব মনে হয়
বচনে কি তাহা কহা যায় ॥

ক. বি. ২০৪৮

৮২১

নিকড়ে নাগরবর তুমি সে আমার।
নিকড়িয়া দাসী ভাল আমি সে তোমার ॥
নিকড়ে বাঁশের বাঁশী থাকে তোমার মুখে।
নিকড়ে রাধার নাম ঘন ঘন ডাকে ॥
নিকড়িয়া মুখে তোমার নিকড়িয়া হাসি।
কড়িয়া কাঁখের কুম্ভ জলে গেল ভাসি ॥
নিকড়ে গোবিন্দদাসের পদ নিকড়িয়া।
যেবা গায় যেবা শুনে সেই নিকড়িয়া ॥

ক. বি. ২০৬২

৮২২

ব্রজের পূজিতা পৌর্ণমাসী ভগবতী।
ললিতাদি সহ আইলা জটিলা-বসতি ॥
দেবীরে জটিলা দেখি উঠিয়া দাঁড়াইল।
পাদ প্রক্ষালন করি আসনে বসাইল ॥

জটিলা কুটিলা কহে কেন আগমন।
দেবী কহে আইলাম আমি আশিস্ কারণ।
কালিকার নিশি শেষে দেখেছি স্বপন।
রাধার দক্ষিণে শোভে নন্দের নন্দন॥
জটিলা কুটিলা কহে ভগবতি মাই।
অন্তঃপুরে বধূরে আশিস্ করে যাই॥
ললিতা করিয়া সঙ্গে যাও রে গমন।
রাধার সদনে যায়ে দিল দরশন॥
দেবীর শব্দ শুনি সুবল সত্বরে।
সলজ্জ সম্ভ্রমে যেয়ে প্রবেশিলা ঘরে॥
রাই বেশে সুবল সে না দেখায় মুখ।
গোবিন্দদাস কহে এ রস কৌতুক॥

ক. বি. ২৫০৯

৮২৩

সভে মনে মনে করয়ে ভাবনে
কেন বৃষভানু-ঝি।
নাহি আসে হেথা নাহি কয় কথা
ইহার কারণ কি॥
সুচিত্রা সুন্দরি জানয়ে চাতুরি
রায়ের যতক কলা।
তবে ধীরে ধীরে ভবন ভিতরে
প্রবেশিল করি ছলা॥
চতুর সুবল দধি ঘৃত ঘোল
ক্ষীর্সা মাখন ছানা।
এ ভাণ্ড হইতে ও ভাণ্ডেতে ঢালে
ঘন করে আনাগোনা॥
সুচিত্রা সুন্দরি সুস্থির চাতুরি
চরণ চলনে চিনে।
উলটি উড়ানি উড়িতে তখনি
উঘার হইল অঙ্গ।
স্থলপদ্ম-কলি উজর যুগলি
সব সখি দেখে রঙ্গ॥
রাই বেশ ধরি সুবল সুন্দর
ঈষৎ মধুর ভাসে।
সব সখি মেলি হাসি কুতুহলি
ভণয়ে গোবিন্দদাসে

ক. বি. ২৫১০

৮২৪

এ কোন রঙ্গ তোর দেবি জিজ্ঞাসিল।
পূর্ব্বে বৃত্তান্ত কথা সুবল কহিল॥
সুবল বলেন দেবি তোমারে নিবেদি।
কি করে আসিবে ঘরে বৃষভানু-ঝি॥
যোগমায়া করে তবে যুকতি যোজনা।
মৃত্যু আরাধন লাগি করিল মন্ত্রণা॥
চতুর ললিতা সখি বুদ্ধি উপাজিল।
সূর্য্যপূজার ভাব তখন মনেতে রচিল॥
ললিতা করিয়া সঙ্গে সত্বরে গমন।
জটিলা কুটিলা পাশ দিল দরশন॥
জটিলা কুটিলা পাশ পুন কহে যাই।
তোদের হয়ে বধূ লয়ে পূজিব দেব রায়॥
কুটিলা কহে ভগবতি মাই।
সূর্য্যপূজায় কিবা হয় কহ কিবা চাই॥
ষোড়শ উপচার কিবা পঞ্চ উপচারে।
লাড্ডু ঘৃত নবনীতে পূজি সব বরে॥
জটিলা কুটিলা শুনি আনন্দিত মন।
গোবিন্দদাস কৈল দীন আয়োজন॥

ক. বি. ২৫১১

৮২৫

রাই বেশে সুবল এসে দেবি পাশে দাঁড়ায়
দেবি আঁখি ঠারে কহে বেলা বয়ে যায়॥

নব নব নাগরি কলা।
যৈছন চান্দ কি মালা॥
বসনে ভূষণে উজোর।
শঙ্খ শব্দ ঘন ঘোর॥
শ্রীকৃষ্ণ দরশন ভাব।
ঘন তহি জয় জয় রব॥
শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত।
গোবিন্দদাস ভণিত॥

ক বি. ২৫১২

৮২৬

সুবলে দেখিয়া রাই বহু প্রশংসিল।
দুজনার গলার মালা সুবল-গলে দিল॥
সুবলের বেশভূষা সুবলেরে দিল।
আপনার বেশভূষা আপনি পরিল॥
সূর্য্যপূজার আয়োজন যত কিছু ছিল।
রাধাকৃষ্ণের অগ্রেতে তাহা নিবেদিল॥
শ্রীকুণ্ডের অকুলে কেলি-কদম্ব কুটীরে।
কানু সহ কিশোরি কুসুম কেলি করে॥
হেনকালে ঘোর ঘণ্টা শঙ্খের ঘোষণে।
শুনইতে রাই শ্যাম চমকিত মনে॥
দেবী দূরে দেখে রাই সুবল বেশে আছে।
সভে মেলি কুতুহলি গেলা তার কাছে॥
শঙ্কাশূন্যা হইলা রাই কানুর সহিতে।
প্রণাম করিল রাই দেবীর সাক্ষাতে॥
সব সখি পাশরিল পূজার পসার।
সুখের সাগরে মগ্ন মন সভাকার॥
রাধিকা সুন্দরী বেশ রাখিলেন খুলি।
নিজ নিজ বেশ দোঁহে করে কুতুহলি॥
রাধিকা সত্বরে দেবি সহাস সভাষে।
আঁখি ঠারি সুবলেরে করে পরিহাসে॥
সুবল সুশিষ্ট পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল মোর।
চোরের সহিতে থাকি সেহ হইল চোর॥

উত্তর না করে দোঁহে মুখে মৃদু হাস
মনে মনে সূর্য্য ভেল গোবিন্দদাস॥

তরু ২৫১৩

৮২৭

সূর্য্য পূজার স্থানে নারিকেল কদলি।
পূর্ণ কুম্ভ আর আলিপনা বলি॥
পৌর্ণমাসি বলে আন পূজা প্রকরণ।
সাক্ষাৎ এই মৃত্যা দেব করহ পূজন॥
সহাস্য ধার যশোদা কৃষ্ণের হয় রয়।
দেবাদি দেবতা ইহ সর্ব্বদেবময়॥
গোপীগণ কহে মোরা ইহা নাহি জানি।
তেঁহ কি আমাদের ঘরে চুরি করে ননি॥
অল্প ননি লাগি রাণী উদূখলে বান্ধে।
বান্ধডোর উতরোলে মা বলিয়া কান্দে॥
এই নাকি এক না সর্ব্বদেবময়।
আভীর-নন্দন কেন বাধা সিঁড়ি বয়॥
বস্ত্রহরা ননিচোরা ভাণ্ড ভাঙ্গি ধর্ম্ম।
সাঁঝ সকালে গরু চরায় সেকি পরম ব্রহ্ম॥
বিষ্ণুর মাধুর্য্য ভাব যত ব্রজনারি।
গোবিন্দদাস তছু যাও বলিহারি॥

ক. বি. ২৫১৪

৮২৮

কৃষ্ণ লাগি উপায় না রাখ মনে মনে।
অবশেষে দিল দেবি সূর্য্যপূজার স্থানে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য রসময়।
আচমন দিয়া দিল তাম্বুল সঞ্চয়॥
সভে মেলি বর মাগ পূজা পূর্ণ হৈল।
গলবস্ত্রে জোড় হস্তে হরি হরি বল॥

প্রণাম করহ সভে পূজা হৈল সায়।
এ গোবিন্দদাস কিছু ইহ রস গায়॥

ক. বি. ২৫১৫

৮২৯

শঙ্খের শব্দ ঘন ঘণ্টার কলিত।
শ্রীমধুমঙ্গল শুনি আইল আচম্বিত॥
পৌর্ণমাসি প্রতি মধু কহে কর চালি।
কনক পুতলি প্রায় দেখিয়ে সকলি॥
একটি প্রতিমা যদি মধু বটু পায়।
সদনে স্থাপন করি দৈন্য দশা চায়॥
কৌতুক কথায় সভে হৈলা আনমন।
আগু নিল ভক্ষ্য ভোজ্য যে সব প্রকরণ
হাথ নাড়ি দম্ভ করি মধু বটু বলে।
ভূদেবে ভুঞ্জাহ সব হইবে সফলে॥
ব্রাহ্মণ বদনে বিষ্ণু করেন ভোজন।
বিপ্র তুষ্টে বিষ্ণু তুষ্ট অভীষ্ট পূরণ॥
বিধুরেখা বলে ব্যস্ত না হইও বটু।
চিরকাল জানি বিপ্র ব্যবসায় পটু॥
অদৃষ্টা ইচ্ছার দ্রব্য দেবি হাথে দেও।
রাখ রাই ছাড় ভাই সুস্থে বসি খাও॥
মাধব সুবল মধু বৈসে এক সারি।
পৌর্ণমাসি প্রতি কৃষ্ণ কহে আঁখি ঠারি॥
বটু বড় পটু পেট ভরা ব্যবসায়।
গোবিন্দদাস বলে দেহ যত খায়॥

ক. বি ২৫১৬

৮৩০

বটুকে পেটুক কহ শুন দেবি আই।
আপন কলঙ্ক কানু কিছু জানে নাই॥
আপনা যাই কথা ভাই পরকে কয় পাছে।
মাটি খাওয়াইয়ে অন্ন পরিচয় আছে॥
দীন দ্বিজে পেটুক যে বলিতে পার বটে।
যুবরাজ কেনে ব্রজে ননিচোরা বটে॥
পুরন্দর পূজিবার যে উপকরণ।
শৈল-পূজা-ছলে কেনা সকলি ভক্ষণ॥
সূয্য-পূজার বিধি যদি কুটিলার কই।
ভাবি ডুবি ভাঙ্গি যায় দণ্ড দুই বই॥
হরি কহ পরিবেশ সহিত মিষ্টান্ন।
বটুরে সাদরে দেহ করি পরিপূর্ণ॥
পরস্পর হাস্যরসে করিলা ভোজন।
আচমন করি কৈল তাম্বুল ভক্ষণ॥
বটু সহ হরি সদা হাস পরিহাস।
ব্রজে বিহরই হেরে গোবিন্দদাস॥

. বি. ২৫১৭

৮৩১

দেখি রাই শ্যাম সাধি মনস্কাম
আনন্দ হইল যত।
অমরা উপাই তবে তাহা গাই
সুখ হয় শত শত॥
রাই হেনকালে বংশি বটতলে
শিঙ্গা ধরি বিম্বাধরে।
হারে রে রে ভাই কানাই কানাই
বিষাণ শব্দ করে॥
অমিয়া মিশাল কর্ণ-রসায়ন
শুনি শিঙ্গা সান কানু।
রাধাভাব ভাবি দাদা সহ জোরি
উতরোল মন তনু॥
রাধার নয়ান কটাক্ষ মোহন
বন্ধন পিরিতি শ্যাম।
খুলিবার নারে গৌরি আঁখি ঠারে
পরিতোষ পীতবাস॥

মাধব সুবল এ মধুমঙ্গল
চলিলা বলাই পাশ।
তবে গোপীগণ ভবনে গমন
ভণয়ে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২০১৮

৮৩২

তবে ভগবতি বলে শীঘ্রগতি
চল বেলা গেল বয়্যা।
চলে গোপীগণ হরষিত মন
যতনে উথারি লয়্যা ॥
ভুক্ত ভাস্থ শেষ কদলি সন্দেশ
তণ্ডুল কুসুম-মালা।
কুটিলার ভয় নৈবেদ্য সঞ্চয়
যতনে সাজায়ে থালা ॥
যেন পূর্ব্ববত শঙ্খ আদি যত
ঘোর শব্দ হুলাহুলি।
আগে ভগবতি মাঝে রসবতি
পাশ গোপাঙ্গনা বলি ॥
দেবী ভগবতী গোপিকা সঙ্গতি
মিলিলা জটিলা-বাস।
কৃষ্ণ লীলাসিন্ধু তার এক বিন্দু
পরশে গোবিন্দদাস ॥

ক. বি. ২০১৯

৮৩৩

এতেক মন্ত্রণা করি সব সখি মেলি।
নিকুঞ্জ মন্দিরে সভে চলে কুতুহলি ॥
নিকুঞ্জ কাননে সভে রহিল গোপনে
রসবতি রাই কাহু সখিরে যতনে ॥
যেবা মনে আইসে তোর কর মোর বেশ।
উভ করি গুঞ্জা হারে বান্ধি দেহ কেশ ॥
মৃগমদকস্তুরি দিয়ে অঙ্গ কর কালা।
গলায় গাঁথিয়া দেহ চম্পকের মালা ॥
কপালে অলকা দেহ সিন্দুর মুছায়ে।
কটিতটে পীতধড়া দেহ পরাইয়ে ॥
রাধার বচন শুনি সাজাইল সখি।
গোবিন্দদাস দেখে জুড়াইল আঁখি ॥

ক. বি ২০২২

৮৩৪

করিয়ে পুরুষ বেশ রাধারে যতনে।
নিকুঞ্জ কাননে যায় নাগর যেখানে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি সখি তাম্বুল জোগায়।
শ্রীরসমঞ্জরি সখি চামর ঢুলায় ॥
ঐছন বিবিধ রঙ্গে রাই চলি যায়।
প্রবেশ করিল গিয়া নাগর যথায় ॥
রাধাশ্যাম জয় বলি দেয় সখিগণ।
দেখি চমকিত হৈল নাগর মোহন ॥
একি অপরূপ আজি দেখি সখি মাঝে।
কোথা হৈতে আইল এই নাগর রাজে ॥
চমকিত হয়ে শ্যাম চারি পাশে চায়।
হাসিয়ে ললিতা দেবী শ্যামেরে শুধায় ॥
তুমি কেবা বট কোন বনের দেবতা।
কি কারণে কি লাগিয়ে আসিয়াছ এথা॥
সখির বচন শুনি বিমন নাগরবরে।
গোবিন্দদাস কহে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥

ক বি. ২০২৩

৮৩৫

বনদেবী নহি আমি নন্দের তনয়।
শ্যাম নাগর বলি মোর নাম হয় ॥

রাধার দরশন লাগি আসিয়াছি এথা।
কি লাগি যে বল মোরে বনের দেবতা।
এই মোর নন্দসুত সখি যার সনে।
ছলিতে আমারে বুঝি এসেছ এখানে॥
অনুসরে বিজয় কহে বনদেবা।
নন্দের নন্দন সে আমরা করি সেবা॥
সখির বচন শুনি বিমন হইয়ে।
চমকিত হয়ে শ্যাম রহে দাঁড়াইয়ে॥
সখির বচন শুনি ইঙ্গিতে ললিতা।
ধরেছে তোমার বেশ বৃষভানু-সুতা॥
বুঝিলা নাগর শ্যাম কপট রাধার।
গোবিন্দদাস কহে কিশোরি তোমার॥

. বি. ২৫২৪

৮৩৬

দেখ দেখি ওহে নাগর এস মোর কাছে
দোঁহে এক অঙ্গ হব বড় সাধ আছে॥
এত বলি শ্যাম নাগর ধরিল রাধারে।
সম্ভোগ মিলনে দোঁহে আলিঙ্গন করে॥
সব সখিগণ দেয় জয় জয় ধ্বনি।
আঁটিয়ে ধরহ নাগর রাধা বিনোদিনী॥
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে বাঁশি লয়ে মুখে।
আপনা আপনি গুণ গান করে সুখে॥
বৃন্দাবন মাঝে দোঁহার কেলি-বিলাস।
যুগল চরণ হেরি কহে গোবিন্দদাস॥

. বি. ২৫২৫

৮৩৭

গিরি পরিহরি করিলেন শ্রীহরি।
মদনকুঞ্জে মদনমোহন বাজান বাঁশরি॥
অসময় রসময় বাজায় বাঁশরি।
শুনিয়া অধৈর্য্য হইল ভানু রাজকুমারি॥
শ্যামের মুরলি-ধ্বনি শ্রবণে লাগিল।
নিবিবন্ধ খসি বস্ত্র নিতম্বে রহিল॥
দিবসে বাঁশির গান শুনিয়া শ্রবণে।
মণিহারা ফণির মত চাহে সখি পানে॥
কে যাবি আমার সঙ্গে শ্যাম দরশনে।
সঙ্কেতে বাজিছে বাঁশি সঙ্কেত বিপিনে॥
আয় সহচরি বলে হেরি গিয়ে হরি।
গোবিন্দদাস বলে লহ সঙ্গে করি॥

ক. বি. ২৫৬২

৮৩৮

রাধারে উতল দেখি   কহিছে ললিতা সখি
বিধুমুখি ধৈর্য্য ধর মনে।
গৃহে গুরুজন আছে   গঞ্জনা দিবেক পিছে
সময়ে যাইব নিধুবনে॥
ভূষণে ভূষিত হয়ে ভুবনমোহিনী।
হরি দরশনে যায় কুঞ্জর-গমনী॥
বৃষভানু-নন্দিনী   রমণীর শিরোমণি
নব নব রঙ্গিণী সঙ্গে।
নূপুর পাতা পাদমল   করিতেছে ঝলমল
নিরখিতে চলিল ত্রিভঙ্গে॥
সদ্যোজাত ক্ষীর ননী লইল যতনে।
ক্ষীরভাণ্ড ছানা আদি আনন্দিত মনে॥
তুঙ্গবিদ্যা সখি নিল ফুলসাজি সঙ্গে।
পথে পথে ফুল ফেলি যায় নানা রঙ্গে॥
ললিতা বিশাখা স্কন্ধে হস্ত আরোপিয়ে।
বাড়াইল বাম পদ শ্যাম জয় দিয়ে॥
যাইতে যাইতে পথে   অবশ অঙ্গ প্রেমেতে
অধীরা হইয়া ধনি বলে।
নিরখিতে কৃষ্ণনিধি   পদ মোর হলো বাদি
অচল হইল নাহি চলে॥
যে বনে প্রাণকান্ত   আছে সে বন এত দূর আছে
বল মোরে মরমিয়া সখি।

শুনি বৃন্দে কহে পুন নিকট হইল বন
শ্যাম অঙ্গের সৌরভ সুধামুখী ॥
তখন যাইতে যাইতে কুটিলার সঙ্গেতে
আচম্বিতে দেখা হইল পথে।
দেখি ধনি শশব্যস্ত চন্দ্র যেন রাহুগ্রস্ত
কিরণ মলিন ভয়েতে ॥
কহে গোবিন্দদাস হেরিয়ে মন উদাস
ঘন শ্বাস বহিছে নাসাতে ॥

ক. বি. ২৫৬২ খ

৮৩৯

কুটিলা কুমতি তখন হেরিয়া রাধারে।
বলে কোথা যাও রাই লাস বেশ করে ॥
সুবেশ করিয়ে অঙ্গে চলিছ রূপসি।
বিকার ঘটিল বুঝি শুনিয়াছ বাঁশি ॥
দেবের দুর্ল্লভ দ্রব্য কাপড়েতে ঢাকি।
বিপিনে যাইয়া দিবে রাখালেরে ডাকি ॥
বড়াই বুড়ির ভাঙ্গিব জারি আয়ানেরে বলি
ঐতো আমাদের কুলে চড়াইল কালি ॥
পরের রমণি লয়ে যে যাইয়ে বিপিনে।
অনায়াস মিলায়ে দেয় রাখালের সনে ॥
কেমনে করিল প্রেম রাখালের সনে।
গোচারণে গত দিন পিরিতি কী জানে ॥
চন্দ্রাবলি আদি সব রঙ্গিণি গণে।
অনায়ে মজিয়া গেল রাখালের প্রেমে ॥
গোবিন্দদাস কহে কুটিলা সুন্দরি।
চিনিতে নারিলে তুমি কাঞ্চন সে হরি ॥

ক. বি. ২৫৬৩

৮৪০

ননদি মোর কৃষ্ণ নিধি ভাবে যারে মহেশ বিধি
হেন নিধি চিনিলি না নয়নে।
সমুদ্রে করিয়া বাস তবু না হলো বিশ্বাস
পিয়াসাতে মরিলি পরাণে ॥
ননদি মোরে ছাড়ি দেহ মিথ্যা ধরিবে দেহ
অগ্রগামী হয়েছে পরাণ।
এত শুনি কুটিলে ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে
নিজ গৃহে করল পয়ান ॥
মন দুখে মৌন হয়ে লয়ে সহচরি।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা রসের মঞ্জরি ॥
বিনোদ-বিহারী ধনি বিনোদিনীর করে।
কি হেতু মলিন দেখি ও মুখ ইন্দুবরে ॥
সর্ব্বদা চঞ্চল অতি না জানি কারণ।
বিশেষে করিয়া বল শুনি সে কারণ ॥
শুনিয়া কহেন রাই নিবেদি চরণে।
আসিবার কালে দেখা কুটিলার সনে ॥
না জানি কপালে আজি কি আছে আমার।
তে কারণে ভাবি আমি কি বলিব আর ॥
শুনিয়া কহেন শ্যাম সহাস্য বদনে।
কি হেতু করহ চিন্তা সামান্য আয়ানে ॥
গোবিন্দদাস দেখি হইল বিস্ময়।
যে নামে ভবভয় যায় তার আয়ানে কি ভয় ॥

ক. বি. ২৫৬৩ (খ)

৮৪১

হেথা কুটিলা কুচক্রি ব্রজে আসি নিকেতনে
কহিল সকল কথা নির্জ্জনে আয়ানে ॥
দেখাতে না পারি মুখ লোকের কাছেতে।
কালার সঙ্গেত রাই বসিয়া নিকুঞ্জে ॥
অগ্নি হেন জ্বলি উঠে শুনিয়ে আয়ান।
করেতে লইল এক খড়্গ খরসান ॥
করেতে লইয়ে খড়্গ মনে দেয় পাক।
দুই চক্ষু ঘুরে যেন কুমারের চাক ॥

পবন গমনে বীর গমন করিল।
গোবিন্দদাস কহে কুঞ্জে প্রবেশিল॥

ক. বি. ২৫৬৪

৮৪২

বিলাস করেন রাই কুঞ্জে শ্যাম সনে।
হেনকালে দূরে দৃষ্ট হইল আয়ানে॥
কম্পিত হইল রাই দেখিয়া আয়ান।
শ্যামপদ ধরি বলে আজ হারাইলাম প্রাণ॥
মোর প্রাণ যায় যদি খেদ নাহি করি।
আমার লাগিয়ে প্রাণ হারালে মুরারি॥
শুনি কহে বংশি-বয়ান কোন মন্ত্রে দীক্ষা আয়ান
বল বল শুনি কমলিনী।
শুনি কহে বিনোদিনী শুন ওহে চিন্তামণি
কালী-মন্ত্রে দীক্ষা আয়ান জানি॥
হাসি হাসি কালো শশী বাঁশিরে করেন অসি
বনমালা মুণ্ডমালা হয় রে।
দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছামত
মোহন চূড়া মুকুট হইল শিরে॥
অঙ্গেতে রুধির বিন্দু ললাটেতে অর্দ্ধ ইন্দু
শোভে যেন ইন্দুবর জিনি।
নরশির কটী পরে মরি কিবা শোভা ধরে
নরশিরধারিণী রুদ্রাণী॥
শোভে লোলরসনা ঘোররবা বিবসনা
সাধকেরে বর-প্রদায়িনী।
হেরিয়ে গোবিন্দদাস গলেতে নিয়ে বাস
পূর্ণ আশ পূরালেন ভবানী॥

ক. বি. ২৫৬৪ (খ)

৮৪৩

হাসি হাসি কালো শশী বাঁশিরে করেন অসি
মোহন চূড়া মুকুট হইল শিরে।
দেখিতে দেখিতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে
নয়ন ললাট উপরে॥
লোল জিহ্বা লহু লহু ভালে অগ্নি অহরহ
কটমট বিকট দশন।
ছিল মকর-কুণ্ডল প্রতি করি উসলি
নবসিধু হইল সুশোভন॥
আছিলেন দ্বিভুজ হইলেন চতুর্ভুজ
খড়্গ ধরা বাম ঊর্দ্ধ করে।
আর বাম অধ করে নরশির শোভা করে
বনমালা মুণ্ডমালা হইল।
রাধাভয় নাশিতে শ্যাম হইল আসিতে
মরি মরি কিবা সে উজ্জ্বল॥
দেখিতে দেখিতে সে পাদপদ্মতে
শিবরূপ শব হল হর।
কহে দাস গোবিন্দ শ্যামা হইল শ্রীগোবিন্দ
ওরে নয়ন হের অনিবার॥

ক. বি. ২৫৬৫

৮৪৪

কালি রূপ দেখি তখন যত সখিগণ।
আনন্দে করয়ে সভে পূজার আয়োজন॥
গঙ্গাজল বিল্বদল জবাদল আদি।
মহামায়া পূজিবার আছে যেই বিধি॥
রক্ত বস্ত্র আদি করি রক্ত চন্দন।
নানাবিধ সভে করে পূজার আয়োজন॥
শ্যাম শ্যামা হইল দেখি ভানুর কুমারী।
যোগেতে গেলেন ধনি যোগের ঈশ্বরী॥
হেরিয়ে কালিকা রূপ ভানুর দুহিতে।
বসিলেন যোগাসনে শ্রীপাদ পূজিতে॥
বিধিমত ভূতশুদ্ধি সুবিধান যত।
নয়ন মুদিয়া ধনি বসিল যোগেত॥

জবাদল গঙ্গাজল বিল্বদল লয়ে।
চরণে অর্পণ করেন আনন্দিত হয়ে ॥
হেন কালে আয়ান আসি নিকট হইল।
কৈলাস তেজিয়া কালি নিকুঞ্জে দেখিল ॥
অমনি হস্তের খড়্গ ফেলি ধরাসনে।
দণ্ডাকার পড়িলেন কালিকা চরণে ॥
গললগ্নকৃতবাস চক্ষে বহে নীর।
বলে আমি কি জানিব অ···বিধির ॥
আমি অতি মূঢ়মতি ভজন না জানি।
কমলিনীর গুণে যদি দেও চরণ দুখানি ॥
মা তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবারাতি।
ফণীন্দ্র মণীন্দ্র আদি তোমাতে উৎপতি ॥
আমি অতি মূঢ়মতি অতি সে অজ্ঞান।
দয়া করি চরণেতে দেহ মোর স্থান ॥
গোবিন্দদাস এই অভিলাষ করে।
শ্যাম শ্যামরূপ জাগে হিয়ার মাঝারে ॥

ক. বি. ২৫৬৬

৮৪৫

রে কুটিলে দেখা আমায় এত নয় নীলমণি।
হেরি প্রত্যক্ষেতে নিকুঞ্জেতে শম্ভুহৃদয়বাসিনী ॥
রাধারে অসতি জ্ঞান সদা কর মনে।
কালি-পদ পূজে রাই আসিয়া নির্জ্জনে ॥
করিতে কুম্ভের তত্ত্ব পেলেন পরামর্শ।
সতি সাধ্য রাই আমার হলেম রাই হতে কৃতার্থ।
আর যদি কলঙ্কিনি বলহ রাধার।
খড়্গেতে কাটিয়া মাথা দিব জয় মার ॥
খরসান দেখি ধনির উড়িল পরাণ।
স্তব সাঙ্গ করি গৃহে চলিল আয়ান ॥
স্তব করি আয়ান তখন ভবনে চলিল।
গোবিন্দদাসের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

ক. বি. ২৫৬৭

৮৪৬

জটিলার ঘরে রঙ্গে শুতি রহু শ্যাম অঙ্গে
চমকি উঠিল বিনোদিনী।
বিষম সঙ্কট মর শুন শ্যাম সুনাগর
গুরুজনা জানিবে এখনি ॥
হাসিবে সব ঘরে পরে সঙ্কটে পড়িয়া গেলেম মরে
অলস তেজিয়া দেখি করে কয়ালিয়া আঁখি
ধাইয়া চলিল বনমালী।
পরিতে পরিতে বস্ত্র চলি গেল অতি দ্রুত
রাই শয্যায় ফেলিয়া মুরলি ॥
খনেক সময়ে আসি কুটিলা পাইলা বাঁশি
প্যারী ছিল শয্যার উপরে।
বাঁশরি লইয়া যায় যথা আছে জটিলায়
কি বলিব বাহ্য নাহি স্বরে ॥
লোকেতে বলে জা নয়নে দেখিল তা
জানা গেল রাই কলঙ্কিনী।
গোবিন্দদাস কয় গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত হয়
আর কি করিবে গুণমণি॥

ক. বি

৮৪৭

কুটিলা চলিল গোপীদের ঘরে ডাকিয়া আনিতে সভে।
কুটিলা দেখিয়া ব্রজগোপী সব মনে মনে তারা ভাবে॥
পৌর্ণমাসি ভালে গোপীর মণ্ডলে সাক্ষাত করে আসি।
এত শুনি সভে মনে মনে ভাবে জটিলা নিকটে আসি॥
জটিলার ঘরে গোপীগণ আইল তথা।
তোমা সভাকারে আমি কব দুঃখের কথা॥
গোপী বলে তোমার কথা পারিলাম বুঝিতে।
ঘরের কন্দল বটে শুনিব পশ্চাতে॥
আমাদের ঘরে এক আশ্চর্য্য কথন।
কইলে কথা লাজে মরি একি বিবরণ॥
এত দিন করি বাস এ ব্রজ মণ্ডলে।
শুতিছিলাম আচম্বিতে মুরলি পরে কোরে॥

সোনা দিয়া মুখ বান্ধা দেখিতে সুন্দর।
বিশাখা বলেন মোর শুনহ উত্তর ॥
ওগো আরো সন্ধ্যায় এক পেয়েছি মুরলি।
বিনা দোষ হয় পাছে কলঙ্কের ডালি ॥
চিত্রা চম্পকলতা সখিগণ কয়।
আমরা পেয়েছি বাঁশি কে কে লাগে ভয় ॥
মকর-মুখ বাঁশি সেই ছিদ্র আছে গায়।
তোদের ঘরে কিবা কথা জটিলা শুধায় ॥
সভাকার কথা শুনি অন্তরে গুমরে।
আমাদের ঘরের কথা মিটিয়াছে ঘরে ॥
গোবিন্দদাস কহে কে বুঝিতে পারে।
কখন দিলেন কৃষ্ণ মুরলি ঘরে ঘরে ॥

ক. বি. ২৭৯৯

৮৪৮

যশোদা বলেন বাণী সেথে ইন্দু নীলমণি
করে কেন না দেখি মুরলি।
কহ যাদু আমারে গিয়াছিলি কার ঘরে
বদন মলিন বনমালী ॥
খাইয়া আমার মাথা মুরলি হারালি কোথা
হায় গোপাল কি কাজ করিলে।
মায়ের কপালে লেখা হেদে গো রামের মা
না জানি কি আছয়ে কপালে ॥
সোনা যে হারাতে নাই কি করিলি কানাই
কান্দিয়া কান্দিয়া রাণী বলে।
হায় আমি কি করিব দেশান্তরি হয়ে যাব
তুমি বাস ঘুচালে গোকুলে ॥
কৃষ্ণ বলে কান্দ কেনে আমি যাই গোচরণে
মুরলি লইয়া নিজ করে।
জটিলার খন্দ খাইল কুটিলা মুরলি নিল
আমি যাই আনিবার তরে ॥
করিয়া কিবা এক ছল চলিল গোপাল
পর্ব্বত নিকট তহি যায়।
দেখিয়া মর্কটী পাল ডাকি কহে নন্দলাল
গোবিন্দদাস গুণ গায় ॥

ক. বি. ২৪০০

৮৪৯

শুন রে বানর আমার উত্তর জটিলার ঘরে যাও।
সোনার বাঁশরি এসেছি পাসরি আমারে আনিয়া দাও ॥
ক্ষীর সর ননী খাওয়াইব আমি শুন রে বানরগণ।
এত শুনি সভে মনে মনে ভাবে যাবট পুরেতে জান ॥
জটিলার ঘরে চালের উপরে দুয়ার বসিয়ে কত।
অয়াকার করে সহিতে না পারে গালি দেয় অবিরত ॥
ঘরের ভিতর শিকার উপরে ভাণ্ড ভাঙ্গি ননি খায়।
দন্ত কিড়িমিড়ি করয়ে বানর দেখিয়ে তরাস পায় ॥
অনেক কালের পুরাণ বেসালি ভাঙ্গিয়া ফেলিল তারে।
কুটিলার হাতে আছিল মুরলি কুলুপ ফেলিয়া মারে ॥
মুরলি পাইয়া আনন্দিত হইয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যায়।
মুরলি পাইয়া আনন্দিত হইয়া হাসয়ে গোবিন্দ রায় ॥
মুরলি লইয়া শ্রীবদনে দিয়া ধবলি বলিয়া ডাকে।
হৈ হাম্বা করি উচ্চৈঃস্বরে হরি দাঁড়াইল গোবিন্দ নিকটে ॥

ক.। ২৮০১

৮৫০

ভাটিয়ারী

সুন্দরি তুয়া গুণ গণিতে গণিতে।
মনে করি কতবার শুধিতে তোমার ধার
পুন আমায় হইল জনমিতে ॥
কলিতে পুরিয়া কালি কলিজা কাগজ করি
খুদিলাম নিজ হাতে লিখি।
খত রইল তব হাতে খাতক হইল নন্দসুতে
খত ছাড়াই বল কিসে দেখি ॥

খত ছাড়াইতে যদি নাহি দেয় বিধি
ব্যাজ লাগি কি বুদ্ধি করিব।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি লুটাইয়া মাখিব ধূলি
ইহা বই ব্যাজ নাহি দিব॥
এত কহি শ্যামরায় ধনির বদন চায়
গদ গদ কহে আধ ভাষ।
ও চাঁদ বদনখানি বসনে মুছান ধনি
কহতহি গোবিন্দদাস॥

মাধুরী ১।৫৯২

৮৫১

সুন্দরি ঝটকার মনোহর বেশ।
সময় হইলে আসি বাজিবে সঙ্কেত বাঁশি
ধৈরযের নাহি রবে লেশ॥
গমন মন্থর ভাবে কবরী আউলাইয়া যাবে
ঝটকর বেণীর রচনা।
শ্রমজলে যাবে ভাসি মলিন হবে মুখশশী
কাজর পরিতে করি মানা॥
নীল অট্ট পট্ট শাড়ী আঁটিয়া পরহ গোরি
খসিয়া না পড়ে সেই কালে।
কাঁচুলি পরিয়া হার ভিতরে রাখহ তার
ছিঁড়িলে থাকয়ে যেন গলে॥
নূপুর পরিতে বলি পুন তা নিষেধ করি
চলিতে চরণ হবে ভারি।
আর এক ভয় আছে গুরুজনে জাগে পাছে
কলরব শুনিয়া তাহারি॥
দূতীর চাতুরী কথা শুনে বৃষভানু-সুতা
বদনে বসন দিয়া হাসে।
দিয়া প্রসাদী পান দূতীর রাখয়ে মান
কহতহি গোবিন্দদাস॥

মাধুরী ২।৩১

৮৫২

সিন্ধুড়া

সখি আমার কি কাজ ভূষণে।
আমার মন যা করে শ্যামের তরে
আমার পরাণ তা জানে॥
আমার নয়ন ভূষণ শ্যাম-দরশন
শ্রবণ ভূষণ শ্যাম-গুণ।
আমার করের ভূষণ শ্যাম-প্রেম-মণি
শ্যাম নামে ঝরে পানি।
হিয়ার ভূষণ শ্যামাঙ্গ পরশন
গলার হার (শ্যাম) রতন মণি॥
আমার কণ্ঠের ভূষণ কনকের মালা
নাসার ভূষণ (শ্যাম) অঙ্গগন্ধ।
আমার পিরীতি ভূষণ শ্যাম-প্রতি তনু
(শ্যামের) অনুগত দাস গোবিন্দ॥

মাধুরী ২।৩৩

৮৫৩

বেহাগ

মন্দ মন্দ মধুর তান
বাঁশী কোন বা কুঞ্জে বাজিল রে।
নব নায়রী ও শ্রীরাধে
ধনি অনঙ্গ রঙ্গে মাতিল রে॥
বাঁশী না জানে অন্য পর কি আপন
তনু মন সব দহিল রে।
সখি বাঁশী বাজে বেরি বেরি।
আর ত ঘরে রইতে নারি॥
মুরলী গান পঞ্চম তান
যমুনা উজান ধাইল রে।
বাঁশী অন্তরে সরল উগারে গরল
কুলবতীর কুল নাশিল রে॥

বাঁশী তোদের বাজে কানের কাছে।
আমার বাজে হিয়ার মাঝে ॥
তোরা সবাই ত শুনিলি বেণু।
(বল গো) আমার কেনে আউলাইল তনু ॥
গোবিন্দদাসের তনু জর জর
পাঁজরেতে শর ফুটিল রে।
মোর বোল ধর না বাজিহ আর
জীবনের আশা মিটিল রে ॥

মাধুরী ২।৩৪

৮৫৪

শ্রী রাগ

শুন কমলিনী বহুদিন হইতে।
হিয়াতে সাধ মোর চরণ সেবিতে ॥
দাস করি লেহ মোরে ও রাঙ্গা চরণে
সখির সমাজে মোর রহুক ঘোষণে ॥
এক দিঠে চাহে ধনি বঁধু-মুখ-পানে।
কত শত ধারা বহে ও দুই নয়ানে ॥
চিত পুতলী ধনি ধুলায় লোটায়।
হেরি মুরছিত ভেল বিদগধ রায় ॥
চৌদিকে সখিগণ করে হায় হায়।
কোন সখি কহে অব কি করি উপায়
কান্দিয়া ললিতা কহে উঠ প্রাণ রাই।
সহচরীগণ তবে শ্যামেরে জাগাই ॥
সখিগণ যুগতি করিল অনুপাম।
দুঁহাকার শ্রবণে কহয়ে দুহুঁ নাম ॥
বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল।
আঁখি মিলে দুহুঁজন উঠল তনু মোড় ॥
অচেতন ছিলা দোঁহে সচেতন ভেল।
সহচরীগণ-মন-দুখ দূরে গেল ॥
বসিল নিকুঞ্জ বনে রাই বাম পাশ।
দুহুঁ রূপ নিরখই গোবিন্দদাস ॥

মাধুরী ৩।৩৪৭

পরিশিষ্ট (ঘ)

মৈথিল গোবিন্দদাসের পদ

৮৫৫

সাএ সাএ কাঁ লাগি কৌতুকে দেখল
নিমেষে লোচন আধে।
মোর মন মৃগ মরল বেধল
বিষম বান বেআধে ॥
গোরস বিরস বাসি বিশেষল
ছিকেহুঁ ছাড়ল গেহা।
মুরলি ধুনি স্থনি মন মোহল
বিকেহুঁ ভেল সন্দেহা ॥
তীর তরঙ্গিনি কদম্ব কানন
নিকট জমুনা ঘাটে।
উলটি হেরৈতে উবটি পরল
চরণ চীরল কাটে ॥
স্থকৃত স্থফল স্থন্দহ স্থন্দরি
গোবিন্দ বচন সারে।
সো রম রমন কংস নরাএন
মিলত নন্দ-কুমারে ॥

রাগতরঙ্গিণী ১০০

৮৫৬

অগর উগর গারি মৃগমদরস
কএ অমুলেপন দেহ।
চললি তিমির মিলি নিমিষেঁ অলখ
ভেলি কাচকসনি মসিরেহ ॥
হে মাধব! হেরহ হরখি ধনি চান উগল জনি
মহিতলে মেটি কলঙ্ক।
ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কত বেরি
সসিমুখি পরম সঙ্ক ॥
তুঅ গুণ গণ কহি আনলি অ সাহি টারি
দৈএ স্থমুখি বিসবাস।
তে পরি পরাহঅ জে পুহু পাবিঅ
পরধন বিনু পরয়াস ॥
জপল জনম সত মদন মহামত
বিহি স্থফলিত করু আজ।
দাস গোবিন্দ ভন কংস নরাএন
সোরম দেবি সমাজ ॥

রাগতরঙ্গিণী ১০১

গোবিন্দদাসের যুগ

প্রথম অধ্যায়

কবির জীবনী ও কাল-নির্ণয়

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকা লেখেন। উহাতে বীরভদ্র, গঙ্গাদেবী, বৃন্দাবনদাস, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি এমন কয়েকজন ব্যক্তির নাম আছে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামী রামকেলিতে অত্যন্ত শিশুকালে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ আছে (পৃঃ ৪৫)। সে সময়ে তাঁহার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর হইলেও, প্রভুর তিরোভাবের সময় তাঁহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর হয়; অথচ তিনি কখনও শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীজীবের নাম আছে, কারণ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বৃন্দাবনদাস ও বীরভদ্রের মতন তিনিও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কবিখ্যাতি লাভ করেন নাই; করিলে তাঁহার নাম ঐ গ্রন্থে থাকিত। তাঁহার পিতা চিরঞ্জীব যে শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং মহত্তর ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহা ঐ গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—

> খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যান্মহত্তরৌ।
> গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীবসুলোচনৌ॥ (২০৯)

অর্থাৎ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী নরহরির সাহচর্য্যহেতু গৌরবান্বিত চিরঞ্জীব ও সুলোচন এই দুইজন একান্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের শরণ লইয়াছিলেন। এই শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন যে, চিরঞ্জীব দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন না; তিনি শাক্ত ছিলেন (পদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃঃ ৬৩-৬৪)।

যাহা হউক, কবি একদিকে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণব কবিরূপে খ্যাতিলাভ করেন নাই; অন্যদিকে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি এতদূর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, শাক্ত হইয়াও যশোহরের প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে আদৃত ও সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং তাহারই প্রতিদানে কবি অন্ততঃ দুইটী পদের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়াছেন (পদসংখ্যা ৪৬৪ ও ৬৩৩)।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' (পৃঃ ২৭) লিখিত এক কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, প্রতাপাদিত্য আগ্রায় বাদশাহের সামনে একটী সমস্যা পূরণ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

> সো বরকামিনী নীর নাহারতি
> রিত ভালি হেঁ।
> চিরমচরকে গচপর বারিকে
> ধারেছু চল্ল চলিহেঁ॥
> রায় বেচারি আপন মনমে
> উপমা ও চারিহেঁ॥
> কৈছন্ক মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী
> জাত চলিহে।

পদটীর পাঠ বিকৃত—ইহার বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা প্রয়োজন; আপাততঃ ইহার মানে বুঝা কঠিন। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, প্রতাপাদিত্যেরও কবিতা রচনার অভ্যাস ছিল, কাজেই তিনি সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাসকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন মনে হয়। প্রতাপাদিত্য শক্তি-উপাসক হইলেও তাঁহার প্রাসাদে গোবিন্দমূর্ত্তিও ছিল। রামরাম বসু লিখিয়াছেন যে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে চকের 'মধ্যস্থলে নানাবর্ণের প্রস্তরে রচিত এক উচ্চতর দিব্য মঞ্চ তাহার উপরে শ্রীমূর্ত্তির বার হয় বিশেষত পর্ব্ব উচ্ছবের সময়ে গোবিন্দদেব তাহার উপরে বিরাজমান হএন' (পৃঃ ৩৮)। তিনি আরও বলেন যে, অভিষেকের উৎসবের সময় 'রাজাগণ ও অধ্যাপক ও কায়স্থ ও বৈদ্য

আর ব্রাহ্মণ লোকেরদের আগমন পাঁচদিন থাকিতে আরম্ভ হইল' (পৃঃ ৪২)। এরূপ সমারোহের সময় গোবিন্দদাসও হয়তো নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার 'প্রেম আগুনি মনহিঁ গুনি গুনি' ইত্যাদি পদের শেষে শ্রীরাধার মানজনিত বিরহে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ কষ্ট পাইতেছেন বর্ণনা করিয়া ভণিতায় লিখিয়াছেন—

প্রতাপআদিত্য ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভান। (৪৬৪)

আবার 'শুন নিরদয়-হৃদয় মাধব' ইত্যাদি পদে রাধার বিরহ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এতহি বিরহে আপহি মুরদই
শুনহ নাগর কান।
প্রতাপআদিত এ রসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান॥ (৬৩৩)

দুইটী পদেই বিরহরসের রসিক বলিয়া প্রতাপাদিত্যকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমরা যে ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার পাঠান্তরও আছে। এইরূপ পাঠান্তর আসিল কিরূপে? প্রথম পদটীর ভণিতা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত দীনবন্ধুদাসের সংকীর্ত্তনামৃত হইতে দেওয়া হইল। সম্ভবতঃ পদকল্পতরুর পূর্ব্বেই সংকীর্ত্তনামৃত সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার পাঁচ বছর পরে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩ সংখ্যক পুঁথির ভণিতায় আছে—

রায় গোবিন্দ ও রায় গাহক
দাস গোবিন্দ ভণেরে।

পদকল্পতরুর ভণিতা—

প্রাত আদিত ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভণে। (৫৩৮)

আর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে সঙ্কলিত ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে আছে—

রায় চম্পতি এ রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভণে। (৯৩)

শান্তিনিকেতনের একটী পুথিতে যে প্রতাপাদিত্য ও রায় চম্পতি এই ডবল নাম আছে তাহা ৪৬৪-সংখ্যক পদের টীকায় দেখাইয়াছি। দ্বিতীয় পদটার ভণিতা আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথির ৫৩৭-সংখ্যক পদ হইতে দিলাম। বৈষ্ণবপদলহরীতেও (৪৪২) ঐ ভণিতা আছে। কিন্তু পদকল্পতরুতে (১৭২০) ও পদামৃতসমুদ্রে (৩১৯ পৃঃ) ভণিতা—

দাস গোবিন্দ এ রস গাহক
ভাওয়ে রায় বসন্ত।

প্রতাপাদিত্যের নাম গোবিন্দদাস যদি পদে উল্লেখ না করিতেন তাহা হইলে অন্য কেহ যে পরে বসাইয়া দিবেন ইহা সম্ভব মনে হয় না। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন; তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি কেহ রাজ্য পান নাই। স্থতরাং তাঁহাদের খুসী করিবার জন্য কেহ প্রতাপাদিত্যের নাম জুড়িয়া দেন নাই। গোবিন্দদাসের পদাবলী যাঁহারা গান করিতেন ও পুথিতে লিখিয়া রাখিতেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব; আর প্রতাপাদিত্য যে শাক্ত ছিলেন তাহা সকলেই জানিতেন। সে দিক্ দিয়াও গোবিন্দদাসের পদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের নাম জুড়িয়া দেওয়ায় কাহারও স্বার্থ ছিল না। আমার ধারণা যে, কবি প্রথমে প্রতাপাদিত্যের নাম দিয়াছিলেন; পরে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পতন হইলে জাহাঙ্গীরের রোষ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য তিনি ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রায় চম্পতি, রায় গোবিন্দ ও রায় বসন্তের নাম দিয়াছিলেন। রায় চম্পতি ও রায় বসন্ত কবি; রায় গোবিন্দ কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। কবির ৪৬৪-সংখ্যক কবিতার ভণিতার মৌলিক পাঠ সংকীর্ত্তনামৃত ও পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতারা পাইয়াছিলেন, আর পরিবর্ত্তিত পাঠ পাইয়াছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩-সংখ্যক পুথির লেখক। এই অনুমান যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, গোবিন্দদাস ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের পরেও কিছুকাল বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি কোন এক বৎসরের আশ্বিনমাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তিরোধান করেন।

গোবিন্দদাস কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন তাহা

নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। জগদ্বন্ধু ভদ্রমহাশয় গৌরপদ-তরঙ্গিণীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—"গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ ও ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খ্রীঃ) দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই হিসাবে তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন" (পৃঃ ৭০)। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি লেখেন, "রোগমুক্তির পর গোবিন্দ এইরূপে 'ভজন' ও বর্ণন করিয়া ছত্রিশ বৎসর কাল কীর্ত্তন গান করেন।" ভদ্র মহাশয় অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির মত উদ্ধৃত না করিয়া প্রেমবিলাসের বিবরণ তুলিয়া দিলে তাঁহার মতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইত। প্রেমবিলাসের বিবরণ এইরূপ :—

গোবিন্দ কবিরাজ প্রথমে শাক্ত ছিলেন। তাঁহার বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাজিগ্রামে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন এমন সময়ে গোবিন্দ গ্রহণী রোগে পীড়িত হন।

এবে লিখি গোবিন্দের অস্বাস্থ্য করণ।
গ্রহণী ব্যাধিতে শেষে ছাড়য়ে জীবন॥
তাঁর দেবী-উপাসনা শাক্ত মহামায়া।
সেই সেবা সেই স্মরণ বাঞ্ছে তার দয়া॥
মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ।
মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাত॥

১৪শ বিলাস, পৃঃ ১০৭

দেবী তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে বলেন। গোবিন্দদাস এই নির্দ্দেশ শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন।

হেট মুণ্ডে রহে কারে কিছু না বলিয়া।
নিজ পুত্র দিব্যসিংহ তারে ত ডাকিয়া॥
জনম গোঙাইল আমি পড়ি মিথ্যা রসে।
আমারে উদ্ধার করে হেন কেবা আছে॥
আচার্য্য ঠাকুর যাঁহা আছেন বসিয়া।
পাঁচজন শীঘ্র পাঠাও নিবেদন লিখিয়া॥

ঐ, পৃঃ ১০৮

রামচন্দ্র কবিরাজের অনুরোধে শ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়ার নিকটস্থ যাজিগ্রাম হইতে ভগবানগোলা ষ্টেশনের নিকটস্থ তিলিয়াবুধুরি গ্রামে আসিলেন। তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়া গোবিন্দদাস দিব্যসিংহকে পাঠাইলেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অনিবার জন্য।

পড়ি আছে গোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে আনন্দ প্রচুর॥
গ্রামমধ্যে কদলীর বৃক্ষ রোপাইয়া।
আম্রের পল্লব রাখি চৌদিগে বেড়িয়া॥
অনুব্রজি দিব্যসিংহ আনিল প্রভুরে।
প্রণাম করিয়া পরে জিজ্ঞাসিল তাঁরে॥

ঐ, পৃঃ ১০৮

তাহার পর শ্রীনিবাস আচার্য্য গোবিন্দ কবিরাজকে দীক্ষা দিলেন।

যে কালে আশ্রয় কৈল প্রভুর চরণ।
কিবা আছিল তার হইতে মরণ॥
কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন।
এইরূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন॥

ঐ, পৃঃ ১১০

এই বিবরণে দেখা যায় যে, গোবিন্দদাস যখন দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন তাঁহার পুত্রের এমন বয়স হইয়াছে যাহাতে তাহার সঙ্গে যুক্তিপরামর্শ করা যায়, গৃহকার্য্যের ভার দেওয়া যায় ও সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার ভার দেওয়া চলে। দিব্যসিংহের বয়স তখন ১৮।১৯এর কম হইতে পারে না। গোবিন্দদাসের বয়স তাহা হইলে সে সময়ে চল্লিশের কাছাকাছি হয়। ইহার পর তিনি ছত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।

প্রেমবিলাস গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত পয়ারাদি ঢুকিয়াছে। কিন্তু উদ্ধৃত অংশটী আমরা সাহিত্য-পরিষদের ২৬২-সংখ্যক পুঁথির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি—মোটামুটি ঠিক আছে। ঐ পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের মহারাজা গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী স্বহস্তে লিখিয়াছেন।

প্রেমবিলাসের গ্রন্থকারের নাম বলরামদাস; নিত্যানন্দ

প্রভুর পুত্র বীরভদ্র তাঁহাকে নিত্যানন্দদাস নাম দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের বৈদ্য আত্মারাম দাসের পুত্র ও জাহ্নবা ও বীরভদ্রের কৃপাপাত্র ছিলেন। সুতরাং তিনি গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ব্যক্তি। গোবিন্দদাস যে প্রথমে শাক্ত ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যের 'চরণের একান্ত আশ্রিত' চিরঞ্জীব সেনের পুত্র হইয়াও গোবিন্দদাস তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন দিব্যসিংহ। এটী বৈষ্ণবীয় নাম নহে। দিব্যসিংহ স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রের নাম ঘনশ্যাম। ভক্তিরত্নাকরে (নবম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৭২-৫৭৪) লিখিত আছে যে, গোবিন্দের মাতামহ দামোদর শক্তি-উপাসক ছিলেন। "ভগবতী তাঁর বশীভূত নিরন্তর"। তাঁহার কন্যা সুনন্দা গর্ভযন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া তিনি দাসীকে দুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখাইয়া আবার পূজায় মন দিলেন। দাসী সুনন্দাকে ঐ যন্ত্র-ধৌত জল পান করাইলে গোবিন্দদাস ভূমিষ্ঠ হন। সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের অল্প বয়সেই চিরঞ্জীব পরলোকগমন করেন। গোবিন্দ মাতামহের গৃহে লালিত-পালিত হন এবং সেই প্রভাবেই শাক্ত হন। এই প্রবাদ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রমাণ দিবার জন্য প্রেমবিলাসে গোবিন্দদাসের শক্তি-বিষয়ক একটা পদের দুইটা চরণ ধৃত হইয়াছে। যথা—

না দেব কামুক না দেবী কামিনী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥

১৪শ বিলাস, পৃঃ ১০৯

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীখণ্ডে প্রাপ্ত 'রস-নির্য্যাস' নামক পদসংগ্রহের এক পুঁথিতে এই পদের প্রথম অংশে পাইয়াছেন—

হেম হিমগিরি দুই তনু-ছিরি
আধনর-আধনারী।
আধ উজর আধ কাজর
তিনই লোচন ধারী॥
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত এক গাত।
ভকত (পূজিত) ভুবন বন্দিত
ভুবন-মারতি তাত (?)॥
আধ-ফণিময় আধ-মণিময়
হৃদয়ে উজোর হার।
আধ-বালাম্বর আধ পট্টাম্বর
পিন্ধন দুহুঁ উজিয়ার॥
না দেব কামিনী না দেব কামুক
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরীশঙ্কর চরণকিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥

অধ্যাপক সুকুমার সেন—বঙ্গশ্রী, ১৩৪০ মাঘ, পৃঃ ১৩৮

এই পদটী হইতে জানা যাইতেছে যে, গোবিন্দদাস বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বনের পূর্ব্বেও ব্রজবুলিতে পদ রচনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমবিলাসের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, কবি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপা পাইবার পর সুস্থ হইয়া "ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন" (৬৮৫) ইত্যাদি পদ রচনা করেন; যথা—

সেইদিন হইতে সুস্থ হইলা গোবিন্দ।
প্রভুর নিকটে আইসেন পরম স্বচ্ছন্দ॥
আপনার পূর্ব্ব রীতি কহে প্রভু আগে।
কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দ শরণ মাগে॥
কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তাঁহার সম্বন্ধ॥
আপনার নিজ দোষ কহিব বা কত।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি সহজে অসত॥
কান্দিতে কান্দিতে পড়ে রামচন্দ্রের পায়।
শ্রীনিবাস যার প্রভু কার আর আছে দায়
এবে নিবেদন করোঁ শুন প্রভুবর।
নিবেদিতে বাসি ভয় কাঁপয়ে অন্তর॥

তথাহি পদং—

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।

দুর্ল্লভ মানব- দেহ সাধুসঙ্গ
তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ বাত বরিখত
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগি রে ॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
নলিনী দল জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পদ সেবন দাসী রে।
পূজহুঁ সখীগণ আত্মনিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥

প্রেমবিলাস, ১৪শ বিলাস, পৃঃ ১০৯-১১০

পদকল্পতরু-ধৃত পাঠের অপেক্ষা প্রেমবিলাস-ধৃত পাঠ দুই এক স্থানে ভাল। 'তরু'তে "ভজহুঁ রে মন নন্দনন্দন" আছে। পদরসসারে 'শ্রীনন্দনন্দন' থাকা সত্ত্বেও সতীশবাবু কেন শুধু 'নন্দনন্দন' পাঠ ধরিলেন জানি না। তরুতে আছে—

দুলহ মানুষ জনম সতসঙ্গে
তরহ এ ভব-সিন্ধু রে।

তরুর পাঠে এই 'রে'র জের শেষ দুই চরণে নাই—প্রেমবিলাসের পাঠে আছে। তরুতে "ভজহুঁ হরি-পদ নীত রে" পাঠ থাকায় 'নীত' শব্দের মানে করা খুব কঠিন হয়। প্রেমবিলাসে "ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে" পাঠ অর্থকে সহজবোধ্য করিয়াছে। গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (১৬৯) নবধা ভক্তির কথা বলিলেন তাহা হয়তো শ্রীনিবাস আচার্য্যের মৌখিক উপদেশের ফল। নবধা ভক্তির নয়টী রূপ শ্রীরূপ উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—(১) শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্জ্জন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, (৯) আত্মনিবেদন। কবি স্বীয় প্রতিভাবলে 'পদসেবন দাসী রে' ও 'পূজহুঁ সখীগণ' শব্দে দাস্য ও সখ্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য গোবিন্দদাসকে শ্রীরূপ গোস্বামি-লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস বলিতেছেন-

স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা।
আনন্দে মগন হইয়া এই আজ্ঞা দিলা ॥
পড়হ গোবিন্দদাস রসামৃতসিন্ধু।
সর্ব্বত্র মঙ্গল যার স্পর্শি এক বিন্দু ॥
উজ্জ্বল পড়হ যাতে রাধাকৃষ্ণলীলা।
সর্ব্বরস লীলাচয় তাহাতেই দিলা ॥
শুভক্ষণ করি পুঁথি পড়িতে লাগিলা।
বিষয় বিভাগ তার সকল কহিলা ॥
শুনিতেই মাত্র গ্রন্থের যেমত আভাস।
অনুভবি বহু অর্থ করিল প্রকাশ ॥

প্রেমবিলাস, চতুর্দ্দশ বিঃ, পৃঃ ১১০

গোবিন্দদাস এই দুই গ্রন্থ কখন পড়িয়াছিলেন? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। উজ্জ্বলনীলমণি তাহার কয়েক বৎসর পরে লিখিত হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থের সঙ্গে ঐ দুইখানিও বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আনিয়া প্রচার করেন। তিনি যে বৈষ্ণব গ্রন্থ একসঙ্গে আনেন নাই তাহার প্রমাণ গোবিন্দ কবিরাজকে লিখিত শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র (ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০৩৫-৩৬), যাহাতে বলা হইয়াছে যে, শ্যামদাস মার্দঙ্গিকের (খোলবাদকের) হাতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্য বৃহদ্ভাগবতামৃত পাঠানো হইয়াছে; উহা তিনি পাইলেন কিনা, "তত্তত্র প্রবিষ্টো ন বেত্তি" তিনি উহা পড়িয়া বুঝিলেন কিনা জানিতে চাহি। যদি বৃহদ্ভাগবতামৃতের মতন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রথমবারে শ্রীনিবাস না লইয়া যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে গোপালচম্পূ (যাহার পূর্ব্বভাগ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ও উত্তরভাগ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়) যে লইয়া যান নাই তাহা নিশ্চিত। অথচ গোপালচম্পূর রচনাকালের

উপর নির্ভর করিয়া ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস ১৫৯৯-১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে গমন করেন ও ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীরকে উদ্ধার করেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা)। তাহারও পরে তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজকে দীক্ষা দেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্য যে পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাস্য নহে। অথচ শ্রীনিবাস আচার্য্য সম্বন্ধে ঐ ঘটনাটীর মতন বিশ্বাস্য অন্য কোন ঘটনা নহে। কেননা শ্রীনিবাসের দুইজন শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ এবং কর্ণপূর কবিরাজ সংস্কৃত শ্লোকে উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তী-লিখিত নরোত্তমবিলাসের দ্বিতীয় বিলাসে কর্ণপূর কবিরাজকৃত 'শ্রীনিবাস-গুণলেশসূচক' হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কর্ণপূর কবিরাজ যে শ্রীনিবাসের শিষ্য অষ্ট কবিরাজের মধ্যে একজন কবিকর্ণপূর নহেন—তাহা ভূমিকায় দেখাইয়াছি। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর G 38-সংখ্যক পুঁথিখানিতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা বর্ণনা আছে। পুঁথিখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত। উহাতে আছে—

> কর্ণপূরো নৃসিংহঃ শ্রীভগবান্ কবিনৃপতিঃ।
> বল্লবীদাসকবিরাজৌ শ্রীগোপীরমণগোকুলৌ॥

কর্ণপূর কবিরাজ লিখিয়াছেন—

> আবির্ভূয় কুলে দ্বিজেন্দ্রভবনে রাঢ়ীয়ঘণ্টেশ্বরৌ
> নানাশাস্ত্রসুবিজ্ঞনির্ম্মলধিয়া বাল্যে বিজেতা দিশাঃ।
> নীলাদ্রৌ প্রকটং শচীসুতপদং শ্রুত্বা ত্যজন্ সর্ব্বকং
> সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥
> গচ্ছন্ শ্রীপুরুষোত্তমং পথি শ্রুতশ্চৈতন্যসঙ্গোপনং
> মূর্চ্ছাভূয় কচান্ লুনন্ স্বশিরসো ঘাতং দধদ্ধিক্কৃতঃ।
> তৎপাদং হৃদি সন্নিধায় গতবান্নীলাচলং যঃ স্বয়ং
> সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

নরোত্তমবিলাস, পৃঃ ৮৩—বসুমতীর বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী সংস্করণ

ঐ সূচকে শ্রীনিবাসের সহিত নরহরি সরকার ও রঘুনন্দনেরও দেখাসাক্ষাতের কথা আছে।

> গচ্ছন্ যঃ পথি খণ্ডসংজ্ঞনগরে চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়ং
> মত্বা শ্রীসরকারঠক্কুরবরং নীত্বা তদাস্তাং তথা।
> তৎপশ্চাদ্ রঘুনন্দনস্য চরণং নত্বাগতো যস্ত্বরন্
> সোঽয়ং মে করুণানিধির্বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের তিরোভাবের প্রায় একশত বৎসর পরে নরহরি চক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন তাহা কিম্বদন্তী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু শ্রীনিবাসের শিষ্যের কথা না মানিলে চলিবে কেন?

শ্রীনিবাসের অপর শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজের 'নবপদ্যে' লিখিত আছে যে, শ্রীনিবাস পুরুষোত্তম যাইতে কৃতসংকল্প হইলে, লোকের মুখে কৃপাম্বুধি চৈতন্যপ্রভুর তিরোধানবার্ত্তা শুনিয়া মহাদুঃখে পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন; ভগবান্ তাঁহাকে স্বপ্নে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। কর্ণপূর কবিরাজ বলিতেছেন যে, শ্রীনিবাস পুরীতে যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট হওয়ার সংবাদ শুনিলেন; আর নৃসিংহ কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, তিনি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে যাইতে কৃতমতি হইলে প্রভুর তিরোধান-সংবাদ শুনিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস পুরীর পথে কতটা আগাইয়া যাওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের সঙ্গোপন হওয়ার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন তাহা জানা না গেলেও একথা নিশ্চিত যে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের বয়স অন্ততঃ ১৫।১৬ বৎসর হইয়াছিল। উহার অপেক্ষা কম বয়সের লোক সেকালে আত্মীয়স্বজন ছাড়া পুরী যাইবার কথা কল্পনা করিতে পারিত না। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত অনুরাগবল্লীতে আছে (পৃঃ ৮) যে, শ্রীনিবাস পৌগণ্ডে (পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে) বিদ্যা আরম্ভ করিয়া 'কথোক দিবসে' ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার অধ্যয়ন করেন ও মহাপ্রভুর নিকট ভাগবত পড়িবার জন্য পুরী যাত্রা করেন। ১৫।১৬ বছর বয়সের কমে ভাগবত পড়িতে ইচ্ছা হইবার কথা নয়। এই তিনটী সূত্র হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রীনিবাস ১৫১৭।১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় কর্ণপূর কবিরাজের সূচক ও অনুরাগবল্লী না দেখিয়া কেবলমাত্র নৃসিংহ কবিরাজের নবপদ্য হইতে অনুমান করিয়াছেন,

"চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খ্রীঃ) সময় শ্রীনিবাস কিশোরবয়স্ক। ঐ সময় তাঁর বয়স ১৩।১৪ বছর ধরিলে ১৫১৯।১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম বলা যাইতে পারে" (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৮৯)।

শ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে যাত্রা করেন তখন প্রয়াগ হইতে কিছুদূরে যাইবার পর শুনিতে পান যে, সনাতন গোস্বামী "চারিমাস হইলেন তিঁহো অপ্রকট" (প্রেমবিলাস—পঞ্চমবিলাস)। তারপর মথুরায় যাইয়া শুনিলেন—

"প্রথমেই সনাতন হৈল অপ্রকট।
তাহা বহি কতকদিন রঘুনাথ ভট্ট॥
শ্রীরূপ গোসাঞি এবে হইলা অপ্রকট।
শরীর না রহে প্রাণ করে ছটফট॥

প্রেমবিলাস—পঞ্চমবিলাস

রাধাকুণ্ড হইতে প্রকাশিত "বৈষ্ণব ব্রতোৎসব নির্ণয়পত্র" হইতে জানা যায় যে, সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় (গুরু পূর্ণিমায়) এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশীতে। দুই তিথির ব্যবধান ২৭ দিন মাত্র; অথচ প্রেমবিলাস চার-ছয় মাস বলেন কেন?

ভক্তিরত্নাকারে আছে (চতুর্থ তরঙ্গ, পৃঃ ১৩৩) যে, রূপ সনাতন অল্পদিনের ব্যবধানে অপ্রকট হন; যথা—

এই কথো দিনে শ্রী গোসাঞি সনাতন।
মো সবার নেত্র হৈতে হৈলা অদর্শন॥
এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপ গোসাঞি।
দেখিয়া আইনু সে দুঃখের সীমা নাই॥

সনাতন গোস্বামী ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবতোষণী টীকা সমাপ্ত করেন। তাহার পর বছর দশেক রূপ সনাতন জীবিত ছিলেন বলিয়া বৃন্দাবনে কিম্বদন্তী আছে। সেইজন্য বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শিনীতে উভয়ের তিরোধান ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল লিখিত হইয়াছে। ১৫১৭।১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করিলে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি বৃন্দাবনে পৌছান তখন তাঁহার বয়স হয় ৪৬।৪৭ বৎসর। তিনি গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শ্রীজীবের নিকট বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীব তাঁহার সমবয়সী ছিলেন অথবা দুই এক বছরের ছোট ছিলেন। তাই দেখি সমস্ত পত্রে তিনি শ্রীনিবাসকে বন্ধুভাবে সম্বোধন করিতেছেন; যথা—প্রথম পত্রে "স্বস্তি মদীয়সমস্তসুখপ্রদপদদ্বন্দ্বশ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যচরণেষু"; দ্বিতীয় পত্রে সুস্পষ্টভাবে 'স্বস্তি সমস্তগুণ-প্রশস্ত-বন্ধুবর-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যমহত্তমেষু"; তৃতীয় পত্রে রামচন্দ্র কবিরাজকে লেখা "শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র তাম্ উপদেক্ষ্যন্তি, এতে হি অস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি" (ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ১০৩১-১০৩৫)।

শ্রীনিবাসাচার্য্য তিনবার বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন।

তিনবার বৃন্দাবন গমনাগমন।
সংক্ষেপে করিয়া কিছু কৈল নিবেদন॥

অনুরাগবল্লী, ষষ্ঠমঞ্জরী, পৃঃ ৪২

শ্রীনিবাসের জীবনীগ্রন্থগুলিতে একবারের ঘটনা অন্যবারে আরোপিত হওয়া বিচিত্র নহে। প্রথমবারে শ্রীনিবাস বেশ কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। মনোহরদাস অনুরাগবল্লীতে লিখিয়াছেন—

কয়েক বৎসরে গ্রন্থ সমস্ত পড়িল।
সিদ্ধান্ত সার রস-সার সকল জানিল॥

পৃঃ ২৪

শ্রীনিবাস ৪৬।৪৭ বৎসর বয়সে যখন প্রথম বৃন্দাবনে আসেন তখন তাঁহার বিবাহাদি হইয়াছিল। কিন্তু গোপাল ভট্ট বিবাহিত ব্যক্তিকে দীক্ষা দিবেন না আশঙ্কা করিয়া তিনি সেকথা গোপন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষাগ্রহণের বহু বৎসর পরে যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বৃন্দাবন দর্শনে যান তখন তাঁহার নিকট গোপাল ভট্ট সমস্ত ব্যাপার শুনিতে পান। তিনি শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

গোসাঞি কহে এত মিথ্যা কহিলা আমারে।
কোন্ ধর্ম্ম বুঝিয়াছ বুঝিব বিচারে॥

শ্রীনিবাস সরলভাবে সমস্ত দোষ স্বীকার করিলেন।

ঠাকুর কহয়ে তোমার চরণ বন্দন।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ দরশন॥
শ্রীজীব গোসাঞি সঙ্গ বৃন্দাবন বাস।
সভার সহিত কৃষ্ণ-কথায় বিলাস॥

এত লভ্য হয় এক অসত্য বচনে।
এই লোভে কহিয়াছো সঙ্কোচিত মনে॥
এত কহি ঠাকুর দণ্ড-প্রণাম করিল।
হাসি হাসি ভট্ট গোসাঞি আলিঙ্গন কৈল॥
মিথ্যা কহিয়াও তুমি জানিলে আমারে।
কিছু দোষ নাহি ইথি কহিল তোমারে॥

অনুরাগবল্লী, ষষ্ঠমঞ্জরী, পৃঃ ৪০

মনোহরদাসের এই বিবরণটা শ্রীনিবাসের জীবনের কয়েকটী ঘটনার কাল নির্ণয়ে সহায়তা করে। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১০।১১ বৎসর বৃন্দাবনে বাস করিয়া ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বৈষ্ণব গ্রন্থাদি লইয়া গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন। পথের মধ্যে বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থগুলি বীর হাম্বীরের লোকজনের দ্বারা অপহৃত হয়। এই উপলক্ষ্যে বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্য্যের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করার মানে এ নহে যে, তিনি যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ করিলেন। স্যার যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন (History of Bengal II, পৃঃ ২০৮) যে, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর জগৎসিংহকে পাঠানদের হাত হইতে বাঁচাইয়া স্বীয় দুর্গে আশ্রয় দেন। তিনি আরও বলেন (ঐ, পৃঃ ২৪০) যে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীর জগৎসিংহকে পাঠানদের হাত হইতে বাঁচাইয়া স্বীয় দুর্গে আশ্রয় দেন এবং ইসলাম খানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একরকম স্বাধীনই ছিলেন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম খানের প্রতিনিধি শেখ কামিল চেষ্টা করিয়াও বীর হাম্বীরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই (History of Bengal II, পৃঃ ২৯১-৯২)।

বীর হাম্বীর কখন রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন? এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় বাঁকুড়া গেজেটীয়ারের সঙ্কলয়িতা L. S. S. O'Malleyর মত মানিয়া লইয়া লিখিয়াছেন যে, বীর হাম্বীর ১৫৯১ হইতে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (Bankura Gazetteer, পৃঃ ২৬), কিন্তু Elliot ও Dowson প্রদত্ত (ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮৬) বিবরণ মতে ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে বীর হাম্বীর জগৎসিংহকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই তারিখ খণ্ডন করিয়া স্যর যদুনাথ সরকার যখন ঐ তারিখ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্থির করিয়াছেন তখন বীর হাম্বীর ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যাধিরোহণ করিবেন কি করিয়া? আরও বিবেচ্য যে, O'Malley তাঁহার নিজের নির্দ্ধারিত তারিখের উপরও আস্থা রাখিতে পারেন নাই; কেননা, তিনি বাঁকুড়া গেজেটীয়ারের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মল্লেশ্বর মন্দিরের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীর ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যিনি ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন, তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির স্থাপন করিবেন কিরূপে? Archaeological Survey of Indiaর ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে (বাঙ্গলা দেশ) পাওয়া যায় যে, ঐ মন্দির বীরসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়—The oldest dated temple in Bishanpur is known as the Mallesvara temple, which has long been regarded as the oldest in Bishanpur and as dating back to near the beginning of the Malla era, chiefly on the strength of the inscription of which Bishanpur enjoys its fame as a very ancient city, the inscription is dated clearly in Saka 928, but this is a mistake, the word 'Saka' having through some oversight been put instead of Mallabda, as the proof of it is to be seen in the next few lines, where the temple is stated to have been built by Vira Simha in the year "Vasu Kara Hara Malla Sake" i.e. in 928 of the Malla era (পৃঃ ২০৩)। ডাঃ ব্লক বিষ্ণুপুরের একটি মন্দিরে ১০৬৪ মল্লাব্দ ও ১৬০০ শক পাইয়া স্থির করেন যে, ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মল্লাব্দ সুরু হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ব্লকের মত মানিয়া লইয়া ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মল্লাব্দের আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন (Indian

Historical Quarterly, 1927, পৃঃ ১৮০-৮১)। 'বিশ্বকোষে' বিষ্ণুপুর শব্দে ভুল করিয়া মল্লাব্দের আরম্ভ ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং বীর হাম্বীরের রাজত্বের আরম্ভ ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ধরা হইয়াছে। ৬৯৪ ও ৭১৫র মধ্যে তফাৎ ২১ বছরের ; ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২১ বাদ দিলে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীরের সিংহাসনে অধিরোহণের কাল পাওয়া যায়। ঠিক ঐ বৎসরকেই অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দকে হাণ্টার সাহেব রাজত্ব আরম্ভের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার Statistical Account of Bengalএর চতুর্থ খণ্ডে (পৃঃ ২৩৫) লিখিয়াছেন যে, বীর হাম্বীর ৮৬৮ মল্লাব্দে (১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৮১ মল্লাব্দে (১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাজ্যাধিরোহণ করেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় হাণ্টারের ৮৮১ মল্লাব্দ মানিয়া লইয়া বিশ্বকোষ অনুসারে ৭১৫ মল্লাব্দ আরম্ভ ধরিয়া স্থির করেন যে, বীর হাম্বীর ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন (Vaisnava Literature, পৃঃ ১০৯)। প্রকৃতপক্ষে হাণ্টারের মতের সহিত বিশ্বকোষের ও দীনেশচন্দ্র সেনের মতের কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং আমরাও এই মত মানিয়া লইতেছি। হাণ্টার সাহেব ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঐ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তখন তাঁহার পক্ষে বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীর কাগজপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, কেননা বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহ দেব ইহার ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে (বাংলা ১২৭৩ সালে) পরলোকগমন করিয়াছেন।*

শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার পর যখন বৈষ্ণব গ্রন্থাদি সহ যাজিগ্রামে ফিরিতেছিলেন তখন বিষ্ণুপুরে তাঁহার পূর্ণগ্রন্থ গোরুর গাড়ী লুঠ হয়। সম্ভবতঃ এই ঘটনা বীর হাম্বীরের রাজ্যাধিরোহণের অল্প পরেই ঘটিয়াছিল। শ্রীনিবাস গ্রন্থের অনুসন্ধান করিতে করিতে বিষ্ণুপুরের রাজসভায় যান এবং তথায় ভাগবত পাঠ করিয়া বীর হাম্বীরকে মুগ্ধ করেন। বীর হাম্বীর পরে সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কালাচাঁদের মন্দির অবশ্য পরে ৯৬২ মল্লাব্দে বা ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় (Cunningham—Arch. Survey VIII, পৃঃ ২০৪)।

বীর হাম্বীর সুন্দর পদ রচনাও করিতেন। কালাচাঁদের শরণাগতা প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত পদটী লেখেন—

শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরাণি॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবারিতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিবায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়ে থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থির॥
শ্বাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজ্জি গেলা কালাচাঁদের পায়॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৫৮২

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের তিনচার বৎসরের মধ্যে শ্রীনিবাস প্রথমে রামচন্দ্র কবিরাজকে ও পরে গোবিন্দদাসকে মন্ত্রদীক্ষা দেন পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দের পুত্র

* অভয়পদ মল্লিক ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে History of Bishnupur Raj গ্রন্থে যে সব তারিখ দিয়াছেন তাহা অপেক্ষা তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে হাণ্টারের ন্যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত তারিখ আমরা বেশী নির্ভরযোগ্য মনে করি। "বাংলায় ভ্রমণ" নামক গাইড বুকের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৫২) লিখিত হইয়াছে যে, "১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব সুলেমান কররানির পুত্র দায়ুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বীর হাম্বীরের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে।" এই উক্তি সত্য নহে, কেননা স্যর যদুনাথ সরকার History of Bengalএর দ্বিতীয় খণ্ডে দেখাইয়াছেন যে, সুলেমান কররানি ১৫৬৫ হইতে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

দিব্যসিংহ সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক স্থতরাং গোবিন্দদাসের বয়স তখন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি। প্রেমবিলাস মতে গোবিন্দদাস দীক্ষা গ্রহণের পর ৩৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে গোবিন্দদাসের তিরোধান ১৫৮০+৩৬=১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের আশেপাশে কোন সময় হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে।

কবি বৃন্দাবনলীলা বর্ণনা করিয়া অর্দ্ধেক জীবন অতিবাহিত করিলেও, তিনি কখনও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। প্রেমবিলাস, অনুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে তাঁহার বৃন্দাবন-যাত্রার কোন উল্লেখ নাই; থাকিবার কথাও নহে—কেননা, ঐসব গ্রন্থে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও প্রসঙ্গক্রমে রামচন্দ্র কবিরাজের জীবনকাহিনী লিখিত হইয়াছে—কবির নহে। গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে তাঁহার রচিত পদাবলী শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইতেন। তাঁহার বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের সঙ্গে মাঝে মাঝে বীর হাম্বীরের রাজধানীতে যাইতেন। কিন্তু গোবিন্দদাস কখনও বিষ্ণুপুরে গিয়াছিলেন এমন কথা পাওয়া যায় না। গোবিন্দদাসের সঙ্গে বীর হাম্বীরের বেশী ঘনিষ্ঠতা থাকিলে তাঁহার কোন না কোন পদে বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজার নাম সংযুক্ত থাকিত।

বিষ্ণুপুরের কাছাকাছি আর একটী প্রাচীন রাজবংশের রাজ্য ছিল পঞ্চকোটে। পুরুলিয়া হইতে ৩৫ মাইল ও সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের আদ্রা ষ্টেশন হইতে ১০ মাইল দূরে রামকানালি নামক ষ্টেশনের নিকট পঞ্চকোটের রাজধানী ছিল। সেই বংশের ৬৭তম রাজা হরিশ্চন্দ্র বা হরিনারায়ণ (১৫৮৯-১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার পিতার নাম জগমোহন শেখর বা গরুড়নারায়ণ (১৫৬০-১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)। ঐ বংশের রাজাদের একটী করিয়া নাম, আর একটী করিয়া উপনাম থাকিত। হরিনারায়ণের সঙ্গে গোবিন্দদাসের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাই তাঁহার নাম "জয় জয় রাম রাম রঘু-নন্দন" ইত্যাদি ৪১-সংখ্যক পদের শেষে রহিয়াছে—

> গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
> হরিনারায়ণ অধিদেবা॥

হরিনারায়ণ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

> শিখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণ।
> আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন॥
> তেহো শিষ্য হইবেন শ্রীরাম-মন্ত্রেতে।
> স্বাভাবিক প্রীত তাঁর শ্রীরামচন্দ্রেতে॥

নবমতরঙ্গ, পৃঃ ৫৮৬

রামভক্ত এই রাজার প্রীত্যর্থে গোবিন্দদাস এই রামস্তবটী রচনা করেন।

এই হরিনারায়ণ রাজা মুর্শিদাবাদ জেলার নশিপুরের (উহার প্রাচীন নাম কি পক্কপল্লী?) রাজা নৃসিংহ গজপতিকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন রসিক মুরারিকে দর্শন করেন। রসিক তাঁহাকে দর্শন দেন। রসিকের বংশীবাদন শুনিয়া রাজা মুগ্ধ হন।

> রসিক মহিমা জানে হরিনারায়ণে।
> বহুরূপে কহিলেন গজপতি স্থানে॥
> শুনিয়া নৃসিংহদেব আনন্দিত মনে।
> যাইতে করিল মন চরণ দর্শনে॥

রসিকমঙ্গল, পৃঃ ১২৬-২৭

এই নৃসিংহ গজপতির উপনাম ছিল রূপনারায়ণ। গোবিন্দদাস তাঁহার "নবনীরদ তনু তড়িতলতা জনু" ইত্যাদি ১৬০-সংখ্যক পদে ইহাঁর নাম করিয়াছেন; যথা—

> রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ।
> গোবিন্দদাস অনুমান॥

অন্য একটি পদে (১৬৮) তিনি নরসিংহের নাম না করিয়া শুধু রূপনারায়ণের নাম করিয়াছেন; যথা—

> গোবিন্দদাস ভণ রসিক রসায়ন।
> রসয়তু ভূপতি রূপনারায়ণ॥

বিদ্যাপতির অনুরাগী কবি গোবিন্দদাস পঞ্চকোটের ও নশিপুরের ক্ষত্রিয় (ছত্রি) রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া খুব খুশি হইয়াছিলেন কেননা তিনিও বিদ্যাপতির ন্যায় 'নারায়ণ' উপনাম-যুক্ত রাজাদের নাম পদের ভণিতায় দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে মুস্কিল হইয়াছে এই যে, কোন কোন অত্যুৎসাহী মৈথিল পণ্ডিত এই দুইটী

পদকে (১৬০ ও ১৬৮) গোবিন্দদাসের মৈথিল হওয়ার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিতেছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কোন মিথিলার রাজার উপনাম হরিনারায়ণ বা রূপ-নারায়ণ ছিল না।*

গোবিন্দদাস আর একজন রসিক ভক্তের নাম পদে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন রায় রামচন্দ্র। 'নন্দনন্দন রাজভূষণ' ইত্যাদি (৪৫৬) পদটীর পদরসসারধৃত (অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ৬৬) পাঠে ভণিতায় আছে—

(রায়) রামচন্দর বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভণে।

'রসিকমঙ্গলে' রসিকানন্দের শিষ্যদের কথা বলিতে যাইয়া লেখা হইয়াছে—

নৃপ রামচন্দ্র চিত্রেশ্বর শ্রীচন্দন।
কায়মনোবাক্যে সবে রসিক শরণ॥

পশ্চিম বিভাগে ১ লহরী, পৃঃ ১৪৩

এই পদের ভণিতার পাঠান্তরে সাহিত্য-পরিষদের ১৮৩-সংখ্যক পুঁথিতে 'রায় চম্পতির' নাম আছে। আমরা কবির ৫৩৮-সংখ্যক পদের পাঠান্তরেও 'রায় চম্পতির' নাম পাইয়াছি। তা ছাড়া 'তু বিহু সুখময় শেজ তেজল' ইত্যাদি ৪৬২-সংখ্যক পদে 'রায় চম্পতি বচন মানহ দাস গোবিন্দ ভণে' পাওয়া গিয়াছে। রায় চম্পতি কে? রাধামোহন ঠাকুর 'কি করব জপতপ দান ব্রত' ইত্যাদি চম্পতি ভণিতাযুক্ত (পৃঃ ১৯৯) ও

মাথুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
বড় মনে সাধ লাগে কাহ্নু দেখিবারে॥

আর তো গোকুলচন্দ্র না করিব কোলে।
পাইয়া পরশ মণি হারাইল হেলে॥

পৃঃ ৩০১

ইত্যাদি পদটীর ভণিতায় 'চম্পতি পতি বিহু তনু ভেল শেষ'এর টীকায় লিখিয়াছেন—"চম্পেতি শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রঃ চম্পতিরায়নামা মহা-ভাগবত আসীৎ, স এব গীতকর্ত্তা" (পৃঃ ১৯৯) এবং "চম্পতিপতি চম্পতিরায়নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ স এব গীতকর্ত্তা" (পৃঃ ৩০১)। কিন্তু কোন উৎকলবাসী যে "মাথুর নাম শুনি প্রাণ কেমন করে" পদ লিখিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। গোবিন্দদাস বল্লভ, রায় বসন্ত, হরিনারায়ণ, প্রতাপাদিত্য, রায় সন্তোষ, রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ প্রভৃতি যে সকল লোকের নাম পদের ভণিতায় করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই কবির সমসাময়িক। একমাত্র বিদ্যাপতির নাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবির। চম্পতি এমন কিছু খ্যাতিসম্পন্ন কবি নহেন যে, গোবিন্দদাস তাঁহার পদের ভাব পরিপূরণ করিবার জন্য প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িকের নাম করিবেন। চম্পতির 'কি করব জপতপ' পদে অবশ্য 'পৈড়' শব্দ পাওয়া যায় এবং রাধামোহন ঠাকুর উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ওড়িয়ারা কাঁচা নারিকেলকে 'পৈড়' বলে। কিন্তু গোবিন্দদাসের সময়ে মেদিনীপুর জেলায় ওড়িয়া শব্দের প্রচুর প্রচলন ছিল। ঐ জেলায় শ্যামাপদ ও রসিকানন্দের অনেক শিষ্য ছিলেন এবং রসিকমঙ্গল হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কবি বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের সমসাময়িক এইরূপ কোন কবির নামই চম্পতি রায় ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। গোবিন্দদাসের ন্যায় তিনিও বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখিতেন।

গোবিন্দদাসের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্ত। কবি ইঁহার নাম "মরকত মঞ্জু মুকুর" ইত্যাদি ১৫৯-সংখ্যক পদের ভণিতায় করিয়াছেন। তিনি এই সন্তোষ দত্তের অনুপ্রেরণায় সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব

* জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় "রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস পরমাণ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "এ স্থলে তিনি (গোবিন্দদাস) পক্কপল্লীর কবি নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিয়াছেন (গৌ. প. ত. ভূমিকা, পৃঃ ৬৮, প্রথম সংস্করণ)। কিন্তু তিনি যদি ১৬০ ও ১৬৮-সংখ্যক পদের ভণিতা মিলাইয়া দেখিতেন তাহা হইলে রূপনারায়ণকে সভাপণ্ডিত বলিতেন না। শেষোক্ত পদে ভূপতি রূপনারায়ণ স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে; এই ভূপতির আসল নাম যে রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ তাহা ১৬০-সংখ্যক পদ হইতে জানা যায়।

নাটক রচনা করেন। ঐ নাটকটী আজ পর্য্যন্ত আমরা খুঁজিয়া পাই নাই; তবে নরহরি চক্রবর্ত্তী ইহা হইতে ভক্তিরত্নাকরের ১৯ পৃষ্ঠায় দুইটী ও ৩৩।৩৪ পৃষ্ঠায় চারিটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ঐ নাটকের প্রথমেই গোবিন্দদাস কবিরাজ সন্তোষ দত্তের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি গৌড়াধিরাজের মহামাত্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র এবং তিনি পদ্মাবতী-তীরবর্ত্তী গোপালপুর নগরবাসী ছিলেন। সন্তোষ দত্তের অর্থানুকূল্যেই খেতরির সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ কবিরাজের কৌতুকপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটী কাহিনী প্রেমবিলাসের অপ্রামাণিক ঊনবিংশ বিলাসে লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরের পট্টমহাদেবী ধ্বজামণি দেবীর হাতের লেখা ষোড়শবিলাসাত্মক প্রেমবিলাস শেষ হইয়াছে মুদ্রিত পুস্তকের অষ্টাদশ বিলাসে। সুতরাং এই ঊনবিংশ বিলাসের কথা কতদূর বিশ্বাস্য বলা যায় না। তবে গল্পটী নরোত্তমবিলাসের দশম বিলাসেও আছে। রূপচন্দ্র বা রূপনারায়ণ নামে এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত নরোত্তম ঠাকুরের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন; কেননা তিনি কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দেন। সেইজন্য তিনি পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের সাহায্যে নরোত্তমের সঙ্গে বিচারের জন্যে আসিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া খেতরির নিকটস্থ কুমরপুর গ্রামে—

> রামচন্দ্র, গোবিন্দ আর গঙ্গানারায়ণ।
> হরিহর, রামকৃষ্ণ, জগন্নাথ এই কয়জন॥
> তেলি, শুঁড়ি, সাজে আর বারৈ, কুমার।
> নানা জিনিষ লৈঞা তথি জমায় বাজার॥
> কতেক পড়ুয়া আইলা জিনিষ কিনিতে।
> মূল্য পুছিলে তাহা কহে সংস্কৃতে॥
> দর্প করি পড়ুয়ারা সংস্কৃত কয়।
> কিছু আলাপনে সবে হৈলা পরাজয়॥
> তেলি শুঁড়ি কহে মূর্খ তোরা কিবা জান।
> যদি লজ্জা থাকে তবে অধ্যাপকে আন॥
>
> যশোদানন্দন তালুকদার সংস্করণ, পৃঃ ১৯৪

রূপনারায়ণও আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরাজিত হইলেন এবং পরে তিনি ও নরসিংহ নরোত্তমের কৃপা পাইলেন। পয়ারে উল্লিখিত রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয় ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী-উপাধিক পণ্ডিত।

গোবিন্দ কবিরাজ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মাতামহ দামোদর কবি ছিলেন; পিতা চিরঞ্জীব শ্রীচৈতন্যের একান্ত ভক্ত ও কবি ছিলেন; তাঁহার একটী শ্লোক পদাবলীতে স্থান পাইয়াছে। কবির বড় ভাইও কবি। তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহও কবি ছিলেন। তিনিও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

> শ্রীগোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।
> প্রভুর পাদপদ্মে যিহোঁ হয় মত্ত ভৃঙ্গ॥
>
> কর্ণানন্দ, পৃঃ ১২০

কর্ণানন্দের শেষে লেখা আছে যে, কবি যদুনন্দন বুঁধাই পাড়াতে শ্রীমতীর নিকটে অর্থাৎ তাঁহার গুরু হেমলতা ঠাকরাণীর নিকটে থাকিয়া ১৫২৯ শকে অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ লেখেন। গোবিন্দদাস যদি ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দীক্ষা লইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্রেরও বয়স ৪৬।৪৭ বৎসর হইয়াছিল। আমরা দেখাইয়াছি যে, গোবিন্দের দীক্ষার সময় দিব্যসিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা তিনি স্বয়ং তাঁহার 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী' গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। একাদিক্রমে চার পুরুষ কবি ও পণ্ডিত—এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন কর্ণানন্দ লিখিত হয়, তখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্রেরাও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন, কেননা কর্ণানন্দে (পৃঃ ২৮) লিখিত আছে—

> শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়।
> শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥
> শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর।
> তিন পুত্র শিষ্য তাঁর তিন ভক্ত শূর॥

এই কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র জগদানন্দ; জগদানন্দের পুত্র রাধামোহন ঠাকুর। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিলে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার হয় ৯০ বৎসর।

তাহার পুত্র গতিগোবিন্দের বয়স সে সময়ে ৫০।৬০ হওয়া বিচিত্র নহে এবং পৌত্রদের বয়স ২৫।৩০ হইতে পারে। সুতরাং ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতার শিষ্য যদুনন্দনের পক্ষে কর্ণানন্দ লেখা বিন্দুমাত্র অসম্ভব নহে। অবশ্য, কর্ণানন্দে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধি মত গোবিন্দদাসের কাল নির্ণয় উপলক্ষে শ্রীনিবাস আচার্য্যের যে সময় নির্দ্দেশ করিলাম তাহাতে নৃসিংহ কবিরাজ ও কর্ণপূর কবিরাজের উক্তির সঙ্গে বীর হাম্বীরের রাজ্যাধিরোহণ ও কর্ণানন্দে উল্লিখিত শ্রীনিবাসের পুত্র-পৌত্রাদির কথার সামঞ্জস্য হয়। ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ শ্রীনিবাসের জন্মকাল ১৫৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধরিতে যাইয়া শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎশিষ্য নৃসিংহ ও কর্ণপূর কবিরাজের কথা অবিশ্বাস করিতে ও কর্ণানন্দের উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধামাধব তর্কতীর্থ দুই তিন বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত কলেজে গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, "শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্মকাল হিসাবে ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বা নিকটবর্ত্তী কালের গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে হয়" (Our Heritage II, Part I, ১৯৫৪, পৃঃ ১৯৭-৯৮)। এই মত স্থাপনের জন্য তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে যে, শ্রীনিবাস গোপাল ভট্টের শিষ্য নহেন (ঐ, পৃঃ ২০১)। কিন্তু শ্রীনিবাস তাঁহার পদে (তরু ৩০৭২ ও ৩০৭৩) নিজেকে গুণমঞ্জরীর অনুগত বলিয়াছেন এবং কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় গোপাল ভট্টকে অনঙ্গমঞ্জরী বা গুণমঞ্জরী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীনিবাসের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজও নবপদ্যে (ভক্তি-রত্নাকর, পৃঃ ১৩৫) শ্রীনিবাসকে গোপাল ভট্টের মন্ত্রশিষ্য বলিয়াছেন। গবেষণার সার্থকতা সেইখানে যেখানে উপস্থিত সমস্ত প্রমাণের সঙ্গে গবেষকের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবির সাংস্কৃতিক পরিবেশ

গোবিন্দদাস কবিরাজ সেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) প্রায় সমসাময়িক কবি। উভয়েরই শ্রেষ্ঠ রচনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত হয়। সেক্সপীয়র যেমন ইংলণ্ডের বহুনক্ষত্রশোভিত সাহিত্যগগনের পূর্ণচন্দ্র, গোবিন্দদাসও তেমনি গৌড়বঙ্গের বহুজ্যোতিষ্কশোভিত কাব্যাকাশের অকলঙ্ক শশধর। সেক্সপীয়রের যুগের অগ্রদূত যেমন Sidney ও Spencer (1552-99), গোবিন্দদাসের যুগের অগ্রদূত তেমনি নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, বসু রামানন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক কবিবৃন্দ। তাঁহাদের ও গোবিন্দদাসের যুগের মধ্যে সেতুস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁহার পত্নী জাহ্নবাদেবীর কৃপাপাত্র ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত (পৃঃ ৬৩৩, দশম তরঙ্গ) বিবরণ অনুসারে জ্ঞানদাস যখন জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে খেতুরির মহোৎসবে আগমন করেন তখন গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। নরোত্তমবিলাসে (ষষ্ঠ বিলাস) দেখা যায় যে, জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে—

> কেহ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের মুখ চাঞা।
> আলিঙ্গিতে নেত্রধারা বহে বুক বাঞা॥

ষষ্ঠবিলাস, পৃঃ ১২৮

গোবিন্দদাস খেতুরির মহোৎসবে কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

> শ্রীরঘুনন্দনগণ সহ যে বাসাতে।
> শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিযুক্ত তাহাতে॥

ঐ, পৃঃ ১২৮

জ্ঞানদাস যেভাবে নিত্যানন্দের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তিনি তাঁহাকে নিজের চোখে

দেখিয়াছেন এবং এই কারণেই তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ-শাখায় উল্লেখ করিয়াছেন।

চোখে না দেখিলে কবি "দেখ রে ভাই প্রবল মল্লরূপধারী" ইত্যাদি পদে "লীলা বুঝই না পারি" লিখিবেন কেন? আর নিতাইয়ের কটিতটে যে এক রংয়ের বস্ত্র থাকিত না, "বিবিধ বরণ পট পহিরণ" এতো প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মনে হয়। এই পদটীর সঙ্গে গোবিন্দদাসের "জয় জগ-তারণ কারণ ধাম" শীর্ষক পদটী (৪০) মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে যে, গোবিন্দদাস নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন নাই। জ্ঞানদাসের ব্রজবুলির পদ গোবিন্দদাসের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'জ্ঞানদাসের পদাবলীতে' ধৃত হয় নাই এমন একটি পদ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

নিজঘর মাঝহিঁ বৈঠলি সুন্দরী
দিনকর দুপর ঠামে।
যব হাম পুছলো পিরীতি সম্ভাষণ
প্রেম-জলে ভরল নয়নে॥
মাধব! বড় অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে অঙ্গ সব পুলকিত
না মানয়ে গুরুজন-বাধা॥
ভাবে ভরল তনু কম্পিত পুন পুন
পুন পুন শ্যামরী গোরী।
পুন পুছত পুন দিগ নেহারত
ভূমে শুতলি কত বেরি॥
ফুয়ল কবরী উরহিঁ লোটায়ল
কোরে ধওল তুয়া ভাণে।
জ্ঞানদাস কহে তুহুঁ ভালে সমুঝহ
কোন করব পরমাণে॥

ক্ষণদা, ২৩।৪

জ্ঞানদাসের এই ভাব-সমৃদ্ধ পদটীর ভাষা ও ভাবের প্রতিধ্বনি পাই গোবিন্দদাসে—

লোচন শ্যামর বচনহুঁ শ্যামর
শ্যামর চার নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর
শ্যামর সখি কর কোর॥
মাধব ইথে জনি বোলবি আন।
অপচল কুলবতি- মতি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনি জান॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ-অরবিন্দ॥

(১৯০)

জ্ঞানদাসের রাধার ন্যায় গোবিন্দদাসের রাধারও শ্রীকৃষ্ণের বিরহে "ঝামর মুখ অরবিন্দ," কিন্তু গোবিন্দদাসের রাধা সামান্য কবরীকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্ত হন না—তিনি শ্যামবর্ণা সখীকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে ভাবেন যে. শ্যামকেই বুঝি কোলে পাইয়াছেন। তিনি শ্যামের রূপ নয়নে দেখিবার লালসায় কাজল পরিয়া চোখকে শ্যামর করিয়াছেন, কথায় কথায় শুধু শ্যামের নাম লইতেছেন, আর শ্যামবর্ণের সাড়ী পরিয়াছেন। জ্ঞানদাসের রাধা শ্যামের প্রসঙ্গ উঠিলে নিজের দেহের রোমাঞ্চ সম্বরণ করিতে পারেন না, গুরুজনের সমক্ষেও প্রেমবিহ্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর গোবিন্দদাসের রাধা প্রগল্ভা হইয়া তাঁহার সাজসজ্জায়, আচার-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় তাঁহার শ্যাম-তন্ময়তা যেন জগতের সমক্ষে ঘোষণা করেন।

জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সাদা বাংলায় লেখা। গোবিন্দদাসও কয়েকটী পদ সহজ সরল বাংলা ভাষায় লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ পদগুলি ব্রজবুলিতে রচিত।

বল্লভাচার্য্যের (১৪৭৮-১৫৩০) শিষ্য কুম্ভনদাস, সুরদাস, পরমানন্দদাস এবং কৃষ্ণদাস ও বিট্‌ঠলনাথের (১৫১৫-১৫৮৫) শিষ্য গোবিন্দস্বামী, নন্দদাস, চতুর্ভুজদাস ও ছীতস্বামী এই অষ্টছাপের পদাবলীর প্রভাবও গোবিন্দদাসের পদের উপর পড়িয়াছে মনে হয়। এই অষ্টছাপের কবিতার প্রভাব ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ব্রজমণ্ডলে খুব প্রবল ছিল। আর সে সময়ে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গৌড়বঙ্গ হইতে প্রায়শঃই ব্রজমণ্ডলে যাতায়াত করিতেন।

সুতরাং অষ্টছাপের কিছু পদ গোবিন্দদাসের হাতে আসা অসম্ভব নহে। ইহাদের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষার মূলগত পার্থক্য দেখা যায় না। দুই চারিটী উদাহরণ দিয়া সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। কুম্ভনদাস লিখিয়াছেন—

> রূপ দেখি টলন নি পলক লাগে নহীঁ।
> গোবরধন-ধর অঙ্গ অঙ্গ প্রতি
> জহঁ হী পরতি দৃষ্টি রহতি তহীঁ
> কহা কহৌঁ কছু কহত ন আয়ৌ,
> চোরৌ মন মাঁগিয়ে দহী।
> কুম্ভনদাস প্রভুকে মিলন কো
> সুন্দরি বাত সখীন্থ সোঁ কহী॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃ: ১০৭

অর্থাৎ রূপ দেখিয়া নয়নে আর পলক পড়ে না। গোবর্দ্ধনধারীর যে অঙ্গে নয়ন পড়ে সেই অঙ্গেই যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। কি বলিব! কোন কথাই মনে আসিতেছে না! মন যেন দই চাহিতে চাহিতে চুরি করিয়া লইল। কুম্ভনদাস প্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্য সুন্দরী সখীকে এই কথা বলিলেন।

ইহার সহিত তুলনা করুন গোবিন্দদাসের—
'হেরি মুখচন্দ্র-সুধারস-লহরী
কিরণহি ভুবন উজোর' ইত্যাদি ২৬৬-সংখ্যক পদের—

> দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন
> তাহে পলক নিরমাই।
> তাহে অতি হরিষে এ দুহুঁ দিঠি পূরল
> কৈছে হেরব মুখ চাই॥
> তাহে গুরু দুরুজন লোচন-কণ্টক
> সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
> কুলবতি বাদ বিবাদ করত কত
> ধৈরজ লাজ বিচার॥

রূপ দেখিয়া নয়নে পলক দেওয়ার জন্য বিধাতাকে নিন্দা করার কথা শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলায় গোপীগীতে আছে। কিন্তু কুম্ভনদাস যেখানে শুধু বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণের যে অঙ্গে নয়ন পড়ে সেই অঙ্গেই দৃষ্টি লাগিয়া থাকে, গোবিন্দদাস সেখানে বলিতেছেন "আরে সখি, ভাল করিয়া কৃষ্ণকে যে দেখিতেই পারিলাম না। একে তো বিধাতা দুটী মাত্র নয়ন দিয়াছেন। এ রূপ কি শুধু দুই নয়ন দিয়া দেখা যায়! বিদ্যাপতির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে সুরপতির নিকট সহস্র নয়ন মাগিতে চাই। কিন্তু সেই দুটী নয়নে আবার নিমেষ পড়ে। তার উপর আবার একটু দর্শন করিয়াই এমন আনন্দাশ্রুতে নয়ন পরিপূর্ণ হইল যে, মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতেই পারিলাম না। কুম্ভনদাসের রাধার মনে রূপ দেখিয়া একটা পরিতৃপ্তির ভাব, আর গোবিন্দদাসের রাধার মনে অসীম অপরিতৃপ্তি —ভাল করিয়া দেখিবার জন্য দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। নিজের চোখের উপর দোষ আরোপ করার পর গোবিন্দদাসের রাধা বাহিরের প্রতিকূলতার কথা বলিতেছেন। গুরুজন ও দুর্জ্জনদের চোখ এড়াইয়া তবে কৃষ্ণকে দেখিতে হয়, তাহারা যেন কৃষ্ণদর্শনের পথের কাঁটা। আবার শুধু তাহাদিগকে ফাঁকি দিলেই তো চলিবে না। নিজের মনের সঙ্গেও তো লড়াই করিতে হয়। আমি কুলবতী, আমার একটা সম্ভ্রম আছে, মর্য্যাদা আছে, সুতরাং কৃষ্ণদর্শনের আগ্রহের সঙ্গে ধৈর্য্য ও লজ্জার বিবাদ বাধিয়া যায়। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য প্রেমেরই জয় হয়, কেননা রাধা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতেছেন—

> সবহুঁ উপেখি যাই বন পৈঠব
> কানু গীমে করি হার।

—আমি সব কিছু উপেক্ষা করিয়া বনে যাইয়া প্রবেশ করিব; সেইখানে কানুকে আমার গলার হার করিয়া রাখিব। একই ঘটনা, একই ভাব লইয়া রচিত দুই কবির দুইটী পদের মধ্যে ব্যঞ্জনার কি পার্থক্য!

অষ্টছাপের মধ্যে সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ সুরদাসের (মৃত্যু ১৫৮৩) একটী পদের সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনা করা যাউক—

> ধেনু দুহত অতি হী রতি রাঢ়ী।
> একধার দোহনী পহুঁচাবত, একধার জহঁ প্যারী ঠাঢ়ী॥
> মোহন করতেঁ ধার চলত পথ, মোহনি মুখ অতিহী ছবি গাঢ়ী।

মন্থ জলধর জল-ধার বৃষ্টি লঘু, পুনি পুনি প্রেমচন্দ পর
চাঢ়ী ॥
সখীসঙ্গ কী নিরখত যহ ছবি, মন ব্যাকুল মনমথ কী জাঢ়ী।
সুরদাস প্রভুকে বস ভঈ সব, ভবন-কাজতেঁ ভঈ উচাঢ়ী ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ খুব মন দিয়া গোরু দুহিতেছেন। দুধের এক ধারা দুধের পাত্রে পৌঁছিতেছে; আর এক ধারা যেখানে প্যারী দাঁড়াইয়া আছেন। মোহনের হাত হইতে দুধের ধারা পড়িতেছিল, সেই সময় মোহিনীর মুখের শোভাও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মনে হইতেছিল যে, মেঘ যেন লঘু বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে আর রাধার মুখচন্দ্রের উপর যেন বারবার পড়িতেছে। সখীরা এই শোভা দেখিতেছেন, মন ব্যাকুল ও মন্মথবশে জড়তা-প্রাপ্ত হইতেছে। সুরদাসের প্রভুর সবাই বশ, তাহারা গৃহকর্মে উদাসীন।

গোবিন্দ গো-দোহনের কিরূপ ছবি আঁকিয়াছেন তাহা দেখুন—

রাধা বদনচাঁদ হেরি ভূলত
শ্যামর-নয়ন-চকোর।
ছন্দ-বন্ধ বিনু ধবলী ধাওত
বাছুরি কোরে আগোর ॥
শুনহি দোহত মুগধি মুরারি।
ঝুঠহি অঙ্গুলি করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজনারি ॥
লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলিক ভরমে ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস হেরি ভোর ॥ (২৯)

সুরদাসের কৃষ্ণ খুব ধৈর্য্যশীল, শ্রীরাধার মুখের পানে চাহিয়াও তাঁহার গোরু দোহাইবার মতন মনের জোর থাকে। আর গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ কর্ত্তব্যবোধে গোরু দোহাইবেন ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু ধবলী গাইকে বাঁধিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, সে পলাইয়া গিয়াছে; প্রথামত তাহার বাছুরটীকে কোলে আগলাইয়া রাখিয়াছেন। বাছুর যখন কাছে আছে তখন দুধ দোহাইতে হইবে বই কি? সুতরাং গরু কাছে না থাকিলেও তিনি শুধু আঙ্গুল দিয়া দুধ দোহানোর ভঙ্গি করিতেছেন। নয়ন ও তার সঙ্গে সঙ্গে মন শ্রীরাধার মুখের উপর নিবদ্ধ। সুতরাং হাত দিয়া কি যে তিনি করিতেছেন তাহা নিজেই জানেন না। সহসা সখীরূপা ব্রজরমণীদের দিকে তাকাইয়া দেখেন যে, তাঁহারা হাসিতেছেন। তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নয়ন কুঞ্চিত করিয়া সলজ্জ হাসি হাসিলেন। এবার আর তিনি ভুল করিবেন না ঠিক করিয়া হাতে ছাঁদন দড়ি তুলিয়া লইলেন। কিন্তু মন যে রাধার বদনচন্দ্রের উপর। তাই ধবলীর বদলে যণ্ড ধবলের পায়ে ছাঁদন দড়ি দিলেন—যেন ষাঁড়ের কাছ হইতেই দুধ পাওয়া যাইবে। এতো শুধু ঘটনা বর্ণনা করা নয়, কিম্বা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা নয়, কবি যেন কলম দিয়া শ্রীকৃষ্ণের "লাজহিঁ লাজ হাসি দিঠি কুঞ্চিতের" একখানি মনোরম আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন।

এইবার ব্রজভাষার কবি পরমানন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার একটি পদ দেখুন—

কুঞ্চিত অধর পীতরজমণ্ডিত, জনু ভবরনি কী পাঁতি।
কমল কোস মেঁ তেঁ ঢিংগ বৈঠে, পণ্ডুর বরণ সুজাতি ॥
চন্দ্রক চারু, মুকুট সিরশোভা, বীচ-বীচ মণি গুঞ্জা।
গোপীমোহন অভিনব মূরতি, প্রগট প্রেম কে পুঞ্জা ॥
কণ্ঠ কণ্ঠমণি শ্যাম মনোহর, পীতাম্বর বনমাল।
'পরমানন্দ' শ্রবণ-মণি মঙ্গল, কুজত বেণু রসাল ॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ১৯৭

—বেণুবাদনতৎপর শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্চিত অধরে পীতবর্ণের ধূলি পড়িয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন ভ্রমরপংক্তি পদ্মফুলের কোষের নিকট বসিয়াছে, তাহার সুন্দর পাণ্ডুর বর্ণ। তাঁহার মাথায় সুন্দর চাঁদ (গহনা-বিশেষ) মুকুট শোভা পাইতেছে, মাঝে মাঝে মণি ও গুঞ্জা। এই নূতন গোপীমোহন মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রেমপুঞ্জ আসিয়াছেন।

ইহার সহিত গোবিন্দদাসের এই পদটীর তুলনা করুন—

চাঁচড় চিকুর-চূড়পরি চন্দ্রক
গুঞ্জা-মঞ্জুল মাল।

পরিমল-মিলিত ভ্রমরি-কুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল ॥
নিকে বনি আয়ে হো নন্দদুলাল
মনমথ-মথন ভঙ-যুগ ভঙ্গিম
কুবলয়-নয়ন বিশাল ॥
বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর-শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল ॥ (১৬৫)

উভয় পদেই গুঞ্জামালা, চন্দ্রচিহ্নিত ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, ভ্রমর ও বেণু আছে। কিন্তু গোবিন্দদাস কেবলমাত্র ভ্রমর পংক্তি উপমা হিসাবে ব্যবহার করেন নাই ; শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বকুল গুলালের (আবির) পরিমলে আকৃষ্ট হইয়া সত্য সত্যই যাহারা আসিয়াছে তাহারা ভ্রমর নহে ভ্রমরী। গোবিন্দদাসের পদের প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে উপমা—কুবলয় নয়ন, বিম্ব অধর ; শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূযুগলের ভঙ্গী দেখিয়া মন্মথের মন মথিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটি শ্যামল বর্ণের তরুণ তমাল। অষ্টছাপের 'কুম্ভনদাস প্রভু', 'সুরদাস প্রভু' প্রভৃতি দেখিয়া গোবিন্দদাসও 'গোবিন্দদাস পহু' লিখিয়াছেন মনে হয়।

কৃষ্ণদাসের রাসলীলার একটী পদের সঙ্গে গোবিন্দ-দাসের অনুরূপ পদের তুলনা করুন—

নাচত রাস মেঁ গোপাল সঙ্গ, মুদিত গোকুল কী নারী।
তরুণ তমাল শ্যামলাল, কনক বেলি প্যারী ॥
চলি নিতম্ব নূপুর কটি, লোল বঙ্ক গ্রীবা।
রাগ তাল মান সহিত, বেণু গান সীঁবা ॥
শ্রমজল কন কন ভরত, সুভগ রঙ্গ বেণু সোহেঁ।
'কৃষ্ণদাস' প্রভু গিরিবর ধর, ব্রজজন মন মোহে ॥

এই পদে গোবিন্দদাস কর্তৃক ব্যবহৃত 'তরুণ তমাল শ্যামলাল' পাওয়া যাইতেছে। এই সব উপমা তখন আকাশে-বাতাসে ঘুরিতেছে। সুতরাং একজন যে অন্যের নিকট হইতে ইহা ধার করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কৃষ্ণদাসের এই পদে শ্যাম ও রাই দুইজনে দুইটী বৃক্ষের সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। তমাল ও কনক বেলিফুলের গাছের উপমার মধ্যে একটা স্থাবরত্বের (static) ভাব আছে ; তবে কবি বলিতেছেন যে, অবস্থা স্থাবর নহে—কেননা নিতম্ব, নূপুর ও কটি চলিতেছে ও গ্রীবা বঙ্কিম হইয়া দুলিতেছে। ইহার সহিত গোবিন্দ-দাসের 'বাজত ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ' ইত্যাদি (৫৫৮) তুলনা করিলেও দেখা যাইবে তাঁহার বর্ণনায় কিছুই এক মুহূর্ত সময়ের জন্যও স্থির হইয়া নাই।

নাচত শ্যামসঙ্গে ব্রজনারি।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত-লতাবলি
অঙ্গ-ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥
নটন-হিলোল-লোল মণিকুণ্ডল
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রসভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরিক বন্ধ ॥

মেঘসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎপুঞ্জের উপমায় এক অসীম গতিবেগ সূচিত হইতেছে। কৃষ্ণদাসের পদে যেখানে মাত্র নিতম্ব, কটি ও গ্রীবা দুলিতেছে, গোবিন্দদাসের পদে সেখানে মণিকুণ্ডল এমনভাবে হিল্লোলিত হইতেছে যে, শ্রীরাধার কাঁচুলি ও নীবিবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে কবরিও খুলিয়া যাইতেছে। উভয় পদেই নৃত্যশ্রমে ঘর্মবিন্দু দেখা দেওয়ার কথা আছে।

অষ্টছাপের অন্যতম কবি গোবিন্দস্বামীর একটী ঝুলনের পদের সঙ্গে আমাদের গোবিন্দদাসের ঐ বিষয়ের একটী পদ তুলনা করুন। গোবিন্দস্বামী লিখিয়াছেন—

দম্পতি ঝুলত সুরঙ্গ হিণ্ডোরৈ।
গৌর-শ্যাম তন অতি ছবি রাজত
মনোঁ ঘন দামিনি জাতি ভোরৈ ॥
বিদ্রুমঘম্ভ জটিত নগ পটুলী
কনিক ডাঁড়ী শোভা দেত চহুঁ ওরৈঁ।
'গোবিন্দ প্রভু' কোঁ দেখি ললিতা দিক
নিরখি হঁসত বম নবল কিসোরৈঁ ॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ২৬৩

এখানে মেঘ বিজুরীর উপমা দেওয়ায় খুব জোরে ঝুলনা ঝুলান হইতেছে জানা যাইতেছে। কৃষ্ণকে দেখিয়া ললিতাদি সখীরা হাসিতেছেন। কিন্তু গোবিন্দদাস ঠিক

ঐ বর্ণনা দিয়া অতি সুকৌশলে শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনা পূর্ণ হইবার ইঙ্গিত করিয়াছেন—

নবঘন কানন শোভন পুঞ্জ।
বিকশিত কুসুমে সুশোভিত কুঞ্জ॥
নূতন পল্লব-শোভিত ডাল।
শারি শুক পিক তহি বোলত রসাল॥
তঁহি বনি অপরূপ রতন-হিন্দোল।
তাপর বৈঠল কিশোরি কিশোর॥
ব্রজরমণী মেলি দেত ঝকোর।
গীরত জনি ধনি করতহিঁ কোর॥
কত কত উপজত রস-পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস দেখত তহিঁ রঙ্গ॥

গোবিন্দদাস কথা দিয়া ছবি আঁকিতে কত নিপুণ তাহার একটু পরিচয় এই ছোট্ট পদটীতে পাওয়া যায়। প্রথমেই পটভূমিকায় রহিয়াছে নূতন মেঘের মতন শ্যামল কানন; তাহার মধ্যে কুঞ্জে নানা রংয়ের ফুল ফুটিয়াছে। যে গাছটীতে নূতন পাতা দেখা গিয়াছে, সেই গাছের ডালে বসিয়া শারি শুক পিক মধুর গান করিতেছে। সেই গাছেই রত্নখচিত এক হিন্দোলা টাঙ্গানো হইল। সখীরা দুলাইতে লাগিলেন। শ্যাম ভাবিলেন গতিবেগে বুঝি রাধা পড়িয়া যাইবেন তাই তিনি তাহাকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন—

গীরত জনি ধনি করতহিঁ কোর।

এখানেই গোবিন্দ কবিরাজের বৈশিষ্ট্য।

বর্ষাঋতুর শোভা বর্ণনায় বল্লভ ও চৈতন্য-সম্প্রদায়ের কবিরা অনেক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ছীতস্বামীর এই পদটী দেখুন—

বাদর ঝুম ঝুম বরসন লাগে।
দামিনি দমকতি, চৌকি চমকি শ্যাম,
ঘন কী গরজ শুনি জাগে॥
গোপীজন দ্বারৈ ঠাড়ীঁ, নারি-নর
ভীজঁত মুখ দেখতি অনুরাগে।
ছীতস্বামী গিরি ধরণ শ্রীবিঠল ওতপ্রোত রস পাগে॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃঃ ২৬৮

পদটী খুব সুন্দর। অল্পকথার মধ্যে অনেক ব্যঞ্জনা বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে। ইহার মধ্যে গোপীরা দাঁড়াইয়া অনুরাগভরে শ্যামের মুখ দেখিতেছেন; তাঁহারা যে ভিজিয়া যাইতেছেন সেদিকে খেয়াল নাই। ইহার সঙ্গে তুলনা করুন গোবিন্দদাসের

যব ধনি ঘর সঞে ভেল বাহার
ঝরঝর বরিখে জলদ অনিবার। (৩৬৮)

পদের

ঝলকত বিজুরি নয়ন ভরু চন্ধ।
চলতহি খলত সঘন মহিপঙ্ক॥
উঠইতে ফণি-মণি উজর হেরি।
কনক-দণ্ড বলি ধরু কত বেরি॥

বিদ্যুৎ এমন ভাবে চমকাইতেছে যে ভয়ে তাকানো যাইতেছে না। রাধা চলিতে চলিতে বারবার কাদার মধ্যে পড়িয়া যাইতেছেন। সেখানে সাপের মণি দেখিয়া তিনি উহাকে কনকদণ্ড মনে করিয়া উহা ধরিয়া উঠিতে যান। এরকম ভুল এক আধবার নহে বার বার হইতেছে (ধরু কত বেরি)। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের আতিশয্য হইয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু তা ছাড়া রাধার কৃষ্ণমিলনের ব্যাকুলতা বুঝানো যায় কি করিয়া?

প্রাক্-চৈতন্যযুগের গুজরাতী কবি নরসিংহ মেহতা (১৪১৪-১৪৮০) দানলীলা লইয়া একখানি ছোট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। উহাতে দেখি রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

গোকুল মথুরাঁ যাউ আবুনে, শুংরে যথা অজান।
হুঁরে গোকুলনী গোবালনী, প্রভু না আপু
মহীনাং দান॥

নরসিংহ মেহতাকৃত কাব্যসংগ্রহ, পৃঃ ১০

এই ভাবের কথাই অষ্টছাপের অন্যতম কবি চতুর্ভুজদাসে রাধা বলিতেছেন—

কহো কিনি কীনোঁ দাম দহী কৌ।
সদা সর্ব্বদা বচত ইহি মগ হৈ মারগ নিতে হী কৌ॥
ভাজন দহী সমেঁত সীস নেঁ, লেত ছীন সব হী কৌ।
এসৈ কবহু সুনৌ নহি দেখৌ, নয়ো ন্যাব অব হো কৌ॥

কমল নৈন মুসকরায় মন্দ হাঁসি, অম্বর পকর জব হী
কৌ।
দাস চতুর্ভুজ প্রভু গিরিধর মন, চোরি লিয়ৌ সব হী
কৌ॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃ: ২৮১

গোবিন্দদাসের দানলীলার

যদি হাতে করি লৈয়ে সোনা।
তুমি কে না বোলে একজনা॥ (৫৩০)

ইত্যাদি পদ ইহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গোবিন্দদাস দানলীলার বর্ণনায় শ্রীরাধার চরিত্রের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি সামনাসামনি কৃষ্ণের সঙ্গে কথা না বলিয়া বড়াইকে বলিতেছেন—

তুমি দেখি পুছহ বড়াই।
কিসের দান চাহেন কানাই॥

কিন্তু অন্যের মারফৎ কথাবার্ত্তা চালাইয়া সুবিধা হইল না দেখিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আভিজাত্যের কথা তুলিয়া তাঁহাকে কুকাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিতেছেন—

তুমি ত বরজ যুবরাজ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ॥

শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এসব কথায় কান না দিয়া শ্রীরাধার সীঁথার সিন্দূর, নয়নের কাজর, পায়ের আলতার উপরও দান (শুল্ক) চাহিতে লাগিলেন। তাহার উত্তরে রাধা বলিলেন—

যদি দানের হেন গতি তুমি ত গোকুলপতি
দান সাধহ ঘরে ঘরে॥ (৫৩১)

কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন যে—

তুমি আয়ানের রানি
কেমনে জানিবা দান সহজে আয়ানি। (৫৩২)

আয়ানি শব্দ এখানে অজ্ঞানী, জ্ঞানহীনা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইবার রাধা গর্ব্বভরে বলিলেন—

ছুঁইও না ছুঁইও না নিলজ কানাই,
আমরা পরের নারী।
পরপুরুষের পবন পরশে
সচেলে সিনান করি॥

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কনক ধূমে।
কামসাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে॥
সূর্য্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মনে করহ সাত।
তভু হয়ে নহে তোমার শকতি
রাই অঙ্গে দিতে হাত॥ (৫৩৩)

ধৃষ্ট নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এই অনুপ্রাসময় সদম্ভ উক্তিতেও নিবৃত্ত না হইয়া

তোহারি হৃদয় বেণি-বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচগিরি জোর। (৫৩৪)

ইত্যাদি বলিলেন। গোবিন্দদাসের দানলীলায় বিদগ্ধ নায়ক-নায়িকার উচ্চস্তরের কৌতুকলীলা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাম্য গোপ-গোপীর নিম্নস্তর উক্তি-প্রত্যুক্তির কোন স্থান ইহাতে নাই।

এইবার অষ্টছাপের অষ্টম কবি নন্দদাসের রচনা হইতে একটা অনুরাগের পদের সহিত গোবিন্দদাসের অনুরূপ পদের তুলনা করা যাউক—

কৃষ্ণনাম জব তে শ্রবণ সুনৌ রী আলী,
ভূলী রী ভবন, হৌঁ তো বাবরী ভঈ রী।
ভরি-ভরি আবে নৈন, চিত হু ন পরত চৈন
মুখ হু ন আবৈ বৈন, তনকো-দসা কছু ঔরে ভঈ রী॥
জেতেক নৈম-ধরম-ব্রত কোনে রী মৈ বহু বিধি,
অঙ্গ-অঙ্গ ভঈ হৌঁ তৌ শ্রবণ ভঈ রী।
নন্দদাস জাকে শ্রবণ সুনেঁ য়ে গতি
মাধুরী মুরতি কৈ ধোঁ কৈসী দঈরী॥

অষ্টছাপ-পরিচয়, পৃ: ৩২২

গোবিন্দদাসও রাধার কৃষ্ণনাম শ্রবণের ফল বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

শ্রবণে শুনলু হাম কানক নাম।
ধায়ল চপল নয়ন তছু ঠাম॥
চিরদিন ফণি মণি-মণ্ডল ঠাম।
পেখলু নটবর সো ঘনশ্যাম॥

এ সখি! কো জানে পুন কথি লাগি।
তদবধি হৃদয়ে জলত মন্মু আগি॥
(ইত্যাদি ২০১ ক)

অষ্টছাপের পদের ভাষার সঙ্গে গোবিন্দদাসের ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। 'নয়ন'কে 'নৈন', 'শুনলু'কে 'স্থনৌ' ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তন করিলে এই সাদৃশ্য আরও ঘনিষ্ঠ হয়। গোবিন্দদাস কেবলমাত্র বিদ্যাপতির পদের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজবুলিতে পদ লেখেন নাই। তিনি অষ্টছাপের পদাবলীর জনপ্রিয়তা দেখিয়া ভাবিয়া থাকিবেন যে, ব্রজবুলিতে পদরচনা না করিলে তাঁহার কবিতার রস আস্বাদন করিতে উত্তরভারতের পণ্ডিতজনের কোন কষ্ট হইবে।

গোবিন্দদাসের সমসময়ে হিন্দীভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তুলসীদাসও (১৫৩২-১৬২৩) সাহিত্যসাধনায় রত ছিলেন। বস্তুতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে ভক্তিরসের কাব্য রচনার এক প্রবল প্রেরণা আসিয়াছিল। উড়িয়া ভাষায় 'রসকল্লোল' নামে রাধাকৃষ্ণের বিলাসাত্মক কাব্য, তেলুগু ভাষায় পোতনামাত্যের ভাগবতের অনুবাদ, অসমীয়া ভাষায় মাধব কন্দলীর ভজনাবলী ও ভাগবত কাহিনী, কন্নড় বা কর্ণাটী ভাষায় বৈষ্ণবদাস নামে পরিচিত কবিগণের পদসমূহ বিশেষ করিয়া পুরন্দরদাসের (মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রীঃ) পদাবলী ও কনকদাসের মোহন-তরঙ্গিণী ও গুজরাতী ভাষায় মহাকবি মালনের ভাগবতের দশম স্কন্ধের সুন্দর পদ্যানুবাদ এই সময়ে লিখিত হয়।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর রচনার যুগকে মোটামুটি ১৫৭৬ হইতে ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরিলে, এই পঞ্চাশ বৎসরের মতন গৌরবোজ্জ্বল যুগ শুধু বাংলাদেশের নহে পৃথিবীর যে কোন দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরল। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ চূড়ান্তরূপে মুঘলদের হস্তে পরাজিত হইলেন ও বাংলাদেশে মুঘল অধিকার স্থাপিত হইল এবং ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল বলিয়াই যে সংস্কৃতির ইতিহাসে এই অর্দ্ধ শতাব্দীর (১৫৭৬-১৬২৭) গুরুত্ব তাহা নহে। পরে দেখাইব যে মুঘল সম্রাটেরা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলায় শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং তাহার অল্প পরেই কবিরাজ গোস্বামীর দেহাবসান ঘটে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের ও রামচন্দ্র কবিরাজের বিয়োগে সন্তপ্ত হইয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণের রামচন্দ্র ছিল সেহ সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি পাও সেই ভাল॥
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রী শ্রীনিবাস রামচন্দ্র যাঁর দাস
পুনঃ না কি মিলিব আমারে॥
না দেখিয়ে সে না মুখ বিদরিয়া যায় বুক
বিষশরে কুরঙ্গিনী যেন।
আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
নরোত্তমের হেন দশা কেন॥

নরোত্তমবিলাস—১১শ বিঃ, পৃঃ ১৯০

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছিলেন; কেননা তিনি 'প্রার্থনা'য় লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যে হোঁ কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর গোবিন্দলীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

'প্রার্থনা'র অন্য একটী পদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানে ব্যথিত হইয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥

কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক কালে কোথা গেল গোরা নটরাজ॥

এখানে আচার্য্য ঠাকুর বলিতে অদ্বৈত আচার্য্যকেও বুঝাইতে পারে, শ্রীনিবাস আচার্য্যকেও বুঝাইতে পারে; কিন্তু 'কবিরাজ' বলিতে নিশ্চয়ই কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বুঝাইতেছে। কেননা বৃন্দাবনের পাঁচ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার নাম করা হইয়াছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানে শ্রীজীবের তিরোধানের উল্লেখ নাই। অন্য একটা প্রার্থনার পদে নরোত্তম অন্যান্য গোস্বামীদের সঙ্গে শ্রীজীবের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন—

হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥

এখানে 'হা হা' এই শোকবাচক শব্দ এবং 'রামচন্দ্রের' সঙ্গ প্রার্থনা করায় মনে হয় শ্রীজীব ও রামচন্দ্র উভয়েরই বিয়োগ হইয়াছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই কয়েকটী পদ হইতে বুঝা গেল যে ১৬১২ বা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোধান ঘটে। তাহার পর রামচন্দ্র কবিরাজের পরলোক গমন। নরোত্তমবিলাসে আছে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীনিবাসের বিয়োগে কাতর হইয়া যখন বিলাপ করিয়া পদ রচনা করিতেছিলেন—

আচার্য্য শ্রী শ্রীনিবাস আছিনু যাঁহার দাস
কথা শুনি জুড়াইতে প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুঃখে জিউ করে আনচান॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা
এ ছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

নরোত্তমবিলাস, ১১ শ বি:, পৃঃ ১৮৬

তখন

এত কহিতেই সবে করিলা শ্রবণ।
রামচন্দ্র কবিরাজ হৈলা অদর্শন॥

ঐ, পৃঃ ১৮৬

নরোত্তম অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন এবং

রাজা নরসিংহ আর রূপনারায়ণ।
শ্রীরাজা গোবিন্দ সন্তোষাদি কথোজন॥
দূরে থাকি সিক্ত হইয়া নেত্রজলে॥ (ঐ)

তাহা দেখিতেছেন।

তাহা হইলে পাওয়া যাইতেছে যে নরোত্তম ঠাকুর ও গোবিন্দ কবিরাজ ১৫১২ বা ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরেও জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্রের দেহাবসানের পর অল্প দিনের মধ্যেই নরোত্তম ঠাকুর তিরোহিত হন বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানের মহোৎসবে গোবিন্দ কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীগোবিন্দ রাজা সন্তোষাদি প্রিয়গণ।
সবে শীঘ্র কৈলা মহোৎসব আয়োজন॥

ঐ, পৃঃ ১৯১

আমরা নির্ভুল হইবার আশায় গোবিন্দদাসের পদাবলীর রচনার যুগ ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ না ধরিয়া ১৬২৬ ধরিতেছি। খুব সম্ভব তিনি ১৬২৬ অপেক্ষা ১৬১৬র কাছাকাছি সময়ে তিরোহিত হইয়াছিলেন।

এইবার গোবিন্দদাসের যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশ বাংলা দেশে কিরূপ ছিল তাহা দেখাইতেছি। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগেও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার 'জ্যোতিস্তত্ত্বে' রবি সংক্রান্তি গণনায় লিখিত হইয়াছে—

'নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা'

অর্থাৎ শকাব্দাঙ্ক হইতে ১৪৮৯ বিয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা পূরণ করিবে। ইহা হইতে জানা যায় যে তিনি ঐ গ্রন্থ ১৪৮৯ শকে অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। তিনি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী কালের লোক তাহা তাঁহার একাদশী-তত্ত্বে হরিভক্তিবিলাসের মত উদ্ধার করায় বুঝা যায়। তান্ত্রিকচূড়ামণি পূর্ণানন্দ পরমহংস ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'শাক্তক্রম'

এবং ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' লিপিবদ্ধ করেন। চন্দ্রশেখর-নামক আর এক জন তান্ত্রিক সাধক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 'পুরশ্চরণদীপিকা' লেখেন। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মহাদেব বিদ্যাবাগীশের 'আনন্দলহরী' ও ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'শারদাতিলকের' পুথি আছে। সুতরাং এই যুগে তান্ত্রিক প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে স্মৃতির উপদেশ মানিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের রীতি প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে সব ছেলের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হইত তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই যুগে নৈয়ায়িকদের মধ্যে নবদ্বীপের রামভদ্র সার্ব্বভৌম 'পদার্থখণ্ডন'-নামক কুসুমাঞ্জলির টীকা, গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত 'তত্ত্বচিন্তামণির' ভাষ্য নামক গ্রন্থ রচনা করেন। নবদ্বীপের অন্যতম গৌরব জগদীশ তর্কালঙ্কারও ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ ও সপ্তদশের প্রথম পাদে রঘুনাথ শিরোমণির অনুমানদীধিতির টিপ্পনী, প্রশস্তপাদের দ্রব্য ভাষ্যের টিপ্পনী প্রভৃতি লেখেন। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতা সনাতন মিশ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তাঁহার লেখা 'কাব্যপ্রকাশ-রহস্য-প্রকাশ'-নামক টীকা তাঁহার ন্যায়ালঙ্কার উপাধিক এক ছাত্র ১৫৭৯ শকে অর্থাৎ ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে রবিবারে লিখিয়া শেষ করেন। রঘুনাথ শিরোমণির ছাত্র নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের পুত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশও এই যুগের লোক। তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি খণ্ড চিন্তামণির টীকা এবং পক্ষধর মিশ্রের মণ্যালোকের, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের গুণ-কিরণাবলীর ও বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের টীকা রচনা করেন। তিনি প্রচণ্ড নৈয়ায়িক হইয়াও 'বৌদ্ধধিক্কার-বিবৃতি'র প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের একটী সুন্দর স্তব লিখিয়াছেন—

কুঞ্চিতাধরপুটেন পূরয়ন্
বংশিকাং প্রচলদঙ্গুলিপঙ্‌ক্তিঃ।
মোহয়ন্ নিখিলবামলোচনাঃ
পাতু কোপি নবনীরদচ্ছবিঃ॥

এই সময়ের আর একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিতও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা লইয়া ভ্রমরদূতম্ ও বৃন্দাবন-বিনোদ কাব্য লেখেন। তাঁহার নাম রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যখন তাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করিতেছিলেন সেই সময়ে ইনি মানসিংহের পুত্র ভবসিংহের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়া 'ভববিলাস' গ্রন্থও সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতেছেন শ্রীজীব গোস্বামী। তিনি কর্ণাটী ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নবহট্ট গ্রামে (বর্ত্তমান নৈহাটীতে) বসবাস স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহার পরিবারস্থ লোকেরা পাঁচপুরুষ ধরিয়া বাংলার বাসিন্দা।* সেইজন্য আমরা তাঁহাকে বাঙ্গলার মনীষীই বলিব। শ্রীজীব ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুবৈষ্ণবতোষণী, ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল-চম্পূর পূর্ব্বভাগ ও ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উহার উত্তরভাগ রচনা করেন; তাঁহার সাহিত্যিক জীবন অন্ততঃ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মাধবমহোৎসব রচনার সময়ে আরম্ভ হয়। তিনি ষট্‌সন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী নামক দার্শনিক গ্রন্থ কোন্ তারিখে লেখেন তাহা জানা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসেও এই পঞ্চাশটী বৎসরকে (১৫৭৬-১৬২৬) স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস ও কৃষ্ণদাস এই চারিজন শ্রেষ্ঠ কবি তাঁহাদের

(শ্রীজীবকৃত লঘুবৈষ্ণবতোষণীটীকায় প্রদত্ত বংশলতিকা)

বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল শ্রীআর. আর. দিবাকর যে Glory That was Karnataka গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক কর্ণাটী গ্রন্থকারের নাম থাকিলেও রূপ, সনাতন ও শ্রীজীবের নাম নাই।

গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দরাম যে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় তাঁহার কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করেন তাহা তাঁহার আত্মকাহিনীতে 'ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ' হইতে জানা যায়। মুকুন্দরাম চণ্ডীর গান করিতে যাইয়া শ্রীচৈতন্যকে হরির অবতার এবং 'প্রেমভক্তিকল্পতরু, অখিলজীবের গুরু'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বাংলা মহাভারত-রচয়িতা কাশীরাম দাসও সম্ভবতঃ এই যুগেরই লোক। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে (পৃঃ ২০৯-১০) লিখিয়াছেন যে, ১২৩৬ সালে লেখা একটা বিরাট পর্ব্বের পুথিতে ১৫২৬ শক বা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের দ্যোতক একটা পয়ার পাওয়া যায়। উহার সমর্থন পাওয়া যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৩১-সংখ্যক পুথি হইতে, যেখানে লেখা আছে যে কাশীদাস—

আদি সভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক ধন্য ধন্য বলি॥

কাশীরাম দাসের ছোট ভাই গদাধর ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'জগন্নাথমঙ্গল' রচনা করেন। কাশীরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গুরুদেব দীক্ষাকালে—

সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুয়া।
আজ্ঞা কৈলে শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিয়া॥

এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়া কাশীরামের ছোট ভাই গদাধর জগন্নাথমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর॥

এই সুবর্ণযুগে একসঙ্গে তিন ভাইকে কবি পাইতেছি। মনসামঙ্গলের লেখক বংশীদাস (১৫৭৫-৭৬) ও তাঁহার কন্যা রামায়ণরচয়িত্রী চন্দ্রাবতী দুইজনেই কবি। গোবিন্দদাসেরা চার পুরুষ ধরিয়া কবিত্বশক্তির অধিকারী। তখনকার বাংলাদেশের সংস্কৃতির নমুনা ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে। এই যুগেই ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের কবি দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। ইনিই যে কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল রচনা করেন তাহা সুখময় মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পুথি হইতে দেখাইয়াছেন। ঐ পুথিতে আছে—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
নানাগুণে পরিপূর্ণ তাহার কুমার॥
মাধব তাহার নাম বিদিত সংসারে।
শ্রী কবি বল্লভাচার্য্য করি খ্যাতি তারে॥

এই কবিও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। কেননা, তিনি গঙ্গামঙ্গলের ভণিতায় লিখিয়াছেন—

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণকমল।
দ্বিজমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥[১]

এই যুগেই আর এক বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের আত্রেয় গোত্রীয় কায়স্থ সন্তান। তাঁহার কাব্যের নাম কালিকামঙ্গল। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিতে 'মুনি মকর বাণ

১ মাধবের যদি 'কবি বল্লভাচার্য্য' কবিখ্যাতি থাকে, তবে কি রসকদম্ব ইঁহারই রচনা? কালের দিক হইতে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে, কেননা রসকদম্বের রচনাকাল 'বিংশতি অধিক পঞ্চাশশত শক' ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক। কিন্তু কৃষ্ণমঙ্গলের মাধব পরাশরাত্মজ ও সপ্তগ্রামের লোক আর কবি বল্লভের—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা।
করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীপে।
অরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

কবি বল্লভের গুরুর নাম উদ্ধবদাস, আর তাঁহার কাব্যরচনার উৎসাহদাতার নাম মুকুট রায়—

কৃপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে।
সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে॥ (পৃঃ ৮৩)

এই নরহরিদাস খুব সম্ভব নরহরি সরকার। কিন্তু 'রসকদম্ব' গ্রন্থের মধ্যে সহজিয়া প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থের প্রথম দিকে কবি লিখিয়াছেন—

চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।
নিত্যানন্দ আনন্দ করুক অতিশয়॥
অদ্বৈতে অদ্বৈত যেন করে প্রেমসঙ্গ।
গদাধর ধারা যেন রসের তরঙ্গ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব সুজনে।
তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণ॥

শশী সকল পরিমিত এই কালে রচিল কালিকা চণ্ডীর গীত ॥' এই পয়ার পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি ১৫২৭ শকাব্দে বা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। এই কাব্যে সুন্দর দেশে ফিরিতে উদ্যত হইলে বিদ্যা যে গানটী করিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ১২১-সংখ্যক পদের অনেক মিল দেখা যায়। আমরা ঐ পদটী গোবিন্দ আচার্য্যের অনুমান করিয়া ৭৩৮-সংখ্যক পদরূপে প্রকাশ করিয়াছি। ঐ পদের টীকায় উভয় পদের পার্থক্য দর্শিত হইয়াছে। যদি পদটী গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা হয় তাহা হইলে উহার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে চট্টগ্রামে পৌছানো সম্ভব নহে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এটী কালিকামঙ্গলের কবিরই রচনা—কিন্তু কালিকা-মঙ্গলের কোথাও এই পদের অনুরূপ রচনাভঙ্গী দেখা যায় না।

গোবিন্দ কবিরাজের যুগে বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আমরা পাইতেছি রঘুনন্দন-শিষ্য রায়শেখর, শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং এবং তাঁহার শিষ্য বীর হাম্বীর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহ, কর্ণপূর কবিরাজ, গোপালদাস, গতিগোবিন্দ, গতিগোবিন্দের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য যদুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্য রায় বসন্ত, বল্লভদাস, উদ্ধবদাস এবং দীনচণ্ডীদাস।[১] শ্রীনিবাস নরোত্তমের বন্ধু শ্যামানন্দ উৎকলবাসী হইয়াও বাংলা পদ লিখিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বংশীবদন ও বংশীদাসকে একই লোক মনে করিয়াছেন। 'তরু'র ৪৭৪, ৫৪৩, ১১৫৪, ১১৫৮, ১৩৮৭-সংখ্যক পদে শুধু বংশী ভণিতা। বংশীদাস নামে শ্রীনিবাসের এক শিষ্যের কথা নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ৬২৯-৬৩০) বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

> শ্রীআচার্য্য প্রভু মহা আনন্দ-আবেশে।
> রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল বংশীদাসে ॥

বংশী-নামাঙ্কিত অধিকাংশ পদ ইহার রচনা মনে হয়। এই বংশীদাস বুধুরির নিকটস্থ বাহাদুরপুর গ্রামের শ্যামদাসের ভ্রাতা।

এই পর্য্যন্ত আমরা এই যুগের (১৫৭৬-১৬২৬) বাংলা দেশের কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ৩৬ জনের নাম উল্লেখ করিলাম। এই ৩৬ জনের সঙ্গে সেক্সপীয়রের যুগের ৩০ জন সাহিত্যিকের তুলনা করিতে পারি।[১]

ইংলণ্ডের আবহাওয়া গ্রন্থরক্ষার পক্ষে অনুকূল; সেখানকার লোকেরা এ বিষয়ে উৎসাহী; তাছাড়া মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে সেখানে ঐ যুগে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইত। তাই এই ৩০ জনের গ্রন্থাদি পাইতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক প্রথমশ্রেণীর রচনা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে। সেক্সপীয়রের যুগে ইংরাজেরা স্পেনের আর্মাডাকে পরাজিত করিয়া নূতন নূতন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে অভিযান করিতে আরম্ভ করে। রেনাসাঁর সংস্কৃতি এই সব অভিযানের নব উন্মাদনায় বিচিত্র

---

১ নরোত্তম বিলাসে (১২শ বিলাস) আছে—

> জয় চণ্ডিদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
> পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে ॥

১ Francis Beaumont (১৫৮৪-১৬১৬), Robert Burton ১৫৭৭-১৬৪০), Thomas Campian (১৫৬৭-১৬২০), George Chapman (১৫৫৯-১৬৩৪), Samuel Daniel (১৫৬২-১৬১৯), Sir John Davies (অঃ ১৫৬৯-১৬২৬), Michael Drayton (১৫৬৩-১৬৩১), Thomas Dekker (অঃ ১৫৭২-১৬৩২), Thomas Deloney, John Fard (অঃ ১৫৮৬-১৬৪০), John Fletcher (১৫৭৯-১৬২৫), John Marston (১৫৭৬-১৬৩৪), Philip Massinger (১৫৮৩-১৬৪০), Thomas Nasha (১৫৬৭-১৬০১), Robert Greene (অঃ ১৫৬০-১৫৯২), Benjamin Jonson (১৫৭২-১৬৩৭), Thomas Kyd (১৫৫৮-৯৮), Thomas Lodge (১৫৫৮-১৬২৫), John Lyly (১৫৫৪-১৬০৬), Christopher Marlowe (১৫৬৪-৯৩), Thomas Middleton (১৫৮০-১৬২৭), John Webster (অঃ ১৫৭০-১৬৩৮), দার্শনিক Francis Bacon (১৫৫১-১৬২৬), ঐতিহাসিক Sir Walter Raleigh (১৫৫২-১৬১৮), ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় লেখক Richard Hooker (অঃ ১৫৫৩-১৬০০) ও মনস্তত্ত্ববিদ্ Robert Burtonএর (১৫৭৭-১৬৪০) তুলনা করিতে পারি।

রূপে ও রসে সমৃদ্ধ হয়। ঐ যুগে বাংলা সাহিত্যে সেই বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যেখানে বাহিরের জগৎ জয় করিয়াছে সেই স্থানে বাঙ্গালীরা চৈতন্যচন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে মনোজগতের নতুন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া নরোত্তম তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন। সেই শ্রীরূপ ও তাঁহার বৃন্দাবনের সঙ্গীদের গ্রন্থরাজি গৌড়বঙ্গে প্রচার করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য বাঙ্গলার মনোভূমিকে উর্ব্বরতর করিয়া তুলিলেন।

শ্রীনিবাস শুধু পণ্ডিত ও ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহার কবিত্বও ছিল অসাধারণ। পদকল্পতরুতে তাঁহার দুইটী ব্রজবুলি (৩০৭২, ৩০৭৩) ও একটী বাংলা (৭৯০) পদ উদ্ধৃত আছে। হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে (পৃঃ ১৩৯২) লিখিয়াছেন যে, 'আচার্য প্রভু মাত্র পাঁচটী পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।' বর্ণানন্দে (ষষ্ঠ নির্য্যাসে) যে তিনটী পদ আছে তাহাই 'তরুতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। আর দুইটী পদ কোথায় পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে বাবাজীমহাশয় কিছু লেখেন নাই। বাংলা পদটী যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনার সমকক্ষ। আমরা পদটী ভক্তিরত্নাকরে ধৃত (ষষ্ঠ তরঙ্গ, পৃঃ ৪৮২-৮৩) পাঠ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল[১] গো
কেনা কুন্দিল[২] দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী॥
রতন কাটিয়া কেবা[৩] যতন করিয়া গো
কেনা গঢ়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণে[৪] গো
যোগী হৈল[৫] উহারি ধিয়ানে॥
নাসিকা উপরে শোভে[৬] এ গজ মুকুতা গো
সোনায় মণ্ডিত[৭] তার পাশে।
বিজুড়ি জড়িত কিবা[৮] চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
সুন্দর কপালে শোহে সিন্দুর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার পাতি।
হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাতি[৯]॥
মদন ফাতুয়া ওনা[১০] চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়াছিল[১১] কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পানু গো[১২]
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥
কেমন মধুর সে না বোল খালি খালি গো
হাতের উপরে লাগি পাও।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাও॥[১৩]
করিবর[১৪] কর জিনি বাহুর বলনী গো
হিন্দুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
তাহারি পরশ রস মাগে॥
ঠমকি ঠমকি যায়[১৫] তেরছ নয়নে চায়[১৬]
যেন মত্ত গজরাজ মাতা[১৭]।
শ্রীনিবাস দাসে কয় ওরূপ লখিল নয়[১৮]
রূপসিন্ধু গঢ়িল বিধাতা॥*

* ডাঃ সুকুমার সেন কর্ণানন্দধৃত পাঠ তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' দিয়াছেন। উহা অনেকটা তরুর অনুরূপ। তরুতে পাঠান্তর—(১) কুন্দিলে (২) কুন্দিলে (৩) কাঢ়িয়া অতি (৪) পরাণি (৫) হবে (৬) নাসিকার আগে দোলে (৭) মণ্ডিত (৮) যেন (৯) 'সুন্দর কপালে শোহে' হইতে 'চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি', তরুতে নাই (১০) মদনফান্দ ওনা (১১) শিখিয়া আইল (১২) এ বুক ভরিয়া মুখ উহা না দেখিনু গো

(১৩) অমিয়া মধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপর নাহি পাও।
এমত করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও॥

(১৪) করভের (১৫) নাটুয়া ঠমকে যায় (১৬) রহিয়া রহিয়া চায় (১৭) চলে যেন গজরাজ মাতা (১৮) লখিলে লখিল নয়।

ভক্তিরত্নাকরের পাঠে অনেক উৎকর্ষ দেখা যায়। বিশেষ করিয়া 'সুন্দর কপালে শোহে' ইত্যাদি একটা ত্রিপদী সম্পূর্ণ নূতন পাওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের সিন্দুর-তিলকশোভিত কপালের উপর কয়েকটী অলকগুচ্ছ

এই পদটী সম্বন্ধে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—সমগ্র পদাবলী সাহিত্যেও বোধ হয় ইহা অপেক্ষা সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ রূপবর্ণনার পদ বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। ('তরু'র ভূমিকা, পৃঃ ২২৩)। সৌভাগ্যক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে ইহা অপেক্ষাও সুন্দর শ্রীনিবাস আচার্য্যের এই পদটী আমরা পাইয়াছি—

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি[১]
দুয়ার বাহিরে পরবাস।
আপন বলিয়া বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে
হেন ছারে হেন অভিলাষ॥
সজনি, তুয়া পায় কি বলিব আর।
সে দুলহ জনে অনু- রকত যাহার মন
কেবল মরণ প্রতিকার॥
কি করিতে কিবা করি আপনা দঢ়াইতে নারি
রাতি দিবস নাহি যায়।
গৃহে যত বন্ধুজন সব মোর বৈরীগণ
কি করিব কি হবে উপায়॥

এই পদটী অনুরাগবল্লীর ষষ্ঠ মঞ্জরীতে উদ্ধৃত করিয়া মনোহর দাস লিখিয়াছেন—

শ্রীআচার্য্য ঠাকুরের দ্বিতীয় পদ হয়।
যাহাতে সম্পূর্ণ পাই তাঁহার আশায়॥
শ্রীবিশাখা প্রতি রাধা অনুরাগে কহে।
রসের নির্য্যাস রসিকের মন মোহে॥

রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, আমি কেন ভালবাসিলাম, আমার পক্ষে তাঁহার মতন দুর্ল্লভ জনের ভালবাসা পাওয়া অসম্ভব। আমি সব সময়ে ঘরের কোনাতে থাকি, তাও আবার লোকে মুখ দেখিতে না পায় এমন করিয়া দেহ ঢাকিয়া। আমি অভিসারেও যাইতে পারি না, কেননা আমার কাছে ঘরের দুয়ারও প্রবাসের মতন দূর। পৃথিবীতে আমাকে কেহ আপনার বলিবার নাই। ভাব এই যে, যাহাকে আমি ভালবাসিয়াছি সে তো আমাকে আপন করিয়া লইল না। আমার মতন ছার প্রাণীর একি অদ্ভুত অভিলাষ যে তিনি আমাকে ভালবাসিবেন। সখি, তোমাকে আর কি বলিব! সেই দুর্ল্লভ দয়িতের প্রতি যাহার অনুরাগ তাহার প্রেমব্যাধির একমাত্র প্রতীকার হইতেছে মরণ। আমি যে কি করি তাহা জানি না; আমার নিজের মন আমার বশে নাই তাই কিছুই স্থির করিতে পারি না। এমন করিয়া যে আর রাতদিন কাটানো যায় না। লোকের বাড়ীতে থাকে তাহার বন্ধু আত্মীয়জন, কিন্তু আমার এমন কপাল যে সবাই আমার শত্রু—কেননা, তাহারা আমাকে প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করিতে দেয় না। আমি জানি না আমার কি উপায় হইবে।

মনোহর দাস সত্যই লিখিয়াছেন যে, এই পদটী যেন অনুরাগের আকরস্বরূপ—

এই পদ তদাশ্রিত জনের জীবন।
শ্রবণ-সর্ব্বস্ব কিবা কণ্ঠ-আভরণ॥
কিম্বা রসের সার অনুরাগখনি।
মধুরিমা-সীমা কিবা সুধার স্বধুনী॥

অনুরাগবল্লী, পৃঃ ৪৩

পড়িয়াছে; শ্রীরাধার মনের ভিতর সেই রূপ ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, আর মনে হইতেছে যে কৃষ্ণের বদনরূপ চন্দ্রের উপর যেন ভ্রমরার পংক্তি বসিয়াছে। চাঁদে ভ্রমর বসারূপ অসম্ভব কিছু কল্পনা না করিলে যেন সে রূপের শোভা বর্ণনা করা যায় না। তরুর পাঠে কৃষ্ণের বাক্যই যেন অমিয়া মধুর, কিন্তু তাহা হইলে আবার 'সুধা খানি খানি' বলায় পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

ভক্তিরত্নাকরের পাঠে এখানে দেখা যাইতেছে রাধা রূপ দেখিয়াও আক্ষেপ করিতেছেন, বুক ভরিয়া দেখা হইল না। যাহা বাহিরে রহিয়াছে তাহাকে একেবারে আত্মসাৎ করিবার লালসায় রাধা বলিতেছেন—সে যে কেমন মধুর তা তোমরা ভাল করিয়া বল না গো সখি! সেই মাধুর্য্যকে যদি বিধাতা এমন করিয়া গড়িত যে তাহাকে হাতে করিয়া চাখিয়া চাখিয়া আস্বাদ করা যাইত! রাধার যৌবন-বনের পাখীর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। শুধু দয়িতের স্পর্শরসেই সে তৃষ্ণা মিটিতে পারে।

১ পুথি লেখার দোষে পদটী ছাপা হইয়াছে—

অনুক্ষণ কোলে থাকে বসনে আপনা ঢাকে।

যদি এটী সখীর প্রতি রাধার উক্তি হয় তাহা হইলে তৃতীয় পুরুষ বাচক 'থাকে' ও 'ঢাকে' আসিতে পারে না। পদের সর্ব্বত্র উত্তম পুরুষের ক্রিয়া 'কিবা করি', 'দঢ়াইতে নারি,' ইত্যাদি আছে। সুতরাং উহার পাঠ হইবে 'থাকি' ও 'ঢাকি'। কিন্তু 'অনুক্ষণ কোলে থাকি' বলা রাধার পক্ষে অসম্ভব, 'ন' পড়িতে 'ল' পড়ায় ঐ বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

ভগবৎকৃপায় গোবিন্দদাস কবিরাজের গুরুর পঞ্চম পদটীও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪-সংখ্যক পুথিতে পাইয়াছি সেটী এই—

ধনি রঙ্গিণি ভোর।
ভোলল কানু গরবে করি কোর॥
ধনি মন মাতল সুখে।
তাম্বুল দেই চুম্বই চাঁদমুখে॥
ধনি মন মানয়ে বাধা।
কানু পরাভব জিতল রাধা॥
ভূমে গড়ি যায় মোহন বেণু।
রতিরস অলসে অবশ ভেল কানু॥
ভণে শ্রীনিবাস দাস।
রাই কানু রঙ্গ দেখি সখিগণ হাস॥

৬২০৪ পুথি, পৃঃ ৯০

পদটী সম্ভোগের।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র গতিগোবিন্দ গোবিন্দদাসের সমসাময়িক। তাঁহার সঙ্গীত ও কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।[১] রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রে লিখিয়াছেন —"শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ব্বতঃ"। তিনি যাহাকে দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত বলিয়াছেন, তাঁহার একটীও পদ উদ্ধৃত করেন নাই দেখিয়া একজন লেখক গতিগোবিন্দের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন।

---

১ শ্রীনিবাসের বড় দুই ছেলে বৃন্দাবনবল্লভ ও রাধাকৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে।

তবে ঠাকুর-পুত্র সব অপ্রকট হইলা।
পুন বংশরক্ষা লাগি উপরোধ কৈলা।
সকল মহান্ত মেলি পুন বিবাহ দিলা।
তবে পুত্র শ্রীগোবিন্দগতি ঠাকুর জন্মিলা।
শ্রীবীরভদ্র গোসাঁইর বরে জন্ম হৈল।
তাহা হৈতে সভে মেলি আনন্দ পাইল।

অনুরাগবল্লী, পৃঃ ৪৩

বীরভদ্রের বরে যিনি জন্ম লইয়াছেন তাঁহার পক্ষে নিত্যানন্দের গুণগান করা স্বাভাবিক।

পদকল্পতরুতে তাহার 'নাচে নিত্যানন্দ, ভুবন আনন্দ, বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে' ইত্যাদি পদটী (২৩১৮) উদ্ধৃত হইয়াছে। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে ঐ পদটী ছাড়া নিম্নলিখিত পদটীও (১৫।২) আছে—

নিতাই সুন্দর, অবনী উজোর, চরণে নূপুর বাজে।
গৌর অঙ্গ হেরি, পূরব সোঙরি, যেন বৃন্দাবন মাঝে॥
নিতাইর নিছনি লইয়া মরি।
ছাড়ি বৃন্দাবন নিকুঞ্জভবন অতি-দুরাচার-তারী।
বসুধা-জাহ্নবা, সঙ্গেতে লইয়া, শীতল চরণ রাজে।
হেলায় তারিল, এ গতিগোবিন্দ, এ তিন লোকের মাঝে॥

তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলার পদও লিখিয়াছেন। এরূপ একটী পদ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (৪৩৯) প্রকাশ করিয়াছেন। পদটীতে শ্রীরাধার বিরহের নূতন ধরনের বর্ণনা। সখী যাইয়া মাধবকে শুনাইতেছেন—

রাই-তনু শোভার ভাণ্ডার।
তোহারি শরণ জনে লুটল জগ-জনে
এ তো নহে ধরম-বিচার॥
কপিলা লইল কেশ বিদ্যাধরী নিল বেশ
মুখ-শোভা নিল শশি-কলা।
মৃগী নিল দুটী আঁখি ভুরু নিল খঞ্জন পাখী
মৃদু হাসি লইল চপলা॥
বিম্ব লইল অধর নাসা নিল খগবর
দন্ত জ্যোতি লইল মুকুতা।
কাঞ্চনে হরিল বর্ণ গৃধিণী লইল কর্ণ
তোমার রাইয়ের এতেক বিতথা॥
শ্রীকটি লইল সিংহ কুচ নিল গজকুম্ভ
ভুজ নিল পদ্মের মৃণালে।
রাম-রম্ভা নিল উরু চলন-মাধুরী চারু
রাজহংস চুরি কৈল ভালে॥
রাধা ব্রজে একা ছিল সভে মিলি লুটি নিল
শুন শুন নিঠুর মাধাই॥
শ্রীগতিগোবিন্দ ভণে ধরি তোমার শ্রীচরণে
একবার চল ব্রজে যাই।

গোবিন্দদাস যে রায় বসন্তের নাম দুই তিনটী পদে সংযুক্ত করিয়াছেন, তিনি নরোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন। তাহার নরোত্তমবন্দনা ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ২৯) ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে তাঁহার ৫১টী পদ আছে। রবীন্দ্রনাথ 'বসন্তরায়' নামে একটী প্রবন্ধে তাঁহাকে বিদ্যাপতির অপেক্ষা বড় কবি বলিয়াছেন। কবিগুরু বসন্তরায়ের নিম্নলিখিত কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া তাহার সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবপদাবলীর আদর্শ ব্যাখ্যা হিসাবে নীচে দিতেছি—

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥
তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জরাশি।
(না দেখিলে নিমিখে শতেক যুগ বাসি ॥
বদন-কমল তোমার সম্পূরণ শশী।)
মরমে লাগিয়াছে মধুর মৃদু হাসি ॥
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান-শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা-মুরতি ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব জীবনে রাধা নাম ॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥

তরু ২৯৫৫

(বন্ধনীর মধ্যকার দুই চরণ হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে, পৃঃ ১১০৬তে নাই)। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার কয়েকটী সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্ত্তি, আমার মূর্ত্তিমতী কামনা, অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছ। ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্ত হয়; না—তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই; না, শরীর না, তুমি শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা রহিয়াছে, যাহার আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ; রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারো অধিক, প্রাণেরো গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে! ঐ যে বলা হইয়াছে 'মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি'—ইহাতে হাসির মাধুর্য্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশীর ধ্বনি কানের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্ম-মৃণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটুখানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর অতি মৃদু একটি হাসি—মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে! হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।"

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায়ের

'প্রাণনাথ কেমন করিব আমি
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি।' ইত্যাদি

তরু ২৯৫৩

পদটী উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "ইহার প্রথম দুটি ছত্রে, ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে। 'প্রাণনাথ কেমন করিব আমি'—ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে। আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছুই বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম, এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে 'প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!' বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল![১]

১ 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে' প্রভৃতি 'সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়' ইত্যাদি পদে (তরুতে ৯৩৭) 'কহ কবি বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে মিলায় কোটিমে এক' পাঠ আছে, কিন্তু সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠ মানিয়া লইয়া কবিগুরু উহা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াছেন।

বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটীতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।"

গোবিন্দদাস তাঁহার দুইটী পদে (৭ ও ২০৪) বল্লভের নাম করিয়াছেন। তরুতে বল্লভ ভণিতায় যে ২৫টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, রাধাকৃষ্ণলীলার শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ বিষয়ে একটী (তরু ২৭), একটী মানভঙ্গের (৬০৩), ছয়টী অভিসারোৎকণ্ঠার, দুটী প্রেমবৈচিত্ত্যের (৭৬৯, ৭৭০), একটী যুগলরূপের এবং পাঁচটী নরোত্তম ও শ্রীনিবাসের বন্দনার এবং বাকী কয়টী নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুকরণে প্রার্থনা। বল্লভও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। তাঁহার একটী পদ হইতে জানা যায় যে, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও বিদ্যাপতির পদের খুব অনুরাগী ছিলেন।

অনুক্ষণ গোরা-রঙ্গে বিলাস বৈষ্ণব সঙ্গে
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীভাগবত আদি গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি
নিজ পহু গুণ আস্বাদিয়া।

তরু ২৭৮৩

বিদ্যাপতির পদের রস আস্বাদনে আগ্রহ দেখাইলেও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় চণ্ডীদাস ও নরহরি সরকার ঠাকুরের রচনাশৈলীরই অনুসরণ করিয়াছেন। বল্লভ আর একটী সংবাদ দিয়াছেন যে, নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবীই নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়' উপাধি দেন—

নিত্যানন্দ ঘরণী জাহ্নবা ঠাকুরাণী
ত্রিভুবনে পূজিত চরণ।
যাহার কীর্ত্তন কালে রুধির পুলক-মূলে
দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ॥
ভাব দেখি আপনি জাহ্নবা ঠাকুরাণী
নাম থুইল ঠাকুর মহাশয়॥

তরু ২৭৮৪

বল্লভের লীলাবর্ণনামূলক পদে প্রেমবৈচিত্ত্যের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। একসঙ্গে থাকিয়াও বিরহবেদনানুভূতির চিত্র তিনি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার অভিসারোৎকণ্ঠার একটী পদে (তরু ১০০৭) রাধার ভাবাবেগ সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। রাধা

কহইতে চল চল রহ রহ বোল।
লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল॥
সাজহ কহইতে ভাজহ ভাষ।
আনহ বানি জানহ পরকাশ॥

নরোত্তমের আর একজন শিষ্য ছিলেন উদ্ধবদাস। এক দ্বিতীয় উদ্ধবদাস এই প্রথম উদ্ধবদাসকে ঠাকুর মহাশয়ের এক মুখ্য শাখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (তরু ৩০৯২)। দ্বিতীয় উদ্ধবদাস ভণিতায় বলেন,

শ্রীরাধামোহন পদ যার ধন সম্পদ
নাম গায় এ উদ্ধবদাস।

তাহা হইলে ইনি রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য এবং টেঞা বৈদ্যপুর নিবাসী ছিলেন। আমার মনে হয় পদকল্পতরুধৃত উদ্ধবদাস নামাঙ্কিত ২২টী পদের কোন কোন পদ প্রথম উদ্ধবদাসের রচনা। এই প্রথম উদ্ধবদাস 'রসকদম্ব'-রচয়িতা কবি বল্লভের গুরু মনে হয়।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য নৃসিংহ কবিরাজ সংস্কৃতেই বেশী পদ রচনা করিতেন। তাঁহার দুইটী মাত্র পদ তরুতে ধৃত হইয়াছে। পদ দুইটী রত্নস্বরূপ। উভয় পদই সংস্কৃতের ধরণে হ্রস্বদীর্ঘ বজায় রাখিয়া পড়িতে হইবে।

ব্রজনন্দ কি নন্দন নীলমণি।
হরি-চন্দন-তীলক ভালে ধনী॥
শিখি পুচ্ছকি বন্ধনি বামে টলী।
ফুলদাম নেহারিতে কাম চলী॥

ইত্যাদি (তরু ১১২৪)

নব নীরদ-নীল সুঠান তনু।
ঝলমল ও মুখ চান্দ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বদ্ধ ঝুটা।
ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোঁটা॥

ইত্যাদি (তরু ১১২৯)

শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সঙ্গে যে শ্যামানন্দ বৃন্দাবন

হইতে গ্রন্থাদি লইয়া ফিরিয়াছিলেন তিনি উৎকলবাসী হইলেও বৃন্দাবনে ও অম্বিকা কালনায় বাঙ্গালীদের সাহচর্য্যে দীর্ঘদিন বসবাস করায় বাঙ্গলা পদ লিখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনটী পদ পদকল্পতরুতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটী আরতির, একটী প্রার্থনার এবং একটীমাত্র লীলার পদ। শেষোক্ত পদটী সুন্দর—

রাই কনক-মুকুর কাঁতি।
শ্যাম বিলাসিতে সুন্দর তনু
সাজয়ে কতক ভাতি॥
নীলাসন রতন ভূষণ
জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী
দুলিছে হিয়ার মাঝে॥

তরু ১০২৪

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী-ধৃত শ্যামদাস-নামাঙ্কিত পদগুলি (৩০০-৩০৯) সম্ভবতঃ ইঁহার রচনা নহে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য গোপালদাস 'যাহার কীর্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া'(কর্ণানন্দ ১) ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে বসিয়া 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পলতা' রচনা করেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতার শিষ্য যদুনন্দন 'বিদগ্ধমাধব' ও 'গোবিন্দলীলামৃতে'র ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র অনুবাদ ও কর্ণানন্দ নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি পদকল্পতরুধৃত যদুনন্দন-নামাঙ্কিত ৭১টী পদ রচনা করিয়াছেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তী নিত্যানন্দভক্ত দাস গদাধর ঠাকুরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর (পৃঃ ৯০৪) যে আটটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার সবগুলিই গৌরাঙ্গবিষয়ক। যথা—

(১) গৌরাঙ্গ চরিত আজু কি পেখলু মাই (তরু ১৯৪৬)। কিন্তু 'তরু'তে নিম্নলিখিত ভণিতা নাই—
দেখি দাস গদাধর লহু লহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে ওই রসে ভাসে॥

সুতরাং সতীশবাবু এটী 'অজ্ঞাত' পদকর্ত্তার বলিয়াছেন।

(২) সজনি সই! শুন গোরা অপরূপ গাথা (পৃঃ ৯০৬)। 'তরু'তে নাই। যদুনন্দনভণিতা।
(৩) সই গো নদীয়া জাহ্নবীর কূলে (পৃঃ ৯০৮)। 'তরু'তে নাই। যদুনন্দনভণিতা।
(৪) দেখ গোরা রঙ্গ সই দেখ গোরা রঙ্গ (পৃঃ ৯০৯)। 'তরু'তে নাই। যদুভণিতা।
(৫) দেখ দেখ গোরা চান্দে। কাঞ্চন রঞ্জন (পৃঃ ৯০৯)। 'তরু'তে নাই। যদুনন্দনভণিতা।
(৬) গৌর বরণ সোনা, ছটক চাঁদের জোনা (পৃঃ ৯১০)। 'তরু'তে নাই। যদুনন্দনভণিতা।
(৭) গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া (পৃঃ ৯২৫, তরু ২১০১)। যদুভণিতা।
(৮) জলের জীব কাঁদে দেখিয়া প্রতিবিম্ব (পৃঃ ৯৫৭, তরু ২১৪৭)। যদুনন্দনভণিতা।

সতীশবাবু যদু ও উপরে উক্ত দুই যদুনন্দনের সমস্যা সমাধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরের ভণিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, এই দাস-গদাধর-শিষ্য যদুনন্দন যদুভণিতাতেও কবিতা লিখিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন—

যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণ শুনিয়া যাঁর গীত॥

যদুনন্দনভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলার সুমধুর পদগুলি হেমলতা দেবীর শিষ্য যদুনন্দনের রচনা। কিন্তু যদুনাথ ভণিতার ১৬টী পদ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এক কবির। ইঁহার সম্বন্ধেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।১১।৩৫) বলা হইয়াছে—

'মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥

গোবিন্দদাসের যুগে অন্য যে সব কবি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পদ পাওয়া যায় রায়শেখরের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ও দ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত রায়শেখরের পদ বলিয়া ২৫২টী পদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৪-সংখ্যক 'শৈশব যৌবন দরশন ভেল' ইত্যাদি নব কবিশেখর ভণিতা যুক্ত পদ এবং ২৫২-

সংখ্যক 'আনন লোলএ বচন বোলএ হাসি' ইত্যাদি বিদ্যাপতির পদের বিকৃত পাঠান্তর মাত্র।

শেষোক্ত পদটী যখন মৈথিল কবি লোচনের 'রাগ-তরঙ্গিণী'তে (পৃঃ ৪৪-৪৫) পাওয়া যাইতেছে তখন উহাকে রায়শেখরের পদাবলীতে স্থান না দিলেই ভাল হইত। আর পূর্ব্বোক্ত পদটী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে (১১৫)

বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
বালা অঙ্গে লাগল পাঁচবাণ॥

ভণিতায় ধরিয়াছেন। রায়শেখর দণ্ডাত্মিকা পদাবলীতে কবিশেখর নামেও দুই চার জায়গায় ভণিতা দিয়াছেন। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন এই রায়শেখর গোপালবিজয়ের রচয়িতা। গোপালবিজয়ের একখানি প্রতিলিপি ১৬১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দের। উহা শিবরত্ন মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থালয়ে ছিল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক, পৃঃ ৫৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬০-সংখ্যক পুথির আদর্শের লিপিকাল ১৬২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

গোপালবিজয়ের কবির

সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন॥

রায়শেখরের কোন কোন পদে যেমন তাঁহার গুরুর নাম উল্লেখ আছে, গোপালবিজয়ে সেরূপ নাই।[১] ডাঃ সুকুমার সেন কবিশেখর রায় ও কবিরঞ্জনকে একই লোক মনে করেন। কবিরঞ্জনের দুইটী পদে 'ত্রিপুরাচরণে মন' ও 'ত্রিপুরা-চরণকমল মধুপান' আছে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩০, পৃঃ ২৩)।

কি পদের সংখ্যার দিক্ দিয়া, কি ভাব ও ভাষার বৈচিত্র্যের ও সমৃদ্ধির দিক্ দিয়া গোবিন্দদাস তাঁহার যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তাঁহার কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া তাহা প্রমাণ করিব। তিনি কাশীরাম দাস বা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ন্যায় সর্ব্ব-সাধারণের জন্য কবিতা লেখেন নাই। সংস্কৃত কাব্য, অলঙ্কার ও বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার না থাকিলে তাঁহার পদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। তিনি নিজে তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

রসনা-রোচন শ্রবণবিলাস
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

তাঁহার পদ পড়িতে সকলেরই ভাল লাগুক বা না লাগুক, উহার শব্দমাধুর্য্য প্রত্যেকেরই 'শ্রবণবিলাস' বটে। গোবিন্দদাস বিশেষ করিয়া পদ লিখিয়াছিলেন রসিক বৈষ্ণব সাধকদের জন্য। শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দের যুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর শ্রোতা ও পাঠকের অভাব ছিল না। রাঢ়দেশ সে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চায় মুখর। মথুরানাথ তর্কবাগীশ ও রুদ্র ন্যায়বাচস্পতির ন্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণলীলার রস আস্বাদনে উন্মুখ ছিলেন। চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিতে যাইয়া যে কবিগণ শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহারাও যে গোবিন্দদাসের কাব্যের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে যুগের সাংস্কৃতিক পরিবেশে গোবিন্দদাসের পদ আজকার মতন দুর্ব্বোধ্য মনে হইত না।

[১]
শ্রীরঘুনন্দন পতি তাহা বিনু নাহি গতি
যার গুণে ভব-ভয় নাই॥
তরু ২৩৭২

পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গা পায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর।
তরু ২৩৭৪

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব মদন শ্রীরঘুনন্দন রাজে
তরু ২৩৭৩

তৃতীয় অধ্যায়

আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী

গোবিন্দদাসের পদাবলী মুখ্যতঃ লিখিত হইয়াছিল সাধক বৈষ্ণবদের জন্য। সেইজন্য কবির আধ্যাত্মিক আবেষ্টনী না বুঝিলে তাঁহার পদের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা সহজ হইবে না। গোবিন্দদাস রাগানুগা ভক্তির সাধক। মঞ্জরীভাবের তিনি উপাসক। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর গৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় লেখেন যে, পুরাকালে বৃন্দাবনে যিনি রূপমঞ্জরী নামে খ্যাত ছিলেন তিনি এখন রূপ গোস্বামী, রতিমঞ্জরী বা লবঙ্গমঞ্জরী হইতেছেন সনাতন। শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীও লবঙ্গমঞ্জরীর প্রকাশ। গোপাল ভট্ট অনঙ্গমঞ্জরী, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে গুণমঞ্জরীও বলেন। রঘুনাথ ভট্ট ছিলেন রাগমঞ্জরী, রঘুনাথদাস রসমঞ্জরী বা রতিমঞ্জরী; ভূগর্ভ ঠাকুর প্রেমমঞ্জরী ও লোকনাথ লীলামঞ্জরী। কিন্তু নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার গুরু লোকনাথকে মঞ্জুলালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রঘু মিশ্র কর্পূরমঞ্জরী, জিতা মিশ্র শ্যামমঞ্জরী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্বেতমঞ্জরী, বল্লভাত্মজ জীব বিলাসমঞ্জরী, ঈশানাচার্য্য মৌনমঞ্জরী, নয়ন মিশ্র (ইনি গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র) নিত্যমঞ্জরী (শ্লোক ১৮৫ হইতে ২০৭)। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর কেহ মঞ্জরীভাবের সাধক বলিয়া বিখ্যাত হন নাই।

ইহার প্রায় শঞ্চাশ বছরের মধ্যে গোপাল গুরু ও তাঁহার শিষ্য ধ্যানচন্দ্রের রচিত পদ্ধতিতে মঞ্জরীভাবের উপাসনা প্রচারের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। গোপাল গুরুর আসল নাম মকরধ্বজ পণ্ডিত। তিনি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য। বক্রেশ্বর পণ্ডিত ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যে গম্ভীরা ছিল তাহার সেবার ভার পান। গোপাল গুরুর পর ধ্যানচন্দ্র এই সেবা করেন। গোপাল গুরু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনার ইতিহাসে যে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মনোহর দাসের অনুরাগবল্লী হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

> মহাপ্রভুর পার্ষদ পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
> তাঁহার সেবক শ্রীগোপাল গুরুবর॥
> শ্রীহরিনাম ব্যাখ্যা সম্প্রদানির্ণয়।
> আগেই করিয়া রাখিয়াছেন মহাশয়॥
> তাঁর পাট নীলাচলে রাধাকান্তের সেবা।
> অতি মনোহর তাহা বর্ণিবেক কেবা॥

ইহার পর গোপাল গুরু-কৃত হরিনামের ব্যাখ্যাযুক্ত এই চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

> বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘনানন্দবিগ্রহম্।
> হরত্যবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
> হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
> অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা॥
> আনন্দৈকমুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
> গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
> বৈদগ্ধ্যসারসর্ব্বস্বমূর্ত্তিং লীলাধিদেবতাম্।
> রাধিকাং রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ হরিকে 'হরি' বলা হয় এইজন্য যে তিনি চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহ ভগবানের তত্ত্বকে বিশেষরূপে জানাইয়া অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যসমূহকে হরণ করেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আহ্লাদস্বরূপিণী (হ্লাদিনী শক্তি)। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন। এইজন্য 'হরা' শব্দে শ্রীরাধাই পরিকীর্ত্তিত হন। কেবলানন্দ সুখের স্বামী শ্যামবর্ণ কমললোচন গোকুলের আনন্দস্বরূপ নন্দনন্দনই 'কৃষ্ণ' শব্দে কথিত হন। শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি বৈদগ্ধ্যের (রসিকতার) সারসর্ব্বস্ব-রূপ তিনি লীলার অধিদেবতা (অধীশ্বরী)। যিনি নিত্য সেই শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন, তিনিই 'রাম' শব্দে অভিহিত হন। মনোহর দাস লিখিয়াছেন যে—

> এই অর্থ হয় ভক্তবর্গ প্রাণধন।
> কিম্বা তনু মহোৎসব কর্ণরসায়ন॥

(অষ্টম মঞ্জরী, পৃঃ ৪৭)

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি এই মহামন্ত্রে চারবার কৃষ্ণ, চারবার রামকে এবং আটবার হরিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। কৃষ্ণ শব্দে যিনি আনন্দস্বরূপ অথবা আকর্ষণ করেন, রাম শব্দে শ্রীরামচন্দ্র অথবা যিনি রমণ, ভালবাসার ধন, এবং হরি শব্দে যিনি আমাদের মনকে হরণ করিয়া লন বুঝি। কিন্তু গোপাল গুরুর ব্যাখ্যা অনুসারে রাম হইতেছেন শ্রীরাধার রমণকারী, আর হরে বলিতে—

হরিনাম মধ্যে তিন নামের কথন।
হরে কৃষ্ণ রাম ব্যাখ্যা শুন দিয়া মন॥
হরিশব্দে সম্বোধনে হয় হরে।
হরা শব্দে সম্বোধনেহ হয় হরে॥

অনুরাগবল্লী, পৃ: ৪৭

ব্রজমণ্ডলের ভজন-নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াও 'হরিনামে'র এই ব্যাখ্যাই পাইয়াছি। সহজবোধ্য আপাতপ্রতীয়মান ভাবে কৃষ্ণ, রাম ও হরিকে সম্বোধন করা হইলে শ্রীরাধাকে স্মরণ করা হয় না। আর নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—

রাধিকা-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা-চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়
তারে মুই যাই বলিহারী॥
জয় জয় রাধানাম বৃন্দাবন যার ধাম
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা গুণগান না শুনিল মোর কাণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥

(১০৫, ১০৬)

'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র স্থান বৈষ্ণব-সাধনায় কত উচ্চে সে সম্বন্ধে নবদ্বীপে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ একবার নবদ্বীপে যাইয়া সিদ্ধ ভগবান্‌দাস বাবাজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি করিয়া ভক্তি হয় দয়া করিয়া বলুন।" বাবাজী মহারাজ হাসিয়া বলেন, "বাবু, দুইটী পয়সা খরচ করিলে ভক্তি পাইবেন শিশির বাবু তাঁহার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহাকে উপহাস করা হইল। বাবাজী মহারাজ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মনের দুঃখ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বাবুজী, আমি আপনাকে ঠাট্টা করি নাই, আপনি দুইটী পয়সা খরচ করিয়া প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কিনুন, আর উহা নিত্য পাঠ করুন; ভক্তি আপনিই আপনার নিকটে আসিবেন।"

মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায় যে, জগন্নাথ মিশ্র ও মুরারি স্বয়ং রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন; আর শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে উচ্চৈঃস্বরে—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং॥

বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে চলিয়াছিলেন। এখানে আর কিছুতেই 'রামকে' অন্য কোন অর্থে লওয়া যায় না, কেননা স্পষ্ট 'রাঘব' অর্থাৎ 'রঘুকুলসম্ভূত' শব্দ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধনার বিবর্ত্তনের ইতিহাসে সেইজন্য গোপাল গুরুর ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীবৃন্দাবনের কৃপাসিন্ধু দাস বাবাজী ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর পদ্ধতি অনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে যোগপীঠের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীভাবনাসারসংগ্রহ' গ্রন্থে ও হরিদাস দাস বাবাজীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানের প্রথম খণ্ডে ৬৩৩ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত মঞ্জরীদের নাম পাওয়া যায়।

যোগপীঠের মধ্যে ষড়্‌দল পদ্মে ১৫।৩।৭ দিন বয়সের শ্রীকৃষ্ণ ও ১৪।২।১৫ দিন বয়সের শ্রীরাধা। তাহার বাহিরে অষ্টদল পদ্মে পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে যথাক্রমে (বয়স বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল)—

সনাতন গোস্বামী—লবঙ্গমঞ্জরী (১৩।৬।১)
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—রসমঞ্জরী (১৩।০।০)
গোপাল ভট্ট—গুণমঞ্জরী (১৩।১।১৭)
লোকনাথ গোস্বামী—মঞ্জুলালীমঞ্জরী (১৩।৬।৭)
শ্রীজীব গোস্বামী—বিলাসমঞ্জরী (১২।১১।২৬)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ—কস্তুরীমঞ্জরী (১৩।০।০)
শ্রীরূপ গোস্বামী—শ্রীরূপমঞ্জরী (১৩।৬।০)
রঘুনাথদাস গোস্বামী—রতিমঞ্জরী (১৩।২।০)

ইহাতে ছয় গোস্বামীর সঙ্গে সমান আসন দেওয়া হইয়াছে নরোত্তমের গুরু লোকনাথকে ও চরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজকে। কবিকর্ণপূরের মতে লোক-নাথ সনকাদি চতুঃসনের একজন (১০৭)। অষ্টদলের বাহিরে আবার এক অষ্টদল, তাহার আবার আটটী। উপদল প্রথমে দল ও পরে উপদলের পরিচয় দিতেছি।

গোবিন্দানন্দ—চিত্রা (১৪।৭।১৪)

বসু রামানন্দ—ইন্দুলেখা (১৪।২।১০)

শিবানন্দ সেন—চম্পকলতা (১৪।২।১৩)

(শিবানন্দের পুত্র কবিকর্ণপূর তাঁহাকে বীরা দূতী বলিয়াছেন—১৭৬ শ্লোক)

গোবিন্দ ঘোষ—রঙ্গদেবী (১৪।২।৪)

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—তুঙ্গবিদ্যা (১৪।২।২২)

বাসুঘোষ— সুদেবী (১৪।২।৪)

স্বরূপ গোস্বামী—ললিতা (১৪।৮।২৭)

রামানন্দ রায়—বিশাখা (১৪।২।১৫)

কবিকর্ণপূরের গ্রন্থে বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগবানের চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধতত্ত্ব (৭১), রামানন্দ রায় পাণ্ডব অর্জ্জুন বা অর্জ্জুন নামে কোন গোপাল, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে ললিতা বলেন (১২১-২৪)।

স্বরূপ গোস্বামী বিশাখা (১৬০), রাঘব গোস্বামী চম্পকলতা (১৬২), কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ইন্দুলেখা (১৬৩), গঙ্গাধর ভট্ট সুদেবী (১৬৫) ও রামানন্দ বসু কলকণ্ঠী (১৭৩)।

উপদলে আছেন—শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ ছাড়া আর সাত কবিরাজ।

গোবিন্দ কবিরাজ—কলাবতী (১২।০।০)

কর্ণপূর কবিরাজ—শুভাঙ্গদা (১২।০।০)

নৃসিংহ কবিরাজ—হিরণ্যাঙ্গী (১২।০।০)

ভগবান্ কবিরাজ—রত্নলেখা (১২।০।০)

বল্লভীকান্ত কবিরাজ—শিখাবতী (১২।০।০)

গোপীরমণ কবিরাজ—কন্দর্পমঞ্জরী (১২।০।০)

গোকুল কবিরাজ—ফুল্লমল্লিকা (১২।০।০)

জাহ্নবা দেবী—অনঙ্গমঞ্জরী (১৩।৬।৪)

যোগপীঠের পদ্মের চারিদিকে আছেন

মুকুন্দ ঠাকুর—বৃন্দাদেবী

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—বৃন্দারিকা

মাধব চক্রবর্ত্তী—মেনাদেবী

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী—মুরলীদেবী

গোবিন্দ কবিরাজ ১৬২০।২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যোগ-পীঠে আসন পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যোগপীঠে কবিকর্ণপূর, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের কোন আসন নাই।

মঞ্জরীদের মধ্যে সনাতন গোস্বামীকে গণনা করা হইলেও তাঁহার রচিত বৃহদ্ভাগবতামৃতে মঞ্জরীভাবের উপাসনার কোন ইঙ্গিত নাই। ঐ গ্রন্থ শ্রীরূপের ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বে রচিত হয়, কেননা শেষোক্ত গ্রন্থে আছে—

> শ্রীমৎপ্রভুপদাম্ভোজৈঃ সর্ব্বা ভাগবতামৃতে।
> ব্যক্তীকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী॥
>
> (১।৪।২০)

গূঢ় হইলেও যে ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী সনাতন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে গোপকুমার ঐ গ্রন্থের নায়ক। তিনি স্বর্গলোক, রুদ্রলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক, দ্বারকা প্রভৃতিতে অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে পুরুষবেশেই আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আদর করিয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিলেন (বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৬।১২৭)। শ্রীরাধার প্রদত্ত লাড়ুও তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "হে শ্রীরাধে, তোমার ভ্রাতৃবংশজাত এই স্বরূপেরই ইহা খাওয়ার যোগ্য" অর্থাৎ "উহা খারাপ, আমি খাইতে পারিব না" (ঐ ১৩০) ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লাড়ু খুবই সুস্বাদু ছিল। স্বকৃত টীকায় সনাতন গোস্বামী ঐ গোপকুমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া ভ্রাতুঃ শ্রীদাম্নো বংশে জাতস্য অয়ং ভাবঃ"—অর্থাৎ আমি শ্রীরাধিকার ভ্রাতা শ্রীদামের বংশজাত বলিয়া। সাধককে যে সখীর অনুগা হইয়া অন্তশ্চিন্তিত নারীদেহেই ভজন করিতে হইবে এরূপ কোন ইঙ্গিত বৃহদ্ভাগবতামৃতে নাই।

হরিভক্তিবিলাসের (৫৩৫) ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থার টীকায়

সনাতন লিখিয়াছেন যে, "সাধক মনে করিবেন চিৎস্বরূপ ভগবানের চিৎ-কণ অংশ বলিয়া আমিও চিন্ময়ত্বাংশে তাঁহা হইতে অভিন্ন। এমত অবস্থায় আমিও সেই কি? না, আমি 'তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোঽস্মী'তি অর্থঃ।" এখানে মঞ্জরীভাবের কোন কথা উঠে না।

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা দেখা যায়; যথা—

> পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়া জনাঃ।
> প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥
> আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।
> রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥
> নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্।
> প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্॥
> রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্।
> কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্॥
> প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্॥
> ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ।
> ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ স্যাত্তু মহানিশা॥

পাতালখণ্ড, বঙ্গবাসী সং, অধ্যায় ৫২, পৃঃ ৪১৫, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, অধ্যায় ৮৩, পৃঃ ৬২৪

অর্থাৎ তাঁহার প্রীতিপাত্ররা পরকীয়া অভিমানে গোপনে নিজ প্রিয়ের সহিত রমণ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে আপনাকে কৃষ্ণসেবিকা রমণীদের মধ্যে রূপ-যৌবনশালিনী মনোরমা কিশোরীরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ভাবনা-দ্বারা নিজেকে বিবিধ শিল্পবিদ্যানিপুণা শ্রীকৃষ্ণের ভোগের উপযোগিনী করিতে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ভোগে পরাঙ্মুখী বলিয়া চিন্তা করিবে। সব সময়ে রাধিকার অনুচরী ও তাঁহার সেবা-পরায়ণারূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও রাধাতে অতি প্রীতি রাখিবে। প্রীতির সহিত প্রতিদিন (মানসে) রাধাকৃষ্ণের মিলনসাধনে যত্ন করিবে। নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।

এই অংশ বঙ্গবাসী সংস্করণে পাঠ করিয়া আমার মনে সন্দেহ জাগে যে, বোধ হয় কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে এই অংশ জুড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের আনন্দাশ্রম সংস্করণেও শ্লোকগুলি রহিয়াছে। ঐ সংস্করণ উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের পুথি দেখিয়া তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু নিজের চোখে পুথিগুলি না দেখা পর্য্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। হরিভক্তিবিলাসে আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায়ের কোন উদ্ধৃতি নাই বটে, কিন্তু ৮৪ হইতে ৯৪ অধ্যায় ও ৯৬ অধ্যায়ের শ্লোক উহাতে ধরা হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও ঐ অংশ হইতে কোন শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই।

যদি পদ্মপুরাণের ঐ অংশ অকৃত্রিম হয় তাহা হইলে মঞ্জরীভাবের উপাসনা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড খ্রীষ্টীয় নবম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামীই যে মঞ্জরী-ভাবের সাধনার প্রবর্ত্তক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লেখেন—

> সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
> তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

(১।২।৫১)

ইহার টীকায় শ্রীজীব বলেন—ব্রজে অবস্থিত নিজের অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরিবারগণের ভাবে লিপ্সু সাধক সেই ব্রজপরিকরদের অনুসরণ করিয়া সাধকরূপে (যেমন দেহে বর্ত্তমান আছে সেই দেহেই) এবং সিদ্ধরূপে (নিজের ভাবের অনুকূল শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত অর্থাৎ মনে মনে ভাবা দেহদ্বারা) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

রামচন্দ্র কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর ও গোবিন্দ কবিরাজ এই সাধনা-প্রণালীতে কি ভাবে লীলা স্মরণ করিতে হইবে সে সম্বন্ধে শ্রীজীবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখেন। ঐ পত্রের উত্তরে শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই গ্রন্থের ভূমিকায় "কবির খ্যাতি ও পরিচয় শীর্ষক" অংশে

পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপ একটি বিশেষ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। 'রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্' ইত্যাদি শ্লোকে (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।১৫৭) তিনি বলিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যদি সাধকের সম্ভোগের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে তিনি ব্রজের ভাব পাইবেন না, দ্বারকার মহিষীদের ভাব পাইতে পারেন। ব্রজের ভাবে নিজের সুখের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অংশ বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্ভব। কিন্তু জীব তটস্থা শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ, তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস অসম্ভব।

আজকাল বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তির লেখায় দেখিয়াছি ও মুখে শুনিয়াছি যে, নিজেকে রাধাভাবে অথবা সখীভাবে ভাবনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হইবে। অনেকেই রসকীর্ত্তন শুনিবার সময় অথবা পদাবলী পাঠ করিবার কালে নিজেকে শ্রীরাধা বা তাঁহার সখী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে যেমন অপরাধ জন্মে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সহিত নিজের অভেদ জ্ঞান করিলেও সেইরূপ অপরাধ হয়।

মঞ্জরীভাবে কিরূপ সেবার কথা সাধক চিন্তা করিবেন তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা হইতে দেখাইতেছি। ঐ প্রকারের সেবার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে গোবিন্দদাসের পদের আভোগে (ভণিতা অংশে) যে সেবার কথা আছে তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করা যাইবে না। সেইজন্য একটু বিশদভাবে বিষয়টি আলোচনা করিতেছি।

চাটুপুষ্পাঞ্জলিতে (স্তবমালা, পৃঃ ১৭৪) শ্রীরূপ বলিতেছেন—

ত্বাং সাধু মাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যাম্যহং কদা॥

কলাবিদ্ মাধব কর্ত্তৃক মাধবী ফুলের দ্বারা তুমি অলঙ্কৃত হইতেছ এবং তোমার কলেবর তাঁহার স্পর্শের জন্য সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে, এরূপ অবস্থায় তোমাকে আমি কবে বীজন করিব ?

কেলিবিস্রংসিনো বক্রকেশবৃন্দস্য সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবী জনমেতং নিদেক্ষ্যসি॥

কেলিবিলাসের ফলে তোমার কুটিল কেশপাশ বিস্রস্ত হইলে তাহা ঠিক করিয়া দিবার জন্য এই জনকে কবে আদেশ করিবে ?

কদা বিম্বোষ্ঠি তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্য ভোক্ষ্যতে॥

হে বিম্বোষ্ঠি! আমি তোমার মুখকমলে তাম্বূল অর্পণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা খাইবেন, তোমাদের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি কবে দেখিব ?

নামযুগাষ্টকে (স্তবমালা, পৃঃ ১৭৭) তিনি লিখিয়াছেন—

তাং প্রচ্ছদেন মুদিরচ্ছবিনা পিধায়
মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় দেবি।
কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানাং
নক্তং কদা প্রমুদিতামভিসারয়িষ্যে॥

নীলাম্বরে তোমাকে ঢাকিয়া, তোমার চরণ হইতে নূপুর খুলিয়া লইয়া কবে তোমাকে কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়ের সহিত রাত্রিতে অভিসার করাইব ?

কুঞ্জে প্রসূনকুলকল্পিতকেলিতল্পে
সংবিষ্টয়োর্মধুরনর্ম্মবিলাসভাজোঃ।
লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণাম্বুজানি
সংবাহয়িষ্যতি কদা যুবয়োর্জনোঽয়ম্॥

এই জন কবে নানাবিধ কুসুমে রচিত শয্যায় শয়ান মধুর নর্ম্মকেলিবিলাসে রত তোমাদের উভয়ের ত্রিলোকের অলঙ্কারস্বরূপ চরণ-কমলের সেবা করিবে ?

ত্বৎকুণ্ডরোধসি বিলাসপরিশ্রমেণ
স্বেদাম্বুচুম্বিবদনাম্বুরুহশ্রিয়ৌ বাম্।
বৃন্দাবনেশ্বরি কদা তরুমূলভাজৌ
সংবীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ॥

স্মরবিলাসের পরিশ্রমহেতু বদনাম্বুজ ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইলে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্ত্তী তরুমূলে উপবেশন করিবে। আমি ঐ অবস্থায় তোমাদিগকে কবে চামর দ্বারা বীজন করিব ?

কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রে (স্তবমালা, পৃঃ ১৯৩) লিখিয়াছেন—

গুর্ব্বায়ত্ততয়া কাপি দুর্লভান্যোন্যবীক্ষণৌ।
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা॥

তোমরা গুরুজনের অধীন হওয়ায় তোমাদের পরস্পর দর্শন দুর্ল্লভ। অতএব পরস্পরের সংবাদবাক্যরূপ অমৃত দান করিয়া আমি কবে তোমাদিগকে আনন্দিত করিব ?

গবেষয়ন্তাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে।
সঙ্গময্য তু বাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকম্॥

বৃন্দাবনে তোমরা পরস্পরকে খুঁজিতেছ, ঐ সময়ে তোমাদের মিলন করাইয়া দিয়া কবে আমি মনোহর পারিতোষিক পাইব ?

কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ
পাদসংবাহনং হন্ত জনোঽয়ং রচয়িষ্যতি।
কন্দর্পকলহোদ্দামত্রুটিতানাং লতাগৃহে
কদা গুম্ফায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ॥

কুঞ্জে কুসুমশয্যায় শায়িত তোমাদের পাদসম্বাহন কবে করিব ? লতাগৃহে কন্দর্পকলহে তোমাদের কণ্ঠভূষণ ছিঁড়িয়া গেলে কবে উহা গাঁথিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিবে ?

কেলিকল্লোলবিস্রস্তান্ হন্ত বৃন্দাবনেশ্বরৌ।
কর্হি কর্হি পতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্॥

কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের কেশপাশ আলুলায়িত হইলে আমি কবে উহা ময়ূরপুচ্ছদ্বারা ভূষিত করিব ?

কন্দর্পকেলিপাণ্ডিত্য-খণ্ডিতাকল্পয়োরহম্।
কদা কমলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলম্॥

কন্দর্পক্রীড়ায় তোমাদের পরস্পরের বেশভূষা বিগলিত হইলে তিলকশূন্য ললাটে পুনর্ব্বার তিলক দিয়া কবে আমি তোমাদিগকে বিভূষিত করিব ?

দেবোরস্তে বনস্রগ্‌ভির্দৃশৌ তে দেবি কজ্জলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি॥

হে দেব ! তোমার বনমালাশূন্য বক্ষে বনমালা পরাইয়া, ও হে দেবি ! তোমার কজ্জলশূন্য নয়নে কজ্জল পরাইয়া কবে তোমাদিগকে বিভূষিত করিব ?

জাম্বূনদাভতাম্বূলীপর্ণাঢ্যবদনদ্বয়ং বাম্।
বদনাম্বুজয়োরেষ নিধাস্যতি জনঃ কদা

স্বর্ণবর্ণ তাম্বূলপত্র খদির চূর্ণাদি উপকরণে সজ্জিত করিয়া তোমাদের বদনকমলে কবে আমি অর্পণ করিব ?

১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলে লিখিত উৎকলিকাবল্লরীগ্রন্থে সখীর অনুগা হইবার প্রার্থনা করা হইয়াছে—

গিরিকুঞ্জকুটীরনাগরৌ
ললিতে দেবি সদা তবাশ্রবৌ।
ইতি তে কিল নাস্তি দুষ্করং
কৃপয়াঙ্গীকুরু মামতঃ স্বয়ম্॥

হে ললিতা দেবি ! নিকুঞ্জনাগর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সব সময়ে তোমার কথা শুনেন। অতএব তুমি কৃপা করিয়া আমাকে স্বয়ং অঙ্গীকার কর।

ভাজনং বরমিহাসি বিশাখে
গৌরনীলবপুষোঃ প্রণয়ানাম্।
ত্বং নিজপ্রণয়িনোর্ময়ি তেন
প্রাপয়স্ব করুণার্দ্রকটাক্ষম্॥

হে বিশাখে ! বৃন্দাবনে তুমি শ্রীরাধামাধবের শ্রেষ্ঠ প্রণয়-পাত্র। অতএব তুমি নিজ প্রণয়ী সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের করুণা-কটাক্ষ আমাকে লাভ করাও।

এই উৎকলিকাবল্লরীর ৪৭ শ্লোকে বনবিহারে শ্রান্ত রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম নিজের কেশপাশ দ্বারা মুছাইবার কথা আছে। উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে উভয়ের বিলাসের জন্য ফুলশয্যা তৈয়ারী করিবার কথা আছে।

মঞ্জরীরা সখী নহেন, সখীর অনুগা। সখীরা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। তাঁহার স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গ শক্তির প্রকাশ। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির প্রকাশ। দুইকে এক করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। সখীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাস সম্ভব। গীতাবলীর ৩৮-সংখ্যক পদে আছে 'নবশশিরেখা-লিখিতবিশাখাতনুরথ ললিতাসঙ্গী'। উজ্জ্বলনীলমণির সখীপ্রকরণে (২০) 'প্রিয়সখি বিদিতং তে কর্ম্ম' ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায় যে, সখী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছেন। গোবিন্দদাসও ঐভাবে 'এ ধনি জনি কহ কামুক সন্দেশ' (৪৫০) ইত্যাদি পদে

সখীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বর্ণনা করিয়াছেন। সখীদের কার্য্যাদির যে তালিকা উজ্জ্বলনীলমণিতে দেওয়া হইয়াছে তাহার সঙ্গে মঞ্জরীদের কাজের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায় (উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৩৬৬-৩৮৪), যেমন সখী ও মঞ্জরী উভয়েই আশ্বাস প্রদান করেন, মিলন ঘটাইয়া দেন, নায়ক-নায়িকার বেশ করাইয়া দেন, চামরাদির দ্বারা সেবা করেন, দৌত্য করেন। কিন্তু কেলিবিলাসের সময় সখীরা উপস্থিত থাকিতে পারেন না, মঞ্জরীরা পারেন। ঐ সময়েও মঞ্জরী যে পাদসম্বাহন করেন, চমরব্যজন করেন, কেশ-বিন্যাস করিয়া দেন, তাহা শ্রীরূপের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায়।

শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার গুরু গুণমঞ্জরীর (গোপাল ভট্টের) নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোর-কিশোরী-পদ সেবন-সম্পদ
তুয়া সনে মীলব মোয়॥

তরু ৩০৭২

শ্রীরূপ যেমন ললিতা-বিশাখার কাছে সেবা করিবার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন, শ্রীনিবাস সেইরূপ তাঁহার গুরুর নিকট বলিতেছেন—

তুহুঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি
মধুর মধুর গুণ-ধামা।
ব্রজনব-যুব-দ্বন্দ্ব প্রেমসেবা পরবন্ধ
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা॥
কি কহিব তুয়া যশ দুহুঁ সে তোমার বশ
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে।
আপন অনুগা করি করুণা কটাক্ষে হেরি
সেবা-সম্পদ কর দানে॥

তরু ৩৫৭৩

গোবিন্দদাস 'বিনোদিনী না কর চাতুরীপনা' ইত্যাদি পদের ভণিতায় এই 'অনুগা' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন—

অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে
কহয়ে গোবিন্দদাসে॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার শিষ্যদিগকেও মঞ্জরীভাবে সেবা করিতে উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ তিনি ও বিশেষ করিয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ব্রজমণ্ডল হইতে এই মঞ্জরী-ভাবের সাধনাই গৌড়ে আনিয়া প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রভাবের ফলে শ্রীনিবাসের শিষ্য বীর হাম্বীরের মতন দুর্দ্দান্ত ল রাজাও বলিতেছেন—

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পূরাইলা মনের আশ
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিলুঁ বিষয়-কীট বড়ই লাগিত মীঠ
ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার॥
করিলু গরলপান রহিল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন
এমতি তোমার ব্যবহার॥
রাধা-পদ সুধারাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরা-পদে বান্ধি দিলা চিত।
শ্রীরাধা-রমণ সহ দেখাইলা কুঞ্জ-গেহ
জানাইলা দুহুঁ প্রেম-রীত॥
কালিন্দীর কূলে যাই সখীগণে ধাওয়া ধাই
রাই কানু বিহরই সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া ব্রজভূমি সদা ধেয়া
যাহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥

তরু ২৩৭৮

শ্রীনিবাসের প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ মঞ্জরীভাবের সাধনার রহস্য বর্ণনা করিয়া স্মরণ-দর্পণ নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উহার ১০৬৬ সালের অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক অনুলিপি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় (সংখ্যা ২৮৮১) আছে। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনায়' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়' শ্রীরূপ গোস্বামীর সেবা-অভিলাষের যথার্থ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; যথা—

(১) কবে হেন দশা হবে সখীসঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনের ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরু-চন্দনগন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥

সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥

(২) হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব অধর যুগলে॥

তরু ৩০৫৯

(৩) যমুনা পুলিন কেলি কদম্বের বন।
রতন বেদীর পর বসাব দুইজন॥
শ্যাম গোরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব সে হেরব মুখ-চন্দ॥
মালতি ফুলের মালা গাঁথিয়া দিব গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥

সমুদ্র ১৯৭

(৪) শ্রীমণিমঞ্জরী কবে সেবায় নিযুক্তি দিবে
সময় বুঝিব অনুমানে।
লীলা-পরিশ্রম জানি মলয় চন্দন আনি
লেপন করিব দুইজনে॥

পদরত্নসার, অঃ ৩৪৭

(৫) হরি হরি কতদিনে হেন দশা হব।
শ্রীমণিমঞ্জরী সঙ্গে শ্রীরূপমঞ্জরী রঙ্গে
রূপের অনুগা পদ পাব॥
সুশীতল বৃন্দাবন রত্নবেদী সুশোভন
তাহে মণিময় সিংহাসন।
হেমনীল কান্তিধর রাই কানু সুন্দর
তাহাতে বসাব দুইজন॥
সখীর আদেশ হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বুল খাওয়াব চান্দ মুখে।
আনন্দিত হব তথা ডগমগি প্রেমকথা
দোঁহার পিরিতি-রস সুখে॥
মল্লিকা মালতী যূথি নানা ফুলে মালা গাঁথি
পরাইব দোঁহার গলায়।
রসের আলাপ কালে বসিব চরণ-তলে
সেবন করিব দোঁহাকার॥

পদরত্নাকর, অঃ ৩৪৮

(৬) হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত স্থল
রাই কানু করাব শয়নে॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
সুখময় রাতুল চরণে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল পূরি
যোগাইব বদন-কমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী রতন নূপুর আনি
পরাইব চরণযুগলে॥
কনক কটোরা ভরি সুগন্ধি চন্দন বুরি
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥

গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৫২৭

ঠাকুর মহাশয়ের একটী পদে দেখা যায় যে, মঞ্জরীও বিবাহিতা রমণী—

কবে বৃষভানুপুরে আহীর গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব।
যাবটে আমার কবে এ পাণি গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।

যাবট শ্রীরাধিকার শ্বশুরবাড়ী। নন্দগ্রামের দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

(৭) জল সুবাসিত করি রতন ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূর-বাসিত গুয়া পানে।
এসব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ মালতী মালা
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপাম॥
সখীর ইঙ্গিত হবে এ সব আনিব কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।

নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহোঁ সখীর পাছে ॥

তরু ৩০৬৭

(৮) ললিতা কবে মোরে বীজন দেওব
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল মিটব দুহুঁ কলেবর
হেরব পরম আনন্দে ॥

তরু ৩০৬৪

মঞ্জরীভাবের সেবা কি তাহা শ্রীরূপ, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের রচনা হইতে দেখা গেল। এখন গোবিন্দদাসের পদের আভোগগুলি বিচার করিয়া দেখা যাক কবি রাধা-কৃষ্ণের সেবা কিভাবে করিতেছেন। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, গোবিন্দদাস লীলাবর্ণনার পদে ব্রজমণ্ডলের এক অন্তরঙ্গ সেবিকারূপেই ভণিতা দিয়াছেন। বন্দনার পদের অধিকাংশ স্থলেই 'গোবিন্দদাস বঞ্চিত হইল' এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছেন। আমার মনে হয় এই আক্ষেপের কারণ এই যে, গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের প্রকট লীলা তিনি দর্শন করিতে পারিলেন না। বৃন্দাবনদাসও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ঐরূপ আক্ষেপ বহু স্থলে করিয়াছেন। গোবিন্দ-দাস বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে—

গোবিন্দদাস হৃদয় মণিমন্দির
অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ। (১৬৭)

সে ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি কবির হৃদয়ের মণিমন্দির হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র যান না। অন্যত্র কবি বলিয়াছেন—

'গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥' (৬৯২)
'গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভায়।' (১৭০)

এই অবিচলিত রাগানুগা ভক্তি লইয়া কবি রাধামাধবের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি নানারকমে ব্রজের কিশোর-কিশোরীর সেবা করেন, কিন্তু কয়েকটী পদে বিশেষ করিয়া তিনি হাতমুখ ধুইবার জল জোগাইতেছেন দেখা যায়।

রাধাগোবিন্দ কুঞ্জে শয়ন করিয়া আছেন, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে জাগাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই সময়ে—

মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়হিঁ
হেরত গোবিন্দদাস। (৪৯)

গোবিন্দদাস ঝারি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মন্দিরের কাছে ঝারি হাতে দাঁড়াইয়া থাকার মানে যে রাধাগোবিন্দ নিদ্রাভঙ্গ হইবার পর যেন মুখ ধুইবার জল পান।

শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন—

গোবিন্দদাস ঝারি লই ঠাড়হি
চামর ঢুলাওত থোরি। (৬৪)

রাধামাধব রতিরসজনিত আলস্যে শুইয়া আছেন, আর কবি—

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুজন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
অনুচরি গোবিন্দদাস ॥ (১১৩)

বিলাসের পর পীতবাস একটু নিদ্রা দিয়া উঠিলেন—

জল সেবন করু গোবিন্দদাস।

ভোরবেলা গোবিন্দ দুধ দোহাইতেছেন ; এক এক গাভীর অনেক অনেক দুধ হইতেছে ; কলসী ভরিয়া যাইতেছে ; এমন একটী কলসী মাথায় করিয়া গোবিন্দদাস চলিতেছেন—

গোবিন্দদাস মটুকি লই ধায়। (৬১)

শ্রীরাধা প্রথমবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অভিসারে যাইতেছেন। তাঁহার মনে কত শঙ্কা, কত সন্দেহ, কত অধীরতা। কবি সেইজন্য রাধাকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহাকে যেন সঙ্গে করিয়া লইয়া যান—তাহা হইলে তিনি মনে একটু জোর পাইবেন।

পহিল মিলনে রহু অবনত মাথ।
গোবিন্দদাস তুহুঁ করি লেহ সাথ ॥ (৩৫৬)

শ্রীরাধার আকার-প্রকার দেখিয়া সখীরা সন্দেহ করিতেছেন যে, তিনি বুঝি প্রেমে পড়িয়াছেন। তাঁহারা নানা রকম প্রশ্নে বেচারাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তুলিতেছেন। রাধা লজ্জায় উত্তর দিতে পারিতেছেন না। কবি বলিতেছেন—আহা! বেচারাকে এত জেরা কর কেন? সে তো 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' ন্যায়ে তোমাদের অভিযোগ মানিয়াই লইতেছে—

গোবিন্দদাস কহই অব বিরমহ
মৌনহিঁ সমুঝল কাজ। (৫৮৪)

রাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ রাধাকে ভালবাসিয়াছেন। তবে নারী তাহার ভালবাসাকে যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া রাখিতে চায়, পুরুষে অতটা করে না। রাধা স্নান করিতে যমুনায় যান, পথে তাঁহার পায়ের ছাপ পড়ে, আর কানাই সেই পদচিহ্নকে চুম্বন করেন। রাধা চোখ ফিরাইয়া এই অঘটন ঘটনা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন, তিনি কৃষ্ণকে মানা করিবার জন্য সঙ্কেত করেন, 'লোকে দেখিলে কি বলিবে মোরে'; কিন্তু রাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া—

হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস॥

সাধারণ বৈষ্ণব কবি হইলে শেষ চরণের পরিবর্তে লিখিতেন, "হুলুধ্বনি দেওল গোবিন্দদাস।" রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল, আনন্দেরই কথা। কিন্তু ঘাটের পথে দিনের আলোতে কৃষ্ণের এই অসমসাহসিকতা দেখিয়া গোবিন্দদাসের বুক কাঁপিয়া উঠিল। কেহ যদি দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে শ্রীমতীর কলঙ্কের ও লাঞ্ছনার যে সীমা থাকিবে না!

একদিন রাধা কাননে ফুল তুলিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি আবার ফুল দিয়া কি করিবে? তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গই তো ফুল। মুখখানি সোনার কমল, নয়নযুগল নীল উৎপল, নাসা যেন তিলফুল, অধর বাঁধুলি, হাসিতে কুন্দ ও কুমুদ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে, দেহের বর্ণে মনে হয় সাদা চাঁপা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে, হাতের আরক্ত শোভা যেন স্থলপদ্ম। কবি তখন বলিতেছেন—এত ফুল কি শুধু শুধু নষ্ট করিবে? পূজায় লাগাও। কাহার পূজা? পশুপতির। সাদা ভাষায় শিবের, ব্যঞ্জনার্থে গোষ্ঠে যিনি পশুপাল চরাইতে আসিয়াছেন তাঁহার—

পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান। (৩২৪)।

গোবিন্দদাস গোবিন্দের সেবা করেন বটে, কিন্তু রাধার প্রতিই তাঁহার আনুগত্য বেশী। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন; ব্যগ্র হইয়া রাধা পথে বাহির হইয়া প্রিয়তমকে দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে সখী রাধাকে কোনমতে প্রবোধ দিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। গোবিন্দদাসও রাধাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার পিছে পিছে যান—

সহচরি রাই লেই চলু মন্দিরে
গোবিন্দদাস পিছে যান॥ (৭২)

তিনি মিলনের জন্য ব্যাকুলা রাধাকে আশ্বাস দেন—

গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব
মিলাহুঁ নন্দকিশোর॥ (১৯০)

তিনি রাধাকে দৃঢ়তার সহিত জানান যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে খুব ভালবাসেন—

গোবিন্দদাস ভালে জান।
কানুক জলত পরাণ॥ (২০০)

সেইজন্য তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দেন—

গোবিন্দদাস আশোয়াসে জীবই তুয়া অভিলাষে।
(২০৫)

কিন্তু কখন কখন এমন হয় যে, আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ সময়মত আসেন না।

গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
অবহুঁ না মীলল কান। (১৯২)

তখন গোবিন্দদাস নিজেও লজ্জিত ও শঙ্কিত হন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন—

আজুক রজনী দুহু জনে মিলায়ব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ (২৪০)

রূপানুরাগে অধীরা রাধা হয়তো বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নয়নে কি বিষ গো, তাঁহার নয়ন নয়নে মিলিত হইলে অঙ্গ যে জ্বলিয়া যায়। গোবিন্দদাস তখন 'বিষস্য বিষমৌষধং' ন্যায় প্রয়োগ করিয়া বলেন যে তিনি যদি দশন দ্বারা তোমার অধরোষ্ঠ দংশন করেন তবে এক বিষে আর এক বিষের ক্ষয় হইবে। তিনি যে কালিয়নাগকে দমন

করিয়াছেন, সুতরাং বিষ দূর করায় তাঁহার হাতযশ আছে।

গোবিন্দদাস কহে সে না দিঠি-বিষে।
না পিলে অধরসুধা কেবা জীয়া আইসে॥ (১৯৫)

এক অপরূপ নয়ন-বিষ তাকর
মেটই দশনক দংশে।
ও বিষ-ঔষধ বিষ অবধারল
গোবিন্দদাস পরশংসে॥ (৫৯১)

ইথে বিনু নাগদমন রসপান।
গোবিন্দদাস মণিমন্ত্র না জান॥ (৫১০)

নাগদমন বলিতে সোজা কথায় 'নাগদানার' রস খাওয়া কিন্তু গূঢ়ার্থে কালিয়নাগকে যিনি দমন করিয়াছেন তাঁহার অধররসপান। এছাড়া যে ঐ নয়নবিষের অন্য কোন ঔষধ বা মন্ত্র আছে তাহা গোবিন্দদাস জানেন না।

কবি বর্ষার দুর্দ্দিনাভিসারে শ্রীরাধাকে একা পথে যাইতে দিবেন না, তাই গোপনে রাধাকেও জানিতে না দিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন—"গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়" (৩৪৬)। পথ অত্যন্ত অন্ধকার, পাছে রাধা দিশাহারা হন তাই গোবিন্দদাস তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন—

তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাসক সঙ্গে করি লেহ॥ (৩৪৮)

পথে কণ্টক ছড়াইয়া আছে; শ্রীমতীর পায়ে যাতে কাঁটা না ফুটে তাই—

গোবিন্দদাস পন্থ দরশাওব
জাহা নাহি঩ কণ্টক আচোর। (৩৮২)

বর্ষার ঝঞ্ঝাময় রাত্রিতে শ্রীরাধা কুঞ্জে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ আর আসেন না। তখন গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাইয়া ঝগড়া করিয়া বলিলেন—বৃষ্টি পড়িতেছে তাতে কি? 'ঝন ঝন বজর নিসান'—বজ্রের ঝনঝন শব্দেই বা কি? এদিকে যে শ্রীরাধা মদনপীড়ায় অস্থির হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণকে তাড়াতাড়ি অভিসারে যাইতেই হইবে—

ঝটকি চলহ ধনিপাশ।
ঝগড়হি গোবিন্দদাস॥ (১২৭)

শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন তখন গোবিন্দ-দাস সঙ্গে থাকেন—

রসিক রমনি রসে ভাস।
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস। (৭৭)

মিলনের সময় সখীরা দূরে চলিয়া যান—গোবিন্দদাস রাধামাধবকে বাতাস করেন এবং লীলা প্রত্যক্ষ করেন।

নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
বীজন করতহিঁ গোবিন্দদাস॥ (৮০)

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥ (২৯৫)

কখনও কখনও তিনি শয়নকক্ষের বাহিরেও শুইয়া থাকেন, যাহাতে কিশোর-কিশোরীর প্রয়োজন হইলেই যাইয়া সেবা করিতে পারেন।

মন্দির নিকটে আন থলে সুতলি
সহচরি গোবিন্দদাস॥ (৩১৪)

নিকুঞ্জ-দ্বার বাহির নিকটে
গোবিন্দদাস গুণ গায়॥ (৩০৩)

একদিন রাধা মান করিয়া বসিয়া আছেন, কৃষ্ণ নারীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। স্পর্শের সময় শ্রীরাধা বুঝিলেন যে উনি কৃষ্ণই। তখন তাঁহার মুখে হাসি আসিতেছে, অথচ মনের অবস্থায় হাসা উচিত নয় ভাবিয়া তিনি হাস্যবেগ রোধ করিবার জন্য নাসিকা স্পর্শ করিলেন ও নয়ন কুঞ্চিত করিলেন। গোবিন্দদাস ইহা দেখিলেন—

নাসা পরশি হাসি দিঠি কুঞ্চিত
হেরত গোবিন্দদাস॥ (৪৬৩)

চোখে না দেখিলে কি এমন ছবিখানি কেহ আঁকিতে পারে?

মিলনের পর শ্রীরাধা ঘরে ফিরিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রসাধন করিয়া দিতেছেন। তিনি যে শ্রীমতীর

পা দুখানি কোলের উপর লইয়া আলতা পরাইয়া দিলেন তাহা গোবিন্দদাস প্রত্যক্ষ দেখিলেন—

মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক ॥ (১১১)

মিলনের রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া গোবিন্দদাস রাত্রিকে পাপ বলিয়া গালি দিতেছেন—

গোবিন্দদাস ভণ দুহু রসধারণ
পাপ রজনি অবসান ॥ (৩৯২)

তারপর শেষরাতে রাধা যখন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু পথ দেখাইবেন কি, রাধা ও মাধবের পরস্পর ছাড়াছাড়ি হওয়ায় তাঁহার মনে এমন দুঃখ হইয়াছে যে, চোখের জলে তিনি নিজেই পথ দেখিতে পাইতেছেন না—

গোবিন্দদাস চলু কান্দিতে কান্দিতে খোজে
লোরে পথ দেখিতে না পায় ॥ (৫৪)

শ্রীরাধা প্রতীক্ষায় আছেন, শ্রীকৃষ্ণ আর আসেন না। শ্রীরাধার উদ্বেগ প্রশমন করিবার জন্য গোবিন্দদাস তাঁহাকে বলিলেন—আচ্ছা আমি যাইয়া জানিয়া আসি কানু কি তাহার এই নবীন প্রেমও ত্যাগ করিল? প্রেম যদি বেশী দিনের পুরাতন হইত তাহা হইলে না হয় অন্য কথা!

গোবিন্দদাস কহ যাই সতি জানউ
কানু কি তেজল নব নেহ ॥ (৪০৮)

বিপ্রলব্ধা রাধার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছেন, এই কি প্রেমের রীতি?

গোবিন্দদাস ভন ও নন্দ-নন্দন
ইহ কি পিরিতিক রীত ॥ (৪২৬)

অন্য নারী সম্ভোগ করিয়া সকালবেলায় কৃষ্ণ রাধার কাছে আসিয়াছেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিয়া বলিতেছেন, তোমাকে ছোঁয়া যায় না, তোমাকে স্পর্শ করিয়া কাহারও আনন্দ হইতে পারে না—

গোবিন্দদাস কহ পরশ তুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই ॥ (৪৩৯)

দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ছলেবলে রাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে চান। গোবিন্দদাস অমনি আগাইয়া আসিয়া বলিতেছেন—না, না, আমাদের রাইকে তুমি ছুঁইতে পাইবে না। তাহার সাথে অমন ঢং করিও না। তুমি সেই সব নাগরীদের কাছে যাও যাহারা সহজলভ্যা, তোমার সঙ্গে রং ঢং করিতে তাহারা আগাইয়া আসিবে।

গোবিন্দদাস বচন মানহ
না কর এমন ঢঙ্গ।
যোই নাগরী ও রসে আগরি
করহ তাকর সঙ্গ ॥ (৫৩৩)

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরও যখন অসহায় অবস্থা হয় তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসেন। কানু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও রাধার মান ভাঙ্গাইতে পারিলেন না। তখন কবি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—চল, আমার সঙ্গে রাইয়ের কাছে চল, আমি তোমার হইয়া রাইকে সাধিব—

গোবিন্দদাস তোহারি লাগি সাধব
আগে চলহ মঝু সাথ ॥ (৫০২)

কিন্তু রাধা শ্রীকৃষ্ণকে সহজে ক্ষমা করিতে চাহেন না। তিনি মাধবকে শ্লেষ করিয়া বলিলেন যে, তুমি তো বলিতেছ আর এরূপ করিবে না; কিন্তু চন্দ্রাবলী যদি তোমাকে প্রেম দেখাইয়া তোমার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার ঘরে ফের বাঁধিয়া রাখে? গোবিন্দদাস তখন কৃষ্ণের সদ্ব্যবহারের জন্য জামীন হইয়া বলিতেছেন—এই রকম যদি ঘটে তাহা হইলে আমাকে তুমি বরখাস্ত করিয়া চন্দ্রাবলীর দাসী করিয়া দিও।

গোবিন্দদাস কহে তাকর পদ-তলে
দাসি করই মুঝে লেহ ॥ (৫২৭)

গোবিন্দদাস রাধার দাসী হইয়াও কোন কোন সময়ে তাহাকেও একটু ঠাট্টা করিবার লোভ ছাড়িতে পারেন না। সম্ভোগের আনন্দে রাধা দিন কি রাত্রি যখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন কবি বলিতেছেন—যেমন দুষ্টু মেয়ে তুমি তেমনি উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—

গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি। (৪৯৭)

শ্রীরূপ গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুর কেবল মিলনের

সময়েই শ্রীরাধার সেবা করিতেছেন দেখা যায়। তাঁহারা বোধ হয় নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উহাতে মাথুর বিরহের কোন স্থান নাই। গোবিন্দদাসের সেবার ভাব শ্রীরাধার বিরহের সময়ে প্রগাঢ়। রাধা যখন বলিলেন—'আমার সঙ্গে কানুর দেখা হইল, তখন তাহাকে যেন কি রকম মন-মরা দেখিয়াছিলাম; সে সজল নয়নে আমার পানে চাহিয়া ছিল, নিবিড় আলিঙ্গনেও স্তব্ধ হইয়া ছিল। এখন বুঝিতেছি যে, সে মথুরা চলিয়া যাইবে জানিয়াই ঐরূপ করিয়াছিল। কিন্তু সে এমন কপট যে, একথাটা নিজের মনে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, আমাকে বলে নাই,' গোবিন্দদাস তখন কৃষ্ণের হইয়া বলিতেছেন—সে মুখে না বলিলেও ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছিল মথুরা যাইতে তাহার কত কষ্ট হইতেছে। কানু আমাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল—'গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই' (৬১৮)। কানাই মথুরায় চলিয়া যাইবেন শুনিয়া রাধা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন—

হাহা প্রাণ রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর॥ (৬১৯)

শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে রাখিবার জন্য গোবিন্দদাস তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্রজনারীরা তোমার বিরহের অনলে জ্বলিতেছে; তুমি চলিয়া গেলে তাহারা মারা যাইবে এবং তুমিই তাহাদের বধভাগী হইবে। কৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নন্দ মহারাজের সঙ্গে শ্রীদাম, সুদাম যাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহারা কি শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে? তাই ব্যাকুল হইয়া গোবিন্দদাস বলরামকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বলরামের কথা কৃষ্ণ খুব শোনেন, আর না শুনিলে গায়ের জোরেও শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার ক্ষমতা বলরামের আছে।

গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন নহ
আগে চলহি বলরাম॥ (৬২১)

মথুরা হইতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন না। তখন গোবিন্দদাস নিজেই মথুরায় চলিলেন—

জানইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥ (৬২৮)

রাধাবল্লভ আনিতে দুর্ল্লভ
সাজল গোবিন্দদাস॥ (৬৪৪)

যাইবার পূর্ব্বে গোবিন্দদাস রাইকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া যাইতেছেন যে সত্যই তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস এখনও পড়িতেছে কিনা—

জীবন আশে শ্বাস বহ না বহ
পরিখত গোবিন্দদাসে॥ (৬৬২)

খিন তনু তনিক নিশাস
খোজত গোবিন্দদাস। (১২০)

রাধার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে; অল্প একটু নিঃশ্বাস পড়িতেছে কিনা তাহা গোবিন্দদাস খুঁজিয়া দেখিতেছেন। তিনি দেখিলেন অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে—

লহু লহু বহত নিশ্বাস।
লখতহি গোবিন্দদাস॥ (১৪৫)

গোবিন্দদাস মথুরায় যাইয়া রাধার অবস্থা সব মাধবকে জানাইয়া শেষে বলিলেন, তাহার যে অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে এতক্ষণে তাহার কি হইয়াছে কে জানে?—

গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতিখণে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি॥ (৬৫৯)

সময় নিরীখত পরিখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥ (৬৬৫)

গোবিন্দদাস জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হয়তো রাধার অবস্থার এই বর্ণনা অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাই তিনি বলিতেছেন—'যাহা বলিলাম তার একটুও অন্যরকম নহে। তুমি নিজেই আমার সাথে বৃন্দাবনে যাইয়া দেখিবে চল।'

গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ॥ (৬৬৬)

তোমার দর্শন ছাড়া শ্রীরাধাকে আর প্রাণে বাঁচাইবার উপায় নাই, তাই তাঁহাকে এমন অবস্থায় ছাড়িয়া তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি—

তোহারি চরণে এতহুঁ কহিতে
ধাওল গোবিন্দদাস (৬৭১)

না আসিয়া উপায় কি? 'এই আসিতেছে, এই আসিতেছে' করিয়া আর কত মিথ্যা আশ্বাস তাহাকে দেওয়া যায়?

মিছা অশোয়াসে কতহু পরবোধব
নিছনি গোবিন্দদাস॥ (৬৭৬)

গোবিন্দদাস যে সখীর সঙ্গে মথুরায় গিয়াছিলেন তিনি মাধবকে বলিলেন, কোন্ সুন্দরীকে পাইয়া তুমি রাধাকে ভুলিলে? গোবিন্দদাস তখন কৃষ্ণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন—

গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ না জানহ
কুব্জা অব নব রাণী॥ (৬৮০)

কৃষ্ণ সখীদের কাছে বৃন্দাবনের সখাদের, গোপীদের, নন্দ, যশোদা ও বিশেষ করিয়া তাঁহার কিশোরীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গদ্‌গদ হইলেন। তাহা দেখিয়া গোবিন্দদাস মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এহ সব পুছইতে গদ গদ ভাষ।
মুরছি পড়ল তহি গোবিন্দদাস॥

পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া অন্য কোথাও কবি বা ঔপন্যাসিকের সহিত তাঁহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার এরূপ নিবিড় একাত্মতার প্রকাশ দেখা যায় না। মহাজনগণের মধ্যেও গোবিন্দদাসের মঞ্জরীভাবের সানুরাগ সেবা অনন্য-সাধারণ। বৈষ্ণব মহাজনেরা কখনও একথা ভাবেন নাই যে, রাধাকৃষ্ণ তাঁহাদেরই সৃষ্ট চরিত্র; তাঁহারা বরং ভাবনা করিয়াছেন যে, রাধামাধবই তাঁহাদের দিয়া লীলা প্রকাশ করাইতেছেন। যে ঋষিদের হৃদয়ে বেদমন্ত্র স্ফুরিত হইয়াছিল তাঁহারাও বোধ হয় ঐ ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ হইতেছে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করা। তাঁহারা বলেন যে, উপনিষদের উপদিষ্ট নিদিধ্যাসনই স্মরণ। 'তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অভীষ্ট বস্তুর অনুচিন্তনই স্মরণ. সেই স্মরণের সুবিধার জন্য তাঁহারা অষ্টকালীয় লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের বঙ্গবাসী সংস্করণের ৫২ এবং আনন্দাশ্রম সংস্করণের ৮৩ অধ্যায়ে বৃন্দাদেবী নারদকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃতের বর্ণনার মূল বিষয় হুবহু মিলিয়া যায়। পদ্ম-পুরাণের ঐ অংশ যদি প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহা হইলে উহাকেই অষ্টকালীয় লীলাধ্যানের মূল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা বলিয়া কথিত 'স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই বিষয়ে রচনার উৎসস্বরূপ। উহাতে এগারটী মাত্র শ্লোক আছে। প্রথম শ্লোকে বন্দনা, দ্বিতীয়ে লীলাসূত্র ও বাকী নয়টী শ্লোকে নিশান্ত, প্রাত, পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন, প্রদোষ, নিশালীলা বর্ণিত হইয়াছে। 'স্মরণমঙ্গল'-নামক গ্রন্থে এক কবি ঐ লীলাসূত্র অবলম্বন করিয়া স্বাধীন বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ কবি নরোত্তম ঠাকুর কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। দশশ্লোকীভাষ্য-প্রণেতা রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর মতে স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র শ্রীরূপ নিজে লেখেন নাই, তাঁহার ইঙ্গিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপের স্তবমালায় 'স্মরণমঙ্গল' পাওয়া যায় না।

শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ কাবকর্ণপূর 'কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী' নামে ছয় সর্গে বিভক্ত ৭০২টা শ্লোকের এক কাব্য রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ গোবিন্দদাসের অষ্টকালীয় পদাবলী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতের পূর্বে রচিত হয়। উহাতে রাত্রিকালে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মধুপানলীলা এবং কেবলমাত্র রাধা নহে, সকল গোপীদের সঙ্গে সম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে

সর্বা এব প্রতিবিদধিরে পুষ্পবাণং কৃতার্থম্। (৬।৬৯)

গোবিন্দদাসের অষ্টকালীয় লীলার একান্নপদের নির্বাচন কে করিয়াছিলেন জানা যায় না। উহার দ্বাদশ-সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, সকালবেলা গো-দোহন করিতে করিতে রাধাকে দেখিয়া সবকিছু ভুলিয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ধবল-নামক ষণ্ডের পায়ে দড়ি বাঁধিতেছেন। ত্রয়োদশ পদে দুধ দোহান ছাড়িয়া 'রাইক প্রেমজলে ভাসল রে'। তারপর 'দোঁহ তনু মিলল উপজল প্রেম'। চতুর্দ্দশ পদে 'বিপিনহিঁ কেলি করত দুহুঁ মেলি'।

সকালবেলা দুধ দুহাইবার পরই সম্ভোগ ও বিপিনে যাওয়া এবং 'জল মাহা পৈঠি করত জলকেলি'র বর্ণনা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে গো-দোহনের পর শ্রীকৃষ্ণের মল্লক্রীড়া অভ্যাস বর্ণিত হইয়াছে (২।২০)। গোবিন্দলীলামৃতে আছে যে, কৃষ্ণ যখন সকালে গো-দোহন করিতেছিলেন সেই সময়ে শ্রীরাধা জটিলার সঙ্গে নিজের বাড়ীতে কথোপকথন করিতেছিলেন (২।৪২-৫০)। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে যেভাবে অষ্ট-কালীয় নিত্যলীলার পদ সাজাইয়াছেন তাহাতেও সকালবেলা গো-দোহনের পরই সম্ভোগ ও বিপিনে গমনের কোন প্রকার ইঙ্গিত নাই। সেইজন্য আমি 'বিপিনহিঁ কেলি' পদ (৭৯) মধ্যাহ্নলীলায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। যদুনন্দন দাসও মধ্যাহ্নলীলার সূত্ররূপে লিখিয়াছেন—

বংশী-হৃতি ফাগু-খেলা তবে কৈল দোললীলা
তবে মধুপান লীলাগণ।
তবে টহল রতিলীলা তার পাছে অম্বুলীলা
অঙ্গবেশ ভোজন শয়ন ॥
শুকপাঠ পাশাখেলা সূর্য্যপূজা আদি লীলা
আনন্দ-সমুদ্রে নিমগন।

তরু ২৮৫৪

সকালবেলা মা যশোদা শ্রীরাধাকে জটিলার গৃহ হইতে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধন করাইতেছেন—কেননা, শ্রীরাধার হাতের রান্না খাইলে আয়ুবৃদ্ধি হয়। গোবিন্দদাস এই বিষয়ে ছোট দুইটী পদ লিখিয়াছেন (৯৭ ও ৯৮); কিন্তু রায়শেখর উহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন (তরু ২৫৫৬-২৫৬০)। ঐখানে শেখরেরও মঞ্জরীভাবের সেবা দেখা যায়—

রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে
বসিলা রাজার ঝী।
সব সখীগণ যোগায় যোগান
শেখর যোগায় ঘী ॥

তরু ২৫৫৬

শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের পর—

চরণ সেবন করে দাসগণ
শেখর করয়ে বা।

তরু ২৫৫৯

শেখর সেবা করিবার পর পুরস্কার পাইলেন।—

রাইয়ের ইঙ্গিতে যে ছিল থালীতে
ভুঞ্জল শেখর গিয়া।

তরু ২৫৬০

অনেক ভাল জিনিস রান্নার কথা শেখর বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রসাদ পাওয়াটাও খুব ভালই হইয়াছিল। শেখরের হাতে বাৎসল্যরস খুব ভাল ফুটিয়াছে—গোবিন্দ-দাসের চেয়েও ভাল। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাইতেছেন, মা দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া মার পানে চাহিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। এরূপ করিতে থাকিলে আর সারা দিনেও গোঠে যাওয়া হইবে না। তাই শেখর বলিতেছেন—তোমরা কর কি? মাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাও না!

রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
জননী প্রবোধে বারে বারে।
শেখর শুনহ বোল কি লাগিয়া কর রোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে ॥

তরু ২৬৬৫

ইহার পরের পদে দেখি যশোদা ঘরে বসিয়া বিলাপ করিতেছেন—

হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখে বহে বহু ধারা
দুঃখে বুক বিদরিয়া যায়।
ঘরপর যে না জানে সে জনা চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সবে মায় ॥
ও মোর যাদব দুলালিয়া।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥

মায়ের নানারূপ আশঙ্কা দূর করিবার জন্য শেখর বলিতেছেন—

বিষাদ না কর মনে কিছু ভয় নাহি বনে
ইথে সাথী এ শেখর রায়॥
তরু ২৩৬৬

শেখর ব্রজবুলিতেও কয়েকটী পদ লিখিয়াছেন, কিন্তু কাব্য হিসাবে তাহা গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গে তুলনার যোগ্য নহে। একটী মিলনের পদে তিনি লিখিয়াছেন—

নাসা খগপতি শ্বাস হিলোরি।
জলদ উপরে দোলে বিনোদ বিজোরি॥
রতি অতি বিপরিত বিলসয়ে কামিনি।
মন-সিধি সাধই জাগই যামিনি॥
তুহুঁ-মন-মানস পূরণ ভেলি।
হরষি সরোজ-মুখি সমাধল কেলি॥
বিলাসে অলস ভেল তুহুঁজন-গায়।
শ্রম দূর করতহি শেখর রায়॥
তরু ২৭২৭

ইহার সহিত অনুরূপ বিষয়ের গোবিন্দদাসের "কুটিল-কটাখ-বিশিখ ঘন বরিখণে, দুর কর বিবিধ তরঙ্গ" ইত্যাদি (২৯৬) পদ তুলনা করিলে রায়শেখর অপেক্ষা কবিরাজ যে কত বেশী পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা ও কবিপ্রতিভার নিদর্শন দেখাইয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে। উপরে উদ্ধৃত রায়-শেখরের পদে 'শ্রম দূর করতহি শেখর রায়' ভণিতা হইতে তাঁহার মঞ্জরীভাবের অন্তরঙ্গ সেবার পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ রায়শেখরকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু শ্রীনিবাস ও নরোত্তম বৃন্দাবন হইতে মঞ্জরীভাবের সাধনা বাংলাদেশে আনিয়া প্রচার করার পূর্ব্বে ঐরূপ ভণিতা দেওয়া সম্ভব মনে হয় না। রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীনিবাসকে বলিয়াছিলেন—

তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ বহির্মুখগণ।
হইবে সমুখ লৈয়া তোমারি শরণ॥
ভক্তিরত্নাকর, ত্রয়োদশ তরঙ্গ

তিনি খেতুরির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন সুতরাং তাঁহার শিষ্য রায়শেখরের পক্ষে গোবিন্দদাসের সম-সাময়িক হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীরূপ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া গোবিন্দদাস ও রায়শেখর যে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের সময়েও মঞ্জরীভাবে সেবা করিবার ভাবনা করিয়াছেন, তাহার ভিতর বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাসের এক পরম রহস্য লুক্কায়িত আছে মনে করি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনায় "যুগনদ্ধ" রূপের ধ্যান ও নায়িকাসাধন অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। চর্য্যাপদের আচার্য্যগণ ডোম্বিনীর সঙ্গ করিতেন। আর্য্যদেব চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে বলিয়াছেন যে, ধোপা যেমন মল-ব্যবহার করিয়াই বস্ত্রকে নির্ম্মল করে বিজ্ঞ ব্যক্তিও সেইরূপ ভোগরূপ মলদ্বারাই মনকে নির্ম্মল করিবেন। কিন্তু নারীর সঙ্গে অনেক অনেক সাধকেরই পতন ঘটিয়াছে। সেইজন্য নারীসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক নিজেকেই নারীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবিকারূপে চিন্তা করার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী মঞ্জরীভাবের সাধনার দ্বারা কামকে বিদূরিত করিবার উপায় করিয়াছেন। সাধক যদি এই দেহটাকে ভুলিয়া রাধাকৃষ্ণের দাসীর দেহকে আপনার বলিয়া চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হন, তাহা হইলে দেহাভি-নিবেশ দূর হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বসুদেব বলিয়াছেন যে, 'দেহিগণের দেহে অহংবুদ্ধি অজ্ঞানতা হইতে জন্মে। অহংবুদ্ধি হইতেই দেহিগণের পাঞ্চভৌতিক দেহে এই দেহ আমার, এই দেহ অপরের এই ভেদদৃষ্টি হয়। এইরূপ ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন দেহিগণ অজ্ঞানমূলক অহঙ্কারের দ্বারা শোক, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ হইয়া সেই অহঙ্কারের দ্বারাই পরস্পর যে নিজেকে বিনষ্ট করিতেছে তাহা দেখিতে পায় না' (১০।৪।২০-২১)। যদি নিজেকে সখীর অনুগা মঞ্জরীরূপে ভাবনা করা যায় তাহা হইলে আমার দেহটাই আমি এই বুদ্ধি বিদূরিত হয়। ঐ দেহাত্মবুদ্ধিই সকল অনিষ্টের মূল। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসে সম্ভোগ গৌণ—মুখ্য হইতেছে প্রেমভাব। শ্রীরূপ উজ্জ্বল-নীলমণিতে লিখিয়াছেন—বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা সুখং ন তথা সম্প্রয়োগেণ স্যাদেবং রসিকা বিদুঃ॥ রসিকগণ বলেন—বিদগ্ধদিগের পরস্পর লীলাবিলাসে যে সুখ হয় তাহা সম্ভোগে হয় না। শ্রীজীব গোস্বামীও প্রীতি-সন্দর্ভে (৩৭৭) লিখিয়াছেন—বিদগ্ধানাঞ্চ যথা বনিতা-সুরাগাস্বাদনে বাঞ্ছা, ন তথা তৎস্পর্শাদাবপি। রসিকজন

বনিতাদের স্পর্শাদি অপেক্ষা অনুরাগের বর্ণনার আস্বাদনকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কবিকর্ণপূর অলঙ্কার-কৌস্তুভে (৫।১২) দেখাইয়াছেন যে, প্রেম হইতেছে অঙ্গী রস এবং শৃঙ্গার অঙ্গরস মাত্র। প্রেমরসের স্থায়ী ভাব হইতেছে চিত্তদ্রব। দ্রবীভূত চিত্তে কামের স্থান নাই; কামোন্মাদনার অবকাশ নাই। সূত্ররূপে এই কয়টী কথা স্মরণ রাখিয়া গোবিন্দদাসের পদ আস্বাদন করা কর্ত্তব্য।

গোবিন্দদাস সাধনার অঙ্গরূপে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পদের রস আস্বাদনের জন্য মঞ্জরী-ভাবের উপাসনার মূলসূত্র অবগত হওয়া প্রয়োজন। সাধকের গুরু তাঁহাকে বলিয়া দিবেন যে, মঞ্জরীদের মধ্যে তাঁহার কি নাম, কি বয়স, কেমন রূপ। গুরু উপদিষ্ট সেই মঞ্জরীদেহকেই সাধক তাঁহার সিদ্ধদেহ বলিয়া জানিবেন। শ্রীজীব গোস্বামী এই সিদ্ধদেহকে অন্তশ্চিন্তিত তৎসাক্ষাৎ-সেবোপযোগী দেহরূপে নির্দ্দেশ করিয়া নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস কবিরাজকে পত্রদ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন। সিদ্ধদেহের ভাবনা সম্বন্ধে গোপাল গুরুর পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তদ্রূপালঙ্কারভূষিতাম্।
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথাবতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

অর্থাৎ নিজেকে সখীদের সঙ্গিনী, তাঁহাদের আজ্ঞায় রাধা-কৃষ্ণের সেবাপরায়ণা ও তাঁহাদের মতন বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিতা রূপে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে ও তাঁহার পরিজনকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন-রত হইয়া সদা ব্রজে (দেহে কিম্বা মনে) বাস করিবে।

ব্রজমণ্ডলে মঞ্জরীভাবের সাধনা নাম প্রচলিত হইলেও গোস্বামীদের রচনায় ঐ নাম দেখা যায় না। নরোত্তমের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাদিতেও উহার ঐ নাম নাই।

নরোত্তমদাসে কয় এই যেন মোর হয়
ব্রজপুরে অনুরাগ বাস।
সখীগণ গণনাতে আমারে লিখিবে তাতে
তবহিঁ পূরব অভিলাষ॥

তবে তাঁহার 'রাগমালা'-নামক গ্রন্থে আছে "মঞ্জরীগণ সর্ব্বক্ষণ থাকে রাধা সঙ্গে"। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয়॥

শ্রীনিবাস ও নরোত্তম এই ভাবের সাধনা ব্রজমণ্ডল হইতে আনিয়া গৌড়বঙ্গে প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে সামঞ্জস্যের (synthesis) যুগের আবির্ভাব হয়। ঐ ধর্ম্মের আদিযুগে গৌর-পারম্যবাদ ঘোষিত হয়। গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র উপাস্য এই মতবাদ নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি প্রচার করেন। গৌরাঙ্গ যখন কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নহেন তখন তাঁহাকে নাগর-রূপেও উপাসনা করা যায় এই মত তাঁহাদের দ্বারা ঘোষিত হয়।

বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

গৌর নাগর হেন স্তব নাহি বোলে।

চৈ. ভা., ১।১৫।৩০

কিন্তু প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যচন্দ্রামৃতে "গৌর-নাগরবরের" ধ্যানের কথা লিখিয়াছেন (১৩২)। বাসু ঘোষ নাগরভাবের পদ রচনা করিয়া আভোগে লিখিয়াছেন—

বাসু ঘোষ কহে এমন নাগর
দেখি কে ধৈরজ ধরে।
ধন্য সে যুবতী ও রূপ দেখিয়া
কেমনে আছয়ে ঘরে॥

তরু ২১৭১

দেবকীনন্দনের পদে পাই—

দেবকীনন্দনে বলে শুন লো আজুলি।
তুমি কিনা জান গোরা নাগর বনমালী॥

তরু ২০৮৬

লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে ও পদাবলীতে গৌরাঙ্গের নাগর-ভাবের বহু কথা আছে। শ্রীনিবাসের যুগে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাগরভাব লইয়া পদ রচনা করেন। রাধামোহন ঠাকুর ঐ ভাবের কয়েকটী গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদকে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পদ বলিয়াছেন। সেইজন্য আমরা গৌরাঙ্গ নাগরভাবের প্রায় সব পদই ঐ কবিতে আরোপ করিয়াছি। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা প্রচার করেন। তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য উপায়, শ্রীকৃষ্ণ উপেয়। নরোত্তম ঠাকুর উভয় মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া পাশাপাশি কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে খেতুরীর উৎসবে ঐ সব শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা উৎসব নিষ্পন্ন হয়। গৌড়মণ্ডলের সমস্ত প্রধান বৈষ্ণব ঐ উৎসবে যোগ দিয়া শ্রীনিবাস-নরোত্তমের সামঞ্জস্যকে মানিয়া লইলেন। আর এক দিক্ দিয়াও এযুগে সামঞ্জস্য দেখা যায়। রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের ভক্তদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তাঁহারই নিকট শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা শুনিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃত লিখিয়াছেন। এহেন দাস গোস্বামী তাঁহার কোন গ্রন্থে বা স্তবে নিত্যানন্দ প্রভুর নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার পাল্টা জবাব হিসাবে বোধ হয় বৃন্দাবনদাস কোথাও রঘুনাথদাসের নাম করেন নাই। শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগে বোধ হয় জাহ্নবাদেবীর ব্রজে প্রচারের ফলে ব্রজমণ্ডলে ও গৌড়মণ্ডলে নিত্যানন্দ প্রভু সকল বৈষ্ণবের দ্বারা স্বীকৃত হইলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে প্রত্যেক দিনের গীতে গৌরচন্দ্রিকার পর নিত্যানন্দচন্দ্রিকার পদও দিয়াছেন। পরবর্ত্তী সঙ্কলয়িতারা ঐ রীতি অনুসরণ করেন নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নরোত্তমের সাধনায় উত্তরাধিকারী। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্তবামৃতলহরীতে কায়স্থ নরোত্তমকে প্রণাম জানাইয়াছেন—

স্বস্বইগানপ্রথিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীলনরোত্তমায়।

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৬৫৯

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মণ শিষ্যদের মধ্যে দ্বিজ রায় বসন্ত, গোপীরমণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ আচার্য্য, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রূপনারায়ণ পূজারী ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, জয়কৃষ্ণ আচার্য্য, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম নরোত্তম-বিলাসে (১২ বিঃ) লিখিত আছে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য নরহরি সরকার ঠাকুর, রঘুনন্দন ঠাকুর প্রভৃতিরও বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল। সীতাদেবী, জাহ্নবা, হেমলতা প্রভৃতি মহিলারাও পুরুষদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক পটভূমিকা

গোবিন্দদাস যে গোবিন্দের গান গাহিয়াছেন গোধন লইয়া গোষ্ঠে গেলেও তিনি একজন সামন্ত রাজার ছেলে। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবির পটভূমিকায় তাঁহার পদাবলী আস্বাদন করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ সন্ধ্যাবেলায় রাজসভাতে যাইয়া বসেন। সেখানে—

বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পটাম্বর
লম্বিত মুকুতা-দাম।
শোভা বনি অপরূপ।
গোপ গোপাল সভাজন দ্বিজগণ
বৈঠল ব্রজকে ভূপ॥ (১০২)

সেই রাজসভায় মামলা-মোকর্দ্দমার বিচার হইত কিনা জানি না; তবে আনন্দ-উৎসবের হিল্লোল বহিয়া যাইত।

কোই কোই গায়ত কোই বাজায়ত
নাচত ধরতহিঁ তাল।
কোই চামর লই বীজন করতহিঁ
উজর দীপ রসাল॥
কনক সম্পূট পর কর্পূর তাম্বুল
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ॥ (১০২)

বৈদ্যুতিক হাওয়া ও আলো সেখানে ছিল না; কিন্তু বহু দাসদাসী ছিল। তাহারা চামর লইয়া বীজন করিত; আর দীপও উজ্জ্বল ছিল। রায়শেখরের একটী পদে নন্দমহারাজের সভার বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেওয়া হইয়াছে। দরবারে যাইবার সময় কৃষ্ণের বেশভূষা একবার দেখুন। রায়শেখর বলেন—

শিরপরি লাল জরি বান্ধে যুবরাজ।
শ্রুতিমূলে কুণ্ডল মনোহর সাজ॥
নাসিকায় নথিনি মোতি ললকায়।
সূক্ষ্ম সুতল পুন দেওল গায়॥
মণিময় হার শেহ কণ্টক মাঝ।
উরপর রতনক পদক বিরাজ॥
কটিহুঁ কাটারি পটুকা করু বন্ধ।
ভালহিঁ শোভিত চন্দন-চন্দ॥
হলধর ধরু কর চলু দরবার।
আগে পাছে যায় কাছে দাস পরিবার॥

তরু ২৬৯২

শ্রীকৃষ্ণ যদি মাথায় লাল জরির পাগড়ী বাঁধিয়া কোমরে কাটারি বা দা (তরবারির বদলে) লইয়া অনেকগুলি ক্রীতদাস আগে পাছে করিয়া আমাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমরা সম্ভ্রমে তাঁহাকে কুর্নিশ করিব বটে, কিন্তু আমাদের কানাই বলিয়া চিনিতে পারিব না। রায়শেখর-বর্ণিত রাজসভায় গুণী কালোয়াতেরা গান করিতেছেন, সুন্দর বাদ্য বাজিতেছে, নর্ত্তকেরা খঞ্জন-গতিতে নাচিতেছে। তাহার পর—

পেটমোটা ঠেটা ভাট গান বাদ্য রাখি নাট
কায়বার পড়ে তড়াবড়ি।

কায়বার মানে কায়বার্ত্তা বা স্তুতি। তার পর বিদূষকের মজা করিবার পালা।

আসিয়া ভাণ্ডের ঠাট জুড়িয়া বিনোদ নাট
দোঁহে মিলি করে হুড়াহুড়ি॥
ভাটে ভাটে কাঢ়াকাঢ়ি মারামারি পাড়াপাড়ি
কৌতুক দেখয়ে সভাজন॥

এই সভা শুধু কৃষ্ণ-বলরামের মনস্তুষ্টির জন্য। কেননা, রাজপ্রাসাদের ভিতর হইতে যেই খবর আসিল যে রাত্রি হইয়া যাইতেছে, অমনি রাজসভার সমাধান অর্থাৎ সমাপ্তি ঘটিল।

তবে ত দেখিয়া রাতি রক্তক আসিয়া তথি
কহিল রাজার কানে কানে।
মাতা পাঠাইল মোরে নিতে রাম দামোদরে
তুরিতে করহ সমাধানে॥

তরু ২৬৯৬

রায়শেখর ঐ যে রক্তকের নাম করিলেন, তিনি হইতেছেন একজন চেট; তাঁহার পরিচয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় দিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীরূপের ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়। ঐ গ্রন্থখানির সারাংশ নীচে দিতেছি। দেখিবেন রূপ সনাতন হুসেন শাহের মন্ত্রীরূপে সামন্ত রাজাদের পরিবারে যেমনটী দেখিয়াছেন ঠিক তেমন পরিবেশেই শ্রীকৃষ্ণকে ভাবনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপ ঐ গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার বলিতে বুঝাইয়াছেন (১) গোপবল্লভ পর্য্যায়ভুক্ত (ক) বৈশ্য, যাহারা গোরস বা দুগ্ধ দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, (খ) আভীর, যাঁহারা শূদ্রজাতীয় ঘোষ-উপাধিক, গো-মহিষ পালন করেন, ও (গ) গুর্জ্জর—যাহারা আভীর হইতে কিছু নিম্নস্তরের, ছাগাদি পশু চরাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে—তাহারা গোষ্ঠের প্রান্তসীমায় থাকে; (২) বিপ্র; এবং (৩) বহিষ্ঠ অর্থাৎ কারুশিল্পের দ্বারা যাহারা রোজগার করে। ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে যাঁহারা ব্রজে বাস করেন তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের পরিবার। কিন্তু সঙ্কীর্ণ অর্থে উহা আট শ্রেণীর ব্যক্তিকে বুঝায় —পিতামহ প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তি, ভ্রাতা ভগিনী, স্তবনীয় ব্যক্তি, দাস, শিল্পী, দাসী, বয়স্য ও প্রেয়সী। নন্দ মহারাজার দাড়ি বা কূর্চ্চ তিলত ডুলিত অর্থাৎ কাঁচা-পাকা। তাঁহার দুইজন বড় ভাই আছেন, নাম—উপনন্দ ও অভিনন্দ। ছোট ভাই দুইজন—নাম সন্নন্দ ও নন্দন। সন্নন্দের অন্য নাম সুনন্দ, তিনি ফ্যাশনেবল লোক, কেননা শ্রীরূপ তাঁহার লম্বা দাড়ির বর্ণনা করিয়াছেন। সে যুগে যেসব হিন্দু রাজপুরুষদের অনুকরণে বড় দাড়ি রাখিতেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ফ্যাশন-ওয়ালা লোক। কৃষ্ণের মাতামহ যশোদার পিতা সুমুখও লম্বা দাড়ি রাখিতেন। কতখানি লম্বা তাহাও শ্রীরূপ বলিয়াছেন—দীর্ঘ শঙ্খবৎ শ্বেতশ্মশ্রু। এই সুমুখের ছোট ভাই চারুমুখ—তাঁহারই পত্নী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জটিলা।

শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসীদের একটু খবর দেওয়া যাক। প্রথমে তাঁহার বিট হইতেছেন কড়ার, ভারতীবন্ধ, গন্ধভেদ প্রভৃতি। প্রথমোক্ত দুইটী নাম উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে (পৃঃ ৫০) এবং বিটের কি কাজ তাহাও বলা হইয়াছে। বিটেরা বেশ-রচনায় পটু। আর তাহার চেয়েও বড় গুণ এই যে তাঁহারা কামতন্ত্রকলাবেদী অর্থাৎ স্ত্রীবশীকরণের জন্য মন্ত্রৌষধি প্রয়োগ করেন। এরূপ সেবক না থাকিলে কৃষ্ণের পক্ষে গোপীসমাজের একাধিপত্য করা চলে কি করিয়া! তারপর ব্রজের যুবরাজের অনেকগুলি চেট ও চর আছে। চেটেরা চর নহেন, তবে চরের মতন গূঢ়কর্ম্মা। শ্রীকৃষ্ণের চরদের নাম চতুর, চারণ, কীমান ও পেশল। ইহারা নানাবিধ বেশ ধরিয়া গুপ্তভাবে গোপ-গোপীদের মধ্যে বিচরণ করেন। চেটদের কাজ হইতেছে গূঢ়রূপে গোপনীয় কাজ করা—'সন্ধানচতুরশ্চেটো গূঢ়কর্ম্মা প্রগল্‌ভধীঃ' (উজ্জ্বল, পৃঃ ৪৯)। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় ভঙ্গুর, ভৃঙ্গার, সান্ধিক, গান্ধিক, রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, শালিক, তালিক, মালী, মানধর ও মালাধর—এই এতগুলি চেটের নাম পাওয়া যায়। এতগুলি গুপ্তচর না থাকিলে সময়-মতন সব দরকারী খবর জানিয়া অভিসার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাইবে কি করিয়া! ষোড়শ শতাব্দীর সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই খুব বেশী পান খাইতেন। গোবিন্দদাসের রাধা শেষ রাত্রিতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে 'কপূর তাম্বূল বদন ভরি দেয়লি' (৫৬) দেখিয়া আমার খুব আশ্চর্য্য মনে হইয়াছিল। পরে শ্রীরূপের কৃষ্ণগণোদ্দেশে দেখিলাম যে শ্রীকৃষ্ণের তাম্বূল-সেবায় নিযুক্ত লোকদের মধ্যে দশ জনের নাম দিয়া প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সে যুগের সাধারণ লোকের নাম কেমন ধরনের হইত ইহাদের নাম হইতে ধারণা করা যাইবে—পল্লব, মঙ্গল, ফুল্ল, কোমল, কপিল, সুবিলাস, বিলাস, রসাল, রসশালী, জম্বুল। ষোড়শ শতাব্দীতে জল যোগাইবার জন্য বড়লোকেরা অনেকগুলি দাস রাখিতেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য ছিল পয়োদ, বারিদ প্রভৃতি দাসেরা। রাজপুত্র বাড়ীর অন্য লোকেদের সঙ্গে এজমালি ধোপা দিয়া কাপড় কাচান না। তাঁহার খাসরজক বা বস্ত্রসেবক দুইজনের নাম সারঙ্গ ও বকুল। তাঁহার নাপিতও আলাদা। শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছ, সুশীল ও

প্রগুণ নামে তিনজন নাপিত ছিলেন। ষোড়শ শতকে নাপিতের কাজ শুধু চুলদাড়ি কামানো ছিল না। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, তিনজন নাপিত শ্রীকৃষ্ণের কেশসংস্কার, দেহমর্দ্দন, দর্পণদান, কেশসজ্জা প্রভৃতি কার্য্য করেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় সব সময় দেখিবেন যে, তাঁহার চাঁচর চুল বা কুঞ্চিত কেশ। এটা সম্ভব হয় কি করিয়া তাহা ঐ তিনজন নাপিতের অন্যতম কর্ত্তব্য কেশসজ্জা হইতে অনুমান করা যায়।

সেকালে বড়লোকদের খাওয়া বা অন্য কাজে বসিবার জন্য পিঁড়ি বহিয়া লইয়া যাইবার খাস চাকর থাকিত। শ্রীকৃষ্ণের ঐ কাজের চাকর দুইটীর নাম বিমল ও কমল। যুবরাজের মহলে গৃহমার্জ্জন, গৃহসংস্কার, গৃহলেপন, দুগ্ধাদি আনয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য কয়েকটী পরিচারিকা ছিলেন। তাঁহাদের নাম– ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, গুণমালা, রতিপ্রভা, তরুণী, ইন্দুপ্রভা, শোভা, রম্ভা প্রভৃতি।

গৃহলেপন কথাটী বিশেষ মূল্যবান্। ইট বা পাথর দিয়া যে সব বাড়ী তৈয়ারী করা হইত তাহাতে লেপন করিবার দরকার হইত না। অধ্যাপক তপনকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার Bengal under Akbar and Jahangir গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'The stone mansions described in Bengali literature do not seem to have existed in our period except in relics of earlier architecture or oftener still only in imagination' (পৃঃ ১৯১)। তিনি কবিকঙ্কণের চণ্ডীর কালকেতুর পাথরের প্রাসাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কবি ভুল করিয়া সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—পাথরের প্রাসাদের উপর

"চারি হালা খড়ে বিশাই ছায় চারি পাট" (পৃঃ ৬৪)

অর্থাৎ কবি খড়ের ঘরের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, কাজেই পাথরের রাজবাড়ীরও খড়ের ছাদ। শ্রীরূপ অবশ্য গৌড় নগরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ যে সোনা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাহার দৈর্ঘ্য ১৭০ ফিট, প্রস্থ ৭৬ ফিট এবং সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তাহার দেওয়াল ৮ ফিট বা দেড় মানুষ চওড়া (Imperial Gazetteer II, পৃঃ ১৯২)। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে সিবাষ্টিয়ান ম্যানরিক গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইয়া শুনিতে পান যে, একটি ফাঁপা দেওয়ালের মধ্যে তিনটী তামার পাত্রে তিন কোটী টাকা মূল্যের জহরত পাওয়া গিয়াছিল (Memoirs of Gour and Pandua, পৃঃ ৪৩)। মুকুন্দরামের সমসময়ে মানসিংহ রোহটাসে পাথরের বিরাট্ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং তপনবাবু যে বলিয়াছেন আকবরের যুগে পাথরের বাড়ী বাংলাদেশে তৈয়ারী হইত না তাহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, শ্রীরূপবর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মহলে কোন কোন ঘর হয়ত কাঁচা ছিল ; তাই সেগুলি লেপন করার প্রয়োজন হইত।

শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য যাহারা সুগন্ধ দ্রব্য জোগাইত তাহাদের নাম করিয়াছেন—সুমনা, কুসুমোল্লাস, পুষ্পহাস, হর, সুবন্ধ, কর্পূর, সুগন্ধ ও কুসুম। এই আটজন লোক দিনরাত পরিশ্রম করিত নানারকম ফুলের নির্য্যাস হইতে সুগন্ধি তৈল, আরক প্রভৃতি তৈয়ারীর কার্য্যে। বড়-লোকদের বাড়ী এই শ্রেণীর লোকেরা নিযুক্ত হইত। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকেরা বাজারের গন্ধবণিকের নিকট হইতেও সুগন্ধি দ্রব্য খরিদ করিতেন। নিমাই পণ্ডিত বাজারে বেড়াইবার সময় গন্ধবণিকের ঘরে যাইয়া

> প্রভু বোলে আরে ভাই ! ভাল গন্ধ আন।
> দিব্যগন্ধ বণিক্ আনিল ততক্ষণ ॥

'দিব্যগন্ধ' কিরূপ তাহাও গন্ধবণিক্ বলিতেছেন—

> আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর।
> কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥
> ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে।
> তবে কড়ি দিহ মোরে যেই চিত্তে পড়ে ॥

চৈ. ভা, ১।৮।১২৪-৫

সুগন্ধি হিসাবে মৃগমদকস্তুরীর ব্যবহার হইত। গোবিন্দদাস বহু স্থলে মৃগমদের দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষস্থল ও চিবুক চিত্রিত করিবার কথা লিখিয়াছেন—

> উরপর লেখই মৃগমদ চিত্রক পাঁতে (৫৬)

চিবুকহি মৃগমদ-বিন্দ (৫৬)

উরপর লেখই মৃগমদ চিত্র নিশান (৮৫)।

শ্রীরূপ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের খাস দর্জ্জি বা বেশকারী ছিল। তাহাদের নাম—প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৈরিন্ধ্র, মধু, কন্দল ও মকরন্দ। তাঁহার কাপড়-চোপড় ধুইবার জন্য সুমুখ, দুর্ল্লভ, রঞ্জন প্রভৃতি নিযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের দুইজন খাস হড্ডিপ বা মেথরও ছিল—তাহাদের নাম দুইটী খুব ভাল—পুণ্যপুঞ্জ এবং ভাগ্যরাশি। তাঁহার স্বর্ণকারও আলাদা। বোধ হয় গোপীদিগকে প্রায়ই উপহার দিতে হইত বলিয়া তাহাদের হাতে সব সময়ই কাজ থাকিত। স্বর্ণকারদের নাম রঙ্গন ও টঙ্কন। তাঁহার কুম্ভকারদের নাম পবন ও কর্ম্মঠ। বর্দ্ধকী ও বর্দ্ধমান তাঁহার খট্বা, শকট ও আসবাব-পত্র তৈয়ারী করিতেন—নিশ্চয়ই তাঁহারা সূত্রধর বা ছুতার। কুণ্ড, কাণ্ঠোল, করণ্ড, কটুল প্রভৃতি ভৃত্যগণের দ্বারা কারু-শিল্পের কাজ, যথা—দড়ি তৈয়ারী, মন্থনদণ্ড, কুড়ুল, পেটি, শিকা প্রভৃতি তৈয়ারী করান হইত।

সামন্ত-সমাজের বড়লোকেরা চারু-শিল্পেরও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের নিজের নিজের গায়ক, নর্ত্তক, চিত্র-অঙ্কনকারী প্রভৃতি থাকিত। শ্রীকৃষ্ণের কলকণ্ঠ, সুকণ্ঠ, সুধাকণ্ঠ, ভারত, সারদ, বিদ্যাবিলাস, রসদ প্রভৃতি সেবকেরা সঙ্গীতের তান ধরিয়া থাকিতেন। সুধাকর, সুধানন্দ, সানন্দ প্রভৃতি সেবকেরা চতুঃষষ্টি কলাতেই কুশল, তবে বিশেষ করিয়া ইহারা মৃদঙ্গবাদনে পারদর্শী। চন্দ্রহাস, ইন্দুহাস, চন্দ্রমুখ প্রভৃতি নর্ত্তনকার্য্যে নিযুক্ত। এতগুলি কলাকার কখন কখন নাটক অভিনয় করিতেন কিনা তাহা শ্রীরূপ লেখেন নাই। তবে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় প্রচলিত না থাকিলে তিনি দানকেলিকৌমুদী, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব লিখিতেন না। রঘুনাথদাস গোস্বামী 'দানকেলি-চিন্তামণি', কবিকর্ণপুর 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক' ও গোবিন্দদাস কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধব নাটক' রচনা করিয়াছিলেন। ঐসব নাটক নিশ্চয়ই অভিনীত হইত। নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য্য, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তকে লইয়া তাঁহার মেসোমশাই চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে 'রুক্মিণীহরণ' অভিনয় করিয়াছিলেন। (চৈ. ভা. ২।১৮)

ষোড়শ শতাব্দীর সামন্তশ্রেণীর অভিজাতবর্গ এত যে সেবক-পরিচারক প্রভৃতি রাখিতেন, তাহাদের বেতন দিতেন কি করিয়া? নগদ মাসিক বেতন দেওয়ার রেওয়াজ যে একেবারে ছিল না তাহা নহে। শ্রীমন্ত তাঁহার শিক্ষক জনার্দ্দন পণ্ডিতকে মাসিক বেতন দিতেন। তাই তিনি বলিতেছেন—

ছয়মাস আছি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে॥

চৈ ভা., ৩।৪

কিন্তু অধিকাংশ সেবকের জন্য জমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহারা সেই জমি চাষ করিয়া বা ভাগে চাষ করাইয়া যাহা পাইত তাহা দিয়া তাহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন যে—

রাজা বলে কোটালিয়া খাও বৃত্তিভূমি।
দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি॥

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের ছোটবেলাতেও দেখিয়াছি যে, আমাদের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতির সেবা পাইতে পয়সা লাগিত না; কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদিগকে জমি দিয়া গিয়াছিলেন

শ্রীকৃষ্ণ যে একজন করদ রাজার ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন একথা শ্রীরূপের সৃষ্টি নহে। শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহা আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর দিন নন্দ অলঙ্কারে পরিশোভিত নিযুতসংখ্যক গাভী ও রত্নসমূহ ও স্বর্ণজালে রঞ্জিত বস্ত্রসমূহের দ্বারা আবৃত সাতটী তিলপর্ব্বত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন (১০।৫।৩)। ব্রজধামের গাভী, বৃষ ও বৎসসকল হরিদ্রা ও তেলে উপলিপ্ত এবং বস্ত্র ও স্বর্ণময় মাল্যের দ্বারা পরিশোভিত হইল। ব্রজবাসী গোপেরা মহামূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক (জামা) ও উষ্ণীষের (পাগড়ী) দ্বারা বিভূষিত হইয়া নানাপ্রকার উপহার হাতে লইয়া নন্দের ভবনে আসিলেন (১০।৫।৭-৮)। তারপর একদিন নন্দ গোপগণকে গোকুল রক্ষা করিতে নির্দ্দেশ দিয়া কংসকে "বার্ষিক্যং করং দাতুং"—বার্ষিক দেয় কর

দিবার জন্য—মথুরায় গমন করিলেন (১০।৫।১৯)। এই বর্ণনা পড়িয়া আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, নন্দ একজন ছোটখাটো করদ রাজা ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ আর একটী বিষয়ে সামন্ততান্ত্রিক শাসকদের আচার-ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় আরোপ করিয়াছেন। এটী হইতেছে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া একত্রে পানোন্মত্ত হওয়া। দেশের জনসাধারণ, এমন-কি মধ্যবিত্ত লোকেরাও, মদ্যপান করা দোষাবহ মনে করিত না। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখি দুষ্ট পাষণ্ড লোকেরা নিমাই পণ্ডিতকে অপবাদ দেওয়ার জন্য বলিতেছে—

কেহো বলে,
আরে ভাই ! মদিরা আনিয়া
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥

চৈ. ভা. ২।৮

প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রায়কে হত্যা করার দিন মদ্যের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল (H. B. II, পৃঃ ২২১) ; জগাই মাধাইয়ের 'মদ্যপান বিনে আর নাহি যায় কাল' (চৈ. ভা., ২।৩)। তান্ত্রিকেরা মদ্যপান করিতেন (ঐ, ২।১৯)। বাংলার মুসলমান আমীর ও ওমরাহেরা প্রচুর মদ্যপান করিতেন (Schonten Voiages an Indes Orientales, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭০ প্রভৃতি)। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ খুব বেশী মদ্যপান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (H. B., পৃঃ ২১৩)।

শিবানন্দ সেন প্রতিবৎসর বহু গৌড়ীয় যাত্রীকে রাস্তা-খরচ দিয়া পুরীতে লইয়া যাইতেন। তাঁহার পুত্র কবি-কর্ণপূরের বড়লোকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কবিকর্ণপূর তাঁহার তিনখানি গ্রন্থে—আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ (২০।১৬৫), অলঙ্কারকৌস্তুভ ও কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদীতে—শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণ-সহ মধুপানলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কারকৌস্তুভের একটী শ্লোকের (৫।১৫) অনুবাদ দিতেছি—রাধামাধবের মধুমদজনিত ক্রীড়া কি পরম উৎকর্ষই না পাইল ! তখন উভয়ে উভয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অপ্রয়োজনীয় কথাও কানে কানে বলিবার সময় গালে একসঙ্গে একশটা চুম্বন করিতে লাগিলেন। একের স্কন্ধে অপরের ভুজদ্বয় নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উভয়ের মুখে উভয়ে মাধ্বীক প্রদানপূর্বক পানকার্য্য আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে তিনি বিস্তৃতভাবে পানলীলা বর্ণনা করিয়াছেন (৬।৩৮-৭০)। উহাতে আছে যে, বৃন্দাদেবী বৈদূর্য্যমণিখচিত এক বেদীতে জ্যোৎস্নার মতন শুভ্র এক চীনবস্ত্র বিছাইয়া তাহার উপর স্ফটিকময় পানপাত্রগুলি ও মধুকুম্ভ রাখিলেন। মধুর সঙ্গে উপদংশ অর্থাৎ চাটও আনা হইল (৬।৩৯)। কর্ণপূরের কাব্যে দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণ নিজের মধুর চষকটি ধরিয়া শ্রীরাধার মুখের কাছে লইয়া বলিলেন, "তুমি পান করিয়া আমাকে দাও" (৬।৫০)। গোপীরা মধু পান করিবার পর তাঁহাদের অস্থানে লজ্জা, অবিষয়ে রোদন, হেতুশূন্য বিবাদ, নিষ্কারণ ভয়, অহেতুক বিষাদ, সঙ্গতিশূন্য বাক্যপ্রয়োগ, উদ্দেশ-শূন্য দর্শন ইত্যাদি উপস্থিত হইল (৬।৫৭)। বাক্য-সমূহের বর্ণচ্যুতি, বাক্‌রোধ, চিত্তের অস্থিরতা, অলস চক্ষু-সমূহের সময় সময় প্রসারণ, অঙ্গের কম্পন, বুদ্ধিভ্রম, পুনঃ পুনঃ হাস্য, ক্রোধ, সন্তোষ, জড়তা, মৌন ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহও তখন প্রকাশ পাইতেছিল (৬।৫৮)।

গোবিন্দলীলামৃতেও মধুপানের বিশদ বর্ণনা আছে। তবে কবিকর্ণপূর ঐ লীলা রাত্রিকালের বলিয়া লিখিয়াছেন, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতে মধ্যাহ্নে মধুপানের ফলে গোপীদের বাক্যে গদ্‌গদতা, গমনে স্খলিততা, কেশ ও বসনে স্রস্ততা, নেত্রকোণে অরুণতা, বদনে সুগন্ধিতা, নয়নে উদ্‌ঘূর্ণতা, পরিহাসবচনে প্রস্ফুটতা, দৃষ্টিনিক্ষেপে ভ্রমিততা দেখা দিল (১৪।১০১)। একজন নবীনা কিশোরী মধুপান করিয়া বলিতে লাগিলেন—

ললল ললিতে পপপ পশ্য রাধাচ্যুতৌ
সসস সহ বো মমম মণ্ডলৈর্ভ্রাম্যতঃ।
বিবিবি বিপিনং মমম মহীচতাভ্যাং সমং
গগগ গগনং ললল লম্বতে হা কথম্ ॥

(১৪।১০৪)

ইহার অবিকল অনুবাদ পদকল্পতরুর ২৬৭১ পদে করা হইয়াছে—

নবীন কিশোরী সখী নব মধু-পানে।
মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলপে তখনে
ললল ললিতে পপ পঙ্ক রাধাচ্যুতে।
সসস স সকল মণ্ডল সামাইতে ॥
বিবিবি-বিপিন মম-মহির সহিতে।
গগগ গগন কেনে ললল-লম্বিতে ॥

পদটীতে ভণিতা নাই; তবে মনে হয় যদুনন্দন দাসের অনুবাদ—কেননা তিনি গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণির (১১।৮৮) একটী শ্লোকেও দেখা যায় যে, রাধা মুরলী বলিতে বলিতে রলী রলী, হৃন্মথন বলিতে থন থন, ললিতার লিতা লিতা ও ভজতের জতে জতে শব্দ অত্যন্ত প্রয়াসের সঙ্গে উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু এরূপ যে মধুপানের ফলে হইয়াছে এমন কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই। গোবিন্দদাসের (৭৮) পদে মধুপানের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে—

সহজেই প্রেম মধুর মধুরাধিক
তাহে পুন মধুপান বাদ।
ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ
ঘু-ঘুমে ব-বধ না পারি। ইত্যাদি

কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মধুপানের কথা না মিলাইলে এই পদের ব্যঞ্জনা বুঝা যায় না।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে সুবৃহৎ পরিবারভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নন্দ তাঁহার চার ভাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য-কন্যাদের নাম—রেমা, রোমা ও সুবেমা। শ্রীরাধার পিতা বৃষভানুর তিনটী ভাই—রত্নভানু, সুভানু ও ভানু। শ্রীরাধার বড় ভাই হইতেছেন শ্রীদাম, ছোটবোন অনঙ্গমঞ্জরী। রাধার শ্বশুরের নাম বৃক, পতির নাম অভিমন্যু, দেবরের নাম দুর্মদ। ননদের নাম কুটিলা 'সদা ছিদ্রবিধায়িনী'। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরাধারও দাসী আলাদা। তাঁহাদের নাম রত্নলেখা, কলাকেলী ও মঞ্জুলা (১৮১)। দুইটী নাপিতের মেয়ে—সুগন্ধা ও নলিনী, দুইটী রজককন্যা—মঞ্জিষ্ঠা ও রঙ্গরাগা, দুইটী দৈবজ্ঞা—মান্ত্রিকী ও তান্ত্রিকী, দুইটী হড্ডিপকন্যা বা মেথরাণী—ভাগ্যবতী ও মঙ্গপুণ্যা শ্রীরাধার সেবা করেন। সেকালে প্রত্যেক বড়লোকের বাড়ী দুই-একজন করিয়া জ্যোতিষী বা দৈবজ্ঞ থাকিতেন। 'মানসোল্লাসে' রাজার দৈবজ্ঞ প্রতিপালন করার কথা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের কোন কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাদের যেমন নিগ্রো দাসদাসী থাকিত, তেমনি শ্রীরাধার তিনটী পুলিন্দ নামক অসভ্য পার্ব্বত্যজাতির সেবিকা ছিলেন। তাঁহাদের নাম ভৃঙ্গী, মল্লী ও মতল্লী। গোবিন্দলীলামৃতে (১০।৯২) মল্লী ও ভৃঙ্গীর উল্লেখ আছে। ইঁহারা ছাড়া তুঙ্গী, পিশাঙ্গী, কনকন্দলা নামে কিঙ্করী সবসময়ে রাধার কাছে থাকিতেন। রাধারও চেটী ও বিটা ছিলেন। চৈত্রিণী নামে চিত্রকারিণী রাধার জন্য ছবি আঁকিতেন। রসোল্লাসা, গুণতুঙ্গা ও সুবঙ্কুরা বিশাখার রচিত গীতসকল গান করিয়া রাধাকৃষ্ণের মনোরঞ্জন করিতেন।

এইবার শ্রীরূপের বর্ণনা অনুসারে শ্রীরাধার সখীদের কথা লিখিতেছি। গোবিন্দদাস শ্রীরাধার মানলীলায় ললিতা (৪৮৬), বিশাখা (৪৮৭), চিত্রা (৪৮৮), চম্পকলতা (৪৮৯), রঙ্গদেবী (৪৯০), সুদেবী (৪৯১), তুঙ্গবিদ্যা (৪৯২) ও ইন্দুরেখার (৪৯৩) মান ভাঙ্গাইবার প্রয়াস বর্ণনা করিয়া পদ লিখিয়াছেন। শ্রীরূপ ইঁহাদের প্রত্যেকের রূপ, গুণ ও বয়সের বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বিবাহিতা। ললিতা প্রভৃতির পতির নাম ভৈরব, বাহ্নিক, পীঠর, চন্দ্রাক্ষ, বক্রেক্ষণ, বালিশ ও দুর্ব্বল। বালিশ (মূর্খ), দুর্ব্বল প্রভৃতি নামগুলি উপভোগ্য।

সখীদের মধ্যে ললিতাই শ্রেষ্ঠা। তিনি রাধার চেয়ে সাতাশ দিনের বড়। ইনি প্রেমযুদ্ধের সন্ধিবিগ্রহে, ইন্দ্রজালাদি প্রদর্শনে ও প্রহেলিকা-কাব্য রচনায় তৎপরা। সেকালে প্রহেলিকা কাব্য সৃষ্টি করা ও তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা রাজসভার লোকদের একটী প্রিয় আমোদ ছিল। বিদ্যাপতির অনেক প্রহেলিকার অর্থ আমরা করিতে পারি নাই। চম্পকলতার চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রীরূপ বলিয়াছেন (১৭০-১৭২) যে, তিনি বাক্যযুক্তিতে দক্ষা, নানারকমের

মৃত্তিকার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে সিদ্ধহস্তা এবং বিচিত্র আকারের উৎপল প্রস্তুতে পটু। সন্ধ্যাবতী নামে এক সখী রসশাস্ত্রে, নাটক ও আখ্যায়িকা-কথনে নিপুণা ও গান্ধর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষয়িত্রীর পদে আরূঢ়া। বিশেষ করিয়া তিনি সঙ্গীতে ও বীণাবাদনে পণ্ডিতা (১৮২-৮৩)। তুঙ্গবিদ্যাকে শ্রীরূপ অষ্টাদশ বিদ্যায় অর্থাৎ চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পারগামিনী বলিয়াছেন (১৮১)।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সাপের অত্যাচার খুব বেশী ছিল। গোবিন্দদাস বহু পদে (৩০১, ৩০২, ৩৩০, ৩৩১, ৩৬৭, ৩৯৯) সর্পদংশনের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন যে, শ্রীরাধার সখীদের মধ্যে একজন সাপের ওঝা ছিলেন। তাঁহার নাম ইন্দুলেখা; তিনি সামুদ্রিক শাস্ত্রেও পণ্ডিত, এবং সৌভাগ্যযন্ত্রের লিখনকৌশলে নিপুণা। তিনি রত্নসমূহের পরীক্ষাতেও সুদক্ষা ছিলেন (১৮৭)। শ্রীরূপ খুব সম্ভব অভিজাত গৃহে এরূপ গুণসম্পন্না মহিলা দেখিয়াছিলেন। রাজারাজড়ার দরবারে প্রায়ই অনেক দামী দামী রত্ন কেনা হইত। মহিলাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেহ কেহ রত্ন চিনিতেন। রত্নপরীক্ষা সম্বন্ধে সংস্কৃতে গ্রন্থের অসদ্ভাব নাই। শ্রীরূপের রঙ্গদেবী বাদ্যযন্ত্রে স্বরসংযোগে সমর্থা ছিলেন। সুদেবী (১৯৯-২০০) কেশসংস্কার, নেত্রে অঞ্জনদান, অঙ্গসম্বাহনাদি, শারিকাদের কথা বলিতে শেখানো, নৌকাখেলা, কুক্কুটখেলা, শাকুনশাস্ত্র, পশুপক্ষী প্রভৃতির শব্দজ্ঞান প্রভৃতিতে কৌশল অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীরা ফুল দিয়া নানারূপ অলঙ্কার, শয্যা, চন্দ্রাতপ প্রভৃতি তৈয়ারী করায় খুব নিপুণ ছিলেন বলিয়া শ্রীরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ঐ সব অলঙ্কারের নাম ও কি করিয়া উহা বানাইতে হয় তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। গোবিন্দদাসের অনেক পদে ফুলের গহনার উল্লেখ আছে। শ্রীরূপের বর্ণনা হইতে ইহার বিবরণ দিতেছি—

১। কিরীট—স্বর্ণ কেতকী পুষ্পের কোরক এবং পত্র ও পাঁচ রংয়ের ফুল দিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। ইহাতে সাতটী ছিদ্র ও পাঁচটী চূড়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এই কিরীট মাথায় পরিতে ভালবাসিতেন। শ্রীরাধা ও ললিতা ইহার রচনায় পটু।

২। বালপাশ্যা—ইহা সীঁথিতে পরিতে হয়। বিচিত্র কোরকাদি দ্বারা ইহা গ্রথিত হয়।

৩। কানের ফুলের অলঙ্কার পাঁচটী—

(ক) তাড়ঙ্ক—ময়ূরপিঞ্ছ, মকরমুখ, পদ্ম এবং অর্দ্ধচন্দ্রের মতন আকার-বিশিষ্ট ভূষণকে তাড়ঙ্ক বলে।

(খ) কুণ্ডল—ফুল দিয়া কুণ্ডলের আকারে তৈয়ারী।

(গ) পুষ্পী—ইহার মধ্যে বহু গুঞ্জা থাকে। ইহা কতিপয় স্তবক দ্বারা রচিত হয়।

(ঘ) কর্ণিকা—অমরকোষ অনুসারে গোলাকার তালপত্র দিয়া কর্ণিকা তৈয়ারী হয়। কিন্তু শ্রীরূপ বলেন, পদ্মের কর্ণিকার আকারে পীতবর্ণ পুষ্পদ্বারা ইহা গঠিত হয় এবং ইহার মধ্যে একটী দাড়িমের ফুল থাকে—যেন পদ্মে ভৃঙ্গী বসিয়াছে।

(ঙ) কর্ণবেষ্টন—যে কুণ্ডল কর্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকে অথচ গোল আকারের।

৪। ললাটিকা—অমরকোষের মতে 'পত্রপাশ্যা ললাটিকা'। সামান্য বিস্তৃত বলিয়া পত্রের ন্যায় যাহাকে গ্রথিত করা যায় তাহাকে পত্রপাশ্যা বলে। ললাটিকা দুই রংয়ের ফুল দিয়া তৈয়ারী হয়। ইহার দুইটী পাশ, মধ্যে রক্তবর্ণ; অলকাবলীর মূলদেশে পরিধান করিতে হয়।

৫। গ্রৈবেয়ক—কণ্ঠভূষণ সমষ্টিতে গোলাকার অথচ মধ্যে পুষ্পরচিত চতুষ্কোণ কোর্চ্চিকা (লতাপত্রাদি-শোভিত ক্ষুদ্র গুণিপাত) থাকিবে।

৬। অঙ্গদ বা তাড়—লতার তন্তু দিয়া গ্রথিত পুষ্প দ্বারা ইহার মধ্যভাগ রচিত। তিন বর্ণের ফুল ইহার উপরে উপরে বিন্যস্ত থাকে।

৭। কাঞ্চী—পাঁচ রংয়ের ফুল দিয়া রচিত কটিদেশের ভূষণ। ইহাতে ছোট ছোট ঝালর থাকে। অমরকোষের এক টীকায় ৬১ প্রকারের কাঞ্চী ও ৬৭ প্রকারের মেখলার উল্লেখ আছে।

৮। কটক—পায়ের মল। ফুলের কুঁড়ি ও বোঁটা-গুলিকে পাতার সূত্রে একটী একটী করিয়া গাঁথিয়া কটক রচিত হয়। ইহাতে নানা রকমের ফুল থাকে।

৯। মণিবন্ধনী—হাতের অলঙ্কার। চার রকমের ফুল দিয়া রচিত গুচ্ছ ; ইহার তিনটী ধার লম্বমান থাকে।

১০। হংসক—পায়ের একরকম মল। ইহা চরণকে ঢাকিয়া থাকে, আকার গোল শিংয়ের মতন। আশেপাশে পুষ্পরচনা।

১১। কঞ্চুলি বা কাঁচুলি—ছয় রংয়ের ফুল বিন্যাস করিতে হয়। ইহাতে কস্তূরীর গন্ধ থাকে। কণ্ঠদেশে ইহার গুচ্ছ ঝুলানো থাকে।

১২। ছত্র—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শলাকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুল গাঁথিতে হয় এবং স্বর্ণযুথিকার দ্বারা বিচিত্র দণ্ড নির্ম্মাণ করিতে হয়।

১৩। শয়ন—চম্পক, অশোক ও প্রচুর মল্লিকা ফুল দিয়া গেঁড়ুয়া তৈয়ারী করিতে হয়। নবমল্লিকার ফুল দিয়া লম্বা লম্বা বালিশ তৈয়ারী করিয়া শয্যা সাজাইতে হয়।

১৪। উল্লোচ—(একপ্রকার চন্দ্রাতপ) বিচিত্র পুষ্পবিন্যাসে খণ্ড খণ্ড কেতকীর (কেয়াফুল) পাতা দিয়া তৈয়ারী।

১৫। চন্দ্রাতপ—ইহার পাশে মুক্তাতুল্য সিন্ধুবার পুষ্পসকল দীপ্তি পায় এবং মধ্যভাগে নূতন ফোটা পদ্ম লম্বমান থাকে।

১৬। বেশ্ম—পুষ্পরচিত চতুঃখণ্ডী স্থানকে বেশ্ম বলে। নলখাগড়ার দণ্ড দিয়া ইহার স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। ঐ স্তম্ভগুলির সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র পুষ্পদ্বারা আবৃত থাকে।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে (৪।৯-১০) শ্রীরাধার বেশভূষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে দেখি শ্রীরাধার চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলায় স্বর্ণপদক, কর্ণোর্দ্ধে দুইটী স্বর্ণশলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, গলদেশে নক্ষত্রতুল্য হার, ভুজে অঙ্গদ, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক, চরণে রত্নময় নূপুর ও পদাঙ্গুলি সকলে উত্তুঙ্গ অঙ্গুরীয়ক।

তাঁহার পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবি, মস্তকে বেণীবন্ধ, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দন, চিকুর-মধ্যে স্তরে স্তরে পুষ্পবিন্যাস, গলদেশে স্রক্ হস্তে কমল, মুখে তাম্বূল, চিবুকে কস্তূরীবিন্দু, নয়নযুগলে কজ্জল ; গণ্ডস্থলে মকরীপত্রভঙ্গাদি, চরণে অলক্তক-রাগ ও ললাটে তিলক।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতে রত্ন-স্বর্ণ-রজত-অলঙ্কারের কথা আছে (২।৯)। মুকুন্দরাম গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন, বোধ হয় বেশী গহনার নাম জানিতেন না। তাই ধনপতির মতন ধনী সদাগরও "পাচ পল দিল সোনা গড়িবারে চুড়ি" (পৃঃ ১২১)। কবিকর্ণপূর বড়লোকের ছেলে ; তাই তাঁহার কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে (২।৬৮-৭৯) অনেক গহনার উল্লেখ আছে। তাঁহার রাধাকে সখীরা মাথায় ফুলের গভক ও একটি মণিরাজ, অলকসীমায় মণিমুক্তাখচিত জ্যোতির্ম্ময়ী পত্রপাশ্যা, কর্ণে মণীন্দ্রময় কুণ্ডল ও চক্রিকা-বকুলিকা নামক চক্রশলাকা, নাসিকায় মুক্তা, গলদেশে মুক্তামালা, প্রগণ্ডদেশে মণি-খচিত অঙ্গদ, প্রকোষ্ঠদেশে মণিকঙ্কণ, দক্ষিণ অনামিকায় ও বাঁ হাতের চারিটী আঙ্গুলে চারিটী রত্নাঙ্গুরীয়ক, বক্ষস্থলে সোনার হার ও দোলকমণি, উদর-সমীপে তুন্দবন্ধ (কোমর-পাটা) ও তাঁহার নীচে মণিরাজি-বিরাজিত কাঞ্চীদাম (চন্দ্রহার), পদাঙ্গুলীতে রত্নময় আংটি ও গুলফ-দ্বয়ে সুন্দর হংসক-যুগল এবং পাদপদ্মের উপরিভাগে রত্নজড়িত মঞ্জীরযুগল পরাইলেন। গোবিন্দদাস মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক। তাঁহার রাধা অত গহনা পরেন না। তাঁহার সীঁথায় একটি উজ্জ্বল মতি ; হাতে মণিবলয়, আর

শ্রবণহি টাটক মণিময় হাটক
কণ্ঠে বিরাজিত হার। (৬৩)

পায়ে অবশ্য নূপুরও আছে। এই অলঙ্কার বেশ শোভন মনে হয়। কবিকর্ণপূরের অলঙ্কারের চাপে শ্রীরাধা যেন নিপীড়িত হইতেছেন।

শ্রীরূপের বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রীরাধার সখীরা সকলেই বিদুষী ও কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী। মুকুন্দরামের বর্ণনায় মেয়েদের লেখাপড়ার কথা বিশেষ কিছু নাই। ষোড়শ

শতাব্দীর বাংলাদেশে কয়েকজন অসাধারণ প্রতিভাশালিনী মহিলার যে আবির্ভাব হইয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন জাহ্নবা দেবী। কবি জ্ঞানদাস তাঁহার মন্ত্রশিষ্য বলিয়া প্রবাদ আছে; জাহ্নবা দেবী নরোত্তম ঠাকুরকে 'মহাশয়' উপাধি দেন এবং নিত্যানন্দদাসকে 'প্রেমবিলাস' রচনা করিতে অনুপ্রাণিত করেন। খেতুরির মহোৎসবের বর্ণনায় তাঁহার ব্যক্তিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা ভাস্বর। তিনি কবি গোবিন্দদাসের আগ্রহে বুধুরি গ্রামেও গিয়াছিলেন। তিনি দুইবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। সেযুগে ইহা সহজ ব্যাপার ছিল না। রাধাকুণ্ডে তাঁহার পদার্পণের স্মরণ উৎসব আজও প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয়। আর একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা হইতেছেন শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবী। যদুনন্দন দাস তাঁহার শিষ্য। শ্রীনিবাসের পত্নী ঈশ্বরী দেবী তাঁহার বড় পুত্রবধূ সত্যভামাকে দীক্ষা দেন। সত্যভামা সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীজীবের সংস্কৃত রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। মনসামঙ্গলের কবি বংশীদাসের কন্যা রামায়ণের পালা গান লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিবাহ হইত। খুল্লনার বয়স ছয় বৎসর হইলেই তাহার পিতা তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বর জুটিতে জুটিতে বার বৎসর বয়স হইল দেখিয়া ধনপতিকে গঞ্জনা সহিতে হইয়াছিল। বার বছরের মেয়ে যদি সহসা কাহাকেও দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিত!

নর দেখি অভিরাম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরকে যন্ত্রণা॥

মধ্যবিত্ত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের মহিলারা সাধারণতঃ পর্দ্দার আড়ালে থাকিতেন। গোয়ালাদের মেয়েদের অবশ্য বাহিরে যাওয়া নিষেধ ছিল না। বড়লোকেরা একাধিক বিবাহ করিতেন। অদ্বৈতের দুই স্ত্রী—সীতা ও শ্রী; নিত্যানন্দের দুই পত্নী—বসুধা ও জাহ্নবা। ভাড়ুদত্তেরও 'দুই মাগু চারি শালা', কিন্তু সাধারণ লোকে একসঙ্গে একটী স্ত্রী লইয়াই ঘর-সংসার করিত। শ্রীকৃষ্ণকে বহুবল্লভ বলিয়া বৈষ্ণব কবিরা অঙ্কন করিয়াছেন। বহু-বিবাহের যুগে কবিরা খণ্ডিতা বিষয়ে কবিতা লিখিতেন—শ্রোতারা উহা উপভোগ করিতেন। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে শ্রীধরদাস অমরু, ধর্ম্মযোগেশ্বর, আচার্য্য গোপীক বসুদেব ও একজন অজ্ঞাতনামা কবির পাঁচটী এইরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধর্ম্মযোগেশ্বরের শ্লোকটীর ভাবার্থ এই—হে শঠ! তোমার এই সকল কথায় কি প্রয়োজন? কাছের আমগাছের কোকিলের আলাপ শুনিতে শুনিতে নির্লজ্জা আমি রাত জাগিয়া কাটাইয়াছি। হে পাংশুলাদের উচ্ছিষ্ট! ভোর-বেলায় তোমাকে আমি ছুঁইব না। (সদুক্তিকর্ণামৃত ২৩।১) ইহারই ভাব লইয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

বচন রচন করি কিয়ে পরবোধসি
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দদাস কহ পরশ-তুল নহ
পরশনে রস নাহি হোই॥ (৪৩৯)

সেকালের সামাজিক পটভূমিকায় যাহা প্রতিদিনের ঘটনা ছিল বলিয়া শ্রোতার সৌন্দর্য্যবোধকে পীড়া দিত না, একালের একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শে তাহা রুচিবিগর্হিত বলিয়া মনে হয়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় কবিতায় দেখি নায়িকা রাত্রিকালে তাহার দুর্গে দোতলায় একটী ঘরে শুইয়া আছে, আর নায়ক বাঁশী বাজাইয়া তাহার প্রেম আকর্ষণ করিতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে দড়ির সিঁড়ি বাহিয়া প্রেমিকার ঘরে যাইয়া মিলিত হইতেছে। শিভ্যাল্‌রির যুগের নায়িকারা বড় বড় সামন্তদের মেয়ে; তাহারা দুর্গে বাস করিত; স্বতন্ত্র ঘরে থাকিত। সুতরাং নায়কের পক্ষেই অভিসারে যাওয়া সেখানে স্বাভাবিক। বৈষ্ণব কবিতায় নায়িকা অভিসারিকা হয়, কেননা যৌথ পরিবারের অন্তঃপুরে অভিসারে আসা সম্ভব নয়। ইউরোপের দুর্গগুলি সাধারণের বাসগৃহ হইতে দূরে তৈয়ারী হইত এবং তাহার আশেপাশে অনেক জমি থাকিত। আর এ দেশের লোক চোর, ডাকাত ও সৈন্যদলের ভয়ে গ্রামের মধ্যে পরস্পরের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বসবাস করিত। তাই নায়িকাকে নদীকূলে কোন কুঞ্জবনে

অভিসারে যাইতে হইত। যদি কখনও মনের ব্যাকুলতা-বশে নায়ক নায়িকার বাড়ী অভিসার করিতেন তবে তাহার দশা কি হইত গোবিন্দদাস তাঁহার 'কি কহব রে সখি রাইক সোহাগি' ইত্যাদি (৩৭৭) পদে বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণকে বর্ষার বারিধারার মধ্যে ফুলগাছের তলায় দাঁড়াইয়া কাটাইতে হইল। তিনি চাতকের মতন বা পাঠান্তরে কোকিলের মতন শব্দ করিলে, রাধা দরজা খুলিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে যাইবেন, এমন সময়ে রাধার কঙ্কণের ঝনঝনানিতে শাশুড়ী জাগিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

ষোড়শ শতাব্দীর স্ত্রীজাতির অবস্থার বর্ণনা শেষ করিবার পূর্ব্বে সহমরণপ্রথা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। বৈষ্ণব সাহিত্যে কোথাও সতীদাহের কথা নাই। শচীদেবী বিধবা হইয়াছেন, কিন্তু সহমরণে যান নাই। অদ্বৈতপত্নী সীতা, নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা, শ্রীনিবাসের পত্নী ঈশ্বরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া কেহই বিধবা হইয়া সহমরণে যান নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখি নীলাম্বরের মৃত্যুর পর ছায়া সহমরণে যাইতেছেন—

দুইকুলে দিয়া বাতি জীবন ত্যজিল সতী

পৃঃ ৩৪

কিন্তু সাধারণতঃ মেয়েরা এইরূপে দুই কুলে বাতি দিত না।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা দেশ সঙ্গীত-মুখরিত ছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীও বৃন্দাবনদাসের মতন শ্রীচৈতন্যকে কীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন—"কীর্ত্তন সিজ্জা কৈল খোল করতাল" (পৃঃ ৫, বঙ্গবাসী সং)। কবিকঙ্কণের গুজরাটপুরের বৈষ্ণবেরা—

সদা লয় হরিনাম, ভূমি পাইয়া ইনাম,
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কম্বল লাঠি, গলায় তুলসী কাঠি,
সদাই গোঁয়ায় গীতনাটে॥

সেখানে

প্রতি বাড়ী দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল
দুই সন্ধ্যা হরি সংকীর্ত্তন।

ঐ, পৃঃ ৯৪

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তনের নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে "স্বসৃষ্টগান-প্রথিতায় তস্মৈ" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। নরোত্তমের যুগে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া পরে কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তনের রীতি প্রচলিত হয়।

গৌরগুণ গীতারম্ভে অধৈর্য্য সকলে
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেমজলে।
....
কেহ কহে ঐছে গীতবাদ্যাদি না হয়
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়॥

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৬৪৪

নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে নরোত্তম বাসু ঘোষের—

সখি হে তাই দেখ গোরা কলেবর।
কত চন্দ্র জিনি মুখ সুন্দর অধর॥

ইত্যাদি পদটী গাহিয়াছিলেন। নরোত্তমের সময় গোকুলদাস একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শুধু যে কৃষ্ণকীর্ত্তন গানই হইত তাহা নহে। মনসার ভাসান, চণ্ডীমঙ্গল গান, জয়ানন্দ ও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গান, রামায়ণ গান, ধর্ম্মমঙ্গল গান প্রভৃতিও হইত। কিন্তু এসব লৌকিক সঙ্গীত ছাড়া মার্গসঙ্গীতেরও যথেষ্ট আলোচনা হইত। তাহার পরিচয় দিয়াছেন কবিকর্ণপুর। তিনি আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূতে লিখিয়াছেন—মার্গ ও দেশীয় ভেদে গীত দুই প্রকার। মার্গের ভেদ চৌত্রিশ প্রকার ও তাহাদের চচ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি পাঁচ প্রকার তাল এবং দেশী গীতে ৪২ প্রকার ভেদ। ঐ গ্রন্থে গোপীদের গীত ও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের যে বিশদ বর্ণনা আছে তাহা বাস্তবের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহার অনুবাদ নীচে দিতেছি।

"অনন্তর থৈয়া তথতথ থৈয়া তথতথ থৈয়া তথত্তি তথ থৈয়া থৈয়া তথতথ থৈয়া থগ থগ থগ থগ থ্যাত্তি থ্যাত্তি থদিগন থৈ—এই শব্দ গ্রহণ করিয়া সেই তালধারিণী

কাংস্যময় করতাল গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণে ও বামে, উপরে ও নিম্নদিকে করকমল নিক্ষেপ করিতে করিতে অনির্ব্বচনীয় ভাব লঘু, গুরু, প্লুত, দ্রুত ও বিরাম মাত্রা-বিধিতে সশব্দ ও নিঃশব্দে ষড়জাদি সপ্তস্বরের ন্যায় তাহার তাল একটি স্বর বলিয়া তালস্বরূপ সেই অষ্টম স্বরই আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গমুখে মৃদঙ্গবাদিনী হস্তদ্বারা যে সকল শব্দ উদ্ঘাটিত করিতেছিলেন, সেই শব্দ সকল উপাঙ্গ-বাদিনীও কম্পিতকণ্ঠে নিজ অধরতলশোভী উপাঙ্গে উদ্ঘাটিত করিতেছিলেন এবং গায়িকাগণ হুংক্রিয়াকলা-সমূহের সহিত সময়োচিত রাগসকল যন্ত্রে ঝঙ্কার করিতে করিতে সমস্ত শব্দের মিলনে কর্ণ প্রদানপূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন। (২০।৫৮-৬০)

কবিকর্ণপূর ঐ গ্রন্থে যে ভাবে নৃত্যের রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নিছক কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না। বর্ণনাটী নীচে তুলিয়া দিলাম। এদেশে যাঁহারা নৃত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস পাইতেছেন তাঁহারা ইহার প্রয়োগ করিতে পারেন।

"সেই সুন্দরী রমণীমণ্ডলী অতিশয় উল্লাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণন সহিত জানুদ্বয়ের ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ, ভুজদ্বয়ের কম্পন এবং চরণযুগলের চালনা দ্বারা দ্রুতগতি নৃত্য করিতে লাগিলেও মধবর্ত্তী মুকুন্দের কান্তিতরঙ্গমালা-রূপ সূত্রসমূহে গ্রথিত হইয়াই যেন তাঁহারা বাম ও দক্ষিণ-ক্রমে ভঙ্গ অথবা বক্রতা প্রাপ্ত হন নাই। ধী ধী ধী ধী তদ্ধী ধী এই অনুপম মধুর তাল পাঠের সহিত মিশ্রিত মৃদু শব্দায়মান মণিময় নূপুরের ধ্বনিদ্বারা রমণীয় সশব্দ চরণ-বিন্যাস এবং বামে ও দক্ষিণে অঙ্গ-দোলন-সহকারে অতিশয় কৃশ মধ্যদেশের যেন ভঙ্গ বিষয়ে নিঃশঙ্ক হইয়া সেই সুলোচনাগণ বলি-সহিত কুচপট ও বাহুলতা কম্পিত করিতে করিতে আনন্দ-ভরে বামাবর্ত্তে ও দক্ষিণাবর্ত্তে তুল্যরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যানুরোধে নর্ত্তকীগণের অনুসরণ করিয়া বীণাবাদিনী ও বেণুবাদিনী রমণীগণ পদবিন্যাস মাত্র সহকারে মৃদু মৃদু নৃত্য করিতে লাগিলেন; গানকারিণী ও তালধারিণী গীত ও তালের অনুসরণপূর্ব্বক সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গ-বাদিনীগণও মৃদঙ্গে শব্দ সকল উদ্ঘাটিত করিতে করিতে সেই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন তাঁহারা নর্ত্তকীগণের সঙ্গে একটী সূত্রগ্রথিত দেহকেই ধারণ করিয়াছেন (২০।৬৯-৭১)। অন্য পাঁচটী শ্লোকে (২০।৯৭-১০১) নৃত্যের বর্ণনায় আছে—

"অনন্তর সেই সখী বিস্তৃত কটিতটে বাম জানু অর্দ্ধেন্দুর ন্যায়, অপর অর্থাৎ দক্ষিণ জানু প্রফুল্ল পদ্মকোষের ন্যায় আকুঞ্চিত করিয়া (অথবা সেই সখী বিস্তৃত কটিতটে জানু আকুঞ্চিত করিয়া বামহস্তে অর্দ্ধেন্দু-নামক হস্তক অর্থাৎ হস্তভঙ্গি ও দক্ষিণহস্তে প্রফুল্ল পদ্মকোষ-নামক হস্তক অভিনয় করিয়া) কোমল ও সুচারু ভাবে কফোনি (কনুই) উত্তোলন পূর্ব্বক অবস্থিতা হইলেন। তৎকালে তাঁহার কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল, বলি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, স্তনভার সম্যক্ স্ফীত হইল এবং তিনি যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার অলসভরে শোভমান নেত্রতারকা বাম ও দক্ষিণভাগে পতিত হইতেছিল।

অঙ্গের প্রকৃষ্ট ঘর্ম্মদ্বারা স্নিগ্ধ নবীন জতুর (লাক্ষার) ন্যায় প্রতি অঙ্গ স্পর্শকারী নর্ত্তকদিগেরও দুঃসাধ্য বিষম গতিভেদ অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে করিতে অভিনয়-কুশল সেই সখী লীলাভরে উৎসর্পণ ও অপসর্পণ-ক্রমে কম্পিতভুজের চালন ও আকুঞ্চন দ্বারা হংসাস্য, পদ্মকোষাদি হস্তভঙ্গি-সহকারে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তৎকালে তাঁহার উদর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, কুচভার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, পার্ষ্ণি (গোড়ালি) যুগলের উপর বেণী লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ও ত্রিবলি বিলুপ্ত হইল। তালমোক্ষণ সময়ে তিনি বিপরীত-ক্রমে পৃষ্ঠভাগে বক্রীভূতা হইয়া যখন করদ্বয় কম্পিত করিতেছিলেন, তখন তিনি কন্দর্পের সজ্জীভূত চম্পকধনুকেও যেন জয় করিয়াছিলেন।

তিনি জানুযুগলদ্বারা ভূমিতল অবলম্বনপূর্ব্বক বাহুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কন্দর্পের বেগক্ষিপ্তা কাঞ্চনময়ী চক্রিকার ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। ঘূর্ণন সময়ে তাঁহার বদন-সৌরভে অলিকুল মুখের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল; বক্ষঃস্থিত হার ও কর্ণভূষণ দোদুল্যমান হইল, তাঁহার

গাত্রের গৌরিমা, হারাদির শ্বেতিমা, বিম্বধরাদির অরুণিমা এবং ভ্রমরাদির শ্যামলিমা প্রভৃতি কান্তির মণ্ডলসমূহ বিরাজ করিতে লাগিল এবং অঙ্গধৃত অলঙ্কার ঝন ঝন রবে শব্দ করিতে লাগিল।

অতঃপর তিনি পদাঙ্গুলির দ্বারা ক্ষিতিতল অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কুচদ্বয় ও জানুযুগল স্ফীত করত পার্ষ্ণিদ্বয় উন্নত করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার বলি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল ; নীবি শিথিল হওয়ায় নমিত হইল এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইল। এই অবস্থায় তিনি মুষ্টিবদ্ধ কর-যুগলের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কুচাগ্রে বিন্যস্ত করিয়া তালের অনুসরণে অলঙ্কার সকল ধ্বনিত করিতে করিতে 'তথ তথৈ থৈ তথৈ থৈ তিথ' এই প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন।"

কবিকর্ণপূর শুধু যে এরূপ নৃত্য দেখিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি নৃত্য-বিদ্যার রহস্যও অবগত ছিলেন। অন্যথা এরূপ বিশদ বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। গোবিন্দদাসের 'গৌরি আলাপি শ্যামনট মঞ্জরু' (৩২০) ও 'নটন হিলোল লোলে মণিকুণ্ডল' (৫৫৮) প্রভৃতি পদ বুঝিতে হইলে সে যুগের নৃত্যগীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন —তাই এত কথা লিখিলাম।

নৃত্যগীত ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষে পারাবতের খেলা (কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পৃঃ ৯৬, বসুমতী সং) ও পাশাখেলা খুব জনপ্রিয় ছিল (কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী—পৃঃ ২৩৬)। পাশাখেলায় শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভ ও রাধার হার পণ রাখা হইত।

ষোড়শ শতাব্দীর কলাবিদ্যাগুলির মধ্যে যে কলায় নারী ও পুরুষ নিপুণতা লাভের জন্য সমান চেষ্টা করিতেন সেটী হইতেছে রন্ধনবিদ্যা। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহারা ঐ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। নিরামিষ রন্ধনে এযুগে বিপ্লব ঘটিয়াছে—কেননা ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালীর বাড়ীতে অপরিহার্য্য আলু ছিল না, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি টমেটো প্রভৃতিও ছিল না। তবুও সে যুগে নিরামিষ ভোজনের কি পারিপাট্য ছিল।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে যে যে তরকারীর উল্লেখ আছে তাহার তালিকা দিতেছি। শিম, বেগুন, কুমড়া, কাঁকুড়ি, মূলা, থোড়, ডুমুর, লাউ, মুখীকচু, কাঁঠালবীচি, আলু (অর্থাৎ মেটে আলু), খাম আলু, মান, ওল, কলা, মোচা। এই তালিকায় পটোল, ঝিঙ্গা, ঢ্যাড়স, ধোঁধল পাওয়া যাইতেছে না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর' (২।৩) আছে। কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে তরকারির তালিকা এই—কুষ্মাণ্ড, আলু, মান, ওল, লাউ, বেগুন, মূলা, পটোল, শিম, ডিণ্ডীশ, ঢ্যাড়স, কাঁচাকলা, নবীন গর্ভমোচা, থোড় (২।৮৬)। এখানে পটোল ও ঢ্যাঁড়স পাওয়া গেলেও ঝিঙ্গে দেখা গেল না। ঝিঙ্গের সংস্কৃত নাম হইতেছে জ্যোৎস্নিকা। গোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহার নাম করিয়াছেন—কর্কারুজ্যোৎস্নিকালাবুকলান্যালি পৃথক্ পৃথক্ (৩।৯৭)। কর্কারু মানে কুষ্মাণ্ড—তবে ঐ কুষ্মাণ্ড বোধহয় চালকুমড়া। ঐ গ্রন্থে আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বকফুল ঘিয়ে ভাজিয়া খাইতে ভালবাসেন।

শাকের মধ্যে গোবিন্দলীলামৃতে নালীত বা পাটের শাক, মেথীর শাক, শতপুষ্পী বা সলুফা, মিষি বা মন্দরী, পটোলের শাক যাহাকে আমরা নতি বা পলতার পাতা বলি, বাস্তুক বা বাথুয়া শাক, বিতুন্ন বা শুশুনীর শাক, মারিষ বা নটে শাক, কলম্বী বা কলমি শাকের নাম আছে। মুকুন্দরাম ইহার চেয়ে বেশী নাম করিয়াছেন—সরিষার শাক, পালঙ্ক বা পালঙ্, লাউ শাক, ছোলার শাক, হেলঞ্চা শাক, গিয়াবোদালি, পুঁই, বনতা, ঝপুই, ভদ্রপলা, হিজলী, জাঙ্গি, ডাড়িপলা, ধনের শাক। এই সুবৃহৎ তালিকাতে পদিনার নাম নাই। উহা কর্ণপূর বলিয়াছেন। পরিচিত শাকগুলির নাম সংস্কৃতে শুনুন—

> বাস্তুক-মারিষ-পটোলশিখাঃ কলায়-
> বল্লীশিখাশ্চনকাগ্রশিখাঃ প্রধায়।
> তুম্বীশিখাশ্চ মৃদুলাঃ সহপোদিকাগ্রা-
> ণ্যালোক্য সৈক্ষত সখী সরসাঃ সমগ্রাঃ। ৩।৮৭

অর্থাৎ বাস্তুক, মারিষ বা নটে শাক, পটোল শাকের ডগা, কলায় লতার (বোধ হয় মটরের) শাক, ছোলার শাক,

কোমল লাউ শাক, পদিনার অগ্রশিখা ইত্যাদি দেখিয়া তিনি সখীদের প্রতি ইঙ্গিতে উহা রাঁধিতে বলিলেন।

সে যুগে নিরামিষ আহারের সঙ্গে নানা রকম টক খাওয়া হইত। গোবিন্দলীলামৃতে আছে (৩।৯১) যে তেঁতুল, আমড়া, আমরুল ও আম এই চার রকমের অম্ল দ্বারা মুগের বড়া ও একটু শর্করা দিয়া দ্বাদশ প্রকারের অম্ল তৈয়ারী হয়। তা ছাড়া পাকা তেঁতুলের রসে কলমির শাক ও কাঁচা আম দিয়া নালতের শাক রাঁধা হইত (৩।১০৬)। কবিকর্ণপূর আরও কয়েক প্রকার অম্লের বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—কাঁচা আমসির মধ্যে গরম ঘিয়ে ভাজা সরষে চূর্ণ করিয়া এক প্রকার অম্ল। প্রচুরতর জলে বা রসে মিষ্ট আম মর্দন করিয়া আদা বাটা দিয়া চিনি ও দুধ সহযোগে অন্য এক প্রকারের মিষ্ট অম্ল। আমচুরে ভাজা তিল বাটিয়া এক রকমের অম্ল; চালতা ও ভাজা তিল দিয়া অন্য এক রকমের। পাকা আমড়া দিয়া এক রকম ও কাঁচা আমড়া দিয়া অন্য ধরনের অম্ল করিয়া উভয়টাতেই দুধ চিনি ও হিং মেশান হইত (কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী ২।১১০)। কবিকর্ণপূর তাঁহার কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে আরও অনেক রকম ব্যঞ্জনাদির উল্লেখ করিয়াছেন। কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—ভালো কাসুন্দি, আদাবাটা ও নারিকেল-বাটা দিয়া কাঁঠালের বীচির এক রকম ব্যঞ্জন তৈয়ারী হইল। উত্তম কাসুন্দি ও আদাবাটা সহযোগে গরম তেলে তিক্তপত্র দিয়া এক প্রকার ব্যঞ্জন হইল। বেগুনগুলির ছোট ছোট খণ্ডের সহিত উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র মুগবড়া দেওয়া হইল; আদাখণ্ড ও নারিকেলবাটা তাহাতে দিয়া কটু তেলে ভাজিয়া সুখদ আর এক ব্যঞ্জন হইল। বেগুন ওল, মান, কাঁকরোল, গর্ভমোচার কলাগুলি, কচু, পটোল এবং কুমড়াগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া সূক্ষ্ম সূচীসমূহে বিদ্ধ করিয়া রস নিষ্কাশন পূর্ব্বক ভাজী প্রস্তুত হইল। বেগুন, কাঁচা-কলা, নারিকেল এবং ছানা ও অত্যুৎকৃষ্ট মাষকড়াইয়ের বড়ী ভাল করিয়া মিশাইয়া মরিচ ও চিনি সংযোগে কটু ও মধুর এই দুই প্রকার ছানাবড়া প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইল। ভাল করিয়া বাছা, তুষহীন, সুন্দর দ্বিদলে (ডালে) প্রচুর ঘৃত, হিং, আদাবাটা ও গুড় দিয়া উৎকৃষ্ট নারিকেল ও পুরু মূলার চাকা দিয়া সুন্দর সুগন্ধি মাসসূপ নামে এক ব্যঞ্জন করা হইল। উৎকৃষ্ট নারিকেল-শস্যকে ভাল করিয়া পিষিয়া লইয়া তাহার দুগ্ধে এবং শর্করারসে ও গব্য দুগ্ধে মুগডাল দিয়া তাহাতে উত্তম নারিকেলবড়া এবং এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও ভাল হিং ও আদা প্রভৃতি দিয়া মুদ্গসূপ প্রস্তুত হইল। গোটা অথচ ত্বক্‌বিহীন মুগডাল কিছু জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অনেকটা দুধ, এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও ভাল হিং ও চিনি মিশাইয়া অন্য একটি সূপ হইল। বল্কলশূন্য বরবটী দালে মূল-শূন্য মূলার খণ্ডগুলি দিয়া প্রচুরতর ঘি, হিং ও মরিচ দিয়া রাঁধা চতুর্থ একটি সূপ তৈয়ারী করা হইল। কাঁচা কাঁঠালের টুকরার সহিত ছোলার বড়া, হিং ও মরিচ দিয়া অন্য এক ব্যঞ্জন হইল। লাউকে সূক্ষ্ম জিরার মত করিয়া জলে ও দুধে সিদ্ধ করিয়া হাতা দিয়া বারংবার নাড়িয়া কর্পূর সহ চিনি, মরিচ, জীরা হিং প্রভৃতি দিয়া মনোহর দুগ্ধলাবু প্রস্তুত করা হইল। পাকা কুমড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কটু তৈলে ভাজিয়া ঘোল আদা ও হিং ও মৌরী সহযোগে ছানা ও বড়ার সহিত কোমল এক অম্বল তৈয়ারী হইল। মিষ্ট, পুরু, কোমল মূলার উপরের অর্দ্ধেকাংশ অখণ্ড বলয়াকারে কর্ত্তিত করা হইল। তাহার খণ্ডগুলিতে ঘোল ও গুড় এবং অল্প তেঁতুল ও উৎকৃষ্ট পাকা চালতার খণ্ডগুলি দিয়া অপর একটি উৎকৃষ্ট অম্ল হইল। সজল ঘোলে ছোলার বেসন হলুদ, দারুহরিদ্রা-চূর্ণ একত্র করিয়া টক লেবুর রস, আদা ও হিংয়ের প্রক্ষেপ করিয়া তাহাতে বড়া দিয়া কাজ্জিব বটী (দইবড়া কি?) তৈয়ারী হইল (৩।৯৫-১১০)। বড় লোকের ছেলে কবিকর্ণপূর রান্নার যে রকম বিশদ বর্ণনা দিতে পারিয়াছেন, দরিদ্র কবিকঙ্কণ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা পারেন নাই। তবে গোবিন্দলীলামৃতে কয়েক প্রকার পিষ্টক যথা পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি, অমৃতকেলি প্রভৃতি তৈয়ারীর প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূরের বোধ হয় পিঠে খাওয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না; তিনি হিং ও মশলা দেওয়া নোনতা জিনিষ খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া উহার বর্ণনাই বেশী করিয়া লিখিয়াছেন।

এখন বাংলাদেশে নিরামিষাশী লোকের সংখ্যা খুব কম। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচারের ফলে অনেকে মাছ-মাংস খাওয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র জপ করিতেন 'মীন মাংস ত্যজি বহুকাল।' বৈশাখ ও মাঘ-মাসে অনেকেই আমিষ বর্জন করিতেন। তমলুকের রাজা মাছ-মাংস খাইতেন না ; তিনি Maurique-কে নিমন্ত্রণ করিয়া নিরামিষ ভোজ্য দিয়াছিলেন (তপনকুমার রায়চৌধুরী—Bengal under Akbar and Jahangir, পৃঃ ১৯৩-১৯৪)।

আমিষভোজনের বর্ণনা কবিকঙ্কণ করিয়াছেন। মাছের মধ্যে ইলিশ, চিংড়ি, সফরী বা পুঁটি, চিতল, বোয়াল, শোল, পোনা, কই, খরসুলা, রোহিত, পাঁকাল প্রভৃতি মাছের নাম তিনি করিয়াছেন (পৃঃ ১২৯-১৩০)। হংস-ডিম্বের কথাও তিনি লিখিয়াছেন (পৃঃ ৪৪)। মাংসের মধ্যে এমন অনেক জীবের নাম আছে যাহাদের মাংস এখন খাওয়া হয় বলিয়া আমার জানা নাই। যথা, নকুল বা বেজি, গোধিকা বা গোসাপ, মহিষ, বরাহ ইত্যাদি। তবে সে যুগের মতন একালেও ছাগ, মেষ, কমঠ (কচ্ছপ), হরিণ, শশ, শজারু প্রভৃতির মাংস খাওয়া হয়।

বড়লোকদের খাবার অনেক রকমের ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু গরীবেরা 'আমানি' বা পান্তা ভাত, ক্ষুদজাউ প্রভৃতি খাইত (কবিকঙ্কণ পৃঃ ৪০)। শাক সবজির মধ্যে—

ঝুড়ি দুই তিন খায় বন-ওল পোড়া।
বন-পুঁই ভার দুই কলমি কাঁচড়া॥ —(পৃঃ ৪০)

খুল্লনাকে লহনা খাইতে দিত—

পুরাণ খুদের জাউ তাহে আছে কোণ।
সকল ব্যঞ্জনে বাঁঝি নাহি দেয় লোন॥
রেন্ধেছে পাজাতা শাক কলমী কাঁচড়া।
কলাই খুদের কিছু তুলিয়াছে বড়া॥
বার্ত্তাকুর খাড়া কচু কুমড়া বেকলা
কাঠ শিমের ব্যঞ্জন পুরিয়া দিল থালা॥—(পৃঃ ১১৭)

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সতীনকে খুব কষ্ট দিতে যাইয়াও লহনা তাহাকে বড়াভাজা ও অনেকগুলি তরকারি খাইতে দিয়াছে। সেকালে দেশে তরকারির অভাব ছিল না।

গোবিন্দদাস মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন। তিনি খাবার জিনিষের বেশী ফর্দ্দ দেন নাই। গোবিন্দদাস একটী পদে বলিয়াছেন—

"সুবাসিত করি খীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার। (৮৮)

অন্যত্র—

বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল
চিনি কদলী উপহার।
খির সর নবনীত দধিকর শাকর
বহুবিধ রস পরকার (৯৬)

আর একটি পদে—

সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন অতি সুমধুর
পাক কয়ল তহি গোই। (১০১)

তাঁহার তুলনায় রায়শেখর অনেক রকমের খাদ্যদ্রব্যের নাম করিয়াছেন (তরু ২৫১৭-৮)।

রায়শেখর ষোড়শ শতাব্দীর গ্রাম্য জীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহার সহিত শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

গ্রামহি জাবট যৈছন পাবক
তৈছন স্বজন রীত।
পর-চরচা বিনে আনহি নাহি জানে
না বুঝিয়ে কৈছন চীত॥
সখি হে ইহ কুলে ইহ বেবহার।
কুটিল কুমতিজন পিশুন পরায়ণ
নিন্দুক গলে ধরু হার॥
নিজ নিজ যশগুণ ঘোষয়ে পুন পুন
কেহু কাহু হিত না মানে।
(তরু ২১৮৪)

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

গোবিন্দদাস কবিরাজের জীবনকালের অধিকাংশ সময়েই বাংলা দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, লুঠতরাজ ও অসহায় প্রজাদের উপর নির্ব্বিচারে অত্যাচার চলিয়াছিল। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ সুরের মৃত্যুর পর বাংলা দেশে যে দুর্দ্দিন আরম্ভ হয় তাহা ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহান কর্ত্তৃক হুগলীর পর্ত্তুগীজদের দমন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ আশি বছরের মধ্যে কচিৎ কদাচিৎ দুই চার বছর বিনাযুদ্ধে কাটিয়াছিল।

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুর শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া শামসুদ্দিন মুহমদ শাহ গাজী উপাধি ধারণ করেন। তিনি দুই বছরের বেশী রাজত্ব করিতে পারেন নাই, কিন্তু এই অল্প সময়েই আরাকান আক্রমণ ও জৌনপুর অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি আদিলের হাতে পরাজিত ও নিহত হইলে আদিল একজন শাসনকর্ত্তা বাংলায় পাঠাইলেন, কিন্তু শামসুদ্দিনের পুত্র ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর তাঁহার ভাই তিন বছর কাল মাত্র রাজত্ব করেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় কররানি বংশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এদিকে ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বাংলার (বাখরগঞ্জ) রাজা পরমানন্দ রায়ের সঙ্গে এমন এক সন্ধি করেন যে, তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হয়। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসরের মধ্যে সপ্তগ্রামে (অধুনা বাঁশবেড়ে-ত্রিবেণী) আসেন। ঐ সময়েই তাঁহাদের নৌশক্তি এত প্রবল ছিল যে, তাঁহারা দুইখানি আরব জাহাজকে সপ্তগ্রামে বেচাকেনা করিতে মানা করেন (Campoc—History of the Portuguese in Bengal)। সুলতান গিয়াসুদ্দিন মামুদ (১৫৩৩-৩৪) তাঁহাদিগকে সপ্তগ্রামে ও চট্টগ্রামে কারখানা খুলিতে ও শুল্ক আদায়ের কাছারি স্থাপন করিতে অনুমতি দেন। এই সময় হইতে বাংলা দেশে পর্ত্তুগীজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির দ্বারা তাঁহারা বাকলা ও অন্যান্য বন্দরে জাহাজ আনিবার ও বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। শুধু তাহাই নহে। পর্ত্তুগীজেরা রাজা পরমানন্দকে তাঁহার শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন ও প্রতিদানস্বরূপ রাজা তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাল, মাখন, তেল, চিনি ও তাঁতের কাপড় করস্বরূপ দিতে রাজী হইলেন (History of Bengal, পৃঃ ৩৫৮)। পরমানন্দ অন্য কোন শক্তির সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজেরা অনুরূপ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ওয়েলেসলির প্রায় আড়াই শ বছর পূর্ব্বেই Subsidiary Allianceএর সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি হইতে আর একটি গুরুতর তথ্য জানা যায়। পর্ত্তুগীজেরা প্রতিবৎসর রাজা পরমানন্দের চারখানি করিয়া বাণিজ্যপোতকে গোয়া, ওরমুজ ও মালাক্কায় যাইবার জন্য লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র দেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পর্ত্তুগীজেরা ঐসব স্থানে যাইবার নৌপথের উপর এমন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে যেসব জাহাজ চলাফেরা করিত সেগুলি লুঠ হইবার আশঙ্কা থাকিত। বলা বাহুল্য ইহার ফলে বাঙ্গালীদের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছিল।

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের বন্দরেও এ সময়ে নদী শুকাইয়া যাওয়ায় বড় বড় জাহাজের পক্ষে বন্দরে আসা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটে, কেননা ঐ সালে সিজার ফ্রেডরিক লেখেন যে, বেতড়ের চেয়ে আগে আর সপ্তগ্রামের দিকে পর্ত্তুগীজদের বড় জাহাজ যাইতে

পারে না, কেননা নদীতে জল বড় কম থাকে। সেইজন্য প্রতিবৎসর জাহাজ আসার সময়ে বেতড়ে গ্রাম বসে, খড়ের চালায় দোকান বসান হয়। সিজার ফ্রেডরিক সপ্তগ্রামে যাইবার সময় এইরূপ সাময়িক গ্রামে বহু লোক-জন, অসংখ্য জাহাজ ও বাজার (an infinite number of ships and bazars) দেখিতে পান; কিন্তু সেখান হইতে ফিরিবার পথে দেখেন যে, বেতড়ে কিছুই নাই, শুধু ঘরবাড়ী দোকান প্রভৃতির ভস্মাবশেষ আছে (History of Bengal, পৃঃ ৩৬৫)। ইহার কারণ এই যে, জাহাজ চলিয়া গেলে যে যাহার ঘর পুড়াইয়া ফেলিত, সেখানে আর কিছুই থাকিত না।

বেতড় হাওড়ার সালিখা ও কলিকাতার কাছাকাছি। কেননা, কবিকঙ্কণ বলেন—

চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উতরিল অবসান বেলা॥
(পৃঃ ১৬২)

সপ্তগ্রাম হইতে বেতড় বেশ খানিকটা দূর বলিয়া পর্ত্তুগীজেরা সপ্তগ্রামের দুই মাইল পূর্ব্বে ব্যাণ্ডেল ও হুগলিতে উপনিবেশ স্থাপন করেন। স্যর যদুনাথ সরকার বলেন যে, পর্ত্তুগীজেরা হিজলি (খড়গপুর) হইতে জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া লবণ আনিয়া হুগলিতে নামাইত, সেই জন্য ঐ স্থানে গোলা স্থাপিত হয়; পর্ত্তুগীজেরা গোলার পূর্ব্বে নির্দ্দেশ-বাচক (theর মতন) 'ও' বসাইয়া o-golin বলিত। তাহা হইতে ওগোলি বা হুগলি নামের উৎপত্তি হয় (History of Bengal, পৃঃ ৩১৯)। সেইরূপ বন্দর হইতে ব্যাণ্ডেলের উৎপত্তি।

ক্রমে ক্রমে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য হুগলিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ মিশনারী ফাদার কাব্রাল লেখেন যে, হুগলিতে চীন, মালাক্কা, ম্যানিলা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু জাহাজ আসিত এবং উত্তর ভারতের লোকেরা এবং মোগল, পারসিক, আর্ম্মেনিয়ান প্রভৃতি সেখানে জিনিষ কিনিতে যাইত। হুগলিতে কেনাবেচার পরিমাণ কিরূপ ছিল তাহার ধারণা করিতে হইলে জানা প্রয়োজন যে, শুধু হিজলি হইতে আনীত লবণের উপর এক লক্ষ টাকা শুল্ক মুঘল সরকারকে দেওয়া হইত। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Fitch হুগলিকে পর্ত্তুগীজদের হাতে দেখিতে পান। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীতে সপ্তগ্রামকেও পর্ত্তুগীজ-অধিকারভুক্ত বলা হইয়াছে।

হুগলিতে যে পর্ত্তুগীজেরা থাকিত তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা প্রকৃতির। তাহারা গোয়ার পর্ত্তুগীজ সরকারের নিকট দণ্ড পাইবার ভয়ে পলাইয়া হুগলিতে আসিত। হুগলিতে তাহারা জোর করিয়া হিন্দু রমণীদিগকে ধরিয়া লইয়া নিজেদের কাজে লাগাইত। কেহ বা রাঁধিত, কেহ বা জামা সেলাই করিত, কেহ বা নাচগান করিত আর কেহ বা উপপত্নীরূপে থাকিত (অধ্যাপক তপনকুমার রায়চৌধুরী-কৃত Bengal under Akbar and Jahangir, পৃঃ ১৬৭)। হুগলি ও সপ্ত-গ্রামের নিকটস্থ গঙ্গার উভয় তীরে পর্ত্তুগীজেরা জমিজমা কিনিয়াছিল।

চট্টগ্রামের মগ ও আরাকানবাসীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজেরা দাস-ব্যবসায় চালাইত। বাংলার নানা স্থান হইতে হতভাগ্য লোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া হুগলি ও হিজলিতে বিক্রয় করা হইত। যে সময়ে তাহাদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিত সে সময়ে বাংলার যেসব গ্রাম তাহাদের পথে পড়িত সেখান হইতে লোকজন পলাইয়া যাইত। স্যর যদুনাথ সাহিবুদ্দিন আহমদ তালিস লিখিত বিবরণ হইতে দেখাইয়াছেন (J.A.S.B., ১৯০৬-৭) যে, "As these raids continued for a long time, Bengal became day by day more desolated. Not a house was left inhabited on either side of the rivers lying on the pirates' track from Chitagaon to Dacca. The prosperous districts of Bakla was swept clean with the broom of plunder and kidnapping, so that none was left to occupy any house or kindle a light in that region." পর্ত্তুগীজেরা যখন চাটগাঁ হইতে আক্রমণ করিতে আসিত তখন তাহারা দক্ষিণদিকে ভুলুয়া

ও বামদিকে সন্দীপ রাখিয়া ঢাকা হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে সংগ্রামগড়ে পৌঁছিয়া তাহার পর গঙ্গা বাহিয়া যশোহর, হুগলি ও ভূষণা লুঠ করিত। অথবা ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া বিক্রমপুর, সোনারগাঁ ও ঢাকা লুণ্ঠন করিত। কখন কখন আরাকানীরাও লুণ্ঠনের জন্য আসিত। তালিশ ফতিয়িআ ইবরিয়াতে লিখিয়াছেন (পৃঃ ১২২খ-১২৩) যে, আরাকানের মগ ও ফিরিঙ্গিরা প্রায় সব সময়ই বাংলা লুঠ করিত। উহারা যেসব হিন্দু বা মুসলমানকে ধরিতে পারিত, তাহাদের হাতের চেটোতে ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে বেত ঢুকাইয়া একসঙ্গে কতকগুলিকে বাঁধিয়া জাহাজের খোলের মধ্যে রাখিয়া দিত। সকালবেলা তাহারা জাহাজের ডেকের উপর হইতে কাঁচা চাল ফেলিয়া দিত, যেন তাহারা মুরগিকে খাবার দিতেছে। তাহারা দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদের কাছে ঐ বন্দীদিগকে বেচিয়া দিত। কখন কখন বেশী দামে তমলুক ও বালেশ্বরেও বিক্রয় করিত। ফিরিঙ্গিরাই শুধু বন্দীদের বেচিত, মগেরা তাহাদিগকে লইয়া যাইয়া চাষবাস করাইত অথবা চাকর বা রক্ষিতা-রূপে রাখিত (History of Bengal, পৃঃ ৩৭৯)।

গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে যে সহর ছিল তাহা পর্ত্তুগীজেরা ধ্বংস করিয়া ফেলে বলিয়া আমার বিশ্বাস। হুগলির পতনের পর তাহারা সাগরদ্বীপে পলায়ন করে, সেখানে তাহারা গোয়া ও দিয়াঙ্গা হইতে প্রেরিত তাহাদের জাহাজে চড়ে (History of Bengal, পৃঃ ৩২৭)। সাগরসঙ্গমে বহু প্রাচীন কাল হইতে একটী তীর্থস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার দেখাইয়াছেন (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের History Congressএর Proceedings, পৃঃ ৯১-৯৮) পেরিপ্লাসের বিবরণে পাওয়া যায় যে সাগর-সঙ্গমে একটি গঞ্জ ছিল যেখানে মণিমুক্তা ও সুন্দর মসলিন বিক্রয় হইত। বাংলা দেশে একটী মাত্র তীর্থস্থান ছিল, যেখানে সকল ভারতবর্ষের লোক তীর্থযাত্রায় আসিত —সেটী হইতেছে এই সাগরসঙ্গম। মহাভারতের বনপর্ব্বে (৩৮৫।৪-৫), কূর্ম্মপুরাণে ও অলবেরুনির বিবরণে (১।২০১ পৃঃ, ২৬১ পৃঃ) এইখানকার তীর্থ ও সহরের বর্ণনা আছে। মধ্যযুগের বিদ্যাপতির গঙ্গাবাক্যাবলীতেও এই তীর্থের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ফিরিঙ্গিদের লুটপাটের ফলে ইহার অবনতি ঘটে। লোকে সাহস করিয়া গঙ্গা-সাগরে স্নান করিতে আসিত না। তারপর সমুদ্রও সহরটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের Friend of India (পৃঃ ৭১) তে দেখা যায় সাগরসঙ্গমতীর্থ এক মাইল লম্বা ও সিকি মাইল চওড়া বালুকাস্তূপে ও জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ঐখানকার কপিলমুনির মন্দির দেখিয়া ঐ পত্রিকার সংবাদদাতা বলিয়াছেন, এখনও ভাটার সময় দেখা যায় এখানে এক বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। তিনি ৪৩০ বা ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দের এক শিলালিপিও দেখিয়াছিলেন।

যোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে মগ ও ফিরিঙ্গিরাই শুধু বাংলার শান্তি নষ্ট করে নাই। পাঠান ও মুঘলদের যুদ্ধেও বাঙ্গালীদের ধনপ্রাণের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। সুরবংশের পতন ও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পর পাঠানেরা উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জায়গায় জমিদাররূপে বসবাস করে। তাহারা নিজেদের সুখসুবিধার জন্য প্রজাদের উপর নানা রকমের জুলুম চালাইত। ১৫৬৫ হইতে ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুলেমান কররানি খানিকটা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৫৬৫ বা তাহার দুই তিন বছর আগে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব, যিনি ১৫৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, বাংলা আক্রমণ করিয়া সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত আসেন এবং তথায় একটী ঘাট তৈয়ারী করেন। সম্ভবতঃ ইহারই পাল্টা আক্রমণ হিসাবে সুলেমান কররানি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজু বা কালাপাহাড় নামে তাঁহার কুখ্যাত সেনাধ্যক্ষকে লইয়া উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। জগন্নাথের বিগ্রহসহ অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় এবং যেসব স্ত্রীলোক প্রাণভয়ে পুরীর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনা হয়। সুলেমান কররানি যখন মনের সুখে উড়িষ্যা জয় করিতেছেন, সেই সময়েই (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) কুচবিহারের দ্বিতীয় নৃপতি

রাজা নরনারায়ণ সুলেমানের বাংলা রাজ্য আক্রমণ করেন। উড়িষ্যাজয়ের পর কালাপাহাড় যে তাহার মূর্তিধ্বংসের স্পৃহা বাংলা দেশে মিটাইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দাউদের পতনের পর তাহাকে আমরা খোরাঘাটে (দিনাজপুর-বগুড়া) দেখিতে পাই।

সুলেমানের মৃত্যুর পর (১৫৭২, অক্টোবর) তাঁহার বড় ছেলে বায়জিদ কয়েকদিন ও তাঁহার জামাতা হানসু দিন-কয়েক রাজত্ব করেন। উভয়েই নিহত হন। তারপর তাহার ছোট ছেলে দাউদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু দাউদের ভ্রাতুষ্পুত্র বিহার অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই সময়ে (১৫৭৪, আগষ্ট) আকবর গুজরাট-জয় শেষ করিয়া পাটনায় আসিলেন। মুঘলেরা পাটনা অধিকার করিয়া একে একে সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁ হস্তগত করিলেন। তারপর স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে রাজমহল পাহাড় পার হইয়া বাংলার তদানীন্তন রাজধানী তান্দায় (মালদহ জেলা) আসিলেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে দাউদ পরাজিত হইয়া সপ্তগ্রামের ভিতর দিয়া উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। আফগান সেনানীদের অনেকে বাংলার দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব্ব অংশে ছড়াইয়া পড়িলেন। দাউদের প্রধান অমাত্য শ্রীহরির ছেলেই সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্য। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হইলে বাংলা দেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

কিন্তু বাংলা দেশে শান্তি স্থাপিত হইল না। আকবরের প্রতিনিধি খান-ই-জাহান (১৫৭৫-৭৮) সপ্তগ্রামে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দাউদের মা ধনরত্নসহ মুর্শিদাবাদের উত্তরে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে ভাওয়ালে পাঠানদের সঙ্গে ও এগার-সিন্দুরে ইসা খাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর বাংলা দেশে মুঘলেরা বাংলার সঞ্চিত ধনরত্নের লোভে পরস্পরের মধ্যে কলহ ও বিবাদ করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁহারা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৫৮৩ পর্য্যন্ত এই বিদ্রোহের জের চলিতে থাকে। এই সময়ে বাঙ্গালীদের ধনসম্পত্তি যে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল সে কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়ে যে, ভাল রাস্তাঘাট না থাকায় বিদ্রোহীরা কিংবা পাঠান সেনানীরা বাংলার কোন কোন অংশের—বিশেষতঃ রাঢ়ের—পল্লী অঞ্চলে পৌছিতে পারেন নাই।

সাহেবগঞ্জের কাছে তেলিয়াগড়ি ও মকরগলির ভিতর দিয়া একটী রাস্তা ছিল। আর বর্দ্ধমান হইতে সপ্তগ্রাম ও তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমে গড় মন্দারণ (আরামবাগ) হইয়া কটকে যাইবার একটা বনপথ ছিল। উত্তর ভারত হইতে বাংলা বা বাংলা হইতে পশ্চিমে যাতায়াত করিতে হইলে দিনাজপুর-মালদহ হইয়া গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া হাজীপুর, ছাপড়া, জৌনপুর দিয়া যাওয়া সহজ ছিল। সনাতন গোস্বামী যখন গৌড় হইতে বৃন্দাবনে পলাইয়া যান, তখন হাজীপুর হইয়া গিয়াছিলেন (চৈ. চ., ২।২৭।৩৬)। এইসব রাস্তার দুইধারে যেসব গ্রাম ছিল, সেখানকার জীবনযাত্রা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকতার সময় দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবেদার শাহবাজ খান বিক্রমপুরে ইসা খাঁকে আক্রমণ করেন, কিন্তু দুই বছর যুদ্ধ করিয়াও কোন স্থায়ী সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর নূতন শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেক সুবায় সিপাহ সালার ও তাঁহার সহকারী, দেওয়ান, বক্সী, কাজী, সদর, কোতোয়াল প্রভৃতি নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলেও ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলায় যুদ্ধবিগ্রহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিহারের শাসনকর্ত্তারূপে মানসিংহ পাঠানদের হাত হইতে উড়িষ্যা জয় করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ ভাগলপুর হইতে বর্দ্ধমান ও সেখান হইতে জাহানাবাদ বা আরামবাগে পৌছেন। পাঠানেরা সেখান হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে বিরাট সৈন্যদল সমাবেশ করে। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে জগৎসিংহ পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন (History of Bengal,

পৃঃ ২০৮)। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্ভবতঃ পরের বৎসরই পাঠানেরা বীর হাম্বীরকে আক্রমণ করেন।

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ইসা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যান। খাজা সুলেমান লোহানি ও কেদার রায় ভূষণা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে উহা ফের মুঘল-অধিকারভুক্ত হয়। এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পরে বর্ষাকালে মানসিংহ গুরুতর ভাবে পীড়িত হন। সেই সুযোগে ইসা খাঁ, মাসুম খাঁ কাবুলি প্রভৃতি তাঁহার বাসস্থান খোরাঘাটের ২৪ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইঁহারা মুঘল সেনাদলকে বিক্রমপুরের নিকটে ঘিরিয়া ফেলিয়া মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জনসিংহকে নিহত করেন ও অনেককে বন্দী করেন। তার পর ইসা খাঁ অবশ্য আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ ছুটী লইয়া আজমীরে যান, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ প্রচুর মদ্যপান করার দরুণ অক্টোবর মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং জগৎসিংহের অল্পবয়স্ক পুত্র মহাসিংহ মানসিংহের প্রতিনিধিরূপে বাংলা শাসন করিতে আসেন। এই সুযোগে উসমান প্রভৃতি পাঠানেরা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিদ্রোহ করিয়া মহাসিংহকে পরাজিত করেন ও উত্তর উড়িষ্যা দখল করিয়া লন। এইসময় বিদ্রোহীদের শক্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ ফের বাংলায় আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে কেদার রায়কে আকবরের পক্ষে আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় জালান খাঁ নামক পাঠান মালদহ ও আক্‌রা লুঠ করেন। মানসিংহ অনেক সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তার পরই তাঁহাকে পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতে হয়। এদিকে উসমান ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ময়মনসিংহের মুঘল থানাদারকে ভাওয়ালে বিতাড়িত করেন। মানসিংহ তাড়াতাড়ি ঢাকা হইতে যাইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। তার পরই তাঁহাকে ইসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ ও কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে হয়—কেননা তাঁহারা মুঘল-শক্তি উৎখাত করিবার জন্য জোট বাঁধিতেছিলেন। এই সময়েই একদল আরাকানের জলদস্যু ঢাকার নিকটস্থ নদীতে প্রবল উপদ্রব আরম্ভ করে। তাহাদের ভয়ে ঢাকার মুঘল সেনাপতি পলায়ন করেন। কেদার রায় মগদের সহিত যোগ দিয়া শ্রীনগরে মুঘলদিগকে আক্রমণ করেন। বিক্রমপুরের নিকট যুদ্ধে তিনি বন্দী হন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর মানসিংহ ফের উসমানকে দমন করিতে অগ্রসর হন।

এ যুগে মুঘলেরা কেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার নমুনা দেখাইবার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা মানসিংহের শাসনকালের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম।

১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার শাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁ মুঘল-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য খুব চেষ্টা করেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম, পঞ্চকোট ও হিজলির জমিদারেরা পুনরায় বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূষণার সত্রজিৎ, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মুসা খাঁ ও ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। ইহার পর মুঘল-শাসন বড় বড় সহরে, করতোয়ার দক্ষিণতীরে অবস্থিত খোরাঘাট (রংপুর), ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর, ভাওয়াল, এগার সিন্দুরের অপর পারে টোক, নারায়ণগঞ্জের নিকট ত্রিমোহানি প্রভৃতি কয়েকটি থানায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্যর যদুনাথ বলেন—"The effective control of the Mughal Emperor was, however, confined to the very narrow limits, and did not stretch far beyond the capital city and the few fortified posts set up by the imperial faujdars throughout the country" (History of Bengal, পৃঃ ২৩৫)। শান্তির উল্লিখিত নমুনা ও রাজশক্তির এই অবস্থা সত্ত্বেও স্যর যদুনাথের ন্যায় ঐতিহাসিক আমাদের আলোচ্য যুগের নবজাগরণকে মুঘল শাসনের সুফল বলিয়া উল্লসিত হইয়া লিখিয়াছেন: "The renaissance which we owe to English rule early in the 19th century had a precursor

—a faint glimmer of dawn no doubt—two hundred years earlier. These were the fruits, the truly glorious fruits of Mughal rule" (History of Bengal, পৃঃ ১৮৯)। অবশ্য তিনি নিজেই অন্যত্র এই উক্তির বিপরীত কথাও বলিয়াছেন —"The renaissance was the work of the people themselves" (ঐ, পৃঃ ২২৩)। ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ আকবর কর্ত্তৃক নামে মাত্র বিজিত হওয়ার একমাত্র সুফল এই দেখিতে পাই যে, রাঢ় অঞ্চলের বৈষ্ণবেরা অবাধে বৃন্দাবনে যাতায়াত করিতে পারিয়াছিলেন, কেননা পাটনার পশ্চিম হইতে মথুরা পর্য্যন্ত ভূ-ভাগের মধ্যে রাজনৈতিক শান্তি ছিল। তাহার ফলে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট মাঝে মাঝে গোবিন্দদাসের পদাবলী প্রেরণের সুবিধা হইয়াছিল ; শ্রীজীবের পক্ষেও সাধনভজন সম্বন্ধে নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস প্রভৃতিকে উপদেশ দিয়া পত্র লেখা সম্ভব হইয়াছিল এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচনা অতি সত্বর গৌড়দেশে পৌছিতে পারিয়াছিল। অন্ততঃ ১৫১৬ পর্য্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য অন্য কোন রকমে বাংলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখি না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন ও নবীন রাজবংশ, তথাকথিত বার-ভুঁইয়া ও ছোটবড় অনেক জমিদারের শাসন অব্যাহত ছিল। বনবিষ্ণুপুরের রাজবংশ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মল্লাব্দ প্রবর্ত্তন করেন। ত্রিপুরার মাণিক্যবংশও খুব প্রাচীন। এই বংশের রাজা অমরমাণিক্য মুঘল-অধিকার স্থাপনের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে (১৫৭৭-৮৬) ভুলুয়া, বাকলা ও শ্রীহট্ট আক্রমণ করেন। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা স্বাধীনতা হারায়। ত্রিপুরার দক্ষিণে আরাকান রাজ্যে স্বাধীন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এক নূতন বাংলা সাহিত্য রচিত হইতেছিল। কুচবিহারের রাজারা পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে সঙ্কোশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর রাজত্ব করিতেন। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন। ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গের রাজবংশও প্রাচীন। সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ ও ভূষণার রাজা সত্রজিৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুসা খাঁর বিরুদ্ধে মুঘলদের সাহায্য করেন। মুসা খাঁ সুসঙ্গ ছাড়া সমগ্র ময়মনসিংহ, ঢাকার অর্দ্ধেক ও ত্রিপুরার কিয়দংশের উপর রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, ত্রিপুরা জেলার সরাইলের সুনা গাজী, সরাইলের উত্তরে মাতঙ্গের পালোয়ান, হবিগঞ্জের আনোয়ার খান, খলসির জমিদার মধু রায়, চাঁদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ রায় প্রভৃতি সাহায্য করিতেন।

ভুলুয়ায় রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য, বাকলায় রাজা রামচন্দ্র ও যশোহরে তাঁহার শ্বশুর রাজত্ব করিতেন। পশ্চিমবঙ্গের জমিদারদের মধ্যে পাচেটের সামস খাঁ, হিজলির সালিম খাঁ, বর্দ্ধমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার বীরভান বা চন্দ্রভান, বড়দা ও ঝকড়ার দলপতের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সকলের চেয়ে প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন মেদিনীপুর জেলার আড়রার রাজা রঘুনাথ, যাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। স্তর যদুনাথ পুঁটিয়ার রাজবংশের আদিপুরুষ পীতাম্বর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অনন্ত ও পুঁটিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বে আলাইপুরের ইলাবক্সকেও ঐ যুগের জমিদারদের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজা জমিদারেরা শুধু যে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়িতেন তাহা নহে, নিজেদের মধ্যেও তাঁহারা মারামারি করিতেন। তাঁহাদের বিদ্রোহ ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে প্রজাদের প্রাণান্ত হইত। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে Ralph Fitch বাংলা পরিদর্শন করিয়া লেখেন যে, উত্তর ভারত হইতে বাংলায় আসিবার পথ চোর-ডাকাতে ভর্ত্তি আর বাংলা দেশে অনেক বিদ্রোহী। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্তর টমাস রো ও সুরাতের কারখানার কর্ম্মচারীরা স্থির করেন যে, বাংলা দেশে এত বেশী হাঙ্গামা চলিতেছে যে সেখানে কারখানা না খোলাই ভাল। মির্জ্জা নাথান বাহারিস্তানে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ভাই মুরাদ

যশোহরের যুদ্ধের সময় চার হাজার যুবতী ও বৃদ্ধাকে উলঙ্গ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান।

এ রকম কথা শুনিয়া কবি গোবিন্দদাস যদি নিজের পদ হইতে প্রতাপাদিত্যের নাম হটাইয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে দোষ দেওয়া যায় না। মুঘল-শাসন স্থাপিত হইবার পরও ইব্রাহিম খানের শাসনকালে (১৬১৭-২৪) পর্ত্তুগীজেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ১৫০০ নর ও নারীকে বন্দী করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যায়। যশোহরে যাইবার পথে কোন লোকালয় ছিল না এবং কোন বণিকও যাতায়াত করিত না—"There was neither any inhabited place, nor any traffic of merchants on the route of Jessore" (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃ: ৪০)। এইরূপ অশান্তি ও অত্যাচার হইতে রাঢ়ের অভ্যন্তরভাগ রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ দুইটী—প্রথম, ঐ অঞ্চলে জলপথে বা স্থলপথে এমন ভাল রাস্তা ছিল না যাহা দিয়া মুঘল-পাঠানদের সৈন্যদল বা ফিরিঙ্গীদের জলদস্যুরা যাতায়াত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই অঞ্চলে কোন বড় জমিদার ছিল না। গ্রামগুলি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। রাঢ়ের পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার প্রণালী খুব সাধাসিধে। সেখানে অভাববোধ কম। তাই এহেন যুগেও সেখানকার লোকের পক্ষে কাব্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হইয়াছিল।

আমরা যেসব কবিকে গোবিন্দদাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী ময়মনসিংহের, কালিকামঙ্গলের কবি গোবিন্দদাস চট্টগ্রামের ও কবি বল্লভ বগুড়ার করতোয়াতীরের লোক। আর বাকী সব কবি নবদ্বীপের একশত মাইলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ ছিল এই যুগের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। শুধু বৈষ্ণব কবিরা নহেন, ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রের পণ্ডিতেরাও নবদ্বীপ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রামভদ্র ও জগদীশ তর্কালঙ্কার নবদ্বীপের লোক। কাশীরামদাস ও তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ও গদাধরদাসের বাড়ী নবদ্বীপ হইতে ২৫ মাইল দূরে ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে। ষোড়শ শতাব্দীতে কাটোয়া অপেক্ষা ইন্দ্রাণীর নাম বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। নিমাই বলিতেছেন—

ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম

চৈ. ভা. ২।২৬

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম নবদ্বীপ হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল ও কাটোয়া হইতে দশ মাইল দূরে ঝামটপুরে। শ্রীনিবাস আচার্য ও গতিগোবিন্দ থাকিতেন কাটোয়া হইতে দুই মাইল ও শ্রীখণ্ড হইতে তিন মাইল দূরে যাজিগ্রামে। শ্রীখণ্ড রায়শেখরের গুরুস্থান এবং বহু কবি ও ভক্তের বাসস্থান। কাটোয়ায় এই সময়ে আর একজন কবি থাকিতেন, তিনি হইতেছেন দাস গদাধরের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।

রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস ও তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহ থাকিতেন নবদ্বীপ হইতে প্রায় আশী মাইল উত্তরে ভগবান্‌গোলা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এক মাইল দূরে তেলিয়াবুধুরি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ (যাঁহার সম্বন্ধে নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, 'শুনি তাঁর কাব্য কেহো হইতে নারে স্থির'—ভক্তিরত্নাকর, ১০।১৩৭) বুধুরির নিকটে বাহাদুরপুরে থাকিতেন। শ্রীনিবাসের আর একজন শিষ্য বংশীদাস চক্রবর্ত্তী, যিনি সম্ভবতঃ শুধু বংশী ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিতেন—বাহাদুরপুরের অধিবাসী। নৃসিংহ কবিরাজের বাড়ী ঝামটপুরের কাছেই—বাজারসোহু ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে কাঞ্চনগড়িয়া (কান্দী মহকুমা)। গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, কৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতির অনুবাদক যদুনন্দনদাসের বাড়ী কাটোয়া হইতে তের মাইল দূরে বর্দ্ধমানের কেতুগ্রাম থানার অধীন (আমোদপুর-কাটোয়া রেল লাইনের রামজীবনপুর ষ্টেশনের নিকটে) কাঁদড়া গ্রামে, যেখানে সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। নরোত্তম ঠাকুর বুধুরির খুব কাছেই খেতরিতে থাকিতেন। ভগবান্‌গোলা হইতে ১২ মাইল দূরে লালগোলা ঘাট। সেখানে ষ্টীমারে পদ্মা নদী পার হইলে গোদাগাড়ির পর প্রেমতলি পৌছানো যায়। খেতরি

প্রেমতলি হইতে মাত্র দুই মাইল দূরে। এখন বুধুরি মুর্শিদাবাদ জেলায় ও খেতরি অন্য রাষ্ট্রের রাজসাহী জেলায়। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমতলির পরের ষ্টীমার ষ্টেশন পাতিবোনা হইতে চার মাইল দূরে বোরাকুলি গ্রামে থাকিতেন। বীর হাম্বীর ও বল্লবীকান্ত কবিরাজ বনবিষ্ণুপুরে বাস করিতেন। কবীন্দ্র গোকুলানন্দ পঞ্চকোটের অন্তর্গত সেরগড়ে থাকিতেন। রায় বসন্তের বাড়ী ঠিক কোথায় ছিল জানা যায় না। তবে তিনি যখন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এবং

'শ্রীনরোত্তমের গৌড় ব্রজ উৎকলেতে।
গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে॥'

ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৪১৫

তখন তাঁহাকে খেতরি ও বুধুরির কাছাকাছির লোক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। উল্লিখিত গীত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মোটামুটি নবদ্বীপের একশত মাইলের বা কাটোয়ার ৭৫ মাইলের মধ্যে এ যুগের সকল কবিরই উদ্ভব হইয়াছিল। শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপূরকে গোবিন্দদাসের সমসাময়িক তবে বয়সে কিছু বড় বলা যায়। তিনি ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' লেখেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্ততঃ ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁহার বাড়ী কাঁচড়াপাড়া—নবদ্বীপ হইতে ৪১ মাইল দূরে। সুতরাং কবিকর্ণপূরকে আমরা সপ্তগ্রামের সহরতলীর বাসিন্দা বলিতে পারি। গোবিন্দদাসের যুগে সপ্তগ্রামে মাধবাচার্য্য বাস করিতেন। মুকুন্দরাম বর্দ্ধমানের দামুন্যার লোক, কাব্য লেখেন নাড়াজোলের উত্তরে আরড়ায় বসিয়া।

আমাদের আলোচ্য যুগে পাঠানেরা রাজ্য ও বড় বড় রাজা-জমিদারেরা ধনপ্রাণ হারাইলেন দেখিয়া নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

বণিকের ঐশ্বর্য্যও এ যুগে রাজাদের প্রতাপের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। মুকুন্দরাম বলেন—

সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বস্তে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥

হঠাৎ সপ্তগ্রামের বণিকেরা এমন অলস হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ জলপথের বাণিজ্য পর্ত্তুগীজদের অত্যাচারে অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজদের বন্দর হুগলিই বেচাকেনার প্রধান বন্দর হইয়াছিল। সুতরাং সপ্তগ্রামের বণিকেরা বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া অপেক্ষা ঘরে বসিয়া ফড়েগিরি করিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু ধনপতি সদাগরের মত দুঃসাহসিক বণিকও তখন বাংলা দেশে কিছু কিছু ছিল। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে Pyrard de Laval Maldivis বহু বাঙ্গালা বণিককে কড়ি ও নারিকেলের দড়ির জিনিষপত্র কিনিতে দেখিতে পান (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃঃ ৬৪)। সুতরাং সিংহলে ধনপতির বাণিজ্য করিতে যাওয়া কবি-কল্পনামাত্র নহে। পর্ত্তুগীজদের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, বাংলা হইতে খাদ্যদ্রব্য নিয়মিতভাবে বিক্রয়ের জন্য সিংহলে যাইত। কিন্তু বাঙ্গালী বণিকদের দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসে। ইংরাজ কুঠিয়ালদের কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বাঙ্গালীরা নৌকায় করিয়া কার্পেট লইয়া মছলিপত্তনে বিক্রয় করিতে যাইবার সময় পর্ত্তুগীজেরা ঐগুলি ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহাদের ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দের পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে যে রেশম বাংলা হইতে পাঠানো হয় তাহা পর্ত্তুগীজেরা দখল করিয়া লয়।

কাশিমবাজারে প্রচুর-পরিমাণ রেশম তৈয়ারী হইত। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বের্নিয়ার লিখিয়াছেন যে, ওলন্দাজদের কাশিমবাজারের রেশমের কুঠিতে সাত আট শত বাঙ্গালী রেশম তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত ছিল; ইংরাজ এবং অন্যান্য বণিকেরাও অনুরূপ সংখ্যায় লোক নিযুক্ত করিত। টাভার্নিয়ের লেখেন যে, এক কাশিমবাজারেই প্রতিবৎসর বাইশ হাজার গাঁট রেশম উৎপন্ন হইত এবং এক এক

গাঁটে পঞ্চাশ সের করিয়া রেশম থাকিত (History of Bengal, পৃঃ ২১৯ পাদটীকা)। বাংলা দেশের স্থতির জিনিষপত্র, নীল, সোডা, লাক্ষা, চিনি, ঘি, চাউল, লেপ প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হইত (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃঃ ৬৩)। কবিকঙ্কণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, ধনপতি সদাগর সিন্দূর, পাট, শণ, লবণ, রেশম, গোধুম, যব, তিল, ছোলা প্রভৃতি সিংহলে বিক্রয় করেন এবং লবঙ্গ, জায়ফল, হিঙ্গুল, প্রবাল, নীলা, মুক্তা, হীরা, চন্দন প্রভৃতি কিনিতে চাহেন (পৃঃ ১৬৮-১৬৯)। এই বর্ণনা একেবারে কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কুঠিয়াল পিটার ফ্লোরিস টমাস্ অ্যাল্ডওয়ার্থকে লেখেন যে, বাংলার উৎকৃষ্ট কাপড় বিক্রয় করা অপেক্ষা মোটা কাপড় ও সূতা বিক্রয়ে অধিক লাভ হয়। ঐ বছরই টমাস কেরিজ আজমীর হইতে লেখেন যে, সেখানে ২৯০ টাকা মণ দরে সিন্দূর বিক্রয় হয়, কিন্তু বাংলা দেশে এর চেয়ে সস্তাদরে সিন্দূর পাওয়া যায়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লেখা পত্র হইতে জানা যায় যে, বাংলা দেশে ক্রীত দস্তা, টিন, পারা ও হস্তীদন্ত গুজরাটে বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ হয় (Bengal under Akbar and Jahangir, পৃঃ ৫৭)। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

> শুণ্ডে ধরি গজবর আছাড়িয়া মারে।
> দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে॥
> চুপড়ি মুলিয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা।
> কৃষকে যেমন বেচে মূলার পসরা॥
>
> পৃঃ ৬৯

কবিসুলভ অতিশয়োক্তি এই বর্ণনায় থাকিলেও, ঐ সময়ে যে বাংলা দেশে প্রচুর গজদন্ত বিক্রয় হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। গজদন্ত বিক্রয় মানেই দেশের অনেক জায়গায় এমন জঙ্গল ছিল যে, হাতীরা অবাধে চলাফেরা করিতে পারিত। মহিষের শিঙ্গ বেচার কথাও মুকুন্দরাম বলিয়াছেন।

এই যুগে বাংলা দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ছিল বস্ত্র। Francesco Pellsart জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলা দেশে ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সোনারগাঁ হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ পর্য্যন্ত সকল গ্রামেই লোকে তাঁতের কাপড় তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে এবং ঐ জিনিষের যথেষ্ট সুনাম আছে। মীর্জ্জা নাথান মালদহে একখানি বস্ত্র সেকালের চার হাজার টাকা দিয়া কিনিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের ভাড়ু দত্ত দুইপণ দামের ভাল কাপড় পরিয়া পথে বাহির হইত। এই প্রসঙ্গে এই যুগের বাঙ্গালীদের পরিধেয় বসন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলি। কবিকর্ণপূর কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদীতে (২।৩১) লিখিয়াছেন, "কোনও দাস সুবর্ণবৎ পীতবর্ণ নূতন কৌষেয় অর্থাৎ রেশমী 'চেলযুগলং' বস্ত্রদ্বয় আনিলেন। অপর এক দাস শ্রীকৃষ্ণের হাতে ঐ দুইখানি বস্ত্র দিলে তিনি পূর্ব্ববস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঐ দুইখানি বসন পরিধান করিলেন।" দুইখানি কাপড় একে একে দেওয়া হইল এবং কৃষ্ণ দুইখানিই পরিলেন। আমার মনে হয় একখানি বস্ত্র নিম্নাঙ্গে ও অন্য বস্ত্র উর্দ্ধাঙ্গে পরিলেন অথবা কাপড় অত্যন্ত পাতলা বলিয়া একের উপর আর একখানি পরা হইত। মোরল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার India at the Death of Akbar গ্রন্থে কোন প্রমাণ না দেখাইয়াই শুধু বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি বলিয়া লিখিয়াছেন, "Jute clothing was the ordinary wear of the poorer classes" (পৃঃ ১১৯)—গরিব লোকেরা পাটের তৈয়ারী কাপড় পরিত। অথচ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, সে সময়ে পাটের চাষ বাংলা দেশে বিশেষ ছিল না। আমার মনে হয় প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'কাল পাটের শাড়ী' (তরু ৮১৭) ও মুকুন্দরামে 'পাটের জাদ' (পৃঃ ৭৬) ইত্যাদি দেখিয়া কেহ মোরল্যাণ্ড সাহেবকে ঐরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে 'পাট' মানে পট্ট অর্থাৎ রেশমী তাহা তিনি জানিতেন না। Ralph Fitch দেখিয়াছিলেন, "People go naked with a little cloth bound about their waist"—কোমরে এক টুকরা কাপড় ছাড়া লোকেরা উলঙ্গ হইয়া থাকিত। তিনি পথ চলিবার সময়ে মাঠে চাষীদের দেখিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন মনে হয়। গরম দেশে লোকে আপাদমস্তক

ঢাকিয়া থাকিতে পারে না; বিশেষ করিয়া কাদামাটীর মধ্যে কাজ করিবার সময় পূরা কাপড় পরা অসুবিধাজনক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা দেশে কলের চিনি তৈয়ারী একরূপ হইত না বলিলেই চলে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার গম, ধান ও চিনি ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রীত হইত। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো-কে সুরাটের কুঠিয়ালেরা লেখেন—"We deny not but that Bengalla brings wheat, rice and sugar to India, makes fine cloths etc., which showeth the fertility of the country and the quality of the inhabitants, who bring tillers of the earth and tradesmen by their sales in India reap the fruit of their labour and sustain life, and some no doubt get wealthy by merchandising." মোরল্যাণ্ড সাহেব (পৃঃ ১২০) মনে করেন যে, বাংলা দেশে গম বোধ হয় হইত না, পাটনার কাছাকাছি হইত। কিন্তু বাংলাদেশে তখন গম উৎপন্ন হইত। কবিকঙ্কণের দুর্ব্বলা হাটে যাইয়া "বিশা দরে কিনে আটা"।

'মুগ তিল গুড় মাষে গম সরিষা কাপাসে
সবার পূর্ণিত নিকেতন।'

বাংলায় চিনির উৎপাদন সম্বন্ধেও মোরল্যাণ্ড সাহেবের সন্দেহ ছিল। তবে মুকুন্দরামের এক গৃহস্থ বন্যার পর বলিতেছেন, "সর্ব্বস্ব ভাসিয়া গেল সাত মণ চিনি"। শর্করা-শিল্পের অতি বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় রায়শেখরের এই পদে—

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতরি[1] গদাধর।
নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ এক জুড়ি।
চালায় সরকার ঠাকুর হাতে প্রেম-নড়ি॥
গুণ-বান্ধা গায়েন বায়েন সব ফিরে।
হরিনাম-ইক্ষুরস দর দরাইতে পড়ে॥
যে পায় সে খায় রস কেহ না আলয়।
যত তত খায় তবু পেট না ভরয়॥
রূপ সনাতন তাহে রসের বাড়ুই।
নানা মতে করে পাক যার যে রুচই॥
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী।
বিনিমূলো দেয় রস গাগরি গাগরী॥
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল।
মাগিয়া যাচিয়া শালে খায় সর্ব্বকাল॥

পৃঃ ২২০০

মোরল্যাণ্ড সাহেব (পৃঃ ১০৩) কোন্ জমির কিরূপ খাজনা দিতে হইত তাহা দেখাইবার জন্য আইন-ই-আকবরী হইতে দেখাইয়াছেন যে, একর প্রতি গমের জমির জন্য ২৬ হইতে ৩০ টাকা ও ইক্ষুর জমির জন্য ৩৬ হইতে ৪২ টাকা খাজনা দিতে হইত। চাল ও গমের জমি হইতে কার্পাস চাষের জমির যে বেশী খাজনা ছিল তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় রঘুনাথদাস গোস্বামীর 'মুক্তা-চরিত্র' হইতে। ঐ গ্রন্থে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ একদিন তাঁহার গাভীদের গলায় মুক্তা পরাইবেন বলিয়া মুক্তা চাহিলে তাঁহাকে উহা দেওয়া হইল না দেখিয়া তিনি মায়ের কাছ হইতে কয়েকটি মুক্তা চাহিয়া তাহা একটি জমিতে বুনিলেন। তিনি গোপীদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা যেন ঐ জমিতে দুধ ঢালেন, তাহা হইলে মুক্তা ফলিবে। গোপীরা তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কয়েক-দিন পরে যখন ঐ জমিতে কতকগুলি লতা দেখা দিল তখনও গোপীরা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন যে, ওগুলি কাঁটার লতা। তারপর একদিন সত্য সত্যই ঐসব লতায় গুচ্ছ গুচ্ছ মুক্তা ফলিল। এই ব্যাপার দেখিয়া গোপীরা নিজেদের ঘরে যেখানে যে মুক্তা পাইল তাহা বাড়ীর লোকদিগকে না বলিয়া মাঠে আনিয়া বুনিল। কিন্তু তাহাদের জমিতে কোন লতা তো জন্মাইল না—উপরন্তু

[1] 'কাতরি' হইতেছে ঘানিগাছের সহিত কাত করিয়া লাগানো কাঠ, যাহা ঘুরিতে থাকে। 'জাঠি' মানে ইক্ষু মাড়াই করার সেই লম্বা কাঠ যাহা ইক্ষুকে পেষণ করে। 'প্রেম-নড়ি' মানে বলদ চালাইবার প্রেমরূপ লাঠি। 'কেহ না আলয়' মানে কেহই আলে না, অর্থাৎ বিতৃষ্ণা বোধ করে না। ইক্ষুশিল্পের খুব প্রচলন না থাকিলে এরূপ ধরণের পদ লিখিত হইত না।

মুক্তাগুলিও খোয়া গেল। তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুক্তা চাহিল, কেননা ইতিমধ্যে বাড়ীতে বাড়ীতে মুক্তার খোঁজ চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তার এমন মূল্য চাহিলেন যাহা গোপীরা দিতে রাজী হইল না। তখন শ্রীরাধা এক উপায় বাহির করিলেন। তিনি পত্র লিখিয়া লোক মারফৎ কৃষ্ণের উপর পরওয়ানা জারী করিলেন যে, তিনি বৃন্দাবনের অধীশ্বরীরূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন, সুতরাং বৃন্দাবনে যে জমি চাষ করিবে, তাহাকেই খাজনা দিতে হইবে।

রাধার হইয়া ললিতা কৃষ্ণকে বলিলেন, 'শ্যামাকক্ষেত্র হইতে ধান্যক্ষেত্রের কর অধিক, তাহা হইতে কার্পাস-ক্ষেত্রের, তাহা হইতে বাস্তুভূমির, আবার তাহা হইতে অপূর্ব্ব মুক্তাক্ষেত্রের কর পরার্দ্ধগুণ বেশী।' ঐ হিসাবে যদি শ্রীকৃষ্ণ কর দিতে না পারেন, তাহা হইলে কিছু মুক্তা দিলেই চলিবে। কোন্ হিসাব মতন মুক্তা দেওয়া হইবে তাহা লইয়া কিছু বাদবিতণ্ডা হইল। নান্দীমুখী বলিলেন, এই ক্ষেত্রের ফসল দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ ক্ষেত্রাধিপতি ও এক ভাগ কৃষক কৃষ্ণ পাইবেন, কেননা "তথায়ং পর-গ্রামাদাগত্য কৃষিবৃত্তিং কুর্বন্নাস্তে"—এই ব্যক্তি পরগ্রাম হইতে আসিয়া কৃষিবৃত্তি করিতেছে। কিন্তু রঙ্গণমালা বলিলেন, এ ব্যক্তি পরগ্রামবাসী কৃষক নহে, অধুনা এই বনে বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃষিকর্ম্ম করিতেছে। অতএব ইহার ফসলের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্তব্য, সমান ভাগ কিরূপে লাভ হইবে? (মুক্তাচরিত্র, পৃঃ ২০৬)। রঘুনাথ-দাস বড় জমিদারের ছেলে, "সপ্তগ্রাম মুলুকের মজুমদারের ছেলে", "বারো লক্ষ দেন রাজায় সাধে বিশ লক্ষ" (চৈ. চ., ৩।৬)—অর্থাৎ প্রজাদের নিকট হইতে বিশ লক্ষ টাকা কর আদায় করিয়া রাজাকে বার লক্ষ টাকা বার্ষিক দিতেন। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায় যে, আকবরের সময়ে সপ্তগ্রামের বার্ষিক রাজস্ব ছিল চার লক্ষ আঠার হাজার একশ আঠার টাকা। এত বড় ঘরের ছেলে জমির রাজস্ব সম্বন্ধে ঠিক খবরই দিয়াছেন আশা করা যায়। সে সময় ছোটবড় অনেক জমিদার ছিলেন—যদি অন্য জমিদারের প্রজা আসিয়া জমি চাষ করিত তবে তাহাকে অর্দ্ধেক ফসল দিতে হইত; কিন্তু সে যদি যেখানে চাষ করে সেইখানের বাসিন্দা হয়, তাহা হইলে তাহাকে এক-ষষ্ঠাংশ কর দিতে হইত।

কবিকঙ্কণ রাজস্ব আদায় বিষয়ে রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অমর হইয়া আছে। দুষ্ট কর্ম্মচারী প্রথমে তো কুড়ি কাঠার জায়গায় কোনাকুনি দড়ি দিয়া মাপিয়া পনের কাঠায় বিঘা স্থির করিয়া তাহার উপর কর লয়, উপরন্তু অনুর্ব্বর খিল ভূমি উর্ব্বর জমি বলিয়া লেখে। তাহাকে ঘুষ দিয়াও কাজ পাওয়া যায় না, উৎকোচস্বরূপ ধুতি লইয়াও কোন উপকার করে না। মুকুন্দরাম ঐরূপ অত্যাচারে নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন বলিয়া কালকেতুকে আদর্শ রাজারূপে অঙ্কন করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলাইতেছেন—

আমার নগরে বৈস যত ভূমি চাহ চষ
তিন সন বই দিও কর।
হাল পিছে এক তঙ্কা না করো কাহার শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর॥
খন্দে নাহি নিব বাড়ি রয়ে বসে দিও কড়ি
ডিহিদার না করিব দেশে।
সেলামী কি বাঁশগাড়ী নানা বাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে॥
পার্ব্বণী পঞ্চক যত গুড়া লোণ সানা ভাত
ধানকাটি কলম-কস্তুরে।
যত বেচ চালধান তার না লইব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে॥

বিক্রীত বস্তুর উপর দান বা শুল্ক লওয়া হইত বলিয়াই বৈষ্ণব কবিরা দানলীলা লিখিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা ভাগে জমি চাষ করাইতেন। তাই গৌরী তাঁহার মাতাকে বলিতে পারিয়াছিলেন—

জামাতারে বাপ মোর দিল ভূমি দান।
তথি ফলে মসুর কাপাষ মাষ ধান॥

শিব নিজে নিশ্চয়ই চাষ করিতেন না। তবুও তিনি সে যুগের ভদ্রলোকদের মতন জমি হইতে ধান, মাষকলাইয়ের

ডাল, মসুর ও কাপাস পাইতেন। তাহাতে ডাল-ভাত ও কাপড়ের অভাব মিটিয়া যাইত। একটু লবণ কিনিতে হইত। কালকেতু 'লবণের তরে চারি কড়া' ঋণ লইয়াছিলেন। তিনি যখন রাজা হইলেন তখন কায়স্থেরা আসিয়া বলিলেন যে তাঁহারা লক্ষঘর প্রজার সঙ্গে কলিঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন যে, "প্রজাগণে দেহ দান, ভূমিবাড়ী করিয়া চিহ্নিত" এবং "কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি।" তাঁহারা নিশ্চয়ই ঐ সব প্রজাদের দ্বারা ভাগে চাষ করাইতেন। আমার ধারণা যে রাঢ়ের অধিকাংশ কবিরই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত এইরূপ প্রজাদের নিকট হইতে শস্যাদি কর লইয়া। অন্নচিন্তা থাকিলে তাঁহারা কাব্যরচনায় এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

কবিকঙ্কণের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে তাঁহার সময়েও বাংলাদেশের দরজা অন্যান্য প্রদেশের লোকের জন্য খোলা ছিল। মারাঠারা বাংলায় চক্ষুচিকিৎসকের কাজ করিতেন। রাজপুতেরা ক্ষত্রি বা ছত্রি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, নসিপুরের রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ, পঞ্চকোটের হরি-নারায়ণের মতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

দোসর যমের দূত বৈসে যত রাজপুত
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ দান করে নানা ধন
দেশে দেশে যাহার সুকীর্ত্তি॥

এই মল্লরাজা নিশ্চয় বীর হাম্বীর। বিষ্ণুপুরের রাজাদিগকে মল্ল এবং তাঁহাদের স্থাপিত অব্দকে মল্লাব্দ বলা হইত। মুকুন্দরামের পৃষ্ঠপোষক রঘুনাথ চন্দ্রকোণার কাছে রাজত্ব করিতেন, আর চন্দ্রকোণা হইতে বিষ্ণুপুর মাত্র ২৩ মাইল দূরে। গরীব রাজপুতেরা মল্লযুদ্ধ করিতেন, কেহ বা শিকারী ছিলেন।

কবিকঙ্কণের বিভিন্ন জাতির পেশার বিবরণ উপভোগ্য। কায়স্থরা কথাবার্ত্তায় খুব ভদ্র, এবং সকলেই শিক্ষিত—'প্রসন্ন সবার বাণী লেখাপড়া সবে জানি'। গঙ্গার দুইকূলে রাঢ়ী কায়স্থদের বাস ছিল। কিন্তু তাঁহার ভাড়ু দত্ত কায়স্থকুলের কলঙ্ক। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা ধনীদের নিকট প্রচুর দান পাইতেন। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণ শস্ত্রোপজীবীও ছিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ 'ভারত ও পুরাণ' পাঠ করিতেন। পুরাণের মধ্যে ভাগবতই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। লহনার কোলে থাকিয়া শ্রীমন্ত ভাগবত শুনিতেন।

একালের মত সেকালেও পুরোহিতের কাজ করিতেন মূর্খ বিপ্র। তাঁহারা যজমানদের কাছ হইতে প্রচুর প্রণামী পাইতেন

চাউলের মোচকা বান্ধে টান।
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধিভাণ্ড
তেলিঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মামরা কড়ি কেহ দেয় দালি-বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥

কোন কোন ব্রাহ্মণ ঘটকালি করিতেন, কেহ বা গ্রহবিপ্র ছিলেন।

বৈদ্যদের মধ্যে গুপ্ত ও সেন ছাড়া, দাস, দত্ত ও কর উপাধিও ছিল। তাঁহারা চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতেন।

গোয়ালারা শুধু গোপালন করিতেন না, তাঁহারা ক্ষেতে নানা ধন জন্মাইতেন। তাঁহাদের অবস্থা বেশ ভাল ছিল।

মুগ তিল গুড় মাষে গম সরিষা কাপাসে
সবার পূর্ণিত নিকেতন।

তেলিরা তৈল তৈয়ারী করিতেন, কামারেরা কোদাল, কুড়ালি ও কৃষিকর্ম্মের উপযোগী অন্যান্য অস্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতেন। তাম্বুলীরা পান সাজিয়া বিক্রয় করিতেন ও বারুইরা পানের চাষ করিতেন। তন্তুবায়ের সংখ্যা সম্বন্ধে কবি বলেন যে—

শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনি ধুতি বোনে জোড় গড়া।

এখনকার দিনে কলিকাতাতে দুই চারিটি ফুলের দোকান আছে বটে, কিন্তু মফঃস্বলের কোন জেলা সহরে

সেরকম দোকান দেখা যায় না। কিন্তু সেকালে সব সহরেই এমনকি গ্রামেও মালীরা থাকিতেন। তাঁহারা

ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি ভরে লয়ে কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।

আগরি বা আগুরিরা (উগ্রক্ষত্রিয়) কোনরূপ উগ্রতা প্রকাশ করিতেন না—

'অনুচিত না করে কথন।'

মোদকেরা নানারকম মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিয়া ফিরি করিতেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী সরাকেরা রেশমের কাপড় বুনিতেন—"বুনে নেত পাট শাড়ি"। গন্ধবণিকেরা সুগন্ধি দ্রব্য তৈয়ারী করিতেন। কাঁসারিরা নানাধরনের বাসনপত্র তৈয়ারী করিতেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (পৃঃ ১০) সবচেয়ে বেশী বাসনের নাম আছে; যথা—

ডাবর বাটা, গুবাকসম্পুট, দর্পণ রসবাটিকা।
তাম্র হাণ্ডিরস, পিত্তল কলস, বারাণসীর ত্রিপাদিকা।
শঙ্খ বাটাবাটি, সরঙ্গী থাল, রসময় রসখুরী।
তিরোহিতা গাড়ু, তাম্র মুখারস মণ্ডল, শীতল পিত্তল ঝারি।

কবিকঙ্কণ ইহার উপর—

ডাবর চুনাতি বাটা সাপুড়া ঘাঘর ঘণ্টা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চ দীপ॥

সুবর্ণবণিকদের সম্বন্ধে কবির ভাল ধারণা ছিল না। কবির ভাড়ু দত্তের মতন মুরারি শীলও অমর।

কবি জেলে, কলু, বাইতি, বাগ্দী, কোঁচ, ধোবা, দরজী, সিউলি (যাহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করে), ছুতার, পাটনি, চণ্ডাল, পুলিন্দ, কিরাত, বেহারা, চামার, ডোম প্রভৃতি নানা জাতির ও নানা জীবিকার লোকের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বাগ্দীরা যাহারা "নানা অস্ত্র ধরি করে দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে" চলিত। লবণ বিক্রয় করা চণ্ডালের কাজ ছিল।

মুকুন্দরামের সময়তক মুঘলেরা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দা হন নাই। তাঁহারা ইংরাজদের মতন এদেশে পয়সা রোজগার করিতে আসিতেন। যত শীঘ্র পারেন যে কোন ভাবে কিছু বিত্ত সংগ্রহ করিয়া বাংলা দেশ, যাহাকে তাঁহারা "রুটিভরা নরক" বলিতেন, ছাড়িয়া উত্তর প্রদেশে চলিয়া যাইতেন। তাই দেখি কালকেতুর রাজ্যে মুসলমান প্রজাদের মধ্যে সকলেই পাঠান—

সাবোনি লোহানি আর লোদানি সুরয়ানি চার
পাঠান বসিল নানা জাত।

তাহারা "মাথায় না রাখে কেশ, বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।" তাহাদের মাথায় 'দশ রেখ টুপী' আর তাহারা

যারে দেখে খালিমাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ী।

এই ঢিল ছুঁড়িয়া মারিবার ভয়েই হউক বা রাজার কাছে খাতির পাইবার লোভেই হউক, কোন কোন হিন্দু ভদ্রলোক মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শুধু মুসলমানদের হাতেই ছিল; যথা—তীর তৈয়ারী করা, কাগজ বানানো, কাপড় রং করা, দরজির কাজ প্রভৃতি।

দেশে স্বর্ণমুদ্রা, রূপার টাকা, তামার পয়সা ও কড়ির মুদ্রার প্রচলন ছিল। র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ কুচবিহারে দেখিতে পান যে বাদাম (almond) দিয়া জিনিষপত্র কেনাবেচা হইতেছে। কিন্তু বাংলার অন্যত্র সাধারণ লোকে কড়ি দিয়াই ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চালাইত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখি দোকানীরা কড়ির হিসাবে দাম বলিতেছেন—'কড়ি বিনু কিছু দিব ক্ষমা কর মোরে' (চৈ. ভা., পৃঃ ২২৪)। কালকেতু গরীব অবস্থায়—

'তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয় বুড়ি' (পৃঃ ৪৮)।

দুর্ব্বলা দাসী অনেক জিনিষপত্র কিনিলেও হাটের হিসাব কড়িতেই দিয়াছিল। কিন্তু বৃন্দাবন অঞ্চলে অর্থাৎ রাজধানী আগ্রার কাছে কড়ির পরিবর্ত্তে পয়সাই বোধ হয় ক্ষুদ্রতম মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। কেননা কৃষ্ণদাস কবিরাজ হুসেন শাহের ভূতপূর্ব্ব অমাত্য সুবুদ্ধি রায়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

রায় শুষ্ক কাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা পায় একেক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চিবাইয়া।
আর পয়সা বানিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দ্দন॥

চৈ. চ., ২।২৫

মথুরায় অন্যান্য জিনিষের তুলনায় জালানি কাঠের দাম বেশী ছিল দেখা যাইতেছে। এক পয়সার চানা খাইলে একটি লোকের পেট ভরিত, কিন্তু এক বোঝা কাঠের দাম পাঁচ ছয় পয়সা। গৌড়দেশের লোক বৃন্দাবনে গেলে, মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে তাঁহাদের দেখাশুনা করিতে বলিয়াছিলেন। তাই সুবুদ্ধি রায় তেল কিনিয়া তাঁহাদিগকে মাখাইয়া দিতেন, কেননা গৌড় হইতে বৃন্দাবনের পথে অনেকের তেলমাখার সুবিধা হইত না। আর ঐ কাঠবেচার পয়সায় তাহাদিগকে দই ভাত খাওয়াইতেন। ব্যাঙ্কারের কাজ করিতেন বণিকেরাই। শ্রীরূপ গৌড় হইতে পলাইবার সময়—'গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে। সনাতন ব্যয় করে, রহে মুদি ঘরে।' (চৈ. চ., পৃঃ ২৬৯)। মীর্জ্জা নাথানের যখন কিছু টাকা ধার লইবার দরকার হইয়াছিল, তখন ঢাকার বণিকেরা অবিলম্বে তাঁহাকে প্রচুর টাকা ধার দিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরা কিন্তু টাকা-পয়সা পুঁতিয়া রাখিতেন বা চালে গুঁজিয়া রাখিতেন। কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন—

'চালের সহিত ধন ভাসি গেল জলে' (পৃঃ ৮৩)।

গৌড়ে টাকারও প্রচলন ছিল। বৃন্দাবনদাস বলেন যে গঙ্গাদাস যখন রাজভয়ে নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিতেছিলেন তখন নৌকায় পার হইবার জন্য পাটনীকে পুরস্কার দিতে রাজী হইয়াছিলেন—

'এক তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার'।

চৈ. ভা., পৃঃ ২২২

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বার্ণিয়ের লিখিয়াছেন যে বাংলাদেশে সোনা প্রবেশ করিবার শত দরজা খোলা, কিন্তু উহা বাহির হইবার একটী পথও নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে দেখি সনাতন গোস্বামী সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া বন্দীশালা হইতে মুক্তি পান। তাঁহার অনুচরের হাতে ইহার পরও আটটী স্বর্ণের মোহর ছিল (চৈ. চ., ২।২০)। আইন-ই-আকবরীতে আছে যে বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় হই তঙ্কায় ও স্বর্ণ মোহরে।

বাংলাদেশে সহরের সংখ্যা কম ছিল। পল্লী অঞ্চলেই বেশীর ভাগ লোক বাস করিত। চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপের বাজারের ও ঘাটের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় সেখানে বেশ বড় সহর ছিল। আমাদের আলোচ্য যুগে গৌড় নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষাকালে মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি মুনিম খাঁ নূতন রাজধানী তাঁড়াতে তাঁবুর মধ্যে বাস করা অসুবিধাজনক বলিয়া লোকজন লইয়া বহুদিনের পরিত্যক্ত গৌড়ের প্রাসাদে বাস করিতে আসেন। কিন্তু গৌড় নগরীর আবহাওয়া খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাই ঐ বৎসর বর্ষা ও শরৎকালে সেখানে প্রবল মহামারী দেখা দেয়। বহু মুঘল সৈন্য সেখানে প্রাণ হারায় ও বাকী লোকেরা বিহারে পলায়ন করে। জয়ানন্দ বলেন যে পানিহাটী বেশ ভাল সহর ছিল—

ইষ্টকা-রচিত হাটবাট রম্যস্থান।
দেউল দেহরা মঠ প্রপা পুষ্পোদ্যান॥

হালিসহর তখন সবেই একটা নূতন সহর—বোধ হয় আজকাল যেমন কলিকাতার অপর পাড়ে হাওড়া, তেমনি সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর অপর পারে হালিসহর বসিয়াছিল। কবিকঙ্কণ বলেন—

বামভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দুকূলের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কত করে দান॥
রজতের দীপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন॥

সপ্তগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষেও জাঁকজমক বজায় রাখিয়াছে—যদিও বন্দর সেখান হইতে হুগলিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

রাঢ় মধ্যে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম।
দুইদিন সাধু তথা করিল বিশ্রাম॥
কিনে বেচে নানা দ্রব্য নায়ে দিল ভরা।

আমরা পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের যুগের সঙ্গে সেক্সপীয়রের যুগের তুলনা করিয়াছি। সেক্সপীয়রের ইংলণ্ড স্পেনের আর্মাডাকে পরাজিত করিবার গৌরবে উৎফুল্ল বিজয়োন্মত্ত। ইংলণ্ডের অসমসাহসিক নাগরিকেরা পৃথিবীর নানা দেশে

ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন ; দেশে প্রচুর ধনের আমদানী হয় তাহারই আবহাওয়ায় Renaissanceএর বা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের প্রবাহ প্রবলতর হইল নব নব কাব্যে, নাটকে ইতিহাসে ও দর্শনে সেই যুগের ছাপ গভীর ভাবে মুদ্রিত হইল। আর বাংলাদেশে দেখি পাঠানমুঘলের, প্রাচীন ও নবীন রাজশক্তির সংঘর্ষ এবং ভুঁইয়াদের ও পুরাতন রাজাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদ-বিসংবাদ। তাহার উপর মগ ও ফিরিঙ্গিদের অকথ্য অত্যাচার। পর্ত্তুগীজদের কাছে আমরা কেদারা, মেজ, জানলা প্রভৃতি শব্দ ও পেঁপে, পেয়ারা, আনারস, ক্যাসুনাট প্রভৃতি ফলমূল পাইয়াছি জানাইয়া দিয়া আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁহাদের নিকট আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে ইঙ্গিত করিয়াছেন (History of Bengal, পৃঃ ৩৬৮)। কিন্তু পর্ত্তুগীজেরাই আমাদের দেশে মারাত্মক ফেরঙ্গ রোগের (সিফিলিস) আমদানী করেন তাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। 'ভাবপ্রকাশে' ফেরঙ্গ রোগের বিবরণ আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন কামরাঙ্গাকেও পর্ত্তুগীজদের আমদানী বলিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মরঙ্গের নাম রামায়ণেও আছে এবং সিলভ্যাঁ লেভি উহাকে আর্য্যদের আগমনের পূর্ব্বেরও ভারতীয় গাছ বলিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য যুগে কবিকর্ণপূর কৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদীতে (পৃঃ ১২৩) উহার উল্লেখ করিয়াছেন ও মুকুন্দরামের দুর্ব্বলা দাসী "কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই।"

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এত অশান্তির মধ্যে রাঢ়ে বা বঙ্গে কাব্য লেখা ও ন্যায়, স্মৃতি, তন্ত্র ও দর্শনের আলোচনা করা সম্ভবপর হইল কি করিয়া ? সম্ভব হইল প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের উদয়ের ফলে বাঙ্গালীর মানসগঙ্গা উথলিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সমসাময়িকেরা যে পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা সহজ, সরল, অলঙ্কারবিহীন অথচ সুতীক্ষ্ণ শরবৎ মর্ম্মস্থলে আসিয়া বেঁধে। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ অনুসারে শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহার সহচরবৃন্দ শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া যে রসশাস্ত্র ও ভক্তি-শাস্ত্র রচনা করেন, তাহা গৌড়দেশে আসিয়া আমাদের আলোচ্য যুগের বৈষ্ণব-পদাবলী সৃষ্টি করিল। শ্রীচৈতন্যের যুগের ন্যায় এ যুগের রচনা অনাড়ম্বর ও অলঙ্কারবর্জ্জিত নহে। ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিল রাখিয়া রচনা করিতে গেলে খানিকটা কৃত্রিমতা না আসিয়া পারে না। এই যুগের নবজাগরণের দ্বিতীয় কারণ এই যে ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, রাজশক্তি কখনই totalitarian বা জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে ব্যাপক হয় নাই। রাজা আসে, রাজা যায়, কিন্তু পল্লী অঞ্চলের লোকেরা চাষবাস করে, খায়, ঘুমায়, যে রাজা হয় তাহাকেই কর দেয়। বাংলার মাটি অসম্ভব রকম উর্ব্বরা ছিল। তাই লোকের খাওয়া-পরার অভাব হইত না। তৃতীয়তঃ গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবি যাঁহাদের জন্য পদ রচনা করিয়াছিলেন, ও যাহারা তাঁহাদের পদাবলী গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের আর্থিক প্রয়োজন ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। বৈষ্ণবেরা সন্তোষকে জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছেন। তাঁহারা প্রার্থনা করেন—

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া ছিঁড়া কাঁথা গায় দিয়া
তেয়াগিব সকল বিষয়।
হরি অনুরাগ হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন
ফলমূল বৃন্দাবনে খাঞা দিবা অবসানে
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥

(নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা
—তরু ৩০৫০)

কৌপীন পরিয়া দিনান্তে ফলমূল খাইয়া স্বদেহে বা অনিশ্চিত মানসদেহে ব্রজে বাস করাকেই যাঁহারা সুদিন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক অশান্তি ও আর্থিক অনটন কাব্যরচনা হইতে বিরত করিবে কিরূপে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভা

সেকালে বিষয়-নির্ব্বাচনে খুব কম কবিই মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন। কালিদাস ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যের নিকট ঋণী। গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেম লইয়া পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা প্রভৃতি বিষয়ের উপর পদ রচনা করিয়াছেন। লৌকিক নায়ক-নায়িকাকে লইয়া ঐসব বিষয়ে কবিতা লেখা বহুকালের প্রাচীন প্রথা। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের সামন্ত মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস সদুক্তি-কর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহ-বীচিতে নিম্নলিখিত প্রত্যেকটী বিষয়ের উপর অন্যূন পাঁচটী করিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১) বয়ঃসন্ধি, (২) কিঞ্চিদ্‌ উপারূঢ়-যৌবনা, (৩) যুবতি, (৪) নায়িকাদ্ভুত (অর্থাৎ নায়িকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত সিংহ, হরিণ, বিম্বফল ইত্যাদির তুলনা করিয়া বর্ণনা করা) (৫) মুগ্ধা, (৬) মধ্যা, (৭) প্রগল্‌ভা, (৮) নবোঢ়া, (৯) বিস্রব্ধনবোঢ়া, (১০) খণ্ডিতা, (১১) অন্যরতিচিহ্ন-দুঃখিতা, (১২) বিরহিণী, (১৩) বাসকসজ্জা, (১৪) স্বাধীনভর্ত্তৃকা, (১৫) বিপ্র-লব্ধা, (১৬) কলহান্তরিতা, (১৭) মানিনী, (১৮) অনুরক্তা, (১৯) প্রবসদ্ভর্ত্তৃকা, (২০) প্রোষিতভর্ত্তৃকা, (২১) অভি-সারিকা, (২২) দিবাভিসারিকা, (২৩) তিমিরাভিসারিকা, (২৪) জ্যোৎস্নাভিসারিকা, (২৫) দুর্দ্দিনাভিসারিকা ইত্যাদি। ঐ গ্রন্থে শঠ ধৃষ্ট গ্রাম্য নায়ক প্রভৃতির সম্পর্কেও শ্লোক সঙ্কলিত হইয়াছে।

গোবিন্দদাস সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে সঙ্গীতমাধব নাটকও রচনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় যে তিনি সদুক্তিকর্ণামৃত ও শ্রীরূপের পদ্যাবলী পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনেক পদেই ঐ দুই সঙ্কলনের শ্লোকগুলির ভাষার ও ভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মানভঙ্গ, বিরহ, রসোদ্গার, ভাবোল্লাস প্রভৃতি বিষয় লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের যুগে বলরামদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা, গোষ্ঠ, শ্রীরাধার রূপ, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, রসালস, রসোদ্গার, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, দানলীলা, নৌকাখণ্ড, বিরহ প্রভৃতির উপর বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন। তারপর জ্ঞানদাসের আবির্ভাব। তাঁহার পদাবলীর মধ্যেও আমরা গোষ্ঠ, বয়ঃসন্ধি, পূর্ব্বরাগ, রূপানুরাগ, নবোঢ়া-মিলন, অভিসার, মান, আক্ষেপানুরাগ, বংশীশিক্ষা, বসন্তবিহার, রাস, রসোদ্গার প্রভৃতি বিষয়ে রচিত পদরত্নসমূহ পাই। গোবিন্দদাস ইঁহাদেরই মতন বিষয় লইয়া পদ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহারা কেহই বিষয়-বৈচিত্র্যে গোবিন্দদাসের সমকক্ষ নহেন। বিদ্যাপতিতে, বলরামদাসে বা জ্ঞানদাসে অষ্ট-কালীয় লীলা নাই, থাকিবার কথাও নহে; কেননা খুব সম্ভব শ্রীরূপের নির্দ্দিষ্ট ভজনপ্রণালী অনুসারে উহা বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গৌড়ে কবিকর্ণপূর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। বিদ্যাপতি ও বলরামদাসে শ্রীকৃষ্ণের রূপ লইয়া রচিত পদ নাই বলিলেই হয়।

সদুক্তিকর্ণামৃত, শার্ঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতি শ্লোকসংগ্রহ গ্রন্থে পুরুষের রূপবর্ণনা নাই। ইহার কারণ বোধ হয় সামাজিক। মেয়েদের ভিতর লেখাপড়ার খুব বেশী প্রসার ছিল না। সুতরাং পুরুষের রূপবর্ণনা করিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাহা ছাড়া পুরুষের রূপবর্ণনা পড়িয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক পুরুষ মুগ্ধ হয় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর শ্রীকৃষ্ণ হইলেন রাধিকার প্রাণপতি, ভক্তগণ রাধিকার অনুগত

নিজজন, সেই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই দয়িত। তাই তাঁহার রূপবর্ণনায় জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস অগ্রসর হইলেন।

বিদ্যাপতিতে গোষ্ঠ, কলহান্তরিতা ও প্রেমবৈচিত্ত্য নাই। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিদ্যাপতির সংস্করণে প্রেমবৈচিত্ত্য পর্য্যায়ে যে পদগুলি ছাপা হইয়াছিল, সেগুলি সম্ভোগের ও রসোদ্গারের পদ—তাহার মধ্যে একটিও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ নাই। থাকা স্বাভাবিকও নহে। কেননা 'কোরহি দেখিতে না পায়'—কোলে থাকিলেও না দেখিতে পাইয়া বিরহে আকুল হওয়া এইরূপ ভাব শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীই প্রথম প্রচার করেন।

শ্রীরূপ অবশ্য উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রেমবৈচিত্ত্যপ্রকরণে বলিয়াছেন যে পার্শ্বে অবস্থিত প্রিয়তমকে কখনও কখনও অনুপস্থিতের মতন যে বোধ হয় তাহার সুন্দর উদাহরণ দেখাইবার নিমিত্ত বোপদেব মুক্তাফলে দ্বারকার মহিষীদের গীতবিভ্রম বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বোপদেবের গ্রন্থে শুধু "কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে" ইত্যাদি (১০।৯০।১৫) শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহার অর্থ এই "হে কুররি! ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে জ্ঞান গোপন রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; তুমি বীতনিদ্র হইয়া তাহা হইলে বিলাপ করিতেছ কেন? অথবা হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের হাস্যসমন্বিত উদার লীলাকটাক্ষের দ্বারা আমাদের মতন তোমারও চিত্ত কি গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে?" ইহাতে প্রেমবৈচিত্ত্য স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না। সেকালের পণ্ডিতেরা কোন কিছুই নূতন করিতেছেন বলিতে চাহিতেন না, যেন পুরাতন কথাই তাঁহারা বলিতেছেন ইহা দেখাইবার জন্য ব্যগ্র থাকায় কোন না কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেন। শ্রীরূপও এখানে ঐরূপ করিয়াছেন। তিনি প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন যে প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয় ব্যক্তি নিকটে থাকিলেও তাঁহার সহিত বিচ্ছেদের ভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয় তাহাকেই প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। উদাহরণস্বরূপ তিনি "আভীরেন্দ্রসুতে স্ফুরত্যপি" ইত্যাদি শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। উহার ভাবার্থ এইভাবে অনূদিত হইয়াছে :—

কানুক কোরে বৈঠি ধনি কহতহি কাঁহা গেও নাগররাজ।
কি মঝু দোষে ছোড়ল বর নাগর হই বলি পড়ু ক্ষিতি মাঝ॥
এ সখি! কানু দেহ মুঝে আনি।
ঐছন রাইক বচনে হরি বিস্মিত বদনে লাগাওল পানি॥

শচীনন্দনকৃত উজ্জ্বলচন্দ্রিকা, পৃঃ ১৮১

গোবিন্দদাস শ্রীরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও প্রেমবৈচিত্ত্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে রাধাই শুধু 'হারাই হারাই' ভাবেন না, শ্রীকৃষ্ণও রাধাকে কোলে পাইয়াও বিলাপ করেন—

আর কিয়ে কনক-কষিল-তনু সুন্দরি
দরশ পরশ মঝু হোয়। (৬০১)

রাইয়ের কোলে কানু ঐরূপ বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া ব্রজবনিতাগণ হাসিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু গোবিন্দদাস প্রেমের এই অদ্ভুত রীতি বুঝিতে না পারিয়া সংশয়াপন্ন হইলেন। আর একটি পদে দেখি রাধা শ্যামের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া বিলাপ করিতেছেন, "সো তনু সরস পরশ যব পাওব তবহিঁ মনোরথ পুর।" এইরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া শ্যাম রাধাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন (৬০৩)। এই সব কবিতার ভাবকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে গোবিন্দদাসের "রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর" ইত্যাদি পদে (৬০৪)। প্রেমে যে নায়ক-নায়িকা কতদূর জ্ঞান হারাইতে পারে তাহা দেখাইতে যাইয়া কবি বলিতেছেন যে রাধার এই অপূর্ব্ব ভাববিহ্বলতা দেখিয়া কৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইলেন।

মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বেয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরি চিত্র-পুতলি সম চায়॥

প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ বলরামদাস ও জ্ঞানদাসে নাই। সুতরাং পদকর্ত্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাসই এ বিষয়ে পদরচনা করিতে প্রথম অগ্রসর হন। তাঁহার বন্ধু, নরোত্তমের শিষ্য বল্লভদাসেরও দুটী সুন্দর প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ পাওয়া যায় (তরু ৭৬৯ ও ৭৭০)।

জ্ঞানদাসের খণ্ডিতার পদ পাওয়া যায় না। বলরামদাস নামাঙ্কিত খণ্ডিতার পদগুলি ব্রজবুলিতে লেখা। খুব সম্ভব

এগুলি গোবিন্দদাসের বংশসম্ভূত সেই বলরামের লেখা যাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবদাস বলিয়াছেন "কবি-নৃপ-বংশজ"[১]।

গোবিন্দদাসের খণ্ডিতার পদগুলি বিদগ্ধতার অপূর্ব্ব নিদর্শন বলিয়া রসিকজন বলিয়া থাকেন। কিন্তু ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুদাস তাঁহার সংকীর্ত্তনামৃতে কয়েকটী প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে কবি তাঁহার অধিকাংশ ভাবের জন্য প্রাচীনদের নিকট ঋণী। আমাদের ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩ ও ৪৪৪ সংখ্যক পদের টীকায় ঐ সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রাচীন কবির শ্লোকের ভাব লইয়া লিখিলেও গোবিন্দদাস ঐ কয়টী পদে স্বীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন।

'সহজই গৌরি রোখে তিন লোচন' প্রভৃতি পদটীর প্রথম অংশ সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ বটে, কিন্তু কবি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব পদে রাধার উক্তির প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া বলিতেছেন—সুন্দরি! তুমি বলিতেছ যে আমাকে দেখিয়াই তোমার মনে মনসিজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই দগ্ধ মনোভবকে পুনরুজ্জীবিত করিতে তুমিই পার। একটু হাসিরূপ বর দিলেই মন্মথ আবার বাঁচিয়া উঠিবে—

দহন মনোভবে তোহি জিয়াওবি
ঈষত হাসি বরদানে।

তোমার কৃপা হইলে, যাহা কিছু বাধাবিপত্তি আছে সব খণ্ডিত হইবে, এই কথার প্রমাণ গোবিন্দদাস স্বয়ং।

তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডব
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

এখানে কবি মূল শ্লোকের কবিত্বকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। কেননা মূল শ্লোকে ধৃষ্ট নায়ক শুধু কথা-কাটাকাটি করিয়া যেন দাবী করিয়াছেন যে তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হউক। গোবিন্দদাস কৌশলে রাধাকে চাটুবাক্য বলিয়া তাঁহার কৃপা চাহিতেছেন। পরবর্ত্তী পদটীর 'নখ পদ হৃদয় তোহারি' ইত্যাদিও (৪৪৩) সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ বটে, কিন্তু এখানেও গোবিন্দদাস মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। মূল শ্লোকে আছে যে তুমি আমার অর্দ্ধেক দেহ চাহিতেছ কেন, দুজনের শরীর তো একই। গোবিন্দদাস ইহাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া বলিতেছেন, 'তুহুঁ হাম একই পরাণ।' তাহা না হইলে কি এমন হয় যে আমার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে আর তোমার বাক্য গদগদ হইয়া গেল। যখন মনপ্রাণ উভয়ের একই তখন আর দেহের মিলনে কি হইবে? আমি ফর্সা, তুমি কাল, মিল হইবেই বা কিরূপে? পরের ভাবধারা অনুবাদ করিতে করিতে চট করিয়া তাহাকে নিজস্ব খাতে প্রবাহিত করিতে পারা কম কৃতিত্বের কথা নহে। 'কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি' (৪৪৪) উজ্জ্বলনীলমণির ধৃষ্ট নায়কের উক্তির ভাবানুবাদ বটে, কিন্তু এখানেও পদের শেষার্দ্ধ গোবিন্দদাসের সম্পূর্ণ মৌলিক। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি গৈরিক রং লাগাইয়াছি, তুমি মনে করিলে কি বুকে আলতার দাগ লাগিয়াছে? আমার কপালের ফাগুয়ার বিন্দুকে তুমি সিন্দূর ভাবিলে। হায় হায় তোমার খবর পাইবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া থাকায় আমার চোখ লাল হইয়াছে, আর তুমি কিনা উলটিয়া আমায়

১ বলরামের একটী পদে (তরু ৩৮০) গোবিন্দদাসের অনুকরণ-চেষ্টা স্পষ্ট দেখা যায়। গোবিন্দদাসের রাধা অনেক কৌশলে বলিয়াছেন যে—হে কৃষ্ণ, তোমার তো শিবের সঙ্গে সবই মিলিয়া যায়, তোমার কপালে সিঁদুর দেখিয়া মনে হয় আগুন, চন্দনের রেণু গায়ে দেখিয়া মনে হয় ভস্ম মাখিয়াছ। শুধু একটা বিষয়ে একটু পার্থক্য দেখিতেছি। তুমি দিগম্বর হও নাই কেন?

তবহুঁ বসন ধর কাঁহে দিগম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।

কবি মন্তব্য করিয়াছেন কৃষ্ণ ভুল করিয়া রাধার শাড়ী পরিয়া আসিয়াছেন, তাই পরের কাপড় কাপড়ের মধ্যে গণ্য করা হয় না। ব্যঞ্জনা—রাইয়ের শাড়ী এমন পাতলা যে কৃষ্ণকে প্রায় দিগম্বরই দেখাইতেছে ইহারই যেন প্রতিধ্বনি করিয়া বলরামদাস বলিতেছেন—

শ্যামর অঙ্গে নীল কিয়ে
জলদে জলদ মিলি গেল।
দূরহি দীগ- বসন জনু হেরিয়ে
ঐছন মরমহি ভেল।

শ্যামের দেহে নীলবসন যেন মেঘে মেঘ মিশিয়া গিয়াছে, দূর হইতে দেখিয়া মনে হয় যেন দিগ্বসন অর্থাৎ উলঙ্গ।

দোষ দিতেছ? এখানে কৃষ্ণের হয়কে নয় করার চেষ্টা ছাড়াও একটা করুণ আকৃতির ভাব দেখা যায়। তিনি যেন তাঁহার ভাগ্য খারাপ দেখাইয়া রাধার করুণা ভিক্ষা করিতেছেন।

সকালবেলা নায়ক অন্য নায়িকার নিকট হইতে সম্ভোগ-চিহ্ন বহন করিয়া বাসকসজ্জায় প্রতীক্ষমাণা প্রিয়ার কাছে আসার বর্ণনার সূত্রপাত বোধ হয় অমরু করিয়াছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে ধৃত তাঁহার একটী কবিতার (২।২৪।৪) ভাব এই—কপালের উপর আলতার দাগ, গলায় (হাত দিয়া জড়াইয়া ধরার জন্য) কেয়ূরের ছাপ, মুখে কাজলের কালো রং, নয়নে তাম্বূলের রাগ—সকালবেলায় প্রিয়ের এই কোপজনক মণ্ডন দেখিয়া পঙ্কজাক্ষীর নিশ্বাসগুলি কেলিপঙ্কজের ভিতরই সমাপ্ত হইল। ইহার খানিকটা প্রভাব পড়িয়াছে গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত পদে :

নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত
নয়নহিঁ তাম্বূল দাগ।
সিন্দুরবিন্দু চন্দন-ইন্দু ঝাঁপল
উর পর যাবক রাগ॥
(৪৩৬)

কিন্তু অমরুর নায়িকা যেখানে নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার দুঃখের ভার বহিতেছে, গোবিন্দদাসের রাধা সেখানে দৃপ্তা হইয়া বলিতেছেন—এখন এমন বোকা মেয়ে কে (গোঙারি—গ্রাম্যা মেয়ে, বোকা মেয়ে) আছে যে তোমার ঐ ঝামার মতন দেহ দেখিয়াও তাহা ছুঁইতে রাজী হইবে?

কোন গোঙারি তোহে অব পরশব
হেরি তুয়া ঝামর দেহ।

গোবিন্দাদের অনুবাদপটুতা ২৯৯, ৩৬৬, ৫৮৫ সংখ্যক পদেও দেখা যায়। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক স্থানেই তিনি স্বীয় প্রতিভার যাদুকাঠি বুলাইয়া প্রাচীন কবিদের ভাবকে সুন্দরভাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন। অভিসারের সুপ্রসিদ্ধ পদ—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর-পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনি জাগি॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনি
তিমির পয়ানক আশে।
কর-কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে॥
গুরু-বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচন মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস্ পরমাণ॥
(৩৬৬)

ইহা যে কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ের ৫১৯-সংখ্যক শ্লোকের ভাবানুবাদ তাহা অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় দেখাইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণব কবিতা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, গোবিন্দদাসও তেমনি ঐ শ্লোকটী অনুবাদ করিয়া অপূর্ব্ব বিদগ্ধতা দেখাইয়াছেন। শ্লোকে—

'গাগরি-বারি ঢারি করু পীছল
চলতহি আঙ্গুলি চাপি'—এ জাতীয় কোন কথা নাই। রাধা ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া বাড়ীর উঠান পিছল করিয়াছেন, আর তাহার উপর পা টিপিয়া টিপিয়া চলা অভ্যাস করিতেছেন, কেননা তাঁহাকে বর্ষার রাত্রিতে পিছল পথ দিয়া আঁধারের মধ্যে অভিসার করিতে হইবে। মূল শ্লোকে এইরূপ কথা নাই। গোবিন্দদাস বলেন—'মন্দিরে যামিনি জাগি'—রাত্রিবেলায় যখন সবাই ঘুমাইয়াছে, তখন রাধা একলা রাত জাগিয়া জাগিয়া সুকঠিন পিচ্ছিল পথে কি করিয়া চলিতে হয় তাহা শিখিতেছেন। গোবিন্দদাস সব চেয়ে বেশী মৌলিকতা দেখাইয়াছেন 'কর-কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন' ইত্যাদিতে। সংস্কৃত শ্লোকের কবির পথে সাপের ভয় ছিল না। কিন্তু রাধা জানেন যে তাঁহার পথে বড় বড় সাপ আছে; তাহাদের মাথায় মণি জ্বলে। সেই

মণির আলোকে যদি কেহ তাঁহাকে অভিসারে যাইতে দেখে, তাহা হইলে শুধু যে নিন্দা হইবে তাহা নহে, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পথও হয়তো চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই তিনি সাপুড়েদের কাছে সাপের মুখ কি করিয়া বাঁধিতে হয় তাহা শিখিতে চাহেন। উহা শিখিতে পারিলে সাপকে ধরিয়া তাহার মণি আচ্ছাদিত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু সাপুড়েরা তাঁহাকে বিনা পয়সায় শিখাইবে কেন? আর তিনিই বা পয়সা কোথায় পাইবেন। কিন্তু হাতে তো সোনার কঙ্কণ আছে। তাহাই তিনি পণ বা পুরস্কার-স্বরূপ দিয়া সাপুড়েদের কাছে সাপের মুখবাঁধার কৌশল বা মন্ত্র শিখিবেন। এত কথা কত অল্পাক্ষরে কবি প্রকাশ করিয়াছেন।

সংস্কৃত শ্লোকটীর কবি মুগ্ধা নায়িকার পথ চলা অভ্যাস করার কথাই বলিয়াছেন, তাহার প্রেমোন্মত্ততার আর কোন পরিচয় দেন নাই। গোবিন্দদাস বলেন যে রাধা গুরুজনদের কথা কিছুই কানে শুনিতে পান না, 'বধির সম মানই'। শুনিবেন কি করিয়া, তাঁহার কানে যে অহরহ মুরলীর ধ্বনি বাজিতেছে। তাই তিনি গুরুজনদের এক কথা শুনিয়া অন্য কথার জবাব দেন। আর বাড়ীর যাহারা অন্যান্য লোক—পরিজন, তাহারা কথা বলিলে, তিনি বুঝেন না তাহারা কি বলিতেছে, শুধু বোকার মতন একটু হাসেন। মনপ্রাণ সব যে দয়িতের নিকট নিবেদিত হইয়া গিয়াছে, তাই অপরের কথা শুনিবার বা বুঝিবার শক্তিও রাধার লোপ পাইয়াছে। মিল্টনকে এক সমালোচক greatest plagiarist বলিয়াছেন। মিল্টনের মত গোবিন্দদাসও অপর কবির ভাবকে শুধু আপন করিয়া লন নাই, তাহাকে সুন্দরতর ও অধিকতর ভাবসমৃদ্ধ করিয়াছেন। বলা প্রয়োজন যে পদ্যাবলীর (১৯৭) একটী পদে রাধার হাত দিয়া সাপের মণি ঢাকার কথা আছে।

গোবিন্দদাসের 'দরশনে লোর নয়ন-যুগ ঝাঁপি' ইত্যাদি পদ (৫৮৫) কাব্যপ্রকাশের 'ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয় সঙ্গমেঽপি' ও পদ্যাবলীর 'আনন্দোদ্গমবাষ্পপূরপিহিতং' শ্লোক (৩৮৪) লইয়া লেখা বটে, কিন্তু ঐ দুইটী শ্লোকে নায়িকার অপূর্ব্ব আক্ষেপের কোন ইঙ্গিত নাই। গোবিন্দদাসের রাধা বলিতেছেন—আমার বৃথাই শ্যাম-কলঙ্ক হইল; আমার সঙ্গে যে শ্যামের রভস-কেলি হইয়াছে তা আমার মনে পড়ে না। পড়িবে কিরূপে? তাহাকে দেখিলেই আমার চোখ আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত পাই না। তাহার নাম শুনিলেই দেহ অবশ হইয়া যায়, তাই আলিঙ্গন করিতে আসিলে আমার বাহুদ্বয় কাঁপিতে থাকে, চুম্বন-কালে আমি তো একেবারেই চেতনা হারাই, সুতরাং 'কো জানে কৈছে রভস-রস কেলি'। তথাপি পোড়া লোক কিনা আমার নামে কলঙ্ক দেয়, জগৎ ভরিয়া আমার অকীর্ত্তি যে—'রাধামাধব অবিচল লেহ'।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে (পৃঃ ৯৮৭) বলিয়াছেন যে বিদগ্ধ নায়ক নায়িকার পরস্পরের মধ্যে লীলাবিলাসে যে সুখ হয় তা সম্প্রয়োগে হয় না। গোবিন্দদাস শ্রীরূপের এই সূত্র অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন যে যাহার সহিত কেলিকলারস আস্বাদন করিবে বলিয়া রাধা কত সংকল্প করিয়াছিলেন,

তাকর পানি পরশে তনু পরবশ
অবহি বিচেতন ভেল। (২৭১)

রাধা প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণদর্শন করিতে পারেন না—

দরশনে নহ ত নয়ন ভরি তিরপিত
পরশনে না রহে গেয়ান। (২৭৩)

মিলন হইলে রাধাশ্যাম সম্ভোগের কথা ভুলিয়া যান—

রসের আবেশে দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি
বিহুরল প্রেম-সাঙ্গাতি। (২৮৮)

পরস্পরে যখন কাছাকাছি আসেন, তখন দেহ নিবিড়তর মিলন চায় বটে, কিন্তু উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া আর পলক ফেলিতে পারেন না, সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে আর বিলাস হইবে কিরূপে?

মুখ অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ। (৩৩২)

চোখ আনন্দনীরে পরিপূর্ণ হয়, তখন যদি আলিঙ্গনের জন্য বাহু প্রসারণ করেন তো—

কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত-জলধি অবগাহ।

তাই কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন যে, এইরূপ যে দীর্ঘকালস্থায়ী মিলন তাহা সম্ভোগ-বিলাস অপেক্ষা লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ।

চিরদিনে মিলন লাখগুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস। (৩৩২)

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে মদন-মোহন (কামকে যিনি মোহিত করেন) রূপে অঙ্কন করিয়াছেন বলিয়াই গোবিন্দদাসের পক্ষে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। এরূপ মিলনের চিত্র বিদ্যাপতির পদে কোথাও নাই।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কোন্ কোন্ পদ পাইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতিতে বিদ্যাপতির ১৯০টী মাত্র পদ ধৃত হইয়াছে। অথচ গোবিন্দদাস বলিতেছেন যে, বিদ্যাপতি 'লাখ গীতে জগচীত চোরায়ল' (৪৬) এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, বিদ্যাপতির পদকমলের মধু পান করিয়া তাঁহার চিত্তে যেন—

রসিক শিরোমণি নাগর-নাগরী
লীলা স্ফুরব কি মোয়। (৪৫)

কিন্তু বিদ্যাপতির যে ৭৯০টী অকৃত্রিম পদ আমরা পাইয়াছি, তাহার মধ্যে ৩৮৪টী অর্থাৎ শতকরা ৪৮ ভাগ কবিতায় রাধাকৃষ্ণের কোন উল্লেখ নাই। রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ যেখানে আছে সেখানেই প্রেমভক্তির কথা বিদ্যাপতি বলিয়াছেন তাহা নহে। কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি। একটী পদে (মিত্র-মজুমদার সংস্করণ ৩৫। অতঃপর শুধু ঐ সংস্করণের সংখ্যা উল্লেখ করিব) কোন তরুণী তাহার সখীকে বলিতেছে—

নীল কলেবর পীত বসনধর
চন্দন তিলক ধবলা।
সামর মেঘ সৌদামিনি মণ্ডিত
তথিহি উদিত সসিকলা॥
হরি হরি অনতয় জনু পরচার।
সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার॥

কিন্তু কবি তাহার উত্তরে আভোগে (ভণিতায়) বলিতেছেন—

ভণই বিদ্যাপতি অরে বর জৌবতি
জানল সকল মরমে।
সিবসিংঘ রায় তোরা মন জাগল
কাহ্নু কাহ্নু করসি ভরমে॥

গোবিন্দদাস এই পদ দেখিলে নিশ্চয়ই মর্মাহত হইতেন। বিদ্যাপতির ৭৭ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, কোন তরুণী বলিতেছে যে তাহার ঘরে এক শ্যামবর্ণ পুরুষ অতিথি হইয়াছিল এবং রাত্রিটা রঙ্গরসে বেশ কাটিয়াছিল। কবি তাঁহাকে বলিতেছেন, 'কাহ্নুরূপ সিরি সিবসিংহ আএল'।

তাঁহার ৯৯ সংখ্যক পদে দেখি এক অভিসারিকা কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে পথে বাহির হইয়াছে, এমন সময়—

আন্তর পান্তর বাট উগি গেল
চন্দা করম চণ্ডার।

প্রান্তরের মধ্যপথে চণ্ডালের মত কাজ করিয়া চন্দ্র উদিত হইল। সুন্দরী তখন উভয় সঙ্কটে পড়িল, চাঁদের আলোতে সঙ্কেতস্থানেও যাওয়া যায় না, ঘরেও ফেরা যায় না—

ন পরে পৌলিহুঁ ন ঘরে গেলিহুঁ
দুহু কুল ভেল হানি।

এদিকে পঞ্চশর যুবতীকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই কবি তাহাকে বলিতেছেন—

ভণে বিদ্যাপতি সুনত এ যুবতি
অছ এ গুননিধান।
রাএ সিবসিংহ রূপনরাএন
লছিমা দেবি রমান।

তাহার মদনজ্বালা নিবারণ করিবার জন্য গুণনিধান শিবসিংহ আছেন। ১৬৪ সংখ্যক পদেও ঐরূপে বিরহিণীকে বলা হইয়াছে—

লখি দেবিপতি পূরিহ মনোরথ
আবিহ সিবসিংহ রাজা।

১৭৫ সংখ্যক পদটীতে বিরহিণীর দুঃখ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া বিদ্যাপতি বলিতেছেন—

দিবস রহওঁ হেরি রঅনি বইরিনি ভেলি
বিসম কুসুম সর ভাবে।
নঅন নীরগল মুরছি ধরনি পল
নিরদএ কন্ত নাহি আবে॥
সমঅ মাধব মাস পিআ পরদেস বস
তাহি দেখ বসন্ত ন ভেলা।
ফুলল কদব গাছ হাটবাট সেহো অছ
মোরে পিআএঁ সেও ন দেখলা॥

অর্থাৎ দিনের বেলায় তো তাহার আসার আশায় পথ চাহিয়া থাকি, রাত্রিকালে পথ দেখা যায় না, তাই রাত্রি আমার শত্রু হইল অথবা রাত্রিকালে কুসুমশরের আঘাত প্রবলতর হয়, তাই রাত্রি আমার বৈরিণী। নয়নে অশ্রু বহে, মূর্চ্ছায় ধরণীতে পড়িয়া যাই, তবুও নির্দ্দয় কান্ত আমার কাছে আসে না। এই চৈত্র মাস, তথাপি প্রিয় পরদেশে রহিল। সে দেশে কি বসন্ত আসে না। আজ হাটে বাটে, সব জায়গায় কদম ফুল ফুটিল; আমার প্রিয়তমের চোখে কি তাহাও পড়িল না? এমন বিরহিণীকে কবি দেখাইয়া দিতেছেন—

ভণই বিদ্যাপতি সুন বর জউবতি
অছ তোঁকে জীবন অধারে।
রাজা শিবসিংঘ রূপ নরাএণ
একাদশ অবতারে॥

রাজসভার কবি রাজাকে খুসী করিবার জন্য এরকম লিখিতে পারেন; কিন্তু এ ধরণের লেখা বাংলার বৈষ্ণবেরা আদর করেন নাই। বিদ্যাপতি অতিশয়োক্তির কবি। তাঁহার এক বিরহিণী মলয় পবন সহ্য করিতে না পারিয়া নখ দিয়া সাপ আঁকে, এই আশায় যে সাপ বায়ুভুক্, তাই তাহার আঁকা সাপ মলয় সমীরকে করিয়া ফেলিবে ও সে দখিনা বাতাসের জ্বালাতন হইতে বাঁচিবে। বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে এই পদটী ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু উহার ভনিতায় কবি বলিয়াছেন—

রাজা সিবসিংঘ রূপ নরায়ণ
করথু বিরহ উপচারে।

এ কথা বৈষ্ণবেরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না; তাই তাঁহারা ভনিতাটী সামান্য বদলাইয়া নিলেন—

ভনয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।

তরু ১৮৭৭

অতিশয়োক্তি কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে তাহা বিদ্যাপতির বিরহিণীর চোখের জলে নদী তৈয়ারী করিয়া তাহাতে স্নান করা হইতে দেখা যায়—

লোচন নীর তটিনী নিরমানে।
করএ কমলমুখি তথিহি সিনানে॥

আবার বিরহে রাধার 'অঙ্গুরি বলয়া ভেল' (বিদ্যাপতি ১৮৫)। ইহার প্রভাব গোবিন্দদাসও এড়াইতে পারেন নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন যে—

অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার। (৬২৭)

রাধা বিরহে কৃশ হইয়াছেন, তাই তাহার অঙ্গুলির আংটি এখন কঙ্কণরূপে ও কঙ্কণ গলার হাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

গোবিন্দদাস ৭টী পদের (১৮৪, ২২৮, ২৫৪, ২৫৫, ৫৮৮, ৬২৮, ৬২৯) ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম করিয়াছেন। তাহার মধ্যে, 'এ সখি! অপরূপ পেখলু রামা' ইত্যাদিতে গোবিন্দদাস বলিতেছেন, 'বিদ্যাপতি পদ মোহে উপদেশল' সত্যই বিদ্যাপতির 'সজনী, অপরুব পেখল রামা' (বিদ্যাপতি, ৬২৩) পদটীর ভাবার্থ লইয়া ইহা লেখা।

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

কনকলতা অবলম্বন উঅল
হরিণ-হীন হিমধামা।

হরিণহীন হিমধামা মানে অকলঙ্ক চন্দ্র, উহা যেন এক কনকলতাকে অবলম্বন করিয়া উদিত হইল। আর গোবিন্দদাস বলেন—

কনককলতা তনু বদন ভান জনু
উয়ল পুনমিক চন্দা।

কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যাপতি যেখানে শুধু দেহের সাজ-সজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাস সেখানে মনের কথাও বলিয়াছেন। যেমন—

কুটিল কটাখ লাখশর বরিষণে
মন বাঁধল বিনু দামা।

শুধু কুটিল কটাক্ষের লক্ষশরের বর্ষণে আমার মন বিনা রজ্জুতেই বাঁধিল। বিদ্যাপতি ৪৮৬ সংখ্যক পদে বলিয়াছেন—

বসন হরইতে লাজ দুর গেল।
পিয়াক কলেবর অম্বর ভেল॥

গোবিন্দদাস তাঁহার ৫৮৮ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির নাম করিলেও

বেনন সঞে যব বসন উতারলুঁ
লাজে লাজায়লি গোরি।

তিনি লাজ দূরে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জার বাড়াবাড়ি দেখাইয়াছেন। গোবিন্দদাস ৬২৯ সংখ্যক পদেও বিদ্যাপতির নাম করিলেও কেবলমাত্র তাঁহার 'দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়লু' (৭২৮) ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া 'নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি' লিখিয়াছেন। কিন্তু আর কোন মিলই দেখা যায় না। গোবিন্দদাসের রাধা বলিতেছেন—সে কুলিশ-হৃদয় হইলেও আমার 'পরাণ পিয় সখি হামারি পিয়া'। তিনি আক্ষেপ করিতেছেন যে, ছোটবেলায় আমি যখন রস কি বুঝিতাম না তখন প্রিয় আমার বিদেশে গেলেন, এখন আমি তরুণী হইয়াছি, রসের কথা বুঝি এই সংবাদটী আমার প্রিয়ের কাছে পৌছাইয়া দেয় এমন লোক নাই কি? গোবিন্দদাস এই সব ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ধার করিলেও কৃতজ্ঞতার সহিত ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কয়েকটী পদে বিদ্যাপতির প্রভাব প্রগাঢ় দেখা যায়। যেমন বিদ্যাপতির 'জহাঁ জহাঁ পদজুগ ধরঈ' (৬১৯) পদের প্রায় অবিকল ভাবানুবাদ গোবিন্দদাসের ২২৪ সংখ্যক 'যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু জ্যোতি' ইত্যাদি। পার্থক্যের মধ্যে দেখি যে বিদ্যাপতি যেখানে বলিয়াছেন—

জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ
ততহি মদন-সর লাখ।

সেখানে গোবিন্দদাস অপরূপ উপমা প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—

যাঁহা যাহা ভঙুর ভাঙু বিলোল।
তহঁ তহঁ উছলই কালিন্দি হিলোল॥

ভ্রূবিলাসে যেন কালিন্দীর তরঙ্গভঙ্গী উছলিয়া উঠে অনুকরণ করিতে যাইয়াও নিজস্বতা যেখানে স্বতঃই প্রকট হয়, সেখানে প্রতিভার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

বিদ্যাপতি অভিসারিকাকে বদনচন্দ্র আবৃত করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কেননা রাজা শুনিয়াছেন যে চাঁদ চুরি গিয়াছে এবং প্রহরীরা চোর ধরিবার জন্য ঘরে ঘরে খুঁজিতেছে।

আঁচরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ সুনৈছিঅ চাঁদক চোরি (২৯)

গোবিন্দদাস বলেন—

এ ধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও
লুবধল মধুপ চকোর বিধুন্তুদ। (১৮৩)

চরণটী ছাড়া উভয় পদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নাই। গোবিন্দদাস বলিতেছেন—সামান্য ভ্রমর, চকোর ও রাহুর কথা কি বলিব, যেখানে কৃষ্ণের মনেই ভ্রম হয়, সেখানে বুদ্ধিহীন অন্য জীবের কথা কি বলিব? বিদ্যাপতি সুন্দরীকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, চাঁদের কলঙ্ক আছে, তুমি নিষ্কলঙ্ক, সুতরাং তোমাকে চাঁদচুরির দায়ে প্রহরীরা ধরিবে না। গোবিন্দদাস বলেন—সুন্দরি! তোমার কি অসম্ভব প্রতাপ! তুমি ভ্রূ-কম্পন করিয়া কটাক্ষশর নিক্ষেপ করিলে যিনি হাতে গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতন বীরের হৃদয়ও কাঁপিয়া উঠে।

ভাঙু-ধনুয়া কিয়ে সুতনু ধুনায়সি
যছু শরে গিরিধর কাঁপ।

বিদ্যাপতি প্রথম সঙ্গমভীতার বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রাধার সবে বয়ঃসন্ধি হইয়াছে; সে সখীকে অনুনয় করিতেছে যে, তাহাকে যেন কানাইয়ের কাছে ছাড়িয়া দিয়া সখীরা চলিয়া না যান।

কভু নহি সুনিএ সুরতক বাত।
কৈসে মিলব হম মাধব সাত॥ (৬৭৩)

কিন্তু সখীরা তাহার কথায় কান দিল না। সে বেচারা কৃষ্ণকে বাধা দিয়া—

নহি নহি কহই নয়ন ঝর লোর।
সুতি রহলি রাহি সয়নক ওর॥ (৬৭৪)

কিন্তু এ অবস্থায় বিদ্যাপতির কৃষ্ণ—

আলিঙ্গএ নীবিবন্ধ বিমু খোরি।

আর গোবিন্দদাসের কৃষ্ণ অনুরূপ অবস্থাতে জোর করিয়া সম্ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াও পারিলেন না।

শূতলি ভীত পুতলি সম গোরি।
চিত নলিনী অলি রহত আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কাম॥ (২৮১)

রাধা ভীত হইয়া জড় পুতুলের মতন শুইয়া রহিলেন, আর কৃষ্ণ পটে আঁকা নলিনীর উপর ভ্রমর যেমন করিয়া আলগোছে বসিয়া থাকে তেমনি রহিলেন। কবি পরিণামের কথা বলিতেছেন—সম্ভোগ হইল না; কেননা রূপ দেখিয়া কৃষ্ণ এতই বিমুগ্ধ হইলেন যে, বোধ হইল যে কাম যেন রসের কূপে ডুবিয়া গিয়াছে।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কাছে ঋণী বটে, কিন্তু বিদ্যাপতি প্রায়শঃই বহির্মুখী, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে তিনি চঞ্চল, আর গোবিন্দদাস অনেকটা অন্তর্মুখী—ভাবের আবেগে তিনি স্থির ও গম্ভীর। গোবিন্দদাস অল্প একটু বলিয়া পাঠককে বাকীটা কল্পনা করিয়া লইতে বলেন। 'নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব' (১৯১)—এই ছোট্ট কথাটিতে রাধার অন্তরের সমস্ত অনুরাগের প্রচণ্ড আবেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। রাধা প্রস্ফুটিত কদম্বের পানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাকাইয়া থাকেন। কদম ফুল ফুটিয়াছে, কদম গাছের তলায় কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার পানে চাহিয়া রাধার এমন রোমাঞ্চ হইল যে, মনে হয় যেন তাঁহার গায়েও বুঝি কদম ফুল ফুটিয়াছে—এই অবস্থার পর ঘরে আসিয়া শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা আর বাড়ীর উঠানের কদমগাছের দিকে তাকাইয়া থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে?

দুই একটি কালির আঁচড়ে অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিতে গোবিন্দদাস যেন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের ভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন—

সঘনে রোদন সঘনে হাস।
আনহি বরণ বিরস ভাষ॥
নিবিড় প্রেম-সিন্ধুয়া॥ (১৫)

প্রভুর কখনও সশব্দে রোদন, কখনও জোরে জোরে হাসি। এই কথা বলিয়াই কবি বলিতেছেন—'আনহি বরণ', তিনি বিবর্ণ হইয়া যান, গভীর দুঃখের সহিত কথা বলেন—এসব দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি বিশাল প্রেমসিন্ধু। নানারকমের ভাবরূপ রত্নরাজি ঐ সিন্ধুর মধ্যে লুকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে তাহা প্রকটিত হইয়া জনগণকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে। ঐ ছবিটি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে যখন গোবিন্দদাস প্রভুর ভাব বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

নটন ঘটন ভৈ গেল ভোর।
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল॥
রোয়ত হসত ধরনি খসত
শোহত পুলক পাতিয়া॥ (১৭)

রাসের সুপ্রসিদ্ধ পদ 'বিপিনে মিলল গোপ নারি' ইত্যাদিতে (৫৫৬) দেখি কৃষ্ণ মজা দেখিবার জন্য গোপী-দিগকে—

পুছত সবক গমন পেম।
কহত কীয়ে করব প্রেম॥
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহে কুটিল চাহনি॥

তোমাদের এই বনে আসিতে কষ্ট হয় নাই তো? তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? তোমাদের জন্য আমি কি করিতে পারি বল (What can I do for you, madams)?

ব্রজের সব কুশল তো? (ব্যঞ্জনা এই যে—সেখানে কোন বিপদ্ হওয়ায় কি তোমরা রাত্রিকালে এই বনে ছুটিয়া আসিয়াছ?) এ পর্য্যন্ত ভাগবতের অনুবাদ। কিন্তু কথা নাই, বার্ত্তা নাই, সহসা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন—

'কাহে কুটিল চাহনি।'

এই আটটী অক্ষরে যে ভাব কবি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আট পৃষ্ঠাতেও ব্যাখ্যা করা যায় না। কৃষ্ণের ঐরকম উদাসীনের মতন ভদ্রতাসূচক কুশল প্রশ্নে গোপীরা মনে মনে খুবই চটিয়া গিয়াছেন। ঘরের বৌ, ঝি, রাত্রিবেলায় গৃহকর্ম্ম করিতেছিল, মুরলীর ধ্বনির দ্বারা আহ্বান করিয়া আনিয়া একি ছলনা! সেই জন্য তাঁহাদের 'কুটিল চাহনি'। এই ভাবটী গোবিন্দদাসের মৌলিক। কেন কৃষ্ণ ওরূপভাবে কথাবার্ত্তা বলিলেন তাহাও কবি একটী বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—

নিরখি বয়ন পুছত বাত
প্রেম-সিন্ধু-গাহনি।

'বাত' বা কথাবার্ত্তার বিশেষণ 'প্রেমসিন্ধু-গাহনি'—প্রেম-সিন্ধুতে অবগাহন-তুল্য। গোপীরা তাঁহাকে কতখানি ভালবাসেন তাহাই বুঝিবার জন্য যেন তাঁহাদের অন্তরের প্রেমসমুদ্রের মধ্যে নামিয়া দেখিতেছেন উহা কতটা গভীর। কিন্তু সত্যই সে প্রেম সমুদ্রের মতন অতল। অল্পকথায় ছবি আঁকার আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক মথুরায় যাইবার পূর্ব্বদিনের মিলনের সময় শ্রীকৃষ্ণের ভাব হইতে। রাধা সখীকে বলিতেছেন, কাল যখন কানাইকে 'নিরমদ নয়ন বয়ন করু হেট' (৬১৮)—উল্লাসহীন নয়নে অবনত মুখে অবস্থিত—দেখিলাম তখন ভাবিলাম আমার উপর কোন কারণে বুঝি মান করিয়াছে। তাহাকে আমি হাসিয়া হাসিয়া কত সাধিলাম। কিন্তু তাহাতেও তাহার বিষণ্ণতা যখন দুর হইল না তখন স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি হইয়াছে?

পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহ পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ॥

শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, প্রেমের এই কল্পলোক ছাড়িয়া কাল তাঁহাকে মথুরায় যাইতে হইবে। অসহ্য দুঃখে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল; নয়নে অশ্রুধারা বহিল, হৃদয় কম্পিত হইল ও প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিতে যাইয়াও তাঁহার বাহু দুটী শিথিল হইয়া গেল। আমরা এযুগে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস পড়িতে অভ্যস্ত। এক একটি মনের ভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখকেরা পাতার পর পাতা লিখিয়া যাইতেছেন দেখি। আর গোবিন্দদাস দুই একটি শব্দে কি নিপুণ মনোবিশ্লেষণ করিয়াছেন!

সেকালের রীতি অনুসরণপূর্ব্বক কবি অনুপ্রাসের অজস্র প্রয়োগ করিয়া চিত্রগীত রচনা করিয়াছেন। ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ঐরূপ পদের দুই একটা নমুনা ধৃত হইয়াছে; যথা—

কেশব কমলমুখীমুখকমলং
কমলনয়ন কলয়াতুলমমলং
কুঞ্জগৃহে বিজনেঽতিবিমলম্।

কমলনয়ন কেশব! কমলমুখীর কমলমুখ, যাহা অমল ও অতুলনীয়, কুঞ্জগৃহে গিয়া দেখ।

রসিকেশ কেশব হে
রসসরসীমিব মামুপয়োজং
রসমিব রসনিবহে।

রসিকদের রাজা হে কেশব, রসে অবগাহনের জন্য আমাকে রসসরসীরূপে ব্যবহার কর। শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় লিখিয়াছেন—

ধরে ধরাধরধরং ধারাধরধুরারুধি
ধীরধীরাররাধাধিরোধং রাধাধুরং ধরম্।

রাধা ধরে অর্থে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে ধরাধরধর অর্থাৎ গিরিধারীকে আরাধনা করিয়াছিলেন। সেই রাধা ধীর অর্থাৎ স্থিরমতি। তিনি পূজা করিয়াছিলেন কেন? না, মানসিক ব্যথা নিবারণের জন্য। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কিরূপ? না, ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘদের উপদ্রব যেখানে বদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীরূপের পদ্মবন্ধ চিত্রগীতটী এই—

কলবাক্যসদালোক কলোদারমিলাবক।
কবলাত্যাদ্ভুতানূককমুতাভীরবালক॥

গোবিন্দদাসের মতন এত বেশী অনুপ্রাসের প্রয়োগ অন্য কবি করেন নাই। সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে (১৯০ সংখ্যক) গোবিন্দদাসের ২৩টী পদ দিয়া গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে 'চিত্রগীত'। পদকল্পতরুতে কবির ২৭টী অনুপ্রাসের পদ আছে। আমি বিভিন্ন পুথি হইতে তাঁহার এইরূপ ৩৫টী পদ সঙ্কলন করিয়াছি। অনুপ্রাসের মধ্য দিয়াও কবি যেভাবে বিরহের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ—

খিতি তলে শূতলি বালা
খণ্ডিত মোতিম মালা। (১২০)

ইত্যাদি পদটী দেখা যাইতে পারে। ইহার এক একটী চরণে এক এক ছবি।

খেনে খেনে তুয় গুণ গায়ে।
খপুর কপুর নাহি ভায়ে॥
খলয় বলয় দুহুঁ হাত।
খেদ সহই না জাত॥
খিনতনু তনিক নিশাস।
খোজত গোবিন্দদাস॥

এখনও কখনও রাধা তোমার গুণগান করেন। শ্রীকৃষ্ণের মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে রাধা তো মনের সুখেই আছেন—নইলে কি গান বাহির হয়? তাই কবি পরের চরণেই বলিতেছেন যে, তাহার আর সুপারি ও কর্পূরে রুচি নাই। গোবিন্দদাসের রাধা পান খাইতে খুব ভালবাসিতেন—ভোরবেলা কুঞ্জ হইতে বাড়ী ফেরার সময়ও তিনি পান খাইতেন। আর এখন সেসব কিছুই ভাল লাগে না। ভাল লাগা না লাগা তো মনের কথা। তাঁহার দেহ নিশ্চয়ই সুস্থ আছে। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য কবি তাড়াতাড়ি বলিতেছেন—না, না, তিনি এত কৃশ হইয়াছেন যে, হাতের বালা খুলিয়া পড়িতেছে। তিনি এমন খেদ বা বিলাপ করিতেছেন যে, তাহা আর কানে শোনা যায় না। অমন দুর্ব্বল শরীরে এত বিলাপ করা তো ভাল না। তাই কবি তাঁহার নাকের কাছে হাত লইয়া যাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন তাঁহার শ্বাস বহিতেছে কিনা। তিনি অনেকক্ষণ অনুভব করিয়া তবে দেখিতে পাইলেন যে, অল্প একটু শ্বাস মৃদুভাবে পড়িতেছে।

কবি শুধু দুঃখের চিত্র অঙ্কন নহে, ঠাট্টা-বিদ্রূপেও সিদ্ধহস্ত। কবিকঙ্কণ যেমন ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারি শীলের চরিত্র অঙ্কন করিয়া অমর হইয়াছেন, গোবিন্দদাস তেমনি পেটুক ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গলের চরিত্র দুই চারিটী শব্দে বর্ণনা করার জন্য অমরতার দাবী করিতে পারেন। মৃচ্ছকটিকে দেখি ব্রাহ্মণ পৈতা দিয়া মাপিয়া সিঁধ কাটিতেছে। আর গোবিন্দদাসের মধুমঙ্গল—

মধু-গুড়-লোভিত বাউল চীত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥

মিষ্টদ্রব্য খাইতে না পাইলে, মধুমঙ্গল তাহার যজ্ঞোপবীত বাঁধা দিয়া কড়ি জুটাইয়া মধু বা গুড় কিনিতে প্রস্তুত, কেননা সে বাউলচীত—পাগলাটে ধরণের। তাহার চলন বিচিত্র, বলনও অদ্ভুত। কবি বলেন—

চলইতে চরণ পড়য়ে তিন বঙ্ক।
ভালে কলঙ্কিত কালিন্দি পঙ্ক॥
কহইতে বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ॥

তাহার চালচলনও আশ্চর্য্যজনক, কেননা তাহাকে ভালবাসা দেখাইলেও সে গালি দেয়—

কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইত প্রীত দেই দশ গালি॥

এত দোষ সত্ত্বেও কবি কৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গলের 'দ্বিজপায়ে কয়ল লাখ পরণাম' (৬৬)। শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস মধুমঙ্গলকে বিদূষকরূপে অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই ধরণের ছবি গোবিন্দদাসের একেবারে নিজস্ব।

শ্রেষ্ঠ কবিরা শুধু ভাষা সম্বন্ধেই নিরঙ্কুশ নহেন, ভাব সম্বন্ধেও। শ্রীকৃষ্ণ 'গোপীশতকেলিকার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাকে 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত' (১০।৩৩।২৬) বলা হইয়াছে। আর গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা তাঁহাকে

সাময়িকভাবে ক্লৈব্যপ্রাপ্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। রাধা সারারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই। সকালে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহে সম্ভোগের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া শ্রীরাধা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন—তুমি তো রতিরণে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছ, কিন্তু এখন তোমার বেশভূষা একটুও বিপর্য্যস্ত দেখিতেছি না, অথচ আলস্যে ঘন ঘন হাই তুলিতেছ। তাই অনুমান করি যে, বৃথাই রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছ—কামিনীর সঙ্গ ঘটে নাই।

রতিরণ পণ্ডিত বেশ অখণ্ডিত
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
তে অনুমানিয়ে বেকত উজাগার
বিঘটিত ভামিনি-সঙ্গ॥

এই পদাংশের অন্য অর্থও করা সম্ভব, কিন্তু ইহার পরে রাধা যখন বলিতেছেন—

যো পরবঞ্চক বিহি তাহে বঞ্চউ
দুরজন দেখি না দেখ।

তখন উপরে আমরা যে অর্থ লিখিয়াছি সেই অর্থই যে ঠিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

গোবিন্দদাসের রাধা বিদ্রূপে অতিশয় সুদক্ষা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট এক দূতীকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই দূতী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার হাবভাবে চালচলনে রাধা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সম্ভোগ ঘটিয়াছে। ঐ দূতীকে রাধা বলিতেছেন—সুন্দরি, তুমি যেন আর (কষ্ট করিয়া) কানুর খবর বলিতে বসিও না। তোমার মুখ দেখিয়াই তাঁহার সব দুঃখের কথা বুঝিতেছি, সুতরাং কথা দিয়া আর ব্যক্ত করিয়া কি হইবে? তিনি ভ্রমরের মতন সকল কুসুমেই রমণ করেন, আর আমি তো গ্রাম্যা নারীমাত্র। কি শক্তি আমার আছে যে তাঁহাকে একনিষ্ঠ করিব? তাঁহার চালচলন তো আমার জানাই ছিল, কিন্তু তুমি আমার প্রাণের মতন প্রিয় বলিয়া তোমাকে দিয়া আমার আর্ত্তি জানাইয়া পাঠাইয়াছিলাম।

এ ধনি জনি কহ কানুক সন্দেশ।
বেকত তুহারি মুখ কহই সবহুঁ দুখ
কী ফল বচনবিশেষ॥
যো ষটপদসম সবহুঁ কুসুমে রম
হম তাহে এ হেন গঙারি।
জানি তিহ্নিক সুধি আরতি পাঠাওলুঁ
তো হেন প্রাণ-পিয়ারি॥

তারপর আর একটু স্পষ্ট করিয়া রাধা বলিতেছেন—আহা আমার জন্য তোমার কত কষ্ট হইয়াছে। তোমার অধর ভ্রমরে দংশন করিয়াছে, তাই চোখ দিয়া জল বাহির হইয়াছিল বলিয়া তোমার কাজল ধুইয়া গিয়াছে। তোমার অনেক পথ যাইতে হইয়াছিল, তাই পথশ্রমজনিত ঘর্ম্মে তোমার মুখের অলকা তিলকা মুছিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের খোঁজে তোমাকে কদমের কুঞ্জে যাইতে হইয়াছিল, সেখানে কত কাঁটা, তারই দুই চারিটী তোমার বুকে লাগিয়াছে; তাই কষ্টে তোমার দেহের জ্যোতি আমার মতন ম্লান হইয়াছে।

এ তুয় অধর ভ্রমর পয়ে দংশল
লোরে কাজর ঝরি গেল।
জানলু পন্থ ছরম জলে ধোয়ল
অলক তিলক দূরে গেল॥
নীপ নিকুঞ্জ কণ্টক হিয়ে লাগল
ঝামর ভেলহি জ্যোতি। (৪৫১)

বিদ্যাপতির একটী কবিতার (৮৪) ভাবার্থের সঙ্গে উপরিলিখিত কবিতার খানিকটা মিল দেখা যায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, "দূতি সরূপ কহবি তুহুঁ মোহে—তুমি আমাকে ঠিক করিয়া বল তো। আমি নিজের কাজে তোমাকে সাজাইয়া পাঠাইলাম। মুখে তাম্বূল দিয়া তোমার অধর সুরঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলাম, তাহা ধূসর হইল কেন?" "তোমার গুণ বলিতে রসনা চালাইতে হইল, তাই মুখ মলিন হইয়া গেল।" "আমি নিজের হাতে তোমার সীঁথি সাজাইলাম, তাহা এমন বিশ্রী হইল কিরূপে?" "তোমার জন্য নায়কের পায়ে পড়িতে হইল, তাই কেশ আলুথালু হইল।" "বিনা পরিশ্রমেই তোমার বুক ধক ধক করিতেছে,

ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছ।" "তোমার কথা তাহাকে বলিয়া তাহার কথা তোমাকে বলিতে তাড়াতাড়ি আসিতে হইয়াছে।" "নিজের বসন দিয়া তাহার বসন লইয়া আসিলে, এ তোমার কেমন ব্যবহার?" "গিয়াছিলাম কিনা তাহা দেখাইতে তাহার কাপড় আনিয়াছি।"

উভয় কবিতা তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, গোবিন্দদাসের শ্লেষ-বিদ্রূপ কতটা মর্ম্মস্পর্শী, এমন কি মর্ম্মান্তিক।

গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা যেমন বিদ্রূপে পারদর্শিনী, তেমনি গাম্ভীর্য্যে অটল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব দেখিয়া মনে মনে চটিয়াছেন, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ চোখের জলে ভাসিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিতেছেন। তিনি একটী কথাও বলিতেছেন না। শেষে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়ে অস্থির হইয়া ইঙ্গিতে বুঝাইতেছেন যে তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া শঙ্করব্রত পালন করিতেছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গ ছুঁইতে দিতে পারেন না। তাই তাঁহার কাঁদিয়া কি ফল?

শঙ্কর বরতে আজু পরবেশলোঁ
দারুণ গুরুজন রোল।
অতয়ে সে সরস পরশ বিহি বাধল
কী ফল নয়নহি লোল॥ (৪৪৫)

শ্রীকৃষ্ণ একটী মালা পরাইয়া দিতে গেলেন, কিন্তু রাধা ননদি বকিবে দোহাই দিয়া তাহাও লইলেন না। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন—"কর-সঙ্কেত কতহুঁ সমুঝাওব"—ইসারায় আর কত তোমাকে বুঝাইব? আমরা দেখিতেছি এখানে শ্রীরাধার কৌশলময় প্রত্যাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ অপদস্থ হইলেন। এখানে রাধা কৃষ্ণকে বকিতেছেন না, কিন্তু এমনভাবে তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতেছেন যে, তাহার চেয়ে বোধ হয় ভৎর্সনা করাও শতগুণে ভাল ছিল।

গোবিন্দদাস শ্রীরাধাকে কখনও লাস্যময়ী, কখনও ছলনাময়ী, কখনও প্রেমে আত্মভোলা, আবার কখনও অসমসাহসিকা করিয়া আঁকিয়াছেন। অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যই যেন তাঁহার চরিত্রের মূলমন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম প্রথম দেখাশোনা, তখন কখন তিনি—

চকিত চমকি চলি যাই

আবার কখন

পদ দুই চারি চলই বর নায়রি
রহই নিমিখ শর জোরি। (২৩০)

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া একটু দ্রুতবেগে চলিয়া যাইয়া আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন। সে কটাক্ষ কেমন?—

বিষম-বিশিখ শর অন্তর জর জর
সরবস লেয়লি মোরি।

আবার অন্যদিন শ্রীকৃষ্ণকে পথের মধ্যে দেখিয়া রাধা—

বিহসি রহলি ধনী গীম মোড়াই। (২৫০)

তিনি একটু স্মিতহাস্য করিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া রহিলেন। ঐরূপ করার উদ্দেশ্য অবশ্য চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখা। কখন কখন রাধা একটু বেহায়া হইয়া দৈহিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে বিমুগ্ধ করেন।

কেশ পসারি যবহু তুহু আছলি
উরপর অম্বর আধা।
সো সব সঙরি কানু ভেল আকুল। (২৫৪)

রাধা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলাইতে যাইয়া নিজেই মজিলেন। এমন মজিলেন যে, তাঁহার দেহে সব সময় পুলক লাগিয়াই আছে, আর কানে মুরলীরব ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করে না। এই ভাবটী বৈষ্ণব-সাহিত্যে নূতন নহে, কিন্তু গোবিন্দদাস যে ভাষায় ইহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনয়ে আন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু-অনুরাগে মোর তনু মন মাতল
না গুণে ধরম-ভয় লেশ॥

রাধার ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া তাঁহার গুরুজন তাঁহাকে তিরস্কার করেন, স্বামী তর্জ্জন করেন, কিন্তু তাহাতে ভয়

পাওয়া দূরে থাকুক তিনি হাসি সম্বরণ করিতে পারেন না।

গৃহপতি-তরজনে গুরুজন-গরজনে
অন্তরে উপজয়ে হাস। (২৬৭)

রাধা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণেরই। নামে মাত্র যে স্বামী আছেন, তিনি কেবল গৃহপতি, দেহের বা প্রাণের ঈশ্বর নহেন। তাই রাধা সেই গৃহপতির শব্দ পাইলে যেন চমকিয়া উঠেন, তাহার পানে একবার ফিরিয়াও তাকান না; তিনি জানেন না পর্য্যন্ত সে কাল কি ফর্সা।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব॥
নাহ না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥ (১৮৯)

স্বামী যে ঘরে শয়ন করেন, সে ঘরের বারান্দায় পর্য্যন্ত রাধা পা দেন না—'স্বামিক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই'

তত্ত্বতঃ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। শুধু রসপরিপুষ্টির জন্য তাঁহাকে পরকীয়া বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই গোস্বামীদের সিদ্ধান্ত। উজ্জ্বলনীলমণিতে পরকীয়া ভাবের মাধুর্য্যের তিনটী কারণ দেখান হইয়াছে: (১) পতি ও অন্যান্য পরিজনেরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও নায়িকা অনুরাগবশে মিলিত হন (ভাগবতের রাসলীলায়—তা বার্য্যমাণা পতিভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ), (২) প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব, (৩) উভয়ে উভয়ের নিকট দুর্লভ। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ সাবধান করিয়া দিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

শ্রীরূপও বলেন যে, উপপতিত্ব যে হেয়—লঘুভাব, তাহা প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধে প্রযোজ্য, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নহে।

গোবিন্দদাসের রাধা বিদ্যাপতির রাধার মতনই অভিসার-ব্যাপারে অসম সাহস দেখাইয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধা জ্যোৎস্না-রাত্রিতে অভিসারে যাইবার সময় বলিতেছেন, আমি যখন কথা দিয়াছি তখন সঙ্কেতস্থানে যাইবই; 'জইও সগর গগন উগত সহসে সহসে চন্দা'—যদিও সমস্ত গগনে সহস্র সহস্র চন্দ্রও একসঙ্গে উদিত হয়। লোকের নিন্দার ভয় আমি করি না—

না হম কাহুক ডীঠি নিবারবি
ন হম করব ওতে। (৯৫)

গোবিন্দদাসের রাধা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া দিন-দুপুরেই অভিসারে যাইতেছেন—

মাথহিঁ তপন তপত পথ-বালুক
আতপ দহন বিথার। (৩৬৯)

মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র, আর নীচে উত্তপ্ত বালুকা, চারিদিকে যেন আগুনের ঝলক। তাহারই মধ্যে রাধা অভিসারে চলিতেছেন—

গুরুজন-নয়ন-পাশগণ-বারণ
মারুত মণ্ডল ধূলি।

গুরুজনেরা তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিয়াছিলেন—যেন পাশ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু একটা ঘূর্ণি হাওয়া উঠাতে তাঁহাদের চোখে ধূলি পড়িল, আর সেই সুযোগে ঐ ঘূর্ণি হাওয়ার তাণ্ডবের মধ্যেই রাধা অভিসারে বাহির হইয়া গেলেন। তাই কবি বলিতেছেন—

হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।

বিদ্যাপতির বর্ষাভিসারের চিত্র অত্যন্ত মনোরম।

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংশয় পড় অভিসার॥ (১০৪)

রাত্রি এমন অন্ধকার যে, মনে হয় যেন তমিস্রা উদ্গিরণ করিতেছে। পথে ভীষণ সর্প, দুর্ব্বার বজ্রধ্বনি হইতেছে, মেঘ যেন রোষে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। ইহার মধ্যে অভিসারে যাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু রাধা তবুও বাহির হইলেন। তাঁহার পা সাপে জড়াইয়া ধরিল। তিনি ভাবিলেন ভালই হইল, পায়ের নূপুরে আর আওয়াজ হইবে না। অবাক হইয়া সখী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ঠিক করিয়া বল তো সুমুখি, তোমার প্রেমের সীমা কত দূর?

চরণ বেঢ়িল ফণি হিত মানলি ধনি
নেপুর ন করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সরূপ কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর॥

অন্য একটী পদে (৩৩২) বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

দেখি ভবন ভিতি লিখল ভুজগপতি
জসু মনে পরম তরাসে।
সে সুবদনি করে ঝপইত ফণিমণি
বিহসি আইল তুঅ পাসে॥

ইহার অবিকল প্রতিধ্বনি করিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

ভীতক চীত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আন্ধিয়ারে আপন তনু ছাপই
কর দেই ফণি-মণি ঝাঁপ। (৩৬৭)

বাড়ীর দেওয়ালে সাপের ছবি আঁকা থাকিলে যে সুন্দরী উহা দেখিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া চমকিয়া উঠে, সে আজ ঘন অন্ধকারে নিজের দেহ ঢাকিয়া এবং হাত দিয়া সাপের মণি আবৃত করিয়া অভিসারে চলিয়াছে। প্রেমের চেয়ে বড় আর কিছুই নহে এ তত্ত্বটী গোবিন্দদাস অতি সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাধাকে তাড়াতাড়ি হরির কাছে যাইতে হইবে। অলঙ্কার তাহার ভার মনে হইতেছে। তাই রাধা সব অলঙ্কার পথের মাঝে ফেলিয়া দিয়া নিজের পীন পয়োধরকেও গালি দিতেছেন।

পরিহরি মৌলিক মালতি মাল।
তেজল মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ ভরম ভরে ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি। (৩৫৮)

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নারী মুখ ফুটিয়া প্রেম নিবেদন করিতে চাহে না। যখন মর্ম্মপীড়া নিতান্ত অসহনীয় হয় তখনই সে প্রগল্‌ভা হইয়া নিজের অনুরাগের কথা দয়িতকে বলে। এই রকম একটী প্রণয়-নিবেদনের অতুলনীয় পদে (২০৭) গোবিন্দদাস রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি তো বনে থাক, মুনিদের সঙ্গে তোমার অনেক সাদৃশ্য (ছয়টী সাদৃশ্য—ঐ পদের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য), তাই তোমার কাছে উপদেশ লইতে বনে আসিয়াছি। বল তো কি করিয়া কামিনী কাম জয় করিতে পারে। তুমি ভাল করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও, আকার-ইঙ্গিতে নহে। তুমি মুরলীর কলধ্বনি করিয়া কি যে বল ভাল বুঝিতে পারি না, তুমি মুখের ভাষায় ও নয়নের ভাষায় বুঝাইয়া বল।

মুরলিক সনে বুঝই নাহি পারিএ
নয়নে বয়নে কহ বাণী।

এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করিয়া কি আর শ্রীরাধা নিজের মনের ভাবটী বুঝাইতে পারেন? অন্য একটী পদে (৩২৫) রাধা মুরলীর ধ্বনি অনুসরণ করিয়া বনে আসিয়া মাধবকে বলিতেছেন—দেখ, আমার রূপযৌবন কিছুরই অল্পতা নাই, কিন্তু আমার বড় দুঃখ যে—

পতি অতি দুরমতি কুলবতী নারী।

আমার পতি অত্যন্ত দুর্ম্মতি, আর আমি কুলের নারী, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দিতেও পারি না। অনেক পুণ্য না করিলে বিদগ্ধ নাথ হয় না। তুমি বলিয়া দিতে পার কোথায় কোন্ নির্জ্জন স্থানে শিব-দুর্গাকে পূজা করা যায়? কেননা, তাঁহাদের পূজা না করিলে পরজন্মে বিদগ্ধ নাথ লাভ করিবার মতন পুণ্য হইবে কি করিয়া? এত বলিয়াও রাধার বোধ হয় সন্দেহ হইল কৃষ্ণ তাহার বাণীর ব্যঞ্জনা বুঝিতে পারেন নাই। তাই স্পষ্টতর করিয়া বলিতেছেন—

আয়লোঁ দূর পুরব নিজ সাধে।
একলি বোলি করহ জনি বাধে॥

আমার মনের বাসনা গোপন নির্জ্জন স্থানে পূজা করিব—তাই মনসাধ পূর্ণ করিবার জন্য এত দূরে আসিয়াছি। একলা পাইয়া তুমি যেন আমার পূজায় বাধা দিও না। মেয়েদের 'না'র মানে 'হাঁ' তাহা নিশ্চয়ই কৃষ্ণ জানেন।

গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরূপের সংজ্ঞা অনুসারে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি। তিনি রাধার সঙ্গে মিলিত হইবার অন্য সুযোগ না পাইয়া নারী সাজিয়া আসেন (২১১)। সে চাতুরি সফল হইল না দেখিয়া তিনি যোগীর বেশ ধারণ করিয়া জটিলার বাড়ী যাইয়া রাধার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন (৪৮৫)। এসব ঘটনা বর্ণনায় গোবিন্দ-

দাসের বিশেষ মৌলিকতা দেখা যায় না। তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার প্রেমে পাগল করিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁহার কৃষ্ণের 'চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত' (২৫৫); কেননা রাধার গায়ের রং চাঁপার মতন। তিনি কাঞ্চনবর্ণের যুঁই ফুল দিয়া রাধার মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া তাহা আলিঙ্গন করেন।

কাঞ্চন-যূথি কমল-ময় গোরি।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনু-তাপে ভসম ভই যায়॥ (২২৬)

কিন্তু রাধাকে না পাইয়া মাধবের বুকে এত জ্বালা যে, সেই যুঁই ফুলে আঁকা রাধা-মূর্ত্তি তাঁহার আলিঙ্গনে একেবারে ভস্ম হইয়া যায়। রাধার বর্ণ পীত, তাই কৃষ্ণ বুকের জ্বালা জুড়াইবার জন্য—

শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর॥ (২২৭)

রাধার সব কিছু তাঁহার কাছে প্রিয়। তাই যমুনার পথে বালুর উপর রাধার পদচিহ্ন তিনি চুম্বন করেন (২৭৫)। তপ্ত বালুর উপর দিয়া হাঁটিয়া যমুনায় যাইতে রাধার কষ্ট হইবে ভাবিয়া কৃষ্ণ—

সিনান দোপর সময় জানি।
তপ্ত পথে পিয়া ঢালয়ে পানি॥ (৬৯৬)

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হাতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের একটা বিবর্ত্তন বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাগবতের কৃষ্ণ সব গোপীকে লইয়াই বস্ত্রহরণ, রাসক্রীড়া প্রভৃতি করিতেছেন। হয়তো রাসে একজন বিশেষ ভালবাসার পাত্রী তাঁহার ছিল, তিনি অন্য সব গোপীদের ফেলিয়া তাহাকে লইয়া লুকাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই অন্য গোপীরা ঈর্ষ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'অনয়ারাধিতো নূনম্'। কিন্তু একথা ঠিক যে, তিনি উহার সামনেই অন্য সকলের সঙ্গে রাসে বিলাস করিয়াছিলেন। জয়দেবে রাধা তাঁহার প্রিয়তমা বটে, কিন্তু

হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।
(১৪০)

বিলাসমত্ত মুগ্ধ বধূগণকে লইয়া হরি কেলিবিলাসে রত থাকেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ কচিৎ কদাচিৎ অন্য নারীর সহিত গোপনে কেলিবিলাস করিলেও, তিনি রাধার একান্ত বল্লভ। বহুবল্লভ কৃষ্ণকে প্রায় একবল্লভে পরিণত করিবার একটা সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা বৈষ্ণব মহাজনদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়।

গোবিন্দদাসের রাধা স্বাধীনভর্ত্তৃকা (অর্থাৎ নিজের অধীনে স্বামী যাহার) হইয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তুরিতহি বেশ বনাহ যতন করি
যামিনি ভেল অবসান। (৫৩)

আর কৃষ্ণও বশংবদ ভৃত্যের মতন বলিতেছেন—

এ ধনি এ ধনি করু অবধান।
কহ পুন কি করব অনুচর কান॥ (১১২)

তোমার নির্দ্দেশমত আমি তো কিশলয় দিয়া শয্যা রচনা করিয়াছি। তোমাকে বাতাস করিয়া তোমার শ্রমজল দূর করিলাম। তোমার চুলের খোঁপা খুলিয়া গিয়াছিল, বাঁধিয়া তাহার উপর বকুল ফুলের মালা পরাইয়া দিলাম।

এইরূপ অনুচররূপে শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্কন করার পথ দেখানো হইয়াছে শ্রীরূপের লেখা গীতাবলীতে—

রাধে! তোমার বুকের কাপড় একটু উঠাও, আমি উহাতে অদ্ভুত অদ্ভুত মকরের ছবি আঁকিয়া দিব (কামদেবের নাম মকরধ্বজ)। হে পঙ্কজনয়নে, ইহাতে সঙ্কোচ করিও না; এই রতিশয্যাতে তোমার বেশ রচনা করিব। রাধে! গণ্ডদেশ দুলাইও না, আমি এখন উহার উপর চিত্র রচনা করিতেছি। সদাশোভিত তোমার বপু আজ আমার হৃদয়ে কোন একটি লোভ জন্মাইতেছে।

গোবিন্দদাসের পদে বাৎসল্যরসের মাত্র একটা পদ (৬০) পাওয়া যায়। পদটী রসে সমৃদ্ধ। গোবিন্দদাস দুই জায়গায় বলিয়াছেন যে, শ্রুতিমধুরত্ব তাঁহার পদের বিশেষত্ব—

রসনা-রোচন রসিক-রসায়ন
রচয়তি গোবিন্দদাস। (১১৬)

এবং

রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥ (১৪৫)